الأذكار

আল আযকার

জন্ম থেকে মৃত্যু-জীবনের প্রতিটি ধাপে রাসূল ﷺ
বর্ণিত দৈনন্দিন শ্রেষ্ঠ দুআ যিকির ও আমলসমূহ

ইমাম আন নববী





আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

بسم الله الرحمن الرحيم

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com



আল-আযকার

শাইখুল ইসলাম মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া
ইবনে শারফ আন-নববী রহ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com



আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com



শাইখুল ইসলাম মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া
ইবনে শারফ আন-নববী রহ.

আল-আযকার

অনুবাদক মণ্ডলী
মুফতি মাহবুবুর রহমান খান
মুফতি উবায়দুল্লাহ আসাআদ কাসেমি
মুফতি সাইফুল ইসলাম

সম্পাদনা
মুফতি খালেদ সাইফুল্লাহ কাসেমি
এনামুল করীম ইমাম

মাকতাবাতুস সুন্নাহ مكتبة السنة
ইসলামি অভিজাত বইয়ের নতুন দিগন্ত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
১ম তলা (গ্রাউন্ডফ্লোর) দোকান নং ১১।
01774-926260, 01911502907



আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আল-আযকার

শাইখুল ইসলাম মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া
ইবনে শারফ আন-নববী রহ.

প্রথম সংস্করণ	জুন ২০২১
দ্বিতীয় সংস্করণ	নভেম্বর ২০২১
অনুবাদ মণ্ডলী	মুফতি উবায়দুল্লাহ আসাআদ কাসেমি মুফতি মাহবুবুর রহমান খান মুফতি সাইফুল ইসলাম
সম্পাদনা	মুফতি খালেদ সাইফুল্লাহ কাসেমি এনামুল করীম ইমাম
প্রকাশনায়	মাকতাবাতুস সুন্নাহ
গ্রন্থস্বত	প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
মুদ্রণ	ব্রাদার্স প্রিন্টিং প্রেস
মূল্য	১৩৯০/= টাকা

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com	wafilife.com
sunnahshop.com	boibazar.com

www.facebook.com/maktabatus sunnah
email: maktabatussunnah.bd@gmail.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অর্পণ

প্রিয় দু'টি নাম, দু'টি স্বপ্নবৃক্ষ
আহমাদ ও মুহাম্মাদ...

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com



আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সূচীপত্র

লেখকের ভূমিকা

প্রকাশ্য অপ্রাকাশ্য সব কাজে নিয়ত বিশুদ্ধ করা..... ৩৭
ফযিলতের আমল একবার হলেও করা উচিত ৪০
ফজিলত বিষয়ক দুর্বল হাদিসের ওপর আমল করা..... ৪০
জিকিরের মজলিসে বসা মুস্তাহাব ৪০
জিকির হবে যবানে ও অন্তরে..... ৪২
জিকিরের ফযিলত..... ৪৩
বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা ৪৩
অজু না থাকা অবস্থায় জিকির করতে পারবে..... ৪৫
জিকিরকারীর হালত ৪৭
জিকিরের স্থান যেমন হবে ৪৮
যেসব অবস্থায় জিকির মাকরুহ ৪৯
জিকিরের হাকিকত..... ৪৯
নির্দিষ্ট সময়ে জিকির ছুটে গেলে করণীয়..... ৫০
কোন কারণে জিকির বন্ধ করে পুনরায় শুরু করা যাবে..... ৫০
অন্তত নিজের কানে জিকিরের আওয়াজ শুনতে হবে ৫১
দৈনন্দিনের আমলের কিতাব ও বক্ষ্যমাণ কিতাবের উৎসগ্রন্থ..... ৫১
হাদিস গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে ৫২

অধ্যায়- ১

জিকিরের ফযিলত..... ৫৪
ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর যে দুআ পড়বে..... ৬৯
কাপড় পরিধানের দুআ ৭৩
নতুন কাপড়, জুতা ও এজাতীয় পোশাক পরার দুআ..... ৭৪
সঙ্গীর গায়ে নতুন কাপড় দেখলে যে দুআ পড়বে..... ৭৬
জামা-জুতা পরিধান ও খোলার পদ্ধতি ৭৭
গোসল, ঘুম ইত্যাদির জন্য কাপড় খোলার সময় যে দুআ পড়বে..... ৭৮
ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ ৭৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঘরে প্রবেশের দুআ..... ৮১
রাতে ঘুম থেকে জেগে ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ..... ৮৫
টয়লেটে প্রবেশের দুআ..... ৮৮
বাথরুমে জিকির বা কথা বলা নিষেধ..... ৮৯
পায়খানা-পেশাবকারী ব্যক্তিকে সালাম দেয়া নিষেধ..... ৯০
বাথরুম থেকে বের হওয়ার দুআ..... ৯০
অজুর পানি ঢালার সময় কোন দুআ পড়বে..... ৯১
অজুর শুরুতে পড়ার দুআ..... ৯১
অজুর শুরুতে যে দুআ পড়বে..... ৯২
অজুর শেষে যে দুআ পড়বে..... ৯৩
অঙ্গসমূহ ধোয়ার সময়ের দুআ..... ৯৬
গোসল করার সময়ের দুআ..... ৯৯
তায়াম্মুমের সময় যে দুআ পড়বে..... ৯৯
মসজিদে গমনের সময় যে দুআ পড়বে..... ৯৯
মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দুআ..... ১০১
মসজিদে যেসব দুআ পড়বে..... ১০৫
মসজিদে অবস্থানকারীর করণীয়..... ১০৬
মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা ও ক্রয় বিক্রয় নিষেধ..... ১০৭
মসজিদে অনৈসলামিক কবিতা, গান ইত্যাদি বলা যাবে না..... ১০৮
আজানের ফজিলত..... ১০৯
আযানের পদ্ধতি..... ১১০
ইকামতের পদ্ধতি..... ১১১
আজান ও ইকামত যেভাবে ও যে স্থানে দেবে..... ১১২
যেসব নামাজের জন্য আজান দেবে..... ১১৩
আজান ও ইকামতের শর্তসমূহ..... ১১৩
নারী ও হিজড়ার আজান-ইকামতের বিধান..... ১১৪
আজান ও ইকামতের জবাব..... ১১৪
নামাজরত অবস্থায় আজান-ইকামত শুনলে উত্তর দিবে না..... ১২০
আযানের পরে দুআ কবুল হয়..... ১২০
ফজরের সুন্নতের পরের দুআ..... ১২১
নামাজের কাতারে দাঁড়ানোর সময় যে দুআ পড়বে..... ১২৩
নামাজে দাঁড়ানোর সময়ের দুআ..... ১২৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অধ্যায়- ২

ইকামতের সময়ের দুআ..... ১২৫
তাকবিরে তাহরিমা.....১২৬
ইমাম সাহেব উচুঁ আওয়াজে তাকবির বলবে ১২৭
নামাজে তাকবিরের পরিমাণ..... ১২৭
তাকবিরে তাহরিমার পরের দুআ..... ১২৮
নামাজ শুরুর দুআ তথা সানা পড়ার পর আউজুবিল্লাহ পড়া..... ১৩৩
আউজুবিল্লাহ পড়ার হুকুম..... ১৩৪
আউজুবিল্লাহ পড়ার পরে কিরাত পড়া..... ১৩৫
বিসমিল্লাহ পড়া..... ১৩৬
সুন্নাত পরিমাণ কিরাতের বিবরণ..... ১৩৯
রুকুর দুআ..... ১৪৫
রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ার দুআ.. ১৫০
সিজদার দুআ..... ১৫৪
সিজদা থেকে মাথা উঠানো ও দুই সিজদার মাঝখানে বসা অবস্থার দুআ ১৬০
দ্বিতীয় সিজদাতেও প্রথম সিজদার ন্যায় দুআ করবে.....১৬১
দ্বিতীয় রাকাতের জিকির.....১৬২
ফজরের নামাজে কুনুত পড়া..... ১৬৩
কুনুত পড়ার সময় হাত উঠানো ১৬৭
নামাজে তাশাহুদ পড়া.....১৬৯
তাশাহুদের পর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পড়া ১৭৮
শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর দুআ পড়া..... ১৮০
নামাজ শেষ করার জন্য সালাম দেয়া..... ১৮৪
নামাজি ব্যক্তির সঙ্গে কেউ কথা বললে নামাজি ব্যক্তির করণীয়..... ১৮৬
নামাজের পর জিকির ও দুআ..... ১৮৬
ফজরের নামাজের পর আল্লাহর জিকির.....১৯৬
সকাল-সন্ধ্যার দুআ ১৯৮
জুমুআর দিন সকালের আমল..... ২২২
সূর্যোদয়ের সময়ের দুআ ২২৩
সূর্য পরিপূর্ণ উদিত হওয়ার পরের দুআ..... ২২৫
সূর্য ঢলে যাওয়া থেকে আসর পর্যন্ত যে দুআ পড়বে..... ২২৫
আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্তের দুআ..... ২২৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মাগরিবের আজান শুনে যে দুআ পড়বে ২২৭
মাগরিবের নামাজের পরের দুআ ২২৮
বিতর নামাজে ও তার পরবর্তীতে পড়ার দুআ ২২৯
ঘুমের সময় বিছানায় শুয়ে যে দুআ পড়বে ২৩০
কোনরূপ জিকির-আজকার না করে ঘুমানো মাকরুহ ২৪৪
রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর পুনরায় ঘুমালে যে দুআ পড়বে ২৪৫
রাতে বিছানায় ছটফট করলে বা ঘুম না আসলে যা পড়বে ২৪৮
ঘুমে ভয় পেলে যা পড়বে ২৫০
স্বপ্নে ভালো-মন্দ দেখলে যা পড়বে ২৫১
স্বপ্নের বিবরণ শুনে যা বলবে ২৫৩
প্রত্যেকে রাতের দ্বিতীয়ভাগে ইস্তেগফার ও দুআর প্রতি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা ২৫৩
দুআ কবুলের মুহূর্তটি পাওয়ার আশায় পুরো সময় দুআ করা ২৫৫
আল্লাহ তাআলার সুন্দর নামসমূহের বিবরণ ২৫৫

অধ্যায়- ৩

কুরআন তিলাওয়াতের বিবরণ ২৫৯
নির্দিষ্ট সময়ে কুরআন মাজিদ খতম করা ২৫৯
কুরআন খতমের সূচনা ও সমাপ্ত করা পাঠকের ইচ্ছাধীন ২৬১
তিলাওয়াতের শ্রেষ্ঠ সময় ২৬২
কুরআন খতম করার আদব ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় ২৬৩
কুরআন খতমের পর দুআ করা গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব আমল ২৬৪
রাতের অজিফা না পড়ে ঘুমিয়ে গেলে করণীয় ২৬৫
কুরআন সংরক্ষণে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ ও ভুলে যাওয়ার প্রতি ধমকি ২৬৫
কুরআন তিলাওয়াতকারীর কতিপয় মাসআলা ও আদব ২৬৭
কুরআন তিলাওয়াতের আগে মিসওয়াক ইত্যাদি দ্বারা মুখ পরিষ্কার করা ২৬৭
চিন্তা-ফিকির ও একাগ্রতার সঙ্গে তিলাওয়াত করা ২৬৮
তিলাওয়াতের সময় কান্না করা বা কান্নার ভান করা মুস্তাহাব ২৬৮
মুখস্থ তিলাওয়াতের চেয়ে দেখে পড়া উত্তম ২৬৯
কুরআনে কারিম উচ্চস্বরে ও অনুচ্চস্বরে তিলাওয়াত করা ২৬৯
সুন্দর আওয়াজে তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব ২৭০
সুরার মাঝখান থেকে তিলাওয়াত শুরুর ক্ষেত্রে করণীয় ২৭০
গর্হিত একটি বিদআত ২৭০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সুরা বাকারা, সুরা আলে ইমরান এভাবে সুরার নাম বলা বৈধ..... ২৭১
কুরআন মাজিদের কোনো অংশ ভুলে গেলে যেভাবে তা ব্যক্ত করতে হবে ২৭২
তিলাওয়াতের আদব বিষয়ে শেষকথা ২৭২
সর্বদা কুরআন তিলাওয়াত করা ২৭৩

অধ্যায়- ৪

আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা ২৭৬
যে সমস্ত স্থানে আলহামদুলিল্লাহ বলা মুস্তাহাব ২৭৮
জুমুআ ও অন্যান্য খুতবায় আল্লাহর প্রশংসা করা জরুরি..... ২৭৮
দুআর শুরু ও শেষ 'আলহামদুলিল্লাহ' দ্বারা করা মুস্তাহাব ২৭৮
নেয়ামত লাভ ও অপছন্দনীয় বিষয় থেকে বেঁচে গেলে আলহামদুলিল্লাহ বলা মুস্তাহাব ২৭৮
সন্তানের মৃত্যুতেও আলহামদুলিল্লাহ বলা ২৭৯

অধ্যায়- ৫

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করা..... ২৮২
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম আলোচিত হলে দরুদ পড়া ২৮৪
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পড়ার পদ্ধতি।২৮৬
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ ও সালাম উভয়টা পড়া মুস্তাহাব ২৮৬
হাদিস পাঠকারীরা উচ্চস্বরে দরুদ ও সালাম পড়বে ২৮৬
আল্লাহর প্রশংসা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পড়ার মাধ্যমে দুআ শুরু করা..... ২৮৭
নবিগণের সাথে সাথে তাদের পরিবারের প্রতি দরুদ পাঠ করা..... ২৮৮
রাদিয়াল্লাহু আনহু ও রাহিমাহুল্লাহু পড়ার বিধান..... ২৮৯
হজরত মরিয়ম ও হজরত লুকমানের ক্ষেত্রে কী বলবে? ২৯০

অধ্যায়- ৬

আকস্মিক বিষয়ের জিকির-আজকার ও দুআসমূহ ২৯২
ইস্তেখারার দুআ ২৯২
বিপদাপদের সময়ের দুআ..... ২৯৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ভয় পেলে যে দুআ পড়বে..... ২৯৯
দুঃশ্চিন্তা ও পেরেশান হলে যে দুআ পড়বে ২৯৯
সর্বনাশায় নিপতিত হলে যে দুআ পড়বে..... ৩০০
কোন সমপ্রদায়কে ভয় পেলে যে দুআ পড়বে ৩০১
বাদশাহকে ভয় পেলে যে দুআ পড়বে..... ৩০২
শত্রুর দিকে তাকালে যে দুআ পড়বে..... ৩০২
শয়তানকে সামনে দেখলে বা শয়তানকে ভয় পেলে যে দুআ পড়বে.... ৩০৩
কোন বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তায় কাবু হয়ে গেলে যে দুআ পড়বে..... ৩০৫
কোন বিষয় কঠিন হলে যে দুআ পড়বে ৩০৬
জীবিকা নির্বাহ কঠিন হলে কী বলবে..... ৩০৬
বিপদাপদ দূর করতে যে দুআ পড়বে..... ৩০৭
ছোট-বড় দুর্ঘটনায় যে দুআ পড়বে..... ৩০৮
ঋণের বোঝা বেড়ে গেলে যে দুআ পড়বে ৩০৮
একাকীত্বের দরুন ভয় পেলে যে দুআ পড়বে..... ৩০৯
ওয়াসওয়াসা হলে যে দুআ পড়বে..... ৩১০
বেহুঁশ ও সাপে কাটা ব্যক্তির শরীরে যা পড়ে ফুঁ দেয়া হবে..... ৩১৩
বাচ্চা ও অন্যদের সুরক্ষা করা ৩২১
ফোঁড়া, ফুসকুড়ি ইত্যাদি উঠলে যে দুআ পড়বে..... ৩২১

অধ্যায়- ৭

অসুস্থতা, মৃত্যু ও এজাতীয় অবস্থার জিকির-আজকার ৩২২
মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করা..... ৩২২
অসুস্থ ব্যক্তি সম্পর্কে তার পরিবারবর্গের কাছে জিজ্ঞাসা করা ও তাদের উত্তর প্রসঙ্গে ৩২২
অসুস্থ ব্যক্তি যা পড়বে, তার ওপর যা পড়া হবে এবং তার কাছে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা ৩২৩
অসুস্থ ব্যক্তির পরিবার ও সেবাকারীদের প্রতি ওসিয়ত করা মুস্তাহাব.... ৩৩২
জ্বর, ব্যথা জাতীয় কিছু হলে যা পড়বে..... ৩৩৩
বিরাগ বা অধৈর্যতা না প্রকাশের শর্তে 'আমি অনেক অসুস্থ' বা এজাতীয় কিছু বলা মাকরুহ নয় ৩৩৪
কোন কষ্ট পেয়ে মৃত্যু কামনা করা ৩৩৫
ভালো শহরে মৃত্যুর দুআ করা মুস্তাহাব..... ৩৩৬
অসুস্থ ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেয়া..... ৩৩৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অসুস্থ ব্যক্তির ভালো কাজের প্রশংসা করা ৩৩৬
মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হলে অসুস্থ ব্যক্তির ভালো কাজের প্রশংসা করা, যাতে তার ভয় দূর হয় এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা তৈরি হয়। ৩৩৬
অসুস্থ ব্যক্তির বাসনা পুরা করা ৩৩৯
রোগীর কাছে দুআ চাওয়া ৩৪০
অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভের পর তাকে উপদেশ দেয়া ৩৪০
মুমূর্ষু অবস্থায় যে দুআ পড়বে ৩৪১
মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করার পর যে দুআ পড়বে ৩৪৫
মৃত ব্যক্তির কাছে যে দুআ পড়বে ৩৪৬
আপনজনের মৃত্যুতে যে দুআ পড়বে ৩৪৭
সঙ্গীর মৃত্যুর সংবাদ শোনে যে দুআ পড়বে ৩৪৯
ইসলামের শত্রুর মৃত্যুর সংবাদে যা পড়বে ৩৫০
বিলাপ করা ও জাহেলি যুগের ন্যায় চিল্লাফাল্লা করা হারাম ৩৫০
সমবেদনা প্রকাশ করা সুন্নাত ৩৫৪
পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা মুস্তাহাব ৩৫৬
তাজিয়া তথা সমবেদনার জন্য মজলিস করা মাকরুহ ৩৫৬
সমবেদনা জ্ঞাপনের শব্দ ৩৫৭
সান্ত্বনা দেয়ার উত্তম পন্থা ৩৫৮
ইসলামি যুগে মহামারী ৩৬৩
মৃত্যুর সংবাদ দেয়ার বিধান ৩৬৪
মৃত ব্যক্তিকে গোসল ও কাফনের সময় যে দুআ পড়বে ৩৬৫
জানাযার নামাজের দুআসমূহ ৩৬৬
তাকবিরগুলোর মাঝে যা পড়তে হবে ৩৬৭
জানাযায় সালাম ফেরানো ও মাসবুকের করণীয় ৩৭৪
মৃতের খাটিয়ার সঙ্গে যারা যায় তারা যে দুআ পড়বে ৩৭৫
পাশ দিয়ে কফিন গেলে বা দেখলে যে দুআ পড়বে ৩৭৬
মৃত ব্যক্তিকে যারা কবরে রাখবে তারা যে দুআ পড়বে ৩৭৬
দাফনের পর যে দুআ পড়বে ৩৭৮
দাফনের পর মৃত ব্যক্তিকে তালকিন করা ৩৮০
নির্দিষ্ট ব্যক্তি জানাযা পড়ানো ও বিশেষস্থানে কবর দেয়া ইত্যাদির ওসিয়ত করে গেলে করণীয় ৩৮১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মৃতের জন্য ইসালে সওয়াব বা অন্যদের দুআ-দুরূদে মৃতের উপকার প্রসঙ্গে ৩৮৫
মৃত ব্যক্তিকে মন্দ বলা নিষেধ ৩৮৭
কবর জিয়ারতকারী যে দুআ পড়বে ৩৮৯
কবর জিয়ারতকারী যা থেকে বারণ করবে ৩৯২
সীমালঙ্ঘনকারীদের কবরের পাশ দিয়ে যেভাবে অতিক্রম করবে ৩৯৩

অধ্যায়- ৮

বিশেষ নামাজে বিশেষ দুআসমূহ ৩৯৪
জুমুআর দিন-রাতের দুআ ও জিকির ৩৯৪
জুমুআর নামাজের পর বেশি বেশি জিকির করা মুস্তাহাব ৩৯৭
দুই ঈদের নামাজে পঠিত দুআসমূহ ৩৯৭
উভয় ঈদের রজনীতে তাকবির বলা মুস্তাহাব ৩৯৮
তাকবিরের বিধান ৩৯৯
ঈদের নামাজে তাকবির ৪০০
জিলহজ মাসের প্রথম দশকের আমল ৪০১
সূর্য গ্রহণকালে যে দুআ পড়বে ৪০৩
সূর্যগ্রহণের নামাজে দীর্ঘ কিরাত পড়া মুস্তাহাব ৪০৪
সালাতুল ইস্তিস্কা তথা বৃষ্টি প্রার্থনার জিকির ও দুআ ৪০৫
প্রচণ্ড বাতাস বইলে যে দুআ পড়বে ৪১২
তারকার পতন দেখলে যে দুআ পড়বে ৪১৫
তারকা ও বিজলির দিকে দৃষ্টি দেয়া ও ইশারা করবে না ৪১৬
বজ্রধ্বনি শ্রবণে যে দুআ পড়বে ৪১৬
বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হলে যে দুআ পড়বে ৪১৭
বৃষ্টি বর্ষণের পর যে দুআ পড়বে ৪১৮
প্রবল বর্ষণে ক্ষতির আশঙ্কা হলে যে দুআ পড়বে ৪১৯
তারাবির নামাজের জিকির ৪২১
সালাতুল হাজতের দুআ ৪২১
সালাতুত তাসবিহের দুআঃ ৪২৪

অধ্যায়- ৯

জাকাতের আলোচনা ৪২৮
জাকাত-সংশ্লিষ্ট মাসআলা ও দুআ ৪২৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জাকাতের নিয়ত করা..... ৪২৯
দান-সাদকা ও জাকাত প্রদানের সময় যে দুআ পড়বে ৪৩০

অধ্যায়- ১০

রোজার অধ্যায় ৪৩১
অর্ধচন্দ্র ও পুরো চাঁদ দেখলে যে দুআ পড়বে..... ৪৩১
রোজায় যেসব দুআ পড়া মুস্তাহাব..... ৪৩৩
ইফতারের সময় যে দুআ পড়বে ৪৩৪
কারও মেহমান হয়ে ইফতারি করলে যে দুআ পড়বে..... ৪৩৬
লাইলাতুল কদর পেলে যে দুআ করবে..... ৪৩৭
ইতেকাফে যে আমল করবে ৪৩৮

অধ্যায়- ১১

হজের অধ্যায়..... ৪৩৯
হজের দুআসমূহ..... ৪৩৯
তালবিয়া পাঠের পর করণীয় ৪৪২
মক্কায় পৌঁছে যে দুআ করবে ৪৪৩
কাবায় প্রথম দৃষ্টি পড়ার পর যে দুআ করবে..... ৪৪৩
তাওয়াফের দুআ ৪৪৪
মুলতাজিমের দুআ..... ৪৪৬
হাতিমে কাবার মিজাবে রহমতের নিচে পড়ার দুআ ৪৪৭
বাইতুল্লায় যে দুআ পড়বে..... ৪৪৮
সাঈ করার সময় জিকির ও দুআ..... ৪৪৮
মক্কা থেকে আরাফায় যাওয়ার সময় যে দুআ পড়বে..... ৪৫৩
আরাফায় জিকির ও দুআ..... ৪৫৪
মুজদালিফা থেকে আরাফায় যাওয়ার সময় যে দুআ পড়বে..... ৪৫৭
মাশআরে হারাম ও মুজদালিফায় যে দুআ করবে ৪৫৮
মাশআরে হারাম থেকে মিনার দিকে যাওয়ার সময় যে দুআ পড়বে ৪৬১
ঈদের দিন মিনাতে যে দুআ পড়বে ৪৬১
আইয়ামে তাশরিকে মিনায় অবস্থানকালে যে দুআ পড়বে..... ৪৬৩
মিনা থেকে ফিরে আসার পর করণীয় ৪৬৪
জমজমের পানি পান করার দুআ ৪৬৪
মক্কা থেকে ফিরে যাওয়ার সময় করণীয় ৪৬৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর জিয়ারত ও দুআ ৪৬৭

অধ্যায়- ১২

জিহাদের অধ্যায় ৪৭২
শাহাদাতের তামান্না করা মুস্তাহাব..... ৪৭২
সেনাপ্রধানকে তাকওয়ায় উদ্বুদ্ধ করা ও যুদ্ধ, সন্ধি ইত্যাদির পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া আমিরের কর্তব্য ৪৭৪
কোনো এলাকায় যুদ্ধের ইচ্ছা করলে অন্য এলাকার প্রতি ইঙ্গিত করে তা লুকিয়ে রাখা ৪৭৪
যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করা ৪৭৫
জিহাদের সময় দুআ করা, বিনয়ী হওয়া ও তাকবির বলা..... ৪৭৬
যুদ্ধের সময় অহেতুক চিৎকার না দেয়া..... ৪৮৩
শত্রুকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য নিজের পরিচয় দেয়া ৪৮৪
যুদ্ধের সময় ছন্দ বলা মুস্তাহাব ৪৮৪
আঘাতপ্রাপ্ত হলে ধৈর্যধারণ করা ও শাহাদাতের প্রত্যাশায় আনন্দিত হওয়া ৪৮৭
মুসলমানদের বিজয় হলে যে দুআ পড়বে..... ৪৮৯
মুসলমানগণ পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা করলে যা করবে ৪৮৯
সৈন্যদের বীরত্বের জন্য আমিরের প্রশংসা করা উচিত..... ৪৯০
যুদ্ধ থেকে ফেরত যাওয়ার সময় যে দুআ পড়বে..... ৪৯১

অধ্যায়- ১৩

মুসাফিরের বিভিন্ন দুআর আলোচনা ৪৯২
ইস্তিখারা ও পরামর্শ চাওয়া ৪৯২
সফরের দৃঢ় ইচ্ছার পরে করণীয় ৪৯৩
ঘর থেকে বেরোবার ইচ্ছা পোষণের সময় করণীয়..... ৪৯৪
সফরের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার দুআ..... ৪৯৭
মুসাফিরকে বিদায় দেয়ার দুআ ৪৯৮
পুণ্যবানদের কাছে উপদেশ তলব করা মুস্তাহাব..... ৫০০
মুকিম ব্যক্তি মুসাফিরের কাছে উত্তম স্থানগুলোতে তার জন্য দুআর দরখাস্ত করা মুস্তাহাব, যদিও মুকিম ব্যক্তি যদি মুসাফিরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়..... ৫০১
বাহনে আরোহণের সময় দুআ..... ৫০১
নৌযানে আরোহণের পর দুআ..... ৫০৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সফরে দুআ করা মুস্তাহাব ৫০৭
মুসাফির যখন টিলা বা টিলাসদৃশ স্থানে আরোহণ করবে আল্লাহু আকবার বলবে এবং যখন উপত্যকা বা উপত্যকাসদৃশ স্থানে অবতরণ করবে সুবহানাল্লাহ বলবে ৫০৭
তাকবির ইত্যাদিতে আওয়াজ অতিরিক্ত উঁচু করা নিষেধ..... ৫১০
ভ্রমণে ক্ষিপ্রতা, প্রাণবন্ততা, প্রমোদ ও ভ্রমণ সহজকরণের লক্ষ্যে কবিতা আবৃত্তি করা মুস্তাহাব..... ৫১০
বাহন পালিয়ে গেলে কী বলবে?.....৫১১
অবাধ্য জন্তুর উপর আরোহনকালে যে দুআ পড়বে ৫১১
কোনো জনপদ দেখলে পড়ার দুআ ৫১২
সফরে মানুষ বা অন্য কিছুকে ভয় করলে যে দুআ পাঠ করবে ৫১৩
কোনো ভূতপ্রেত সামনে আসলে মুসাফির যা বলবে..... ৫১৪
কোথাও যাত্রাবিরতি করলে পড়ার দুআ ৫১৪
সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে যা বলবে..... ৫১৫
ফজরের নামাজান্তে মুসাফির যে দুআগুলো পড়বে ৫১৬
নিজের শহর দেখে পড়ার দুআ..... ৫১৭
সফর থেকে ফিরে ঘরে প্রবেশ করে যে দুআ পাঠ করবে ৫১৮
সফর ফেরত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যা বলতে হয় ৫১৮
যুদ্ধ ফেরত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যা বলবে..... ৫১৯
হজ ফেরত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যা বলা হবে এবং হজ ফেরত ব্যক্তি যা বলবে ৫১৯

অধ্যায়- ১৪

খাদ্যগ্রহণকারী ও পানকারীর পাঠ্য দুআসমূহ..... ৫২১
খাবার কাছে আসলে যে দুআ পড়তে হয় ৫২১
মেহমানের সামনে খাবার উপস্থিত করে মেজবানের পক্ষে 'খাবার গ্রহণ করুন' অথবা সমার্থক কিছু বলা মুস্তাহাব ৫২২
পানাহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা ৫২২
তাসমিয়ার কৈফিয়ত ও যথেষ্ট পরিমাণ..... ৫২৬
খানাপিনার দোষ ধরা নিষেধ ৫২৭
প্রয়োজনে 'এই খাবারের প্রতি আমার আগ্রহ নেই', 'আমি এই খাদ্যে অভ্যস্ত নই' অথবা এরকম অন্য কিছু বলা বৈধ আছে..... ৫২৭
খাবার গ্রহণকারীকর্তৃক খাবারের প্রশংসা করা ৫২৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নফল রোজাদারের সামনে যদি খাবার উপস্থিত হয় এবং সে রোজা ভাঙ্গতে না চায় তাহলে কী বলবে? ৫২৮
নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সাথে অনিমন্ত্রিত কেউ এসে গেলে যা বলা উচিত ৫২৯
খাবারের আদব রক্ষা না করা ব্যক্তিকে উপদেশ ও শিক্ষাদান ৫২৯
খাবারের সময় দীনি কথাবার্তা বলা মুস্তাহাব ৫৩১
খেয়েদেয়ে তৃপ্ত হয় না এমন ব্যক্তির করণীয় ৫৩১
ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সাথে খাওয়ার সময় যা বলবে ৫৩২
খাবার শেষে যে দুআ পড়তে হয় ৫৩৩
খাওয়ার পর মেজবানের উদ্দেশ্যে মেহমান যে দুআ করবে ৫৩৭
পানি বা দুধ ইত্যাদি পান করানো ব্যক্তির জন্য দুআ ৫৩৯
যে কারো মেহমানদারি করে তাকে দুআ দিয়ে উৎসাহিত করা ৫৪০
মেহমানের মর্যাদা দানকারীর গুণগান ৫৪১
মেহমানকে শুভেচ্ছা জানানো, তাকে মেহমান হিসেবে পেয়ে আল্লাহর প্রশংসা করা, খুশি প্রকাশ করা এবং তাকে মেজবানির যোগ্য বিবেচনা করায় আল্লাহর প্রশংসা করা মুস্তাহাব ৫৪২
খাবার শেষে যা করণীয় ৫৪৪

অধ্যায়- ১৫

সালাম, অনুমতি গ্রহণ, হাঁচির জবাব এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ৫৪৫
সালামের মর্যাদা ও প্রসারের নির্দেশনা ৫৪৬
সালাম প্রদানের নিয়ম ৫৫০
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তিনবার সালাম প্রদান বিষয়ক বিশুদ্ধ বর্ণনার মর্মার্থ প্রসঙ্গে ৫৫৪
সালাম ও উত্তরের আওয়াজ যেমন হতে হবে এবং এক্ষেত্রে মুস্তাহাব পদ্ধতি ৫৫৪
তাৎক্ষণিক সালামের উত্তর দেয়া শর্ত ৫৫৫
মুখে উচ্চারণ না করে হাত ইত্যাদি দ্বারা ইশারা করে সালাম দেয়া মাকরুহ ৫৫৫
সালামের বিধান ৫৫৬
আড়াল হতে অথবা পত্র কিংবা দূতের মারফতে সালাম পাঠালে উত্তর দেয়া ওয়াজিব ৫৫৭
সালাম অবহিতকারী ও প্রেরণকারীর উদ্দেশ্যে সালামের উত্তর দেয়া মুস্তাহাব ৫৫৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বধির ও বোবাদের সালাম প্রদান এবং তাদের সালামের উত্তরপ্রদানের পদ্ধতি ৫৫৯
নাবালিগের সালাম এবং তার প্রতি বালিগের সালাম ৫৫৯
সালাম বিনিময় করতঃ পৃথক হয়ে যাওয়ার পর আবার সাক্ষাৎ হলে পুনরায় সালাম দেয়া সুন্নাত ৫৬০
উভয়ের একসঙ্গে অথবা একটু আগপিছ হওয়া প্রসঙ্গে ৫৬২
উত্তরের শব্দে সালাম দেয়ার বিধান ৫৬২
কথার আগে সালাম দেয়া সুন্নাত ৫৬৩
সালামের উত্তর দেয়ার তুলনায় আগে সালাম করা উত্তম ৫৬৪
যেসব অবস্থায় সালাম দেয়া মুস্তাহাব, মাকরুহ কিংবা মুবাহ ৫৬৪
যেসব অবস্থায় সালাম দেয়া মাকরুহ সেসব সালামের উত্তর দেয়ার বিধান ৫৬৬
যাদেরকে সালাম দেয়া যাবে এবং যাদেরকে যাবে না যাদের সালামের উত্তর দেয়া যাবে এবং যাদের যাবে না ৫৬৭
জিম্মিদের সালাম দেয়া, তাদের সালামের উত্তর দেয়া এবং এ সংক্রান্ত কতিপয় মাসআলা ৫৬৯
কাফেরদের মধ্যে থাকা মুসলমানদের উদ্দেশ্যেও সালাম দেয়া সুন্নাত ... ৫৭২
অমুসলিমদের প্রতি প্রেরিত চিঠিতে সালাম ইত্যাদি লেখা প্রসঙ্গ ৫৭২
কোনো মুমূর্ষ জিম্মিকে পরিদর্শনে গেলে কী বলবে ৫৭৩
বিদআতি এবং তাওবার পূর্বে মহাপাপে লিপ্ত ব্যক্তিকে সালাম করা প্রসঙ্গে ৫৭৪
শিশুদেরও সালাম দেয়া সুন্নাত ৫৭৫
সালামের কতিপয় শিষ্টাচার ও মাসআলা ৫৭৬
সালামে কোনো দলকে চিহ্নিতকরণ মাকরুহ ৫৭৭
জনসমাগম তথা বাজার ইত্যাদিতে চলার পথে সালামের পদ্ধতি ৫৭৭
একজনকে একদল লোক সালাম দিলে একবার উত্তর দেয়া যথেষ্ট ৫৭৭
যে মজলিসে একটি সালামই যথেষ্ট হয়ে যায় এবং যে মজলিসে হয় না ৫৭৭
ঘরে কেউ না থাকলেও প্রবেশকালে সালাম দেয়া মুস্তাহাব ৫৭৮
বিচ্ছেদের সময় সালাম দেয়া সুন্নাত এবং এই সালামের উত্তর প্রদানের বিধান ৫৭৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যার ব্যাপারে সালামের উত্তর না দেয়ার প্রবল ধারণা তাকে সালাম দেয়া এবং যে উত্তরের মুখামুখী হয়েও উত্তর দেয় না তাকে অব্যাহতি দেয়া প্রসঙ্গে ৫৮০
প্রবেশাধিকার চাওয়া ৫৮১
অনুমতি চাওয়ার সময় পূর্ণ পরিচয় দেয়া উচিত ৫৮৪
যে সম্মানসূচক পরিচয় দেয়া ছাড়া অনুমতি প্রার্থীকে চেনা যায় না তাতে কোনো সমস্যা নেই ৫৮৫
সালামের শাখাগত কিছু মাসায়েল ৫৮৭
গোসলখানা থেকে বের হওয়ার সময় অভিবাদন জানানো ৫৮৭
মানুষ সালামের পরিবর্তে বা পরে সাধারণত যেসব শব্দ ব্যবহার করে .. ৫৮৭
ছোট কিংবা বড়দের চেহারা ও মাথায় চুমোদানের বিধান ৫৮৭
মৃত এবং ভ্রমণ ফেরত ব্যক্তির চেহারায় চুম্বন করা ৫৯১
মুসাফাহা (করমর্দন) ৫৯৩
মুসাফাহার সময় হর্ষোৎফুল্লতা ও দুআ করা মুস্তাহাব ৫৯৫
কারো সম্মানার্থে পিঠ বাঁকানো সর্বাবস্থায় মাকরুহ ৫৯৭
বুজুর্গ, পিতা-মাতা এবং ঘনিষ্ঠতম কারো আগমনে দাঁড়ানো মুস্তাহাব ৫৯৮
সমীহ ও শ্রদ্ধার সাথে নেককারদের সাক্ষাতে যাওয়া মুস্তাহাব ৫৯৮
নেককার সাথীকে সাক্ষাতের আহ্বান এবং আগের তুলনায় বেশি আসার নিমন্ত্রণ করা মুস্তাহাব ৬০০
হাঁচিদাতার উত্তর প্রদান এবং মুখব্যাদান করা ৬০০
হাঁচিদাতা কী বলবে, কোন শব্দে তাকে দুআ করা হবে: সংশ্লিষ্ট ফিকহি মতানৈক্য ৬০৩
হাঁচিদাতা আলহামদুলিল্লাহ না বললে তার উত্তর দেয়া যাবে না ৬০৬
হাঁচিদাতা আলহামদুলিল্লাহ শব্দ ছাড়া ভিন্ন শব্দ বললে উত্তর দিতে নেই ৬০৬
নামাজে হাঁচিদাতার ব্যাপারে ফকিহদের মতানৈক্য ৬০৭
হাঁচির সময় মুখে হাত অথবা কাপড় রাখা সুন্নাত ৬০৮
বারবার হাঁচিদাতার জবাব ৬০৯
হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ না বলা অথবা বললেও কেউ শুনেনি কিংবা কেউ শুনেছে ৬১১
কোনো ইহুদি হাঁচি দিলে করণীয় ৬১১
আলোচনাকালে পাশে কেউ হাঁচি দিলে করণীয় ৬১২
যথাসম্ভব হাই প্রতিহত করা সুন্নাত এবং মুখে হাত রাখা মুস্তাহাব ৬১২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অন্যের প্রশংসা করা ৬১৩
নিষিদ্ধের কিছু হাদিস ৬১৩
প্রশংসা বৈধতার কিছু হাদিস..... ৬১৫
আত্মপ্রশংসা ও নিজের উত্তম গুণের আলোচনা..... ৬২০
সংশ্লিষ্ট কতিপয় মাসআলা ৬২৩
আহ্বানকারীর ডাকে যা বলে সাড়া দেয়া মুস্তাহাব ৬২৩
জ্ঞান ও যোগ্যতায় মহান ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যা বলা উচিত ৬২৩
নারী বেগানা পুরুষের সাথে হবে রুক্ষভাষী..... ৬২৪

অধ্যায়- ১৬

বিবাহ ও সংযুক্ত আজকার ৬২৬
নিজের জন্য কিংবা অন্যের জন্য মেয়ে দেখতে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাবকারী ব্যক্তি কী বলবে ৬২৬
নিজের কিংবা অভিভাবকত্বে থাকা মেয়েদেরকে বিয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান ব্যক্তিদের সামনে পেশ করা মুস্তাহাব..... ৬২৭
বিয়ের আকদের সময় করণীয়..... ৬২৮
আকদ সম্পন্নের পরে বিবাহিতকে কী বলা উচিত..... ৬৩১
যা বলা মাকরুহ..... ৬৩২
বাসর রাতে স্ত্রীকে ভিতরে দেয়ার পরে স্বামী কী বলবে ৬৩৩
বাসরের পরে স্বামীকে যা বলতে হয় ৬৩৩
সহবাসের দুআ ৬৩৫
স্ত্রীর সাথে কৌতুক করা, রসিকতা করা এবং স্নেহপরায়ণ আচরণ করা উচিত ৬৩৫
বৈবাহিকসূত্রে আত্মীয়দের সাথে স্বামীর আদব ৬৩৬
প্রসববেদনায় করণীয়..... ৬৩৬
নবজাতকের কানে আজান দেয়া মুস্তাহাব..... ৬৩৭
তাহনিকের সময়ের দুআ ৬৩৭

অধ্যায়- ১৭

নবজাতকের নামকরণ..... ৬৩৯
অকালপ্রসূত ভ্রূণেরও নামকরণ মুস্তাহাব ৬৪১
সুন্দর নাম রাখা মুস্তাহাব..... ৬৪১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নামসমূহ..... ৬৪২
অভিনন্দন জানানো ও অভিনন্দন জ্ঞাপনকারীর জবাব..... ৬৪৩
অপছন্দনীয় নাম রাখা নিষেধ..... ৬৪৪
সন্তান, গোলাম, ছাত্র কিংবা অধিনস্থ কাউকে শিষ্টাচার শেখানো, খারাপ কাজ থেকে বারণ করা এবং আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে কুৎসিত নামে ডাকা ৬৪৫
নাম অজানা ব্যক্তিকে সম্বোধন করার নিয়ম..... ৬৪৬
সন্তান পিতাকে এবং ছাত্র শিক্ষক কিংবা শায়খকে নাম ধরে ডাকা নিষেধ ৬৪৭
উত্তম নামে নাম পরিবর্তন করা মুস্তাহাব..... ৬৪৭
নামের সংক্ষেপণ জায়েজ, যদি ব্যক্তি কষ্টবোধ না করে ৬৫১
কারো অপছন্দনীয় ডাকনামে ডাকা নিষেধ..... ৬৫১
ব্যক্তির পছন্দনীয় ডাকনামে ডাকা বৈধ, বরং মুস্তাহাব..... ৬৫২
উপনামে ডাকা বৈধ; বড়দেরকে উপনামে ডাকা মুস্তাহাব ৬৫৩
বড় ছেলের নামে উপনাম ৬৫৩
সন্তানহীন ব্যক্তি ও শিশুর উপনাম ৬৫৩
আবুল কাসেম উপনাম রাখা নিষিদ্ধ..... ৬৫৫
প্রথম মাজহাবঃ ৬৫৫
দ্বিতীয় মাজহাবঃ..... ৬৫৬
তৃতীয় মাজহাবঃ..... ৬৫৬
কাফের, বিদআতি এবং ফাসেককে উপনামে অভিহিত করা বৈধ, যদি উপনাম ছাড়া তাকে চেনা না যায় অথবা তার নাম উল্লেখে ফিতনার আশঙ্কা থাকে ৬৫৬
নারী-পুরুষঃ অমুকের পিতা বা অমুকের মাতা উপনামে অভিহিত হতে পারবে..... ৬৫৮

অধ্যায়- ১৮

বিভিন্ন জিকির সংক্রান্ত আলোচনা..... ৬৬০
সুসংবাদের সময় যথাসাধ্য আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করা মুস্তাহাব... ৬৬০
মোরগ, গাধা ও কুকুরের ডাক শুনলে যা বলবে ৬৬১
আগুন দেখলে করণীয়..... ৬৬২
মজলিস থেকে উঠার সময় পড়ার দুআ..... ৬৬২
মজলিসে নিজের জন্য এবং সাথীদের জন্য দুআ করা ৬৬৪
আল্লাহ তাআলার স্মরণ ছাড়া মজলিস ত্যাগ করা অপছন্দনীয় ৬৬৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

চলার পথে আল্লাহর স্মরণ ৬৬৬
ক্রোধান্বিত হলে পাঠ করার দুআ ৬৬৮
কাউকে মুহব্বত করলে তাকে জানিয়ে দেয়া মুস্তাহাব এবং জানানোর পর প্রিয়জনের করণীয় ৬৭১
ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখলে কি পড়তে হয় ৬৭২
নিজের অথবা প্রিয়জনের ব্যাপারে হালপুরসি করা হলে আল্লাহর প্রশংসা করা মুস্তাহাব; অবস্থা ভালো হলে উত্তর দেয়াও মুস্তাহাব ৬৭৪
বাজারে প্রবেশের দুআ ৬৭৪
কেউ শরিয়ত-সম্মত কোনো কাজ করলে তাকে সমর্থন করা মুস্তাহাব... ৬৭৬
আয়নার দিকে তাকিয়ে যা বলবে ৬৭৭
হিজামার সময় পড়ার দুআ ৬৭৮
কান বেজে ওঠলে যা বলবে ৬৭৮
পা অবশ হয়ে গেলে যা বলবে ৬৭৮
যে ব্যক্তি মুসলমানদের ওপর জুলুম করে অথবা ব্যক্তিগত জুলুম করে তার বিপক্ষে বদদুআ করা বৈধ ৬৭৯
বিদআতি ও পাপিষ্ঠ লোকদের থেকে দায়মুক্তি ৬৮৩
ঘৃণ্যকাজ দূরীকরণের সময় যা বলবে ৬৮৪
যবানে অশ্লীলতা থাকা ব্যক্তি যা বলবে ৬৮৫
সওয়ারি হোচট খেলে যা বলবে ৬৮৫
শাসনকর্তা মারা গেলে করণীয় ৬৮৬
কেউ ভালো কাজ করলে দুআ করা, প্রশংসা করা এবং উদ্বুদ্ধ করা উচিত ৬৮৭
হাদিয়াদানকারী হাদিয়া গ্রহণকারীর জন্য উত্তম প্রতিদানের দুআ করবে. ৬৯০
হাদিয়া গ্রহণে ওজর পেশ করা যাবে ৬৯১
বিচারক কিংবা গভর্নর হলে অথবা হাদিয়া সন্দেহযুক্ত হলে অথবা অন্য কোনো শরয়ি ওজর থাকলে হাদিয়া গ্রহণে ওজর পেশ করা যাবে। ৬৯১
কষ্টদায়ক বস্তু দূরকারী ব্যক্তিকে যা বলবে ৬৯১
প্রথম ফল দেখলে যা বলবে ৬৯২
ওয়াজ ও পাঠদানে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা মুস্তাহাব ৬৯৩
কল্যাণকর কাজে পথপ্রদর্শন ও উৎসাহপ্রদানের ফজিলত ৬৯৪
জিজ্ঞাসিত বিষয়ে অনবগত হলে প্রশ্নকারীকে জানাশোনা ব্যক্তির কাছে যেতে উদ্বুদ্ধ করা ৬৯৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কাউকে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি আহ্বান করা হলে করণীয় ৬৯৭
ঝগড়ার আদব এবং কুৎসিত বাক্য থেকে দূরে থাকা ৬৯৮
মূর্খদের এড়িয়ে চলা উচিত ৬৯৯
নিজের চেয়েও মর্যাদাবান ব্যক্তিকে নসিহত করা যাবে ৭০১
অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার নির্দেশ ৭০২
সম্পদ অথবা অন্য কিছু পেশ করলে তার জন্য দুআ করা মুসতাহাব ৭০৪
জিম্মি মুসলমানের সাথে ভালো কাজ করলে মুসলমানের করণীয় ৭০৪
কুদৃষ্টি ক্ষতির আশঙ্কা হলে করণীয় ৭০৫
নিজের, সন্তানাদি, সম্পদ অথবা অন্য কোথাও আশ্চর্যজনক কিছু দেখলে এবং এতে কুদৃষ্টি অথবা ক্ষতির আশঙ্কা হলে করণীয়। ৭০৫
পছন্দনীয় বা অপছন্দনীয় জিনিস দেখে যা বলতে হয় ৭০৯
আকাশের দিকে তাকিয়ে যা বলবে ৭০৯
কোনো বস্তুকে শুভ মনে করলে যা বলবে ৭১০
গোসলখানায় প্রবেশের দুআ ৭১১
গোলাম-বাদী অথবা কোনো প্রাণী কিনলে কিংবা ঋণ আদায় করলে যা বলবে ৭১২
ঘোড়ার উপর স্থির না থাকা ব্যক্তির জন্য যে দুআ পড়বে ৭১২
জনগণের সামনে অবোধগম্য কথা বলা নিষেধ ৭১৩
আলেম-ওয়ায়েজ মনোযোগ দিয়ে শুনার জন্য উপস্থিত লোকদের চুপ থাকতে বলতে পারবে ৭১৩
অনুসরণীয় ব্যক্তি বাহ্যিক ভুল কাজে যদিও বাস্তবে সেটা সঠিক হয় লিপ্ত হলে তাকে যা বলবে ৭১৪
অনুসারী অনুসৃত ব্যক্তিকে বাহ্যিক ভুল করতে দেখলে যা বলবে ৭১৬
পরামর্শের ওপর উদ্বুদ্ধকরণ ৭১৭
ভালো কথা বলতে উৎসাহিতকরণ ৭১৮
শ্রোতাদের জন্য কথা সুস্পষ্ট করা ও ব্যাখ্যা করা মুস্তাহাব ৭২০
শর্তসাপেক্ষ বিনোদন করা যাবে ৭২০
সুপারিশ করা মুসতাহাব ৭২২
সুসংবাদ দেয়া ও অভিবাদন জানানো মুস্তাহাব ৭২৫
তাসবিহ-তাহলিল কিংবা এ জাতীয় শব্দে আশ্চর্যভাব প্রকাশ করা বৈধ .. ৭২৮
সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ৭৩১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অধ্যায়- ১৯

যবানের হেফাজত ৭৩৫
প্রয়োজনে কথা বলা ৭৩৬
পরনিন্দা ও চুগলি করা হারাম ৭৪৪
শারীরিক বিষয়ে দোষচর্চার কিছু উদাহরণঃ ৭৪৪
দীনি বিষয়েঃ ৭৪৪
গীবতের সংজ্ঞা-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনা ৭৪৯
গীবত শোনা হারাম; কাউতে গীবত করতে দেখলে করণীয় ৭৫১
নিজেকে গীবত থেকে বাঁচানোর উপায় ৭৫২
যেসব ক্ষেত্রে গীবত বৈধ ৭৫৩
শায়খ-ছাত্র কিংবা অন্য কারো গীবত শুনলে করণীয় ৭৫৯
অন্তরে গীবত করা ৭৬২
গীবতের কাফফারা ও তাওবা ৭৬৪
মাফ করার জন্য মন পরিস্কারের পদ্ধতিঃ ৭৬৬
চুগলি করা হারাম ৭৬৭
প্রশাসনের কাছে প্রয়োজন ছাড়া কোনো বিষয় তুলে ধরা নিষেধ। কারণ এতে বিভিন্ন সমস্যার সম্ভাবনা আছে ৭৬৯
কারো প্রমাণিত বংশ নিয়ে কটাক্ষ করা নিষেধ ৭৭০
অহঙ্কার করা নিষেধ ৭৭০
কোনো মুসলিমের কষ্টে আনন্দিত হওয়া নিষেধ ৭৭১
মুসলমানদের তুচ্ছ করা ও তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হারাম ৭৭১
মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান অত্যন্ত হারাম কাজ ৭৭৩
দান বা অনুগ্রহ করে খোটা দেয়া নিষেধ ৭৭৪
অভিসম্পাত করা নিষেধ ৭৭৫
অনির্দিষ্ট ও অপ্রসিদ্ধ পাপীষ্ঠকে লানত করা বৈধ ৭৭৮
বৈধ-অবৈধ অভিশাপ ৭৮১
অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করলে প্রতিকার কীভাবে ৭৮২
সৎকাজের আদেশ প্রদান ও অসৎকাজে নিষেধ করার সময় যা বলা যাবে ৭৮২
দরিদ্র, দুর্বল, এতিম, ভিক্ষুক প্রমুখ অসহায়দের তিরস্কার করা নিষেধ; বরং তাদের সাথে নরম কথা বলা এবং নম্র আচরণ করা আবশ্যক ৭৮৫
অপছন্দনীয় শব্দাবলীর ব্যবহার ৭৮৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে বলা নিষেধ..... ৭৮৮
আল্লাহর অভিপ্রায়ের সাথে অন্যের অভিপ্রায় সংযুক্ত করতে ثُمَّ (সুম্মা) অব্যয় ব্যবহার হবে, وَاوْ (ওয়াও) অব্যয় নয় ৭৮৯
অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে বলা মাকরুহ ৭৮৯
"এমনটা করলে আমি ইহুদি, খ্রীস্টান বা ইসলাম থেকে মুক্ত" বলা হারাম ৭৯০
কোনো মুসলিমকে 'হে কাফের' বলে সম্বোধন করা হারাম ৭৯০
অপর মুসলমানের বিরুদ্ধে ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার বদদুআ করা গুনাহ.... ৭৯১
কাফের-কর্তৃক কুফরি বাক্য বলতে বাধ্য করলে করণীয় ৭৯১
মুসলমান-কর্তৃক কাফেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা ৭৯২
যদি কাফের বাধ্যকরণ ছাড়াই শাহাদাতাইন পাঠ করে ৭৯২
মুসলমানদের দায়িত্বশীলকে যে উপাধী দেয়া হবে ৭৯৩
বাদশা বা অন্য কাউকে শাহানশাহ বলা হারাম..... ৭৯৫
সাইয়েদ শব্দের প্রয়োগ..... ৭৯৫
গোলাম মালিককে এবং মালিক গোলামকে যেভাবে সম্বোধন করবে ৭৯৭
অপরকে "আমার গোলাম" বলে সম্বোধন করা ৮০০
বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ.....৮০০
জ্বরকে গালি দেয়া মাকরুহ ৮০০
মোরগকে গালি দেয়া নিষেধ.....৮০১
মূর্খযুগের আর্তনাদ ও তাদের শব্দাবলী ব্যবহার করা নিষেধ.....৮০১
মুহাররমকে সফর নামকরণ মাকরুহ ৮০১
কাফের অবস্থায় মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দুআ করা হারাম ৮০১
মুসলমানকে শরয়ি কারণ ছাড়া গালি দেয়া হারাম ৮০২
ঝগড়া-বিবাদে ব্যবহৃত নিন্দিত শব্দাবলী.....৮০২
আমার সাথে আল্লাহ ছাড়া কোনো সৃষ্টি নেই বলা মাকরুহ.....৮০৩
"আল্লাহ তোমার জন্য তোমার চক্ষু শীতল করুক", "তুমি সকালে আনন্দিত হও" বাক্যদ্বয় পরিহারযোগ্য ৮০৩
তৃতীয় ব্যক্তির সামনে দুই ব্যক্তির সংগোপনে বলা নিষেধ ৮০৪
মহিলার জন্য স্বামী বা অন্যের কাছে বেগানা মহিলার শারীরিক সৌন্দর্য বর্ণনা করা নিষেধ, তবে তাকে বিয়ে করার প্রতি আগ্রহী করা ইত্যাদি শরয়ি প্রয়োজনে হলে ভিন্ন কথা ৮০৫
বিবাহিতকে দাম্পত্যজীবন সুখময় ও সন্তানময় হোক বলা অপছন্দনীয়.৮০৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

রাগান্বিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে "আল্লাহকে স্মরণ কর" ইত্যাদি বলা মাকরুহ ৮০৫
শপথের পরিবর্তে 'আল্লাহ জানেন যে, বিষয়টা এমন নয়' অথবা 'বিষয়টা এমনই' বাক্য বর্জনীয় ৮০৫
"চাইলে আমাকে ক্ষমা করে দিন" বলা মাকরুহ ৮০৬
আল্লাহর নাম বা গুণাবলী ছাড়া অন্য নামে শপথ করা মাকরুহ ৮০৭
ক্রয়-বিক্রয়ে অধিকহারে শপথ করা মাকরুহ যদিও সত্য হয় ৮০৮
বৃষ্টির সময় আসমানে সৃষ্ট রেখাকে কাওসে কুজাহ বলা মাকরুহ ৮০৮
নিজের পাপ সম্পর্কে অন্যকে অবিহিত করা মাকরুহ ৮০৯
কারো গোলাম, স্ত্রী, ছেলে, দাস কিংবা অধীনস্থ কাউকে তার বিরুদ্ধে ফুঁসলানো হারাম ৮১০
আল্লাহর আনুগত্যে বের করা সম্পদের ক্ষেত্রে যা বলবে ৮১০
ইমামের বলার পরে ইয়াকা না'বুদু বলা নিষিদ্ধ ৮১১
শুল্ককে সরকারের সম্পদ বলা নিষেধ ৮১১
আল্লাহর ওয়াস্তে জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু চাওয়া মাকরুহ ৮১১
আল্লাহর ওয়াস্তে প্রার্থনাকারী ও সুপারিশকারীকে তাড়িয়ে দেয়া মাকরুহ ৮১২
"আল্লাহ তোমার জীবন দীর্ঘায়িত করুক" বলা মাকরুহ ৮১২
"আমার মা-বাবা তোমার ওপর উৎসর্গিত হোক" বলা যাবে ৮১৩
خُصُوْمَةٌ ও جِدَالٌ, مِرَاءٌ শব্দাবলী নিন্দনীয় ৮১৩
অযাচিত ভঙ্গি মাকরুহ ৮১৫
ইশার নামাজের পর বৈধ কথাবার্তাও মাকরুহ ৮১৭
ইশাকে আতামা, মাগরিবকে ইশা এবং ফজরকে গাদাত বলা মাকরুহ .. ৮১৯
ক্ষতি ও কষ্টের আশঙ্কা হলে কারো গোপন বিষয় প্রকাশ করা হারাম ৮২১
বিনা প্রয়োজনে স্ত্রীকে মারার কারণ জিজ্ঞাসা করা যাবে না ৮২১
কবিতা ও কবিতার দর্শনের বিবরণ ৮২২
যেসব শব্দ উল্লেখে লজ্জাবোধ হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা ৮২২
মা-বাবা ও সম্মানী লোকদের ধমক দেয়া হারাম ৮২৪
মিথ্যার নিষিদ্ধতা ও মিথ্যার ধরন ৮২৬
যেসব মিথ্যা হারাম নয় ৮২৭
কিছু বর্ণনার ক্ষেত্রে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক; নিশ্চিত না হয়ে বর্ণনা করা নিষেধ ৮২৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলা ও তাওরিয়ার পথ অবলম্বন করা ৮৩১
নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে এসেছে: ৮৩১
কেউ খারাপ কথা বললে করণীয় ৮৩৩
যে সব শব্দ একদল আলেমদের দৃষ্টিতে মাকরুহ, অথচ এগুলো মাকরুহ নয় ৮৩৫
"হে আল্লাহ আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও" বলা মাকরুহ নয়..... ৮৩৬
আল্লাহর নামে এরকম কর বলা মাকরুহ নয় ৮৩৭
"আল্লাহ পাক আমাদেরকে তার রহমতের নিবাসে একত্রিত করুন" বলা মাকরুহ নয় ৮৩৭
"হে আল্লাহ, আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন" এবং "হে আল্লাহ, আমাদের জন্য নবিজির সুপারিশ কবুল করুন" বলা মাকরুহ নয়..... ৮৩৮
"আমি আমার রব রাব্বে কারিমের ওপর ভরসা করলাম" বলা মাকরুহ নয় ৮৩৯
বায়তুল্লাহর তাওয়াফকে শাওত ও দাওর বলা মাকরুহ নয়..... ৮৩৯
"আমরা রমজানের রোজা রেখেছি" এবং "রমজান এসেছে" বলার হুকুম ৮৪০
"সুরা বাকারা" ইত্যাদি বলা মাকরুহ নয় ৮৪১
"আল্লাহ তাআলা তার কিতাবে বলেন" বলা মাকরুহ নয় ৮৪২

অধ্যায়- ২০

জামিউদ দাআওয়াত বা সমন্বয়কারী দুআসমূহ..... ৮৪৪
সর্বাবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব দুআসমূহ ৮৪৪
দুআর আদব ৮৬৮
তাকদির অবশ্যম্ভাবী হওয়া সত্ত্বেও দুআর ফায়দা..... ৮৭২
নিজের সৎকর্মের ওসিলায় আল্লাহর কাছে দুআ করা..... ৮৭৩
দুআর ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের অসাধারণ কিছু কাহিনী ৮৭৪
দুআর সময় দুই হাত উঠানো অতঃপর চেহারায় মোছা..... ৮৭৫
দুআর পুনরাবৃত্তি মুস্তাহাব হওয়া ৮৭৬
দুআয় অন্তরের উপস্থিত রাখার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণ..... ৮৭৬
অনুপস্থিতদের জন্য দুআ করার মর্যাদা ৮৭৬
অনুগ্রহকারীর জন্য দুআ এবং দুআর ধরন ৮৭৮
বড়দের থেকে দুআ নেয়া, যদিও দুআপ্রার্থী প্রার্থিত ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হয়।
ফজিলতপূর্ণ স্থানসমূহে দুআ করা ৮৭৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নিজের জন্য কিংবা নিজের সন্তান, সেবক, সম্পদ ইত্যাদির জন্য বদদুআ করা নিষেধ ৮৮০
মুসলমানের দুআ হয়ত তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদানের মাধ্যমে কবুল হয় কিংবা ভিন্ন কিছুর মাধ্যমে সুতরাং দুআ কবুলের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো না করা উচিত ৮৮১

অধ্যায়- ২১

ইস্তিগফার ৮৮৩
অনুতপ্ত হওয়া ছাড়া বলা যে, 'আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তাওবা করছি' ৮৯১
পূর্ণ একদিন চুপ থাকা নিষিদ্ধ ৮৯২

অধ্যায়- ২২

যেসব হাদিসের ওপর ইসলামের ভিত্তি ৮৯৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com



আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

লেখকের ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার। যিনি একক, পরাক্রমশালী; ক্ষমাশীল, প্রতাপশালী; সবকিছুর পরিকল্পনাকারী ও ব্যবস্থাপক। তিনি দিনের ওপর রাতকে আবর্তিত করেন চক্ষুষ্মান ও বুদ্ধিমানদের শিক্ষাগ্রহণের জন্য। সৃষ্টিজগতের মাঝে যাকে মনোনীত করেন, তাকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেন। বান্দাদের মাঝে যাকে নির্বাচন করেন, তাকে নেককারদের দলভুক্ত করেন। তিনি যাকে ভালোবাসেন তাকে দুনিয়া থেকে নিরাসক্ত রাখেন। ফলে তারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভে সর্ব শক্তি ব্যয় করতে সক্ষম হয়। পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিষয়াশয় থেকে দূরে থাকে; জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে। আল্লাহর আনুগত্যে মনেপ্রাণে চেষ্টা করে। সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর স্মরণে নিয়োজিত থাকে। সর্ববাস্থায় অর্থাৎ রাতদিনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকে। ফলে নুরের রোশনীতে তাদের হৃদয় আলোকিত হয়।

আমি সেই মহান প্রভুর শোকর আদায় করছি; আমি প্রশংসা করছি তাঁর সকল নেয়ামতের। আমি তাঁর কাছে আরো দয়া ও অনুগ্রহ কামনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মহান আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, অমুখাপেক্ষী, পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহর প্রিয় হাবিব ও বন্ধু। সৃষ্টিজগতের মাঝে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। আগে-পরের সকল মাখলুকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাআলার শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক তাঁর ওপর ও সকল নবীগণের ওপর। সকলের পরিবারবর্গ ও সকল নেককারদের ওপর।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আম্মা বাদ, পরাক্রশালী, প্রজ্ঞাময় মহান আল্লাহ তাআলা বলেন–

فَاذْكُرُوْنِي أَذْكُرْكُمْ

অর্থ: তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব।[১]

তিনি আরো বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

অর্থ: আমি মানুষ ও জিন জাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।[২]

এদ্বারা বুঝা গেল যে, বান্দার শ্রেষ্ঠ অবস্থা হল, যখন সে আল্লাহর জিকির করে; আল্লাহকে স্মরণ করে এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত জিকির-আজকারে মাশগুল থাকে।

উলামায়ে কেরাম দুআ, যিজকির-আজকার ও দৈনন্দিন আমলের অনেক কিতাব লিখেছেন। কিন্তু সেগুলো সনদ এবং তাকরারের কারণে দীর্ঘ হয়ে গেছে। ফলে সাধারণ পাঠকেরা সেগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে না। তাই আমি আগ্রহী পাঠকদের জন্য বিষয়টি সহজ করার ইচ্ছা করলাম।

আগ্রহীদের জন্য সহজকরণার্থে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে আমি সংক্ষিপ্তাকারে কিতাবটি লিখতে শুরু করলাম। সংক্ষিপ্ত করার জন্য বেশিরভাগ জায়গায় সনদ উল্লেখ করিনি। এছাড়াও যেহেতু কিতাবটি ইবাদতকারীদের জন্য লেখা হয়েছে; সনদ অনুসন্ধানকারীদের জন্য লেখা হয়নি, তাই সনদ উল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই। বরং ইবাদতকরীদের বেশিরভাগই সনদ উল্লেখকে অপছন্দ করেন। এছাড়াও কিতাবের উদ্দেশ্য যেহেতু জিকির-আজকার ও অজিফা সম্পর্কে জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা; আলোর পথ সন্ধানীদের কাছে অজিফাগুলো স্পষ্ট করা, তাই এখানে সনদ উল্লেখ না করাটাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে।

তবে আমি এখানে সনদের পরিবর্তে তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করব, যদ্দারা অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সেটি হল, হাদিসের হুকুম– যে

---

১. সুরা বাকারা: ১৫২।

২. সুরা যারিয়াত: ৫৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হাদিসটি সহিহ, হাসান, যাঈফ না কি মুনকার। কারণ, এবিষয়টি সকলেরই প্রয়োজন। অবশ্য বিজ্ঞ মুহাদ্দিগণের এগুলোর প্রয়োজন নেই, যাদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য।

হাদিসের হুকুম জানা অতি প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। ফলে পাঠকের কাছে হাদিস বিশারদ ও অনুসৃত বিজ্ঞ ইমামগণের বক্তব্য জানা হয়ে যাবে।

আমি এর সঙ্গে ইলমুল হাদিসের সুন্দর সুন্দর বিষয়, ইলমুল ফিকহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়, নিয়ম-নীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আত্মশুদ্ধি ও আদব-কায়দার বিষয়গুলো উল্লেখ করব, যেগুলো জানা হেদায়েতের পথের পথিকের জন্য খুবই জরুরি। এসবই আমি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করব, যাতে সাধারণ মানুষ ও জ্ঞানীদের বুঝা সহজ হয়। সহিহ মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا.

অর্থ: আবু হুরায়রা রাদি. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে মানুষকে ডাকে সে ব্যক্তি তার ডাকে সাড়া দানকারীদের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। এটা অনুসারীদের সওয়াবে কোন কমতি সৃষ্টি করবে না।[৩]

তাই আমি আমলকারীদের পথ সহজকরণে ও তাদের পথের দিশা দিয়ে তাদের সহযোগিতা করার ইচ্ছা করেছি। আমি কিতাবের শুরুতে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এনেছি, যেগুলো এ কিতাবের পাঠকসহ সকল আগ্রহী ব্যক্তির জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।

অপ্রসিদ্ধ সাহাবির নাম এলে 'সাহাবি' বলে সে বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছি, যেন তাঁর সাহাবি হওয়ার বিষয়ে মানুষের মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি না হয়।

---

৩. সহিহ মুসলিম: ৬২৭৪, সুনানে আবু দাউদ: ৪৬০৯, সুনানে তিরমিজি: ২৬৭৬, মুয়াত্তা মালেক ১/২১৮, সুনানে ইবনে মাজাহ: ২০৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এ কিতাবে আমি প্রসিদ্ধ পাঁচ কিতাব– সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিজি এবং সুনানে নাসাঈ থেকেই বেশি হাদিস নিয়েছি। তবে কখনো কখনো অন্যান্য প্রসিদ্ধ ও অপসিদ্ধ কিতাব থেকেও হাদিস নিয়েছি।

হাদিসের জাম' ও মুসনাদের কিতাবসমূহ থেকে খুব কমই আমি হাদিস এনেছি। দুর্বল হাদিস উল্লেখ করিনি, করলেও তার দুর্বল হওয়ার বিষয়টি বলে দিয়েছি। এখানে আমি বেশিরভাগই সহিহ হাদিস উল্লেখ করেছি। তাই আমি আশা রাখি, এটি একটি নির্ভরযোগ্য ও মৌলিক কিতাব হবে। প্রত্যেক অধ্যায়ে আমি সেসব হাদিসই এনেছি, যেগুলো সে অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে বুঝায়।

মহান আল্লাহ তাআলার কাছে তাওফিক ও সাহায্য চাই। হেদায়াত ও সরল পথের দিশা কামনা করি। আমি যে কাজের ইচ্ছা করেছি তার সহজতা চাই। কল্যাণকর কাজে সর্বদা নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চাই। জান্নাতে আমার প্রিয় ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকতে চাই। আর আমি আল্লাহর কাছে সকল আনন্দের বিষয় কামনা করি।

আল্লাহ তাআলা আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক। পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া কোন শক্তি-সামর্থ্য নেই। আমি আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করছি। আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় কামনা করছি। আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাচ্ছি। আল্লাহ তাআলার কাছে আমার সকল বিষয় ন্যস্ত করছি। আমি আল্লাহ তাআলার কাছে আমানত রাখছি– আমার দ্বীন ও আমার সত্ত্বা, আমার পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও বন্ধু-বান্ধব, আমার সকল শুভাকাঙ্ক্ষী, সকল মুসলমানকে। আর এবং তিনি আমাকে ও তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের যত কল্যাণ দিয়েছেন এসব কিছুকে। কেননা, তাঁর কাছে কোন কিছু আমানত রাখলে তিনি তা হেফাজত করেন। আর তিনি তো উত্তম হেফাজতকারী।

ইমাম আবু বকর ইয়াহইয়া বিন
শারাফ আন-নববি আদ-দিমাশকি রহ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রকাশ্য অপ্রাকাশ্য সব কাজে নিয়ত বিশুদ্ধ করা

পবিত্র কুরআন মাজিদে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ

অর্থ: তাদের তো বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে আদেশ করা হয়েছিলো।[৪]

অন্য এক জায়গায় ইরশাদ করেন–

لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ

অর্থ: (কুরবানীর পশুর) রক্ত ও গোশত কোনটিই আল্লাহর কাছে পৌছে না। কেবল তোমাদের তাকওয়া (আল্লাহর কাছে) তাঁর কাছে পৌছে।[৫] ইবনে আব্বাস রাদি. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, مَعْنَاهُ وَلَكِنْ يَنَالُهُ النِّيَّاتُ অর্থাৎ (বিশুদ্ধ) নিয়তই তাঁর কাছে পৌছে।

এ সম্পর্কে সহিহ বুখারি ও মুসলিমে আমিরুল মুমিনিন উমর রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ، وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ، وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ .

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সব কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকেই তার নিয়ত অনুসারে প্রতিদান পেয়ে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে পাওয়ার আশায় হিজরত করবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে পাওয়ার জন্যই হবে। আর যে দুনিয়া পাওয়ার আশায় কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার আশায় হিজরত করে, তার হিজরত সে জন্যই হবে, যে উদ্দেশে সে হিজরত করেছে।[৬]

---

৪. সুরা বাইয়িনাহ: আয়াত: ০৫।

৫. সুরা হজ্জ: আয়াত: ৩৭।

৬. সহিহ বুখারি: ১৯০৭, সুনানে আবু দাউদ: ২২০১, সুনানে তিরমিজি: ১৬৪৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এই হাদিসটি সহিহ, সবাই এ ব্যাপারে একমত। এর উঁচু মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সবাই সম্মতি জ্ঞাপন করেন। যেসব হাদিসের ওপর ইসলামের ভিত্তি, সেগুলোর মধ্যে এ হাদিসটি অন্যতম। সালফে সালেহিন ও তাদের অনুসারীরা তাদের কিতাবকে এ হাদিসের মাধ্যমে সূচনা করতে পছন্দ করতেন। এই লক্ষ্যে যে, শুরুতেই যেন সবাই নিয়তের পরিশুদ্ধির বিষয়ে মনোযোগী ও যত্নশীল হয়।

ইমাম আবু সাঈদ আবদুর রহমান বিন মাহদি রহ. থেকে বর্ণিত: যে ব্যক্তি কোন কিতাব সঙ্কলন করতে চায়, তাঁর উচিত তিনি যেন এই হাদিস দ্বারা তা শুরু করেন।

ইমাম আবু সুলাইমান খাত্তাবি রহ. বলেন, আমাদের পূর্ববর্তী মাশায়েখরা প্রতিটি কাজ বিশেষ করে দ্বীনী বিষয়াদি শুরু করার আগে এই হাদিসকে বর্ণনা করা মুস্তাহাব মনে করতেন। কারণ, প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত যে, নিয়ত অনুসারে ব্যক্তির বিষয়কে সংরক্ষণ করা হয়।

কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, মানুষ তার নিয়ত অনুসারেই প্রতিদান পেয়ে থাকে।

ফুযাইল বিন ইয়ায রাদি. থেকে বর্ণিত– মানুষের কারণে আমল ছেড়ে দেয়া হল, রিয়া বা কপটতা। মানুষের জন্য আমল করা হচ্ছে শিরক। আর আল্লাহ তাআলা তোমাকে এদুটো থেকে রক্ষা করার নামই হল এখলাস।[৭]

ইমাম হারিস মুহাসিবি রহ. বলেন, সাদিক বা সত্যবাদী বলা হয় তাকে, সৃষ্টিজগতের সবার মন থেকেও তার মর্যাদা বিলীন হয়ে যায় তারপরও সে আন্তরিক বিশুদ্ধতার জন্য এর কোনই পরোয়া করে না। আর মানুষ তার নেকআমল সম্পর্কে বিন্দু পরিমাণ জানুক, এটা সে পছন্দ করে না। আর মানুষ তার বদ আমল জানাকেও সে অপছন্দ করে না।[৮]

হুজায়ফা মারআশি রহ. থেকে বর্ণিত যে, ইখলাস হল, বান্দার কাছে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবধরনের কাজ সমান হয়ে যাওয়া।[৯]

উস্তায ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরি রহ. বলেন–

---

৭. আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া: ১৬৩।

৮. আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া: ১৬৩।

৯. শুআবুল ঈমান লিল-বায়হাকি: ৬৮৭৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইখলাস হল, স্বেচ্ছায় কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদত করা, অর্থাৎ বান্দার ইবাদতের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। এছাড়া পার্থিব অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। যেমন– সৃষ্টিকে খুশি করা, মানুষের প্রশংসা অর্জন করা, মানুষের ভালোবাসা লাভ করা, অথবা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য করা।

সাহল বিন আবদুল্লাহ তুসতারি রহ. বলেন–

জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইখলাসের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, বান্দার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য প্রতিটি উঠাবসা একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া। নিজের আত্মা, কুপ্রবৃত্তি ও দুনিয়া হাসিলের কোন সংমিশ্রণ না থাকা।[১০]

উস্তায আবু আলি দাক্কাক রহ. থেকে বর্ণিত–

ইখলাস হল, সৃষ্টিকে লক্ষ করে চলা হতে বেঁচে থাকা। আর 'সিদক' বলা হয়, নিজের ভালো কাজ দেখা হতে নিজেকে দূরে রাখা। (কেননা নিজের ভালো কাজ দেখলে এটাকে নিজের কৃতিত্ব মনে করবে। এটা আত্মগর্ব ও অহঙ্কার সৃষ্টি করবে।) অতএব, কপটতা মুক্ত ব্যক্তিই হলেন প্রকৃত মুখলিস। আর যার কোন আত্মগর্ব নেই, তিনিই হলেন সাদিক তথা সত্যবাদী।

যুন্নুন মিশরি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইখলাসের তিনটি নিদর্শন–

১. সাধারণ মানুষের প্রশংসা ও নিন্দা সমান হয়ে যাওয়া।

২. নেককাজ করার সময় নিজের এই নেককাজ দেখতে ভুলে যাওয়া। (যেমন, কোন নেককাজ করার সময় এটা না ভাবা যে আমি খুব ভালো করছি।) আর

৩. কেয়ামতে নেককাজের সওয়াব তথা প্রতিদানের দাবিদার না হওয়া।

ইমাম কুশাইরি রহ. বলেন– সিদকের সর্বনিম্ন স্তর হল, ব্যক্তির প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অর্থাৎ সর্বাবস্থা সমান হয়ে যাওয়া।

সাহাল আত-তাসতুরী রহ. বলেন– যে নিজেকে বা অন্যকে তোষামোদ করে চলে, সে কখনও সত্যবাদিতার ঘ্রাণ পায় না।

---

১০. আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়াঃ ১৬২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এছাড়াও এ ব্যাপারে অসংখ্য উক্তি রয়েছে, আমলকারীর জন্য এখানে যতটুকু উল্লেখ করেছি তাই যথেষ্ট।

ফযিলতের আমল একবার হলেও করা উচিত

কোন আমলের ফাযায়েল সম্পর্কে জানলে উচিত হল, সেটি আমল করা; যদি জীবনে অন্তত একবারও হয়। যাতে সে এর আমলকারীদের দলভুক্ত হয়ে যায়। সেটি একেবারেই আমল না করা সমীচীন নয়, বরং যথাসম্ভব সেটি আমল করা। হাদিস শরিফে ইরশাদ হচ্ছে–

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

অর্থ: যখন আমি তোমাদের কোন বিষয়ের আদেশ দেই, তখন তোমরা তা সাধ্যানুযায়ী পালন করো।[১১]

ফজিলত বিষয়ক দুর্বল হাদিসের ওপর আমল করা

উলামা, ফুকাহা ও মুহাদ্দিসিনে কেরামের মতে ফাযায়েল ও উৎসাহমূলক বিষয়ে দুর্বল হাদিসের ওপর আমল করা জায়েয আছে। এমনকি, আমল করাই উত্তম। যতক্ষণ না ঐ হাদিস মাওজু (জাল) পর্যায়ের না হবে। পক্ষান্তরে আহকামের ক্ষেত্রে যেমন– হালাল, হারাম, ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ-শাদি, তালাক ইত্যাদি বিষয়ে কেবল সহিহ বা হাসান হাদিসের ওপরই আমল করতে হবে। তবে হ্যাঁ, যদি কোন সতর্কতামূলক বিষয় হয়, যেমন– বিবাহ-শাদী বা বেচাকেনা সংক্রান্ত কোন বিষয়ের অপছন্দনীয়তার ক্ষেত্রে দুর্বল হাদিস আসে, তাহলে মুস্তাহাব হল তা থেকে বেঁচে থাকা চাই। তবে এটা ওয়াজিব নয়। বিষয়টি এ কিতাবে এজন্য বর্ণনা করেছি যে, এই কিতাবে সহিহ, হাসান ও যাঈফ (দুর্বল) হাদিসও বর্ণিত হয়েছে। যাতে পাঠকবৃন্দ এ বিষয়ে শুরুতেই অবগত হতে পারেন।

জিকিরের মজলিসে বসা মুস্তাহাব

জিকির করা যেমন মুস্তাহাব, তেমনিভাবে জিকিরের মজলিসে বসাও মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে দলিল-প্রমাণ সুস্পষ্ট। এগুলো যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি. থেকে বর্ণিত হাদিসই

---

১১. সহিহ বুখারি: ৭২৮৮, সহিহ মুসলিম: ১৩৩৭, সুনানে তিরমিজি: ২৬৮১, সুনানে নাসাঈ ৫/১১০, সুনানে ইবনে মাজাহ: ২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যথেষ্ট। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: حِلَقُ الذِّكْرِ قَالَ: إِنَّ لِلّٰهِ سَيَّارَةً مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَطْلُبُوْنَ حِلَقَ الذِّكْرِ فَإِذَا أَتَوْا عَلَيْهِمْ حَفُّوْا بِهِمْ.

অর্থ: যখন তোমরা জান্নাতের বাগানের কাছ দিয়ে যাবে, তখন তোমরা বাগানের ফল খাবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, জান্নাতের বাগান কী? তিনি বললেন, জিকিরের মজলিস।

আল্লাহর পক্ষ থেকে এক দল ফেরেশতা জমিনে বিচরণ করে জিকিরের মজলিস খুঁজতে থাকে। ফেরেশতারা যখন জিকিরকারীদের কাছে আসেন তখন তাদেরকে বেষ্টন করে রাখেন।[১২]

মুআবিয়া রাদি. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلٰى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوْا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلٰى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا. قَالَ : اللهِ، مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ ؟ قَالُوْا :وَاللهِ، مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ. قَالَ : أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِيْ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ.

অর্থ: একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবিদের একটি মজলিসে গমন করে বললেন, তোমরা এখানে কেন বসেছো? তাঁরা বললেন, আমরা বসেছি আল্লাহর জিকির এবং তাঁর প্রশংসা করতে। কারণ, তিনি আমাদের ইসলামের পথে এনছেন; ইসলামের মাধ্যমে আমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, তোমরা কি শুধু এ উদ্দেশ্যেই বসেছো? তাঁরা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, আমরা কেবল এ উদ্দেশ্যেই বসেছি।

---

১২. হিলইয়াতুল আউলিয়া: ৬/৩৫৪, আবু নুআইম আসফাহানি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে দোষী ভেবে শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করিনি (বরং তোমাদেরকে এক মহা সুসংবাদ কোনানোর জন্য কসম করে বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছি।) মাত্র জিবরিল আমার কাছে এসে জানিয়েছেন যে, তোমাদের নিয়ে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করছেন।[১৩]

মুসলিম শরিফে আবু সাঈদ খুদরি এবং আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তারা উভয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ.

অর্থঃ যারা বসে বসে আল্লাহর জিকির করে, ফেরেশতারা তাদের বেষ্টন করে নেয়। আল্লাহর রহমত তাদের ঢেকে নেয়। তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর কাছের ফেরেশতাদের সঙ্গে জিকিরকারীদের বিষয়ে আলোচনা করেন।[১৪]

জিকির হবে যবানে ও অন্তরে

জিকির মুখে হতে পারে। আবার অন্তরেও হতে পারে। তবে একই সাথে উভয়টির মাধ্যমে জিকিরই শ্রেষ্ঠ। যদি একটি দিয়ে করতে হয়, তবে অন্তর দিয়ে করাই উত্তম। অবশ্য লোকেরা কী মনে করবে, এজন্য অন্তরের সঙ্গে মুখের জিকিরকে ছেড়ে দেয়া ঠিক না; বরং উভয়টি দিয়েই জিকির করবে। উদ্দেশ্য থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টি।

আগেই আমরা ফুযাইল রহ. থেকে বর্ণনা করে এসেছি যে, মানুষের কারণে আমল ছেড়ে দেয়ার নাম রিয়া বা কপটতা।

মানুষের সমালোচনা ও কথাবার্তার পরোয়া করলে, তাদের অবান্তর ধ্যান-ধারণা থেকে বাঁচতে চাইলে অধিকাংশ ভালো ও কল্যাণের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। দ্বীনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও মহান বিষয়ে অবহেলা করে নিজের ক্ষতি ডেকে আনতে হবে। এটি আরেফিন ও আল্লাহওয়ালাদের পথ নয়।

সহিহ বুখারি ও মুসলিমে হজরত আয়েশা রাদি. হতে বর্ণিত আছে–

---

১৩. সহিহ মুসলিমঃ ২৭০১, সুনানে তিরমিজিঃ ৩৩৭৬, সুনানে নাসাঈ ৮/২৪৯।

১৪. সহিহ মুসলিমঃ ২৭০০, সুনানে তিরমিজিঃ ৩৫৮৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

{وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا} أُنْزِلَتْ فِي الدُّعَاءِ.

অর্থ: তোমরা নামাজে আওয়াজ একেবারে উঁচু করো না। আবার বেশি নিচুও করো না–[১৫] এই আয়াতটি দুআর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।[১৬]

জিকিরের ফযিলত

জিকিরের ফজিলত কেবল সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার বা এজাতীয় বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আল্লাহর সকল আনুগত্যকারী ব্যক্তি আল্লাহর জিকিরকারী। হজরত সাঈদ বিন যুবায়ের রহ. সহ অন্যান্য উলামায়ে কেরাম এমনটিই বলেছেন।

হজরত আতা রহ. বলেন, জিকিরের মজলিস অর্থ হল, হারাম-হালালের আলোচনা, কীভাবে ক্রয়-বিক্রয় করা হবে, নামাজ কেমন করে আদায় করা হবে, রোজা রাখার সঠিক পদ্ধতি কী, বিবাহের পদ্ধতি ও তালাক প্রদানের নিয়ম, হজ্জের সঠিক নিয়ম কী? ইত্যাদি বিষয়ের মজলিস।[১৭]

বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা

আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ.

অর্থ: নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়ী পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, রোজাদার পুরুষ ও নারী, যৌনাঙ্গ

১৫. সুরা বনি ইসরাইল: ১১০।
১৬. সহিহ বুখারি: ৪৭২৩, সহিহ মুসলিম: ৪৪৭।
১৭. আল-ওয়াসিত ফি তাফসিরিল কুরআনিল মাজিদ: ১/২৩৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হেফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারীদের জন্য (আল্লাহ তাআলা বিশাল ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখে দিয়েছেন)।[১৮]

মুসলিম শরিফে হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মক্কার জুমদান পর্বত দিয়ে হাঁটছিলেন। তখন তিনি বলেন,

سِيْرُوْا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ قَالُوْا: وَمَا الْمُفَرِّدُوْنَ؟ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: الذَّاكِرُوْنَ اللهَ كَثِيْرًا، وَالذَّاكِرَاتُ.

অর্থ: তোমরা এই জুমদান পর্বতে ভ্রমণ করো। মুফাররিদগণ অগ্রগামী হয়েছে। মুফাররিদ কারা? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, মুফাররিদ হল, বেশি বেশি আল্লাহর জিকিরকারী পুরুষ ও নারী।[১৯]

আজকার জাতীয় কিতাবের লেখকের জন্য উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করা চাই। এ আয়াতের উদ্দেশ্য কী– এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

আবুল হাসান ওয়াহিদি রহ. হতে বর্ণিত ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, এদ্বারা উদ্দেশ্য হল, যারা নামাজের পরে জিকির করে, সকাল-বিকাল জিকির করে, বিছানায় ঘুমাতে গিয়ে জিকির করে, ঘুম থেকে উঠার সময় জিকির করে, সকাল-বিকাল যখনই ঘর থেকে বের হয় তখনই জিকির করে। (এই সময়গুলোর যেসব দুআ আছে সেগুলো পড়ে।)

মুজাহিদ রহ. বলেন, ঐ সময় পর্যন্ত কোন লোক বেশি বেশি আল্লাহর জিকিরকারী পুরুষ ও নারী বলে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না সে বসে, দাঁড়িয়ে ও শুয়ে তথা সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির করবে।

আতা রহ. বলেন, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সমস্ত হকসহ আদায় করে, সে আল্লাহর বাণী: অধিক পরিমাণে জিকিরকারী নারী-পুরুষ– এর মধ্যে গণ্য হবে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

---

১৮. সুরা আহযাব: ৩৫।

১৯. সহিহ মুসলিম: ২৬৭৬, সুনানে তিরমিজি: ৩৫৯০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا، أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا، كُتِبَا فِي الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ.

অর্থ: স্বামী যদি তার স্ত্রীকে রাতে নামাজ পড়ার জন্য জাগ্রত করে এরপর উভয়ে অথবা স্বামী একা দুই রাকাত নামাজ আদায় করে তাহলে তাদের উভয়ের নাম অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরকারী পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে লেখা হয়ে যায়।[২০]

শাইখ ইবনুস সালাহ রাহিমাহুল্লাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো যে, কী পরিমাণ জিকির করলে বেশি বেশি জিকিরকারী হিসেবে গণ্য হবে? উত্তরে বলেছিলেন, হাদিসে বর্ণিত সকাল-সন্ধ্যার দুআ নিয়মিত পড়লে এবং বিভিন্ন সময় বর্ণিত দুআসমূহ পাঠ করলে সে বেশি বেশি জিকিরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

অজু না থাকা অবস্থায় জিকির করতে পারবে

উলামায়ে কেরাম এব্যাপারে একমত যে, মুখে ও অন্তরে যে কেউ জিকির করতে পারবে। অজু-গোসল না থাকা অবস্থায় ও মহিলারা ঋতুস্রাব ও প্রসূতি অবস্থায়ও জিকির করতে পারবে। এসময়ে সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও দুরুদ পাঠ ইত্যাদি জিকির করতে পারবে। অবশ্য গোসল ফরজ, ঋতুস্রাব ও প্রসূতি অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা নিষেধ। চাই তা অল্প হোক বা বেশি হোক। তবে তারা উচ্চারণ না করে মনে মনে পড়তে পারবে। অনুরূপভাবে কুরআনের কপিতে তাকিয়ে তাকিয়ে এবং মনে মনে আওড়ানো যাবে।

তবে গোসল ফরজ, ঋতুস্রাব ও প্রসূতি অবস্থায় কুরআনের আয়াত দুআ হিসেবে পড়তে পারবে। যেমন বিপদের সম্মুখীন হলে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন' পড়তে পারবে। এছাড়া কোন বাহনে আরোহণ করার সময় এ দুআ পড়তে পারবে–

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ.

[উচ্চারণ: সুবহানাল্লাজি সাখখারা লানা হাজা, ওয়া মা কুন্না লাহু মুকরিনিন।

২০. সুনানে আবু দাউদ: ১৩০৯, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৩৩৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: পবিত্র তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। অথচ আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না।]

দুআর মধ্যে পড়তে পারবে:

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

[**উচ্চারণ:** রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনয়া হাসানাতান, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতান, ওয়া কিনা আজাবান্নার।

অর্থ: হে পরওয়ারদিগার, আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।]

ঋতুস্রাব ও প্রসূতি অবস্থায় তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য না করে বিসমিল্লাহ এবং আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারবে। এগুলো জিকিরের উদ্দেশ্যে বা কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই বলতে পারবে; তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যে না করে যে কোন উদ্দেশ্যে বলতে পারবে, গুনাহ হবে না।

কুরআনের যেসব আয়াতের তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে যেমন–

اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهَا.

[অর্থ: বিবাহিত পুরুষ এবং বিবাহিতা নারী যখন যিনা করবে, তাদেরকে পাপথরাঘাত করে হত্যা কর।] এগুলোও পড়তে পারবে।

যদি কাউকে বলে– خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ (কিতাবটি মজবুতের সাথে ধরো)

অথবা বলে اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اٰمِنِيْنَ (তাতে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে প্রবেশ করো।) বা এজাতীয় আয়াত বলে, তবে কুরআন তিলাওয়াতের ইচ্ছা না থাকে, তাহলে জায়েয আছে।

যদি পানি না থাকায় তায়াম্মুম করে, তাহলে তার জন্যও তিলাওয়াত করা বৈধ হবে। এমনকি, এরপর যদি পুনরায় সে নাপাক হয় তাহলে তার জন্য তিলাওয়াত করা নিষিদ্ধ হবে না। তায়াম্মুম চাই সফরে হোক বা মুকিম অবস্থায় পানি না পাওয়ার কারণে হোক, কোন পার্থক্য নেই। পুনরায় নাপাক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হওয়ার পরও সে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে। কেউ কেউ বলেন, যদি মুকিম অবস্থায় হয় তাহলে উক্ত তায়াম্মুম দ্বারা নামাজের কিরাত পড়তে পারবে। কিন্তু নামাজের বাইরে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে না। তবে বিশুদ্ধ মত হল, নামাজের বাইরেও তিলাওয়াত করতে পারবে। কেননা তায়াম্মুম গোসলের স্থলাভিষিক্ত।

গোসল ফরজ হয়েছে এমন ব্যক্তি তায়াম্মুম করার পর পানি দেখতে পেলে পানি ব্যবহার করা আবশ্যক। গোসর না করা পর্যন্ত তিলাওয়াতসহ তায়াম্মুমের আগে তার ওপর যা যা হারাম ছিলো সবই হারাম হয়ে যাবে।

তায়াম্মুম করার পর যদি নামাজ ও তিলাওয়াত করে। এরপর যদি আবার অন্য কোন নাপাকের জন্য তায়াম্মুম করে, তাহলে তার ওপর তিলাওয়াত করা হারাম হবে না। এটাই বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মাজহাব। তবে হারাম হওয়ার কথাও কেউ কেউ বলেছেন। অবশ্য সেটা খুব দুর্বল।

আর যদি গোসল ফরজ হয়েছে এমন ব্যক্তি পানি বা মাটি না পায়, তাহলে ওয়াক্তের সম্মান রক্ষার্থে ঐ অবস্থায়ই নামাজ আদায় করবে। তবে নামাজের বাহিরে সে তিলাওয়াত করতে পারবে না। আর সুরা ফাতেহার চেয়ে বেশি যা পড়বে তাও হবে হারাম।

আর ফাতেহা পড়া যাবে কিনা? এ ব্যাপারে দুই ধরনের বক্তব্য বর্ণিত আছে। বিশুদ্ধ মত হল, এটা হারাম হবে না; বরং পাঠ করাই ওয়াজিব। কেননা এটা ছাড়া নামাজ আদায় হবে না। নামাজ পড়া যেহেতু প্রয়োজনের কারণে জায়েয তেমনিভাবে সুরা ফাতেহার তিলাওয়াতও জায়েয।

দ্বিতীয় মত হল, সুরা ফাতেহা তিলাওয়াত করাও হারাম হবে। তবে এক্ষেত্রে কুরআন ছাড়া অন্য কোন দুআ পড়বে। যেমন কোন ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করতেই পারে না, তার মতো।

এই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় এখানে এই কয়েকটি মাসয়ালা আলোচনা করা হল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ফিকহের কিতাবাদিতে রয়েছে। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।

জিকিরকারীর হালত

জিকিরকারীকে সর্বোত্তম হালতে থাকা চাই। কিবলামুখী হয়ে বসবে; স্থির-শান্ত বিনয়াবনত ও অবনত মস্তকে বসবে। এ হালত ছাড়া ভিন্ন হালতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বসলেও মাকরুহ হবে না; জায়েজ আছে তবে কোন কারণ ছাড়া ভিন্ন হালতে বসলে অনুত্তম হবে। ভিন্ন হালত মাকরুহ না হওয়ার দলিল হল, এই আয়াত–

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

অর্থ: নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিতে এবং দিবস-রজনীর পরিবর্তনের মধ্যে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহর জিকির করে এবং আকাশ ও যমীন সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে।[২৪]

সহিহ বুখারি ও মুসলিমে হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِئُ فِيْ حِجْرِيْ وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

অর্থ: আমি ঋতুবতী থাকাবস্থায়ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কোলে হেলান দিয়ে বসে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।[২৫] হজরত আয়েশা রাদি. থেকে আরো বর্ণিত আছে–

إِنِّيْ لَأَقْرَأُ حِزْبِيْ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيْرِ.

অর্থ: আমি খাটের ওপর শুয়ে আমার অযিফা পাঠ করতাম।

জিকিরের স্থান যেমন হবে

জিকিরের স্থানটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ভেজালমুক্ত থাকা চাই। কেননা এতে জিকির ও জিকিরকৃত সত্তা মহান আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। একারণেই মসজিদ ও সম্মানীত স্থানে জিকিরের

২৪. সুরা আলে ইমরান: ১৮৯-১৯০।

২৫. সহিহ বুখারি: ২৯৭, সহিহ মুসলিম: ৩০১, সুনানে আবু দাউদ: ২৬০, সুনানে নাসাঈ ১/১৯১, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৬৩৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

প্রশংসা করা হয়েছে। আবু মাইসারা রহ. বলেন, পবিত্র স্থান ব্যতীত জিকির করা যাবে না।

জিকির করার সময় মুখও পরিষ্কার হওয়া চাই। কোন দুর্গন্ধ থাকলে মিসওয়াক করে নিতে হবে। আর কোন ধরনের নাপাকি থাকলে পানি দিয়ে ধুয়ে নেয়া চাই। এরপরও যদি না ধুয়ে জিকির করে, তাহলে তা মাকরুহ হবে; কিন্তু এ অবস্থায় জিকির করা হারাম হবে না। মুখে নাপাকি নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করা মাকরুহ। হারাম হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে; তবে বিশুদ্ধ মত হল হারাম হবে না।

যেসব অবস্থায় জিকির মাকরুহ

শরিয়ত কর্তৃক মাকরুহ সময় ছাড়া অন্য সবসময় জিকির করা খুবই উত্তম কাজ। সামনের আলোচনা ছাড়া এখানে কিছু মুহূর্তের কথা বলা হল। যেমন জিকির করা মাকরুহ:

* পেশাব-পায়খানা করার সময়।

* সহবাস করার সময়।

* খতিব সাহেবের খুতবা শ্রবণকারীর জন্য খুতবা চলার সময়।

* নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায়; বরং এসময় তিলাওয়াতে মশগুল থাকবে।

* তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়।

তবে রাস্তায় চলমান অবস্থায় এবং গোসলখানায় থাকাকালে জিকির করা মাকরুহ হবে না।

জিকিরের হাকিকত

জিকিরের মূল উদ্দেশ্য হল, মনের উপস্থিতি। তাই এ উদ্দেশ্য অর্জনে সচেষ্ট থাকা চাই। যা জিকির করছে সে বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগী হওয়া। অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করা। যিকিরে চিন্তা করা উদ্দিষ্ট যেমন কেরাতে চিন্তা করা উদ্দিষ্ট। কারণ, উভয়টির উদ্দেশ্য এক। এজন্য প্রণীধানযোগ্য মাজহাব হল, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এর মধ্যকার لَا (লা) কে টেনে পড়া, কারণ, এতে চিন্তা করার বেশি সময় পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে সালাফে সালেহিন ও পরবর্তী ইমামগণের বক্তব্য প্রসিদ্ধ আছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নির্দিষ্ট সময়ে জিকির ছুটে গেলে করণীয়

যার রাতদিনের কোন সময়ে অযিফা পাঠের আমল আছে অথবা নামাজের পর, কিংবা অন্যান্য সময় অযিফা পাঠের আমল আছে যদি কোন কারণে তা ছুটে যায়, তাহলে সুযোগ হওয়া মাত্রই তা পাঠ করে নেবে এ ব্যাপারে কোন অলসতা করবে না। কারণ, এব্যাপারে যত্নবান হলে সামনে আর ছুটবে না। আর যদি অলসতা করা হয় তাহলে সামনেও ছুটে যাবে।

সহিহ মুসলিমে হজরত উমর বিন খাত্তাব রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি তার রাতের অযিফা (তথা কুরআনের নির্দিষ্ট অংশ) অথবা অন্যান্য অযিফা পড়তে ভুলে যায়, এরপর সে এটা ফজর ও যুহরের মাঝামাঝি সময়ে পড়ে নেয়, তাহলে সে যেন তা রাতেই পড়েছে।[২৬]

কোন কারণে জিকির বন্ধ করে পুনরায় শুরু করা যাবে

জিকিরের সময় যেসব অবস্থার সম্মুখীন হলে জিকির বন্ধ করে দেয়া চাই এবং অবস্থা চলে গেলে আবার জিকির শুরু করবে। অবস্থাগুলো নিম্নরূপ:

১. সালাম দিলে সালামের জবাব দিয়ে পরে আবার জিকির করবে।

২. জিকিরকারীর পাশে কেউ হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে, তার জবাব দিয়ে পরে আবার জিকির করবে।

৩. খতিব সাহেবের খুতবা শুনলে জিকির বন্ধ করবে, পরে আবার জিকির করবে।

৪. মুআজ্জিনের আজান শুনলে তার সাথে সাথে আজান ইকামতের জবাব দিবে।

৫. কোন নিষিদ্ধ কাজ হতে দেখলে, তা দূর করতে জিকির বন্ধ করবে। অনুরূপভাবে ভালো কাজের সুযোগ এলে। কাউকে উপদেশ দেয়ার

২৬. সহিহ মুসলিম: ৭৪৭, সুনানে আবু দাউদ: ১৩১৩, সুনানে তিরমিজি: ৫৮১, মুয়াত্তা মালেক ১/২০০, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৩৪৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সুযোগ এলে। কারো নসিহত কোনার ব্যবস্থা হলে তা করবে। এরপর যিকিরে মাশগুল হবে।

৬. তন্দ্রাভাব বা এজাতীয় কিছু হলে জিকির বন্ধ করে দিবে ইত্যাদি।

অন্তত নিজের কানে জিকিরের আওয়াজ শুনতে হবে

শরিয়ত অনুমোদিত যে কোনো জিকির–নামাজের ভেতরে, বাইরে; ওয়াজিব, মুস্তাহাব–সকল জিকির তখনই জিকির বলে গণ্য হবে যখন ব্যক্তি নিজের কানে শুনতে পাবে, যদি তার শ্রবণশক্তি সুস্থ থাকে এবং কোন কিছু অন্তরায় সৃষ্টি না করে। এরচে কম আওয়াজে হলে সেটি জিকির বলে গণ্য হবে না।

দৈনন্দিনের আমলের কিতাব ও বক্ষ্যমাণ কিতাবের উৎসগ্রন্থ

দিবা-রাত্রীর আমল সংক্রান্ত অনেক মূল্যবান কিতাব আমাদের পূর্বসূরীরা লিখে গেছেন। সেগুলোতে তারা মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত) হাদিস বর্ণনা করেছেন। এমনকি একটি হাদিস অনেক সনদে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে অন্যতম হল ইমাম নাসাঈ রহ. এর عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি)।

তবে এর চেয়ে সুন্দর, মূল্যবান ও উপকারী কিতাব হল, ইবনুস সুন্নি রহ. এর عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি)।

ইমাম নববি বলেন, আমি ইবনুস সুন্নি রহ. এর পুরো কিতাবটি পড়েছি শায়খ আবুল বাকা' খালেদ রহ. এর কাছে। তিনি পড়েছেন আল্লামা আবুল ইয়ুমন হাসান আল কিন্দি রহ. এর কাছে। তিনি পড়েছেন ইমাম আবুল হাসান সাদ আনসারি রহ. এর কাছে। তিনি পড়েছেন ইমাম আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান দাওনি রহ. এর কাছে। তিনি পড়েছেন কাজি আবু নাছর দিনাওরি রহ. এর কাছে। তিনি পড়েছেন স্বয়ং লেখক শায়খ আবু বকর আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন ইসহাক আস সুন্নি রহ. এর কাছে।

আমি এখানে এই সনদটি উল্লেখ করেছি। কারণ, আমি ইবনুস সুন্নির কিতাব থেকে অনেক কিছুই নকল করব। তাই আমি কিতাবের শুরুতেই সনদটি উল্লেখ করেছি। এ পদ্ধতিটি মুহাদ্দিসিনে কেরামের নিকট স্বীকৃত। এখানে বিশেষভাবে এ কিতাবের সনদ উল্লেখ করার কারণ হল, ইবনুস সুন্নির কিতাবটি উক্ত বিষয়ে সবচেয়ে সন্নিবেশিত। অন্যথায় এ কিতাবে যা কিছুই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমি উল্লেখ করব সবকিছুই সহিহ সনদের মধ্যমে ধারাবাহিকভাবে আমি শুনেছি, আলহামদুলিল্লাহ। তবে কিছু বিরল ও দুর্লভ বিষয় আছে যেগুলো আমি ধারাবাহিক সনদে শুনিনি।

এই কিতাবে আমি ইসলামের মৌলিক পাঁচ কিতাব– সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিজি এবং সুনানে নাসাঈ থেকে নকল করব।

এছাড়াও মুসনাদ ও সুনানের কিতাবাদি থেকে হাদিস বর্ণনা করব, যেমন– মুয়াত্তা মালিক, মুসনাদে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল ও মুসনাদে আবু আওয়ানা, সুনানে ইবনে মাজাহ, দারাকুতনি, বায়হাকি ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ। তা ছাড়া জুয (হাদিসের বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ) থেকেও হাদিস বর্ণনা করব যা পাঠক অচিরেই দেখতে পাবেন। আর এখানে যা কিছু উল্লেখ করব, তা লেখক পর্যন্ত মুত্তাসিল সনদেই বর্ণনা করব। ইনশাআল্লাহ।

হাদিস গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে

আমি এই কিতাবে যেসব হাদিস উল্লেখ করব সেসব হাদিসের গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেবো। যেসব হাদিস বুখারি, মুসলিমের উভয়টি বা যে কোন একটিতে আছে আমি সেগুলোকে কিতাবদ্বয়ের সাথে শুধু সম্পৃক্ত করব, হুকুম বয়ান করব না। কারণ, কিতাবদ্বয়ের সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমেই উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে। কারণ, সহিহ বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত সকল হাদিসই সহিহ।

অন্যান্য কিতাবের হাদিসের ক্ষেত্রে সেগুলোকে আমি সুনান, মুসনাদ ইত্যাদি কিতাবের সম্পৃক্ত করব; সাথে সাথে বেশিরভাগ স্থানে হাদিসটির সহিহ, হাসান ও যাঈফ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে দেবো, যদি সেটি যাঈফ হয়ে থাকে। তবে কখনো কখনো সহিহ, হাসান ও যাঈফ কোনটিই উল্লেখ করব না।

আমি সুনানে আবু দাউদের অনেক হাদিস নকল করব। ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন– 'আমি এই কিতাবে যা উল্লেখ করেছি, তা সহিহ অথবা এর কাছাকাছি। আর কোন হাদিস বেশি দুর্বল হলে সে বিষয়টি আমি স্পষ্ট করে দিয়েছি। আর যেসব হাদিসের ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি, সেগুলো আমলযোগ্য। এবং কিছু হাদিস কিছু হাদিসের তুলনায় বেশি সহিহ।

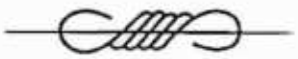
আবু দাউদ রহ.-এর এই কথায় বিরাট ফায়দা আছে। তা হল, ইমাম আবু দাউদ রহ. তার সুনানে যেসব হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং যেসব হাদিসের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দুর্বলতার ব্যাপারে তিনি কিছু বলেননি, সেসব হাদিস তার মতে সহিহ অথবা হাসান। উভয় প্রকার হাদিস দ্বারা আহকামের ক্ষেত্রেই দলিল দেয়া যায়। অতএব, ফাযায়েলের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই দলিল দেয়া যাবে।

অতএব, যখন এই কিতাবে আবু দাউদ রহ. থেকে বর্ণিত কোন হাদিস দেখা যাবে, আর সে হাদিসের দুর্বলতার ব্যাপারে কোন কথা নেই, তাহলে বুঝতে হবে এই হাদিস তার মতে যাঈফ বা দুর্বল নয়। আল্লাহ পাক ভালো জানেন।

এরপর জিকিরের ফযিলত প্রসঙ্গে হাদিস দিয়ে কিতাব শুরু করাকে আমার কাছে ভালো মনে হয়েছে। এতে আমি এমন কিছু বিষয় উপস্থাপন করব, যা সামনের আলোচনার ভূমিকা হবে। এরপর কিতাবের মূল অধ্যায়গুলো উল্লেখ করব। আর ইস্তিগফারের অধ্যায় দিয়ে কিতাবটি শেষ করব। যেন আমাদের মৃত্যু ইস্তিগফারের মাধ্যমে হয়। আল্লাহই একমাত্র তাওফিকদাতা, তাঁর ওপরই ভরসা করি, তাঁর কাছেই সবকিছু অর্পণ করছি।



আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com



অধ্যায়- ১

জিকিরের ফযিলত

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَلَذِكْرُ اللهِ، أَكْبَرُ

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহর জিকিরই সবচেয়ে বড়।[২৭] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

অর্থ: তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব।[২৮] আরো ইরশাদ হচ্ছে–

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

অর্থ: তিনি (ইউনুস আ.) যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করতেন, তাহলে তাঁকে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত।[২৯] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ

অর্থ: তারা রাতদিন আল্লাহর ইবাদত করে, কোন অলসতা করে না।[৩০]

---

২৭. সূরা আনকাবুত: ৫৪।

২৮. সূরা বাকারা: ১৫২।

২৯. সূরা সাফফাত: ১৪৩-১৪৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(১) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ، حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ، وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ، الْعَظِيْمِ.

অর্থ: দুটি কালিমা উচ্চারণে খুবই সহজ; কিন্তু মিযানের পাল্লায় অনেক ভারী। আর আল্লাহর কাছেও অত্যধিক প্রিয়। কালিমা দুটি হল– সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযিম (আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করি তার প্রশংসার সাথে, পবিত্র তিনি মহিমান্বিত সত্ত্বা)।[৩১]

উল্লেখ্য যে, এটিই বুখারি শরিফের সর্বশেষ হাদিস।

(২) হজরত আবু জর গিফারি রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন–

أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ؟ إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

অর্থ: আমি কি তোমাকে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কালামের ব্যাপারে সংবাদ দেবো? নিশ্চয় আল্লাহর কাছে প্রিয় কালাম হল– সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি।[৩২]

অন্য বর্ণনায় আছে–

سُئِلَ أَيُّ الْكَلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَا اصْطَفَى اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হল, সর্বোত্তম কালাম কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন, সর্বোত্তম কালাম হল, যা আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা ও মানুষের জন্য নির্বাচন করেছেন। তা হল– সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি।[৩৩]

---

৩০. সুরা আম্বিয়া: ২০।

৩১. সহিহ বুখারি: ৭৫৬৩; সহিহ মুসলিম: ২৬৯৪।

৩২. সহিহ মুসলিম: ২৭৩১/৮৫।

৩৩. সহিহ মুসলিম: ২৭৩১, সুনানে তিরমিজি: ৩৪৬৩, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৮২৪, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৩) সহিহ মুসলিমে হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ. لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ.

অর্থ: আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় চারটি বাক্য হল– সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। চারটি বাক্যের যে কোনটির দ্বারা প্রথমে পড়া যেতে পারে। তাতে কোন সমস্যা নেই।[৩৪]

(৪) মুসলিম শরিফে হজরত আবু মালেক আশআরি রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন– রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

অর্থ: পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। আলহামদুলিল্লাহ মিযানের পাল্লাকে ভরে দেয়। আর সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ আকাশ-যমীনের ফাঁকা অংশকে পূর্ণ করে দেয়।[৩৫]

(৫) মুসলিম শরিফে হজরত উম্মুল মুমিনিন জুয়াইরিয়া রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছ থেকে সকাল বেলা ফজরের নামাজের সময় বের হলেন। তখন তিনি নামাজের স্থানে বসা ছিলেন। এরপর তিনি চাশতের সময় আবার ফিরে এলেন, তখনও তিনি জায়নামাজে বসাছিলেন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন–

مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ:

---

৩৪. সহিহ মুসলিম: ২১৩৭, সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৫৮, সুনানে তিরমিজি: ২৮৩৮, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৮৪৫-৮৪৭, নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮১১।

৩৫. সহিহ মুসলিম: ২২৩, সুনানে তিরমিজি: ৩৫১২, সুনানে নাসাঈ ৫/৫-৬, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৫৭০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আমি তোমাকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলাম তুমি কি সেই অবস্থাতেই এখনও আছো? তিনি উত্তরে বললেন, জ্বী। এরপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর চারটি কালিমা তিনবার বলেছি, যদি তুমি এগুলোকে ওজন করো, তাহলে এসময় পর্যন্ত তুমি যা কিছু পড়েছো সবকিছু থেকে ঐগুলো বেশি ওজনদার হবে। কালিমার চারটি হল–

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি আদাদা খালকিহি ওয়া রিদা নাফসিহি ওয়া যিনাতা আরশিহি ওয়া মিদাদা কালিমাতিহ।

অন্য বর্ণনায় চারটি কালিমা নিম্নরূপ:-

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহি আদাদা খালকিহি, সুবহানাল্লাহি রিদা নাফসিহি সুবহানাল্লাহি যিনাতা আরশিহি সুবহানাল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহ।

অর্থ: আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তার সৃষ্টির পরিমাণ। আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তার সন্তুষ্টির সমপরিমাণ। আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তার আরশের ওজন পরিমাণ। আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তার প্রশংসা লেখার কালি সমপরিমাণ।[৩৬]

(৬) সুনানে তিরমিজিতে বর্ণিত আছে–

أَلاَ أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُوْلِيْنَهَا: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

---

৩৬. সহিহ মুসলিম: ২৭২৬, সুনানে আবু দাউদ: ১৫০৩, সুনানে তিরমিজি: ৩৫৫০, সুনানে নাসাঈ ৪/৭৭, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৯৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আমি কি তোমাকে এমন কালিমা শেখাবো না? যা তুমি বলবে। (কালিমাগুলো হল–) সুবহানাল্লাহি আদাদা খালকিহি (তিনবার), সুবহানাল্লাহি রিদা নাফসিহি (তিনবার), সুবহানাল্লাহি যিনাতা আরশিহি (তিনবার), সুবহানাল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহি (তিনবার)।[৩৭]

(৭) মুসলিম শরিফে হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَأَنْ أَقُوْلَ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

অর্থ: সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার বলা– পুরো দুনিয়া থেকে উত্তম।[৩৮]

(৮) সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রাদি. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি এই দুআটি দশবার পড়বে, সে যেন ইসমাঈল আ.-এর বংশের চারজন গোলাম আজাদকারীর সমপরিমাণ সওয়াব পাবে:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তার কোন অংশীদার নেই। সকল আধিপত্য তারই, তারই সকল প্রশংসা। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।[৩৯]

(৯) সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

---

৩৭. সুনানে তিরমিজি: ৩৪৯৯।

৩৮. সহিহ মুসলিম: ২৬৯৫, সুনানে তিরমিজি: ৩৫৯১, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৮৩৫, নাসাঈ।

৩৯. সহিহ বুখারি: ৬৪০৪, সহিহ মুসলিম: ২৬৯৩, সুনানে তিরমিজি: ৩৫৮৪, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২৪, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ، يَوْمَهُ ذَلِكَ، حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির'* দুআটি দিনে একশো বার পড়বে, সে দশটি গোলাম আজাদ করার সমান সওয়াব পাবে। তার জন্য একশো নেকি লেখা হবে। তার একশো পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে নিরাপদে থাকবে। ঐ দিন তার চেয়ে উত্তম আর কেউ হবে না; তবে সে ব্যক্তি যে তার চেয়ে বেশি পড়েছে।

[দুআর আরবি পাঠ:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

অর্থ: এক আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, তার কোন শরিক নেই। সকল রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। আর তিনি সর্বশক্তিমান।]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন– যে ব্যক্তি "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি" দিনে একশো বার পড়বে, তার পাপ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও মাফ করে দেয়া হবে।[৪০]

[দুআর আরবি পাঠ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ, **উচ্চারণ:** সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। **অর্থ:** আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তার প্রশংসার সাথে।]

৪০. সহিহ বুখারি: ৬৪০৩, সহিহ মুসলিম: ২৬৯১, সুনানে তিরমিজি: ৩৪৬৪, মুয়াত্তা মালেক ১/২০৯, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২৬, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(১০) সুনানে তিরমিজি ও সুনানে ইবনে মাজাহ শরিফে হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحَمْدُ لِلّٰهِ.

অর্থ: সর্বোত্তম জিকির হল– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সর্বোত্তম দুআ হল– আলহামদুলিল্লাহ। ইমাম তিরমিজি রহ. উক্ত হাদিসকে হাসান বলেছেন।[৪১]

[**দুআর আরবি পাঠ:** لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ, **উচ্চারণ:** লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। **অর্থ:** আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই।]

(১১) সহিহ বুখারিতে হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন–

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالمَيِّتِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি জিকির করে আর যে করে না তাদের উপমা হল, জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মতো।[৪২]

(১২) সহিহ মুসলিমে হজরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: عَلِّمْنِيْ كَلَامًا أَقُوْلُهُ، قَالَ: "قُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ" قَالَ: فَهٰؤُلَاءِ لِرَبِّيْ، فَمَا لِيْ؟ قَالَ: قُلْ: "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ".

অর্থ: একবার এক গ্রাম্য সাহাবি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, আমাকে বিশেষ কিছু কালিমা শিক্ষা দিন, যেগুলো আমি পড়বো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বলো–

---

৪১. সুনানে তিরমিজি: ৩৩৮০, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮০০।

৪২. সহিহ বুখারি: ৬৪০৭, সহিহ মুসলিম: ৭৭৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ.

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, আল্লাহু আকবার কাবিরা, ওয়ালহামদুলিল্লাহি কাসিরা, সুবহানাল্লাহি রব্বিল আলামিন, লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আযিযিল হাকিম।

অর্থ: এক আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, তার কোন শরিক নেই। আল্লাহ তাআলা মহান। সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। জগৎকর্তা আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি। প্রজ্ঞাময় পরাক্রমশালী আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন ক্ষমতা ও শক্তি নেই।

গ্রাম্য সাহাবি বললেন, এগুলো তো আমার প্রতিপালকের জন্য, আমার জন্য কিছু বলুন। তখন নবিজি বললেন, তুমি বলবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফির লি ওয়ার হামনি ওয়াহদিনি ওয়ারযুকনি।

অর্থ: হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন, আমার ওপর রহমত বর্ষণ করুন, আমাকে হেদায়াত দান করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন।[৪৩]

(১৩) সহিহ মুসলিমে হজরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ، كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيْئَةٍ.

অর্থ: আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসাছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কি দিনে এক হাজার নেকি অর্জন করতে সক্ষম নও? উপবিষ্টদের একজন বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের কেউ তা কীভাবে অর্জন করতে পারে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

৪৩. সহিহ মুসলিম: ২৬৯৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বললেন, যে ব্যক্তি দিনে একশো বার "সুবহানাল্লাহ" পড়বে তার জন্য জন্য এক হাজার নেকি লেখা হবে। অথবা তার এক হাজার পাপ মুছে দেয়া হবে।[৪৪]

ইমাম হাফিযুল হাদিস আবু আবদুল্লাহ হুমাইদি বলেন, সহিহ মুসলিমের সব রেওয়ায়াতেই এই (اَوْيَحُطَّ) শব্দে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য হাদিসের কিতাবে اَوْ শব্দ ছাড়া বর্ণিত হয়েছে। বারকানি বলেন, শুবা, আবু আওয়ানা এবং ইয়াহইয়া ইবনে কত্তান আবু মুসা রাদি. থেকে বর্ণনা করেছেন। এমনকি, ইমাম মুসলিমও তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন وَيُحَطُّ অর্থাৎ আলিফ ছাড়া।[৪৫]

(১৪) হজরত আবু জর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلَامٰى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى.

অর্থ: তোমাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর সাদকা রয়েছে। প্রতিটি তাসবিহ তথা সুবহানাল্লাহ একটি সাদকা। প্রত্যেকটি তাহমিদ তথা আলহামদুলিল্লাহ একটি সাদকা। প্রতিটি তাহলিল তথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ একটি সাদকা। প্রতিটি তাকবির তথা আল্লাহু আকবার বলা একটি সাদকা। সৎ কাজের আদেশ সাদকা, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকা। আর চাশতের সময় দুই রাকাত নামাজ পড়লে সবগুলো আদায় হয়ে যায়।[৪৬]

(১৫) সহিহ বুখারি ও মুসলিমে হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

---

৪৪. সহিহ মুসলিম: ২৬৯৮, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ১৫২, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ ১/১৭৪, সুনানে তিরমিজি: ৩৪৫৯।

৪৫. আল-জামউ বাইনাস সাহিহাইন ১/১৯৯।

৪৬. সহিহ মুসলিম: ৭২০, সুনানে আবু দাউদ: ১২৮৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ أَوْ قَالَ: عَلٰى كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ: بَلٰى، فَقَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

অর্থ: রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, আমি কি তোমাকে জান্নাতের ধন-ভাণ্ডারসমূহের একটি ভাণ্ডারের খোঁজ দেবো? আমি বললাম, অবশ্যই দিন, ইয়া রাসুলাল্লাহ। তিনি বললেন, তা হল–

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

উচ্চারণ: লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া নেক কাজ করা বা খারাপ কাজ থেকে বাঁচার কোন শক্তি নেই।[৪৭]

(১৬) সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে তিরমিজিতে হজরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একজন স্ত্রীর কাছে গমন করলেন, যার হাতে তখন খেজুরের বীচি অথবা পাথর ছিলো যার সাহায্যে তিনি তাসবিহ পড়ছিলেন, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

أَلَا أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللهِ، عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، مِثْلُ ذَلِكَ.

অর্থ: আমি কি তোমাকে এর চেয়ে সহজ অথবা উত্তম বিষয় বাতলে দেবো? তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

৪৭. সহিহ বুখারি: ৬৩৮৪, সহিহ মুসলিম: ২৭০৪, সুনানে আবু দাউদ: ১৫২৭, সুনানে তিরমিজি: ৩৪৫৭, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৫৩৭-৫৩৮, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

سُبْحَانَ اللهِ، عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللهِ، عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ.

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহি আদাদা মা খালাকা ফিস্‌সামায়ি, ওয়া সুবহানাল্লাহি আদাদা মা খালাকা ফিল আরদ, ওয়া সুবহানাল্লাহি আদাদা মা খালাকা বাইনা জালিক, ওয়া সুবহানাল্লাহি আদাদা মা হুয়া খালিকুন।

অর্থ: সুবহানাল্লাহ আসমানের যাবতীয় সৃষ্টিবস্তুর সম-সংখ্যক। সুবহানাল্লাহ যমিনের যাবতীয় সৃষ্টির সম-সংখ্যক এবং সুবহানাল্লাহ এতদুভয়ের মধ্যে সৃষ্টি সমস্ত বস্তুর সম-সংখ্যক। সুবহানাল্লাহ ভবিষ্যতে যা কিছু সৃষ্টি হবে তার সমসংখ্যক।

তিনি আরো বলেন– আর 'আল্লাহু আকবার' ও 'আল-হামদুলিল্লাহ সুবহানাল্লাহ এর অনুরূপ। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'ও এর অনুরূপ এবং 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'ও এর অনুরূপ। ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[৪৮]

(১৭) সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে তিরমিজিতে হজরত ইউসাইরাহ রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُنَّ أَنْ يُرَاعِيْنَ بِالتَّكْبِيْرِ، وَالتَّقْدِيْسِ، وَالتَّهْلِيْلِ، وَأَنْ يَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ ؛ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠে গুরুত্ব দেয়া এবং এগুলোকে আঙ্গুলের সাহায্যে গুণে রাখার নির্দেশ করেছেন। কেননা আঙ্গুলগুলো কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে এবং কথা বলবে।[৪৯]

(১৮) সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিজি ও নাসাঈ শরিফে হাসান সনদে হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: بِيَمِيْنِهِ

৪৮. সুনানে আবু দাউদ: ১৫০০; সুনানে তিরমিজি: ৩৫৬৮।

৪৯. সুনানে আবু দাউদ: ১৫০১, সুনানে তিরমিজি: ৩৫৭৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাসবিহ গুণে গুণে পাঠ করতে দেখেছি। ডবন কুদামা বলেন, অর্থাৎ তিনি ডান হাতে তাসবিহ গুণছিলেন।[৫০]

(১৯) সুনানে আবু দাউদে হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ قَالَ: رَضِيْتُ بِاللهِ، رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

অর্থ: যে ব্যক্তি এই দুআটি পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে–

رَضِيْتُ بِاللهِ، رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا.

উচ্চারণ: রাজিতু বিল্লাহি রব্বা ওয়া বিল ইসলামি দীনা, ওয়াবি মুহাম্মাদিন রাসুলা।

অর্থ: আমি আল্লাহ তাআলাকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসুল হিসেবে মেনে সন্তুষ্ট।[৫১]

(২০) হজরত আবদুল্লাহ বিন বুসর রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، قَالَ: لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

অর্থ: এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, শরিয়তের আহকাম, বিধি-বিধান আমার কাছে অনেক বেশি হয়ে পড়েছে, আমাকে (সংক্ষেপে) কিছু বলে দিন যেগুলোকে আমি মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে রাখতে (আমল করতে) পারি। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সর্বদাই আল্লাহর জিকিরের দ্বারা তোমার যবানকে তরতাজা রাখবে। ইমাম তিরমিজি রহ. এই হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন।[৫২]

---

৫০. সুনানে আবু দাউদ: ১৫০২; সুনানে তিরমিজি: ৩৪১১; সুনানে নাসাঈ: ৯২৬।

৫১. সুনানে আবু দাউদ: ১৫২৯, সুনানে নাসাঈ ১৫/১৯।

৫২. সুনানে তিরমিজি: ৩৩৭২, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৭৯৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

[যবান তরতাজা রাখার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর যিকিরে কোন ধরনের উদাসীনতা থাকবে না। কারণ, অন্তর যখন উদাসীন হয়, তখন জিহ্বা শুকিয়ে যায়। তিবি রহ. বলেন, যবান তরতাজা রাখা দ্বারা 'সবসময় স্বাভাবিকভাবে জিকির করার দিকে ইশারা করা হয়েছে।]

(২১) হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: الذَّاكِرُوْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتُ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمِنَ الْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ: لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا لَكَانَ الذَّاكِرُوْنَ اللهَ كَثِيْرًا أَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً.

অর্থ: একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রশ্ন করা হল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট মর্যাদার বিবেচনায় কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতর হবে? উত্তরে নবিজি বললেন, অধিক পরিমাণে জিকিরাকারী পুরুষ ও মহিলা। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধকারী গাজীর মর্যাদা কেমন হবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি গাজী আল্লাহর রাহে কাফের মুশরিককে নিজ তরবারী দিয়ে আঘাত করে তা ভেঙ্গে ফেলে এবং রক্তে রঞ্জিত করে তারপরও জিকিরকারীদের মর্যাদা তার চেয়েও বেশি।[৫৩]

(২২) হজরত আবু দারদা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِيْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوْا: بَلٰى. قَالَ: ذِكْرُ اللهِ تَعَالٰى قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: مَا شَيْءٌ أَنْجٰى مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

৫৩. সুনানে তিরমিজি: ৩৩৭৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি কি তোমাদের সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে অবহিত করব না, যে আমল হবে তোমাদের মালিকের নিকট সবচেয়ে পরিশুদ্ধ, তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধিকারী, সোনা ও রূপা আল্লাহর পথে ব্যয় করার চেয়েও তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর? এমনকি, এর চেয়েও মঙ্গলজনক হবে যে, তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হয়ে তাদের গর্দানে আঘাত করবে আর তারা তোমাদের গর্দানে আঘাত করবে? সাহাবিরা বললেন, অবশ্যই বলবেন। তিনি বললেন, তা হল আল্লাহর যিকর। হাকিম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরি রহ. বলেন, হাদিসটির সনদ সহিহ।[৫৪]

(২৩) ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَقِيْتُ إِبْرَاهِيْمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلاَمَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَأَنَّهَا قِيْعَانٌ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ.

অর্থঃ (মেরাজ রজনীতে) যখন আমি ইবরাহিম আ.-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম, তখন তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ, আপনার উম্মতকে আমার সালাম দেবেন। তাদের বলে দেবেন, জান্নাতের মাটি খুবই উন্নত, এর পানি ভীষণ মিষ্টি, জান্নাত হবে সমতল বিরান ভূমি। এর চারা হল–

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

অর্থঃ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, সকল প্রশংসা তারই। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। আর সর্ব মহান। ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[৫৫]

(২৪) সুনানে তিরমিজিতে হজরত জাবের রাদি. প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, নবিজি বলেছেন–

---

৫৪. জামে তিরমিজি: ৩৩৭৭; ইবনে মাজাহ: ৩৭৯০, মুসতাদরাকে হাকিম: ১/৪৯৬।
৫৫. জামে তিরমিজি: ৩৪৬২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি এই দুআ পড়বে তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হবে–

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ.

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহিল আযিমি ওয়াবি হামদিহি।

অর্থ: মহান আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি তার সমুদয় প্রশংসার সাথে। ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।[৫৬]

(২৫) তিরমিজি শরিফে হজরত আবু জর রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الْكَلَامِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: مَا اصْطَفَى اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيْ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ رَبِّيْ وَبِحَمْدِهِ.

অর্থ: ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার ওপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গীত হোক। আল্লাহ তাআলার কাছে কোন বাক্যটি সবচেয়ে বেশি প্রিয়? তিনি উত্তর দিলেন, যা তিনি নিজ ফেরেশতাদের জন্য নির্বাচন করেছেন। অর্থাৎ

سُبْحَانَ رَبِّيْ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ رَبِّيْ وَبِحَمْدِهِ.

উচ্চারণ: সুবহানা রাব্বি ওয়াবিহামদিহি, সুবহানা রাব্বি ওয়াবিহামদিহি।[৫৭]

অর্থ: আমার রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি তার প্রশংসার সাথে, আমার রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি তার প্রশংসার সাথে।

এবার আমি কিতাবের মূল আলোচনা শুরু করছি। আমাদের বাস্তব জীবন ঘনিষ্ট বিষয়ের ধারাবাহিকতায় আলোচনা চলবে। "মানুষ ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া" এই অধ্যায় দিয়ে আলোচনা শুরু করছি। এরপর তার ঘুমানো পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব। এরপর রাতের ঐ জাগরণ সম্পর্কে আলোচনা করব, যে জাগরণের পর আবার ঘুমানো হয়। আল্লাহ তাআলার কাছে তাওফিক কামনা করছি।

---

৫৬. জামে তিরমিজি: ৩৪৬৪, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৭২৭, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫০১।
৫৭. জামে তিরমিজি: ৩৫৯৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর যে দুআ পড়বে

(২৬) সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ.

অর্থ: মানুষ যখন ঘুমায় তখন শয়তান তার মাথার পেছনে তিনটি গিট্টু দেয়। প্রত্যেক গিট্টুর স্থানে এই বলে ফুঁক দেয় যে, তুমি ঘুমিয়ে থাকো, রাত্রি এখনো অনেক লম্বা। এরপর যখন সে উঠে আল্লাহর জিকির করে, তখন তার একটি গিট্টু খুলে যায়। যখন অজু করে তখন আরো একটি গিট্টু খুলে যায়। এরপর যখন নামাজ আদায় করে তখন তার সব গিট্টু খুলে যায়। ফলে সে সকালে সুন্দর মনের অধিকারী ও ফুরফুরে থাকে। অন্যথায় সে সকাল করে খারাপ মন ও অলসতা নিয়ে।[৫৮]

(২৭) সহিহ বুখারিতে হজরত হুজায়ফা বিন ইয়ামান ও হজরত আবু জর রাদি. থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، قَالَ: بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا قَامَ قَالَ: الحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমানোর জন্য বিছানায় যেতেন তখন তিনি এই দুআ পড়তেন:

بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا.

উচ্চারণ: বিসমিকা আল্লাহুম্মা আমুতু ওয়া আহইয়া।

অর্থ: হে আল্লাহ, তোমার নামে ঘুমাই এবং তোমার নামে জাগ্রত হই।

আর যখন তিনি ঘুম থেকে জাগতেন এই দুআ পড়তেন:

---

৫৮. সহিহ বুখারি: ১১৪২, সহিহ মুসলিম: ৭৭৬, সুনানে আবু দাউদ: ১৩০৬, সুনানে নাসাঈ ৩/২০৩, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৩২৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লা হিল্লাহিযি আহয়ানা বা'দামা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর।

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি মৃত্যুর পর পুনরায় আমাদের জীবিত করেন এবং পরিশেষে তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে।[৫৯]

(২৮) ইমাম আবু বকর ইবনুস সুন্নি রহ. হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণনা করেন, প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ رَدَّ عَلَيَّ رُوْحِيْ، وَعَافَانِيْ فِيْ جَسَدِيْ، وَأَذِنَ لِيْ بِذِكْرِهِ.

অর্থ: তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, সে যেন বলে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ رَدَّ عَلَيَّ رُوْحِيْ، وَعَافَانِيْ فِيْ جَسَدِيْ، وَأَذِنَ لِيْ بِذِكْرِهِ.

উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি রাদ্দা আলায়্যা রুহি, ওয়া আফানি ফি জাসাদি, ওয়া আজিনা লি বিজিকরিহি।

অর্থ: সকল প্রশংসা ঐ সত্তার জন্য যিনি আমাকে আমার রূহ ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমার শরীর হেফাযত করেছেন। আমাকে তাঁর জিকিরের অনুমতি দিয়েছেন।[৬০]

(২৯) ইবনুস সুন্নির কিতাবে হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত যে, প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ حِيْنَ رَدَّ اللّٰهُ إِلَيْهِ رُوحَهُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، إِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

---

৫৯. সহিহ বুখারি: ৬৩১২, সুনানে আবু দাউদ: ৫০৪৯, সুনানে তিরমিজি: ৩৪১৩, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৮০।

৬০. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৯, ইবনুস সুন্নি, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৮৬৬, নাসাঈ, সুনানে তিরমিজি: ৩৩৯৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ঘুমের পর রূহ ফিরিয়ে দিলে যখন কোন বান্দা এ দুআটি পড়ে–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

অর্থ: এক আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, তার কোন শরিক নেই। সকল রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। আর তিনি সর্বশক্তিমান।[৬১]

আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণও হয়।[৬২]

(৩০) ইবনুস সুন্নির কিতাবে হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْتَبِهُ مِنْ نَوْمِهِ فَيَقُوْلُ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ النَّوْمَ وَالْيَقْظَةَ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بَعَثَنِيْ سَالِمًا سَوِيًّا، أَشْهَدُ أَنَّ اللهَ يُحْيِ الْمَوْتَى، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، إِلَّا قَالَ اللهُ: صَدَقَ عَبْدِيْ.

অর্থ: যে ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে এই দুআ পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ النَّوْمَ وَالْيَقْظَةَ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بَعَثَنِيْ سَالِمًا سَوِيًّا، أَشْهَدُ أَنَّ اللهَ يُحْيِ الْمَوْتَى، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লা হিল্লাযি খালাকান নাউমা ওয়াল ইয়াকাযাহ, আলহামদুলিল্লা হিল্লাযি বাআসানি সালিমান সাভিয়্যান, আশহাদু আন্নাল্লাহা ইয়ুহয়িল মাউতা, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা ঐ সত্তার যিনি ঘুম ও জাগরণকে সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত প্রশংসা ঐ সত্তার যিনি সুস্থ ও নিরাপদে আমাকে প্রেরণ করেছেন। আমি

---

৬১. উবায়দুল্লাহ

৬২. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ১০, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আল্লাহই মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

তখন আল্লাহ তাআলা শুধু এই কথাই বলেন যে, আমার বান্দা সত্য বলেছে।[৬৩]

(৩০) আবু দাউদ শরিফে হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

كَانَ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ عَشْرًا، وَحَمَّدَ عَشْرًا، وَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَبِحَمْدِهِ عَشْرًا وَقَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا، وَهَلَّلَ عَشْرًا، ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا، وَضِيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَشْرًا ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুম থেকে জাগতেন তখন দশবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন, দশবার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতেন, দশবার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' বলতেন, দশবার 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস' বলতেন, দশবার 'ইস্তেগফার' করতেন, দশবার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতেন। এরপর এই দুআটি দশবার পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا، وَضِيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন যিকিদ দুনইয়া ওয়া যিকি ইয়াওমাল কিয়ামাহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে দুনিয়ার সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি চাই এবং কেয়ামতের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি চাই। এরপর তিনি নামাজ শুরু করতেন।[৬৪]

(৩২) আবু দাউদ শরিফে হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুম থেকে উঠতেন তখন তিনি এই দুআটি পড়তেন:

---

৬৩. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ১৩, ইবনুস সুন্নি।

৬৪. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৮৫; সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৩৫৬, সুনানে নাসাঈ ৩/২০৯, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৮৭১, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ، اَللّٰهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اَللّٰهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا، وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা, আল্লাহুম্মা আসতাগফিরুকা লিযাম্বি, ওয়া আসআলুকা রহমাতাকা, আল্লাহুম্মা যিদনি ইলমা, ওয়ালা তুযিগ কালবি বা'দা ইয হাদাইতানি, ওয়াহাবলি মিন লাদুনকা রাহমাহ, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহহাব।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আপনি পবিত্র, আমার গুনাহের জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী, আপনার রহমত কামনা করছি, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দিন, হেদায়াত দান করার পর আমার মনকে বাঁকা করে দিবেন না। আপনার পক্ষ থেকে আমাকে রহমত দান করুন। আপনিই সবচেয়ে বড় দাতা।[৬৫]

কাপড় পরিধানের দুআ

প্রথমে বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। অবশ্য সব কাজের শুরুতেই বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব।

(৩৩) ইবনুস সুন্নির কিতাবে হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا سَمَّاهُ قَمِيْصًا أَوْ رِدَاءً أَوْ عِمَامَةً يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا هُوَ لَهُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا هُوَ لَهُ

অর্থ: নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাপড় পরিধান করতেন, চাই তা জামা, চাদর বা পাগড়ী যাই হোক না কেন, তিনি এই দুআটি পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا هُوَ لَهُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا هُوَ لَهُ

---

৬৫. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৬১, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৮৬৫, নাসাঈ, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫৪০, সহিহ ইবনে হিব্বান: ২৩৫৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন খায়রিহি ওয়া খয়রি মা হুয়া লাহু, ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহি ওয়া শাররি মা হুয়া লাহু।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি এর যত কল্যাণ আছে এবং এর যত কল্যাণ হতে পারে তাও আমি তোমার কাছে চাই। আর এর মধ্যে যে অকল্যাণ আছে এবং এর যত অকল্যাণ হতে পারে তার থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।[৬৬]

(৩৪) হজরত মুআজ বিন আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ" غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করার সময় এই দুআটি পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লা হিল্লাযি কাসানি হাযাছ ছাউবা, ওয়া রাযাকানিহি মিন গায়রি হাউলিম মিন্নি ওয়ালা কুওয়াহ।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এই পোশাক পরিধান করিয়েছেন, আমার শক্তি ও সামর্থ্য ব্যতিরেকে আমাকে রিযিক দান করেছেন।

আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন।[৬৭]

নতুন কাপড়, জুতা ও এজাতীয় পোশাক পরার দুআ

পোশাক পরিধানের সময় পূর্বের অধ্যায়ে বর্ণিত দুআসমূহ পড়া চাই।

(৩৫) হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত–

---

৬৬. সুনানে আবু দাউদ: ৪০২০, সুনানে তিরমিজি: ১৭৬৭, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ১৪, ইবনুস সুন্নি।

৬৭. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২৭২, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ، عِمَامَةً، أَوْ قَمِيْصًا، أَوْ رِدَاءً، ثُمَّ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন নতুন কাপড় পরিধান করতেন, চাই তা পাগড়ি হোক, বা জামা হোক অথবা চাদর হোক তখন তিনি এই দুআটি পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আনতা কাছাউতানিহি, আসআলুকা খাইরাহু ওয়া খইরা মা সুনি'আ লাহু, ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহি ওয়া শাররি মা সুনি'আ লাহু।

অর্থ: হে আল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। কারণ, তুমি আমাকে এই কাপড় পরিধান করিয়েছো। এর যত কল্যাণ আছে এবং এটিকে যে কল্যাণের জন্য তৈরি করা হয়েছে, তা আমি তোমার কাছে চাই। আর এর যত অকল্যাণ আছে এবং এটিকে যে অকল্যাণের জন্য তৈরি করা হয়েছে, তার থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রর্থনা করি। ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।[৬৮]

(৩৬) হজরত উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا أُوَارِيْ بِهِ عَوْرَتِيْ، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِيْ حَيَاتِيْ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِيْ أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِيْ كَنَفِ اللهِ وَفِيْ حِفْظِ اللهِ، وَفِيْ سَتْرِ اللهِ حَيًّا وَمَيِّتًا.

অর্থ: আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করার পরে এই দুআ পড়ে। অতঃপর পুরাতন কাপড়টি

৬৮. সুনানে তিরমিজি: ১৭৬৭, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৩০৯, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দান করে দিবে সে আল্লাহর নিরাপত্তায় থাকবে, আল্লাহর নিরাপত্তার মধ্যে থাকবে, জীবিত-মৃত উভয় অবস্থায় সে আল্লাহর হেফাজতে থাকবে। দুআটি এই:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا أُوَارِيْ بِهٖ عَوْرَتِيْ، وَأَتَجَمَّلُ بِهٖ فِيْ حَيَاتِيْ.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লা হিল্লাযি কাসানি মা উয়ারি বিহী আউরতি, ওয়া আতাজাম্মালু বিহি ফি হায়াতি।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে পোশাক পরিয়েছেন, যা দ্বারা আমার গোপনস্থান আবৃত করি। এবং আমার জীবনকে সুন্দর করি। ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি গারিব।[৬৯]

সঙ্গীর গায়ে নতুন কাপড় দেখলে যে দুআ পড়বে

(৩৭) হজরত উম্মে খালেদ বিনতে খালেদ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابٍ فِيْهَا خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ، قَالَ: مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوْهَا هٰذِهِ الْخَمِيْصَةَ فَأُسْكِتَ الْقَوْمُ، قَالَ: ائْتُوْنِيْ بِأُمِّ خَالِدٍ فَأُتِيَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْبَسَنِيْهَا بِيَدِهٖ، وَقَالَ: أَبْلِيْ وَأَخْلِقِي، مَرَّتَيْنِ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জন্য কিছু কাপড় হাদিয়া এলো। এর মধ্যে কারুকাজ করা একটি কালো চাদর ছিলো। তিনি বললেন, আমরা এ পোশাকটি কাকে পরিধান করাবো তোমরা বলোতো দেখি? উপস্থিত সবাই চুপ রইলেন। তখন প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা উম্মে খালেদকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

অতঃপর আমাকে নবিজির কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তখন তিনি সেটা নিজ হাতে আমাকে পরিধান করিয়ে দিলেন। এবং বললেন, এটা পুরাতন করো এবং দীর্ঘদিন পরিধান করো? কথাটি দুবার বললেন।[৭০]

(৩৮) হজরত ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত–

---

৬৯. সুনানে তিরমিজি: ৩৫৫৫।

৭০. সহিহ বুখারি: ৫৮২৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيْصًا أَبْيَضَ فَقَالَ: ثَوْبُكَ هَذَا غَسِيْلٌ أَمْ جَدِيْدٌ؟ قَالَ: لَا، بَلْ غَسِيْلٌ. قَالَ: الْبَسْ جَدِيْدًا، وَعِشْ حَمِيْدًا، وَمُتْ شَهِيْدًا وَسَعِيْدًا.

অর্থ: নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাদি.-এর গায়ে একটি কাপড় দেখে বললেন, এটি কি ধোয়া না কি নতুন? উত্তরে তিনি বললেন, ধোয়া। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'নতুন কাপড় পরিধান করো, সুখময় জীবনযাপন করো। শহিদি ও সৌভাগ্যের মৃত্যুবরণ করো।[৭১]

জামা-জুতা পরিধান ও খোলার পদ্ধতি

কাপড়, জুতা, পাজামা ইত্যাদি পরিধান করার মুস্তাহাব পদ্ধতি হল, জামায় ডান হাত আর পাজামা ডান পা দিয়ে পরিধান করা। খোলার সময় প্রথমে বাম এরপরে ডানদিক খোলা। অনুরূপভাবে সুরমা, মিসওয়াক, নখ কাটা, বগলের চুল ছাঁটা, মাথা মুণ্ডানো, মসজিদে প্রবেশ করা, বাথরুম থেকে বের হওয়া, অজু, গোসল, পানাহার, মুসাফাহা, হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা, কুলুখ ব্যবহার করা ইত্যাদি কাজ ডান দিক দিয়ে শুরু করবে। আর শেষ করবে, বের হবে বা খুলবে বামদিক দিয়ে।

(৩৯) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ، فِيْ طُهُوْرِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব কাজে ডান দিককে প্রাধান্য দেয়াকে পছন্দ করতেন। এমনকি পবিত্রতা অর্জন, সিঁথি কাটা, ও জুতা পরিধান করার সময়ও ডানদিককে প্রাধান্য দিতেন।[৭২]

(৪০) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

---

৭১. সুনানে ইবনু মাজাহ: ৩৫৫৮, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২৬৯, ইবনুস সুন্নি, মুসনাদে আহমাদ ২/৮৯, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৩১১, নাসাঈ।

৭২. সহিহ বুখারি: ৪২৬; সহিহ মুসলিম: ২৬৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

كَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِطُهُوْرِهِ وَطَعَامِهِ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্রতা ও আহারের ক্ষেত্রে ডান হাত ব্যবহার করতেন। আর শৌচকার্য ও প্রত্যেক কষ্টদায়ক কাজের ক্ষেত্রে বামহাত ব্যবহার করতেন।[৭৩]

(৪১) সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে বায়হাকিতে হজরত হাফসা রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ، وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানাহার ও পরিধান করার ক্ষেত্রে তাঁর ডানহাত ব্যবহার করতেন। আর অন্যান্য কাজে বামহাত ব্যবহার করতেন।[৭৪]

(৪২) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ.

অর্থ: যখন তোমরা পোশাক পরিধান করো ও অজু করো তখন তোমরা ডান দিক থেকে শুরু করো।[৭৫] এ অধ্যায়ে এ ছাড়াও আরো অনেক হাদিস আছে। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।

গোসল, ঘুম ইত্যাদির জন্য কাপড় খোলার সময় যে দুআ পড়বে

আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ গ্রন্থে হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْرَحَ ثِيَابَهُ: بِسْمِ اللهِ، الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ.

---

৭৩. সুনানে আবু দাউদ: ৩২; সুনানে বায়হাকি ১/১১৩।

৭৪. সুনানে আবু দাউদ: ৪১৪১; সুনানে তিরমিজি: ১৭৬৬; সুনানে বায়হাকি ১/৮৬।

৭৫. সুনানে আবু দাউদ: ৩৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: বনি আদমের সতর ও জিনদের দৃষ্টি মাঝে অন্তরায় হল যখন মুসলমান ব্যক্তি কাপড় খোলার ইচ্ছা করবে তখন এ দুআটি পড়বে–

بِسْمِ اللهِ، الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহিল্লাযি লা ইলাহা ইল্লা হু।[৭৬]

অর্থ: ঐ সত্ত্বার নামে শুরু করছি, যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই।

ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ

(৪৪) হজরত উম্মে সালামা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

مَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِيْ قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই আমার ঘর থেকে বের হতেন, তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে এই দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা আন আদিল্লা আউ উদাল্লা আউ আযিল্লা আউ উযাল্লা আউ আযলিমা আউ উযলামা আউ আজহালা আউ ইয়ুজহালা আলাইয়্যা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট পথভ্রষ্ট হওয়া বা পথভ্রষ্ট করা, গুনাহ করা বা গুনাহের দিকে ধাবিত করা, যুলুম করা বা যুলুমের শিকার হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা বা অজ্ঞত প্রকাশের পাত্র হওয়া থেকে আশ্রয় চাইছি। – ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটিকে 'হাসান সহিহ' বলেছেন। সুনানে তিরমিজির আরেক বর্ণনায় বহুবচনের শব্দ যোগে আছে।[৭৭]

---

৭৬. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২৭৪।

৭৭. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৯৪; সুনানে তিরমিজি: ৩৪২৭; সুনানে নাসাঈ: ২৬৮; সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৮, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৮৫, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

نَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ، أَوْ نَضِلَّ، أَوْ نَظْلِمَ، أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا.

(৪৫) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ، فَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ قَالَ: يُقَالُ حِيْنَئِذٍ: هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِيْنُ.

অর্থ: যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দুআটি পড়ে–

بِاسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، .

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহর ওপর ভরসা করছি। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন ক্ষমতা ও শক্তি নেই।

প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন তাকে বলা হয়, 'তোমাকে হেদায়েত দেয়া হয়েছে, যথেষ্ট করা হয়েছে এবং হেফাজত করা হয়েছে।' এ ঘোষণা শোনে শয়তান তার থেকে দূরে সরে যায়।

ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান। সুনানে আবু দাউদের বর্ণনায় আছে–

فَيَقُوْلُ: يَعْنِيْ الشَّيْطَانُ لِشَيْطَانٍ آخَرَ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وكُفِيَ وَوُقِيَ؟

অর্থ: এক শয়তান আরেক শয়তানকে বলে, যাকে হেদায়েত দেয়া হয়েছে, নিরাপত্তা দান করা হয়েছে ও হেফাজত করা হয়েছে, তার ওপর তুমি কিভাবে আধিপত্য বিস্তার করবে?[৭৮]

(৪৬) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، ، التُّكْلَانُ عَلَى اللهِ، ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، .

৭৮. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৯৫; সুনানে তিরমিজি: ৩৪২৬; সুনানে নাসাঈ: ৯৮৩৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘর হতে বের হতেন তখন এ দুআটি পড়তেন–

بِسْمِ اللهِ، ، التُّكْلَانُ عَلَى اللهِ، ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، .

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহ, আত্তুকলানু আলাল্লাহ, লা হওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি, ভরসা আল্লাহর ওপর। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন ক্ষমতা ও শক্তি নেই।[৭৯]

ঘরে প্রবেশের দুআ

ঘরে প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ বলা, বেশি বেশি জিকির করা, ঘরে কোন মানুষ থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় সালাম দেয়া মুস্তাহাব। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ، مُبَارَكَةً طَيِّبَةً.

অর্থ: যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করতে চাও তখন তোমরা আপন লোকদের দুআ স্বরূপ সালাম করো, আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা কল্যাণময় ও বরকত।[৮০]

(৪৭) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন–

يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ.

অর্থ: হে বৎস, যখন তুমি তোমার পরিবার পরিজনের কাছে প্রবেশ করবে, তখন তাদের সালাম দেবে। এটা তোমার ও তোমার পরিবার পরিজনের জন্য বরকত হবে।[৮১] ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটিকে হাসান সহিহ বলেছেন।

(৪৮) হজরত আবু মালেক আশআরি রাদি. (তাঁর নাম হারিস, কারো মতে– উবাইদ, কেউ বলেন, কাব, কেউ বলেছেন– আমর) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

---

৭৯. সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৮৫; আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ১৭৬, ইবনুস সুন্নি।
৮০. সুরা নুর: ৬১।
৮১ জামে তিরমিজি: ২৬৯৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ، وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللهِ، وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللهِ، خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ، رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ.

অর্থ: যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ঘরে প্রবেশ করবে তখন সে যেন এ দুআ পড়ে–

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ، وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللهِ، وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللهِ، خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ، رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা খায়রাল মাউলাজি ওয়া খায়রাল মাখরাজি, ওয়া আলাল্লাহি রাব্বানা তাওয়াক্কালনা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রবেস্থলের কল্যাণ এবং বের হওয়ার স্থানের মঙ্গল কামনা করছি। আমরা আল্লাহ তাআলার নামে প্রবেশ করলাম, আল্লাহ তাআলার নামে বের হলাম এবং আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করলাম। অতঃপর পরিবারের লোকদের সালাম দিবে।[৮২] –ইমাম আবু দাউদ রহ. এ হাদিসটির সনদকে দুর্বল বলেননি। সুতরাং এটি সহিহ বলে বিবেচিত।

(৪৯) হজরত আবু উমামা বাহেলি রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ: رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ، وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ، وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থ: তিন ব্যক্তির প্রত্যেকেই আল্লাহর নিরাপত্তার মধ্যে থাকে–

১. ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হয়। শহিদ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করা অথবা কাঙ্ক্ষিত সওয়াব ও গনিমত নিয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি আল্লাহর নিরাপত্তার মধ্যে থাকেন।

---

৮২. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৯৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

২. ঐ ব্যক্তি যিনি মসজিদে গমন করেন। মৃত্যুবরণ করে জান্নাতে প্রবেশ করা অথবা কাঙ্ক্ষিত সওয়াব ও উপহার নিয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি আল্লাহর নিরাপত্তার মধ্যে থাকেন।

৩. ঐ ব্যক্তি যিনি সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন, তিনিও আল্লাহ তাআলার নিরাপত্তা বেষ্টনীতে থাকেন।

ইমাম আবু দাউদ রহ. সহ অন্যান্যরা এ হাদিসটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। এখানে 'নিরাপত্তার মধ্যে থাকা'র অর্থ হল, আল্লাহ তাআলা তার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে নেন।[৮৩]

(৫০) হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদি. থেকে বর্ণিত, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি–

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ.

অর্থ: যখন কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশের সময় জিকির করে (তথা সালাম দেয়) এবং খাবারের সময় জিকির করে (তথা বিসমিল্লাহ বলে,) তখন শয়তান বলে, তোমাদের ঘরে রাত্রিযাপন ও রাতের খাবারে অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। আর যখন ঘরে প্রবেশের সময় জিকির করে না, তখন শয়তান বলে তোমাদের এখানে রাত্রিযাপনের সুযোগ হয়ে গেল। আর খাবারের সময় জিকির না করলে শয়তান বলে, তোমাদের এখানে রাত্রিযাপন ও খাবারে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি হল।[৮৪]

(৫১) হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

---

৮৩. সুনানে আবু দাউদ: ২৪৯৪, আল আদাবুল মুফরাদ: ১০৯৪, সহিহ ইবনে হিব্বান: ৪১৬, মুসতাদরাকে হাকেম ২/৭৩।

৮৪. সহিহ মুসলিম: ২৪৯৪, সহিহ আবু দাউদ: ৩৭৬৫, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ১৫৭, ইবনুস সুন্নি, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ১৭৮, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَجَعَ مِنَ النَّهَارِ إِلَىٰ بَيْتِهِ يَقُوْلُ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَفَانِيْ وَآوَانِيْ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ وَسَقَانِيْ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُجِيرَنِيْ مِنَ النَّارِ.

অর্থ: যখন দিনের বেলায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে ফিরতেন তখন এ দুআ পড়তেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَفَانِيْ وَآوَانِيْ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ وَسَقَانِيْ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُجِيرَنِيْ مِنَ النَّارِ.

উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি কাফানি ওয়া আওয়ানি আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আত'আমানি ওয়া সাকানি আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি মান্না আলাইয়া ফাআফযালা আসআলুকা আন তুজিরানি মিনান-নার।[৮৫]

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের, যিনি আমার জন্য যতেষ্ট এবং আমাকে বাসস্থান দিয়েছেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের, যিনি আমাকে খাদ্য খেতে দিয়েছেন এবং পান করতে দিয়েছেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের, যিনি আমার ওপর অনেক অনুগ্রহ করেছেন। আমি আপনার কাছ মিনতি করছি যেন, আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন।

মুয়াত্তা মালেক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কোনো বিরাণ ঘরে ঢুকলেও এভাবে বলা মুস্তাহাব–

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ.

উচ্চারণ: আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন।

অর্থ: আমাদের ওপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।[৮৬]

---

৮৫. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ১৫৮, ইবনুস সুন্নি।

৮৬. মুয়াত্তা মালেক: ২/৯৬২। দুআর অনুবাদ: উবায়দুল্লাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

রাতে ঘুম থেকে জেগে ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ

রাতের বেলায় ঘুম থেকে জেগে ঘর থেকে বের হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ থেকে নিয়ে সুরা আলে ইমরানের শেষ পর্যন্ত (১৯০-২০০ আয়াত) তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব।[৮৭]

---

৮৭. সুরা আলে ইমরান: ১৯০-২০০ আয়াতগুলো হল–

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿١٩٤﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۚ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾ وَ اِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٢٠٠﴾

তরজমা: নিশ্চয় আসমান এবং জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত-দিনের পরিবর্তনে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য (তওহিদের) নিদর্শন রয়েছে। (বুদ্ধিজীবী তারা) যারা আল্লাহকে (সর্বাবস্থায়) স্মরণ করে: দাঁড়িয়ে, বসে এবং শায়িত অবস্থায়। যারা আসমান-জমিন সৃষ্টির বিষয়ে গবেষণা করে। (যখন তারা জগৎসমূহের উদ্দেশ্য বুঝে ফেলে, তখন বলে:) হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আপনি এই জগৎসমূহ অনর্থক সৃষ্টি করেননি– বরং পরকালের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। আপনার সত্তা পবিত্র! অতএব, আমাদিগকে আপনি দোজখের শাস্তি থেকে বাঁচান (এবং জান্নাতে প্রবেশ করান)। হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি যাকে দোজখে নিক্ষেপ করলেন, নিশ্চয় তাকে অপদস্ত করলেন (এবং যাকে জান্নাতে দাখিল করালেন, নিশ্চয় তাকে সম্মানিত করলেন)। আর জালেমদের (মুশরিকদের) জন্য কোন সাহায্যকারী নেই (মুমিনদের সাহায্যকারী হলেন ফেরেশতাগণ এবং সুপারিশকারীগণ। আর সবচেয়ে বড় সুপারিশ হবে, আল্লাহ তাআলার) (দ্বিতীয় দুআ:) হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহবানকারীকে (রসুল অথবা কুরআন) ঈমানের প্রতি আহবান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আনয়ন কর: তাই আমরা ঈমান এনেছি! হে আমাদের পালনকর্তা! অতএব, আমাদের পাপসমূহ মাফ করুন এবং আমাদের দোষ-ত্রুটি মিটিয়ে দিন। আর নেক লোকদের সাথে আমাদের মৃত্যু দিন! (তৃতীয় দুআ:) হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি যা ওয়াদা করেছেন নিজের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৫২) সহিহ বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এমনটি করতেন। তবে বুখারি শরিফে আকাশের দিকে তাকানোর বিষয়টি আছে, কিন্তু মুসলিম শরিফে নেই।[৮৮]

(৫৩) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের জন্য জাগতেন তখন এ দুআটি পড়তেন:

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ

রসুলগণের মাধ্যমে: তা আমাদেরকে দাও! আর কেয়ামতের দিন আমাদিগকে অপমানিত করবেন না! নিশ্চয় আপনি ওয়াদা খেলাপি করেন না! অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের কল্যাণার্থে তাদের দুআ (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রম বিনষ্ট করি না, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী। তোমাদের একজন: অপরজন থেকে!

তারপর যারা হিজরত করেছে, যাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে হয়েছে, যাদের প্রতি আমার পথে (দীনের কারণে) উৎপীড়ন করা হয়েছে এবং যারা লড়াই করেছে এবং নিহতও হয়েছে: অবশ্যই আমি তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করব। আর তাদেরকে অবশ্যই প্রবিষ্ট করব এমন জান্নাতে, যাতে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। এটা বিনিময়স্বরূপ আল্লাহর তরফে। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে (আরো) উত্তম বিনিময়!

নগরীতে কাফেরদের চাল-চলন যেন আপনাকে ধোঁকা না দেয়। এটা হল সামান্য দিনের ভোগসামগ্রী। এরপর তাদের ঠিকানা হবে দোজখ। আর তা হল অতি নিকৃষ্ট বিছানা! হ্যাঁ, যারা ভয় করে নিজেদের পালনকর্তাকে (অর্থাৎ নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বেঁচে থাকে এবং আদেশ মান্য করে)। তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত, যাতে প্রবাহিত হয় তটিনীসমূহ, তারা তাতে সর্বক্ষণ থাকবে। এটা আল্লাহর তরফে আতিথেয়তা। আর যা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা সৎকর্মশীলদের জন্য উত্তম!

আর আহলে কিতাবের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছেন, যারা নিশ্চতরূপে আল্লাহর ওপর ঈমান আনেন এবং ঐ কিতাবের প্রতি, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর সে কিতাবের প্রতি, যা তাদের ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল। যারা আল্লাহর সামনে বিনয়াবন থাকেন এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে (ভবিষ্যদ্বাণী এবং আহকাম) স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে সওদা করেন না: তাদেরই জন্য রয়েছে তাদের পারিশ্রমিক পালনকর্তার নিকট। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা যথা শীঘ্র হিসাব চুকিয়ে দিবেন!

হে ঈমানদানগণ! (কোন বিপদের সম্মুখীন হলে) ধৈর্যধারণ কর (অর্থাৎ সাহসীকতা প্রদর্শন কর) এবং (দুশমনের) মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা সফল হতে পার! –আয়াতগুলোর তাফসিরসহ অনুবাদ: অধমের অনূদিত তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআন থেকে। চমৎকার এই তাফসিরটি মোট ৯ খণ্ডে মাদানী কুতুবখানা থেকে প্রকাশিত।

৮৮. সহিহ বুখারি: ৪৫৬৯; সহিহ মুসলিম: ৭৬৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আনতা কইয়িমুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া মান ফি হিন্না, ওয়া লাকাল হামদু লাকাল মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া মান ফি হিন্না, ওয়া লাকাল হামদু আনতা নুরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া মান ফি হিন্না, ওয়া লাকাল হামদু আনতা মালিকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি, ওয়া লাকাল হামদু আনতাল হাক্কু ওয়া ওয়া'দুকাল হাক্কু, ওয়া লিকাউকা হাক্কুন, ওয়া কাওলুকা হাক্কুন, ওয়াল জান্নাতু হাক্কুন, ওয়ান নারু হাক্কুন, ওয়ান নাবিয়ুনা হাক্কুন, ওয়া মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাক্কুন, ওয়াস সা'আতু হাক্কুন, আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু, ওয়াবিকা আমানতু, ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু, ওয়া ইলাইকা আনাবতু, ওয়াবিকা খাসামতু, ওয়া ইলাইকা হাকামতু, ফাগফির লি মা কাদ্দামতু ওয়া মা আখখারতু, ওয়া মা আসরারতু ওয়া মা আ'লানতু, আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুয়াখখিরু, লা ইলাহা ইল্লা আনতা।

অর্থ: হে আল্লাহ আমার রব, সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য, আপনিই আসমান-যমিন এবং মধ্যবর্তী সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক। সকল প্রশংসা আপনারই। আসমান-যমিন এবং মধ্যবর্তী সবকিছুর রাজত্ব আপনারই। আপনিই আসমান-যমিন এবং মধ্যবর্তী সবকিছু উজ্জ্বলকারী। সকল প্রশংসা আপনারই। আপনিই সত্য, আপনার অঙ্গীকার সত্য, আপনার সাক্ষাৎ সত্য। আপনার কথা সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য। নবিগণ সত্য, মুহাম্মাদ সত্য এবং কেয়ামত সত্য। হে আল্লাহ, আমি আপনার সমীপে আত্মসমর্পণ করলাম, আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করলাম, আপনার ওপরই ভরসা করলাম, আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং আপনাকেই বিচারক সাব্যস্ত করলাম। হে আল্লাহ, আমার পূর্বের-পরের, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য এবং আপনার জ্ঞাত পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন। আপনিই শুরু আপনিই শেষ এবং আপনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কোন কোন বর্ণনাকারী এর সাথে... (লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) বৃদ্ধি করেছেন।[৮৯]

টয়লেটে প্রবেশের দুআ

(৫৪) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাথরুমে প্রবেশের ইচ্ছা করতেন তখন এ দুআটি পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবাইস।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট অনিষ্টকর নারী ও পুরুষ শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করি।[৯০]

(৫৫) সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য কিতাবে আছে–

بِسْمِ اللهِ، ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবাইস। [৯১]

অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করলাম। হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট অনিষ্টকর নারী ও পুরুষ শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করি।

(৫৬) হজরত আলি রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِيْ آدَمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلاَءَ، أَنْ يَقُوْلَ: بِسْمِ اللهِ، .

অর্থ: মানুষের সতর ও জিনদের চোখের মধ্যকার পর্দা হল টয়লেটে প্রবেশের সময় *'বিসমিল্লাহ'* বলা।[৯২]

---

৮৯. সহিহ বুখারি: ১১২০; সহিহ মুসলিম: ৭৬৯।

৯০. সহিহ বুখারি: ১৪২; সহিহ মুসলিম: ৩৭৫।

৯১. সুনানে তিরমিজি: ০৫, সুনানে আবু দাউদ: ০৪, কিতাবুদ দুআ: ২৮৬৪; তবারানি, আলমুসান্নাফ ১/১১, ইবনে আবি শাইবাহ।

৯২. সুনানে তিরমিজি: ৬০৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন, এর সনদ বেশি শক্তিশালী নয়। তবে আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফযিলত প্রসঙ্গ হলে দুর্বল হাদিসের ওপর আমল করা যাবে। আর খালি মাঠে বা দেয়াল ঘেরা ঘরে হোক এই দুআটি পড়া যাবে। তবে মুস্তাহাব হল প্রথমে বিসমিল্লাহ পড়া এরপর উল্লিখিত দুআটি পড়া।

(৫৭) হজরত ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الْخَبِيْثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

অর্থ: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাথরুমে যেতেন তখন এই দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الْخَبِيْثِ الْمُخْبِثِ: الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনার রিজসিন নাজিসিল খাবিসিল মুখবিসিশ শাইতানির রাজিম।[৯৩]

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট পঙ্কিল, অপবিত্র, দুষ্ট এবং অন্যকে দুষ্টকারী অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করি।

বাথরুমে জিকির বা কথা বলা নিষেধ

টয়লেট করা অবস্থায় জিকির করা ও কথা বলা মাকরুহ। চাই দেয়াল ঘেরা বাথরুম হোক বা খোলা হোক। সকল দুআ ও জিকির এবং সবধরনের কথা নিষিদ্ধ। তবে একান্ত প্রয়োজনীয় কথার বিষয়টি ভিন্ন। এমনকি, হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলা, হাঁচির জবাব, সালামের উত্তর, মুআজ্জিনের আযানের জবাব দেয়া যাবে না। সালামকারী উত্তর কামনা করতে পারবে না। এগুলো সব মাকরূহে তানযিহি। হারাম নয়। কেউ যদি হাঁচি দেয় এবং মনে মনে জিহ্বা না নাড়িয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলে, তাহলে কোন সমস্যা নেই। অনুরূপভাবে সহবাস অবস্থায় জিকির-আজকারের হুকুম এটিই।

(৫৮) আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُوْلُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

৯৩. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২৫, ইবনুস সুন্নি, কিতাবুদ দুআ: ৩৬৭, তবারানি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: এক ব্যক্তি প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি পেশাব করছিলেন, লোকটি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলেন; তবে তিনি সালামের উত্তর দেননি।[৯৪]

(৫৯) মুহাজির বিন কুনফুয রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّىٰ تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّيْ كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَىٰ طُهْرٍ أَوْ قَالَ: عَلَىٰ طَهَارَةٍ.

অর্থ: তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন, তখন তিনি পেশাব করছিলেন। তিনি সালাম দিলেন; কিন্তু নবিজি কোন উত্তর দিলেন না। এমনকি, অজু করলেন। অতঃপর ওজর পেশ করে তিনি বললেন, আমি পবিত্র অবস্থা ছাড়া আল্লাহর জিকির করতে অপছন্দ করছিলাম।[৯৫]

পায়খানা-পেশাবকারী ব্যক্তিকে সালাম দেয়া নিষেধ

পূর্বোল্লেখিত হাদিসসমূহের বিবেচনায় পায়খানা-পেশাবকারী ব্যক্তিকে সালাম দেয়া মাকরুহ। যদি কেউ সালাম দেয়, তাহলে তার জবাব দেয়া হবে না।

বাথরুম থেকে বের হওয়ার দুআ

বাথরুম থেকে বের হয়ে বলবে:

غُفْرَانَكَ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّيَ الْأَذَىٰ، وَعَافَانِيْ.

উচ্চারণ: গুফরনাক, আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আযহাবা আন্নিল আযা ওয়া আফানি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করেছেন এবং আমাকে নিরাপদ করেছেন।[৯৬]

সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে তিরমিজিতে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে–

---

৯৪. সহিহ মুসলিম: ৩৭০।

৯৫. সুনানে আবু দাউদ: ১৭, সুনানে নাসাঈ: ১/৩৭, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৫০।

৯৬. সুনানে আবু দাউদ: ৩০, সুনানে তিরমিজি: ০৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: غُفْرَانَكَ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন টয়লেট থেকে বের হতেন তখন এ দুআটি পড়তেন– غُفْرَانَكَ (গুফরানাক): আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।[৯৭]

(৬০) হজরত ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذَاقَنِيْ لَذَّتَهُ، وَأَبْقٰى فِيَّ قُوَّتَهُ، وَأَذْهَبَ عَنِّي أَذَاهُ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন টয়লেট থেকে বের হতেন তখন বলতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذَاقَنِيْ لَذَّتَهُ، وَأَبْقٰى فِيَّ قُوَّتَهُ، وَأَذْهَبَ عَنِّيْ أَذَاهُ.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লা হিল্লাযি আযাকানি লাযযাতাহু, ওয়া আবকা ফিয়্যা কুওয়াতাহু, ওয়া আযহাবা আন্নিল আযাহু।[৯৮]

অর্থ: সমুদয় প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এই খাদ্যের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন, এর শক্তি আমার ভিতরে রেখে দিয়েছেন এবং আমার থেকে এর কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দিয়েছেন।

অজুর পানি ঢালার সময় কোন দুআ পড়বে

অজুর পানি ঢালার সময় বিসমিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব।

অজুর শুরুতে পড়ার দুআ

অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলা মুস্তাহাব। আর যদি بِسْمِ اللهِ বলে তাও চলবে। শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তে ভুলে গেলে মাঝখানে পড়ে নিবে। আর যদি অজুর শেষে মনে হয়, তাহলে আর বলবে না। অজু শুদ্ধ

৯৭. সুনানে আবু দাউদ: ৩০, সুনানে তিরমিজি: ০৭, সুনানে নাসাঈ: ৯৮২৫, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩০১।

৯৮. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২৫, ইবনুস সুন্নি, কিতাবুদ দুআ: ৩৭০, তবারানি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হয়ে যাবে। চাই তা ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলক্রমে হোক। এটা আমাদের ও সংখ্যাগরিষ্ট উলামায়ে কেরামের মাজহাব।

বিসমিল্লাহর ব্যাপারে অনেক দুর্বল হাদিসও আছে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, অজুর মধ্যে বিসমিল্লাহ সংক্রান্ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত কোন হাদিস সম্পর্কে আমার জানা নেই। কিছু হাদিস এখানে উল্লেখ করা হল–

(৬১) আবু হুরায়রা রাদি. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন–

لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ বলেনি, তার অজু হয়নি (অর্থাৎ তার অজু পূর্ণাঙ্গ হয়নি)।[৯৯]

অজুর শুরুতে যে দুআ পড়বে

শাইখ আবুল ফাতাহ নাসর মাকদিসি যাহেদ রহ. বলেন, অজুকারীর জন্য বিসমিল্লাহ বলার পর নিম্নোক্ত কালিমা পড়া মুস্তাহাব–

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

উচ্চারণ: আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহম্মাদান আবদুহ ওয়া রাসুলুহু।

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কোন সত্য মাবুদ নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিশেষ বান্দা ও শেষ রাসুল।[১০০]

এটি কেউ পড়লে সমস্যা নেই। তবে এটি সুন্নাত হওয়ার বিষয়ে কোন প্রমাণ নেই। কোন উলামায়ে কেরাম এটি পড়া সুন্নাত বলেননি। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।

---

৯৯. সুনানে আবু দাউদ: ১০১, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৯৯।
১০০. উবায়দুল্লাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অজুর শেষে যে দুআ পড়বে

অজুর শেষে এ দুআ পড়বে–

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰه وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، واجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ، سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ: আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহম্মাদান আবদুহ ওয়া রাসুলুহু। আল্লাহুম্মাজ আলনি মিনাত-তাওয়াবিনা ওয়াজ আলনি মিনাল মুতাতহহিরিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা।

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কোন সত্য মাবুদ নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিশেষ বান্দা ও শেষ রাসুল। হে আল্লাহ, আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাকে পরিচ্ছন্নতাপ্রিয় করে দিন। আমরা আপনার পবিত্রতার গুণগান করি। আপনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই বলে সাক্ষ্য দিচ্ছি। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।[১০১]

(৬২) উমর বিন খাত্তাব রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ؛ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

অর্থ: যে ব্যক্তি অজুর পর এ দুআটি পড়বে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। যেই দরজা দিয়ে ইচ্ছা, সে প্রবেশ করতে পারবে। দুআটি হল–

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰه وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

---

১০১. উবায়দুল্লাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহম্মাদান আবদুহ ওয়া রাসুলুহু।

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কোন সত্য মাবুদ নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিশেষ বান্দা ও শেষ রাসুল।[১০২]

তবে তিরমিজি শরিফে অতিরিক্ত আছে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، واجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ আলনি মিনাত-তাওয়াবিনা ওয়াজ আলনি মিনাল মুতাতহহিরিন।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাকে পরিচ্ছন্নতাপ্রিয় করে দিন।

অন্য বর্ণনায় আছে–

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وبِحَمْدِكَ.

উচ্চারণ: সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার পবিত্রতার গুণগান করি, আপনার প্রশংসার সাথে।[১০৩]

(৬২) উমর বিন খাত্তাব রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ تَوَضَّأَ.. ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ؛ قَبْلَ أَنْ يَّتَكَلَّمَ؛ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْوُضُوْءَيْنِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি অজুর পর কোন কথা বলার আগে পড়বে–

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

---

১০২. সহিহ মুসলিম: ২৩৪।

১০৩. ইবনুস সুন্নি: ৩০, সহিহ মুসলিম: ২৩৪, সুনানে আবু দাউদ: ১৬৯, সুনানে তিরমিজি: ৫৫, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৭০, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৮৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহ ওয়া রাসুলুহু।

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কোন সত্য মাবুদ নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিশেষ বান্দা ও শেষ রাসুল।

তাহলে তার এই অজু এবং আগের অজুর মধ্যকার (সাগিরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[১০৪]

(৬৪) মুসনাদে আহমাদ, সুনানে ইবনে মাজাহ ও ইবনুস সুন্নির কিতাবে হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ؛ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ.

অর্থ: যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করার পর তিনবার পড়বে–

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

উচ্চারণ: আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহ ওয়া রাসুলুহু।

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কোন সত্য মাবুদ নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিশেষ বান্দা ও শেষ রাসুল।[১০৫]

তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। যেই দরজা দিয়ে ইচ্ছা, সে প্রবেশ করতে পারবে।[১০৬]

---

১০৪. সনানে দারাকুতনি: ১/৯৩।

১০৫. উবায়দুল্লাহ

১০৬. মুসনাদে আহমাদ: ৩/২৬৫; সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪৬৯; আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৩৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৬৫) ইবনুস সুন্নির কিতাবে দুর্বল সনদে হজরত উসমান রাদি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, যাতে কালিমায়ে শাহাদাত তিনবারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

শাইখ আবুল ফাতাহ নাসর মাকদিসি রহ. বলেন, উক্ত দুআসমূহের সাথে যুক্ত করবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ।

অর্থ: হে আল্লাহ, মুহাম্মাদ ও তার পরিবারের প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।[১০৭] –শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম বলেন, এই দুআসমূহ অজু থেকে ফারেগ হওয়ার পর কিবলামুখী হয়ে পড়বে।

অঙ্গসমূহ ধোয়ার সময়ের দুআ

অজুর অঙ্গসমূহ ধোয়ার সময়ের কোন দুআ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আসেনি। তবে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, সালাফে সালেহিন থেকে কিছু দুআ এসেছে, যেগুলো পড়া মুস্তাহাব। উক্ত দুআসমূহে কমবেশি আছে।[১০৮] তবে তাদের দুআসমূহের সারাংশ হল–

(১) বিসমিল্লাহ বলার পরে পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوْرًا.

উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি জাআলাল মাআ তাহুরা।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর, যিনি পানিকে পবিত্র করেছেন।

(২) কুলি করার সময় পড়বে –

اَللّٰهُمَّ اسْقِنِيْ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ كَأْسًا لَا أَظْمَأُ بَعْدَ هَا أَبَدًا.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাসকিনি মিন হাউযি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদ, কাসান লা আযমাউ বা'দাহা আবাদান।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে আপনার নবির হাউজ থেকে পেয়ালা পান করাবেন, যাতে এর পরে কখনো তৃষ্ণার্থ না হই।

---

১০৭. উ.

১০৮. আমাদের ফিকহে দুআগুলো একটু ভিন্নভাবে রয়েছে। দেখুন, নুরুল ইজা কিতাবে। উবায়দুল্লাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৩) নাকে পানি দেয়ার সময় পড়বে–

اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنِيْ رَائِحَةَ نَعِيْمِكَ وَجَنَّاتِكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনি রা-ইহাতা নাঈমিকা ওয়া জান্নাতিকা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে আপনার নেয়ামতরাজি ও জান্নাতের সুগন্ধি থেকে বঞ্চিত করবেন না।

(৪) মুখ ধোয়ার সময় পড়বে –

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِيْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বাইয়িদ ওয়াজহি ইয়াউমা তাবয়াদ্দু উজুহুন, ওয়া তাসওয়াদ্দু উজুহুন।

অর্থ: হে আল্লাহ, সেদিন আমার মুখ উজ্জ্বল করুন, যেদিন কোন কোন মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো।

(৫) দুই হাত ধোয়ার সময় পড়বে–

اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِيَمِيْنِيْ، اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِشِمَالِيْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আ'তি কিতাবি বিয়ামিনি লা তু'তি কিতাবি বিশিমালি।

অর্থ: হে আল্লাহ, কেয়ামতের দিন আমার আমলনামা ডান হাতে দান করুন। হে আল্লাহ, বাম হাতে আমলনামা দিয়েন না।

(৬) মাথা মাসাহের সময় পড়বে–

اَللّٰهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِيْ وَبَشَرِيْ عَلَى النَّارِ، وَأَظِلَّنِيْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা হাররিম শা'রি ওয়া বাশারি আলান নারি, ওয়া আযিললিনি তাহতা যিল্লা আরশিকা ইয়াউমা লা যিল্লা ইল্লা যিল্লুকা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার চুল-চামড়া জাহান্নামের ওপর হারাম করে দিন। আর আমাকে আপনার আরশের নিচে ছায়া দিন, যেদিন আপনার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।

(৭) কান মাসাহ করার সময় পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ আলনি মিনাল্লাযিনা ইয়াসতামিউনাল কাওলা ফাইয়াত্তাবিউনা আহসানাহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অতঃপর উত্তমটার অনুসরণ করে।

(৮) দুই পা ধোয়ার সময় পড়বে–

اللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِيْ عَلَى الصِّرَاطِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাব্বিত কাদামি আলাস সিরাত।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে সিরাতে মুসতাকিমের ওপর অবিচল রাখুন।

(৬৬) ইমাম নাসাঈ ও ইবনুস সুন্নি তাদের কিতাবে আবু মুসা আশআরি রাদি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন–

أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوْءٍ، فَتَوَضَّأَ، فَسَمِعْتُهُ يَدْعُوْ وَيَقُوْلُ: "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ، وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ"، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، سَمِعْتُكَ تَدْعُوْ بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: "وَهَلْ تَرَكْنَ مِنْ شَيْءٍ؟

অর্থ: আমি অজুর পানি নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম। অতঃপর তিনি অজু করলেন, তখন আমি তাঁকে এই দুআ পড়তে শুনলাম–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ، وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফির লি যামবি, ওয়া ওয়াসসি' লি ফি দারি ওয়া বারিক লি ফি রিযকি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার পাপ মার্জন করে দাও, আমার ঘরে প্রশস্ততা দাও এবং আমার রিযিকে বরকত দাও।

আমি বললাম, হে আল্লাহর নবি, আমি আপনাকে এমনটি বলতে শুনলাম? তিনি উত্তর দিলেন, আর কি কিছু রয়ে গেল?[১০৯]

১০৯. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৮০, নাসাঈ, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২৮, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

গোসল করার সময়ের দুআ

গোসলকারী ব্যক্তির জন্য অজুকারীর ন্যায় বিসমিল্লাহ ইত্যাদি পাঠ করা মুস্তাহাব। এক্ষেত্রে ফরজ গোসলকারী ও ঋতুবতী এবং অন্যদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

কারো কারো মতে, ফরজ গোসলকারী ও ঋতুবতী হলে বিসমিল্লাহ পড়বে না। তবে প্রসিদ্ধ মত হল, অন্যদের মতো এদেরও বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। তবে এর দ্বারা তারা কুরআন তিলাওয়াত উদ্দেশ্য নিতে পারবে না।

তায়াম্মুমের সময় যে দুআ পড়বে

তায়াম্মুমের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। ফরজ গোসলকারী ও ঋতুবতী মহিলাদের জন্যও। যেমনটি গোসলের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে।

তবে কালিমায়ে শাহাদত ও অজুর অন্যান্য দুআ এবং চেহারা ও হাত মাসাহের সময়ে দুআর বিষয়ে কোন উলামায়ে কেরামের বক্তব্য পাইনি। তবে স্বাভাবিক বিষয় হল– এগুলো অজুর মতো তায়াম্মুমেও পড়া । কারণ, তায়াম্মুমও অজুর মতো পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম।

মসজিদে গমনের সময় যে দুআ পড়বে

পূর্বে ঘর থেকে যে কোন স্থানের উদ্দেশ্যে বের হওয়া সময় যে দুআ পড়বে তা উল্লেখ করা হয়েছে। যদি মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয় তাহলে উক্ত দুআর সাথে নীচের অংশটি যুক্ত করা মুস্তাহাব–

(৬৭) মুসলিম শরিফে হজরত ইবনে আব্বাস রাদি.-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খালা মায়মুনা রাদি.-এর ঘরে রাত্রিযাপন করলেন। তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদ নামাজের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, যখন মুআজ্জিন ফজরের আজান দিতেন, তখন তিনি নামাজের জন্য বের হতেন এবং এ দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا، وَمِنْ أَمَامِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا، وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا، اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْرًا.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজআল ফি কালবি নুরান, ওয়া ফি লিসানি নুরান, ওয়াজআল ফি সামঈ নুরান, ওয়াজআল ফি বাসারি নুরান, ওয়াজআল ফি খালফি নুরান, ওয়া মিন আমামি নুরান, ওয়াজআল ফি ফাওকি নুরান, ওয়ামিন তাহতি নুরান, আল্লাহুম্মা আ'তিনি নুরান।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার অন্তরে, যবানে, কানে এবং চোখে নুর দাও। আমার পেছনে, সামনে, উপরে এবং নিচে নুর দাও। হে আল্লাহ, আমাকে নুর দান করো।[১১০]

(৬৮) ইবনুস সুন্নির কিতাবে হজরত বিলাল রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজের জন্য বের হতেন তখন এ দুআ পড়তেন–

بِاسْمِ اللهِ، ، آمَنْتُ بِاللهِ، ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، ، اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ، وَبِحَقِّ مَخْرَجِيْ هَذَا، فَإِنِّيْ لَمْ أَخْرُجْهُ أَشَرًّا وَلَا بَطَرًا وَلاَ رِيَاءً وَلاَ سُمْعَةً، خَرَجْتُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، وَاتِّقَاءَ سَخَطِكَ؛ أَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيْذَنِيْ مِنَ النَّارِ وَأَنْ تُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আমানতু বিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি আল্লাহুম্মা বিহাক্কিস-সাইলিনা আলাইকা ওয়া বিহাক্কি মাখরাজি হাযা ফাইন্নি লাম আখরুজহু আশারান, ওয়া লা বাতরান ওয়া লা রিয়াআন, ওয়া লা সুম'আতান, খরাজতু ইবতিগাআ মারযাতিকা ওয়া ইত্তিকাইকা সাখাতিকা, আসআলুকা আন তুঈযানি মিনান-নারি ওয়া তুদখুলানিল জান্নাতা।

অর্থ: আল্লাহর নামে রওনা করলাম, ঈমান আনলাম আল্লাহর ওপর এবং তার ওপরই ভরসা করলাম। আল্লাহ ছাড়া নেক কাজ করা বা খারাপ কাজ থেকে বাঁচার কোন শক্তি নেই। হে আল্লাহ, আপনার কাছে সুওয়ালকারী ব্যক্তিদের এবং আমার এই বহির্গমনের ওসিলায় কামনা করছি। আমি উৎফুল্লতা, অহমিকা, লৌকিকতা ও সুখ্যাতির জন্য বের হইনি, বের হয়েছি কেবল আপনার সন্তুষ্টি অর্জন এবং অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে।

---

১১০. সহিহ মুসলিম: ৭৬৩, সহিহ বুখারি: ৬৩১৬, সুনানে আবু দাউদ: ১৩৫৩, সুনানে তিরমিজি: ৩৪১৯, সুনানে নাসাঈ ২/২১৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমি আপনার কাছে মিনতি করছি যেন, আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করান।[১১১]

হাদিসটি দুর্বল। এতে ওয়াজি বিন নাফে উকাইলি নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছে, সে দুর্বল ও মুনকারুল হাদিস হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম একমত।

মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দুআ

মসজিদে প্রবেশের সময় এ দুআগুলো পড়া মুস্তাহাব–

أَعُوْذُ بِاللهِ، الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

উচ্চারণ: আউযু বিল্লাহিল আযিম ওয়া বিওয়াজহিহিল কারিম, ওয়া সুলতানিহিল কাদিম, মিনাশ-শাইতানির রাজিম। আলহামদুলিল্লাহি আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ। আল্লাহুম্মাগফির লি যুনুবি ওয়াফতাহ লি আবওয়াবা রহমাতিক।

অর্থ: আমি মহান আল্লাহর কাছে, তাঁর মহৎ সত্ত্বার কাছে এবং তাঁর স্থায়ী ক্ষমতার কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। হে আল্লাহ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন এবং তার পরিবারবর্গের ওপর। হে আল্লাহ, আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও।

এরপর বিসমিল্লাহ বলে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করবে। বের হওয়ার সময় বাম পা আগে দিবে। বের হওয়ার সময়ও পূর্বোল্লিখিত দুআ পড়বে। তবে أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ (আবওয়াবা রাহমাতিক) এর পরিবর্তে أَبْوَابَ فَضْلِكَ (আবওয়াবা ফাজলিক: করুণার দরজাসমূহ) বলবে।[১১২]

---

১১১. ইবনুস সুন্নি: ৮৪।

১১২. অর্থাৎ এভাবে বলবে:

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৬৯) আবু হুমাইদ বা আবু উসাইদ রাদি.-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لْيَقُلِ: اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

অর্থ: তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পড়ে। এরপর যেন বলে:

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাফতাহলি আবওয়াবা রহমাতিক।

অর্থ: আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও। আর যখন মসজিদ থেকে বের হবে তখন বলবে:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাযলিক।[১১৩]

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার জন্য আপনার করুণার দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দাও। –ইবনুস সুন্নির রেওয়ায়েতে এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন, যখন বের হবে তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পড়বে। এরপর বলবে–

اَللّٰهُمَّ أَعِذْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আয়িযনি মিনাশ-শাইতানির রাজিম।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে হেফাজত করুন।

أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ، اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ.

১১৩. সহিহ মুসলিম: ৭১৩, সুনানে আবু দাউদ: ৪৬৫, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৭৭২, সুনানে নাসাঈ ২/৫৩, আমালুল ইয়াউম: ৯০, নাসাঈ, মুসতাদরাকে হাকেম ১/২০৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইমাম ইবনে মাজাহ, ইবন খুযাইমা ও আবু হাতিম ইবনে হিব্বান এই বৃদ্ধির সাথে বর্ণনা করেছেন।[১১৪]

(৭০) হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদি. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন এই দুআ পড়তেন–

أَعُوذُ بِاللهِ، الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

উচ্চারণ: আউযু বিল্লাহিল আযিম, ওয়া বিওয়াজহিহিল কারিম, ওয়া সুলতানিহিল কাদিম, মিনাশ শাইতানির রাজিম।

অর্থ: আমি মহান আল্লাহর কাছে, তাঁর মহৎ সত্ত্বার কাছে এবং তাঁর স্থায়ী ক্ষমতার কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করি।

যখন এই দুআ পড়ে তখন শয়তান বলে সে সারাদিনের জন্য আমার থেকে নিরাপদ হয়ে গেল।[১১৫]

(৭১) ইবনুস সুন্নির কিতাবে হজরত আনাস রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশের সময় বলতেন–

بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ।

অর্থ: আল্লাহর নামে প্রবেশ করলাম। হে আল্লাহ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

আর বের হতে বলতেন–

بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ।

অর্থ: আল্লাহর নামে বের হলাম। হে আল্লাহ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।[১১৬]

---

১১৪. আমালুল ইয়াউম: ৮৬, ইবনেস সুন্নি, সহিহ ইবনে খুযাইমা: ৪৫২; সহিহ ইবনে হিব্বান: ২০৪৭।

১১৫. সুনানে আবু দাউদ: ৪৬৬।

১১৬. ইবনেস সুন্নি: ৮৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইবনুস সুন্নির কিতাবেও ইবন উমর রাদি.-এর সূত্রে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় দরুদ পাঠের বিষয়টি বর্ণনা করেছি।

(৭২) আবদুল্লাহ বিন হাসান তিনি তার মা থেকে তিনি তার দাদী (ফাতেমা রাদি.) থেকে বর্ণনা করেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ حَمِدَ اللهِ وَسُمِّيَ وَقَالَ : "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ" . وَإِذَا خَرَجَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَقَالَ : "اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ."

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন আল্লাহর প্রশংসা করতেন এবং বিসমিল্লাহ বলে এই দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফির লি ওয়াফতাহ লি আবওয়াবা রহমাতিক।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে মাফ করে দাও এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও। আর যখন বের হতেন তখনও এমনই করতেন এবং পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাফতাহ লি আবওয়াবা ফাযলিক।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার জন্য আপনার করুণার দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দাও।[১১৭]

(৭৩) আবু উমামা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ تَدَاعَتْ جُنُوْدُ إِبلِيْسَ، وَأَجْلَبَتْ، وَاجْتَمَعَتْ كَمَا تَجْتَمِعُ النَّحْلُ عَلٰى يَعْسُوْبِهَا، فَإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَلٰى بَابِ

১১৭. সুনানে তিরমিজি: ৩১৪, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৭৭১, ইবনু সুন্নি: ৮৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلِ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ إِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَهَا لَمْ يَضُرَّهُ.

অর্থ: তোমাদের কেউ যখন মসজিদ থেকে বের হতে চায়, ইবলিসের সৈন্যরা পরস্পরে ডেকে জমায়েত হয়, যেমনিভাবে মৌমাছি তাদের আমীরের কাছে জমায়েত হয়। আর যখন তোমাদের কেউ মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে এই দুআ পড়ে, তখন ইবলিস তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। দুআটি হলো–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ إِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন ইবলিসা ওয়া জুনুদিহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার নিকট শয়তান এবং তার বাহিনীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করি।[১১৮]

মসজিদে যেসব দুআ পড়বে

মসজিদে বেশি বেশি জিকির করা– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার পড়া এবং বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। হাদিস ও ইলমে ফিকহসহ শরিয়তের সকল ইলম বিষয়ক আলোচনা করাও মুস্তাহাব। আল্লাহ তাআলা বলেন–

فِيْ بُيُوْتٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ.

অর্থ: মহান আল্লাহ তাআলা যেসব ঘরকে মর্যাদা দিতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আদেশ করেছেন। তাতে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবিহ পাঠ করে সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে এবং নামাজ কায়েম ও জাকাত আদায় থেকে গাফেল করে না।[১১৯]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ.

---

১১৮. ইবনুস সুন্নি: ১৫৫। উ.

১১৯. সুরা নুর: ৩৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আল্লাহ যে সব জিনিসকে মর্যাদা দিয়েছেন, যে ব্যক্তি তা রক্ষা করবে, সুতরাং এটা তার প্রতিপালকের কাছে তার জন্য কল্যাণকর হবে।[১২০]

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ، فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ.

অর্থ: আল্লাহ যে সব জিনিসকে নিদর্শন বানিয়েছেন, যে ব্যক্তি তা সংরক্ষণ করবে, সুতরাং এটা তার জন্য অন্তরের তাকওয়ার পরিচায়ক।[১২১]

(৭৪) হজরত বুরাইদা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ.

অর্থ: নিশ্চয় মসজিদগুলোকে যে জন্য বানানো হয়ে এখানে তাই করতে হবে।[১২২]

(৭৫) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ গ্রাম্যলোককে বলেছিলেন যে মসজিদের মধ্যে পেশাব করেছিলো–

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.

অর্থ: নিশ্চয় এই মসজিদগুলো পেশাব-পায়খানা ও ময়লা-আবর্জনার স্থান নয়। এগুলো আল্লাহর জিকির, নামাজ ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য নির্মিত।[১২৩]

মসজিদে অবস্থানকারীর করণীয়

মসজিদে ইতেকাফের নিয়তে অবস্থান করবে। যদিও তা অল্প সময় হোক না কেন। এমনকি মসজিদে কেবল গমন করেই চলে আসে, অবস্থান নাও করে তার জন্যও ইতিকাফের নিয়ত করা চাই। যাতে ইতেকাফের ফজিলত লাভ হয়ে যায়। তবে উত্তম হল কিছুক্ষণ অবস্থান করার পর বের হওয়া।

---

১২০ সুরা হজ্জ, আয়াত: ৩০।

১২১ সুরা হজ্জ, আয়াত: ৩২।

১২২. সহিহ মুসলিম: ৫৬৯, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৭৬৫, আমালুল ইয়াউম: ১৭৪, ১৭৫, নাসাঈ, আমালুল ইয়াউম: ১৫০, ইবনুস সুন্নি।

১২৩. সহিহ বুখারি: ২১৯, সহিহ মুসলিম: ২৮৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মসজিদে অবস্থানকারী ভালো কাজের আদেশ করবে। মন্দ কাজ থেকে বাধা দেবে। অবশ্য এই কাজ মসজিদ ও মসজিদের বাইরে সব জায়গায় করা চাই। তবে মসজিদে বিশেষভাবে বলা হয়েছে মসজিদের সম্মান মর্যাদা এবং মসজিদ সবচেয়ে উত্তম জায়গা হিসেবে। কেউ কেউ বলেন, যদি মসজিদে প্রবেশের পর কোন কারণে যেমন হদসের বা অন্য কোন কাজে মগ্ন হওয়ার কারণে তাহিয়্যাতুল মসজিদ (মসজিদের প্রবেশের পর দুই রাকাত নামাজ) পড়তে না পারে তাহলে এ দুআটি চারবার পড়া মুস্তাহাব–

سُبْحَانَ اللهِ، ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَإِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

অর্থ: আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি, সকল প্রশংসা তারই। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আর আল্লাহ মহান।

মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা ও ক্রয় বিক্রয় নিষেধ

(৭৬) মুসলিম শরিফে আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.

অর্থ: যে ব্যক্তি মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা দিতে শুনে সে যেন বলে:

لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ

উচ্চারণ: লা রাদ্দাহাল্লাহু আলাইক।

অর্থ: আল্লাহ তোমার হারানো বস্তু তোমার কাছে যেন ফিরিয়ে না দেন। কেননা মসজিদগুলোকে এসব কাজের জন্য বানানো হয়নি।[১২৪]

(৭৭) মুসলিম শরিফে হজরত বুরাইদা রাদি. থেকে বর্ণিত–

১২৪. সহিহ মুসলিম: ৫৬৮, সুনানে আবু দাউদ: ৪৭৩, সুনানে তিরমিজি: ১৩২১, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৭৬৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ.

অর্থ: এক ব্যক্তি মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা দিল। বলল, আমার লাল উট হারানো গিয়েছে। কেউ পেয়ে থাকলে দয়া করে আমার কাছে পৌছে দেবেন। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি উট পাবে না। নিশ্চয় মসজিদগুলোকে যে জন্য বানানো হয়ে এখানে তাই করতে হবে।[১২৫]

(৭৮) তিরমিজি শরিফে আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ، أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا : لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ. وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيْهِ ضَالَّةً فَقُوْلُوْا : لَا رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ.

অর্থ: যদি মসজিদে কাউকে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখো, তাহলে তাকে বলে দিও– আল্লাহ যেন তোমার ব্যবসায় লাভ না দেন। অনুরূপভাবে কেউ যদি হারানো বস্তুর ঘোষণা দেয়, তাকে বলে দিও– আল্লাহ যেন তোমার হারানো বস্তু ফিরিয়ে না দেন। ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান পর্যায়ের।[১২৬]

মসজিদে অনৈসলামিক কবিতা, গান ইত্যাদি বলা যাবে না

(৭৯) সাওবান রাদি.-এর সূত্রে ইবনুস সুন্নি তার কিতাবে বর্ণনা করেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَأَيْتُمُوْهُ يَنْشُدُ شِعْرًا فِي الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا لَهُ: فَضَّ اللهُ فَاكَ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি তোমরা কাউকে মসজিদে অনৈসলামিক কবিতা আবৃত্তি করতে দেখো তাকে তিনবার বলে দিও:

فَضَّ اللهُ فَاكَ.

---

১২৫. সহিহ মুসলিম: ৫৬৯, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৭৬৫।

১২৬. সুনানে তিরমিজি: ১৩২১, ইবনুস সুন্নি: ১৫৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: ফাযযাল্লাহু ফাকা।

অর্থ: আল্লাহ তোমার মুখ ভেঙ্গে দিন।[১২৭]

আজানের ফজিলত

(৮০) আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا.

অর্থ: আজান দেয়া এবং প্রথম কাতারে নামাজ আদায়ের ফজিলত সম্পর্কে মানুষ যদি জানতো, তাহলে অবশ্যই তারা এটি করার মতো সুযোগ পেতে লটারি দিত।[১২৮]

(৮১) আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِيْنَ.

অর্থ: যখন আজান দেয়া হয় তখন শয়তান বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে, যে পর্যন্ত না আজান কোনা না যায়।[১২৯]

(৮২) মুআবিয়া রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اَلْمُؤَذِّنُوْنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ: কেয়ামতের দিন সব মানুষের চেয়ে মুআজ্জিন সাহেবদের গর্দান সবচেয়ে লম্বা হবে। অর্থাৎ তাদের মর্যাদা হবে অনেক বেশি।[১৩০]

(৮৩) আবু সাঈদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

---

১২৭. ইবনুস সুন্নি: ১৫৩।

১২৮. সহিহ বুখারি: ৬১৫; সহিহ মুসলিম: ৪৩৭, সুনানে নাসাঈ ২/২৩।

১২৯. সহিহ বুখারি: ৬০৮; সহিহ মুসলিম: ৩৮৯, মুয়াত্তা মালেক ১/৬৯-৭০, সুনানে আবু দাউদ: ৫১৬, সুনানে নাসাঈ ২/২১-২২।

১৩০. সহিহ মুসলিম: ৩৮৭, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৭২৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

অর্থ: মুআজ্জিনের আওয়াজ যতদূর মানুষ, জিন ও জীব-জন্তু শুনতে পাবে, তারা সকলেই কেয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।[১৩১]

এছাড়াও আযানের ফজিলত প্রসঙ্গে আরো অনেক হাদিস রয়েছে।

আজান ও ইমামতির মাঝে কোনটি বেশি ফযিলতের– এ ব্যাপারে চারটি উক্তি রয়েছে:

১. আজান দেয়া উত্তম।

২. ইমামতি করা উত্তম।

৩. উভয়টি সমান।

৪. যদি ইমামতির হক সম্পর্কে ভালো করে নিজে জানে এবং তার মধ্যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য জমা হয়, তাহলে ইমামতি করা উত্তম। অন্যথায় আজান দেয়াই উত্তম।

আযানের পদ্ধতি

আযানের শব্দমালা সুপ্রসিদ্ধ। আমাদের মাজহাব অনুযায়ী অর্থাৎ শাফেয়ি রহ. এর মতে আযানের মধ্যে تَرْجِيْعٌ (তারজি') উত্তম। তারজি' বলা হয়– উচুঁ আওয়াজে চার বার আল্লাহু আকবার বলার পর নিজে ও পাশের ব্যক্তি শুনতে পায় এভাবে নিচু আওয়াজে أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ (আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ) দুইবার এবং أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، (আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ) দুইবার বলার পর আবার পিছনে ফিরে গিয়ে আস্তে বলা উক্ত চারটি বাক্যকে উচুঁ আওয়াজে বলবে।[১৩২]

---

১৩১. সহিহ বুখারি: ৬০৯, সুনানে নাসাঈ ২/১২, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৭২৩।

১৩২. হানাফিদের মতে এটি সুন্নাত নয়। (হেদায়া: ১/৮৭) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআজ্জিন বিলাল রাদি. তারজি' করতেন না। এছাড়াও আজান সম্পর্কে প্রসিদ্ধ হাদিসসমূহে তারজি'র কথা নেই। বরং আযানের বাক্যগুলো দুইবার করে বলার কথা আছে। সুনানে তিরমিজিতে (১৯৪) আবদুল্লাহ বিন যায়েদ রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজান ও ইকামত ছিলো জোড়া জোড়া শব্দে।– অনুবাদক। বর্তমানে দুনিয়ার কোথাও কেউই তারজি করে না। আমাদের আজান এভাবে:

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আজানের মধ্যে تَثْوِيْبٌ (তাসভিব)ও সুন্নাত। তাসভিব হল– ফজরের আজানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হাইয়্যা আলাল ফালাহ) এর পর দুইবার اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম: ঘুম থেকে নামাজ ভালো) বলা।

তারজি' ও তাসভিবের ব্যাপারে অনেক প্রসিদ্ধ হাদিস রয়েছে।

তারজি' ও তাসভিব ছেড়ে দিলে আজান শুদ্ধ হবে। তবে কাজটি অনুত্তম হবে।

অবুঝ বালক, মেয়েলোক ও কাফেরের আজান শুদ্ধ হবে না। বুদ্ধিমান বালকের আজান শুদ্ধ হবে।

যদি কোন কাফের আজান দেয় এবং "আশহাদুআল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ" ও "আশহাদুআন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ" বলে তাহলে সঠিক মাজহাব অনুযায়ী এর মাধ্যমে সে মুসলমান হয়ে যাবে।

আমাদের কোনো কোনো উলামায়ে কেরামের মতে মুসলমান হবে না। অবশ্য তার আজান কারো মতেই সহিহ হবে না। কারণ, আজানের শুরুটা ইসলাম গ্রহণের আগে ছিলো।

এ প্রসঙ্গে ফিকহের কিতাবে আরো অনেক মাসআলা-মাসায়েল বর্ণিত আছে। সেগুলো আলোচনার স্থান এটি নয়।

ইকামতের পদ্ধতি

শাফেয়ি মাজহাবের প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী ইকামতের শব্দ হল ১১ টি।[১৩৩] যথা:

---

১৩৩. হানাফিদের মতে আযানে যতগুলো শব্দ ইকামতেও ততগুলো শব্দ। তবে ইকামতে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হাইয়া আলাল ফালাহ) বলার পর অতিরিক্ত দুইবার قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ (কাদকা মাতিস সালাহ) বলবে। এভাবেই আসমান থেকে আজান নিয়ে অবতরণকারী ফেরেশতা ইকামত দিয়েছিলেন। উক্ত হাদিসটি প্রসিদ্ধ। (হেদায়া: ১/৮৭) সুনানে তিরমিজিতে (১৯৪) আবদুল্লাহ বিন যায়েদ রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজান ও ইকামত ছিল জোড়া জোড়া শব্দে।– অনুবাদক। আজান এভাবে দিবে:

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ.

ইকামত এভাবে দিবে :

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার)।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ (আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)।

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، (আশহাদুআন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ)।

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ (হাইয়া আলাস সালাহ)।

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হাইয়া আলাল ফালাহ)।

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، (কাদকা মাতিস সালাহ)।

اللهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার)।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ)।

সহিহ মাজহাব অনুযায়ী আজান ও ইকামত সুন্নাত।[১৩৪] জুমুআর আজান হোক বা অন্য কোন নামাজের আজান হোক। কারো কারো মতে, সকল নামাজের আজান ফরজে কেফায়া। আবার কারো কারো মতে, আজান ও ইকামত জুমুআর জন্য ফরজে কিফায়া এবং অন্য নামাজে সুন্নাত।

যদি ফরজে কেফায়া বলি তাহলে কোন এলাকা বা মহল্লার লোকেরা আজান ও ইকামত ছেড়ে দিলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। আর যদি সুন্নাত বলি, তাহলে যুদ্ধ করতে হবে না। অবশ্য কারো মতে, সুন্নাত হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। কারণ, এটি ইসলামের নিদর্শন।

আজান ও ইকামত যেভাবে ও যে স্থানে দেবে

আজান তারতীলের সাথে (ধীরে ধীরে) দেয়া মুস্তাহাব। যথা সম্ভব আওয়াজ উঁচু করতে হবে। আর ইকামত দ্রুত দেয়া মুস্তাহাব এবং এতে আজানের চেয়ে আওয়াজ নিচু করতে হবে। মুআযযিন সুললিত কণ্ঠের অধিকারী বিশ্বস্ত

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ.

১৩৪. ফিকহে হানাফির দৃষ্টিতে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ও সময় সম্পর্কে অবগত ও পরহেযগার হওয়া চাই। পবিত্র অবস্থায় উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে কেবলামুখী হয়ে আজান-ইকামত দেবে।

যদি কেবলার দিকে পিঠ দিয়ে, বসে শুয়ে, অজুবিহীন অথবা গোসল ফরজ অবস্থায় আজান দেয়, তাহলে আজান হয়ে যাবে; কিন্তু মাকরুহ হবে। অজুবিহীন অবস্থার চেয়ে গোসল ফরজ অবস্থায় আজান দেয়া কঠিন মাকরুহ হবে। আর এসব অবস্থায় ইকামত দেয়া আরো কঠিন মাকরুহ।

যেসব নামাজের জন্য আজান দেবে

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য আজানের বিধান দেয়া হয়েছে। তথা ফজর, জোহর, আছর, মাগরিব ও এশা। আদায়কারী, কাযা আদায়কারী; মুসাফির, মুকিম; একাকী নামাজি ব্যক্তি ও জামাতে নামাজ আদায়কারী সকলের জন্য একই বিধান। একজন আজান দিলেই বাকিদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

যদি কেউ কয়েক ওয়াক্ত কাযা নামাজ একত্রে আদায় করে, তাহলে প্রথম নামাজের জন্য আজান দেবে, আর বাকি প্রত্যেক নামাজের জন্য ইকামত দেবে। দুই নামাজে একত্রে পড়লে (যেমনটি হজ্জের মাঝে করা হয়ে থাকে) তাহলেও প্রথমটির জন্য আজান দেবে আর প্রত্যেকটির জন্য ইকামত দেবে।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ব্যতীত অন্য কোন নামাজের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে আজান দেয়ার বিধান নেই। তবে অন্য কিছু নামাজ শুরু করার আগে 'আস-সালাতু জামি'আতু' (জামাত শুরু হয়ে যাচ্ছে) বলা মুস্তাহাব। যেমন ঈদ, কুসুফ ও ইস্তেসকার নামাজ। আর কিছু নামাজের ক্ষেত্রে এতটুকু বলাও মুস্তাহাব নয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সুন্নতের ক্ষেত্রে ও নফল নামাজে। আবার কিছু নামাজে বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ; তা হল– তারাবির নামাজ ও জানাযার নামাজ। তবে সঠিক কথা হল, তারাবির নামাজে বলবে কিন্তু জানাযার নামাজে বলবে না।

আজান ও ইকামতের শর্তসমূহ

ওয়াক্ত হওয়ার আগে এবং নামাজে দাঁড়ানোর ইচ্ছা ছাড়া ইকামত সহিহ হবে না। ওয়াক্ত হওয়ার আগে আজান দেয়াও সহিহ হবে না। তবে ফজরের সময় ওয়াক্ত হওয়ার আগে আজান দেয়া জায়েজ আছে। কোন সময় থেকে ফজরের আজান দেয়া শুদ্ধ হবে এ ব্যাপারে এখতেলাফ আছে। সঠিক মত হল, অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে ফজরের আজান দেয়া

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যাবে। কারও মতে সাহরির সময় থেকে। কারও মতে পুরো রাত আজান দেয়া যাবে, এটি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য মত। কারও মতে রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে ফজরের আজান দেয়া যাবে। প্রথম মতটিই অগ্রগণ্য।[১৩৫]

নারী ও হিজড়ার আজান-ইকামতের বিধান

নারী ও হিজড়া ইকামত দিতে পারবে; কিন্তু তারা আজান দিতে পারবে না। কারণ, এদের আওয়াজ উঁচু করা নিষেধ।

আজান ও ইকামতের জবাব

আজান-ইকামত শ্রবণকারী ব্যক্তির জন্য হুবহু সে বাক্যগুলো বলা মুস্তাহাব। তবে حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ (হাইয়া আলাস সালাহ: নামাজের দিকে এসো) ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হাইয়া আলাল ফালাহ: কল্যাণের দিকে এসো) বলার পর শ্রোতা বলবে- لَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ (লা হাওলা ওয়া লা-কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ: আল্লাহর মদদ ছাড়া নেক কাজ করা বা খারাপ কাজ থেকে বাঁচার কোন শক্তি নেই) আর اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (আস সালাতু খাইরুম মিনান নাওম) এর জবাবে বলবে- صَدَقْتَ وَ بَرَرْتَ (সাদাকতা ওয়া বারারতা: আপনি সত্য বলেছেন)

কেউ কেউ বলেছেন- صَدَقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (সাদাকা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আস সালাতু খাইরুম মিনান নাওম: আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন যে, ঘুম থেকে নমাজ ভালো) বলবে।

---

১৩৫. হানাফিদের মতে কোন নামাজের আজান ওয়াক্তের আগে দেয়া যাবে না, এমনকি ফজরের আজান ও ওয়াক্তের আগে দেয়া যাবে না; দিলে শুদ্ধ হবে না। ওয়াক্ত আসার পর আবার আজান দিতে হবে। রাসুল সা. বিলাল রাদি. কে বলেছেন, ফজর প্রশস্তভাবে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি আজান দিবে না। (হেদায়া: ১/৯১-৯২)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আর ইকামতের সময় قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (কাদ কামাতিস সালাহ: নামাজ শুরু হয়ে যাচ্ছে) বলার পর বলবে– اَقَامَهَا اللهُ وَاَدَامَهَا (আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা: আল্লাহ একে কায়েম ও নিয়মিত করুন) বলবে।

আর أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، (আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ: সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ হলেন আল্লাহর রাসুল) বলার পর বলবে– وَاَنَا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، (ওয়া আনা আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ: আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ হলেন আল্লাহর রাসুল) এরপর বলবে–

رَضِيْتُ بِاللهِ، رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا.

উচ্চারণ: রাজিতু বিল্লাহি রাব্বাও ওয়াবি মুহাম্মাদিন রাসুলা, ওয়াবিল ইসলামি দিনা।

অর্থ: আমি আল্লাহ তাআলাকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসুল হিসেবে মেনে সন্তুষ্ট।[১৩৬]

আজানের জবাব শেষ করে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ শরিফ পড়বে এবং এই দুআটি পড়বে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্দাওয়াতিত-তাম্মাহ, ওয়াস-সালাতিল ক্বয়িমা, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাযিলাহ, ওয়াবা'আসহু মাকামাম-মাহমুদা নিল্লাযি ওয়াআত্তাহ।[১৩৭]

---

১৩৬. বাক্যগুলোর উচ্চারণ-অনুবাদ: উবায়দুল্লাহ। হানাফিদের মতে, মুআযযিন أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ বলার পর শ্রোতাগণও এ বাক্যটিই বলবে।

১৩৭. প্রকাশ থাকে যে, ইমাম বাইহাকির সুনানে কুবরায় এর অতিরিক্ত এসেছে– (ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিআদ: নিশ্চয় আপনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না)। অতএব, কেউ চাইলে এই বাক্যও বৃদ্ধি করে বলতে পারবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থঃ হে পরিপূর্ণ দাওয়াত তথা আজান ও নামাজের মালিক আল্লাহ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসিলা ও উচ্চমর্যাদা দান করুন এবং তাকে মাকামে মাহমুদে আসীন করুন, যার অঙ্গীকার আপনি তার সাথে করেছেন।

এরপর দুনিয়া ও আখেরাতের যে বিষয়ে দুআ করতে চায় করবে।

(৮৪) আবু সাঈদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ.

অর্থঃ যখন আজান শুনবে তখন মুআযযিন যা বলে, তোমরাও তাই বলে আজানের জবাব দিবে।[১৩৮]

(৮৫) আমর বিন আস রাদি. থেকে বর্ণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوْا اللهَ لِيْ الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِيْ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، ، وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ.

অর্থঃ তোমরা যখন আজান শুনবে, তখন মুআযযিন যা বলে, তোমরা তাই বলে আজানের জবাব দেবে। এরপর আমার ওপর দরুদ পড়বে। কেননা যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পড়ে, আল্লাহ তার ওপর দশটি রহমত নাযিল করেন। এরপর তোমরা আমার জন্য ওসিলার দুআ করবে। কেননা জান্নাতে এমন একটি স্থান রয়েছে, যা আল্লাহর এক বিশেষ বান্দা লাভ করবে। আমি আশাবাদী যে, আমি হবো সেই বান্দা। অতএব যে আমার জন্য ওসিলার দুআ করবে তার জন্য আমার শাফাআত আবশ্যক হবে।[১৩৯]

---

১৩৮. সহিহ বুখারিঃ ৬১১, সহিহ মুসলিমঃ ৩৮৩, মুয়াত্তা মালেক ১/৬৭, সুনানে আবু দাউদঃ ৫২২, সুনানে তিরমিজিঃ ২০৮, সুনানে নাসাঈ ২/২৩, আমালুল ইয়াউমঃ ৩৪, নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহঃ ৭২০, আমালুল ইয়াউমঃ ৯০, ইবনুস সুন্নি।

১৩৯. সহিহ মুসলিমঃ ৩৮৪, সুনানে আবু দাউদঃ ৫২৩, সুনানে তিরমিজিঃ ৩৬১৯, সুনানে নাসাঈ ২/২৫। – উ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৮৬) হজরত উমর বিন খাত্তাব রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمُ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، . ثُمَّ قَالَ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থ: তোমাদের মধ্যে কেউ মুআযযিনের "আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার" (আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান) বলার সাথে বলে– "আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার"। যখন মুআযযিন "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই) বলে, সেও "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে। যখন সে "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ" (সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ হলেন আল্লাহর রাসুল) বলে, সেও বলে– "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ"। যখন বলে– "হাইয়া আলাস সালাহ" (নামাজের দিকে এসো)। সে তখন বলে– "লা হাওলা ওয়া লা-কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ" (আল্লাহর মদদ ছাড়া নেক কাজ করা বা খারাপ কাজ থেকে বাঁচার কোন শক্তি নেই) যখন সে "হাইয়া আলাল ফালাহ" (কল্যাণের দিকে এসো) বলে, সে "লা হাওলা ওয়া লা-কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ" বলে। যখন "আল্লাহু আকবার" বলে, সেও "আল্লাহু আকবার" বলে। যখন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য মাবুদ নেই) বলে, সেও "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে। আর এগুলো সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মন থেকে বলে, তাহলে সে জান্নাতে যাবে।[১৪০]

(৮৭) হজরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদি. বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– যে ব্যক্তি মুআজ্জিনের আজান কোনার পর এই

১৪০. সহিহ মুসলিম: ৩৮৫, সুনানে আবু দাউদ: ৫২৭, আমালুল ইয়াউম: ৪০, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দুআ পড়বে তার অতীতের (ছোট) গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। দুআটি হল–

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ، رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا.

উচ্চারণ: আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহম্মাদান আবদুহ ওয়া রাসুলুহু, রাযিতু বিল্লাহি রব্বাও, ওয়াবি মুহাম্মাদিন রাসুলান, ওয়াবিল ইসলামি দীনা।

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কোন সত্য মাবুদ নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিশেষ বান্দা ও শেষ রাসুল। আমি আল্লাহ তাআলাকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসুল হিসেবে মেনে সন্তুষ্ট।

কোন কোন বর্ণনায় আছে– যে ব্যক্তি মুআযযিনের আযানের সময় বলবে– وَأَنَا أَشْهَدُ (আনা আশহাদু: আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি)।[১৪১]

(৮৮) ইমাম আবু দাউদ রহ. হজরত আয়েশা রাদি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ: "وَأَنَا وَأَنَا."

অর্থ: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআযযিনকে যখন আজানের মধ্যে "আশহাদু" বলতে শুনতেন, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন– وَأَنَا وَأَنَا (ওয়া আনা ওয়া আনা): আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।[১৪২]

(৮৯) হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– যে ব্যক্তি আজানের জবাব দেয়ার পর এই দুআ পড়বে, সে কেয়ামতের দিন আমার শাফাআত লাভ করবে:

---

১৪১. সহিহ মুসলিম: ৩৮৬, সুনানে আবু দাউদ: ৫২৫, সুনানে তিরমিজি: ২১০, সুনানে নাসাঈ ২/২৬, আমালুল ইয়াউম: ৭৩, নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৭২১, আমালুল ইয়াউম: ৯৭, ইবনুস সুন্নি।
১৪২. সুনানে আবু দাউদ: ৫২৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্দাওয়াতিত-তাম্মাহ, ওয়াস-সালাতিল ক্বয়িমা, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাযিলাহ, ওয়াবা'আসহু মাকামাম-মাহমুদা নিল্লাযি ওয়াআত্তাহ।

অর্থ: হে পরিপূর্ণ দাওয়াত তথা আজান ও নামাজের মালিক আল্লাহ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসিলা ও উচ্চমর্যাদা দান করুন এবং তাকে মাকামে মাহমুদে আসীন করুন, যার অঙ্গীকার আপনি তার সাথে করেছেন।[১৪৩]

(৯০) মুআবিয়া রাদি.-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুআযযিনকে "হাইয়্যা আলাল ফালাহ" বলতে শুনতেন, তখন তিনি বলতেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ আলনা মিনাল মুফলিহিন।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি আমাদের সফল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করুন।[১৪৪]

(৯১) আবু দাউদ শরিফে এক সাহাবি থেকে বর্ণিত আছে যে, বিলাল রাদি. যখন ইকামত দিতেন এবং قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (কাদ কামাতিস সালাহ: নামাজ শুরু হয়ে যাচ্ছে) বলতেন, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন– اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا (আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা: আল্লাহ একে কায়েম ও নিয়মিত করুন)। অন্য শব্দগুলো উমর রাদি. থেকে বর্ণিত পূর্বের হাদিস অনুযায়ী বলতেন।[১৪৫]

(৯২) ইবনুস সুন্নির কিতাবে আবু হুরায়রা রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন মুআযযিনকে ইকামত দিতে শুনতেন, তখন বলতেন,

---

১৪৩. সহিহ বুখারি: ৬১৪, সুনানে আবু দাউদ: ৫২৯, সুনানে তিরমিজি: ২১১, সুনানে নাসাঈ ২/২৭, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৭২০, আমালুল ইয়াউম: ৯৫, ইবনুস সুন্নি। উ.

১৪৪. আমালুল ইয়াউম: ৯২, ইবনুস সুন্নি। হাদিসটি বানোয়াট। এতে রয়েছে আবদুল্লাহ বিন ওয়াকিদ নামাক একজন বর্ণনাকারী। তার ব্যাপারে আপত্তি আছে।

১৪৫. সুনানে আবু দাউদ: ৫২৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَآتِهِ سُؤْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ্দাওয়াতিত-তাম্মাহ, ওয়াস-সালাতিল কায়িমাহ, সাল্লি আলা মুহাম্মাদ, ওয়া আতিহি সুওয়ালাহু ইয়াওমাল কিয়ামাহ।

অর্থ: হে পরিপূর্ণ দাওয়াত তথা আজান ও নামাজের মালিক আল্লাহ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর রহমত বর্ষণ করুন এবং কেয়ামতের দিন তার মিনতি কবুল করুন।[১৪৬]

নামাজরত অবস্থায় আজান-ইকামত শুনলে উত্তর দিবে না

নামাজরত অবস্থায় আজান বা ইকামত কোনলে নামাজে তার জবাব দেবে না। নামাজ থেকে ফারেগ হওয়ার পর জবাব দেবে। যদি নামাজের ভেতরেই জবাব দেয়, তাহলে মাকরুহ হবে; নামাজ নষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে টয়লেটে থাকাবস্থায় জবাব দেবে না; টয়লেট থেকে বের হওয়ার পর জবাব দেবে।

কেউ যদি কুরআন তিলাওয়াত করে, তাসবিহ পাঠ করে, অথবা হাদিস বা অন্য কোন জ্ঞান চর্চা করে, তাহলে এগুলো বন্ধ করে আজানের জবাব দেবে এরপর পূর্বের আমলে ফিরে যাবে। কারণ, আজানের জবাব কাযা হয়ে যাবে; কিন্তু ঐগুলো সাধারণত কাযা হবে না। মুআযযিনের সাথে সাথে আজানের জবাব না দিয়ে থাকলে আজান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেবে; বিলম্ব করবে না।

আযানের পরে দুআ কবুল হয়

(৯৩) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.

অর্থ: আজান ইকামতের মধ্যকার দুআ ফিরিয়ে দেয়া হয় না। (আল্লাহ তাআলা কবুল করেন।)

---

১৪৬. ইবনুস সুন্নি: ১০৫। উ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ। ইমাম তিরমিজি রহ. অতিরিক্ত এও উল্লেখ করেন যে, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা কী দুআ করব? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা দুনিয়া আখেরাতের নিরাপত্তার জন্য দুআ করো।[১৪৭]

(৯৪) হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদি. থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, মুআযযিনগণ তো আমাদের চেয়ে বেশি সওয়াবের অধিকারী হয়ে যাচ্ছেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ.

অর্থ: মুআযযিন যা বলে তোমরাও তাই বলো। যখন জবাব দেয়া শেষ হবে, তখন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো। প্রার্থিত বস্তু দেয়া হবে।[১৪৮]

(৯৫) হজরত সাহল বিন সাদ রাদি. এর সূত্রে আবু দাউদ শরিফে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ، أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ : الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

অর্থ: দুটি বস্তু ফিরিয়ে দেয়া হয় না। অথবা কম ফিরিয়ে দেয়া হয়। **এক.** আজানের সময়কার দুআ। **দুই.** ঐ বিপদের সময়ের দুআ, যখন মানুষ একে অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে যায়।

ফজরের সুন্নতের পরের দুআ

(৯৬) ইবনুস সুন্নির কিতাবে উল্লেখ আছে–

عَنْ عَامِرِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَرِيْبًا مِنْهُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ، ثُمَّ سَمِعَهُ

১৪৭. সুনানে আবু দাউদ: ৫২১; তিরমিজি: ২১২, আমালুল ইয়াউম: ৬৮, নাসাঈ।

১৪৮ সুনানে আবু দাউদ: ৫২৪, আমালুল ইয়াউম: ১৪৪, নাসাঈ, মাওয়ারিদুয যামআন ইলা যাওয়ায়িদে ইবনে হিব্বান: ২৯৫, হাইসামি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

يَقُوْلُ وَهُوَ جَالِسٌ: "اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَمُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ" ثَلَاثُ مَرَّاتٍ.

অর্থ: উসামা বিন উমায়ের রাদি. ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামাজ পড়েন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পাশে ছোট কিরাতে দুই রাকাত সুন্নাত পড়েন। এরপর তিনি বসে বসে এ দুআটি তিনবার পড়েন–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَمُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা রব্বা জিবরিলা ওয়া মিকাঈলা ওয়া মুহাম্মাদিনিন-নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আউযুবিকা মিনান্নার।

অর্থ: হে জিবরিল, ইসরাফিল, মিকাইল ও মুহাম্মাদ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রব! আমি আপনার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় কামনা করি।[১৪৯]

(৯৭) হজরত আনাস রাদি. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন–

مَنْ قَالَ صَبِيْحَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ: "أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ" ثَلَاثُ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللهُ ذُنُوْبَهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি জুমুআর দিন সকালে নিচের দুআটি তিন বার পড়বে আল্লাহ তাআলা তার সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন, যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। দুআটি হল–

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

উচ্চারণ: আসতাগফিরুল্লাহাল্লাযি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুমু ওয়া আতুবু ইলাইহ।

অর্থ: আমি ঐ আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করি, যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরজীবি শাশ্বত। আমি তার কাছে তাওবা করি।[১৫০]

---

১৪৯. সুনানে আবু দাউদ: ৫২৪। হাদিসটি খুবই দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নামাজের কাতারে দাঁড়ানোর সময় যে দুআ পড়বে

(৯৮) ইবনুস সুন্নির কিতাবে হজরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى الصَّلَاةِ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ ، فَقَالَ حِيْنَ اِنْتَهَىٰ إِلَى الصَّفِّ: اَللّٰهُمَّ آتِنِيْ أَفْضَلَ مَا تُؤْتِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلَاةُ قَالَ: "مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا ؟" قَالَ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: "إِذًا يُعْقَرُ جَوَادُكَ وَتُسْتَشْهَدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَىٰ.

অর্থ: হজরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদি. বলেন, এক সাহাবি নামাজ আদায়ের জন্য আসলেন, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়াচ্ছিলেন। আগন্তুক সাহাবি নামাজের কাতারে দাঁড়ানোর পর বললেন:

اللّٰهُمَّ آتِنِيْ أَفْضَلَ مَا تُؤْتِيْ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আতিনি আফযলা মা তুতিনি ইবাদাকাস-সালিহিন।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার নেককার বান্দাদের যে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত দান করে থাকেন, আমাকেও তা দান করুন ।

নামাজ শেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একটু আগে কে দুআ করেছিলো? উক্ত সাহাবি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার দ্রুতগামী ঘোড়াটি বধ করা হবে। তুমি আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হবে।[১৫১]

---

১৫০. উ.। সূত্র: আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৮৩, ইবনুস সুন্নি। হাদিসটি খুবই দুর্বল। ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন, হাদিসটি গারিব, এর সনদ খুবই দুর্বল।

১৫১. আমালুল ইয়াউম: ১০৬, ইবনুস সুন্নি, আমালুল ইয়াউম: ৯৩, নাসাঈ, তারিখে কাবির: ৬৯৬, বুখারি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নামাজে দাঁড়ানোর সময়ের দুআ

(৯৯) ইবনুস সুন্নির কিতাবে বর্ণিত আছে–

عَنْ أُمِّ رَافِعٍ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ دُلَّنِيْ عَلٰى عَمَلٍ يَأْجُرْنِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ ، قَالَ: " يَا أُمَّ رَافِعٍ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَسَبِّحِي اللهَ تَعَالٰى عَشْرًا ، وَهَلِّلِيْهِ عَشْرًا ، وَاحْمَدِيْهِ عَشْرًا ، وَكَبِّرِيْهِ عَشْرًا ، وَاسْتَغْفِرِيْهِ عَشْرًا ، فَإِنَّكَ إِذَا سَبَّحْتَ قَالَ: هَذَا لِيْ ، وَإِذَا هَلَّلْتَ قَالَ: هَذَا لِيْ ، وَإِذَا حَمِدْتَ قَالَ: هَذَا لِيْ ، وَإِذَا كَبَّرْتَ قَالَ: هَذَا لِيْ ، وَإِذَا اسْتَغْفَرْتَ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ ".

অর্থ: উম্মে রাফে' রাদি. বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে এমন এক আমল বাতলিয়ে দিন, যার প্রতিদান আল্লাহ তাআলা আমাকে দেবেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উম্মে রাফে' তুমি যখন নামাজে দাঁড়ানোর ইচ্ছা করবে তখন দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদুলিল্লাহ, দশবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, দশবার আল্লাহু আকবার এবং দশবার ইস্তেগফার পড়। কেননা তুমি যখন সুবহানাল্লাহ বলো, তখন আল্লাহ বলেন, এটি আমার প্রাপ্য। যখন আলহামদুলিল্লাহ, তখন আল্লাহ বলেন, এটি আমার প্রাপ্য। যখন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো, তখন আল্লাহ বলেন, এটি আমার প্রাপ্য। যখন আল্লাহু আকবার বলো, তখন আল্লাহ বলেন, এটি আমার প্রাপ্য এবং যখন ইস্তেগফার পড়, তখন আল্লাহ বলেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।[১৫২]

১৫২. আমালুল: ১০৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অধ্যায়- ২

ইকামতের সময়ের দুআ

ইমাম শাফেয়ি রহ. 'কিতাবুল উম্ম' এ মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُطْلُبُوْا اسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجُيُوْشِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَنُزُوْلِ الْغَيْثِ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা যুদ্ধের সময়, ইকামতের সময়, বৃষ্টির সময় দুআ কর। এ সময়গুলোতে দুআ কবুল হয়।

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, আমি অনেকের থেকে ইকামতের সময় ও বৃষ্টির সময় দুআ কবুলের বিষয়টি শুনেছি।[১৫৩]

নামাজের ভিতরের দুআসমূহ

এ অধ্যায়টি অনেক ব্যাপক। এ প্রসঙ্গে অনেক সহিহ হাদিস রয়েছে। অনেক মাসআলা-মাসায়েল রয়েছে। সূক্ষাতিসূক্ষ বিষয়ের অবতারণা না করে এখানে কিছু মূলনীতি ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করব। আর সংক্ষিপ্তকরণের জন্য বেশিরভাগ দলিল উল্লেখ করব না। কারণ, এ কিতাবটি দলিল বর্ণনার জন্য প্রণয়ন করা হয়নি। বরং আমলের বিষয়গুলোর জন্য এ কিতাবটি লেখা হয়েছে। আল্লাহ তাআলাই তাওফিকদাতা।

---

১৫৩. কিতাবুল উম্ম ১/২২৩, ইমাম শাফেয়ি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাকবিরে তাহরিমা

তাকবিরে তাহরিমা (নামাজ শুরুর তাকবির) ছাড়া নামাজ সহিহ হবে না। নামাজ ফরজ হোক বা নফল। তাকবিরে তাহরিমা ইমাম শাফেয়ি রহ. সহ অনেকের মতে নামাজের অংশ ও রোকন। আবু হানিফা রহ. এর মতে এটা রোকন নয়। নামাজের শর্ত।

তাকবিরে তাহরিমার শব্দ হল اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) অথবা اَللّٰهُ الْاَكْبَرُ (আল্লাহুল আকবার)

এই দুই শব্দ ইমাম শাফেয়ি রহ., আবু হানিফা রহ. ও অন্যান্য ইমামগণের মতে জায়েয। ইমাম মালেক রহ.-এর মতে দ্বিতীয় শব্দটির মাধ্যমে নামাজ শুদ্ধ হবে না।

অতএব, সব ধরনের মতপার্থক্য থেকে বাঁচতে اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলে নামাজ শুরু করাই উত্তম।

এই শব্দ ছাড়া যেমন– اَللّٰهُ الْعَظِيْمُ (আল্লাহুল আজিম), اَللّٰهُ الْمُتَعَالِيْ (আল্লাহুল মুতাআলি), اَللّٰهُ اَعْظَمُ (আল্লাহু আজাম), اَللّٰهُ اَعَزُّ (আল্লাহু আআজ্জু), اَللّٰهُ اَجَلُّ (আল্লাহু আজাল্লু) অথবা এ জাতীয় অন্য কোন শব্দ বলে, তাহলে নামাজ ইমাম শাফেয়ি রহ. সহ আরো অনেকের মতে নামাজ সহিহ হবে না। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে সহিহ হবে। আর যদি اَكْبَرُاللّٰهُ (আকবার আল্লাহু) বলে এক্ষেত্রে শাফেয়ি মাজহাবের সঠিক বর্ণনা মতে সহিহ হবে না। তবে কেউ কেউ বলেন সহিহ হবে। যেমন সঠিক বর্ণনা মতে কেউ যদি নামাজের শেষে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمُ (আলাইকুমুস সালাম) বলে, তাহলে সেটি সঠিক হবে।

তাকবিরে তাহরিমাসহ সকল জিকির এতটুকু উচুঁ আওয়াজে পড়তে হবে যেন ব্যক্তি নিজে শুনতে পায়। এরচে কম আওয়াজে পড়লে শুদ্ধ হবে না। অবশ্য, কথা বলতে না পারা বা এ জাতীয় কোন সমস্যা থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। এবিষয়ে আলোচনা পূর্বে চলে গেছে।

যে ব্যক্তি আরবি ভাষায় তাকবিরে তাহরিমা বলতে পারে, সে অনারবি ভাষায় তাকবিরে তাহরিমা বললে নামাজ শুদ্ধ হবে না। আর যে ব্যক্তি আরবিতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বলতে না পারে তার জন্য সহিহ হবে। তবে তার জন্য আরবি ভাষা শিখে নেওয়া জরুরি। যদি শেখার ব্যাপারে অলসতা করে তাহলে তার নামাজ শুদ্ধ হবে না। আর যত দিন আরবি শেখার ক্ষেত্রে অনাগ্রহী থাকবে ততদিনের নামাজ পুনরায় পড়তে হবে।

তাকবিরে তাহরিমা খুব টেনে না বলা, বরং দ্রুত বলা, এটিই স্বীকৃত ও সঠিক মাজহাব। তবে কেউ কেউ টেনে বলার কথা বলেছেন। প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ। বাকি তাকবিরের ক্ষেত্রে সঠিক মাজহাব মতে মুস্তাহাব হল পরবর্তী রোকনে যাওয়ার আগ পর্যন্ত টানা। কেউ কেউ বলেছেন একদম না টানা। সেখানে টানার বিধান নেই সেখানে যদি কেউ টেনে তাকবির বলে বা টানার স্থানে যদি না টানে তাহলে নামাজ নষ্ট হবে না; তবে নামাজের ফজীলত কমে যাবে।

اللهُ (আল্লাহ) এর লামের পরে টানার স্থান। এছাড়া তাকবিরের অন্য কোথাও না টানা।

ইমাম সাহেব উচুঁ আওয়াজে তাকবির বলবে

ইমাম সাহেব তাকবিরে তাহরিমা ও অন্যান্য তাকবির উচুঁ আওয়াজে বলবে যেন মুক্তাদিরা শুনতে পায়। আর মুক্তাদিরা এতটুকু নীচু আওয়াজে বলবে যাতে নিজে শুনতে পায়। অবশ্য, ইমাম আস্তে বলে, আর মুক্তাদিরা জোরে বলে তাহলে নামাজ বাতিল হবে না।

তাকবির শুদ্ধ করে শিখে নেবে। অজায়গায় টেনে বলবে না। যদি اَللهُ (আল্লাহ) শব্দের হামযা বা اَكْبَرُ (আকবার) এর 'বা' টেনে বলে, তাহলে নামাজ সহিহ হবে না।

নামাজে তাকবিরের পরিমাণ

দুই রাকাত বিশিষ্ট নামাজে ১১ বার তাকবির বলার বিধান রয়েছে। তিন রাকাত বিশিষ্ট নামাজে ১৭ বার তাকবির বলার বিধান রয়েছে। চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে ২২ বার তাকবির বলার বিধান রয়েছে। কেননা প্রতি রাকাতে পাঁচবার তাকবির বলতে হয়। যেমন রুকুর তাকবির, দুই সেজদা এবং সেজদা থেকে উঠার সময় চার তাকবির, তাকবিরে তাহরিমা, তাশাহুদ পড়ে উঠার সময় তাকবির।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তাকবিরে তাহরিমা ছাড়া বাকি তাকবিরগুলো সুন্নাত। যদি কেউ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ছেড়ে দেয় তাহলে নামাজ নষ্ট হবে না। এর জন্য সিজদায়ে সাহু দিতে হবে না। আর তাকবিরে তাহরিমা ফরজ। এটা ছাড়া নামাজ সহিহ হবে না। এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।

তাকবিরে তাহরিমার পরের দুআ

এ প্রসঙ্গে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সকল হাদিসের সমন্বয়ে নিচের দুআগুলো পড়া–

اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ، بُكْرَةً وَأَصِيْلًا. وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلٰهَ لِيْ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّيْ، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِيْ، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوبِيْ جَمِيْعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার কাবিরা, ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাসিরা, ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতান ওয়া আসিলা। ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজি ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফান মুসলিমান ওয়া মা আনা মিনাল মুসলিমিন। ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। লা-শারিকালাহু ওয়া বিজালিকা উমিরতু ওয়া আনা আউওয়ালুল মুসলিমিন। আল্লাহুম্মা আনতাল মালিকু, লা ইলাহা ইল্লাহ আনতা রাব্বি ওয়া আনা আবদুক। জালামতু নাফসি ওয়া'তারাফতু বি-জাম্বি, ফাগফিরলি যুনুবি জামিআন, লা ইয়াগফিরুজ্জুনুবা ইল্লাহ আনতা। ওয়াহদিনি লি-আহসানিল আখলাক, লা ইয়াহদি লি-আহসানিহা ইল্লা আনতা। ওয়াসরিফ আন্নি সাইয়িআহা, লা ইয়াসরিফু সাইয়িআহা ইল্লা আনতা। লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা ওয়াল খাইরু কুল্লুহু ফি ইয়াদাইক ওয়াশ শাররু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

লাইসা ইলাইক। আনা বিকা ওয়া ইলাইকা, তাবারাকতা ওয়া তাআলাইতা, আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা মহান, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি। আমি নিজেকে আসমান-যমিনের সৃষ্টিকর্তার দিকে অভিমুখী করলাম, একনিষ্ঠ ও অনুগত হয়ে। আর আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য উৎসর্গীত। তার কোন অংশীদার নেই। এটাই আমাকে (মানতে) নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, আর আমি মুসলমান। হে আল্লাহ, আপনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আপনি আমার রব এবং আমি আপনার বান্দা। আমি নিজের ওপর জুলুম করে ফেলেছি, নিজের গুনাহের কথা স্বীকার করছি। অতএব, আমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দাও। আপনি ব্যতীত আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না। আমাকে উত্তম চরিত্র দান করুন, নিশ্চয় উত্তম চরিত্র আপনি ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। আমার থেকে অসচ্চরিত্র দূর করুন, আপনি ছাড়া অন্য কেউ এটা বিতাড়ন করতে পারে না। বান্দা হাজির, বান্দা এখানেই। সকল কল্যাণের চাবিকাঠি আপনার হাতে। আপনার দিকে মন্দের সম্বন্ধ হয় না। আমি আপনার তওফিকের মুহতাজ এবং আমার সব আশা-ভরসা আপনার কাছে। আপনি মহিমান্বিত ও মহান। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তাওবা করি।[১৫৪]

এই দুআও পড়বে–

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বায়িদ বাইনি ওয়া বাইনা খাতাইয়ায়া কামা বাআদতা বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিব। আল্লাহুম্মা নাক্কিনি মিন খাতাইয়ায়া কামা য়ুনাক্কাস সাউবুল আবয়াদু মিনাদ্দানাস। আল্লাহুম্মাগ সিলনি মিন খাতাইয়ায়া বিস্‌সালজি ওয়াল মায়ি ওয়াল বারদ।

---

১৫৪. উ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার এবং আমার পাপের মধ্যখানে পূর্ব-পশ্চিমের মতো দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ, আমাকে পাপ থেকে পবিত্র করুন, যেভাবে সাদা জামাকে দাগ মুক্ত করা হয়। হে আল্লাহ, আমাকে আমার পাপ থেকে বরফ, পানি ও শিশির দিয়ে ধুয়ে দিন।[১৫৫]

উল্লিখিত সকল দুআই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহিহ হাদিসে এসেছে। এছাড়াও এ ব্যাপারে আরো অনেক হাদিস রয়েছে–

(১০১) হজরত আয়েশা রাদি. এর হাদিস। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজ শুরু করতেন তখন এই দুআটি পড়তেন–

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণ: সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা, ওয়া লা ইলাহা গাইরুক।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতার গুণগান করি, আপনার নাম বরকতময় এবং আপনার বড়ত্ব সুউচ্চ। আর আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই।[156]

বাইহাকি বলেন, এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ সনদে উমর বিন খাত্তাব রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি তাকবিরে তাহরিমার পর এ দুআটি পড়তেন–

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণ: সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা, ওয়া লা ইলাহা গাইরুক।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতার গুণগান করি, আপনার নাম বরকতময় এবং আপনার বড়ত্ব সুউচ্চ। আর আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই।[১৫৭]

(১০২) হজরত আলি রাদি. বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজ শুরু করতেন তখন নিম্নোক্ত দুআটি পড়তেন–

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ، وَعَمِلْتُ سُوْءًا فَاغْفِرْ لِيْ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا

---

১৫৫ . উ.

১৫৬. সুনানে আবু দাউদ: ৭৭৬, সুনানে তিরমিজি: ২৪৩, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৮০৬। উ.

১৫৭. সহিহ মুসলিম: ৩৯৯। উ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، اللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلٰهَ لِيْ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّيْ، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِيْ، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাক, যালামতু নাফসি, ওয়া আমিলতু সুআন ফাগফিরলি ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ্জনুবা ইল্লা আনতা। ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজি ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফান মুসলিমান ওয়া মা আনা মিনাল মুসলিমিন। ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। লা-শারিকালাহু ওয়া বিজালিকা উমিরতু ওয়া আনা আউওয়ালুল মুসলিমিন। আল্লাহুম্মা আনতাল মালিকু, লা ইলাহা ইল্লাহ আনতা রাব্বি ওয়া আনা আবদুক। জালামতু নাফসি ওয়া'তারাফতু বি-জাম্বি, ফাগফিরলি যুনুবি জামিআন, লা ইয়াগফিরুজ্জুনুবা ইল্লাহ আনতা। ওয়াহদিনি লি-আহসানিল আখলাক, লা ইয়াহদি লি-আহসানিহা ইল্লা আনতা। ওয়াসরিফ আন্নি সাইয়িআহা, লা ইয়াসরিফু সাইয়িআহা ইল্লা আনতা। লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা ওয়াল খাইরু কুল্লুহু ফি ইয়াদাইক ওয়াশ শাররু লাইসা ইলাইক। আনা বিকা ওয়া ইলাইকা, তাবারাকতা ওয়া তাআলাইতা, আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।

অর্থ: আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আপনি অংশীদার থেকে পবিত্র। আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি এবং মন্দকাজ সম্পাদন করেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আপনি ব্যতীত আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না। আমি নিজেকে আসমান-যমিনের সৃষ্টিকর্তার দিকে অভিমুখী করলাম, একনিষ্ঠ ও অনুগত হয়ে। আর আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য উৎসর্গীত। তার কোন অংশীদার নেই। এটাই আমাকে (মানতে) নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, আর আমি মুসলমান। হে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহ, আপনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আপনি আমার রব এবং আমি আপনার বান্দা। আমি নিজের ওপর জুলুম করে ফেলেছি, নিজের গুনাহের কথা স্বীকার করছি। অতএব, আমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দাও। আপনি ব্যতীত আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না। আমাকে উত্তম চরিত্র দান করুন, নিশ্চয় উত্তম চরিত্র আপনি ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। আমার থেকে অসচ্চরিত্র দূর করুন, আপনি ছাড়া অন্য কেউ এটা বিতাড়ন করতে পারে না। বান্দা হাজির, বান্দা এখানেই। সকল কল্যাণের চাবিকাঠি আপনার হাতে। আপনার দিকে মন্দের সম্বন্ধ হয় না। আপনার দ্বারাই আমার সব, আপনার দিকেই আমার সব। আপনি মহিমান্বিত ও মহান। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তাওবা করি।[158]

হারেসে আরো নামক একজন দুর্বল রাবীর কারণে হাদিসটি দুর্বল। কেননা সে মতৈক্যক্রমে দুর্বল। ইমাম শাবি বলতেন, হারেস একজন মিথ্যুক।

এই অধ্যায়ের প্রথম হাদিসে اَلشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ (আশশাররু লাইসা ইলাইক) এর শাব্দিক অর্থ হলঃ আল্লাহর থেকে অকল্যাণ আসে না।' অথচ আহলে হক সকল উলামায়ে কেরামের মতে, ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।

হাদিসে বর্ণিত উক্ত কথাটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। উলামায়ে কেরাম এর কয়েকটি ব্যাখ্যা করেছেন–

১. وَالشَّرُّ لَايَتَقَرَّبُ بِه اِلَيْكَ অর্থাৎ মন্দ কাজ দ্বারা তোমার নৈকট্য লাভ করা যাবে না। এ ব্যাখ্যাটিই প্রসিদ্ধ। নজর বিন শুমাই ও পরবর্তী উলামায়ে কেরাম এটিই বলেছেন।

২. মন্দ আপনার দিকে উঠে না; বরং উত্তম কথাই তোমার কাছে উঠে।

৩. মন্দকে আপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বলা হয় না, সম্মানের জন্য।

৪. আল্লাহর হিকমতের বিবেচনায় এটি মন্দ নয়। কারণ, তিনি কোন কিছু অনর্থক সৃষ্টি করেননি।

---

১৫৮. সুনানে বাইহাকি ২/৩৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উল্লিখিত দুআগুলো একাকী নামাজি ব্যক্তি ও ইমাম সবার জন্যই পড়া মুস্তাহাব। মুসল্লিরা বিরক্ত হলে ইমাম শুধু وَجَّهْتُ وَجْهِيَ থেকে وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ পর্যন্ত পড়বে। অনুরূপভাবে একাকী নামাজি ব্যক্তি দ্রুত নামাজ পড়লে উক্ত দুআটি পড়বে।[১৫৯]

উক্ত দুআগুলো ফরজ ও নফল সব নামাজে পড়া মুস্তাহাব। প্রথম রাকাতে যদি ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশতঃ না পড়ে তাহলে পরবর্তীতে পড়বে না। যদি পড়ে তাহলে মাকরুহ হবে। তবে নামাজ নষ্ট হবে না। এমনিভাবে যদি তাকবিরের না পড়ে কিরাত শুরু করে দেয় আউজুবিল্লাহ পড়ে ফেলে তাহলেও পড়বে না। এসময় পড়লে নামাজ নষ্ট হবে না। মাসবুক ব্যক্তি নামাজ শুরু করার পর পড়ে নেবে। যদি এগুলো পড়তে গেলে সুরা ফাতিহা ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহলে দুআ না পড়ে সুরা ফাতিহা পড়বে। কারণ, সুরা ফাতিহা ওয়াজিব আর এটি পড়া সুন্নাত। আর যদি মাসবূক জামাতে শরিক হয় দাঁড়ানো ছাড়া অন্য কোন রোকনে তাহলে এ দুআগুলো পড়বে না। বরং ঐ রোকনের দুআই পড়বে।[১৬০]

নামাজ শুরুর দুআ তথা সানা পড়ার পর আউজুবিল্লাহ পড়া

নামাজ শুরুর দুআ পড়ার পর আউজুবিল্লাহ পড়া সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নাত। এটি কিরাতের সূচনা। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে–

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.

অর্থ: যখন তুমি কুরআন পড়বে তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।[১৬১] সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে এর অর্থ: যখন তিলাওয়াতের ইচ্ছে করবেন তখন আউজুবিল্লাহ পাঠ করুন।[১৬২]

---

১৫৯. হানাফি মাজহাব মতে আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত দুআটি পড়া উত্তম। (হেদায়া: ১/১০২):
سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ.

১৬০. হানাফি মাজহাব মতে মাসবুক ব্যক্তি এ দুআ ইমামের সঙ্গে কোন অবস্থাতেই পড়বে না। বরং ইমাম সালাম ফেরানোর পর মাসবুক ব্যক্তি নিজের ছুটে যাওয়া নামাজ আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে প্রথমে এ দুআ পড়ে নেবে এর পর সুরা ফাতিহা ইত্যাদি পড়বে। (হেদায়া ১/১০২)

১৬১. সুরা নাহাল: ৯৮।

১৬২. তিলাওয়াতের পূর্বে আউজুবিল্লাহ পাঠ করার দর্শন হচ্ছে– যে ব্যক্তি উপলব্ধিসহকারে তিলাওয়াত করে, তাকে শয়তান ভ্রষ্ট করতে এবং তার চিন্তা ও উপলব্ধিকে ভুল পথে পরিচালিত করার চূড়ান্ত সাধনা করে থাকে। এজন্য আল্লাহর আশ্রয় কামনা করা অপরিহার্য। যাতে আল্লাহ তাআলা তার ফিকির

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জেনে রাখুন, আশ্রয় কামনার পছন্দনীয় শব্দ হল–

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

উচ্চারণ: আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম।

অর্থ: সর্বজ্ঞ সর্ববিষয়ে অবহিত আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে!

এছাড়া অন্য বর্ণনায় এসেছে–

أَعُوذُ بِاللهِ، السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

উচ্চারণ: আউযুবিল্লাহিস সামিইল আলিমি মিনাশ শায়তানির রাজিম।

অর্থ: আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে!

কেও আউজুবিল্লাহ বলা হয়। তবে প্রথমটিই বেশি প্রসিদ্ধ।

(১০৩) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে কিরাত শুরু করার আগে পড়তেন:

أَعُوذُ بِاللهِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ؛ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

উচ্চারণ: আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম মিন নাফখিহি ও নাফাসিহি ও হামাযিহ।

অর্থ: হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে অভিশপ্ত শয়তানের মাতলামি, দাম্ভিকতা ও কাব্যিকতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।[১৬৩]

আউজুবিল্লাহ পড়ার হুকুম

আউজুবিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব; ওয়াজিব নয়। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ছেড়ে দিলে গুনাহগার হবে না। নামাজও নষ্ট হবে না। সিজদায়ে সাহুও দিতে হবে না।

এবং উপলব্ধিকে বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করেন এবং শয়তানি কুমন্ত্রণা থেকে সংরক্ষণ করেন। যদি কুরআনের পাঠক এমন করে থাকে, তাহলে আশা করা যায় যে, সে কুরআনের কথাগুলো বিশুদ্ধভাবে বুঝতে সক্ষম হবে। অন্যথায় সন্দেহ ও সংশয়ে লিপ্ত হতে পারে।– তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআন (বাংলা)।

১৬৩. সুনানে আবু দাউদ: ৭৬৪, ৭৭৫, সুনানে তিরমিজি: ২৪২, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৮০৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নফল, ফরজসহ সকল নামাজেই এটি মুস্তাহাব। জানাযার নামাজেও মুস্তাহাব।[১৬৪]

নামাজের বাইরে কুরআন তিলাওয়াতকারীর জন্য সর্বসম্মতিক্রমে আউজুবিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব। সকলের মতে প্রথম রাকাতে আউজুবিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব। যদি প্রথম রাকাতে না পড়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয় রাকাতে পড়বে, তাও না হলে পরবর্তী কোন রাকাতে পড়ে নিবে।

প্রথম রাকাতে পড়লে দ্বিতীয় রাকাতে পড়তে হবে কি-না এ ব্যাপারে শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম থেকে দুধরনের বক্তব্যই পাওয়া যায়। সঠিক মতানুযায়ী দ্বিতীয় রাকাতে পড়াটাই মুস্তাহাব। তবে দ্বিতীয় রাকাতের তুলনায় প্রথম রাকাতে পড়ার গুরুত্ব বেশি। সিররি নামাজে (যেসব নামাজে কিরাত আস্তে পড়া হয়) আউজুবিল্লাহ আস্তে পড়বে। আর জেহরি নামাজে (যেসব নামাজে কিরাত উচুঁ আওয়াজে পড়া হয়) সেসব নামাজে আউজুবিল্লাহ আস্তে পড়বে নাকি জোরে পড়বে এবিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। শাফেয়ি কিছু কিছু উলামায়ে কেরাম বলেন, সেসব নামাজের আউজুবিল্লাহ আস্তে পড়বে। আর অধিকাংশ শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম বলেন, ইমাম শাফেয়ি রহ. এর এ মাসআলায় দুটি বক্তব্য রয়েছে। এক বক্তব্য অনুযায়ী আস্তে পড়া ও জোরে পড়া সমান। অন্য বক্তব্য অনুযায়ী জোরে পড়া সুন্নাত।

কেউ কেউ বলেন, এ ব্যাপারে দুটি বক্তব্য হল, এক. আস্তে পড়া। দুই. জোরে পড়া। তবে সার্বিক বিবেচনায় জোরে পড়াই মুস্তাহাব। শায়খ ইসফারায়িনি ও তাঁর শাগরেদ মুহামিলি ও অন্যরা এটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সাহাবি আবু হুরাইরা রাদি. এমনটিই করতেন। তবে আবদুল্লাহ াবন উমর রাদি. আস্তে পড়তেন। জোরে পড়াটাই আমাদের বেশিরভাগ উলামায়ে কেরামের নিকট প্রণিধাযোগ্য ও পছন্দনীয়।[১৬৫]

আউজুবিল্লাহ পড়ার পরে কিরাত পড়া

নামাজের কিরাত পড়া ওয়াজিব। এটি কুরআন-হাদিসের স্পষ্ট দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত। এটিই শাফেয়িসহ সকল উলামায়ে কেরামের মাজাহাব।

---

১৬৪. হানাফি মাজহাব মতে জানাযার নামাজে মুস্তাহাব নয়। (হেদায়া ১/১৮০)

১৬৫. হানাফিদের মতে, আউযুবিল্লাহ আস্তে পড়বে। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদি. বলেন, নামাজে চারটি জিনিস ইমাম আস্তে বলবে। সেগুলোর মাঝে রয়েছেঃ আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও আমিন। (হেদায়া ১/১০৩)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যে ব্যক্তি কিরাত পড়তে সক্ষম তার জন্য কিরাত ছাড়া নামাজ সহিহ হবে না। এ ব্যাপারে হাদিস নিম্নরূপ:

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا تَجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

অর্থ: সুরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ হবে না।[১৬৬] –সহিহ বুখারি ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে–

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অর্থ: সুরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ হবে না।[১৬৭]

বিসমিল্লাহ পড়া

নামাজে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' পড়া ওয়াজিব। এটি শাফেয়িদের মতে সুরা ফাতেহার একটি স্বতন্ত্র আয়াত। তাদের মতে সকল তাশদিদসহ সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। সুরা ফাতিহাতে মোট ১৪টি তাশদিদ রয়েছে।

---

১৬৬. সহিহ ইবনে খুজাইমা ১/২৪৮, সহিহ ইবনে হিব্বান: ১৭৮৯।

১৬৭. বুখারি শরিফ: ৭৫৬, মুসলিম শরিফ: ৩৪-৩৭, সুনানে আবু দাউদ: ৮২২, সুনানে তিরমিজি:২৪৭, সুনানে নাসাঈ: ১৩৭, সুনানে ইবন মাজাহ: ৮৩৭।

উল্লেখ্য, হানাফি মাজহাব মতে মুক্তাদি কিরাত পড়বে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

অর্থ: যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো এবং চুপ থাকো। যাতে তোমাদের ওপর দয়া করা হয়।– উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, এটি ফরজ নামাজের ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে।– তাফসিরে ইবনে কাসির ২/২৮।

ইমামের কিরাতই মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট। ইমামের কিরাত যদি মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট না হতো, তাহলে রুকুতে এসে জামাতে শরিক হলে সে ব্যক্তি ঐ রাকাত পেয়েছে বলে ধরা হতো না। অথচ সে তো ঐ রাকাতে কোন কিরাতই পড়েনি। যেহেতু ইমামের কিরাত মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট তাই মুক্তাদির সুরা ফাতিহা পড়ার প্রয়োজন নেই; বরং কোন প্রকার কিরাত পড়া উক্ত আয়াতের নিষেধাজ্ঞার দরুন নাজায়েজ হবে।

আর উল্লিখিত দুটি হাদিস হল একাকী নামাজি ব্যক্তি ও ইমামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আনুসাঙ্গিকভাবে মুক্তাদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ, ইমামের কিরাত যখন মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট, তখন মুক্তাদিও যেন সুরা ফাতিহা পড়েছে।

এছাড়াও ইমামের পেছনে মুক্তাদির কিরাত নিষিদ্ধের বিষয়টি অন্য হাদিসে স্পষ্টভাবে এসেছে। এবিষয়ে অনেক সাহাবির স্পষ্ট বক্তব্যও রয়েছে। সাধারণ পাঠক এবিষয়ে বিস্তারিত জানতে মাওলানা আবদুল মাতিন দা. বা. এর 'দলিলসহ নামাজের মাসায়েল' নামক বইটি পড়ুন। –অনুবাদক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তিনটি বিসমিল্লায়। আর বাকিগুলো বাকি আয়াতে। যদি কোন একটি তাশদিদ বাদ পড়ে যায়, তাহলে কিরাত বাতিল হয়ে যাবে।[১৬৮]

সুরা ফাতিহা তারতিবের সাথে ধারাবাহিকভাবে পড়বে। যদি তারতিবের সঙ্গে না পড়ে বা ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিরাত শুদ্ধ হবে না। তবে নিঃশ্বাস নেওয়া পরিমাণ চুপ থাকলে কোন সমস্যা নেই। মুক্তাদি যদি ইমামের সঙ্গে তিলাওয়াতের সেজদা করে বা ইমামের আমিন শোনে, সেও আমিন বলে অথবা ইমামের কিরাতের চাহিদানুযায়ী মুক্তাদি আল্লাহর কাছে রহমতের জন্য দুআ করে বা জাহান্নাম থেকে পানাহ চায় অথচ মুক্তাদি তখন সুরা ফাতিহা পড়ছিলো তাহলে তার কিরাত বাতিল হবে না। কারণ, সে অক্ষম।[১৬৯]

সুরা ফাতেহায় এমন ভুল হলে, যার ফলে অর্থ বিকৃত হয়ে যায় তাহলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। আর অর্থ বিকৃতকারী ভুল না হলে কিরাত শুদ্ধ হবে; নামাজ নষ্ট হবে না।

অর্থ বিকৃত হওয়ার উদাহরণ– اَنْعَمْتَ এর মধ্যে تَ বর্ণে পেশ দিয়ে পড়া অথবা اِيَّاكَ نَعْبُدُ এর মধ্যে كَ বর্ণে যের দিয়ে পড়া।

অর্থ বিকৃতি না হওয়ার উদাহরণ– رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এর মধ্যে بَ বর্ণে পেশ বা যবর দিয়ে পড়া। نَسْتَعِيْنُ -এর দ্বিতীয় নুনকে যবর বা যের দিয়ে পড়া।

অবশ্য وَلَا الضَّآلِّيْنَ এর মধ্যে ضَادْ এর স্থানে ظَا পড়লে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। এটিই প্রসিদ্ধ মত। তবে যদি কেউ শিখার চেষ্টা করার পরও ضَادْ উচ্চারণ করতে না পারে তাহলে সে অপারগ বলে গণ্য হবে। তার নামাজ নষ্ট হবে না।

---

১৬৮. হানাফিদের মতে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত। এটি না পড়লেও নামাজ হয়ে যাবে। (হেদায়া ১/১০৩)

১৬৯. হানাফি মাজহাব মতে, মুক্তাদির কিরাত বাতিল হওয়ার প্রশ্নই নেই। কারণ, মুক্তাদির জন্য কিরাতের অনুমোদনই নেই। যার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে চলে গেছে। এসব ক্ষেত্রে সে ইমামের অনুসরণ করবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যদি সুরা ফাতেহা ভালোভাবে পড়তে না পারে তাহলে এর সমপরিমাণ অন্য কোন কিরাত পড়বে। যদি অন্য কোন কিরাতও পড়তে না পারে তাহলে সুরা ফাতিহার সমপরিমাণ তাসবিহ, তাহলিল ইত্যাদি পড়বে। আর যদি তাও না পারে, আর তা শেখার মতো নামাজের ওয়াক্ত না থাকে তাহলে সুরা ফাতেহা পরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকবে। তাহলেও তার নামাজ শুদ্ধ হবে যদি সে শেখার ক্ষেত্রে কোন ধরনের অলসতা না করে থাকে। আর যদি অলসতা করে থাকে তাকে সেই নামাজগুলো পুনরায় পড়তে হবে।

আর যখনই শিখতে শুরু করবে তখন সর্ব প্রথম সুরা ফাতিহা শিখবে। যদি অনারবী ভাষায় ভালো করে সুরা ফাতিহা পড়তে পারে; কিন্তু আরবি ভাষায় ভালো করে না পারে, তাহলে সেও অক্ষম। সেও পূর্বের আলোকে জিকির-আজকার করবে।

সুরা ফাতেহার পর কোন একটি সুরা পূর্ণ পড়বে বা আংশিক পড়বে, এটি সুন্নাত। যদি অন্য সুরা না মিলায় তাহলে নামাজ নষ্ট হবে না। সেজদায়ে সাহুও দেয়া লাগবে না। ফরজ নামাজ হোক বা নফল নামাজ। সঠিক মতানুযায়ী জানাযায় সুরা পড়া মুস্তাহাব নয়।[১৭০]

নামাজি ব্যক্তি চাইলে পুরো সুরা পড়তে পারে বা আংশিক সুরা পড়তে পারে। বড় সুরার আংশিক পড়ার চেয়ে ঐ পরিমাণের ছোট সুরা পড়া উত্তম। কুরআনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সুরা পড়া মুস্তাহাব। সুতরাং প্রথম রাকাতে পঠিত সুরার পরবর্তী সুরা দ্বিতীয় রাকাতে পড়া। যদি এর ভিন্নতা করে তাহলেও জায়েজ আছে । সুন্নাত হল সুরা ফাতিহা পড়ার পরে সুরা পড়া। যদি ফাতিহার পূর্বে পড়ে তাহলে সেটি সুরা মিলানো বলে গণ্য হবে না।

জেনে রাখুন, পূর্বের বিবরণ অনুযায়ী সুরা পড়ার মুস্তাহাব হল ইমামের জন্য, একাকী নামাজ আদায়কারীর জন্য এবং সিররি নামাজ আদায়কারী মুক্তাদির জন্য।

---

১৭০. হানাফি মাজহাব মতে, সুরা ফাতিহার পর অন্য সুরা মিলানো ওয়াজিব। ইচ্ছা করে না মিলালে নামাজ পুনরায় পড়া ওয়াজিব। আর ভুলবশতঃ এরূপ হলে সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব। (হেদায়া ০১/১০৪)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জেহরি নামাজের মুক্তাদি কেবল ইমামের সঙ্গে সুরা ফাতিহা পড়বে। আর যদি ইমামের কিরাত শুনতে না পায় বা অস্পষ্টভাবে শুনতে পায় তাহলে উক্ত মুক্তাদির জন্যও সুরা পড়া মুস্তাহাব।[১৭১]

সুন্নাত পরিমাণ কিরাতের বিবরণ

ফজর ও যোহরের নামাজে সুরা হুজুরাত থেকে সুরা বুরুজ পর্যন্ত যে কোন সুরা বা এর সমপরিমাণ কিরাত। আসর ও এশার নামাজে সুরা বুরুজ থেকে সূর বায়্যিনা পর্যন্ত যে কোন সুরা বা এর সমপরিমাণ অন্য কোন কিরাত। মাগরিবের নামাজে সুরা বায়্যিনাহ থেকে সুরা নাস পর্যন্ত যে কোন সুরা বা এর সমপরিমাণ অন্য কোন কিরাত।

ইমাম চাইলে এরচে কম পড়তে পারবে। তবে যদি জানে যে, মুক্তাদিরাও এই পরিমাণ কিরাতে আগ্রহী, তাহলে কোন এই পরিমাণই পড়বে।

অনুরূপভাবে সুন্নত হল, জুমুআর দিন ফজরের নামাজের প্রথম রাকাতে الٓمٓ اَلسَّجْدَةَ (আলিফ লাম মিম, আসসাজদাহ) দ্বিতীয় রাকাতে هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ (দাহর) পড়া।

ঈদ ও ইস্তেসকার নামাজে প্রথম রাকাতে সুরা ফাতেহার পর সুরা قٓ পড়া। দ্বিতীয় রাকাতে اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةِ (কামার) পড়া। আর চাইলে প্রথম রাকাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ (আলা) এবং দ্বিতীয় রাকাতেهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ (গাশিয়াহ) পড়তে পারবে। উভয়টিই সুন্নাত।

জুমুআর নামাজে প্রথম রাকাতে سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ (সুরা জুমুআ) এবং দ্বিতীয় রাকাতে سُوْرَةُ الْمُنَافِقُوْنَ (সুরা মুনাফিকুন) পড়া। প্রথম রাকাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ (আলা) এবং দ্বিতীয় রাকাতে هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ(গাশিয়াহ) পড়তে পারবে। উভয়টিই সুন্নাত।

---

১৭১. হানাফি মাজহাব অনুযায়ী মুক্তাদি কোন অবস্থাতেই ইমামের পেছনে কোন ধরনের কিরাত পড়বে না। যার আলোচনা পেছনে গেছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এসব ক্ষেত্রে এক সুরা দিয়েই দুই রাকাত পড়বে না। সহজতা চাইলে একটু দ্রুত দুই সুরা পড়ে নেবে।

সুন্নাত হল, ফজরের সুন্নতের প্রথম রাকাতে (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا)[১৭২] এবং দ্বিতীয় রাকাতে (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ)[১৭৩] আর চাইলে প্রথম রাকাতে সুরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সুরা ইখলাস পড়বে। উভয়টিই সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়টি করেছেন।

মাগরিবের সুন্নতে, তাওয়াফের দুই রাকাতে এবং ইস্তিখারার নামাজে প্রথম রাকাতে সুরা কাফিরুন পড়া এবং দ্বিতীয় রাকাতে সুরা ইখলাস পড়া, সঙ্গে সুরা ফালাক ও নাস পড়া। আমরা এখানে সে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি, এসব বিষয়ে সহিহ, গাইরে সহিহ ইত্যাদি অনেক হাদিস এসেছে। এসব হাদিস প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে আমরা এখানে উল্লেখ করিনি।

যদি কেউ জুমুআর প্রথম রাকাতে সুরা জুমুআ না পড়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় রাকাতে সুরা মুনাফিকুনের সঙ্গে সুরা জুমুআ পড়ে নেবে। অনুরূপভাবে ঈদের নামাজ, ইস্তিস্কার নামাজ, বিত্‌র ও ইত্যাদি নামাজে, যার আলোচনা পূর্বে গেছে, সেসব নামাজে প্রথম রাকাতে না পড়ে থাকলে দ্বিতীয় রাকাতে প্রথম রাকাতের সুরাটিসহ পড়বে। যেন নামাজে উভয় সুরা পড়া হয়ে যায়।

আর যদি জুমুআর প্রথম রাকাতে সুরা মুনাফিকুন পড়ে , তাহলে দ্বিতীয় রাকাতে সুরা জুমুআ পড়বে, আর সুরা মুনাফিকুন পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। এ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত প্রমাণ শরহুল মুহায্যাবে উল্লেখ করেছি।

সহিহ সনদে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর ও অন্যান্য নামাজে প্রথম রাকাতে দ্বিতীয় রাকাতের তুলনায় কিরাত দীর্ঘ করতেন।

অধিকাংশ শাফেয়ি ইমামগণ এ বিষয়ের হাদিসটিকে ব্যাখ্যা করে বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম রাকাতের তুলনায় দ্বিতীয় রাকাতে কিরাত লম্বা করতেন না।

---

১৭২. সুরা বাকারা: ১৩৬।

১৭৩. সুরা আলে ইমরান: ৬৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তবে মুহাক্কিক শাফেয়িগণ বলেন, উক্ত সহিহ হাদিসের কারণে প্রথম রাকাতে কিরাত দীর্ঘ করা মুস্তাহাব। উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাত প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতের চেয়ে ছোট হবে। সঠিক মতানুযায়ী শেষের দুই রাকাতে কিরাত মুস্তাহাব নয়। শেষ দুই রাকাতে কিরাত পড়া হলেও সমান সমান পড়া হবে। কেউ কেউ বলেন, সেক্ষেত্রেও তৃতীয় রাকাত চতুর্থ রাকাতের চেয়ে দীর্ঘ হবে।

সকল উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, ফজরের নামায, মাগরিব ও এশারের প্রথম দুই রাকাতে কিরাত উচুঁ আওয়াজে পড়া হবে। জোহর, আছর ও মাগরিব নামাজের তৃতীয় রাকাতে এবং এশার নমাজের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে কিরাত আস্তে পড়া হবে।

জুমুআর নামাজ উভয় ঈদ, তারাবিহ ও তারাবির পরের বিতরের নমাযে কিরাত জোরে পড়বে। ইমাম ও একাকী নামাজি ব্যক্তির জন্য এসব নামাজে উচুঁ আওয়াজে কিরাত পড়া মুস্তাহাব।[১৭৪]

আর মুক্তাদি কোন নামাজেই উচ্চস্বরে কিরাত পড়বে না।[১৭৫]

চন্দ্রগ্রহণের নামাজে উচ্চস্বরে কিরাত পড়া সুন্নাত। আর সূর্যগ্রহণের নামাজে নিম্নস্বরে কিরাত পড়া সুন্নাত। ইস্তিসকার নামাজে উচ্চস্বরে কিরাত পড়বে। আর জানাযার নামাজে নিম্নস্বরে কিরাত পড়বে। ঈদ ও ইস্তিসকার নামাজ ছাড়া দিনের সকল নফল নামাজে উচ্চস্বরে কিরাত পড়বে না।

রাতের নফলের ক্ষেত্রে শাফেয়ি উলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন, নিচু আওয়াজে পড়বে, কেউ বলেন, উচুঁ আওয়াজে পড়বে। তৃতীয় মতটি হল অধিক বিশুদ্ধ, তা হল– মাঝামাঝি আওয়াজে পড়বে। এটিই কাজি হুসাইন ও বাগাবি রহ. দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন।

যদি রাতের নামাজ দিনে কাযা করে, বা দিনের নামাজ রাতে কাযা করে তাহলে সেক্ষেত্রে কাযার ওয়াক্তের বিবেচনা করা হবে নাকি আদায়ের ওয়াক্তের বিবেচনা করা হবে, এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। প্রসিদ্ধ মত হল, কাযার ওয়াক্তের বিবেচনা করা হবে। কেউ কেউ বলেন, সর্বদা কিরাত আস্তে পড়বে।

---

১৭৪. হানাফি মাজহাব মতে, এসব নামাজে ইমামের জন্য উচ্চস্বরে কিরাত পড়া ওয়াজিব। (হেদায়া ১/১১৫)

১৭৫. হানাফি মাজহাব মতে, কিরাতই পড়বে না। যার আলোচনা পূর্বে গেছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জেহরি নামাজে (যেসব নামাজে কিরাত উচুঁ আওয়াজে পড়া হয়) কিরাত উচুঁ আওয়াজে পড়া এবং সিররি নামাজে (যেসব নামাজে কিরাত নিম্ন আওয়াজে পড়া হয়) কিরাত আস্তে পড়া সুন্নাত; ওয়াজিব নয়। যদি আস্তের জায়গায় জোরে পড়ে বা জোরের জায়গায় আস্তে পড়ে তাহলে তার নামাজ শুদ্ধ হবে, তবে মাকরূহে তানযিহি হবে। সেজদায়ে সাহু লাগবে না।[১৭৬]

পূর্বে আমরা আলোচনা করে আসছি, নামাজে আস্তে কিরাত ও জিকিরের ক্ষেত্রে অন্তত ব্যক্তি নিজে শুনতে হবে। যদি নিজে শুনতে না পায় তাহলে কিরাত ও জিকির শুদ্ধ হবে না। অবশ্য কোন প্রতিবন্ধকতা যেমন বোবাত্ব ইত্যাদি থাকলে সেটি ভিন্ন।[১৭৭]

শাফেয়িদের মতে, জেহরি নামাজে ইমামের জন্য চার জায়গায় সিকতা তথা চুপ থাকা মুস্তাহাব। এক. তাকবিরে তাহরিমার পর ছানা পড়ার আগে। দুই. সুরা ফাতিহা শেষ করার পর আমিন বলার আগে খুবই অল্প সময় চুপ থাকা, যেন স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আমিন সুরা ফাতিহার অংশ নয়। তিন. আমিন বলার পর দীর্ঘ সময় চুপ থাকা যেন মুক্তাদিরা এসময় সুরা ফাতিহা পড়তে পারে। চার. কিরাত শেষ করার পর রুকুতে যাওয়ার আগে চুপ থাকা। এর মাধ্যমে কিরাত ও রুকুর তাকবির মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করা।[১৭৮]

ইমাম সুরা ফাতিহা শেষ করার পর আমিন বলবে। এটি মুস্তাহাব। এবিষয়ে অনেক প্রসিদ্ধ হাদিস রয়েছে। হাদিসসমূহে আমিন বলার অনেক ফজিলত ও সওয়াবের কথা বর্ণিত হয়েছে।

এই আমিন বলা সুরা ফাতিহার সকল পাঠকের জন্য মুস্তাহাব। নামাজের ভেতরে পড়ুক বা বাইরে। নামাজে ইমাম, মুক্তাদি, একাকী ব্যক্তি সকলের জন্য আমিন বলা মুস্তাহাব। ইমাম ও একাকী নামাজি ব্যক্তি জেহরি নামাজে

---

১৭৬. হানাফিদের মতে ওয়াজিব। সুতরাং ভিন্নরূপ হলে ওয়াজিব তরক করার কারণে সেজদায়ে সাহু লাগবে। (হোদায়া ১/১৫৮)

১৭৭. এ বিষয়টি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের মাঝে অনেকেই নামাজে এমনভাবে কিরাত ও দুআ-দরুদ এবং তাসবিহ পড়ে যে, ঠোঁটই নড়ে না। এভাবে পড়লে কিরাত শুদ্ধ হবে না। আর কিরাত শুদ্ধ না হলে নামাজও শুদ্ধ হবে না।

১৭৮. হানাফিদের মতে, নামাজে কোন সিকতা তথা চুপ থাকার বিষয় নেই। সুতরাং উক্ত চার জায়গায় চুপ থাকবে না

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচুঁ আওয়াজে আমিন বলবে। মুক্তাদিরাও উচুঁ আওয়াজে বলবে। মুক্তাদি কম হোক বা বেশি হোক।[১৭৯]

নামাজের ভিতর বা বাইরে কুরআন তিলাওয়াতকারী ব্যক্তি কোন রহমতের আয়াত পড়লে আল্লাহর কাছে দয়া-অনুগ্রহ কামনা করবে। আর আযাবের আয়াত পড়লে আল্লাহর কাছে জাহান্নাম, শাস্তি, মন্দ ও অপছন্দনীয় বিষয় থেকে পানাহ চাবে। অথবা বলবে–

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফিয়াহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে নিস্কৃতি চাচ্ছি। অথবা এজাতীয় কিছু বলবে।

আর আল্লাহ তাআলার পবিত্রতার কোন আয়াত পাঠ করলে বলবে–

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

উচ্চারণ: সুবহানাহু ওয়া তাআলা।

অর্থ: আল্লাহ পুতঃপবিত্র ও মহান। অথবা–

تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ

উচ্চারণ: তাবারাকাল্লাহু রাব্বুল আলামিন।

অর্থ: বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ তাআলা বড় মহান। অথবা বলবে–

جَلَّتْ عَظْمَةُ رَبِّنَا.

উচ্চারণ: জাল্লাত আযমাতু রাব্বিনা।

অর্থ: আমার রবের মহত্ত্ব বিরাট। অথবা এজাতীয় কিছু বলবে।

(১০৪) হজরত হুজায়ফা বিন ইয়ামান রাদি. থেকে বর্ণিত–

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ : يُصَلِّي بِهَا فِيْ رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ :

---

১৭৯. হানাফিদের মতে, আমিন আস্তে বলবে। ইমাম, মুক্তাদি ও একাকী নামাজি ব্যক্তি সকলেই আমিন আস্তে বলবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا؛ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ.

অর্থ: হুজায়ফা বিন ইয়ামান রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামাজে দাঁড়ালাম। তিনি সুরা বাকারা শুরু করলেন, আমি ভাবলাম, হয়ত ১০০ আয়াত পড়ে রুকু করবেন। কিন্তু না তিনি তা করলেন না। ভাবলাম হয়তবা বা সুরা বাকারা পুরো পড়ে রুকু করবেন। সুরা বাকারা শেষ করার পর তিনি সুরা সুরা আলে ইমরান শুরু করলেন। সুরা আলে ইমরান শেষ করে সুরা নিসা শুরু করে দিলেন। সুরা নিসাও পড়ে শেষ করলেন।

তিনি পড়ছিলেন খুবই আস্তে-ধীরে। তারতিলের সাথে। যখন আয়াতে তাসবিহের আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন তিনি তাসবিহ পড়ছিলেন। যখন তিনি কোন প্রার্থনামূলক আয়াত পড়ছিলেন, তখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছিলেন। যখন অশ্রয় চাওয়ার আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছিলেন।[১৮০]

শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম বলেন, নামাজের ভিতর বা বাইরে কুরআন তিলাওয়াতকারীর জন্য তাসবিহ, প্রার্থনা ও আশ্রয় চাওয়া মুস্তাহাব। সে মুক্তাদি হোক, ইমাম হোক বা একাকী নামাজি ব্যক্তি হোক। এক্ষেত্রে আমীনের মতো সকলেই সমান। সুতরাং যে ব্যক্তি (اَلَيْسَ اللهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ)[১৮১] পড়বে সে বলবে: بَلَى وَاَنَا عَلٰى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ (হ্যাঁ, আমিও এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি)

এবং যখন পড়বে اَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى (তবুও কি সেই আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন?) [১৮২] তখন বলবে, بَلَى وَاَشْهَدُ (হ্যাঁ, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি) এবং যখন পড়বে فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ

---

১৮০. সহিহ মুসলিম: ৭৭২, সুনানে আবু দাউদ: ৮৭১, সুনানে নাসাঈ ২/১৭৬।

১৮১. সুরা তীন: ৮।

১৮২. সুরা কিয়ামাহ: ৪০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

يُؤْمِنُوْنَ (বস্তুতঃ এরপর কীসের ওপর ঈমান আনবে?)[১৮৩] তখন বলবে آمَنْتُ بِاللهِ، (আল্লাহর ওপর ঈমান আনলাম) আর যখন পড়বে (سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى) (আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন)[১৮৪] তখন বলবেঃ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى (আমি আমার মহার রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি)

রুকুর দুআ

সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবির বলতেন। যদি কেউ তা ছেড়ে দেয় তাহলে মাকরূহে তানযিহি। নামাজ নষ্ট হবে না এবং সেজদায়ে সাহু দিতে হবে না। নামাজের অন্যান্য তাকবিরের ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য। তবে তাকবিরে তাহরিমা ব্যতিক্রম। কেননা এটা নামাজের রুকন, এটা ছাড়া নামাজ হবে না। পূর্বে নামাজে তাকবিরের সংখ্যার আলোচনা গেছে।

ইমাম আহমদ রহ. এর অভিমত রয়েছে যে, নামাজের সকল তাকবির ওয়াজিব।

আল্লাহু আকবার মদ করে পড়বে কিনা? এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ির দুটি মত রয়েছে। প্রসিদ্ধ মত হল রুকুতে যাওয়া পর্যন্ত তাকবির টেনে বলবে। যেন নামাজের কোন অংশ জিকির থেকে মুক্ত না থাকে। তবে তাকবিরে তাহরিমা টেনে বলবে না। সেক্ষেত্রে না টেনে বলাই মুস্তাহাব।

রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবিহ পড়বে। তিনবার বলবেঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণঃ সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম।

অর্থঃ আমার রবের মহত্ত্ব ঘোষণা করছি।

(১০৫) হজরত হুজায়ফা রাদি. এর হাদিস থেকে বর্ণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দীর্ঘ রুকুতে বলতেন, যা ছিল সুরা বাকারা, আলে

---

১৮৩. সুরা আরাফঃ ১৮৫।

১৮৪. সুরা আলাঃ ০১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইমরান ও নিসা পড়ার সমপরিমাণ। তিনি এ দীর্ঘ রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম) বলতেন। অর্থাৎ তিনি سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ বার বার পড়তেন।[১৮৫]

সুনানের কিতাবসমূহে আছে–

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، ثَلَاثًا، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন তিনবার রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম) বলবে তখন তার রুকু পূর্ণ হয়ে যাবে।[১৮৬]

(১০৫) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ : سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ .

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু ও সিজদায় নিম্নোক্ত দুআটি পড়তেন:

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ .

উচচারণ: সুবহাকাল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়াবি হামদিকা আল্লাহুম্মাগ ফিরলি।

অর্থ: হে আমার পালনকর্তা আল্লাহ, সপ্রশংস আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করো।[১৮৭]

(১০৭) মুসলিম শরিফে হজরত আলি রাদি. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে এই দুআ পড়তেন–

---

১৮৫. সহিহ মুসলিম: ৭৭২, সুনানে আবু দাউদ: ৮৭১, সুনানে নাসাঈ ৩/২২৬।

১৮৬. সুনানে তিরমিজি: ২৬১, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৮৯০।

১৮৭. সহিহ বুখারি: ৭৯৪, সহিহ মুসলিম: ৪৮৪, সুনানে আবু দাউদ: ৮৭৭, সুনানে নাসাঈ ২/২১৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ، وَمُخِّيْ وَعَصَبِيْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লাকা রাকাতু, ওয়াবিকা আমানতু, ওয়ালাকা আসলামতু, খাশাআ লাকা সাময়ি ওয়াবাসারি, ওয়া মুখখি, ওয়া আজমি ওয়া আসাবি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার সামনে রুকু করলাম, আপনার প্রতিই ঈমান রাখি এবং আপনার প্রতি সমর্পিত হলাম। আমার চক্ষু-কর্ণ, অস্থি-মজ্জা, শিরা-স্নায়ু সবই আপনার সামনে বিনয়াবত হল।[১৮৮]

সুনানের কিতাবসমূহে নিম্নোক্ত দুআটি পড়ার কথাও বর্ণিত হয়েছে–

خَشَعَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ، وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ، وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمَيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

উচ্চারণ: খাশাআ সাময়ি ওয়াবাসারি, ওয়া মুখখি, ওয়া আজমি। ওয়ামাস্তাকাল্লাত বিহি কাদামি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

অর্থ: আমার চক্ষু-কর্ণ, অস্থি-মজ্জা ও কদম বিশ্বপতি আল্লাহর সামনে বিনয়াবত হল।

(১০৮) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু–সিজদায় নিম্নোক্ত দুআটি পড়তেন:

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ.

উচ্চারণ: সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালায়িকাতি ওয়াররুহ।

অর্থ: মহামহিম পবিত্র সত্ত্বা। ফেরেশতা ও জিবরিলের পালনকর্তা।[১৮৯]

(১০৯) হজরত আউফ বিন মালেক রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قُمْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً، فَقَامَ فَقَرَأَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، لَا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ فَتَعَوَّذَ. قَالَ : ثُمَّ

১৮৮. সহিহ মুসলিম: ৭৭১।

১৮৯. সহিহ মুসলিম: ৪৮৭, সুনানে আবু দাউদ: ৮৭২, সুনানে নাসাঈ ২/২২৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

رَكَعَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ، يَقُوْلُ فِي رُكُوْعِهِ : " سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ". ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ فِي سُجُوْدِهِ مِثْلَ ذَالِكَ.

অর্থ: আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামাজ আদায় করেছি। তিনি সুরা বাকারা পড়তে আরম্ভ করলেন, যখন রহমতের আয়াত তিলাওয়াত করতেন তখন থেমে যেতেন এবং আল্লাহর কাছে রহমত চাইতেন। আযাবের আয়াত তিলাওয়াত করে থেমে যেতেন। আযাব থেকে পানাহ চাইতেন। এরপর কিরাত সমপরিমাণ সময় রুকু করতেন। রুকুতে নিম্নোক্ত দুআটি পড়তেন:

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.

উচ্চারণ: সুবহানা যিল জাবারুত ওয়াল মালাকুত ওয়াল কিবরিয়া ওয়াল আযামাহ।

অর্থ: শক্তিমত্তা, রাজত্ব, বড়ত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী আল্লাহর পবিত্রতার ঘোষণা করছি। তিনি সিজদাতেও উল্লিখিত দুআ পড়তেন।[১৯০]

(১১০) ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থ: তোমরা রুকুতে আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করো।[১৯১]

এই শেষোক্ত হাদিসটিই এই অধ্যায়ের মূল। তা হল রুকুতে আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব বর্ণনা করা, সেটি যে শব্দেই হোক না কেন। সম্ভব হলে উত্তম হল, রুকুতে উক্ত সকল দুআ পড়া। তবে যেন অন্যের কষ্ট না হয়। উক্ত দুআসমূহ থেকে তাসবিহগুলো আগে পড়া। যদি কম পড়তে চায়, তাহলে তাসবিহ পড়া মুস্তাহাব। সর্বনিম্ন তিনবার তাসবিহ পড়া। এর চেয়ে কম করলেও মূল তাসবিহ পাঠকারী হিসেবে গণ্য হবে। যদি কোন একটি তাসবিহ পড়ে থাকে তাহলে এক নামাজে এক তাসবিহ পড়বে অন্য নামাজে আরেক তাসবিহ পড়বে। যেন সকল তাসবিহ পড়া হয়ে যায়। নামাজের সকল জিকিরের ক্ষেত্রে একই কথা।

---

১৯০. সুনানে নাসাঈ ২/১৯১, সুনানে আবু দাউদ: ৮৭৩।

১৯১. সহিহ মুসলিম: ৪৭৯, সুনানে আবু দাউদ: ৮৭৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

রুকুতে তাসবিহ পড়া সুন্নাত। যদি তা ইচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে ছেড়ে দেয় তাহলেও নামাজ নষ্ট হবে না। গুনাহগারও হবে না। সেজদায়ে সাহুও করা লাগবে না। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর মতে তা ওয়াজিব।

অতএব, নামাজি ব্যক্তির তাসবিহ বলা উচিত। কারণ, বিভিন্ন সহিহ হাদিসে তা পড়ার নির্দেশ এসেছে। যেমন-

فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ.

এই হাদিসটি পূর্বে গেছে। উলামায়ে কেরামের ইখতেলাফ থেকে বাঁচার জন্য তাসবিহ বলা চাই। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।

রুকু-সিজদায় কুরআন তিলাওয়াত করা মাকরুহ

রুকু-সিজদায় কুরআন তিলাওয়াত করা মাকরুহ। যদি সুরা ফাতেহা ছাড়া অন্য কোন সুরা পড়ে তাহলে নামাজ নষ্ট হবে না। সুরা ফাতেহা পড়লেও নামাজ নষ্ট হবে না। বিশুদ্ধ মত এটাই। তবে কেউ কেউ বলেছেন: নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে।

(১১১) হজরত আলি রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রুকু ও সিজদারত অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন।[১৯২]

(১১২) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

أَلَا وَإِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا.

অর্থ: আমাকে রুকু ও সিজদারত অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।[১৯৩]

---

১৯২. সহিহ মুসলিম: ৪৮০, সুনানে আবু দাউদ: ৪০৪৪।

১৯৩. সহিহ মুসলিম: ৪৮০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ার দুআ

রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ: যে আল্লাহর প্রশংসা করেছে, আল্লাহ তা কবুল করুন) বলবে।

আর যদি مَنْ حَمِدَ اللهَ سَمِعَ لَهُ বলে তাও হবে। ইমাম শাফেয়ি কিতাবু উম্মে এ ব্যাপারে বলেছেন।

রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ - وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ. لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

উচ্চারণ: রাব্বানা লাকাল হামদু হামদান কাসিরান তাইয়িবান মুবারাকন ফিহ। মিলআস সামাওয়াতি ওয়া মিলআল আরদি ওয়া মিলআ মা বাইনাহুমা ওয়া মিলআ মা শিতা মিন শাইয়িন বাদু। আহলাস সানায়ি ওয়াল মাজদি, আহাক্কু মা কালাল আবদু। ওয়া কুল্লুনা লাকা আবদুন। লা মানিআ লিমা আতাইতা, ওয়া লা মুতিয়া লিমা মানাতা, ওয়া লা য়ানফাউ জাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থ: হে আমাদের রব, আপনার প্রশংসা, যা আপনার নেয়ামতের মতোই পর্যাপ্ত-প্রচুর। এই প্রশংসা প্রদর্শনেচ্ছামুক্ত এবং বড় বরকতময়। আসমান-যমি-পূর্ণ প্রশংসা আপনার জন্য এবং আপনি আরো যা চান তা পূর্ণ। ওহে পূর্ণ প্রশংসা ও চূড়ান্ত সম্মানের মালিক! বান্দার মিনতি কবুলকারী এবং আমরা সবাই আপনারই বান্দা। কেউ আপনার দান রোধ করতে পারে না এবং আপনি বন্ধ করলে কেউ তা দিতে পারে না। আমল ছাড়া সামর্থ্যবানের সামর্থ্য কোন কাজে আসবে না।[১৯৪]

১৯৪. সহিহ মুসলিম: ৪১১, ৭৯৯। উ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(১১৩) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু থেকে কোমর সোজা করে দাঁড়াতেন, তখন বলতেন–

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

উচ্চারণ: সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ।

অর্থ: আল্লাহর প্রশংসাকারীদের প্রশংসা আল্লাহ কবুল করুন।

এরপর দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় বলতেন–

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

উচ্চারণ: রাব্বানা লাকাল হামদ।

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক, আপনার জন্যই সকল প্রশংসা।[১৯৫]

কোন কোন বর্ণনায় আছে– وَلَكَ الْحَمْدُ (ওয়া লাকাল হামদ) 'ওয়াও' অব্যয়ের সাথে। উভয়টিই উত্তম।

(১১৪) হজরত আলি এবং ইবনে আবি আওফা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন নিম্নোক্ত দুআ পড়তেন–

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

উচ্চারণ: সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ। রাব্বানা লাকাল হামদ। মিলআস সামাওয়াতি ওয়া মিলআল আরদি ওয়া মিলআ মা বাইনাহুমা ওয়া মিলআ মা শিতা মিন শাইয়িন বাদু।

অর্থ: আল্লাহর প্রশংসাকারীদের প্রশংসা আল্লাহ কবুল করুন। হে আমাদের প্রতিপালক, আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। আসমান-যমি-পূর্ণ প্রশংসা আপনার জন্য এবং আপনি আরো যা চান তা পূর্ণ।[১৯৬]

---

১৯৫. সহিহ বুখারি: ৭৮৪, সহিহ মুসলিম: ৩৯২।

১৯৬. সহিহ মুসলিম: ৪৭৬, সুনানে আবু দাউদ: ৮৪৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(১১৫) হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু থেকে মাথা ওঠানোর সময় বলতেন–

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ - وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ. لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

উচ্চারণ: রাব্বানা লাকাল হামদু মিলআস সামাওয়াতি ওয়া মিলআল আরদি ওয়া মিলআ মা বাইনাহুমা ওয়া মিলআ মা শিতা মিন শাইয়িন বাদু। আহলাস সানায়ি ওয়াল মাজদি, আহাক্কু মা কালাল আবদু। ওয়া কুল্লুনা লাকা আবদুন। লা মানিআ লিমা আতাইতা, ওয়া লা মুতিয়া লিমা মানাতা, ওয়া লা য়ানফাউ জাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থ: হে আমাদের রব, আসমান-যমি-পূর্ণ প্রশংসা আপনার জন্য এবং আপনি আরো যা চান তা পূর্ণ। ওহে পূর্ণ প্রশংসা ও চূড়ান্ত সম্মানের মালিক! বান্দার মিনতি কবুলকারী এবং আমরা সবাই আপনারই বান্দা। কেউ আপনার দান রোধ করতে পারে না এবং আপনি বন্ধ করলে কেউ তা দিতে পারে না। আমল ছাড়া সামর্থ্যবানের সামর্থ্য কোন কাজে আসবে না।[১৯৭]

(১১৬) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. এর সূত্রে নিম্নোক্ত দুআর কথা বর্ণিত আছে–

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

উচ্চারণ: রাব্বানা লাকাল হামদু মিলআস সামাওয়াতি ওয়া মিলআল আরদি ওয়া মিলআ মা বাইনাহুমা ওয়া মিলআ মা শিতা মিন শাইয়িন বাদু।

অর্থ: হে আমাদের রব, আসমান-যমি-পূর্ণ প্রশংসা আপনার জন্য এবং আপনি আরো যা চান তা পূর্ণ।[১৯৮]

(১১৭) হজরত রিফাআ বিন রাফে যারকি রাদি. থেকে বর্ণিত–

---

১৯৭. সহিহ মুসলিম: ৪৭৭, সুনানে আবু দাউদ: ৮৪৭, সুনানে নাসাঈ ২/১৯৮-১৯৯।

১৯৮. সহিহ মুসলিম: ৪৭৮, সুনানে নাসাঈ ২/১৯৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ : "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ : "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ". فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : مَنِ الْمُتَكَلِّمُ ؟ قَالَ : أَنَا، قَالَ : " رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ

অর্থ: রিফাআ রাদি. বলেন, আমরা একবার নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামাজ আদায় করছিলাম। তিনি রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় বললেন: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ) তখন তাঁর পেছনে এক ব্যক্তি নিম্নোক্ত দুআ পড়লেন:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ.

উচ্চারণ: রাব্বানা লাকাল হামদু হামদান কাসিরান তাইয়িবান মুবারাকন ফিহ।

অর্থ: হে আমাদের রব, আপনার প্রশংসা, যা আপনার নেয়ামতের মতোই পর্যাপ্ত-প্রচুর। এই প্রশংসা প্রদর্শনেচ্ছামুক্ত এবং বড় বরকতময়।

নামাজ শেষে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কে দুআটি বলেছে? ঐ ব্যক্তি বলল, আমি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি ৩০ জনের বেশি ফেরেশতাকে এর সওয়াব লেখার জন্য প্রতিযোগিতা করতে দেখেছি।[১৯৯]

রুকু থেকে উঠার সময় পূর্বোল্লেখিত সকল দুআ পড়া মুস্তাহাব, যেমনটি পূর্বের রুকুর দুআর ক্ষেত্রে গেছে। যদি কোন একটি দুআ পড়তে হয়, তাহলে নিচের দুআটি পড়বে–

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

১৯৯. সহিহ বুখারি: ৭৯৯, সুনানে আবু দাউদ: ৭৭০, মুয়াত্তা মালেক ১/২১২, সুনানে তিরমিজি: ৭৭০, সুনানে নাসাঈ ২/১৯৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ। রাব্বানা লাকাল হামদু মিলআস সামাওয়াতি ওয়া মিলআল আরদি ওয়া মিলআ মা বাইনাহুমা ওয়া মিলআ মা শিতা মিন শাইয়িন বাদু।

অর্থ: আল্লাহর প্রশংসাকারীদের প্রশংসা আল্লাহ কবুল করুন। হে আমাদের প্রতিপালক, আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। আসমান-যমি-পূর্ণ প্রশংসা আপনার জন্য এবং আপনি আরো যা চান তা পূর্ণ।

আর যদি এরচেও বেশি সংক্ষেপ করতে চায় তাহলে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ। (সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ। রাব্বানা লাকাল হামদ) বলবে। এরচে আর কম কোন দুআ নেই।

উল্লিখিত দুআগুলো ইমাম, মুক্তাদি, একাকী নামাজ আদায়কারীর জন্য মুস্তাহাব। তবে ইমাম সকল দুআ পড়বে না। অবশ্য ইমাম যদি জানে যে, দীর্ঘায়িত হলে মুক্তাদিদের কষ্ট হবে না। তারা এটি পছন্দ করে তাহলে কোন সমস্যা নেই।

এই দুআগুলো সুন্নাত; ওয়াজিব নয়। এগুলো ছেড়ে দিলে মাকরুহ তানযীহী হবে। এর জন্য সেজদায়ে সাহু লাগবে না।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়েও কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা মাকরুহ যেমন রুকু, সিজদা অবস্থায় মাকরুহ। আল্লাহ পাক ভালো জানেন।

সিজদার দুআ

রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুআ পড়ে সিজদার জন্য তাকবির বলবে। আর মাটিতে কপাল রাখা পর্যন্ত তাকবির লম্বা করবে। এই তাকবির হল সুন্নাত। ছেড়ে দিলে নামাজ নষ্ট হবে না। সিজদায়ে সাহুও দিতে হবে না। সিজদার অনেক দুআ রয়েছে যেমন–

সহিহ মুসলিমে হজরত হুজায়ফা রাদি. এর সূত্রে নবিজির নামাজ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, তিনি একই রাকাতে সুরা বাকারা, নিসা ও আলে ইমরান তিলাওয়াত করেছেন। রহমতের আয়াত আসলে আল্লাহর কাছে রহমত চেয়েছেন। আযাব সংক্রান্ত আয়াত আসলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এরপর তিনি সিজদা করেছেন। সিজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (সুবহানা রাব্বিয়াল আলা) পড়েছেন। তিনি সিজদা করেছেন কিয়াম সমপরিমাণ।[২০০]

(১১৮) হজরত আয়েশা রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত আছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু, সিজদায় নিম্নোক্ত দুআ খুব বেশি পড়তেন–

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

উচ্চারণ: সুবহানাকাল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়াবি হামদিকা আল্লাহুম্মাগ ফিরলি।

অর্থ: হে আমাদের রব আল্লাহ, আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করি। আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো।[২০১]

(১১৯) হজরত আয়েশা রাদি. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু–সিজদায় নিম্নোক্ত দুআটি পড়তেন–

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ.

উচ্চারণ: সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালায়িকাতি ওয়ার্‌রুহ।

অর্থ: মহামহিম পবিত্র সত্তা। ফেরেশতা ও জিবরিলের পালনকর্তা।[২০২]

(১২০) হজরত আলি রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করতেন নিম্নোক্ত দুআ পড়তেন)

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদতু, ওয়া বিকা আমানতু, ওয়া লাকা আসলামতু। সাজাদা ওয়াজহি লিল্লাজি খালাকাহু ওয়া সাওয়ারাহু ওয়া শাক্কা সামআহু ওয়া বাসারাহ। তাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালিকিন।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার জন্য সাজদা করলাম, আপনার ওপরই ঈমান আনলাম, আপনার সামনেই সমর্পিত হলাম। আমার চেহারা সেই সত্তাকে

---

২০০. সহিহ মুসলিম: ৭৭২।
২০১.সহিহ বুখারি: ৭৯৪, মুসলিম: ৪৮৪।
২০২. সহিহ মুসলিম: ৪৮৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সাজদা করল, যিনি তা সৃষ্টি করেছেন, আকৃতি দান করেছেন এবং দীর্ণ করে চোখ-কান বের করেছেন। আল্লাহ পাক মহিমাময় সর্বোত্তম স্রষ্টা।[২০৩]

(১২১) রুকুর অধ্যায়ে হজরত আউফ বিন মালেক রাদি. থেকে সুনানের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ রুকু করলে নিম্নোক্ত দুআ বলতেন। সেজদাতেও এমনটি করতেন–

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ.

উচ্চারণ: সুবহানা যিল জাবারুত ওয়াল মালাকুত ওয়াল কিবরিয়া ওয়াল আযামাহ।

অর্থ: শক্তিমত্তা, রাজত্ব, বড়ত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী আল্লাহর পবিত্রতার ঘোষণা করছি। তিনি সিজদাতেও উল্লিখিত দুআ পড়তেন।[২০৪]

(১২২) হাদিসের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যখন সিজদা করে তখন সে যেন তিনবার পড়ে। এটিই সর্বনিম্ন স্তর:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى

উচ্চারণ: সুবহানা রাব্বিয়াল আলা।

অর্থ: আমি আমার মহা মহীয়ান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।[২০৫]

(১২৩) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমি খুঁজতে লাগলাম, হঠাৎ আমি দেখলাম যে, তিনি রুকু বা সিজদারত অবস্থায় আছেন। তিনি তখণ নিম্নোক্ত দুআটি পাঠ করছিলেন–

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণ: সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবি হামদিকা লাইলাহা ইল্লা আনতা।

অর্থ: আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। সহিহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে– আয়েশা রাদি. বলেন,

---

২০৩. সহিহ মুসলিম: ৭৭১, সুনানে আবু দাউদ: ৭৬০।
২০৪. নাসাঈ ২/১৯১, সুনানে আবু দাউদ: ৮৭৩।
২০৫. সুনানে আবু দাউদ: ৮৮৬, সুনানে তিরমিজি: ২৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমার হাত তার পায়ে লাগল, তিনি নামাজের স্থানে ছিলেন এবং উভয় পা দণ্ডায়মান ছিল। তিনি তখন নিম্নোক্ত দুআ পড়ছিলেন–

اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আউজু বি রিজাকা মিন সাখাতিকা, ওয়াবি মুআফাতিকা মিন উকুবাতিক। ওয়া আউজুবিকা মিনকা, লা উহসি সানাআন আলাইকা, আনতা কামা আসনাইতা আলা নাফসিক।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার সন্তুষ্টি চাই। ক্রোধ থেকে পানাহ চাই। শাস্তি থেকে মুক্তি চাই। আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আমি আপনার প্রশংসা করে শেষ করতে পারবো না। আপনি তেমনই মহিমান্বিত যেমন আপনি নিজের প্রশংসা করেছেন।[২০৬]

(১২৪) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ، قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

অর্থ: তোমরা রুকুতে রবের মহিমা বর্ণনা কর, বড়ত্ব প্রকাশ কর। আর সিজদায় বেশি বেশি দুআ করো কেননা, সিজদারত অবস্থায় দুআ বেশি কবুল হয়।[২০৭]

(১২৫) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

অর্থ: সেজদার সময় বান্দা আল্লাহ তাআলার বেশি নিকটে থাকে। অতএব, তোমরা সিজদারত অবস্থায় বেশি বেশি দুআ করো।[২০৮]

---

২০৬. সহিহ মুসলিম: ৪৮৬, সুনানে আবু দাউদ: ৮৭৯, মুয়াত্তা মালেক ১/২১৪, সুনানে আবু দাউদ: ৮৭৯, সুনানে তিরমিজি: ৩৪৯১, সুনানে নাসাঈ ২/২২৫, ২২৩।

২০৭. সহিহ মুসলিম: ৪৭৯, সুনানে আবু দাউদ: ৮৭৬, সুনানে নাসাঈ ২/১৮৯।

২০৮. সহিহ মুসলিম: ৪৮২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(১২৬) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় নিম্নোক্ত দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগ ফিরলি যাম্বি কুল্লাহু, দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু ওয়া আওয়ালাহু ওয়া আখেরাহু, ওয়া আলানিয়্যাহু ওয়াসির্‌রাহু।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার সকল গুনাহ মাফ করে দিন, ছোট-বড়, শুরু-শেষ, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব গুনাহ মাফ করে দিন।[২০৯]

উল্লিখিত সকল দুআ সিজদায় পড়া মুস্তাহাব। এক সময়ে না পড়তে পারলে বিভিন্ন সময়ে পড়বে। যেমনটি পূর্বের আলোচনায় গেছে। অন্যান্য দুআ পড়তে না পারলে সিজদার তাসবিহ পড়বে ও কিছু দুআ পড়বে। সিজদায়ও রুকুর মত কুরআনের আয়াত পড়া মাকরুহ। অন্যান্য বিষয়ও পূর্বোল্লেখিত রুকুর মতই।

নামাজে দীর্ঘ কিয়াম উত্তম নাকি রাকাত বেশি পড়া উত্তম– এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। শাফেয়ি রহ. ও তার অনুসারীদের মতে দীর্ঘ কিয়াম উত্তম। কেননা হাদিসে আছে اَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ তথা উত্তম নামাজ যাতে কিয়াম দীর্ঘ হয়।[২১০]

এর দ্বারা বুঝা যায় কিয়াম উত্তম। তাছাড়া নামাজে কিয়াম দীর্ঘ হলে তাতে কুরআন বেশি পড়া হবে। আর সিজদা দীর্ঘ হলে তাসবিহ বেশি পড়া হবে। আর কুরআন শ্রেষ্ঠ। তাই দীর্ঘ কিয়ামও শ্রেষ্ঠ হবে। তবে কেউ কেউ বলেছেন, বেশি রাকাত উত্তম। কেননা হাদিসে আছে–

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

অর্থ: সিজদার সময় বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নিকটে থাকে।[২১১]

ইমাম তিরমিজি রহ. সুনানে তিরমিজিতে উল্লেখ করেন, উলামায়ে কেরাম উক্ত বিষয়ে মতবিরোধ করেছেন। কেউ কেউ দীর্ঘ কিয়ামকে উত্তম বলেছেন আর কেউ কেউ বেশি রাকাতকে উত্তম বলেছেন।

---

২০৯. সহিহ মুসলিম: ৪৮৩, সুনানে আবু দাউদ: ৮৭৮।

২১০. সহিহ মুসলিম: ০৪।

২১১. সহিহ মুসলিম: ৪৮২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, এ ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইমাম আহমদ রহ. কোন ফয়সালা দেননি। ইসহাক রহ. বলেছেন, দিনের বেলা রুকু-সিজদা বেশি করা উত্তম আর রাত্রিবেলা দীর্ঘ কিয়াম উত্তম।

ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, ইসহাক রহ. এমনটি বলেছেন। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামাজের বিবরণ হাদিসে এসেছে। আর সেসব বিবরণে দীর্ঘ কিয়ামের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর দিনের নামাজে রাতের নামাজের মতো বিবরণ হাদিসে আসেনি।

নামাজের সিজদায় যা পড়বে, তিলাওয়াতের সিজদাতেও তাই পড়া মুস্তাহাব। সেগুলোর সঙ্গে এ দুআটি পড়াও উত্তম–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَأَعْظِمْ لِيْ بِهَا أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ আলহা ইনদাকা যুখরা, ওয়া আদিম লি বিহা আজরা, ওয়া দা' আন্নি বিহা বিযরা, ওয়া তাকাব্বালহা মিন্নি কামা তাকাব্বালতাহা মিন আবদিকা দাউদ আলাইহিস সালাম।

অর্থ: হে আল্লাহ, একে আমার জন্য আপনার কাছে সঞ্চয় করে রাখো, এর পরিবর্তে আমাকে মহাপ্রতিদান দান করো। এর মাধ্যমে আমার পাপ মার্জনা করে দাও। এটি আমার পক্ষ থেকে কবুল করো যেমনটা কবুল করেছিলেন দাউদ আলাইহিস সালাম থেকে।[২১২] – নিচের আয়াতটি পড়াও মুস্তাহাব–

سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا.

অর্থ: আমাদের পালনকর্তা পবিত্র মহান। নিঃসন্দেহে আমাদের পালনকর্তার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে।

(১২৭) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াতের সিজদায় নিচের দুআটি পড়তেন–

২১২. সুনানে আবু দাউদ: ১৪১৪, সুনানে তিরমিজি: ৫৮০, সুনানে নাসাঈ ২/২২২, মুসতাদরাকে হাকেম ১/২২০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

উচ্চারণ: সাজাদা ওয়াজহি লিল্লাজি খালাকাহু ওয়া সাওয়ারাহু ওয়া শাক্কা সামআহু ওয়া বাসারাহ। বিহাওলিহি ওয়া কুওয়্যাতিহ।

অর্থ: আমার চেহারা সেই সত্ত্বাকে সাজদা করল, যিনি তা সৃষ্টি করেছেন, আকৃতি দান করেছেন এবং নিজ কুদরত ও শক্তিতে দীর্ণ করে চোখ-কান বের করেছেন।

ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি সহিহ।[২১৩] হাকেম রহ. উক্ত দুআর সঙ্গে فَتَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ (ফা-তাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালিকিন: আল্লাহ পাক মহিমাময় সর্বোত্তম স্রষ্টা)ও বৃদ্ধি করেছেন।[২১৪] ইমাম তিরমিজি আরো বলেন, ইমাম হাকেম রহ. কর্তৃক বৃদ্ধিকরণ এটা সহিহাইনের শর্ত সাপেক্ষে হয়েছে।

সিজদা থেকে মাথা উঠানো ও দুই সিজদার মাঝখানে বসা অবস্থার দুআ

সুন্নাত হল, যখন মাথা উঠাতে শুরু করবে তখন থেকে তাকবির বলবে এবং সোজা হয়ে বসা পর্যন্ত তাকবিরকে দীর্ঘ করবে। পূর্বে তাকবিরের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। এবং তাকবির লম্বা করা প্রসঙ্গে মতানৈক্যও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাকবির শেষ করে সোজা হয়ে বসবে। এসময় যেসব দুআ পড়বে–

(১২৮) হজরত হুজায়ফা রাদি. থেকে যে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ কিয়াম করেছিলেন। সেই হাদিসের বিবরণে আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সেজদার মাঝখানে বলছিলেন। দুই সিজদার মাঝে তিনি সিজদার সমপরিমাণ বসেও ছিলেন। দুআটি এই:

رَبِّ اغْفِرْلِيْ رَبِّ اغْفِرْلِيْ.

উচ্চারণ: রাব্বিগ ফিরলি, রাব্বিগ ফিরলি।

---

২১৩. সুনানে তিরমিজি: ৫৮০, সুনানে আবু দাউদ: ১৪১৪, সুনানে নাসাঈ ২/২২২।

২১৪. মুসতাদরাকে হাকেম ১/১২০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে মাফ করে দিন, আমাকে মাফ করে দিন।[২১৫]

(১২৯) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যে রাতে তিনি তাঁর খালা মাইমুনা রাদি. এর ঘরে রাত্রি যাপন করেন। তিনি রাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখন তিনি নিচের দুআটি পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ، وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.

উচ্চারণ: রাব্বিগ ফিরলি, ওয়ার হামনি ওয়াজ বুরনি, ওয়ার জুকনি, ওয়াহ দিনি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে মাফ করুন, দয়া করুন, আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, আমাকে রিজিক দান করুন এবং হেদায়াত দিন।– সুনানে আবু দাউদের বর্ণনায় وَعَافِنِيْ (ওয়াআ ফিনি: আমাকে যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখুন) অতিরিক্ত এসেছে।[২১৬]

দ্বিতীয় সিজদাতেও প্রথম সিজদার ন্যায় দুআ করবে

দ্বিতীয় সিজদাতেও প্রথম সিজদার ন্যায় দুআ করবে। দ্বিতীয় সিজদা থেকে তাকবির বলে মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ আরাম করে বসবে। এরপর সেজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় যে তাকবির বলেছিলো সেটি সোজা হয়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত লম্বা করবে। শব্দের লামের পরে লম্বা করবে। এটাই শাফেয়ি উলামায়ে কেরামের প্রসিদ্ধ মত। তাদের আরেকটি অভিমত রয়েছে যে, তাকবির বলা ছাড়াই বসবে। এরপর উঠার সময় তাকবির বলে উঠে দাঁড়াবে।

তৃতীয় আরেকটি অভিমত রয়েছে, তাকবির বলে সেজদা থেকে উঠে বসবে। এরপর উঠে দাঁড়াবে তাকবির ছাড়া। তবে সকলের মতে, এক তাকবির বলবে। দুই তাকবিরের কথা কেউ বলেন না। শাফেয়িগণ প্রথম পদ্ধতিটিকে

---

২১৫. সহিহ মুসলিম: ৭৭২, সুনানে আবু দাউদ: ৮৭, সুনানে নাসাঈ ৩/২২৬।

২১৬. সুনানে বাইহাকি ২/১২২, সুনানে আবু দাউদ: ৮৫০, সুনানে তিরমিজি: ২৮৪, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৮৯৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

প্রাধান্য দিয়েছেন, যেন নামাজের কোন সময় জিকির থেকে খালি না থাকে।[২১৭]

সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ বসা সুন্নাত। বুখারি শরিফসহ অন্যান্যসহ অন্যান্য কিতাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন বলে বর্ণিত আছে। শাফেয়ি মাজহাবে তা মুস্তাহাব। এটা প্রতি রাকাতে দ্বিতীয় সিজদার পর করতে হয়। সিজদায়ে তিলাওয়াতে উক্ত বৈঠক নেই। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।[২১৮]

দ্বিতীয় রাকাতের জিকির

প্রথম রাকাতের সেসব দুআ পড়ার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, দ্বিতীয় রাকাতেও তাই পড়বে। ফরজ নামাজ হোক বা নফল হোক। তবে কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে।

১. প্রথম রাকাতে তাকবিরে তাহরিমা আছে, দ্বিতীয় রাকাতের শুরুতে তাকবিরে তাহরিমা নেই। দ্বিতীয় রাকাতের শুরুতে যে তাকবির বলা হয়ে থাকে, সেটি সেজদা থেকে উঠার তাকবির। আর সেটি সুন্নাত।

২. দ্বিতীয় রাকাতে শুরুর দুআ তথা সানা নেই। প্রথম রাতে সানা আছে।

৩. প্রথম রাকাতে আউজুবিল্লাহ আছে– এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। দ্বিতীয় রাকাতে আউজুবিল্লাহ আছে কিনা তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। প্রসিদ্ধ মত হল আউজুবিল্লাহ পড়া।

৪. দ্বিতীয় রাকাতের কিরাত প্রথম রাকাত অপেক্ষা ছোট হবে। এটিই নির্ভরযোগ্য অভিমত। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।

---

২১৭. হানাফি উলামায়ে কেরামের মতে, দ্বিতীয় তাকবিরের পরে সামান্য বসবে না; বরং সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। সুতরাং তাদের নিকট এসব এখতেলাফ নেই। বরং সেজদা থেকে উঠার সময়ের তাকবিরকে দীর্ঘ করেই সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। (হেদায়া ১/১১০)

২১৮. হানাফি মাজহাবে উক্ত বৈঠক সুন্নাত নয়। (হেদায়া ১/১১০)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ফজরের নামাজে কুনুত পড়া

ফজরের নামাজে কুনুত পড়া সুন্নাত। এটি সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।[২১৯]

(১৩০) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزِلْ يَقْنُتَ فِيْ الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজে মৃত্যু পর্যন্ত সবসময় কুনুত পড়েছেন। হাদিসটি হাকিম রহ. "কিতাবুল আরবায়িন" এ উল্লেখ করে বলেছেন, হাদিসটি সহিহ।[২২০]

ফজরের নামাজে কুনুত পড়া শাফেয়ি মাজহাব অনুযায়ী সুন্নাত। ছেড়ে দিলে নামাজ নষ্ট হবে না, তবে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে। ইচ্ছাকৃত ছাড়ুক বা ভুলবশত ছাড়ুক।

ফজরের নামাজ ছাড়া পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের অন্য কোন নামাজে পড়বে কিনা? এ ব্যাপারে শাফেয়ি থেকে তিন ধরনের মত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ মত হল:

১. যদি বিশেষ কোন বিপদাপদ দেখা দেয় তাহলে কুনুত পড়বে অন্যথায় পড়বে না।

২. বিপদাপদ থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় কুনুত পড়বে।

৩. বাকি নামাজে কোন অবস্থাতেই কুনুত পড়বে না।

শাফেয়ি মাজহাব অনুযায়ী রমজান মাসের শেষ অর্ধেকে বিত্‌রের শেষ রাকাতে কুনুত পড়া মুস্তাহাব। আরেকটি মত হল, পুরো রমজান মাসে কুনুত

---

২১৯. হানাফি মাজহাব মতে, বিতরের নামাজে পুরো বছর তৃতীয় রাকাতে রুকুতে যাওয়ার আগে কুনুত পড়া ওয়াজিব। এছাড়া অন্য কোন নামাজে কুনুত নেই। হাদিসে ফজরের নামাজে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুনুত পড়েছেন বলে যেসব বর্ণনা এসেছে, সেগুলো হলো 'কুনুতে নাজিলা'। আপদকালীন কুনুত। সবসময়ের জন্য নয়। তাই হানাফি উলামায়ে কেরাম মহা বিপদের সম্মুখীন হলে 'কুনুতে নাযিলা' পড়ার কথা বলেন। কিন্তু সবসময় সর্বাবস্থায় ফজরের নামাজে কুনুত পড়ার কথা বলেন না। যদি ইমাম ফজরের নামাজে কুনুত পড়েন, তাহলে মুক্তাদি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। (হেদায়া ১/১৪৫)

২২০. সুনানে বাইহাকি ২/২০১, মুসনাদে আহমাদ: ৩/১৬২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

পড়া। তৃতীয় মত হল, পুরো বছর কুনুত পড়বে। এটা ইমাম আবু হানীফা রহ. এরও মাজহাব। তবে শাফেয়ি রহ. এর প্রসিদ্ধ মত হল প্রথমটি।

ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মতে কুনুত পড়ার সময় হল, ফজরের নামাজের দ্বিতীয় রাকাতে রুকু থেকে উঠার পর। আর ইমাম মালেক রহ. এর মতে রুকু করার পূর্বে। শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম বলেন, শাফেয়ি মাজহাবের কোন ব্যক্তি যদি রুকুর পূর্বে কুনুত পড়ে, তাহলে সেটি কুনুত বলে গণ্য হবে না। অন্য মতে কুনুত হিসেবে গণ্য হবে। তবে বিশুদ্ধ মত হল, রুকুর পরে পুনরায় পড়বে এবং সিজদায়ে সাহু করবে। কেউ কেউ বলেছেন সিজদায়ে সাহু করবে না।– নিচের যে কোন দুআয়ে কুনুত পড়া যাবে:

(১৩১) হাসান বিন আলি রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিম্নোক্ত কালিমা শিক্ষা দিয়েছেন, সেগুলো যেন আমি বিতর নামাজে পড়ি। কালিমাগুলো হল–

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাহদিনি ফি হাদাইতা, ওয়া আফিনি ফি মান আফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লনি ফি মান তাওয়াল্লাইতা। ওয়া বারিকলি ফি মা আতাইতা, ওয়াকিনি শাররা মা কাজাইতা, ফা ইন্নাকা তাকজি ওয়ালা য়ুকজা আলাইক। ওয়া ইন্নাহু লা ইয়াজিল্লু মান ওয়া লাইতা, তাবারাকতা রাব্বানা ওয়া তাআলালাইত।

অর্থ: হে যাদের তুমি হেদায়াত দিয়েছো তাদের মাঝে আমাকেও হেদায়াত দাও, যাদের তুমি সুরক্ষা দিয়েছো তাদের মাঝে আমাকেও সুরক্ষা দাও। যাদের তুমি অভিভাকত্ব করছো তাদের মাঝে আমারও অভিভাকত্ব করো। আর আমাকে দানকৃত বস্তুতে বরকত দান করো। আপনার নির্ধারিত তাকদিরের অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করো। তাকদিরের ফয়সালা আপনিই করেন, আপনার বিপক্ষে কোন ফয়সালা হয় না। যাকে আপনি আপন করেন সে লাঞ্ছিত হয় না। হে আমাদের রব, আপনি বরকতময় মহা মহিয়ান।

ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত কুনুত এটিই সবচেয়ে সুন্দর। বায়হাকি রহ. এর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এক বর্ণনায় আছে– মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়্যা (তিনি আলি রাদি. এর ছেলে) বলেন, এই দুআটি আমার পিতা ফজরের নামাজে পরতেন।

এই দুআ পড়ার পরে মুস্তাহাব হল নিচের দরুদটি পড়া–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ, ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ, ওয়া সাল্লিম।

অর্থ: হে আল্লাহ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবারের ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন। – নাসাঈ শরিফে এই হাদিসটি হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে। তাতে অতিরিক্ত বর্ণিত আছে–

وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ.

উচ্চারণ: ওয়া সাল্লাল্লাহু আলান নাবিয়্যি।

অর্থ: আর আল্লাহর নবিজির ওপর রহমত বর্ষণ করুন।[২২১]

শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম বলেন, উমর রাদি. থেকে যে কুনুত বর্ণিত সেটি পড়া উত্তম। তিনি ফজরের নামাজে রুকুর পর নিচের কুনুতটি পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْلَعُ مَنْ يَفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكَافِرِيْنَ مُلْحِقٌ. اَللّٰهُمَّ عَذِّبِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ، وَيُقَاتِلُوْنَ أَوْلِيَاءَكَ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ، وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ، وَاجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَالْحِكْمَةَ ، وَثَبِّتْهُمْ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يُوْفُوْا بِعَهْدِكَ الَّذِيْ عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ ، وانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ إِلٰهَ الْحَقِّ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ.

---

২২১. সুনানে নাসাঈ: ৩/২৪৮, সুনানে তিরমিজি: ৪৬৪, সুনানে আবু দাউদ: ১৪২৬, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১১৭৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়িনুকা, ওয়া নাসতাগফিরুকা ওয়া লা নাকফুরুকা, ওয়া নু' মিনু বিকা ওয়া নাখলাউ মান ইয়াফজুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু, ওয়া লাকা নুসাল্লি ওয়া নাসজুদু, ওয়া ইলাইকা নাসআ ওয়া নাহফিদু, নারজু রাহমাতাকা ওয়া নাখশা আজাবাক। ইন্না আজাবাকা বিল কুফফারি মুলহিক। আল্লাহুম্মা আজ্জিবিল কাফারাতাল্লাজিনা ইয়াসুদ্দুনা আন সাবিলিক, ওয়া ইয়ুকাজ্জিবুনা রুসুলাক, ওয়া য়ুকাতিলুনা আউলিয়াআক। আল্লাহুম্মাগফির লিল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত, ওয়াল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাত। ওয়া আসলিহ জাতা বাইনিহিম, ওয়া আল্লিফ বাইনা কুলুবিহিম। ওয়াজআল ফি কুলুবিহিমুল ঈমানা ওয়াল হিকমাহ। ওয়া সাব্বিতহুম আলা মিল্লাতি রাসুলিকা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওয়া আউযিহুম আন য়ুফু বি-আহদিকাল্লাজি আহাদতাহুম আলাইহ। ওয়ানসুরহুম আলা আদুয়্যিকা ওয়া আদুয়্যিহিম, ইলাহাল হাক্কি ওয়াজআলনা মিনহুম।

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে সাহায্য কামনা করি, আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, কোন অকৃতজ্ঞতা করি না, আপনার প্রতি ঈমান রাখি। আর যে আপনার নাফরমানি করে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। হে আল্লাহ, আমরা আপনারই ইবাদত করি।, আপনার জন্যই নামাজ আদায় করি, আপনাকেই সেজদা করি। আপনার প্রতি ধাবিত হই, আপনার দিকেই ছুটে যাই। আপনার রহমতের আশা রাখি এবং শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয়ই আপনার কঠিন শাস্তি আপতিত হবে কাফেরদের ওপরে। হে আল্লাহ, সেসব কাফেরদেরকে শাস্তি দিন, যারা আপনার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়, আপনার রাসুলদের মিথ্যা অভিহিত করে এবং আপনার প্রিয় বান্দাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। হে আল্লাহ, মুমিন নর-নারী, মুসলিম নর-নারীদের ক্ষমা করে দাও, তাদের মাঝে একতা পয়দা করে দাও, তাদের মনে সম্প্রীতি দান করো এবং তাদের মনে ঈমান ও প্রজ্ঞা দান করো। তাদেরকে আপনার রাসুলের মিল্লাতের ওপর অবিচল রাখুন, তাদেরকে আপনার অঙ্গীকার পূরণের তাওফিক দান করুন, যার ওপর আপনি তাদের সাথে প্রতিজ্ঞবদ্ধ হয়েছেন। তাদেরকে আপনার ও তাদের দুশমনের বিরুদ্ধে মদদ করো। ওহে সত্য মাবুদ, আমাদেরকেও তাদের দলভুক্ত করো।[২২২]

---

২২২. সুনানে বাইহাকি: ২/২১০, তুহফাতুল আশরাফ ১৩/১৮৪, মারাসিলে আবু দাউদের সূত্রে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম বলেন, পূর্বে উল্লেখিত কুনুত ও উমর রাদি. বর্ণিত কুনুত উভয়টি একসঙ্গে পড়া উত্তম। যেকোন একটি কুনুত পড়তে চাইলে উমর রাদি. বর্ণিত কুনুত পড়বে। আর সংক্ষেপ করতে চাইলে প্রথমটি পড়বে। উভয় কুনুত পড়া মুস্তাহাব একাকী নামাজি ব্যক্তির জন্য ও ঐ ইমামের জন্য যার মুক্তাদিরা দীর্ঘ নামাজে বিরক্ত হয় না। প্রসিদ্ধ মাজহাব মতে কুনুতের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন দুআ নেই। তাই সুতরাং যে দুআই পড়বে সেটিই কুনুত হয়ে যাবে। যদি দুআ সম্বলিত কুরআনের কোন আয়াত পড়ে তাহলেও কুনুত হয়ে যাবে। তবে উত্তম হল হাদিসে বর্ণিত কুনুত পড়া। কেউ কেউ বলেছেন হাদিসে বর্ণিত দুআ ছাড়া অন্য কোন দুআ পড়লে কুনুত আদায় হবে না। অবশ্য প্রাধান্যপ্রাপ্ত কথা সেটিই যে, কুনুতের জন্য কোন দুআ নির্দিষ্ট নেই।

মুস্তাহাব হল, নামাজি ব্যক্তি ইমাম হলে, কুনুতের মধ্যে اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا (আল্লাহুম্মাহদি না) বহুবচনের শব্দ দিয়ে বলবে। বাকি সবগুলো শব্দের ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে বহুবচনের শব্দ দিয়ে বলবে। যদি اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ একবচনের শব্দ ব্যবহার করে তাহলেও কুনুত হয়ে যাবে, তবে মাকরুহ হবে। কেননা ইমাম হলে খাস করে নিজের জন্য দুআ করা মাকরুহ।

(১৩২) হজরত সাওবান রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَا يَؤُمُّ عَبْدٌ فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ.

অর্থ: যে ইমাম মুসল্লীদেরকে বাদ দিয়ে নিজের জন্য বিশেষভাবে দুআ করে, সে খেয়ানতকারী। ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, এটি হাসান হাদিস।[২২৩]

কুনুত পড়ার সময় হাত উঠানো

কুনুত পড়ার সময় হাত উঠানো ও হাত চেহারায় মাসেহ সংক্রান্ত তিনটি অভিমত রয়েছে:

১. মুস্তাহাব হল, উভয় হাত উঠানো এবং তা চেহারায় মাসেহ না করবে। এটাই সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত।

---

২২৩. সুনানে আবু দাউদ: ৯০, সুনানে তিরমিজি: ৩৫৭, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৯২৩, মুসনাদে আহমাদ ৫/২৮০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

২. হাত উঠাবে, মাসেহও করবে।

৩. কোনটিই করবে না।

তবে চেহারা ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গে মাসেহ না করার ব্যাপারে সবাই একমত যেমন বুক মাসেহ করা। বরং এমন করা মাকরুহ।

কুনুত আস্তে পড়া ও জোরে পড়া সম্পর্কে শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম বলেন, যদি নামাজি ব্যক্তি একাকী হয় তাহলে আস্তে পড়বে। আর ইমাম হলে জোরে পড়বে। এটিই পছন্দনীয় ও অধিকাংশের অভিমত।

দ্বিতীয় অভিমত হল, নামাজের অন্যান্য দুআর ন্যায় কুনুতও আস্তে পড়বে। ইমাম যদি উচুঁ আওয়াজে কুনুত না পড়ে তাহলে মুক্তাদিরা নীচু স্বরে কুনুত পড়বে। আর ইমাম উচুঁ আওয়াজে কুনুত পড়ে এবং মুক্তাদিরা শোনে তাহলে আমিন আমিন বলবে। আর না শুনলে নীচু আওয়াজে মুক্তাদিরা কুনুত পড়বে। কেউ কেউ বলেন, এ অবস্থাতেও আমিন বলবে। আবার কেউ কেউ বলেন, কোনার সাথে সাথে সে নিজেও পড়বে। তবে প্রথম অভিমতটিই অধিক পছন্দনীয়।

যদি ফজর ছাড়া অন্য কোন নামাজে কুনুত পড়ে, সে নামাজ যদি জেহরি হয় যেমন, মাগরিব ও এশা। তাহলে সেক্ষেত্রেও ফজরের মতই পড়বে। আর যদি সিররির হয় যেমন জোহর ও আছর তাহলে কেউ কেউ বলেন, আস্তে পড়বে। আবার কেউ কেউ বলেন ফজরের মতই পড়বে।

সহিহ হাদিসে বর্ণিত আছে, বিরে মাউনার ঘটনায় সত্তর জন কারী সাহাবি রাদি. কে শহিদ করার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নামাজে উচুঁ আওয়াজে কুনুত পড়তেন।

সহিহ বুখারিতে (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) এই আয়াতের তাফসিরে এসেছে– হজরত আবু হুরায়রা রাদি. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুনুতে নাযিলা উচুঁ আওয়াজে পড়েছেন।[২২৪]

---

২২৪. সহিহ বুখারি: ৪৫৬০। হানাফি উলামায়ে কেরাম যেহেতু বিতর ছাড়া অন্য নামাজে কুনুতের অনুমতি প্রদান করে না। যার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে গেছে। তাই এসকল মাসআলারও প্রয়োজন নেই। তাঁরা শুধু বিত্‌রের নামাজে কুনুত পড়ার কথা বলেন। সে কুনুত সর্বাবস্থায় ইমাম, মুক্তাদি ও একাকী নামাজি ব্যক্তি সকলেই আস্তে পড়বে। আর অন্য নামাজে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কুনুত পড়েছেন, সেটি ছিলো 'কুনুতে নাযিলা'। এই শেষোক্ত হাদিসটি হানাফিদের দলিল যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য নামাজে কুনুতে নাযিলা পড়তেন। (হেদায়া ১/১৪৫-৪৬)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নামাজে তাশাহুদ পড়া

নামাজ দুই রাকাত বিশিষ্ট হলে যেমন ফজরের নামাজ বা অন্য কোন নফল নামাজ তাহলে তাশাহুদ একবার পড়বে। যদি নামাজ তিন রাকাত বা চার রাকাত বিশিষ্ট হয় তাহলে তাতে দুইবার তাশাহুদ পড়তে হয়, প্রথমবার ও দ্বিতীয়বার।

মাসবুক ব্যক্তির ক্ষেত্রে তিনবার তাশাহুদ পড়বে। মাসবুক ব্যক্তির মাগরিবের নামাজে চারবার তাশাহুদ পড়তে হতে পারে। যেমন দ্বিতীয় রাকাতে রুকুর পর যদি ইমামের সাথে নামাজে শরিক হয় তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় তাশাহুদে ইমামে সঙ্গে শরিক হবে। এঅবস্থায় মাসবুক ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে কেবল এক রাকাত পেয়েছে। ইমাম সালাম ফেরানোর পর মাসবুক তার ছুটে যাওয়া দুই রাকাত আদায় করবে। প্রথম রাকাতের পর তাশাহুদ পড়বে, কেননা এটা তার জন্য দ্বিতীয় রাকাত। এভাবে তার চারবার তাশাহুদ পড়তে হবে।

নফল নামাজ যদি চার রাকাতের বেশি পড়ে চাই একশত রাকাতই হোক না কেন দুইবার তাশাহুদ পড়বে। দুই রাকাত পড়ে এক তাশাহুদ। আর দুই রাকাত পড়ে আরেক তাশাহুদ পড়ে সালাম ফেরাবে।

শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম বলেন, প্রতি দুই রাকাতে একবারের বেশি তাশাহুদ পড়া জায়েজ নেই। অনুরূপভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় তাশাহুদের মাঝে দুই রাকাতের বেশি পড়া জায়েজ নেই। তবে দুটির মাঝে এক রাকাত হলে বৈধ আছে।

যদি দুই দুই তাশাহুদের বেশি পড়ে বা দুই তাশাহুদের মাঝে দুয়ের অধিক রাকাত থাকে তাহলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন, প্রতি রাকাতে তাশাহুদ পড়া জায়েজ আছে। তবে সঠিক কথা হল, প্রতি দুই রাকাতের পর তাশাহুদ জায়েজ; এক রাকাতের পরে নয়।

শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়া ইমাম শাফেয়ি রহ. ও আহমদ রহ. এর মতে ওয়াজিব। আবু হানিফা ও মালেক রহ. এর মতে সুন্নাত।

প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পড়া শাফেয়ি, আহমদ ও ইমাম আবু হানিফা সহ অধিকাংশ ইমামের মতে সুন্নাত। ইমাম আহমদ রহ. এর মতে ওয়াজিব। ছেড়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দিলে শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব অনুযায়ী নামাজ সহিহ হবে। তবে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে। চাই ইচ্ছা করে ছাড়ুক বা ভুলক্রমে।[২২৫]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিনটি তাশাহুদ বর্ণিত হয়েছে:

(১৩৩) হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদি. এর সূত্রে নিম্নোক্ত তাশাহুদ বর্ণিত আছে-

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ، الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

উচ্চারণ: আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত্তায়্যিবাত, আস্‌সালামু আলাইকা আইউহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ।

অর্থ: সকল মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহ তাআলার জন্য। হে নবি, আপনার ওপর রহমত, শান্তি ও বরকত অতবীর্ণ হোক। আমাদের ও নেক বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসুল।[226]

(১৩৪) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. এর সূত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিম্নবর্ণিত তাশাহুদ বর্ণিত আছে–

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ، الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ، .

---

২২৫. ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নিকটে উভয় বৈঠকে তাশাহুদ পড়া ওয়াজিব। অনিচ্ছাকৃত ছেড়ে দিলে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে। (হেদায়া: ১/১১২)

২২৬. সহিহ বুখারি: ৮৩১, সহিহ মুসলিম: ৪০২, সুনানে আবু দাউদ: ৯৬৮, সুনানে তিরমিজি: ২৮৯, সুনানে নাসাঈ ২/২৩৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আত্তাহিয়্যাতুল মুবারাকাত, আসালাওয়াতু ত্তায়্যিবাত লিল্লাহ, আস্‌সালামু আলাইকা আইউহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ।

অর্থ: সকল বরকতময় মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহ তাআলার জন্য। হে নবি, আপনার ওপর রহমত, শান্তি ও বরকত অতবীর্ণ হোক। আমাদের ও নেক বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রাসুল।[২২৭]

(১৩৫) হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. এর সূত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিম্নোক্ত তাশাহুদ বর্ণিত হয়েছে–

اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ، الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

উচ্চারণ: আত্তাহিয়্যাতু ত্তায়্যিবাত ওয়াস সালাওয়াতু লিল্লাহ, আস্‌সালামু আলাইকা আইউহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ।

অর্থ: সকল মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহ তাআলার জন্য। হে নবি, আপনার ওপর রহমত, শান্তি ও বরকত অতবীর্ণ হোক। আমাদের ও নেক বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসুল।[২২৮]

(১৩৬) হজরত কাসেম এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা রাদি. নিচের তাশাহুদটি আমাকে শিখিয়েছেন এবং বলেছেন, এটি ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাশাহুদ–

---

২২৭ . সহিহ মুসলিম: ৪০৩, সুনানে আবু দাউদ: ৯৭৪, সুনানে নাসাঈ ২/২৪২-২৪৩।

২২৮. সহিহ মুসলিম: ৪০৪, সুনানে আবু দাউদ: ৯৭২, সুনানে নাসাঈ ২/২৪২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ، الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

উচ্চারণ: আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত্তায়্যিবাত, আস্‌সালামু আলাইকা আইউহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ।

অর্থ: সকল মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহ তাআলার জন্য। হে নবি, আপনার ওপর রহমত, শান্তি ও বরকত অতবীর্ণ হোক। আমাদের ও নেক বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসুল।

এসব রেওয়ায়েতের একটি সুন্দর ফায়দা হল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাশাহুদের শব্দ আমাদের তাশাহুদের শব্দের মতই।[২২৯]

(১৩৭) হজরত আবদুর রহমান বিন আবদুল কারি (কারাহ গোত্রের দিকে সম্বন্ধিত) রহ. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শোনেছি, তিনি মিম্বারে বসে লোকদেরকে তাশাহুদ শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, তোমরা বলো–

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ، الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

উচ্চারণ: আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহ, আজ্জাকিয়াতু লিল্লাহ, আত্তায়্যিবাতুস সালাওয়াতু লিল্লাহ। আস্‌সালামু আলাইকা আইউহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ।

---

২২৯. সুনানে বাইহাকি ২/১৪৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: সকল মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহ তাআলার জন্য। হে নবি, আপনার ওপর রহমত, শান্তি ও বরকত অতবীর্ণ হোক। আমাদের ও নেক বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসুল।[২৩০]

(১৩৮) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে, তিনি নিম্নবর্ণিত তাশাহুদ পড়তেন–

اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ، الصَّالِحِينَ.

উচ্চারণ: আত্তাহিয়্যাতু ত্তায়্যিবাতুস সালাওয়াতু জ্জাকিয়াতু লিল্লাহ। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ। আস্‌সালামু আলাইকা আইউহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন।

অর্থ: সমস্ত মৌখিক, আর্থিক ও শারীরিক ইবাদত আল্লাহ তাআলার জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই। আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসুল। হে নবি, আপনার ওপর রহমত, শান্তি ও বরকত অতবীর্ণ হোক। আমাদের ও নেক বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।[২৩১]

উক্ত কিতাবগুলোতে হজরত আয়েশা রাদি. থেকে আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে–

اَلتَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ، الصَّالِحِيْنَ.

---

২৩০. মুয়াত্তা মালেক ১/৯০, সুনানে বাইহাকি ২/১৪২।

২৩১. মুয়াত্তা মালেক: ২০৭, সুনানে বায়হাকি ২/১৪৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আত্তাহিয়্যাতুস সালাওয়াতু ত্তায়্যিবাতু জ্জাকিয়াতু লিল্লাহ। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ। আস্‌সালামু আলাইকা আইউহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন।

অর্থ: সমস্ত মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহ তাআলার জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই। তিন একক, তার কোন শীরক নেই। আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসুল। হে নবি, আপনার ওপর রহমত, শান্তি ও বরকত অতবীর্ণ হোক। আমাদের ও নেক বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।[২৩২]

(১৩৯) হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি নিম্ন বর্ণিত তাশাহুদ পড়তেন–

بِاسْمِ اللهِ، ، اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، اَلصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ، اَلزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ، الصَّالِحِينَ، شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، .

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহ, আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহ, আস সালাওয়াতু লিল্লাহ, আজ্জাকিয়াতু লিল্লাহ। আস্‌সালামু আলান্নাবিয়্যি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন। শাহিদতু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, শাহিদতু আন্না মুহাম্মাদান রাসুলুল্লাহ।

অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করলাম। সমস্ত মৌখিক ইবাদত আল্লাহ তাআলার জন্য, সমস্ত শারীরিক ইবাদত আল্লাহ তাআলার জন্য এবং সমস্ত আর্থিক ইবাদত আল্লাহ তাআলার জন্য। হে নবি, আপনার ওপর রহমত, শান্তি ও বরকত অতবীর্ণ হোক। আমাদের ও নেক বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ

২৩২. মুয়াত্তা মালেক ১/৯১, সুনানে বাইহাকি ২/১৪২, আলফুতুহাতুর রাব্বানিয়াহ ২/৩২৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নেই। আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল।[২৩৩]

এই হল তাশাহুদের বিভিন্ন ধরন। ইমাম বাইহাকি রহ. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিনটি হাদিস প্রমাণিত:

এক. আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদি. এর হাদিস।

দুই. আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি. এর হাদিস। তিন. আবু মুসা আশআরি রাদি. এর হাদিস।

অন্যরা বলেন, উক্ত তিন তাশাহুদই সহিহ। তবে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত তাশাহুদ অধিক বিশুদ্ধ।

পূর্বোল্লেখিত যে কোন তাশাহুদ পড়া জায়েজ আছে। ইমাম শাফেয়ি রহ. ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম এমনটিই বলেন। ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মতে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত তাশাহুদ পড়া উত্তম। কারণ, এতে اَلْمُبَارَكَاتُ (আমুবারাকাত) শব্দটি অতিরিক্ত আছে। ইমাম শাফেয়ি রহ. ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম বলেন, রাবীদের শব্দের ভিন্নতার কারণে এক্ষেত্রে বিষয়টি অনেক ব্যাপক। যে কোন তাশাহুদ পড়া যাবে।

প্রথমে বর্ণিত তিন তাশাহুদের যে কোনা একটি তাশাহুদ পুরা পড়া। যদি তাশাহুদের আংশিক বাদ দেয় তাহলে জায়েজ হবে কি না– এ ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে।

তাশাহুদের اَلْمُبَارَكَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ وَالزَّاكِيَاتُ (আলমুবারাকাত, ওয়াস সালাওয়াত, ওয়াত্তায়্যিবাত, ওয়াজ্জাকিয়াত) এই শব্দগুলো তাশাহুদের জন্য শর্ত নয়। যদি এই সবগুলো শব্দ বাদ দিয়ে শুধু

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ (আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি, আস্‌সালামু আলাইকা আইউহান্নাবিয়্যু) থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে তাহলেও তাশাহুদ জায়েজ হবে। এ ব্যাপারে শাফেয়ি উলামায়ে কেরামের নিকট কোন এখতেলাফ নেই।

২৩৩. মুয়াত্তা মালেক ১/৯১, সুনানে বাইহাকি ২/১৪২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আর السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ (আস্‌সালামু আলাইকা আইউহান্নাবিয়্যু) থেকে শেষ পর্যন্ত শব্দগুলো ওয়াজিব। কোন শব্দ বাদ দেয়া জায়েজ নেই। তবে وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ (ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ) এর ব্যাপারে তিনটি অভিমত রয়েছে। সবচেয়ে বিশুদ্ধ অভিমত হল, এগুলোও বাদ দেয়া যাবে না। কারণ সকল হাদিসে এশব্দগুলো এসেছে। **দুই.** এদুটি শব্দকে বাদ দেয়া যাবে। **তিন.** وَبَرَكَاتُهُ (ওয়া বারাকাতুহ) বাদ দেয়া যাবে। তবে وَرَحْمَةُ اللهِ (ওয়া রাহমাতুল্লাহি) বাদ দেয়া যাবে না। আবুল আব্বাস বিন সুরাইজ রহ. বলেন, এতটুকু বলা জায়েজ আছে–

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ، سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

উচ্চারণ: আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহ, সালামুন আলাইকা আইয়ুহা ন্নাবিয়্যু, সালামু আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ।

অর্থ: সমস্ত মৌখিক ইবাদত আল্লাহ তাআলার জন্য, হে নবি, আপনার ওপর শান্তি অতবীর্ণ হোক। শান্তি বর্ষিত হোক নেক বান্দাদের ওপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল।

سَلَامٌ (সালামুন) শব্দটি অধিকাংশ হাদিসে এভাবে এসেছে– (اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَاالنَّبِيُّ) [আসালামু আলাইকা আইয়ুহা ন্নাবিয়্যু] এবং السَّلَامُ عَلَيْنَا উভয় জায়গায় আলিফ-লামের সাথেও এসেছে। তবে কিছু কিছু হাদিসে আলিফ-লাম ছাড়া (سَلَامٌ) [সালামুন] এসেছে।

শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম বলেন, উভয়টি জায়েজ আছে। তবে উত্তম হল, আলিফ-লামসহ বলা। কারণ, অধিকাংশ হাদিসে এভাবেই আসছে। এতে বেশি অক্ষর রয়েছে, আর এতেই সতর্কতা।

তাশাহুদের আগে বিসমিল্লাহ পড়ার বিষয়টি পূর্বে এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইমাম বুখারি ও নাসাঈ রহ. বলেন, বিসমিল্লাহ যুক্ত রেওয়ায়েতগুলো সঠিক নয়। তাই অধিকাংশ শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বলেন, বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব নয়। তবে কেউ কেউ বলেন, বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। তবে পছন্দনীয় মত হল, বিসমিল্লাহ না বলা। কারণ, যেসব সাহাবায়ে কেরাম তাশাহুদ রেওয়ায়েত করেছেন, তাদের বেশির ভাগই বিসমিল্লাহ রেওয়ায়েত করেননি।

তাশাহুদের শব্দের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে শব্দের আগ-পিছ হলে নামাজে কোন সমস্যা হবে না।

শাফেয়ি রহ. কিতাবুল উম্মে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, শব্দের মধ্যেও ধারাবাহিকতা জরুরি যেমন সুরা ফাতিহার শব্দের মাঝে ধারাবাহিকতা জরুরি। সালাম শব্দটি কোন রেওয়ায়েতে আগে এসেছে আবার কোন রেওয়ায়েতে পরে এসেছে–এর থেকে বোঝা যায় যে, শব্দের আগ-পিছ করা জায়েজ।

আর সুরা ফাতেহার শব্দ ও বিন্যাস ওহি প্রদত্ত। তাই এতে আগ-পিছ করা জায়েজ নেই।

যে আরবি ভাষায় তাশাহুদ পড়তে সক্ষম তার জন্য অনারবি ভাষায় তাশাহুদ পড়া জায়েজ নয়। আর যদি কেউ আরবি ভাষায় পড়তে না পারে, তাহলে সে নিজের ভাষায় তাশাহুদ পড়বে। আর আরবি ভাষায় শিখতে থাকবে। যেমনটি পূর্বে তাকবিরে তাহরিমার অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সকল উলামায়ে কেরামের মতে তাশাহুদ আস্তে পড়া সুন্নাত। এ ব্যাপারে নিচের হাদিসটি দলিল–

(১৪০) হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুন্নাত হল তাশাহুদ আস্তে আস্তে পড়া। – ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান। ইমাম হাকেম রহ. বলেন, এটি সহিহ।[২৩৪]

কোন সাহাবি যখন বলেন– 'এটা সুন্নাত', তাহলে সেটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য বলে ধরা হয়। এটাই জমহুর উলামায়ে কেরামের বিশুদ্ধ মত।

---

২৩৪. সুনানে তিরমিজি: ২৯১, সুনানে আবু দাউদ: ৯৮৬, মুসতাদরাকে হাকেম ২/২৩০, ২৬৭, সুনানে বাইহাকি ২/১৪৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যদি কেউ উচুঁ আওয়াজে পড়ে তাহলে মাকরুহ হবে। তবে এজন্য তার নামাজ নষ্ট হবে না। সিজদায়ে সাহুও দিতে হবে না।

তাশাহুদের পর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পড়া

ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মতে শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ শরিফ পড়া ওয়াজিব। ছেড়ে দিলে নামাজ হবে না। নবিজির পরিবারবর্গের ওপর দরুদ পড়া ওয়াজিব নয় বিশুদ্ধ মাজহাব অনুযায়ী। তবে এটা মুস্তাহাব। আর কেউ কেউ বলেছেন ওয়াজিব। নিম্নোক্ত দরুদ শরিফ পড়া উত্তম:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া রাসুলিকা ন্নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন ওয়া আজওয়াজিহি ওয়া জুররিয়্যাতিহ। কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিমা ওয়া আলা আলি ইবরাহিম। ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদি ন্নাবিয়্যিল উম্মিয়্যিয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন ওয়া আজওয়াজিহি ওয়া জুররিয়্যাতিহ, কামা বারাকতা আলা আলি ইবরাহিমা, ওয়া আলা আলি ইবরাহিমা ফিল আলামিন। ইন্নাকা হামিদুন মাজিদ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি রহমত নাজিল করুন আপনার বান্দা মুহাম্মাদ ও উম্মি রাসুলের ওপর। আর তার পরিআর-পরিজন, স্ত্রীগণ ও বংশধরগণের প্রতি। যেমন রহমত নাজিল করেছেন ইবরাহিম ও তার পরিবারের প্রতি। হে আল্লাহ, আপনি বরকত নাজিল করুন উম্মি রাসুল মুহাম্মাদের ওপর এবং তার পরিআর-পরিজন, স্ত্রীগণ ও বংশধরগণের প্রতি। যেমন বরকত নাজিল করেছেন বিশ্ববাসীর মধ্যে ইবরাহিম ও তার পরিবারের প্রতি। নিশ্চয় আপনি প্রশংসনীয় ও মর্যাদাবান।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দরুদ প্রসঙ্গে সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসবে "নবিজির ওপর দরুদ বর্ষণ" অধ্যায়ে।

উক্ত দরুদ শরিফে ওয়াজিব অংশ হল– اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ (আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ন্নাবিয়্যি)। চাইলে এই বাক্যগুলোও বলা যাবে–

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ.

উচ্চারণ: সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ।

অর্থ: আল্লাহ পাক মুহাম্মাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

صَلَّى اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ.

উচ্চারণ: সাল্লাল্লাহু আলা রাসুলিহ।

অর্থ: আল্লাহ পাক তার রাসুলের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ.

উচ্চারণ: সাল্লাল্লাহু আলা ন্নাবিয়্যি।

অর্থ: আল্লাহ পাক নবিজির ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

কোন কোন শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম বলেন, এই বাক্যটিই বলতে হবে– اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ (আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ: হে আল্লাহ, মুহাম্মাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন) অন্যথায় জায়েজ হবে না। আবার কেউ কেউ বলেন, এটি বলা জায়েজ আছে– وَصَلَّى اللهُ عَلَى أَحْمَدَ (ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা আহমাদ: আল্লাহ পাক, আহমাদ নবির ওপর রহমত বর্ষণ করুন) আবার কেউ কেউ বলেন, এটি বলা জায়েজ আছে– صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি: আল্লাহ তার ওপর রহমত বর্ষণ করুন)[২৩৫]

---

২৩৫. হানাফি উলামায়ে কেরামের মতে শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর দরুদ শরিফ পড়া সুন্নাত। ছেড়ে দিলে নামাজ নষ্ট হবে না। তাদের মতে নিচের দরুদ শরিফটি পড়া উত্তম–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

প্রথম বৈঠকে তাশাহুদের পর দরুদ পড়া কারও মতে ওয়াজিব নয়। তবে মুস্তাহাব কিনা? এ ব্যাপারে দুই ধরনের মত রয়েছে। বিশুদ্ধ মত হল মুস্তাহাব। পরিবারবর্গের ওপর মুস্তাহাব নয়। কেউ কেউ বলেছেন সেটাও মুস্তাহাব। প্রথম বৈঠকে দুআ পড়া মুস্তাহাব নয়। বরং কেউ কেউ বলেছেন প্রথম বৈঠকে দুআ পড়া মাকরুহ। কেননা প্রথম বৈঠক বেশি দীর্ঘ করা যাবে না। কিন্তু দ্বিতীয় বৈঠক এর ব্যতিক্রম।

শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর দুআ পড়া

শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর দুআ করা সকলের মতেই জায়েয।

(১৪১) হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদেরকে তাশাহুদ শিখানোর পর বলতেন– এরপর তোমরা যে দুআ ইচ্ছা করো। অন্য বর্ণনায় আছে– এরপর তোমরা যা পছন্দ করো তা চাও। অরেক রেওয়ায়েতে আছে– এরপর তোমাদের যা চাওয়ার চাও।[২৩৬]

উল্লিখিত দুআগুলো মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। দুআ লম্বা হওয়া চাই। তবে ইমাম হলে ভিন্ন কথা। ইহকালীন ও পরকালীন বিষয়ে যা ইচ্ছা চাইবে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত দুআও পড়তে পারবে বা নিজের পক্ষ থেকে দুআও পড়তে পারবে। তবে রাসুল, সাহাবা থেকে বর্ণিত দুআ পড়াই উত্তম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ স্থানে পড়ার দুআ বা যে কোন স্থানে পড়ার দুআই পড়া যাবে। তবে এক্ষেত্রেও উত্তম হল, নামাজের এই স্থান তথা শেষ বৈঠকে পড়ার যেসব দুআ বর্ণিত হয়েছে সেগুলো পড়া। নামাজের শেষ বৈঠকে পড়ার জন্য হাদিসে অনেক দুআ বর্ণিত হয়েছে–

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ, ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিমা ওয়া আলা আলি ইবরাহিম, ইন্নাকা হামিদুন মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন, ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আলা ইবরাহিমা, ওয়া আলা আলি ইবরাহিম। ইন্নাকা হামিদুন মাজিদ।
অর্থ: হে আল্লাহ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবারের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। যেমন রহমত নাজিল করেছিলেন ইবরাহিম ও তার পরিবারের প্রতি। নিশ্চয় আপনি প্রশংসনীয় ও মর্যাদাবান। হে আল্লাহ, আপনি বরকত নাজিল করুন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবারের প্রতি। যেমন বরকত নাজিল করেছিলেন ইবরাহিম ও তার বংশধরের প্রতি। নিশ্চয় আপনি প্রশংসনীয় ও মর্যাদাবান।

২৩৬. সহিহ বুখারি: ৮৩১, সহিহ মুসলিম: ৪০২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(১৪২) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ، مِنْ أَرْبَعٍ : مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমাদের কেউ যখন শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ে শেষ করে, সে যেন চারটি বিষয়ের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে পানাহ চায়। যথা: (১) জাহান্নাম থেকে (২) কবরের শাস্তি থেকে (৩) জীবিত ও মৃত্যুকালীন পরীক্ষা থেকে (৪) দাজ্জালের ফিতনা থেকে।[২৩৭]

সহিহ মুসলিম শরিফের আরেক বর্ণনায় আছে যে, তোমরা শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর আল্লাহর কাছে চারটি বিষয়ে আশ্রয় চাও। এভাবে বলবে:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন আজাবি জাহান্নামা, ওয়া মিন আজাবিল কাবরি, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসিহিদ্দাজ্জাল।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে জাহান্নামের আজাব থেকে মুক্তি চাই, কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি চাই, জীবিত ও মৃত্যুকালীন ফিতনা থেকে মুক্তি চাই এবং দাজ্জালের অনিষ্ট ফিতনা থেকে মুক্তি চাই।[২৩৮]

(১৪৩) সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে নিম্নোক্ত দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.

২৩৭. সহিহ মুসলিম: ৫৮৯।

২৩৮. সহিহ বুখারি: ১৩৭৭, সহিহ মুসলিম: ৫৮৮, সুনানে আবু দাউদ: ৯৮৩, সুনানে নাসাঈ ৩/৫৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন আজাবিল কাবরি, ওয়া আউজুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসিহিদ্দাজ্জাল, ওয়া আউজুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল মাসামি ওয়াল মাগরাম।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি চাই, দাজ্জালের অনিষ্ট ফিতনা থেকে মুক্তি চাই, জীবিত ও মৃত্যুকালীন ফিতনা থেকে মুক্তি চাই এবং মুক্তি চাই অপরাধ ও ঘৃণা থেকে।[২৩৯]

(১৪৪) হজরত আলি রাদি. থেকে বর্ণিত, নামাজের শেষে তাশাহুদের পর সালাম ফিরানোর আগে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَسْرَفْتُ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফিরলি মা কাদ্দামতু ওয়া মা আখখারতু, ওয়া মা আসরারতু ওয়া মা আলানতু ওয়া মা আসরাফতু ওয়া মা আনতা আলামু বিহি মিন্নি। আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়ানতাল মুআখখির। লা ইলাহা ইল্লা আনতা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার অতীতের গুনাহ মাফ করে দিন। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল গুনাহ মাফ করে দিন। আমার যত অপচয় হয়েছে সে সম্পর্কে আপনি আমার চেয়েও বেশি অবগত। আপনি অনাদি-অনন্ত, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।[২৪০]

(১৪৫) হজরত আবু বকর রাদি. থেকে বর্ণিক আছে। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি আমাকে একটি দুআ শিখিয়ে দিন যা আমি নামাজে পড়বো। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত দুআ শিখিয়েছেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْماً كَثِيْراً، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

---

২৩৯. সহিহ বুখারি: ৮৩২, সুনানে মুসলিম: ৫৮৯, সুনানে আবু দাউদ: ৮৮০, সুনানে নাসাঈ ৩/৫৬।
২৪০. সহিহ মুসলিম: ৭৭১, সুনানে তিরমিজি: ৩৪১৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি জালামতু নাফসি জুলমান কাসিরা, ওয়ালা ইয়াগফিরুজ্জুনুবা ইল্লা আনতা। ফাগফিরলি মাগফিরাতান মিন ইনদিকা, ওয়ারহামনি ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহিম।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি গুনাহ করে নিজের অনেক অবিচার করে ফেলেছি, আর আপনি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না। সুতরাং আপন অনুগ্রহে আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয় আপনিই মহা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

ইমাম বুখারিসহ অন্যান্য ইমামগণ এই হাদিস দ্বারা নামাজ শেষে উক্ত দুআ পড়ার কথা বলেছেন। তাদের এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা শুদ্ধ হয়েছে। কারণ, হাদিসে আসছে– 'এমন এমন দুআ শিখিয়ে দিন, যা আমি নামাজে পড়ব' যে কথায় সকল নামাজ অন্তর্ভুক্ত।[২৪১]

(১৪৬) হজরত আবু সালেহ জাকওয়ান রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি কিছু সংখ্যক সাহাবি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ব্যক্তিকে বললেন, তুমি নামাজে কী বল? ঐ ব্যক্তি বলল, আমি তাশাহুদ পড়ি। এরপর এই দুআটি পড়ি। তবে আমি আপনার ও মুআজের মতো গুঞ্জরণ করতে পারি না। নবিজি বললেন, এই দুয়ের মাঝেই আমরা গুঞ্জরণ করি। দুআটি এরকম–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল জান্নাতা, ওয়া আউজুবিকা মিনান্নার।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে জান্নাত কামনা করি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই।[২৪২]

নিচের দুআটি সর্বত্র পড়া মুস্তাহাব–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.

---

২৪১. সহিহ বুখারি: ৮৩৪, সহিহ মুসলিম: ২৭০৫, সুনানে তিরমিজি: ৩৫২১, সুনানে নাসাঈ ৩/৫৩।– হানাফি উলামায়ে কেরাম নামাজের শেষে উক্ত দুআটি পড়ার কথাই বলেন। এছাড়া অন্য দুআও পড়তে পারবে। (হেদায়া ১/১১৩)

২৪২. সুনানে আবু দাউদ: ৭৯২, সুনানে ইবনে মাজা: ৯১০, মুসনাদে আহমাদ ৩/৪৮৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াহ। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল হুদা ওয়াত্তুকা ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে ক্ষমা ও সুস্থতা কামনা করছি। আপনার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা ও অমুক্ষাপেক্ষিতা চাচ্ছি।[২৪৩]

নামাজ শেষ করার জন্য সালাম দেয়া

নামাজ থেকে বের হওয়ার জন্য সালাম দেয়া নামাজের রুকন ও ফরজ। সালাম ছাড়া নামাজ শুদ্ধ হবে না। প্রসিদ্ধ তিন ইমাম তথা ইমাম শাফেয়ি, মালেক ও আহমদ রহ. ও অধিকাংশ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মতে সালাম ফরজ। এবিষয়ে সহিহ ও প্রসিদ্ধ হাদিসে বিষয়টি সুস্পষ্ট।[২৪৪]

সালামের ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি হল, ডান এবং বাম দিকে ফিরে বলবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

উচ্চারণ: আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

অর্থ: আপনাদের ওপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

এর সাথে وَبَرَكَاتُهُ (ওয়া বারাকাতুহ: আর তার বরকত) বলা মুস্তাহাব নয়। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে প্রসিদ্ধ সূত্রে এমনটি বর্ণিত নেই। যদিও সুনানে আবু দাউদের বর্ণনায় তা এসেছে। শাফেয়ি কোন কোন উলামায়ে কেরাম তা পড়ার কথা বলেছেন। যেমন, ইমামুল হারামাইন, জাহের সারাখসি, রুয়ানি। কিন্তু প্রকৃত কথা হল উক্ত রেওয়াতটি শায। প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত হল, তা না বলা।

ইমাম, মুক্তাদি ও একাকী নামাজি ব্যক্তি, ছোট জামাত বা বড় জামাত, ফরজ বা নফল নামাজে তথা সর্বাবস্থায় উল্লিখিত পদ্ধতিতে দুই সালাম দেবে। সালাম ফেরানোর সময় ডান পাশ ও বাম পাশে ফিরবে।

ওয়াজিব হল, এক সালাম ফেরানো। আর দ্বিতীয় সালামটি সুন্নাত। দ্বিতীয় সালাম না দিলে নামাজের কোন ক্ষতি হবে না

---

২৪৩. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৭৪, মুসনাদে আহমাদ: ৩৯৫০।

২৪৪. হানাফিদের নিকট তা ফরজ নয়; বরং ওয়াজিব। তাই সালাম ছাড়া অন্য কোনভাবে নামাজ থেকে বের হলেও নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে ওয়াজিব তরক করার কারণে তাকে পুণরায় নামাজটি পড়া ওয়াজিব। (হেদায়া ১/১১৪)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সালামের যে শব্দ বলা ওয়াজিব:

এভাবে বলবে- اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (আস্‌সালামু আলাইকুম), এ পর্যন্ত বলা ওয়াজিব। যদি سَلَامٌ عَلَيْكُمْ (সালামুন আলাইকুম) বলে তাহলে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী নামাজ হবে না। যদি عَلَيْكُمُ السَّلَامُ (আলাইকুমুস সালাম) বলে তাহলে নামাজ সঠিক হবে।

আর যদি اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ (আসসালামু আলাইকা: তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলে অথবা سَلَامِيْ عَلَيْكَ (সালামি আলাইকা: তোমার ওপর আমার শান্তি বর্ষণ) বা سَلَامِيْ عَلَيْكُمْ (সালামি আলাইকুম: তোমাদের ওপর আমার শান্তি বর্ষণ) বা سَلَامُ اللهِ عَلَيْكُمْ (সালামুল্লাহি আলাইকুম: তোমাদের ওপর আল্লাহর শান্তি বর্ষণ) বা سَلَامٌ عَلَيْكُمْ (সালামু আলাইকুম) তানভিন ছাড়া বা اَلسَّلَامُ عَلَيْهِمْ (আসসালামু আলাইহিম: তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)- এগুলোর কোনটির মাধ্যমেই সালাম সহিহ হবে না। ইচ্ছাকৃত এমন করলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। তবে اَلسَّلَامُ عَلَيْهِمْ (আসসালামু আলাইহিম: তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) বললে নামাজ নষ্ট হবে না। কেননা এটা দুআ। আর যদি ভুলক্রমে বলে তাহলে নামাজ বাতিল হবে না এবং এর ফলে নামাজ থেকে বেরও হতে পারবে না। বরং নামাজ থেকে বের হওয়ার জন্য নতুন করে সঠিকভাবে সালাম দিতে হবে। যদি ইমাম কেবলমাত্র একদিকে সালাম দেয়, তাহলে মুক্তাদিরা উভয় দিকে সালাম দেবে।

কাজি আবু তাইয়েব তাবারি রহ. বলেন, ইমাম সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদিরা চাইলে ইমামের সঙ্গে সালাম ফেরাবে বা দুআ ইত্যাদি পড়ে বৈঠককে আরো দীর্ঘ করবে।[২৪৫]

---

২৪৫. হানাফিদের মতে মুক্তাদি ইমামের সঙ্গে সালাম ফেরাবে। কারণ, ইমামের অনুসরণ করা ওয়াজিব। তবে যদি মুক্তাদির তাশাহুদ পড়া বাকি থাকে, তাহলে তাশাহুদ শেষ করে সালাম ফেরাবে। কারণ, তাশাহুদও ওয়াজিব।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নামাজি ব্যক্তির সঙ্গে কেউ কথা বললে নামাজি ব্যক্তির করণীয়

(১৪৭) হজরত সাহল বিন সাদ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি নামাজের মধ্যে অকস্মাৎ কিছু ঘটে তাহলে বলবে–

سُبْحَانَ اللهِ

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহ।

অর্থ: আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

অন্য বর্ণনায় আছে–

إِذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحْ الرِّجَالُ ، وَلْتَصْفَقِ النِّسَاءُ.

অর্থ: নামাজের মধ্যে অকস্মাৎ কিছু ঘটলে পুরুষরা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে, আর মহিলারা ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের ওপর মারবে।– অন্য বর্ণনায় আছে–

اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.

অর্থ: তাসবিহ তথা সুবহানাল্লাহ বলা পুরুষদের জন্য, আর ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের ওপর মারা মহিলাদের জন্য।[২৪৬]

নামাজের পর জিকির ও দুআ

উলামায়ে কেরামের মতে নামাজের পর জিকির মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে নানান বিষয়ে অনেক সহিহ হাদিস রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ হাদিস উল্লেখ করা হল–

(১৪৮) হজরত আবু উমামা রাদি. থেকে বর্ণিত–

قِيلَ :يَا رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرَ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাস করা হল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, কোন সময় দুআ বেশি কবুল হয়? উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু

২৪৬. সহিহ বুখারি: ৬৮৪, সহিহ মুসলিম: ৪২১, সুনানে আবু দাউদ: ৯৪০, মুয়াত্তা মালেক ১/১৬৩-১৬৪, সুনানে নাসাঈ ২/৭৭-৭৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শেষ রাতের দুআ ও ফরজ নামাজ সমাপ্ত করার পরের দুআ।– তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[২৪৭]

(১৪৯) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيْرِ.

অর্থ: আমি তাকবিরের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ শেষ হয়েছে বুঝতে পারতাম।

হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ لِلذِّكْرِ حِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ كَانَ ذَلِكَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوْا بِذَالِكَ وَأَسْمَعُهُ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ফরজ নামাজের পর লোকেরা উচুঁ আওয়াজে তাকবির ধ্বনি দিতো। অন্য বর্ণনায় আছে– ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, তাকবির ধ্বনির আওয়াজ শোনে আমি বোঝতে পারতাম যে, তাদের নামাজ শেষ হয়েছে।[২৪৮]

(১৫০) হজরত সাওবান রাদি. -এর সূত্রে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজ শেষ করতেন, তখন তিনবার ইস্তিগফার করতেন। এরপর নিম্নোক্ত দুআটি পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু, তাবারাকতা ইয়া যালজালালি ওয়াল ইকরাম।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি দোষ-ত্রুটি থেকে চির মুক্ত, নিরাপত্তার মালিক। আপনার কাছ থেকেই আসে নিরাপত্তা। আপনি মহিমাময়, প্রতাপ ও অনুগ্রহের অধিকারী।

---

২৪৭. সুনানে তিরমিজি: ৩৪৯৪, আমালুল ইয়াউম: ১০৮, নাসাঈ।

২৪৮. সহিহ বুখারি: ৮৪১, সহিহ মুসলিম: ৫৮৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এই হাদিসের একজন বর্ণনাকারী ইমাম আওযাঈ রাহিমাহুল্লাহুকে জিজ্ঞাসা করলেন– কীভাবে তিনি ইস্তিগফার করতেন? তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন–

أَسْتَغْفِرُ اللهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهِ.

উচ্চারণ: আসতাগফিরুল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ।

অর্থ: আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।[২৪৯]

(১৫১) হজরত মুগিরা বিন শুবা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজ শেষ করতেন তখন নিম্নোক্ত দুআ পড়তেন–

لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহ, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়ন কাদির। আল্লাহুম্মা লা মানিআ লিমা আতাইতা ওয়া লা মুতিয়া লিমা মানাতা, ওয়া লা ইয়ানফাউ জাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তার কোন অংশীদার নেই। সকল আধিপত্য তারই, তারই সকল প্রশংসা। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। কেউ আপনার দান রোধ করতে পারে না এবং আপনি বন্ধ করলে কেউ তা দিতে পারে না। আমল ছাড়া সামর্থ্যবানের সামর্থ্য কোন কাজে আসবে না।[২৫০]

(১৫২) হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর নিম্নোক্ত দুআ পড়তেন। আর বলতেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি নামাজের পর এগুলো পড়তেন। দুআটি এই–

---

২৪৯. সহিহ মুসলিম: ৫৯১, সুনানে আবু দাউদ: ১৫১৩, সুনানে তিরমিজি: ৩০০, সুনানে নাসাঈ ৩/৬৮।

২৫০. সহিহ বুখারি: ৮৪৪, সহিহ মুসলিম: ৫৯৩, সুনানে আবু দাউদ: ১৫০৫, সুনানে নাসাঈ ৩/৭০, আমালুল ইয়াউম: ১২৯, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহ, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়ন কাদির। লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আযিযিল হাকিম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ওয়ালা নাবুদু ইল্লা ইয়্যাহু, লাহুন্নিমাতু ওয়া লাহুল ফাদলু, ওয়া লাহুস সানাউল হাসান। লা ইলাহা ইল্লাহু মুখলিসিনা লাহুদ্দিন, ওয়া লাউ কারিহাল কাফিরুন।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তার কোন অংশীদার নেই। সকল আধিপত্য তারই, তারই সকল প্রশংসা। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। প্রজ্ঞাময় পরাক্রমশালী আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন ক্ষমতা ও শক্তি নেই। একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কোন সত্য মাবুদ নেই, আমরা তাকে ছেড়ে কারো উপাসনাও করি না। সব নেয়ামত তার, সকল অনুগ্রহ তার এবং সুপ্রশংসাও কেবল তার। একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কোন সত্য মাবুদ নেই। আমরা খাঁটি অন্তরে তা স্বীকার করি, কাফেররা যতই একে খারাপ মনে করুক।[২৫১]

(১৫৩) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ أَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوْا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ، فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوْا :يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّيْ، وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ، وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُوْنَ وَلَا نُعْتِقُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُوْنَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَكُوْنُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟ قَالُوْا: بَلٰى، يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: تُسَبِّحُوْنَ، وَتُكَبِّرُوْنَ، وَتَحْمَدُوْنَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ.

---

২৫১. সহিহ মুসলিম: ৫৯৪, সুনানে আবু দাউদ: ১৫০৬, সুনানে নাসাঈ ৩/৭৫, আমালুল ইয়াউম: ১২৭, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: তিনি বলেন, দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসুলের কাছে এসে বললেন, ধনী সাহাবায়ে কেরাম উচুঁ মর্যাদা, স্থায়ী নেয়ামত লাভ করছেন– আমরা যেমন নামাজ পড়ি, তারাও নামাজ পড়ে। আমরা যেমন রোজা রাখি, তারাও রোজা রাখে। তবে তাদের রয়েছে অতিরিক্ত ধন-সম্পদ যা দ্বারা তারা হজ্ব, উমরা করে, জিহাদে অংশ নেয় এবং দান করে (এগুলো দিয়ে তারা আমাদের থেকে এগিয়ে যাচ্ছে)। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন আমল বলে দেব যদ্দারা তোমরা তোমাদের অগ্রবর্তীদের সমান হতে পারবে এবং যারা তোমাদের পরে আছে তাদের থেকে এগিয়ে যেতে পারবে। তোমাদের থেকে উত্তম আর কেউ হতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, তারা হতে পারবে যারা এই আমল করবে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! অবশ্যই বলুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা প্রত্যেক ফরজ নামাজান্তে ৩৩ বার করে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার বলবে।[২৫২]

(১৫৪) হজরত কাব বিন উজরা থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مُعْقِبَاتٌ لَا يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ : ثَلَاثٌ وَثَلَاثُوْنَ تَسْبِيْحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُوْنَ تَحْمِيْدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُوْنَ تَكْبِيْرَةً.

অর্থ: ফরজ নামাজের শেষে তাসবিহ পাঠকারী ব্যক্তি নিষ্ফল হয় না। আর তা হল, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ্ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়া।[২৫৩]

(১৫৫) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন–

مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ

২৫২. সহিহ বুখারি: ৮৪৩, সহিহ মুসলিম: ৫৯৫, সুনানে আবু দাউদ: ১৫০৪, মুয়াত্তা মালেক ১/২০৯।
২৫৩. সহিহ মুসলিম: ৫৯৬, সুনানে তিরমিজি: ৩৪০৯, সুনানে নাসাঈ ৩/৭৫, আমালুল ইয়াউম: ১৫৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

অর্থঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার আল্লাহু আকবার বলে এবং একশত বার পূর্ণ হওয়ার পর নিম্নোক্ত দুআ পড়ে, তার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয় যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। দুআটি এই–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ.

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়হদাহু লা-শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইন কাদির।

অর্থঃ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তার কোন অংশীদার নেই। সকল আধিপত্য তারই, তারই সকল প্রশংসা। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।[২৫৪]

(১৫৬) হজরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি ফরজ নামাজের পর নিম্নোক্ত দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلٰى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল যুবনি, ওয়া আউজুবিকা আন উরাদ্দা ইলা আরজালিল উমুরি, ওয়া আউজুবিকা মিন ফিতনাতিদ্দুনয়া ওয়া আউজুবিকা মিন আজাবিল কাবর।

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমি কাপুরুষতা থেকে পানাহ চাই। একদম বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে পানাহ চাই। দুনিয়ার ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই। কবরের আজাব থেকে আশ্রয় চাই।[২৫৫]

---

২৫৪. সহিহ মুসলিমঃ ৫৯৫।

২৫৫. সহিহ বুখারিঃ ৬৩৭৪, সুনানে তিরমিজিঃ ৩৫৬২, সুনানে নাসাঈ ৮/২৬৬, আমালুল ইয়াউমঃ ১৩২, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(১৫৭) হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত আছে। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

خَصْلَتَانِ - أَوْ خَلَّتَانِ - لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، هُمَا يَسِيْرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ ؛ يُسَبِّحُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا، فَذَالِكَ خَمْسُوْنَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيْزَانِ. وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، فَذَالِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيْزَانِ. فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ هُمَا يَسِيْرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ؟ قَالَ: يَأْتِيْ أَحَدَكُمْ -يَعْنِي الشَّيْطَانَ - فِيْ مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَهُ، وَيَأْتِيْهِ فِيْ صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَهَا.

অর্থঃ কোন মুসলমান ব্যক্তি দুটি আমলের প্রতি যত্নবান হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমল দুটি অতি সহজ এবং এর ওপর আমলকারী খুবই কম। ১ম আমল হল, প্রতি ফরজ নামাজের পর ১০বার সুবহানাল্লাহ পড়া, ১০বার আলহামদুলিল্লাহ পড়া এবং ১০ আল্লাহু আকবার বলা। পাঁচ ওয়াক্ত মিলে ১৫০ বার হয়, যা যবানে ১৫০ বার হলেও মিযানে হয় এক হাজার পাঁচশত বার। ২য় আমল হল, ঘুমানোর সময় ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৩ বার আল্লাহু আকবার। যবানে যদিও ১০০ শত হয়, কিন্তু দাড়িপাল্লায় তা এক হাজার পরিমাণ সওয়াব।

ইবনে উমর রাদি. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাতে গণনা করে পড়তে দেখেছি। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, কীভাবে এটি সহজ কিন্তু আমলকারী কম? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঘুমানোর সময় শয়তান তোমাদের কাছে আসে, আর এই তাসবিহগুলো পড়ার পূর্বেই ঘুম পাড়িয়ে দেয়। আবার নামাজের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

পর এসে তোমাদের বিভিন্ন হাজতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, ফলে এগুলো পড়া হয় না।[২৫৬]

(১৫৮) হজরত উকবা বিন আমের রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ.

অর্থ: তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর সুরা ফালাক ও সুরা নাস পড়তে বলেছেন।[২৫৭]– সুনানে আবু দাউদের এক বর্ণনায় اَلْمُعَوِّذَاتُ (আল-মুআউয়িজাত) শব্দটি এসেছে, তাই উক্ত দুটিসহ সুরা এখলাসও পড়া চাই।

(১৫৯) হজরত মুআজ রাদি. থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত ধরে বললেন, হে মুয়াজ! আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে মহব্বত করি। হে মুয়াজ! আমি তোমাকে ওসিয়ত করছি, প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর নিম্নোক্ত দুআ পড়তে ভুলবেন না–

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আইন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শোকরিকা ওয়াহুসনি ইবাদাতিক।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি জিকির, শোকর ও সুন্দর ইবাদতের ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।[২৫৮]

(১৬০) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ শেষ করে ডান হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মুছতেন, এরপর নিম্নোক্ত দুআ পড়তেন–

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ، اَللّٰهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّيَ الْهَمَّ وَالْحَزَنِ.

উচ্চারণ: আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর রাহমানির রাহিম। আল্লাহুম্মা আজহিব আন্নিল হাম্মা ওয়াল হাযান।

---

২৫৬. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৬৫, সুনানে তিরমিজি: ২৯০৫, সুনানে নাসাঈ ৩/৭৪, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৯২৬।

২৫৭. সুনানে আবু দাউদ: ১৫৩২, সুনানে তিরমিজি: ২৯০৫, সুনানে নাসাঈ ৩/৬৮।

২৫৮. সুনানে আবু দাউদ: ১৫২২, সুনানে নাসাঈ ৩/৫৩, মুসতাদরাকে হাকেম ১/২৭৩, মুসনাদে আহমাদ ৫/২৪৫, মাওয়ারিদুজ জামআন: ২৩৪৫, আমালুল ইয়াউম: ১০৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি অতি দয়ালু পরম করুণাময়। হে আল্লাহ, আমার টেনশন ও চিন্তা দূর করে দাও।[২৫৯]

(১৬১) হজরত আবু উমামা রাদি. থেকে বর্ণিত, আমি ফরজ ও নফল নামাজে যখনই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হতাম, তাঁকে নিম্নোক্ত দুআ পড়তে শুনতাম–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَخَطَايَايَ كُلَّهَا، اَللّٰهُمَّ انْعِشْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ، وَاهْدِنِيْ لِصَالِحَ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ، إِنَّهُ لاَ يَهْدِيْ لِصَالِحِهَا وَلاَ يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফিরলি জুনুবি ওয়া খাতায়াইয়া কুল্লাহা, আল্লাহুম্মান আশনি ওয়াযবুরনি ওয়াহ দিনি লি সালিহিল আমালি ওয়াল আখলাক, ইন্নাহু লা ইয়াহদি লি সালিহিহা ওয়া ইয়াসরিফু সাইয়িহিহা ইল্লা আনতা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার সকল পাপ মার্জনা করে দাও। আমাকে তাওফিক দাও, সাহায্য করো। আমাকে সচ্চরিত্র ও নেক আমলের প্রতি পথনির্দেশ করো। তুমি ব্যতীত অন্য কেউ নেক আমল করার ও বদ আমল থেকে বেঁচে থাকার হেদায়েত করতে পারে না।[২৬০]

(১৬২) হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদি. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজ থেকে ফারেগ হতেন তখন এই দুআটি পড়তেন। বর্ণনাকারী বলেন, এই দুআ সালামের আগে বলতেন নাকি পরে বলতেন আমার স্মরণ নেই। দুআটি এরকম–

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

উচ্চারণ: সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন, ওয়া সালামুন আলাল মুসরালিন, ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

---

২৫৯. ইবনুস সুন্নি: ১১২।

২৬০. ইবনুস সুন্নি: ১১৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: পবিত্র আপনার পরওয়ারদিগারের সত্তা, তারা যা বর্ণনা করে তিনি তা থেকে সম্মানিত ও পবিত্র। নবিদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর নিমিত্ত।[২৬১]

(১৬২ সংযুক্ত) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ শেষ করে নিম্নোক্ত দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِيْ آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِمَهُ، وَاجْعَلْ خَيْرَ أَيَّامِيْ يَوْمَ أَلْقَاكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ আল খায়রা উমরি আখেরাহ, ওয়া খাইরা আমালি খাওয়াতিমা, ওয়াজ আল খাইরা আইয়্যামি ইয়াওমা উলকাক।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার শেষ জীবনকে ভালো করো, শেষ আমলকে ভালো করো, তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের দিনটিকে আমার সেরা দিনে পরিণত করো।[২৬২]

(১৬৩) হজরত আবু বাকরা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাজের পর নিম্নোক্ত দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল কুফরি ওয়াল ফাকরি ওয়া আযাবিল কাবরি।

অর্থ: হে আল্লাহ, কুফর, দারিদ্রতা ও কবরের আজাব থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই।[২৬৩]

(১৬৩) হজরত ফাযালা বিন উবায়দুল্লাহ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ؛ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَدْعُوْ بِمَا شَاءَ.

---

২৬১. ইবনুস সুন্নি: ১১৯।
২৬২. আমালুল ইয়াউম: ১২১, ইবনুস সুন্নি।
২৬৩. আমালুল ইয়াউম: ১০৯, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: নামাজ শেষে তোমরা প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করো, এরপর গুণকীর্তন করো, নবির ওপর দরুদ পড়ো। এরপর তোমাদের যা কিছু চাওয়ার তা তোমরা চাও।[২৬৪]

ফজরের নামাজের পর আল্লাহর জিকির

দিনের বেলায় জিকিরের উত্তম সময় হল ফজরের নামাজের পর।

(১৬৫) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ صَلَّى الْفَجْرِ فِيْ جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ.

অর্থ: যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজরের নামাজ পড়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে বসে জিকির করে। এরপর দুই রাকাত নামাজ পড়ে, তার সওয়াব হবে পরিপূর্ণ এক হজ ও উমরার সমপরিমাণ । তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[২৬৫]

(১৬৬) হজরত আবু জর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি ফজরের নামাজের পর কারো সাথে কথা বলার পূর্বে আপন জাগায় বসে নিম্নোক্ত দুআ দশবার পড়বে তার জন্য দশটি নেকি লেখা হবে, দশটি গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে এবং তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। সে ঐদিন সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকবে। শয়তান থেকে নিরাপদে থাকবে। ঐ দিন শিরিক ছাড়া অন্য কেনো গুনাহ তার দ্বারা সংঘটিত হবে না। দুআটি নিম্নরূপ:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইয়ুহয়ি ওয়াইয়ূ মিতু ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

---

২৬৪. আমালুল ইয়াউম: ১১১, ইবনুস সুন্নি, সুনানে নাসাঈ ৩/৭৩, মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৯।

২৬৫. সুনানে তিরমিজি: ৫৮৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তার কোন অংশীদার নেই। সকল আধিপত্য তারই, তারই সকল প্রশংসা। তিনি জীবন-মরণ দান করেন। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।– ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[২৬৬]

(১৬৭) হজরত মুসলিম বিন হারিস তামিমি রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চুপিসারে বলেছেন– যখন তুমি মাগরিবের নামাজ থেকে ফারেগ হবে তখন এই দুআটি সাতবার পড়বে। যদি ঐ রাতে তোমার মৃত্যু হয় তাহলে এই দুআর বদৌলতে তোমার জন্য নিরাপত্তা থাকবে। ফজরের নামাজের পরও এই দুআ পড়বে। যদি ঐ দিন তোমার মৃত্যু হয় তাহলে এই দুআর বদৌলতে তোমার জন্য নিরাপত্তা থাকবে। দুআটি হল–

اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আজিরনি মিনান নার।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন।[২৬৭]

(১৬৮) হজরত উম্মে সালামা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজের পর নিম্নোক্ত দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফিয়া ওয়া আমালাম্মা মুতাকাব্বালা, ওয়ারিযকান তায়্যিবা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কামনা করছি– উপকারী ইলম, মাকবুল আমল ও পবিত্র রিযিক।[২৬৮]

(১৬৯) হজরত সুহাইব রাদি. থেকে বর্ণিত– রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের পর তার ঠোঁট নাড়াতেন। আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি কী বলেন? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এ দুআ পড়ি–

---

২৬৬. সুনানে তিরিমিযি: ৩৪৭০, আমালুল ইয়াউম: ১২৭, নাসাঈ, মাওয়ারিদুজ জামআন: ২৩৪১।
২৬৭. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৭৯, মাওয়ারিদুজ জামআন: ২৩৪৬।
২৬৮. মুসনাদে আহমাদ: ৬/২৯৪, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৯২৫, আমালুল ইয়াউম: ১১০, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَللّٰهُمَّ بِكَ أُحَاوِلُ ، وَبِكَ أُصَاوِلُ ، وَبِكَ أُقَاتِلُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বিকা উহাবিলু ওয়াবিকা উসাবিলু, ওয়াবিকা উকাতিলু।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার নামেই শত্রুর মোকাবেলা করি, আপনার নামেই দুশমনের ওপর ঝাপিয়ে পড়ি এবং আপনার নামেই লড়াই করি।[২৬৯]

এ বিষয়ে আরো অনেক হাদিস রয়েছে। সামনে 'দিবসের প্রথমভাগে পড়ার দুআ' নামক অধ্যায়ে বিস্তারিত আসছে। আবু মুহাম্মাদ রহ. তার "শরহুস সুন্নাহ" কিতাবে উল্লেখ করেছেন–

قَالَ عَلْقَمَةُ بْنِ قَيْسٍ: بَلَغَنَا أَنَّ الْأَرْضَ تَعُجُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ نَوْمَةِ الْعَالِمِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

অর্থ: আলকামা রহ. বলেন, আমারা একথা শুনেছি, ফজরের পর কোন আলেম ঘুমালে জমিন আল্লাহর কাছে আর্তনাদ করে।[২৭০]

সকাল-সন্ধ্যার দুআ

এই অধ্যাটি অনেক ব্যাপক। কিতাবে এরচে বিস্তৃত কোন অধ্যায় নেই। এ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু আমল উল্লেখ করব। যে ব্যক্তি সবগুলো আমল করতে পারে সে তো এক মহা নেয়ামত ও আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করলো। তার রয়েছে বড় সুসংবাদ। আর যে ব্যক্তি সবগুলো আমল করতে পারবে না সে অন্তত কোন একটি ছোট আমল হলেও করবে। এ অধ্যায়ের মূল হল পবিত্র কুরআনের আয়াত–

ইরশাদ হয়েছে:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا.

অর্থ: তুমি তোমার প্রভুর সপ্রশংস তাসবিহ পাঠ করো সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে।[২৭১]

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ.

---

২৬৯. আমালুল ইয়াউম: ১৭৭, ইবনুস সুন্নি।

২৭০. শরহুস সুন্নাহ ৩/২২২।

২৭১. সুরা তা-হা: ১৩০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রভুর প্রশংসায় তাসবিহ পাঠ করো।[২৭২]

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ.

অর্থ: তোমার প্রভুর জিকির করো সকাল-সন্ধ্যায় বিনয় ও ভীতির সাথে মনে মনে এবং অনুচ্চস্বরে মুখে।[২৭৩]

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ.

অর্থ: যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে সকাল ও সন্ধ্যায় তাকে ডাকে তাদেরকে তুমি নিজের মজলিস থেকে বের করে দিয়ো না।[২৭৪]

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ.

অর্থ: আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আহবান করে।[২৭৫]

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ.

অর্থ: আল্লাহর ঘরগুলোকে উচ্চ মর্যাদা দিতে এবং তাঁর নাম উচ্চারণ করতে আদেশ করেছেন, তাতে সকাল ও সন্ধ্যায় তাসবিহ পাঠ করে। এমন লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর স্বরণ, নামাজ কায়েম ও জাকাত থেকে গাফেল করতে পারে না।[২৭৬]

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَ الْاِشْرَاقِ.

---

২৭২. সুরা গাফির: ৫৫।
২৭৩. সুরা আ'রাফ: ২০৫।
২৭৪. সুরা আনআম: ৫২।
২৭৫. সুরা কাহাফ: ২৮।
২৭৬.সুরা নুর: ৩৬-৩৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আমি পর্বতমালাকে নিয়োজিত করেছিলাম, যাতে তারা তার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা ও সূর্যোদয়কালে তাসবিহ পাঠ করে।[২৭৭]

(১৭০) হজরত শাদ্দাদ বিন আউস রাদি. থেকে বর্ণিত। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এটি হল, সাইয়েদুল ইস্তিগফার (শ্রেষ্ঠ ইস্তিগফার)। যে ব্যক্তি এই ইস্তেগফার সন্ধ্যায় পড়বে, ঐ রাতে তার মৃত্যু হলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর সকালবেলা পড়লেও ওই দিন মারা গেলে সে জান্নাতে যাবে। সাইয়েদুল ইস্তিগফার হল–

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِيْ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা, খালাকতানি ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া'দিকা মাসতাতা'তু। আউজুবিকা মিন শাররি মা সানা'তু, আবুউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়া। ওয়া আবুউ বিজাম্বি ফাগফিরলি ফা ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ্জুনুবা ইল্লা আনতা।

অর্থ: ওহে আল্লাহ, আপনি আমার রব, আপনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনার গোলাম। আপনাকে দেয়া ওয়াদা-অঙ্গীকার পূরণে আমি সাধ্যমতো সচেষ্ট। আমি নিজের কৃতকর্মেও অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট পানাহ চাই। আমার ওপর আপনার সমুদয় অনুগ্রহ নিয়ে আমি হাজির, আমার পাপগুলো নিয়েও আমি হাজির। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, আপনি ব্যতীত কেউ তো আর ক্ষমা করতে পারবে না।[২৭৮]

(১৭১) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِيْ :سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ. مِائَةَ مَرَّةٍ - لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ.

---

২৭৭. সুরা সোয়াদ: ১৮।

২৭৮. সহিহ বুখারি: ৩৬০৬, সুনানে তিরমিজি: ৩৩৯০, সুনানে নাসাঈ ৮/২৭৯, আমালুল ইয়াউম: ১৯, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ ৪/১২২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এই দুআ ১০০ বার পড়বে, কেয়ামতের দিন তার চেয়ে উত্তম কেউ থাকবে না। তবে হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি তার চেয়ে উত্তম হবে, যে এই পরিমাণ পড়েছে বা এরচে বেশি পড়েছে।

দুআটি হল–

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহি।

অর্থ: আমি সংপ্রশংস আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।– সুনানে আবু দাউদের বর্ণনায় আছে–

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ.

উচ্চারণ: সুবাহানাল্লাহিল আজিম ওয়াবি হামদিহি।

অর্থ: আমি সংপ্রশংস মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। [২৭৯]

(১৭২) হজরত আবদুর রহমান বিন খুবাইব রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে–

خَرَجْنَا فِيْ لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيْدَةٍ نَطْلُبُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ لَنَا، فَأَدْرَكْنَاهُ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتُمْ؟ . فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ: قُلْ. فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: قُلْ. فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ :قُلْ. فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَقُوْلُ ؟ قَالَ: قُلْ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِيْ وَحِيْنَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

অর্থ: আমরা বৃষ্টির রজনীতে, প্রচণ্ড অন্ধকারে জামাতে নামাজের জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোঁজে বের হলাম। আমরা তাঁকে পেলে তিনি আমাকে বললেন, তুমি বলো। আমি কিছুই বললাম না। দ্বিতীয়বার বললেন, তুমি বল। আমি কিছু বললাম না। তৃতীয়বার বললেন, তুমি বল। আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, কী বলব? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সকাল-সন্ধ্যা তিনবার সুরা ইখলাস, ফালাক ও নাস

---

২৭৯. সহিহ বুখারি: ৬৪০৫, সহিহ বুখারি মুসলিম: ২৬৯১, সুনানে আবু দাউদ: ৫০৯১, সুনানে তিরমিজি: ৩৪৬৬, আমালুল ইয়াউম: ৫৬৮, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

পড়। তাহলে আল্লাহ তোমাকে সবকিছু থেকে হেফাজত করবেন। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান ও সহিহ।[২৮০]

(১৭৩) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে এ দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহনা, ওয়াবিকা আমসাইনা, ওয়াবিকা নাহয়া, ওয়াবিকা নামুতু ওয়া ইলাইকান নুশুর।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার কৃপায় সকাল পেয়েছি, আপনারই কৃপায় সন্ধ্যা পাবো। আপনার দয়ায় বেঁচে আছি, আপনার ইশারায় মারা যাবো। আর আপনার কাছেই হবে পুনরুত্থান।– আর সন্ধ্যায় বলতেন–

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনা, ওয়াবিকা নাহইয়া, ওয়াবিকা নামুতু ওয়া ইলাইকান নুশুর।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার কৃপায় সন্ধ্যা পেয়েছি, আপনারই কৃপায় সকাল পাবো। আপনার দয়ায় বেঁচে আছি, আপনার ইশারায় মারা যাবো। আর আপনার কাছেই হবে পুনরুত্থান। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[২৮১]

(১৭৪) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে থাকাকালীন শেষরাতে এ দুআ পড়তেন–

سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا، وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا، عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ.

উচ্চারণ: সাম্মাআ সামিউন বিহামদিল্লাহি ওয়া হুসনি বালায়িহি আলাইনা, রাব্বানা সাহিব না, ওয়া আফজিল আলাইনা, আয়িজান বিল্লাহি মিনান্নার।

---

২৮০. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৮২, সুনানে তিরমিজি: ৩৫৭০, সুনানে কুবরা: ৭৮৬০, নাসাঈ।

২৮১. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৬৭, সুনানে তিরমিজি: ৩৩৮৮, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৬৮, সুনানে নাসাঈ ৮/২৫০, আমালুল ইয়াউম: ৮, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আমরা যে আল্লাহর প্রশংসা করছি এবং আল্লাহ আমাদেরকে বিপদমুক্ত রেখেছেন– উপস্থিতিরা যেন অন্যদের পৌঁছে দেয়। হে আল্লাহ, আমাদেরকে হেফাজত করুন, আমাদের ওপর আপনার অনুগ্রহ নিয়মিত রাখুন। আমরা জাহান্নাম থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করি। [২৮২]

(১৭৫) হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সন্ধ্যায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুআ পড়তেন–

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ.

উচ্চারণ: আমসাইনা আমসাল মুলকু লিল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু।

অর্থ: আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি। পুরো সৃষ্টিজগত আল্লাহর জন্যে সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছে। সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই; তিনি একক, তাঁর কোন শরিক নেই।

বর্ণনাকারী বলেন, এর পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিচের দুআটিও পড়তেন–

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَسُوْءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ.

উচ্চারণ: লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির। রাব্বি আসআলুকা খাইরা মা ফি হাজিহিল্লাইলাতি ওয়া খাইরা মা বা'দাহা। ওয়া আউজুবিকা মিন শাররি মা ফি হাজিহিল্লাইলাতি ওয়া শাররি মা বা'দাহা। রাব্বি আউজুবিকা মিনাল কাসালি ওয়া সুয়িল কিবারি। আউজুবিকা মিন আজাবিন ফিন্নারি ওয়া আজাবিন ফিল কাবরি।

অর্থ: সকল প্রশংসা তাঁরই, সকল রাজ্যের মালিক তিনি, তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এই রজনী ও এর পরবর্তী কল্যাণের কামনা করি।

---

২৮২ . সহিহ মুসলিম: ২৭১৮, সুনানে আবু দাউদ: ৫০৮৬, আমালুল ইয়াউম: ৫৩৬, নাসাঈ, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪৪৬, আমালুল ইয়াউম: ৫১৪, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এই রাতের অকল্যাণ ও পরবর্তী অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই। অলসতা, অতিশয় বার্ধক্য, কবরের আজাব ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই।

আনুরূপভাবে সকালবেলায় তিনি পড়তেন–

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ.

উচ্চারণ: আসবাহনা ওয়াআসবাহাল মুলকু লিল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু।[২৮৩]

(১৭৬) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত–

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ .قَالَ: أَمَّا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ أَمْسَيْتَ : أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ، التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. لَمْ تَضُرَّكَ.

অর্থ: এক ব্যক্তি রাসুলের কাছে এসে বললো, গতরাত বিচ্ছু আমাকে দংশন করেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যদি সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দুআ পড়তে, তাহলে বিচ্ছু তোমার কোন ক্ষতি করতে পারত না। দুআটি হল–

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ، التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. لَمْ تَضُرَّكَ.

উচ্চারণ: আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাকা।

অর্থ: আল্লাহর পরিপূর্ণ উক্তির মাধ্যমে তার সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করি।

–ইবনুস সুন্নি তার কিতাবে তিনবার বলার কথা বর্ণনা করেছেন।[২৮৪]

(১৭৭) আবু দাউদ, তিরমিজিতে সহিহ সনদে আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, আবু বকর রাদি. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে সকাল-সন্ধ্যার দুআ শিখিয়ে দিন। তখন রাসুল

---

২৮৩. সহিহ মুসলিম: ২৭২৩, সুনানে আবু দাউদ: ৫০৭১, সুনানে তিরমিজি: ৩৩৮৭, আমালুল ইয়াউম: ২৩, নাসাঈ।

২৮৪. সহিহ মুসলিম: ২৭০৯, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৫১৮, আমালুল ইয়াউম: ৫৮৫-৫৯২, নাসাঈ, আমালুল ইয়াউম: ৪৯, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এ দুআটি সকাল-সন্ধ্যা ও শয়নকালে পড়বে।

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি, আলিমাল গাইবি ওয়াশ শাহাদাহ। রাব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালিকাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা। আউজুবিকা মিন শাররি নাফসি, ওয়া শাররিশ শাইতানি ওয়া শিরকিহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আসমান-যমিনের গে আদিস্রষ্টা, দৃশ্য-অদৃশ্যের হে মহা জ্ঞাতা। সকল বস্তুও মালিক ও প্রতিপালক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আমি নিজের কুপ্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং শিরিক থেকে আপনার আশ্রয় চাই। –তিরমিজি রহ. বলেন, উক্ত হাদিস হাসান সহিহ।[২৮৫]

(১৭৮) হজরত আবু মালেক আশআরি রাদি. থেকে বর্ণিত আছে। সাহাবায়ে কেরাম সকাল, সন্ধ্যা ও শয়নকালে কী দুআ পড়বে এই মর্মে জিজ্ঞাসা করলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোল্লেখিত দুআ পড়তে বলেছেন। তবে উক্ত দুআর সঙ্গে নিচের অংশটি বেশি বলেছেন–

وَاَنْ نَقْتَرِفَ سُوْءً عَلٰى اَنْفُسِنَا اَوْ نَجُرَّهُ اِلٰى مُسْلِمٍ.

উচ্চারণ: ওয়া আন রাকতারিফা সুআন আলা আনফুসিনা আউ নাজুররাহু ইলা মুসলিম।

অর্থ: পাপের মাধ্যমে নিজের ওপর কিংবা কোন মুসলিমের ওপর অবিচার করা থেকে।[২৮৬]

(১৭৯) হজরত উসমান বিন আফফান রাদি. থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দুআ তিনবার পড়বে, সে সব ধরনের বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকবে–

---

২৮৫. সুনানে তিরমিজি: ৩৩৮৯, সুনানে আবু দাউদ: ৫০৬৭, আমালুল ইয়াউম: ১১, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ ২/২৯৭, আলআদাবুল মুফরাদ: ১২০২, ইমাম বুখারি।

২৮৬. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৮৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

بِاسْمِ اللهِ، الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহিল্লাহি লা ইয়াদুররু মাআস মিহি শাইয়ুন ফিল আরদি ওয়া ফিস সামায়ি ওয়া হুয়াস সামিউল আলিম।

অর্থ: দিনের ঐ আল্লাহর নামে, যার নাম সঙ্গে থাকলে আসমান-যমিনের কোন কিছুই কোন ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী।– ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ। আবু দাউদ শরিফে আরো আছে– তাকে হঠাৎ কোন মসিবত স্পর্শ করতে পারবে না।[২৮৭]

(১৮০) হজরত সাওবান রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলায় নিম্নোক্ত দুআ পড়বে, আল্লাহ তাআলার দায়িত্ব হল, তাকে খুশি করা। দুআটি হল–

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا.

উচ্চারণ: রাজিতু বিল্লাহি রব্বা ওয়া বিল ইসলামি দীনা, ওয়াবি মুহাম্মাদিন রাসুলা।

অর্থ: আমি আল্লাহ তাআলাকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসুল হিসেবে মেনে সন্তুষ্ট।

– ইমাম তিরমিজি রহ. বলেছেন– হাদিসটি এই সনদে হাসান সহিহ গারিব।

নববি রহ. বলেন, তবে আবু দাউদ ও নাসাঈতে গ্রহণযোগ্য সনদে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। তাই মূল হাদিসটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। আলহামদুলিল্লাহ।

সুনানে আবু দাউদের অন্য বর্ণনায় وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا (ওয়াবি মুহাম্মাদিন রাসুলা: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসুল হিসাবে) সুনানে তিরমিজির বর্ণনায় نَبِيًّا (নাবিয়্যা) বর্ণিত আছে। অতএব, উভয়টি একত্রে

২৮৭. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৮৮, সুনানে তিরমিজি: ৩৩৮৫, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৬৯, আমালুল ইয়াউম: ১৫, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

نَبِيًّا وَرَسُوْلًا (নাবয়্যিান ওয়া রাসুলা: নবি ও রাসুল হিসাবে) পড়া উত্তম। তবে যদি কোন একটি বলে তাহলেও হাদিস অনুযায়ী আমল হয়ে যাবে।[২৮৮]

(১৮১) হজরত আনাস রাদি. থেকে নির্ভযোগ্য সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এই দুআটি একবার পড়বে আল্লাহ তাআলা তার চার ভাগের একভাগ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি দুইবার পড়বে আল্লাহ তাআলা তার অর্ধেক জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি তিনবার পড়বে চার ভাগের তিন ভাগ মুক্ত করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি চারবার পড়বে আল্লাহ তাআলা তাকে পুরোপুরি জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেবেন। দুআটি হল–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ .

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসবাহতু উশহিদুকা ওয়া উশহিদু হামালাতা আরশিকা ওয়া মালায়িকাতিকা ওয়া জামিআ খালকিকা। আন্নাকা আতাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসুলুক।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার সকাল হল আপনাকে সাক্ষী রেখে, আপনার আরশ বহনকারীদের সাক্ষী রেখে, সমস্ত ফেরেশতা ও সমগ্র সৃষ্টিকে সাক্ষী রেখে, এই ব্যাপারে যে, আপনিই আল্লাহ। আপনি ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আপনার বান্দা ও রাসুল।[২৮৯]

(১৮২) হজরত আবদুল্লাহ বিন গান্নাম বায়াায রাদি. থেকে নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে নিচের দুআটি পড়বে, সে ঐ দিনের শুকরিয়া আদায় করে ফেলল। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলায় এই দুআ পড়বে, সে ঐ রাতের শুকরিয়া আদায় করে ফেলল। দুআটি হল–

---

২৮৮ .তিরমিজি: ৩৩৮৬, সুনানে আবু দাউদ: ৫০৭২, নাসাঈ: ০৪ আমাল।

২৮৯. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৬৯, সুনানে তিরমিজি: ৩৪৯৫, মুসনাদে আহমাদ ২/৩৫৪, আমালুল ইয়াউম: ৯, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা মা আসবাহা বি মিন নিমাতিন ফা মিনকা ওয়াহদাকা লা শারিকা লাকা, লাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শুক্‌র।

অর্থ: হে আল্লাহ, এই সকালে আমার মাঝে যত নেয়ামত বিদ্যমান, কিংবার আপনার যে কোন সৃষ্টির মাঝে, তা একমাত্র আপনার দান। আপনার কোন শরিক নেই। সুতরাং সকল প্রশংসা আপনারই, আপনার জন্যই সকল শোকর-কৃতজ্ঞতা।– বিকালে এভাবে বলবে:

اَللّٰهُمَّ مَا أَمْسَى بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা মা আমসা বি মিন নিমাতিন ফা মিনকা ওয়াহদাকা লা শারিকা লাকা, লাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শুক্‌র।

অর্থ: হে আল্লাহ, এই বিকালে আমার মাঝে যত নেয়ামত বিদ্যমান, কিংবার আপনার যে কোন সৃষ্টির মাঝে, তা একমাত্র আপনার দান। আপনার কোন শরিক নেই। সুতরাং সকল প্রশংসা আপনারই, আপনার জন্যই সকল শোকর-কৃতজ্ঞতা।[২৯০]

(১৮৩) হজরত ইবনে উমর রাদি. সহিহ সনদে থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত দুআগুলো সকাল-সন্ধ্যা গুরুত্ব সহকারে পড়তেন। কখনো ছাড়তেন না। দুআগুলো হল–

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ، وَمِنْ فَوْقِيْ، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ.

---

২৯০. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৭৩, আমালুল ইয়াউম: ৭, নাসাঈ: ০৭, মাওয়ারিদ: ২৩৬১। উ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফিয়াতা ফিদ্দুনয়া ওয়াল আখিরাহ, আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফি দীনি ওয়া দুনয়াইয়া ওয়া আহলি ওয়া মালি। আল্লাহুম্মাস তুর আওরাতি ওয়া আমিন রাওআতি। আল্লাহুম্মাহ ফাজনি মিন বাইনি ইয়াদায়্যা ওয়া মিন খালফি ওয়া আন ইয়ামিনি ওয়া আন শিমালি, ওয়া মিন ফাওকি, ওয়া আউজু বি আজমাতিকা আন উগতালা মিন তাহতি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা ও সুরক্ষা প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ, ক্ষমা ও সুরক্ষা প্রার্থনা করি ঈমান-আমলের ক্ষেত্রে ভুল করা থেকে, ইহলোকের কাজে ভুলচুক করা থেকে, সন্তানাদি ও সম্পদের ব্যাপারে অন্যায় কাজ করা থেকে। হে আল্লাহ, আপনি আমার সকল বিচ্যুতি ঢেকে দাও, সকল শঙ্কা নিরাপত্তায় বদলে দাও। আমাকে আমার সামনের, পিছনের, ডানের-বাঁয়ের এবং উপরের দিকের সকল বিপদাপাদ থেকে হেফাজত করুন। আর আমাকে নিচের দিকের অতর্কিত বিপদ থেকে আশ্রয় দাও। –হাকেম আবু আবদুল্লাহ রহ. বলেন, হাদিসটি সনদের বিবেচনায় সহিহ।[২৯১]

(১৮৪) হজরত আলি রাদি. থেকে সহিহ্ সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়নকালে এ দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ، وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ، مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْثَمَ، اَللّٰهُمَّ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ، وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বি ওয়াজহিকাল কারিম, ওয়াবি কালিমাতিকাত তাম্মাতি মিন শাররি মা আনতা আখিজুন বি নাসিতিহ। আল্লাহুম্মা আনতা তাকশিফুল মাগরামা ওয়াল মাসাম। আল্লাহুম্মা লা য়ুহজামু জুনদুকা ওয়া লা য়ুখলাফু ওয়া'দুকা, ওয়া লা য়ানফাউ জাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু, সুবহানাকা ওয়াবি হামদিক।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার সম্মানিত সত্তা এবং পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর মাধ্যমে সেসব অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই, যার চাবিকাঠি আপনার হাতে। হে আল্লাহ,

---

২৯১. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৭৪, সুনানে কুবরা: ১০৪০১, নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৭১, মুসতাদরাকে হাকিম: ১/৫১৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আপনিই অপরাধ ও ঋণ থেকে মুক্তি দেন। হে আল্লাহ, আপনার বাহিনী পরাস্ত হয় না এবং আপনার অঙ্গীকার ভঙ্গ হয় না। আর আমল ছাড়া সামর্থ্যবানের সামর্থ্য কোন কাজে আসবে না। আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি।[২৯২]

(১৮৫) হজরত আবু আইয়াশ রাদি. থেকে নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি সকালে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করবে তার জন্য ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশের গোলাম আযাদের সমপরিমাণ সওয়াব দেয়া হবে, তার জন্য দশটি নেকি লেখা হবে, দশটি পাপ মুছে দেয়া হবে, দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে। আর যদি সন্ধ্যায় দুআটি পড়ে তাহলে সকাল পর্যন্ত অনুরূপ হবে। দুআটি হল–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তার কোন অংশীদার নেই। সকল আধিপত্য তারই, তারই সকল প্রশংসা। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।[২৯৩]

(১৮৬) হজরত আবু মালেক আশআরি রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সকালবেলা এ দুআটি পড়বে–

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ ؛ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُوْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ.

---

২৯২. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৫২, আমালুল ইয়াউম: ৫৬৬, নাসাঈ, আমালুল ইয়াউম: ৪০, ইবনুস সুন্নি।

২৯৩. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৭৭, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৬৮, আমালুল ইয়াউম: ২৭, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ ৪/৬০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আসবাহনা ওয়া আসবাহাল মুলকু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আল্লাহুম্মা আসআলুকা খাইরা হাজাল ইয়াউমি ফাতহাহু ওয়া নাসরাহু ওয়া নুরাহু ওয়া বারাকাতাহু ওয়া হুদাহু। ওয়া আউজুবিকা মিন শাররি মা ফিহি ওয়া শাররি মা বা'দাহু।

অর্থ: আমরা সকালে উপনীত হয়েছি এবং সমগ্র পৃথিবী ঐ আল্লাহর অধীনে সকাল লাভ করেছে, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট এই দিনের জয়, শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য, এই দিনের নুর, বরকত ও হেদায়াত প্রার্থনা করি। আর এই দিন ও পরবর্তী দিনের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করি। –আর সন্ধ্যা বেলায়ও উক্ত দুআ পড়বে।[২৯৪] [এভাবে পড়বে:

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ ؛ فَتْحَهَا وَنَصْرَهَا وَنُوْرَهَا وَبَرَكَتَهَا وَهُدَاهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا.

উচ্চারণ: আমসইনা ওয়া আমসাল মুলকু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আল্লাহুম্মা আসআলুকা খাইরা হাজিহিল্লাইলাতি ফাতহাহা ওয়া নাসরাহা ওয়া নুরাহা ওয়া বারাকাতাহা ওয়া হুদাহা। ওয়া আউজুবিকা মিন শাররি মা ফিহা ওয়া শাররি মা বা'দাহা।

অর্থ: আমরা বিকালে উপনীত হয়েছি এবং সমগ্র পৃথিবী ঐ আল্লাহর অধীনে বিকাল লাভ করেছে, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট এই রাতের জয়, শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য, এই রাতের নুর, বরকত ও হেদায়াত প্রার্থনা করি। আর এই রাত ও পরবর্তী রাতের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করি।

(১৮৭) হজরত আবদুর রহমান বিন আবু বাকরাহ রহ. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি তার পিতা আবু বাকরাহ রাদি. এর কাছে জিজ্ঞাস করলেন, হে আব্বাজান! আপনাকে আমি প্রতিদিন সকালবেলা এ দুআ পড়তে শুনি। আপনি সকালে এ দুআটি তিনবার পড়েন; সন্ধ্যায় তিনবার পড়েন। তখন পিতা আবু বাকরাহ রাদি. বললেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

২৯৪. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৭৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ওয়াসাল্লাম কে এরূপ পড়তে শুনেছি। তাই আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণকে পছন্দ করি। দুআটি হল–

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আফিনি ফি বাদানি, আল্লাহুম্মা আফিনি ফি সাময়ি, আল্লাহুম্মা আফিনি ফি বাসারি। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল কুফরি ওয়াল ফাকরি। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন আজাবিল কাবরি, লা ইলাহা ইল্লা আনতা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার দেহে সুরক্ষা দাও, আমার কানে সুরক্ষা দাও এবং সুরক্ষা দাও আমার চোখে। হে আল্লাহ, কুফর ও দারিদ্র থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করি। হে আল্লাহ, কবরের আযাব থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করি। আপনি ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই।[২৯৫]

(১৮৮) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালবেলা নিচের আয়াতটি পড়বে, সে ঐ দিনের ছুটে যাওয়া যাবতীয় কল্যাণ পেয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি বিকেলে পড়বে, সে ঐ রাতের ছুটে যাওয়া যাবতীয় কল্যাণ পেয়ে যাবে। আয়াতটি হল–

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١٩﴾.

অর্থ: অতএব, তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা স্বরণ করো সন্ধ্যায় ও সকালে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে এবং অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে তাঁরই প্রশংসা। তিনি মৃত থেকে জীবিতকে এবং জীবিত থেকে মৃতকে বহির্গত করেন এবং শুকয়ে যাওয়ার পর ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। আর এভাবেই তোমরা পুনরুত্থিত

২৯৫. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৯০, আমালুল ইয়াউম: ২২, নাসাঈ, আমালুল ইয়াউম: ৬৯, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হবে।[২৯৬] –ইমাম আবু দাউদ রহ. উক্ত হাদিসকে যাঈফ বলেননি। ইমাম বুখারি রহ. "তারিখুল কাবির" নামক কিতাবে উক্ত হাদিসকে দুর্বল বলেছেন।[২৯৭]

(১৮৯) নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক কন্যা থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, তুমি সকালে এই দুইট পড়বে। যে ব্যক্তি সকালে এ দুআটি পড়বে, সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পড়বে সকার পর্যন্ত তাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। দুআটি হল–

سُبْحَانَ اللهِ، وَبِحَمْدِهِ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহি, লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ, মা শা আল্লাহু কানা ওয়া লাম ইয়াশা' লাম ইয়াকুন। আ'লামু আন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির, ওয়া আন্নাল্লাহা কাদ আহাদা বিকুল্লি শাইয়িন ইলমা।

অর্থ: আমি আল্লাহ তাআলার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আল্লাহ ছাড়া কারো কোন শক্তি নেই। তিনি যা চান তাই হয় এবং যা চান না তা হয় না। আমার বিশ্বাস যে, আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান এবং তিনি নিজ জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে বেষ্টন করে আছেন।[২৯৮]

(১৯০) হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে একজন আনসারি ব্যক্তিকে বসে থাকতে দেখলেন। তাকে আবু উমামা বলে ডাকা হতো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু উমামা, তুমি নামাজের সময় ছাড়া মসজিদে বসে আছো যে? তিনি বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ, ঋণ ও দায়দায়িত্বের টেনশনের কারণে বসে আছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাকে এমন দুআ শিখিয়ে দেবো? যে দুআ পড়লে আল্লাহ তোমার টেনশন দূর করে দেবেন ও ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করে দেবেন। আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ,

---

২৯৬. সুরা রুম: ১৭-১৯।

২৯৭. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৭৬, আমালুল ইয়াউম: ৫৬, ইবনুস সুন্নি।

২৯৮. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৭৫, আমলুল ইয়াউম: ১২, নাসাঈ, আমলুল ইয়াউম: ৪৬, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অবশ্যই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সকাল-বিকাল এ দুআ পড়বে। আবু উমামা রাদি. বলেন, আমি উক্ত আমল করেছি। ফলে আল্লাহ তাআলা আমার দুশ্চিন্তা ও টেনশন দূর করে দিয়েছেন ও ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। দুআটি হল–

سُبْحَانَ اللهِ، وَبِحَمْدِهِ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাজান, ওয়া আউজুবিকা মিনাল আযজি ওয়াল কাসাল, ওয়া আউজুবিকা মিনাল যুবনি ওয়াল বুখল, ওয়া আউজুবিকা মিন গালাবাতিদ্দাইনি ওয়া কাহরির রিজাল।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার কাছে দুঃখ-দুশ্চিন্তা থেকে পানাহ চাই, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে মুক্তি চাই, ভীরুতা ও কৃপণতা থেকে মুক্তি চাই এবং ঋণগ্রস্থতা ও মানুষের বলপ্রয়োগের শিকার হওয়া থেকে পানাহ চাই।[২৯৯]

(১৯১) হজরত আবদুল্লাহ বিন আবজা রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে এ দুআ পড়তেন–

أَصْبَحْنَا عَلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَدِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

উচ্চারণ: আসবাহনা আলা ফিতরাতিল ইসলামি ওয়া কালিমাতিল ইখলাসি, ওয়া দীনি নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা, ওয়া আলা মিল্লাতি আবিনা ইবরাহিমা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা, হানিফান ওয়া মুসলিমান ওয়া আনা মিনাল মুশরিকিন।

অর্থ: আমাদের সকাল হল স্বভাবধর্ম ইসলামের ওপর, কালিমায়ে তাইয়েবার ওপর, আমামের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত

২৯৯. সুনানে আবু দাউদ: ১৫৫৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ধর্মের ওপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের মিল্লাতের ওপর, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম। আর আমি মুশরিক নই।[৩০০]

(১৯২) হজরত আবদুল্লাহ বিন আবু আউফা রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল বেলা এ দুআ পড়তেন–

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظَمَةُ لِلّٰهِ، وَالْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا سَكَنَ فِيْهِمَا لِلّٰهِ تَعَالٰى، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ هٰذَا النَّهَارِ صَلَاحاً، وَأَوْسَطَهُ نَجَاحاً، وآخِرَهُ فَلَاحاً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

উচ্চারণ: আসবাহনা ওয়া আসবাহাল মুলকু লিল্লাহি আজ্জা ওয়া জাল্লা, ওয়ালহামদুলিল্লাহ, ওয়াল কিবরিয়াউ ওয়াল আজমাতু লিল্লাহ, ওয়াল খালকু ওয়াল আমরু ওয়াল্লাইলু ওয়ান্নাহারু ওয়া মা সাকানা ফিহিমা লিল্লাহি তাআলা। আল্লাহুম্মাজ আল আওয়ালা হাজান্নাহারি সালাহা, ওয়া আউসাতাহু নাযাহা ওয়া আখিরাহু ফালাহা ইয়া আরহামার রাহিমিন।

অর্থ: আমরা সকালে উপনীত হয়েছি এবং সমগ্র পৃথিবী ঐ আল্লাহর অধীনে সকাল লাভ করেছে। সকল প্রশংসা তাঁরই। সমস্ত অহঙ্কার ও মহত্ত্ব আল্লাহরই। সৃষ্টিকুল, কর্তৃত্ব, রাত-দিন এবং যা এতে শান্তি লাভ করে সবই আল্লাহর সৃষ্টি। হে আল্লাহ, এই দিনের শুরুকে করো কল্যাণময়, মধ্যাংশকে করো সাফল্য এবং শেষাংশকে করো কামিয়াব। হে সর্বাধিক দয়াময় আল্লাহ।[৩০১]

(১৯৩) হজরত মাকিল বিন ইয়াসার রাদি. থেকে দুর্বল সনদে বর্ণিত আছে যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : أَعُوْذُ بِاللّٰهِ، السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، وَقَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ، وَكَّلَ اللّٰهُ بِهِ سَبْعِيْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ مَاتَ فِيْ ذَالِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيْدًا، وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

---

৩০০. আমালুল ইয়াউম: ৩৪, ইবনুস সুন্নি, আমালুল ইয়াউম: ০১, নাসাঈ: মুসনাদে আহমাদ ৩/৪০৬।
৩০১. আমালুল ইয়াউম: ৩৮, ইবনুস সুন্নি। হাদিসটি খুবই দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থঃ যে ব্যক্তি সকালে তিনবার أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (আউযুবিল্লাহিস সামিইল আলিমি মিনাশ শায়তানির রাজিম: আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে!) পড়ার পর সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য সন্ধা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন, যারা তার জন্য মাগফেরাতের দুআ করে। সে যদি ঐ দিন মারা যায় তাহলে সে শহিদি মর্যাদা লাভ করবে। অনুরূপভাবে সন্ধ্যায় পড়লেও উক্ত মর্যাদা লাভ করবে।[৩০২]

(১৯৪) হজরত মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা ইবরাহিম রাদি. থেকে বর্ণনা করেন–

وَجَّهَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سُرْيَةٍ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَّقْرَأَ إِذَا أَمْسَيْنَا وَأَصْبَحْنَا: (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً) فَقَرَأْنَا، فَغَنَمْنَا وَسَلَّمْنَا.

অর্থঃ ইবরাহিম রাদি. বলেন, এক যুদ্ধের সফরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে ফিরে আমাদেরকে নিম্নোক্ত আয়াতটি সকাল-সন্ধ্যায় পড়ার নির্দেশ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা উক্ত আয়াত পড়েছিলাম। ফলে গনিমতের মাল লাভ করেছি এবং নিরাপদে ফিরে এসেছি। আয়াতটি হল–

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ.

অর্থঃ তোমরা কি ধারণা করো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?[৩০৩]

(১৯৫) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল-সন্ধ্যা এ দুআ করতেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَجْأَةِ الْخَيْرِ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فَجأةِ الشَّرِّ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাজআতিল খাইরি ওয়া আউযুবিকা মিন ফাজআতিশ শাররি।

---

৩০২. সুনানে তিরমিজি: ২৯২৩, আমালুল ইয়াউম: ৬৮১, ইবনুস সুন্নি, সুনানে দারিমি ২/৪৫৮।
৩০৩. আমালুল ইয়াউম: ৭৭, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আকস্মিক কল্যাণ এবং আকস্মিক অকল্যাণ হতে আপনার কাছে পানাহ চাই।[৩০৪]

(১৯৬) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আমার উপদেশ অবশ্যই পালন করবে। তুমি সকাল-বিকাল এ দুআ পড়বে–

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِكَ أَسْتَغِيْثُ فَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

উচ্চারণ: ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম, বিকা আসতাগিসু ফা আসলিহ লি শানি কুল্লাহু ওয়া লা তাকিলনি ইলা নাফসি তারফাতা আইন।

অর্থ: হে চিরঞ্জীব, হে সকল কাজের নিয়ন্ত্রক, আপনারই আশ্রয় চাই। আপনি আমার সকল কাজ সংশোধন করে দিন। ক্ষণিকের জন্যও আমার রক্ষণাবেক্ষণ আামার ওপর ছেড়ে দিয়েন না।[৩০৫]

(১৯৭) হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি. থেকে দুর্বল সনদে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিপদাপদের অভিযোগ করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সকালবেলা এই দুআটি পড়তে বললেন। ঐ ব্যক্তি উক্ত আমল করল, ফলে তার সকল বিপদাপদ দূর হয়ে গেল। দুআটি হল–

بِسْمِ اللهِ عَلٰى نَفْسِيْ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহ আলা নাফসি ওয়া আহলি ওয়া মালি।

অর্থ: আমার, পরিবার এবং সম্পদের ওপর আল্লাহর নাম নিলাম।[৩০৬]

(১৯৮) হজরত উম্মে সালামা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালবেলা এ দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.

---

৩০৪. আমালুল ইয়াউম: ৩৯, ইবনুস সুন্নি। হাদিসটি খুবই দুর্বল।

৩০৫. আমালুল ইয়াউম: ৪৮, ইবনুস সুন্নি, আমালুল ইয়াউম: ৫৭০, নাসাঈ, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫৪০।

৩০৬. আমালুল ইয়াউম: ৫১, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফিয়া ওয়া রিযকান ওয়াসিয়া ওয়া আমালান মুতাকাব্বালা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার কাছে উপকারী ইলম, হালাল রিজিক ও মাকবুল আমল চাই।[৩০৭]

(১৯৯) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল তিনবার এই দুআটি পড়বে, আল্লাহ তাকে পরিপূর্ণ নেয়ামত দান করবেন। দুআটি হল–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ مِنْكَ فِيْ نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسَتْرٍ، فَأَتِمَّ نِعْمَتَكَ عَلَيَّ وَعَافِيَتَكَ وَسَتْرَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসবাহতু মিনকা ফি নিমাতিন ওয়া আফিয়াতিন ওয়া ওয়া সাতরিন, ফা আতিম্মা নিমাতাকা আলাইয়্যা ওয়া আফিয়াতাকা ওয়া সাতরাকা ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার দেয়া নেয়ামত ও সুস্থতা ও দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখাবস্থায় সকাল করেছি। অতএব, দুনিয়া-আখেরাতে আমার ওপর পরিপূর্ণ নেয়ামত দান করুন। দুনিয়া ও আখেরাতে আমাকে সুস্থতা দান করুন ও আমার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখুন।[৩০৮]

(২০০) হজরত যুবাইর বিন আওয়াম রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ إِلاَّ مُنَادٍ يُنَادِيْ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ.

অর্থ: প্রতিদিন সকাল বেলা একজন ঘোষক ঘোষণা করেন– আমরা মহান মালিকের পবিত্রতা ও গুণকীর্তন করি।– ইবনুস সুন্নির কিতাবে আছে–

إِلاَّ صَرَخَ صَارِخٌ: أَيُّهَا الْخَلَائِقُ سَبِّحُوْا الْمَلِكَ الْقُدُّوْسَ.

---

৩০৭. মুসনাদে আহমাদ ৬/২৯৪, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৯২৫, আমালুল ইয়াউম: ১১০, ইবনুস সুন্নি, আমালুল ইয়াউম: ১০২, নাসাঈ।

৩০৮. আমালুল ইয়াউম: ৫৫, ইবনুস সুন্নি। হাদিসটি খুবই দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: একজন ঘোষক ঘোষণা করেন– হে সৃষ্টিকুল! তোমরা মহান মালিকের পবিত্রতা ও গুণকীর্তন করো।[৩০৯]

(২০১) হজরত বুরাইদা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এই দুআ পড়ল এবং ঐ দিনে/রাতে মারা গেল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। দুআটি এই–

رَبِّيَ اللهُ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً.

উচ্চারণ: রাব্বি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি লা ইলাহা ইল্লা হু, আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আজিম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আলিয়্যুল আজিম, মা শা আল্লাহু কানা ওয়া মা লাম ইয়াশা লাম ইয়াকুন। আ'লামু আন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির, ওয়া আন্নাল্লাহা কাদ আহাতা বিকুল্লি শাইয়িন ইলমা।

অর্থ: আমার রব আল্লাহ, আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম, তিনি ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই। তাঁরই ওপর আমি ভরসা করলাম, তিনি মহা আরশের অধিপতি। মহান মর্যাদাবান আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই। তিনি যা চান হয় এবং যা না চান তা হয় না। আমার বিশ্বাস যে, আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান এবং তিনি নিজ জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে বেষ্টন করে আছেন।[৩১০]

(২০২) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি আবু যামযামের মতো হতে পারো না? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আবু যামযাম কে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে হল ঐ ব্যক্তি, যে প্রতিদিন সকালে এই দুআটি পড়ত, এরপর কেউ যদি তাকে গালি দিত, তাহলে সে তাকে গালি দিত না। কেউ তার প্রতি জুলুম করলে সে জুলুম করত না। কেউ প্রহার করলে সে প্রহার করত না। দুআটি হল–

---

৩০৯. সুনানে তিরমিজি: ৩৫৬৪, আমালুল ইয়াউম: ৬২, ইবনুস সুন্নি।

৩১০. আমালুল ইয়াউম: ৪২, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِيْ وَعِرْضِيْ لَكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি কাদ ওয়াহাবতু নাফসি ওয়া ইরযি লাকা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আমার আত্মা ও মান-সম্মান আপনার কাছে সোপর্দ করলাম।[৩১১]

(২০৩) হজরত আবুদ দারদা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল-বিকাল সাতবার নিম্নোক্ত দুআ পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার ইহ-পরকালের যাবতীয় কাজের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। দুআটি হল–

حَسْبِيَ اللهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণ: হাসবিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আজিম।

অর্থ: ঐ আল্লাহ আমার জন্য যতেষ্ট, যিনি ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই। তার ওপরই আমি ভরসা করলাম, তিনি মহান আরশের অধিপতি।[৩১২]

(২০৪) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ قَرَأَ (حم) الْمُؤْمِنِ إِلَى { إِلَيْهِ الْمَصِيرُ }، وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ حِينَ يُصْبِحُ، حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَرَأَهُمَا حِيْنَ يُمْسِيْ حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ.

অর্থ: যে ব্যক্তি সকালে حم থেকে اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ (তথা সুরা মুমিনের আয়াত নং ১-৩ পর্যন্ত) ও আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদে থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পড়বে সে সকাল পর্যন্ত নিরাপদে থাকবে।[৩১৩]

এই হাদিসগুলোই আমাদের উল্লেখ করার ইচ্ছা ছিল। আমলের জন্য এগুলোই যথেষ্ট। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে তাওফিক কামনা করছি

---

৩১১. আমালুল ইয়াউম: ৬৫, ইবনুস সুন্নি।
৩১২. আমালুল ইয়াউম: ৭১, ইবনুস সুন্নি।
৩১৩. সুনানে তিরমিজি: ২৮৮২, আমালুল ইয়াউম: ৭১, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এগুলোর ওপর আমলের জন্য এবং অন্যান্য ভালো বিষয়ের ওপর আমলের জন্য।

(২০৫) হজরত তালাক বিন হাবিব রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হজরত আবু দারদা রাদি. এর কাছে এসে বললো, হে আবু দারদা, তোমার ঘর পুড়ে গেছে। তিনি উত্তরে বললেন, না, আমার ঘর পুড়েনি। আল্লাহ তাআলা এমনটি করবেন না। কেননা আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে এই দুআটি পড়বে, সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহ তাকে সকল মুসিবত থেকে হেফাজত করবেন। আর যে ব্যক্তি দিনের শেষ ভাগে পড়বে, আল্লাহ তাকে সকাল পর্যন্ত যাবতীয় বিপদ থেকে হেফাযত করবেন। দুআটি হল–

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আলাইকা তাওয়াক্কালতু, ওয়া আনতা রাব্বুল আরশিল আজিম। মা শা আল্লাহু কানা ওয়া মা লাম ইয়াশা লাম ইয়াকুন। লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম। আ'লামু আন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির, ওয়া আন্নাল্লাহা কাদ আহাদা বিকুল্লি শাইয়িন ইলমা। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন শাররি নাফসি ওয়া মিন শাররি কুল্লি দাব্বাতিন আনতা আখিজুন বিনা সিয়াতিহা। ইন্না রাব্বি আলা সিরাতিন মুস্তাকিম।

অর্থঃ ওহে আল্লাহ, আপনি আমার রব, আপনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আপনার ওপরই ভরসা করলাম, আপনিই মহান আরশের অধিপতি। আল্লাহ যা চান তাই হয় এবং যা চান না তা হয় না। মহান মর্যাদাবান আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন ক্ষমতা ও শক্তি নেই। আমার বিশ্বাস যে, আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান এবং তিনি নিজ জ্ঞান দ্বারা সবকিছুর বেষ্টনকারী। হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় চাই নিজের কুপ্রবৃত্তির অনিষ্ট

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

থেকে এবং সকল প্রাণীর অনিষ্ট থেকে, যাদের লাগাম আপনার হাতে। নিশ্চয় আমার রব সঠিক পথের প্রদর্শনকারী।[৩১৪]

অন্য বর্ণনায় আছে– এক সাহাবিকে বলা হল, সেখানে আবু দারদা রাদি. এর নাম উল্লেখ নেই। সেই বর্ণনায় আরো আছে– বার্তাবাহক আগন্তুক ব্যক্তিটি তার কাছে বারবার আসছিলো, আর বলছিলো, আপনি ঘরে যান, আপনার ঘর পুড়ে গেছে। আর সেই সাহাবি বলছিলেন, আমার ঘর পুড়েনি। কেননা আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি– 'যে ব্যক্তি সকালে উল্লিখিত দুআ পড়বে, তার নিজের, পরিবারের ও সম্পদের কোন ক্ষতি হবে না।' আর আমি আজ সেই দুআ পড়েছি। এরপর সাহাবি বললেন, তোমরা আমার সাথে চল। তখন সাহাবি ও অন্য লোকেরা তাঁর বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। বাড়িতে গিয়ে দেখেন, তাঁর ঘরের আশপাশে সব কিছু পুড়ে গেছে; কিন্তু তাঁর ঘরের কিছুই হয়নি।

জুমুআর দিন সকালের আমল

অন্যান্য দিন যে সকল আমল করবে, জুমুআর দিনও সেই আমলই করবে। তবে এ দিন অন্য দিনের তুলনায় বেশি জিকির-আজকার করবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অধিক পরিমাণে দরুদ পাঠ করবে।

(২০৬) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন ফজরের নামাজের পূর্বে এ দুআ তিন বার পড়বে, তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও আল্লাহ তাআলা তা মাফ করে দিবেন। দুআটি হল–

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

উচ্চারণ: আসতাগফিরুল্লাহাল্লাযি লা-ইলাহা ইল্লাহুওয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম ওয়া আতুবু ইলাইহ।[৩১৫]

অর্থ: আমি ঐ আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করি, যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরজীবি শাশ্বত। আমি তার কাছে তাওবা করি।[৩১৬]

---

৩১৪. আমালুল ইয়াউমঃ ৫৭, ইবনুস সুন্নি।

৩১৫. ইবনুস সুন্নিঃ ৮৩। হাদিসটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী ইসহাক বিন খালিদের কারণে। তবে হাদিসটি জুমুআর দিনের কয়েদ ছাড়া সহিহ সনিদে বর্ণিত হয়েছে। দেখুনঃ সুনানে তিরমিজিঃ ৩৫৭৭, সুনানে আবু দাউদঃ ১৫১৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জুমুআর দিন ফজর থেকে নিয়ে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত পুরো দিনেই দুআ করা চাই। জুমুআর দিন দুআ কবুলের একটি মুহূর্ত রয়েছে। যেন সে মুহূর্তে দুআটি হয়। উক্ত মুহূর্তটির ব্যাপারে অনেক অভিমত রয়েছে। যেমন– কেউ বলেন, ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর। কেউ বলেন, সূর্যোদয়ের পূর্বে। কেউ বলেন, সূর্যোদয়ের পরে। কেউ বলেন, সূর্য ঢলে যাওয়ার পর। কেউ বলেন, আছরের পর। আবার কেউ অন্য সময়ের কথাও বলেন।

তবে সঠিক বাস্তবসম্মত কথা হল, যা মুসলিম শরিফে হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. থেকে বর্ণিত আছে– রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে মুহূর্তটি হল, ইমাম সাহেব মিম্বরে বসা থেকে নিয়ে নামাজের সালাম ফেরানো পর্যন্ত মুহূর্তটি।[৩১৭]

সূর্যোদয়ের সময়ের দুআ

(২০৭) হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, সূর্যোদয়ের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুআটি পড়তেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَلَّلَنَا الْيَوْمَ عَافِيَتَهُ، وَجَاءَ بِالشَّمْسِ مِنْ مَطْلَعِهَا، اَللّٰهُمَّ أَصْبَحْتُ أَشْهَدُ لَكَ بِمَا شَهِدْتَ بِهِ لِنَفْسِكَ، وَشَهِدَتْ بِهِ مَلَائِكَتُكَ وَحَمَلَةُ عَرْشِكَ وَجَمِيعُ خَلْقِكَ إِنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْقَائِمُ بِالْقِسْطِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ، اُكْتُبْ شَهَادَتِيْ بَعْدَ شَهَادَةِ مَلَائِكَتِكَ وَأُوْلِي الْعِلْمِ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ السَّلَامُ، أَسْأَلُكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَنْ تَسْتَجِيْبَ لَنَا دَعْوَتَنَا، وأَنْ تُعْطِيَنَا رَغْبَتَنَا، وَأَنْ تُغْنِيَنَا عَمَّنْ أَغْنَيْتَهُ عَنَّا مِنْ خَلْقِكَ، اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِي الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ، وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعِيْشَتِيْ، وَأَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِي الَّتِيْ إِلَيْهَا مُنْقَلَبِيْ.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি জাল্লালানাল ইয়াউমা আফিয়াতাহ, ওয়া যাআ বিশ শামসি মিন মাতলায়িহা, আল্লাহুম্মা আসবাহতু আশহাদু লাকা বিমা শাহিদতা বিহি লি নাফসিকা, ওয়া শাহিদাত বিহি মালায়িকাতুকা ওয়া

৩১৬. আমালুল ইয়াউম: ৮৩, ইবনুস সুন্নি।
৩১৭. সহিহ মুসলিম: ৮৫৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হামালাতু আরশিকা ওয়া জামিউ খালকিক। ইন্নিকা আনতাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আনতাল কায়িমু বিল কিসতি, লা ইলাহা ইল্লা আনতাল আজিজুল হাকিম। উকতুব শাহাদাতি বা'দা শাহাদাতি মালায়িকাতিকা ওয়া উলিল ইলম। আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু ওয়া ইলাইকাস সালাম, আসআলুকা ইয়া যালজালালি ওয়াল ইকরাম, আন তাসতাজিবা লানা দাওয়াতানা। ওয়া আন তু'তিয়া না রাগবাতা না, ওয়া আন তুগনিনা আম্মান আগনাইতাহু আন্না মিন খালকিক। আল্লাহুম্মা আসলিহ লি দীনিয়াল্লাজি হুয়া ইসমাতু আমরি, ওয়া আসলিহ লি দুনয়াইয়াল্লাতি ফিহা মায়িশাতি, ওয়া আসলিহ লি আখিরাতিয়াল্লাতি ইলাইহা মুনকালাবি।

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আজকে আমাদেরকে সুরক্ষা দ্বারা আচ্ছাদিত করেছেন, সুর্যকে করেছেন উদীত। হে আল্লাহ, আমি এই সকালে সাক্ষ্য দিচ্ছি সে বিষয়ের, যা আপনি নিজের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন, আর যার সাক্ষ্য দিয়েছেন ফেরেশতা, আরশ বহনকারী এবং আপনার সৃষ্টিকুল যে, আপনিই আল্লাহ। আপনি ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই, আপিন ন্যায়পরায়ণ। আপনার মতো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। ফেরেশতা ও জ্ঞানীদের সাক্ষ্যের সাথে আমার এ সাক্ষ্য কবুল করুন। হে আল্লাহ, আপনি দোষ-ত্রুটি থেকে চির মুক্ত, নিরাপত্তার মালিক। আপনার কাছ থেকেই আসে নিরাপত্তা। মিনতি করি হে মহিমাময় ও প্রতাপের অধিকারী, আমাদের দুআ করুন। আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করুন। আপনার সৃষ্টির যাদেরকে আমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী রেখেছেন, আমাদেরকেও তাদের থেকে অমুখাপেক্ষী রাখুন। হে আল্লাহ, আমাকে আমার দীনে উন্নতিসাধন করুন, যে দীনকে আমার রক্ষাকবজ বানিয়েছেন। হে আল্লাহ, আমাকে দুনিয়াতেও উন্নতিসাধন করুন, যেখানে আমার জীবিকা রেখেছেন। হে আল্লাহ, আমার জন্য আমার পরকাল সংশোধন করে দিন, যেদিকে আমার প্রত্যাবর্তন নির্ধারিত।[318]

(২০৮) হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে সূর্যদয়ের মুহূর্তটি দেখার জন্য নিযুক্ত করেন। সে ব্যক্তি তাকে সূর্যদয়ের সংবাদ দিলে তিনি এ দুআ পড়েন–

৩১৮. ইবনুস সুন্নিঃ ১৪৭। হাদিসটি আমলযোগ্য দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لَنَا هَذَا الْيَوْمَ وَأَقَالَنَا فِيْهِ مِنْ عَثَرَاتِنَا.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহিল লাযি ওয়াহাবা লানা হাযাল ইয়াওমু ওয়া আকালানা ফিহি মিন আসারাতিনা।

অর্থ: সকল প্রশংসা ঐ সত্তার যিনি আমাদেরকে আজকের দিনটি দিয়েছেন এবং এ দিনে আমাদের গুনাহ সমূহকে মাফ করে দিয়েছেন।[৩১৯]

সূর্য পরিপূর্ণ উদিত হওয়ার পরের দুআ

(২০৯) হজরত আমর বিন আবাসা রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَا تَسْتَقِلُّ الشَّمْسُ فَيَبْقَىٰ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِ اللهِ تَعَالَىٰ إِلَّا سَبَّحَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَحَمِدَهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَعْتَاءِ بَنِيْ آدَمَ، فَسَأَلْتُ عَنْ أَعِتَاءِ بَنِيْ آدَمَ؟ فَقَالَ: شَرَارُ الْخَلْقِ.

অর্থ: যখন সূর্য পূর্ণাঙ্গভাবে উদিত হয়, তখন শয়তান ও অবাধ্য-নিকৃষ্ট বনি আদম ছাড়া সবকিছুই আল্লাহর মহত্ত ও বড়ত্বের ঘোষণা দেয়।[৩২০]

সূর্য ঢলে যাওয়া থেকে আসর পর্যন্ত যে দুআ পড়বে

পূর্বে যতগুলো অধ্যায় গেছে প্রায় সবগুলোই নামাজ কেন্দ্রিক। সূর্য ঢলে যাওয়ার পরও বেশি বেশি ইবাদত-বন্দেগি ও জিকির-আজকার করা চাই।

(২১০) হজরত আবদুল্লাহ বিন সায়েব রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ، قَبْلَ الظُّهْرِ. وَقَالَ :إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ.

অর্থ: তিনি বলেন, রাসুল যোহরের পূর্বে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর চার রাকাত নামাজ পড়তেন এবং বলতেন, এটা এমন মুহূর্ত যখন আকাশের দরজা

---

৩১৯. আমালুল ইয়াউম: ১৪৮, ইবনুস সুন্নি। মাওকুফ হাদিস।

৩২০. আমালুল ইয়াউম: ১৪৯, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

খোলা হয়। তাই এসময় আমার নেক আমল ওপরে উঠুক– তা আমি কামনা করি। –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।[৩২১]

জোহরের নামাজের পরও বেশি পরিমাণ জিকির-আজকার করা চাই। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ.

অর্থ: তুমি সকাল-সন্ধ্যায় তোমার রবের সপ্রশংস তাসবিহ পাঠ করো।[৩২২]

অভিধান প্রণেতাগণ বলেন, اَلْعَشِيِّ হল– সূর্য হেলে যাওয়া থেকে নিয়ে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত সময়।

ইমাম আবু মনসুর আল আযহারি বলেন, اَلْعَشِيِّ হল– আরবদের নিকট সূর্য হেলে যাওয়া থেকে নিয়ে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর্যন্ত সময়।

আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্তের দুআ

আসরের পর আরো বেশি দুআ করা চাই। কারণ, আসরের নামাজ অনেকেই আয়াতে বর্ণিত اَلْوُسْطَى শব্দের উদ্দেশ্য বলেছেন। অনুরূপভাবে সকালেও বেশি বেশি জিকির করা চাই। শব্দের ব্যাখ্যায় যা কিছু বলা হয়ে থাকে তার মাঝে ফজর ও আসরের নামাজের ব্যাখ্যাটিই বেশি সঠিক। আসরের পর দিনের শেষভাগেও বেশি বেশি জিকির করা চাই। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا.

অর্থ: সূর্যদয়ের ও সূর্যঅস্তমিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহর প্রশংসায় তাসবিহ পাঠ করো।[৩২৩]

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ.

অর্থ: সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর সপ্রশংস তাসবিহ পাঠ করো।[৩২৪]

---

৩২১. সুনানে তিরমিজি: ৪৭৮।
৩২২. সুরা গাফির: ৫৫।
৩২৩. সুরা তাহা: ১৩।
৩২৪. সুরা গাফির: ৫৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ.

অর্থঃ তোমার প্রভুর জিকির করো সকাল-সন্ধ্যায় বিনয় ও ভীতির সাথে মনে মনে এবং অনুচ্চস্বরে মুখে।[৩২৫]

يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ.

অর্থঃ সে ঘরে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করে এমন কিছু লোক যাদেরকে ব্যাবসায়-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল করতে পারে না।[৩২৬]

(২১১) হজরত আনাস রাদি. এর সূত্রে দুর্বল সনদে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لِأَنْ أَجْلِسَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلٰى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ ثَمَانِيَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ.

অর্থঃ আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জিকিরকারীদের সাথে বসা, হজরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশের আটজন গোলাম আযাদ করা থেকেও উত্তম।[৩২৭]

মাগরিবের আজান শুনে যে দুআ পড়বে

(২১২) হজরত উম্মে সালামা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মাগরিবের আজানের সময় নিচের দুআটি পড়তে শিখিয়েছেন–

اَللّٰهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ ؛ فَاغْفِرْ لِيْ.

উচ্চারণঃ আল্লহুম্মা হাযা ইকবালু লাইলিকা ওয়া ইদবারু নাহারিকা ওয়া আসওয়াতু দুআইকা ফাগফিরলি।

---

৩২৫. সুরা আরাফঃ ২০৫।
৩২৬. সুরা নুরঃ ৩৬-৩৭।
৩২৭. ইবনুস সুন্নিঃ ৬৭০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার দেয়া রাতের আগমন, দিনের প্রস্থান ও মুআজ্জিনের আহ্বানের এই শুভ সন্ধিক্ষণ, এর উসিলায় আমাকে ক্ষমা করে দিন।[৩২৮]

মাগরিবের নামাজের পরের দুআ

ইতিপূর্বে ফরজ নামাজের পর যে সকল দুআ পড়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো পড়বে। এর সাথে মাগরিবের সুন্নাত নামাজ আদায়ের পর নিম্নে বর্ণিত দুআগুলোও পড়বে–

(২১৩) হজরত উম্মে সালামা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামাজ শেষ করে রুমে এসে দুই রাকাত নামাজ পড়তেন। এরপর তিনি এ দুআ করতেন–

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ وَالْأَبْصَارِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ.

উচ্চারণ: ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুবি ওয়াল আবসারি, সাব্বিত কুলুবানা আলা দীনিক।

অর্থ: হে অন্তর ও চোখের মালিক, আপনি আমার কলবকে আপনার দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।[৩২৯]

(২১৪) হজরত উমারা বিন শাবিব রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজের পর দশবার নিম্নোক্ত দুআ পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য প্রহরী পাঠাবেন, যারা তাকে সকাল পর্যন্ত শয়তান থেকে হেফাজতে রাখবেন। তার জন্য দশটি নেকি লেখা হবে। দশটি ধ্বংসাত্মক বড় গুনাহ মাফ করা হবে। দশজন মুমিন দাসী আযাদ করার সমপরিমাণ সওয়াব দেয়া হবে। দুআটি হল–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইয়ুহয়ি ওয়া ইয়ুমিতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

---

৩২৮. সুনানে আবু দাউদ: ৫৩০, সুনানে তিরমিজি: ৩৫৮৩।

৩২৯. ইবনুস সুন্নি: ৬৫৮। হাদিসটি দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তার কোন অংশীদার নেই। সকল আধিপত্য তারই, তারই সকল প্রশংসা। তিনি জীবন-মরণ দিয়ে থাকেন। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উমারা হাদিস শোনেছেন বলে আমাদের জানা নেই।[৩৩০]

বিতর নামাজে ও তার পরবর্তীতে পড়ার দুআ

বিতর নামাজের প্রথম রাকাতে সুরা আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সুরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সুরা এখলাস ও সুরা ফালাক ও নাস পড়া সুন্নাত। যদি প্রথম রাকাতে সুরা আলা পড়তে কেউ ভুলে যায়, তাহলে দ্বিতীয় রাকাতে সুরা কাফিরুনের সাথে তা পড়বে। আর যদি দ্বিতীয় রাকাতে সুরা কাফিরুন পড়তে ভুলে যায়, তাহলে সুরা এখলাস, সুরা ফালাক ও সুরা নাসের সাথে তা পড়ে নিবে।

(২১৫) হজরত উবাই বিন কাব রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর নামাজ শেষ করে এ দুআ পড়তেন–

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ.

উচ্চারণ: সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস।

অর্থ: আমরা মহান মালিকের পবিত্রতা ও গুণকীর্তন করি। ইমাম নাসাঈ ও ইবনুস সুন্নির এক বর্ণনায় তিনবারের কথা বর্ণিত আছে।[৩৩১]

(২১৬) হজরত আলি রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর নামাজের শেষ রাকাতে এ দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

---

৩৩০. সুনানে তিরমিজি: ৩৫৩৪, আমালুল ইয়াউম: ৫৭৭, নাসাঈ।

৩৩১. সুনানে আবু দাউদ: ১৪৩০, আমাল: ৭১১, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বি রিজাকা মিন সাখাতিকা, ওয়া আউজু বি মুআফাতিকা মিন উকুবাতিক। ওয়া আউজুবিকা মিনকা, লা উহসি সানাআন আলাইকা, আনতা কামা আসনাইতা আলা নাফসিক।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার সন্তুষ্টি চাই। ক্রোধ থেকে পানাহ চাই। শাস্তি থেকে মুক্তি চাই। আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আমি আপনার প্রশংসা করে শেষ করতে পারবো না। আপনি তেমনই মহিমান্বিত যেমন আপনি নিজের প্রশংসা করেছে।[৩৩২]

ঘুমের সময় বিছানায় শুয়ে যে দুআ পড়বে

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

অর্থ: নিশ্চয় আসমান-জমিনের সৃষ্টি ও রাত-দিনের আবর্তনের মাঝে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে। এবং আসমান-জমিনের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ফিকির করে।[৩৩৩]

(২১৭) হজরত হুজায়ফা ও হজরত আবু জর রাদি. থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় যেতেন, তখন এ দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوْتُ.

উচ্চারণ: বিনসমিকা আল্লাহুম্মা আহইয়া ওয়া আমুতু।[৩৩৪]

অর্থ: হে আল্লাহ, তোমার নামে জাগ্রত এবং তোমার নামে ঘুমাই হই।

(২১৮) হজরত আলি রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ও হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন–

---

৩৩২. সহিহ মুসলিম: ৪৮৬, সুনানে আবু দাউদ: ৮৭৯, সুনানে তিরমিজি: ৩৪৯১।
৩৩৩. সুরা আলে ইমরান: ১৯০-৯১।
৩৩৪. সহিহ মুসলিম: ২৭১১, সহিহ বুখারি: ৬৩১২, সুনানে আবু দাউদ: ৫০৩৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا أَوْ أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا، فَكَبِّرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ.

অর্থ: তোমরা যখন ঘুমানোর জন্য বিছানায় যাবে, তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৩ বার আল্লাহু আকবার বলবে। –কোন কোন বর্ণনায় ৩৪ বার সুবহানাল্লাহ বলার কথা আছে। আবার কোন বর্ণনায় ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলার কথা আছে।– আলি রাদি. বলেন–

مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِيْلَ لَهُ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّيْنَ؟ قَالَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّيْنَ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একথা শুনার পর একদিনও এ আমল ছুটেনি। হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হল, সিফফিন যুদ্ধের রাতেও কি পড়েছেন? তিনি উত্তর দিলেন: সিফফিন যুদ্ধের রাতেও পড়েছি।[৩৩৫]

(২১৯) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তোমরা ঘুমানোর পূর্বে তোমরা বিছানার চাদরের ভিতরের পরিষ্কার করে নিবে। কারণ, জানা নেই এর নীচে কোন ক্ষতিকর বস্তু আছে কিনা? এরপর এ দুআ পড়বে–

بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ.

উচ্চারণ: বিসমিকা রাব্বি ওয়া দা'তু যাম্বি ওয়াবিকা আরফাউহু, ইন আমসাকতা নাফসি ফারহামহা, ওয়া ইন আরসালতাহা ফাহফাজহা বিমা তাহফাজু বিহি ইবাদাকাস সালিহিন।

অর্থ: আপনার নামে হে পালনকর্তা! আমি আমার পার্শ এলিয়ে দিলাম, আপনার নামেই তা উঠাবো। আমার রুহ আটকে দিলে রহম করো এবং

---

৩৩৫. সহিহ বুখারি: ৬৩১৮, সহিহ মুসলিম: ২৭২৭, সুনানে আবু দাউদ: ৫০৬২, সুনানে তিরমিজি: ৩৪০৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ছেড়ে দিলে হেফাজত করো, যেভাবে আপনার নেক বান্দাদের হেফাজত করে থাকেন।[৩৩৬]

(২২০) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমানোর পূর্বে তিনকুল পড়ে হাতে ফু দিয়ে পুরো শরীরে মুছতেন।[৩৩৭]

(২২১) অন্য বর্ণনায় আছে–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، فَقَرَأَ فِيهِمَا : { قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ }، وَ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ }، وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ }، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَىٰ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

অর্থ: ঘুমানোর আগে প্রতি রাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই হাত একসাথে করে তিনকুল (সুরা এখলাস, সুরা ফালাক ও সুরা নাস) পড়ে উভয় হাতে ফু দিয়ে যথাসম্ভব পুরো শরীরে মুছে দিতেন। মাথা থেকে শুরু করে চোহারা ও শরীরের সামনের অংশ এভাবে তিনবার করতেন।[৩৩৮]

(২২২) হজরত আবু মাসউদ আনসারি বদরি সাহাবি থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

---

৩৩৬. সহিহ বুখারি: ৬৩২০, সহিহ মুসলিম: ২৭১৪, সুনানে আবু দউদ: ৫০৫০, সুনানে তিরমিজি: ৩৩৯৮।

৩৩৭. সহিহ বুখারি; ৬৩১৯, সহিহ মুসলিম: ২১৯২, সুনানে আবু দাউদ: ৩৯০২, সুনানে তিরমিজি: ৩৩৯৯, মুয়াত্তা মালেক ২/৯৪২-৮৪৩।

৩৩৮. সহিহ বুখারি: ৫০১৭, সহিহ মুসলিম: ২১৯২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: সুরা বাকারার শেষে এমন দুটি আয়াত রয়েছে, যে ব্যক্তি রাতে উক্ত দুই আয়াত পাঠ করবে, উক্ত দুই আয়াত তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদে থাকবে।[৩৩৯]

(২২৩) হজরত বারা বিন আজেব থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, যখন তুমি ঘুমানোর জন্য বিছানায় যাবে তখন নামাজের অজুর মত অজু করবে। ডান পাশে শয়ন করবে। এরপর এই দুআটি পড়বে। যদি তুমি উক্ত রাতে মৃত্যুবরণ করো, তাহলে তুমি মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। দুইটি হল–

اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ؛ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَىٰ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসি ইলাইকা, ওয়া ফাওয়্যাজতু আমরি ইলাইকা, ওয়া আলযা'তু জাহরি ইলাইকা; রাগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা, লা মালযাআ ওয়া লা মানযা মিনকা ইল্লা ইলাইক। আমানতু বিকিতাবিকাল্লাজি আনজালতা ওয়া নাবিয়্যিকাল্লাজি আরসালতা।

অর্থ: হে আমি আমাকে আপনার নিকট সঁপে দিলাম, আমার যাবতীয় বিষয়াদি আপনার জিম্মায় সোপর্দ করলাম, আমার দেহ-পিঠ আপনার আশ্রয়ে রেখেদিলাম। আপনার কাছে এই সমর্পণ আপনার সন্তুষ্টির আশায় এবং বিচ্যুতি ঘটে যাওয়ার আশঙ্কায়। আপনার পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য আপনার কাছে ফিরে আসা ব্যতীত আর কোন আশ্রয় কিংবা গত্যন্তর নেই। ঈমান আনলাম আপনার নাজিলকৃত কিতাবের ওপর এবং প্রেরিত নবির ওপর।[৩৪০]

(২২৪) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

وَكَّلَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِيْ آتٍ، فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ... وذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيْ آخِرِهٖ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ

---

৩৩৯. সহিহ বুখারি: ৫০০৯, সহিহ মুসলিম: ৮০৮, সুনানে আবু দাউদ: ১৩৯৭।

৩৪০. সহিহ বুখারি: ৬৩১৩, সহিহ মুসলিম: ২৭১০, সুনানে আবু দাউদ: ৫০৪৬, সুনানে তিরমিজি: ৩৩৯১, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৭৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

آيَةَ الْكُرْسِيِّ؛ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ، حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ، ذَاكَ شَيْطَانٌ.

অর্থঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রমজানের যাকাতের মাল হেফাজতের দায়িত্ব দিলেন। রাতে কেউ একজন এসে যাকাতের মাল জমা করতে লাগল। এই হাদিসের শেষাংশে আছে– নবিজি বলেছেন, যখন তুমি ঘুমানোর জন্য বিছানায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসি পড়বে। এটা পড়লে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন রক্ষক থাকবে। সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ আগন্তুক তোমার সঙ্গে সত্য বলেছে, যদিও সে মিথ্যুক। সে হল, শয়তান।[৩৪১]

(২২৫) উম্মুল মুমিনিন হজরত হাফসা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান হাত গালের নীচে দিয়ে শয়ন করতেন। এরপর এ দুআ তিনবার পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা কিনি আজাবাকা ইয়াওমা তাবআসু ইবাদাক।

অর্থঃ হে আল্লাহ, আপনার শাস্তি থেকে আমাকে হেফাজত করুন, যে দিন আপনি আপনার বান্দাদের পুনরুত্থান ঘটাবেন। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।[৩৪২]

(২২৬) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমানোর পূর্বে এ দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ

---

৩৪১. সহিহ বুখারি: ২৩১১, আমাল: ৯৫৯, নাসাঈ।

৩৪২. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৪৫, সুনানে তিরমিজি: ৩৩৯৫, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৭৭, আমাল: ৭৬১-৭৬২, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা রাব্বাস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বাল আরদি ওয়া রাব্বাল আরশিল আজিম। রাব্বানা ওয়া রাব্বা কুল্লি শাইয়িন। ফালিকাল হাব্বি ওয়ান্নাওয়া, ওয়া মুনজিলাত তাওরাতি ওয়াল ইঞ্জিলি ওয়াল ফুরকান। আউজুবিকা মিন শাররি কুল্লি শাইয়িন আনতা আখিজুন বি না সিয়াতিহ। আল্লাহুম্মা আনতাল আউয়্যালু ফা লাইসা কাবলাকা শাইয়ুন, ওয়া আনতাল আখিরু ফা লাইসা বা'দাকা শাইয়ুন। ওয়া আনতাজ্জাহিরু ফা লাইসা ফাওকাকা শাইয়ুন। ওয়া আনতাল বাতিনু ফা লাইসা দুনাকা শাইয়ুন। ইকদি আন্নাদ্দাইনা ওয়া আগনিনা মিনাল ফাকরি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আসমান-যমিনের প্রতিপালক, মহান আরশের অধিপতি। হে আমাদের ও সর্বসৃষ্টির পালনকর্তা, বীজ-দানা বিদীর্ণকারী, তওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনের অবতারক। আমি আপনার আশ্রয় কামনা করি আপনার নিয়ন্ত্রিত সকল প্রাণীর অনিষ্ট থেকে। হে আল্লাহ, আপনিই প্রথম, আপনার আগে কিছু নেই। আপনিই শেষ, আপনার পরে কিছু নেই। সকল বস্তুর উপরে আপনিই প্রকাশমান, আপনার উপর কেউ নেই। সবার কাছে আপনি গুপ্ত, আপনার থেকে গুপ্ত কেউ নেই। আমাদের ঋণ শোধের ব্যবস্থা করে দিন এবং দারিদ্র্যের মুখাপেক্ষিতা থেকে হেফাজত করুন।

সুনানে আবু দাউদের অন্য বর্ণনায় (একবচনের শব্দে) এসেছে– আমার ঋণ শোধের ব্যবস্থা করে দিন এবং দারিদ্র্যের মুখাপেক্ষিতা থেকে হেফাজত করুন।[৩৪৩]

(২২৭) হজরত আলি রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমানোর জন্য বিছানায় যেতেন, তখন এ দুআ পড়তেন–

৩৪৩ . সহিহ মুসলিম: ২৭১৩, সুনানে আবু দাউদ: ৫০৫১, সুনানে তিরমিজি: ৩৩৯৭, সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৮৭৩, আমাল: ৭৯০, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ، وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ، مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْثَمَ، اَللّٰهُمَّ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ، وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বি ওয়াজহিকাল কারিম, ওয়া কালিমাতিকাত তাম্মাতি মিন শাররি মা আনতা আখিজুন বি নাসিতিহ। আল্লাহুম্মা আনতা তাকশিফুল মাগরামা ওয়াল মাসাম। আল্লাহুম্মা লা য়ুহজামু জুনদুকা ওয়া লা য়ুখলাফু ওয়া'দুকা, ওয়া লা য়ানফাউ জাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু, সুবহানাকা ওয়াবি হামদিক।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার সম্মানিত সত্তা এবং পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর মাধ্যমে সেসব অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই, যার চাবিকাঠি আপনার হাতে। হে আল্লাহ, আপনিই অপরাধ ও ঋণ থেকে মুক্তি দেন। হে আল্লাহ, আপনার বাহিনী পরাস্ত হয় না এবং আপনার অঙ্গীকার ভঙ্গ হয় না। আর আমল ছাড়া সামর্থ্যবানের সামর্থ্য কোন কাজে আসবে না। আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি।[৩৪৪]

(২২৮) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় যেতেন, তখন এ দুআ পড়তেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُئْوِيَ.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহিল লাযি আতআমানা ওয়াসাকানা ওয়া কাফানা ওয়া আওয়ানা, ফাকাম মিম্মান লা কাফিয়া লাহু, ওয়া লা মু'বিয়া।

অর্থ: সকল প্রশংসা ঐ সত্তার যিনি আমাদের পানাহার করিয়েছেন। আমাদের বাসস্থান সহ সব কিছুর ব্যবস্থা করেছেন। অনেকেই এমন আছে, যাদের জন্য যথেষ্ট কেউ নেই এবং যাদের কোন আশ্রয়স্থল নেই। –তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।[৩৪৫]

---

৩৪৪. সহিহ মুসলিম: ২৭১৫, সুনানে আবু দাউদ: ৫০৫৩, সুনানে তিরমিজি: ৩৩৯৬।

৩৪৫. সহিহ মুসলিম: ২৭১৫, সুনানে আবু দাউদ: ৫০৫৩, সুনানে তিরমিজি: ৩৩৯৬, আমাল: ৭৯৯, নাসাঈ, আমাল: ৭১১, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(২২৯) হজরত আবুল আযহার রাদি. (যাকে আবু যুহাইর আনমারিও বলা হয়) থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমানোর জন্য বিছানায় যেতেন, তখন এ দুআ পড়তেন–

بِاسْمِ اللهِ، وَضَعْتُ جَنْبِيْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ، وَاخْسَأْ شَيْطَانِيْ، وَفُكَّ رِهَانِيْ، وَاجْعَلْنِيْ فِي النَّدِيِّ الْأَعْلٰى.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়াদা'তু যানবি, আল্লাহুম্মাগফিরলি যানবি ওয়াখসা' শাইতানি ওয়া ফুক্কা রিহানি, ওয়ায আলনি ফিন্নাদিয়্যিল আলা।

অর্থ: আল্লাহর নামে শুলাম। হে আল্লাহ, আমার গুনাহ মাফ কর। আমার শয়তানকে লাঞ্ছিত কর। আমাকে মুক্তি দাও। আমাকে উঁচু মর্যাদাবান ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত কর।[৩৪৬]

(২৩০) হজরত নওফেল আশযায়ি রাদি. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন–

اِقْرَأْ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ)، ثُمَّ نَمْ عَلٰى خَاتِمَتِهَا؛ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ.

অর্থ: তুমি সুরা কাফিরুন পড়বে। এটি শেষ করেই ঘুমিয়ে যাবে। এটি শিরক থেকে মুক্তির ঘোষণা।– মুসনাদে আবু ইলাতে হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلٰى كَلِمَةٍ تُنَجِّيْكُمْ مِنَ الْإِشْرَاكِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ، تَقْرَؤُوْنَ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ عِنْدَ مَنَامِكُمْ.

অর্থ: আমি কি তোমাদেরকে এমন কালিমা শিক্ষা দেব না, যা তোমাদেরকে শিরিক থেকে মুক্তি দিবে? তা হচ্ছে, তোমরা ঘুমানোর সময় সুরা কাফিরুন পড়ে ঘুমাবে।[৩৪৭]

(২৩১) হজরত ইরবাদ বিন সারিয়া রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ.

---

৩৪৬. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৫৪, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫৪০।

৩৪৭. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৫৫, সুনানে তিরমিজি: ৩৪০০, সহিহ ইবনে হিব্বান: ২৩৬৩, আমাল: ৮০১-৮১৪, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমানোর আগে সেসব সুরার শুরুতে سبح (সাব্বাহা)[৩৪৮] আছে সেগুলো পড়ে ঘুমাতেন। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[৩৪৯]

(২৩২) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرَ.

অর্থঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরা বনি ইসরাঈল ও যুমার না পড়ে ঘুমাতেন না। –ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।[৩৫০]

(২৩৩) হজরত ইবনে উমর থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয়ন করার জন্য বিছানায় যেতেন, তখন এ দুআ পড়তেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَفَانِيْ وَآوَانِيْ، وَأَطْعَمَنِيْ وَسَقَانِيْ، وَالَّذِيْ مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ، وَالَّذِيْ أَعْطَانِيْ فَأَجْزَلَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ، اَللّٰهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ وَإِلٰهَ كُلِّ شَيْءٍ، أَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ.

উচ্চারণঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি কাফানি ওয়া আওয়ানি ওয়া আত'আমানি ওয়া সাকানি, ওয়াল্লাযি মান্না আলাইয়া ফাআফযালা ওয়াল্লাযি আ'তানি ফা আযজালা। আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল, রাব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালিকাহ, ওয়া ইলাহা কুল্লি শাইয়িন। আউজুবিকা মিনান্নার।[৩৫১]

অর্থঃ সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি আমাকে পরিপূর্ণ দিয়েছেন। আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। পানাহার করিয়েছেন। যিনি আমার ওপর অনেক বেশি অনুগ্রহ করেছেন। যিনি আমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন। সর্বাবস্থায় তাঁর

---

৩৪৮. অথবা ইয়ুসাব্বিহু কিংবা সুবহানা শব্দ আছে। এমন সুরা ৭টি, যথাঃ সুরা বনি ইসরাঈল, হাদিদ, হাশর, সাফ, জুমুআ, তাগাবুন এবং সুরা আলা।

৩৪৯. সুনানে আবু দাউদঃ ৫০৫৭, সুনানে তিরমিজিঃ ৩৪০২, আমালঃ ৭১৩-৭১৪, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ ৪/১২৮।

৩৫০. সুনানে তিরমিজিঃ ৩৪০২, মুসনাদে আহমাদ ৬/৬৮, মুসতাদরাকে হাকেম ২/৪৩৪।

৩৫১. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহঃ ১৫৮, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

প্রশংসা করি। হে আল্লাহ, আপনি সকল কিছুর প্রতিপালক ও মালিক। আপনি সবকিছুর ইলাহ। আপনার কাছে জাহান্নাম থেকে পানাহ চাই।[৩৫২]

(২৩৪) হজরত আবু সাঈদ খুদরি থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি ঘুমানোর জন্য বিছানায় শয়ন করে এই দুআ তিনবার পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ মাফ করে দেন যাদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমান হয়। তার গুনাহ তারকা পরিমাণ; বালুকারাশি পরিমাণ, দুনিয়ার দিবসের পরিমাণ গুনাহ হলেও আল্লাহ মাফ করে দেন। দুআটি হল–

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.

উচ্চারণ: আসতাগফিরুল্লাহাল্লাযি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়াল কাইয়ুমা ওয়া আতুবু ইলাইহ।

অর্থ: আমি ঐ আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করি, যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরজীবি শাশ্বত। আমি তার কাছে তাওবা করি।[৩৫৩]

(২৩৫) আসলাম গোত্রের এক সাহাবি থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন– আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। তখন একজন সাহাবি এসে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে গতরাতে দংশন করেছে। ফলে আমি সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কীসে তোমাকে দংশন করেছে? সাহাবি বললেন, বিচ্ছু। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যদি সন্ধ্যাবেলায় এ দুআ পড়তে, তাহলে ইনশাআল্লাহ তোমাকে অনিষ্ট স্পর্শ করতো না। দুআটি হল–

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ، اَلتَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ .

উচ্চারণ: আউযুবিকালিমাতিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক।

অর্থ: আল্লাহর পরিপূর্ণ উক্তির মাধ্যমে তার সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করি।[৩৫৪]

(২৩৬) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

---

৩৫২. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৫৮, আমাল: ৭২৩, ইবনুস সুন্নি, আমাল: ৭৯৮, নাসাঈ।
৩৫৩. সুনানে তিরমিজি: ৩৩৯৪। হাদিসটি আলযোগ্য দুর্বল।
৩৫৪. সুনানে আবু দাউদ: ৩৭৯৮, মুসনাদে আহমাদ ৩/৪৪২, আমাল: ৫৯৩, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصىٰ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجِعَهُ أَنْ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْحَشْرِ وَقَالَ: إِنْ مِتَّ مِتَّ شَهِيدًا أو قال: مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাহাবিকে ঘুমানোর সময় সুরা হাশর পড়ে ঘুমানোর জন্য নসিহত করলেন। আর বললেন, তুমি যদি ঐ রাতে মারা যাও, তাহলে শহিদের মর্যাদা পাবে অথবা তিনি বলেছেন, তুমি জান্নাতবাসী হবে।[৩৫৫]

(২৩৭) হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, যখন তুমি ঘুমাতে যাবে, তখন এ দুআটি পড়বে–

اَللّٰهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِيْ، وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনতা খালাকতা নাফসি, ওয়া আনতা তাতাওয়াফফাহা, লাকা মামাতুহা ওয়া মাহইয়াহা, ইন আহইয়াইতাহা ফাহফাজহা ওয়া ইন আমাত্তাহা ফাগরিফর লাহা। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফিয়াহ।

অর্থ: হে আল্লাহ আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনিই মৃত্যু দান করবেনা। আপনার হাতে জীবন-মরণ। আপনি নিরাপদে জীবিত রাখুন। আপনি ক্ষমাসুন্দর মৃত্যু দিন। আপনার কাছে সবকিছুর নিরাপত্তা চাই।

এরপর আবদুল্লাহ বিন উমর বলেন, এই দুআটি আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি।[৩৫৬]

(২৩৮) হজরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে; যাতে পূর্বের "সকাল-সন্ধ্যার" আমলের অধ্যায়ে হজরত আবু বকর রাদি.-এর ঘটনায় উল্লেখ হয়েছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ দুআটি সকাল-সন্ধ্যা ও ঘুমের সময় পড়বে–

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.

---

৩৫৫. ইবনুস সুন্নি: ৭১৮, হাদিসটি খুবই দুর্বল।

৩৫৬. সহিহ মুসলিম: ২৭১২, মুসনাদে আহমাদ ২/৭৯, আমাল: ৭২১, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি, আলিমাল গাইবি ওয়াশ শাহাদাহ। রাব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালিকাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা। আউজুবিকা মিন শাররি নাফসি, ওয়া শাররিশ শাইতানি ওয়া শিরকিহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আসমান-যমিনের হে আদিস্রষ্টা, দৃশ্য-অদৃশ্যের হে মহা জ্ঞাতা। সকল বস্তুর মালিক ও প্রতিপালক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আমি নিজের কুপ্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং শিরিক থেকে আপনার আশ্রয় চাই।[357]

(২৩৯) হজরত শাদ্দাদ বিন আউস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْوِيْ إِلٰى فِرَاشِهٖ فَيَقْرَأُ سُوْرَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالٰى حِيْنَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ إِلَّا وَكَّلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهٖ مَلَكًا، لَا يَدَعُ شَيْئًا يَقْرَبُهُ يُؤْذِيْهِ يَهُبُّ مَتَى هَبَّ.

অর্থ: কোন মুসলমান যখন ঘুমানোর সময় বিছানায় গিয়ে কুরআনের কোন সুরা তিলাওয়াত করে, আল্লাহ তাআলা তাকে হেফাজত করার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন। কষ্টদায়ক কোন কিছুই তার নিকটবর্তী হতে দেয় না। সে যখন জাগ্রত হতে চায়, তখন জাগিয়ে দেয়।[৩৫৮]

(২৪০) হজরত জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَوَى إِلٰى فِرَاشِهٖ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ، فَقَالَ الْمَلَكُ: اَللّٰهُمَّ اخْتِمْ بِخَيْرٍ، فَقَالَ الشَّيْطَانُ :اَخْتِمْ بِشَرٍّ، فإِنْ ذَكَرَ اللهَ تَعَالٰى ثُمَّ نَامَ، بَاتَ الْمَلَكُ يَكْلَؤُهُ.

---

৩৫৭. সুনানে তিরমিজি: ৩৩৮৯, সুনানে আবু দাউদ: ৫০৬৭।

৩৫৮. সুনানে তিরমিজি: ৩৪০৭, আমাল: ৭৪৬, ইবনুস সুন্নি, আমাল: ৮১২, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ ৪/১২৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: মানুষ যখন ঘুমানোর জন্য বিছানায় যায়, তখন তার কাছে ফেরেশতা ও শয়তান আসে। ফেরেশতা এসে বলেন, 'হে আল্লাহ, তুমি তার শেষ ভালো করো'। আর শয়তান বলে, হে আল্লাহ তুমি তার শেষ পরিণতি মন্দ করো। যদি ঐ ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে ঘুমায়, তাহলে ফেরেশতা তাকে পাহারা দেয়।[৩৫৯]

(২৪১) হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয়ন করতেন, তখন এ দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ فاغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বিসমিকা ওয়াযাইতু যাম্বি, ফাগফিরলি যাম্বি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার নামে ঘুমাচ্ছি, আমার গুনাহ মাফ করে দিন।[৩৬০]

(২৪২) হজরত আবু উমামা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

مَنْ أَوَى إِلٰى فِرَاشِهِ طَاهِراً، وَذَكَرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتّٰى يُدْرِكَهُ النُّعَاسُ لَمْ يَتَقَلَّبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا خَيْراً مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

অর্থ: যে ব্যক্তি পবিত্র হয়ে বিছানায় যায়, তন্দ্রা আসা পর্যন্ত আল্লাহর জিকির করে। রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের যে কল্যাণ চাইবে, আল্লাহ তাকে তাই দিবেন।[৩৬১]

(২৪৩) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছানায় গিয়ে এ দুআ পড়তেন–

---

৩৫৯. আমাল: ৭৫০, ইবনুস সুন্নি, আদাবুল মুফরাদ: ১২১২, বুখারি, আমল: ৮৫৩, নাসাঈ, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫৪৮, আদ্দুআ: ২২০, ২২১, ২৮৫, তাবারানি, মুসনাদে আবু ইয়ালা ৩/৩৪৬, মাওয়ারিদ: ২৩৬২।

৩৬০. আমাল: ৭১৪, ইবনুস সুন্নি, আমাল: ৭৭০, নাসাঈ।

৩৬১. আমাল: ৭১৯, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَللّٰهُمَّ أَمْتِعْنِيْ بِسَمْعِيْ وَبَصَرِيْ، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّيْ، وَانْصُرْنِيْ عَلٰى عَدُوِّيْ وَأَرِنِيْ مِنْهُ ثَأْرِيْ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَمِنَ الْجُوْعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আমতি'নি বি-সাময়ি ওয়া বাসারি, ওয়াযআলহাল ওয়ারিসা মিন্নি, ওয়ান সুরনি আলা আদুউয়ি ওয়া আরিনি সা'রি। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন গালাবাতিদ্দাইনি ওয়া মিনাল জুয়ি ফা ইন্নাহু বি'সাদ দাযিউ।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে কান এবং চোখ দিয়ে উপকৃত করুন। এ দুটিকে আমৃত্য সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন। আমাকে আমার ওপর জুলুমকারীর বিরুদ্ধে মদদ করুন এবং তার থেকে আমার বদলা নিন। মুক্তি চাই ঋণগ্রস্থতা থেকে এবং ক্ষুধা থেকে। কেননা তা বড়ই খারাপ নিত্যসঙ্গী।[৩৬২]

(২৪৪) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত–

مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ صَحِبْتِهِ يُنَامُ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا حَتّٰى يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ وَالْكَسْلِ وَالسَّآمَةِ وَالْبُخْلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِيْ الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.

অর্থ: আমি তার সঙ্গী হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে দেখেছি, তিনি ঘুমের আগে– কাপুরুষতা, অলসতা, কৃপণতা, অতিশয় বার্ধক্য, পরিবার ও সম্পদের মন্দ দৃশ্য, কবরের শাস্তি, শয়তান এবং তার শিরিকি কর্মকাণ্ড থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন।[৩৬৩]

(২৪৫) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ঘুমানোর পূর্বে এই দুআ পড়তেন। এই দুআ পড়ার পর সকাল পর্যন্ত বা ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত আর কারো সাথে কথা বলতেন না। দুআটি হল–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ رُؤْيَا صَالِحَةً صَادِقَةً غَيْرَ كَاذِبَةٍ، نَافِعَةً غَيْرَ ضَارَّةٍ.

---

৩৬২. আমাল: ৭৩৪, ইবনুস সুন্নি।

৩৬৩. আমাল: ৭৩৬, ইবনুস সুন্নি। হাদিসটি খুবই দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে বাস্তবসম্মত ও নেক স্বপ্নের আবেদন করছি, যা সত্য হবে; মিথ্যা হবে না। উপকারী হবে; ক্ষতিকারক হবে না।[৩৬৪]

(২৪৬) হজরত আলি রাদি. থেকে বর্ণিত–

مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَعْقِلُ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ الْآيَاتِ الثَّلَاثَ الْأَوَاخِرَ مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ.

অর্থ: তিনি বলেন, আমি প্রাপ্তবয়স্ক কাউকে দেখিনি যে সুরা বাকারার শেষ তিন আয়াত না পড়ে ঘুমিয়েছে।[৩৬৫]

(২৪৭) হজরত আলি রাদি. থেকে আরো বর্ণিত আছে–

مَا أَرَى أَحَدًا يَعْقِلُ دَخَلَ فِيْ الْإِسْلَامِ يَنَامُ حَتَّىٰ يَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيْ.

অর্থ: কোন বুদ্ধিমান মুসলিম আয়াতুল কুরসি না পড়ে ঘুমায় না।

(২৪৮) হজরত ইবরাহিম নাখায়ি রহ. বলেন, সাহাবায়ে কেরাম ঘুমানোর সময় সুরা ফালাক ও সুরা নাস পড়তেন। –অন্য বর্ণনায় আছে, সাহাবায়ে কেরাম প্রতিরাতে তিনকুল তিনবার পড়া উত্তম মনে করতেন।

জ্ঞাতব্য যে, এ ব্যাপারে অনেক হাদিস আছে। এখানে যতটুকু উল্লেখ করা হল, তাই আমলকারীর জন্য যথেষ্ট। এরচে বেশি উল্লেখ করিনি। কারণ, পাঠক বিরক্ত হয়ে যেতে পারে। এখানে উল্লিখিত সবগুলোর ওপর আমল করা চাই। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে গুরুত্বপূর্ণ আমলগুলো করবে।

কোনরূপ জিকির-আজকার না করে ঘুমানো মাকরুহ

(২৪৯) হজরত আবু হুরায়রা থেকে নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ.

---

৩৬৪. ইবনুস সুন্নি: ৭৪৩।

৩৬৫. হাদিসটি ইমাম আবু বকর সুলাইমান বিন আশআস তার "শরিয়াতুল কারি" কিতাবে দুটি সূত্রে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি সূত্র সহিহ।– আফুতুহাত ৩/১৭০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: যে ব্যক্তি কোন স্থানে বসে আল্লাহকে স্মরণ করল না, তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা। আর যে কোথাও শয়ন করে আল্লাহকে স্মরণ করল না, তার জন্যও লাঞ্ছনা।[৩৬৬]

রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর পুনরায় ঘুমানে যে দুআ পড়বে

রাতে জাগ্রত হওয়া দুই ধরনের:

১. উঠার পর আর না ঘুমানো। এ প্রসঙ্গে পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২. উঠার পর আবার ঘুমানো। এমন ব্যক্তির জন্য জিকির করা মুস্তাহাব। যতক্ষণ না ঘুম চলে আসে। এ প্রসঙ্গে অনেক জিকির-আজকার রয়েছে–

(২৫০) হজরত উবাদা বিন সামেত রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে উঠে এ দুআ পড়ে। অতঃপর বলে, হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করো অথবা অন্য কোন দুআ করে, তার দুআ কবুল করা হয়। অতঃপর অজু করে নামাজ পড়লে, তার নামাজও কবুল করা হয়। দুআটি হল–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির। ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়া সুবহানাল্লাহ, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরিক নেই। রাজ্য ও প্রশংসা কেবল তারই। তিনি সবকিছুর ওপর শক্তিমান। যাবতীয়

৩৬৬. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৫৯, আমাল: ৪০৪, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

প্রশংসা তাঁরই। তিনি পবিত্র। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি বড়। তাঁর সাহায্য ছাড়া গুনাহ হতে বাঁচার ও নেক আমল করার শক্তি-সামর্থ নেই।[৩৬৭]

(২৫১) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল যখন রাতে ঘুম থেকে উঠতেন, তখন এ দুআ পড়তেন–

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِيْ، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اَللّٰهُمَّ زِدْنِيْ عِلْمًا، وَلَا تُزِغْ قَلْبِيْ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِيْ، وَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা, আল্লাহুম্মা আসতাগফিরুকা লিযাম্বি, ওয়া আসআলুকা রহমাতাকা, আল্লাহুম্মা যিদনি ইলমা, ওয়ালা তুযিগ কালবি বা'দা ইয হাদাইতানি, ওয়াহাবলি মিন লাদুনকা রাহমাহ, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহহাব।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আপনি পবিত্র, আমার গুনাহের জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী, আপনার রহমত কামনা করছি, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দিন, হেদায়াত দান করার পর আমার মনকে বাঁকা করে দিবেন না। আপনার পক্ষ থেকে আমাকে রহমত দান করুন। আপনিই সবচেয়ে বড় দাতা।[৩৬৮]

(২৫২) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে জাগ্রত হতেন, তখন এ দুআ পড়তেন–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارِ

উচ্চারণ: লাইলাহা ইল্লাল্লাহুল ওয়াহিদুল কাহ্যার, রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আরজ ওয়া মা বাইনা হুমাল আযিযুল গাফ্ফার।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক ও ক্ষমতাধর। আসমান-যমিন এবং উভয়ের মাঝে যা আছে, সব কিছুর মালিক। তিনি ক্ষমতাধর ও ক্ষমাশীল।[৩৬৯]

---

৩৬৭. সহিহ বুখারি: ১১৫৪, সুনানে আবু দাউদ: ৫০৬০, সুনানে তিরমিজি: ৩৪১১, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৭৮।

৩৬৮. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৬১, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫৪০।

৩৬৯. ইবনুস সুন্নি: ৭৫৭, আমাল: ৮৬৪, নাসাঈ, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫৪০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(২৫৩) হজরত আবু হুরায়রা থেকে দুর্বল সনদে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন–

إِذَا رَدَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ نَفْسَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ وَدَعَاهُ تَقَبَّلَ مِنْهُ.

অর্থ: যখন মুসলিম বান্দাকে আল্লাহ তাআলা রাতের বেলা তার রূহ ফিরিয়ে দেন, তার উচিত হল তাসবিহ পড়া, ক্ষমা চাওয়া ও আল্লাহর কাছে দুআ করা। আল্লাহ তার দুআ কবুল করবেন।[৩৭০]

(২৫৪) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ তার বিছানা হতে উঠার পর আবার বিছানায় শুতে গেলে সে যেন তার চাদরের কিনারা দিয়ে বিছানা তিনবার পরিষ্কার করে নেয়। কারণ, সে জানে না তার অনুপস্থিতিতে তাতে কী পতিত হয়েছে? আর শুয়ার পর যেন এ দুআটি পড়ে–

بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ وَضَعْتُ جَنْبِيْ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا، وَإِنْ رَدَدْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ.

উচ্চারণ: বিসমিকা আল্লহুম্মা ওয়া দা'তু যাম্বি ওয়াবিকা আরফাউহু, ইন আমসাকতা নাফসি ফারহামহা, ওয়া ইন রাদাত্তাতাহা ফাহফাজহা বিমা তাহফাজু বিহি ইবাদাকাস সালিহিন।

অর্থ: আপনার নামে হে পালনকর্তা! আমি আমার পার্শ এলিয়ে দিলাম, আপনার নামেই তা উঠাবো। আমার রুহ আটকে দিলে রহম করো এবং ছেড়ে দিলে হেফাজত করো, যেভাবে আপনার নেক বান্দাদের হেফাজত করে থাকেন।[৩৭১]

(২৫৫) হজরত আবু দারদা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাতের মধ্যভাগে সজাগ হয়ে বলতেন–

---

৩৭০. ইবনুস সুন্নি: ৭৫৩। হাদিসটি খুবই দুর্বল।

৩৭১. সুনানে তিরমিজি: ৩৩৯৮, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৭৪, আমাল: ৭৭০, ইবনুস সুন্নি, আমাল: ৭৯০, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

نَامَتِ الْعُيُوْنُ، وَغَارَتِ النُّجُوْمُ، وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّوْمُ.

উচ্চারণ: নামাতিল উয়ুনু ওয়া গারাতিন্নুজুমু ওয়া আনতা হাইয়ুন কাইয়ুম।

অর্থ: সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে এবং তারকারাজি অস্তমিত হয়েছে। আর হে রব, আপনি শাশ্বত চিরঞ্জীব।[৩৭২]

রাতে বিছানায় ছটফট করলে বা ঘুম না আসলে যা পড়বে

(২৫৬) হজরত যায়েদ বিন সাবেত রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করলাম, আমাকে অনিদ্রা পেয়ে বসেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি এই দুআটি পড়বে। যায়েদ বিন সাবেত রাদি. বলেন, উক্ত দুআটি পড়লে আমার অনিদ্রা রোগ দূর হয়ে যায়। দুআটি হল–

اَللّٰهُمَّ غَارَتِ النُّجُوْمُ وَهَدَأَتِ الْعُيُوْنُ وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّوْمٌ لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ أَهْدِئْ لَيْلِيْ، وَأَنِمْ عَيْنِيْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা গারাতিন্নুজুমু ওয়া হাদাআতিল উয়ুনু ওয়া আনতা হাইয়ুন কাইয়ুম, লা তা'খুজুহু সিনাতুন ওয়ালা নাউম, ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম, আহদি লাইলি ওয়া আনিম আইনি।

অর্থ: হে আল্লাহ, তারকারাজি অস্তমিত হয়ে গেছ এবং সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আর আপনি শাশ্বত চিরঞ্জীব। আসে না আপনার কোন তন্দ্রা কিংবা ঘুম, হে শাশ্বত চিরঞ্জীব! এই রাতকে শান্ত করে দিন এবং চোখে ঘুম পাড়িয়ে দিন।[৩৭৩]

(২৫৭) মুহাম্মাদ বিন হাব্বান থেকে বর্ণিত–

أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَصَابَهُ أَرَقٌ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَعَوَّذَ عِنْدَ مَنَامِهِ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنَ.

---

৩৭২. মুয়াত্তা মালেক ১/২১৯।
৩৭৩. ইবনুস সুন্নি: ৭৪৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: হজরত খালেদ বিন ওয়ালিদ রাদি. এর অনিদ্রার রোগ হলে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানালেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ঘুমের সময় এ দুআ পড়বে–

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنَ.

উচ্চারণ: আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন গাজাবিহি ওয়া মিন শাররি ইবাদিহ। ওয়া মিন হামাজাতিশ শাইয়াতিনি ওয়া আন ইয়াহদুরুন।

অর্থ: আমি আল্লাহর পূর্ণ-দৃঢ় উক্তিসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি তার ক্রোধ থেকে, তার সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে এবং শয়তানের কুস্পর্শ ও উপস্থিতি থেকে।[374]

(২৫৮) হজরত বুরাইদা রাদি. থেকেদুর্বল সনদে বর্ণিত আছে, হজরত খালেদ বিন ওয়লিদ রাদি. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি রাতে ঘুমাতে পারি না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন বিছানায় যাবে তখন এ দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الْأَرَضِيْنَ وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِيْ جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيْعًا ؛ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ، أَوْ أَنْ يَبْغِيَ، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা রাব্বাস সামাওয়াতিস সাবয়ি ওয়ামা আজাল্লাত, ওয়া রাব্বাল আরাদিনা ওয়ামা আকাল্লাত, ওয়া রাব্বাশ শাইয়াতিনি ওয়ামা আদাল্লাত, কুন লি যারান মিন শাররি খালকিকা কুল্লিহিম যামিআ; আন ইয়াফরুতা আলাইয়া আহাদুন মিনহুম আও আন ইয়াবগিয়া, আজ্জা যারুকা ওয়া জাল্লা সানাউকা, ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা, ওয়া লা ইলাহা ইল্লা আনতা।

অর্থ: হে আল্লাহ, সাত আসমান ও তার ছায়া প্রাপ্ত সকল বস্তুর হে মালিক! যমিসমূহ ও তার সমুদয় আরোহীর হে প্রতিপালক! শয়তান ও তার দ্বারা

---

৩৭৪. ইবনুস সুন্নি: ৭৫০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ভ্রষ্টদের হে অধিকর্তা! আপনার সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা লাভে আপনি আমার সাহায্যকারী হন। যেন তাদের কেউ আমার ওপর সীমালঙ্ঘন ও অবচার করতে না পারে। আপনার আশ্রয় গ্রহণকারীর জয় হোক এবং আপনার মহিমা সমুচ্চ হোক। আপনি ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই।[৩৭৫]

ঘুমে ভয় পেলে যা পড়বে

(২৫৯) হজরত আমর বিন শুআইবের সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে ভয়ের সময় এই দুআ পড়তে শিখিয়েছেন–

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ، التَّامَّةِ، مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ.

উচ্চারণ: আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন গাজাবিহি ওয়া শাররি ইবাদিহ। ওয়া মিন হামাজাতিশ শাইয়াতিনি ওয়া আন ইয়াহদুরুন।

অর্থ: আমি আল্লাহর পূর্ণ-দৃঢ় উক্তিসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি তার ক্রোধ থেকে, তার সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে এবং শয়তানের কুস্পর্শ ও উপস্থিতি থেকে।

আবদুল্লাহ বিন আমর রাদি. তাঁর বুঝমান সন্তানদেরকে এ দুআ মুখস্ত করাতেন। আর অবুঝ বাচ্চাদের গলায় কাগজে লেখে ঝুলিয়ে দিতেন।– ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।

অন্য বর্ণনায় আছে– এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ঘুমে ভয় পাওয়ার অভিযোগ করলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি যখন ঘুমুতে যাবে, এই দুআ পড়বে। উক্ত সাহাবি এ দুআ পড়লে তাঁর ভয় কেটে যায়। দুআটি হল–

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وأَنْ يَحْضُرُوْنِ.

উচ্চারণ: আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন গাজাবিহি ওয়া মিন শাররি ইবাদিহ। ওয়া মিন হামাজাতিশ শাইয়াতিনি ওয়া আন ইয়াহদুরুন।

---

৩৭৫. সুনানে তিরমিজি: ৩৫১৮। হাদিসটি খুবই দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আমি আল্লাহর পূর্ণ-দৃঢ় উক্তিসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি তার ক্রোধ থেকে, তার সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে এবং শয়তানের কুস্পর্শ ও উপস্থিতি থেকে।[৩৭৬]

স্বপ্নে ভালো-মন্দ দেখলে যা পড়বে

(২৬০) হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ، ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا.

অর্থ: ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে। তোমাদের মধ্যে যে ভালো স্বপ্ন দেখে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তা মানুষের কাছে প্রকাশ করে। –অন্য বর্ণনায় আছে–

فَلا يُحَدِّثْ بِها إِلَاّ مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَىٰ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ.

অর্থ: সে যেন এ স্বপ্ন তার প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও কাছে প্রকাশ না করে। আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। যে ব্যক্তি মন্দ স্বপ্ন দেখে সে যেন তার অনিষ্ট থেকে পানাহ চায়। এমন স্বপ্ন কারও কাছে যেন প্রকাশ না করে। কারণ, স্বপ্ন তাকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[৩৭৭]

(২৬১) হজরত আবু কাতাদা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

"اَلرُّؤْيا الصَّالِحَةُ" وَفِيْ رِوَايَةٌ "اَلرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ" مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَىٰ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ.

---

৩৭৬. সুনানে আবু দাউদ: ৩৮৯৩, সুনানে তিরমিজি: ৩৫১৯, ইবনুস সুন্নি: ৭৫৩, মুসনাদে আহমাদ ২/১৮১, আমাল: ৭৬৫, নাসাঈ, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫৪৮।

৩৭৭. সহিহ বুখারি: ৬৯৮৫, সুনানে তিরমিজি: ৩৪৪৯, মুসনাদে আহমাদ ৩/৮, আমাল: ৭৯৩, নাসাঈ, আমাল: ৭৬৮, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: নেক স্বপ্ন বা ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে। কল্পনা প্রসূত স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। যে ব্যক্তি অপ্রিয় স্বপ্ন দেখে, সে যেন বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলার মতো করে ফুঁ দেয় এবং যেন আউজুবিল্লাহ পড়ে। কারণ, স্বপ্ন তাকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[৩৭৮]

(২৬২) হজরত জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِذَا رَأَىْ أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ.

অর্থ: তোমাদের কেউ যখন মন্দ স্বপ্ন দেখে সে যেন বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলার ন্যায় ফুঁ দেয়। তিনবার আউজুবিল্লাহ পড়ে। আর সে যে পাশে শুয়ে ছিলো তা পরিবর্তন করে অন্য পাশে শুয়ে যেন (পাশ পরিবর্তন করে)[৩৭৯]

(২৬৩) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ.

অর্থ: তোমাদের কেউ মন্দ স্বপ্ন দেখলে সে যেন তা কারও কাছে প্রকাশ না করে। বিছানা থেকে উঠে নামাজ পড়ে।[৩৮০]

(২৬৪) ইবনুস সুন্নির কিতাবে এই বর্ণনায় আরো আছে–

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَتْفُلْ عَن يَسَارِهِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَسَيِّئَاتِ الْأَحْلَامِ؛ فَإِنَّهَا لَا تَكُوْنُ شَيْئًا.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ মন্দ স্বপ্ন দেখলে সে যেন বাম দিকে তিনবার হালকা থুথু ফেলে এ দুআটি পড়ে–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَسَيِّئَاتِ الْأَحْلَامِ.

---

৩৭৮. সহিহ বুখারি: ৫৭৪৭, সহিহ মুসলিম: ২২৬১।

৩৭৯. সহিহ মুসলিম: ২২৬২, সুনানে আবু দাউদ: ৫০২২, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৯০৮, মুসনাদে আহমাদ ৩/৩৫০, আমাল: ৯১১, নাসাঈ।

৩৮০. সুনানে তিরমিজি: ২২৯২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন আমালিশ শাইতানি ওয়া সাইয়িআতিল আহলাম।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে শয়তের ফাঁদ ও মন্দ স্বপ্ন থেকে আশ্রয় চাই।[৩৮১]

স্বপ্নের বিবরণ শুনে যা বলবে

(২৬৫) ইবনুস সুন্নির কিতাবে বর্ণিত আছে–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ لَهُ رَأَيْتُ رُؤْيَا، قَالَ: خَيْرًا رَأَيْتَ وَخَيْرًا يَكُوْنُ.

অর্থ: এক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি স্বপ্ন দেখেছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ভালো স্বপ্ন দেখেছো। তোমার স্বপ্ন ভালো হবে।[৩৮২]– অপর বর্ণনায় রয়েছে–

خَيْرًا تَلْقَاهُ، وَشَرًّا تَوَقَّاهُ، خَيْرًا لَنَا، وَشَرًّا عَلَىٰ أَعْدَائِنَا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

অর্থ: নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি কল্যাণ লাভ করবে এবং অকল্যাণ থেকে রক্ষা করা হবে। আমাদের কল্যাণ হোক, আর আমাদের শত্রুদের অকল্যাণ হোক। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা।[৩৮৩]

প্রত্যেক রাতের দ্বিতীয়ভাগে ইস্তেগফার ও দুআর প্রতি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা

(২৬৬) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

৩৮১. আমাল: ৭৭০, ইবনুস সুন্নি। হাদিসটি খুবই দুর্বল।
৩৮২. আমাল: ৭৭৩, ইবনুস সুন্নি। হাদিসটি খুবই দুর্বল।
৩৮৩. ইবনুস সুন্নি: ৭৭২। হাদিসটি খুবই দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِيْنَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، فَيَقُوْلُ: مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ؟

অর্থ: যখন শেষ রাতের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে, তখন আমাদের প্রভু আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ডাকতে থাকেন, 'কে আছো যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। কে আছো, যে আমার নিকট চাইবে, আমি তাকে দান করব। কে আছো, যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।[৩৮৪]

মুসলিম শরিফের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে–

يَنْزِلُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِيْنَ يَمْضِيْ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، فَيَقُوْلُ: أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ؛ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ ذَا الَّذِيْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ، مَنْ ذَا الَّذِيْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيْءَ الْفَجْرُ.

অর্থ: যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়, তখন আল্লাহ তাআলা প্রতি রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, আমি রাজাধিরাজ। এমন কে আছো, যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। এমন কে আছো, যে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব। এমন কে আছো, যে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। আল্লাহ তাআলা এভাবেই ফজর পর্যন্ত ডাকতে থাকেন।[৩৮৫]–

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে–

إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثَاهُ.

অর্থ: যখন অর্ধ রজনী অথবা রাতের দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়...।[৩৮৬]

(২৬৭) হজরত আমর বিন আবাসা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসুল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন–

---

৩৮৪. সহিহ বুখারি: ৭৪৯৪, সহিহ মুসলিম: ৭৫৮।

৩৮৫. সহিহ মুসলিম: ৭৫৮/১৬৯।

৩৮৬. সহিহ মুসলিম: ৭৫৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ؛ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِيْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ.

অর্থ: আল্লাহ তাআলা শেষ রাতের মধ্যভাগে বান্দার অধিক নিকটবর্তী হন। সুতরাং যদি সম্ভব হয় তোমারা সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, যারা এ সময় আল্লাহ তাআলার জিকির করে। –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসের মান হাসান সহিহ।[৩৮৭]

দুআ কবুলের মুহূর্তটি পাওয়ার আশায় পুরো সময় দুআ করা

(২৬৮) হজরত জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ تَعَالٰى خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ ، وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ.

অর্থ: রাতের বেলা এমন একটা সময়ে রয়েছে যে সময় কোন মুসলমান আল্লাহ তাআলার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের যে কোন কল্যাণ কামনা করে, আল্লাহ তাআলা তাকে তা দান করেন। আর এটা অর্থাৎ ঐ মূহুর্তটি প্রতি রাতেই রয়েছে।[৩৮৮]

আল্লাহ তাআলার সুন্দর নামসমূহের বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا.

অর্থ: আল্লাহ তাআলার রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব, তোমরা এগুলোর মাধ্যমে তাকে ডাকো।[৩৮৯]

(২৬৯) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

---

৩৮৭. সুনানে আবু দাউদ: ১২৭৭, সুনানে তিরমিজি: ৩৫৭৯।

৩৮৮. সহিহ মুসলিম: ৭৫৭, মুসনাদে আহমাদ ৩/৩১৩।

৩৮৯. সুরা আরাফ: ১৮০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدَةٍ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ؛ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ الْقَوِيُّ الْمَتِيْنُ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْمُحْيِي الْمُمِيْتُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُتَعَالِي الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّءُوْفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِي الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّوْرُ الْهَادِي الْبَدِيْعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ.

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার ৯৯টি (এক কম ১০০টি) নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তা মুখস্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। নিশ্চয় তিনি বেজোড়, তিনি বেজোড়কে ভালোবাসেন। তিনি আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর-রহমানু (পরম দয়াময়), আর-রাহিমু (অত্যন্ত দয়ালু), আল-মালিকু (বাদশাহ), আল-কুদ্দুসু (অতি পবিত্র), আস-সালামু (শান্তিদাতা), আল-মুমিনু (নিরাপত্তা দানকারী), আল-মুহাইমিনু (রক্ষণাবেক্ষণকারী), আল-আযিযু (মহাপরাক্রমশালী), আল-জাব্বারু (সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী), আল-মুতাকাব্বিরু (সর্বাপেক্ষা বড় ও মহান), আল-খালিকু (সর্বস্রষ্টা), আল-বারিউ (সৃষ্টিকর্তা), আল-মুসাওয়িরু (আকৃতি দানকারী), আল-গাফফারু (অসীম ক্ষমাকারী), আল-কাহহারু (সর্বশক্তির অধিকারী), আল-ওয়াহহাবু (সীমাহীন দানকারী), আররাজ্জাকু (রিযিকদাতা), আল-ফাত্তাহু (বিজয় দানকারী), আল-আলিমু (সর্বজ্ঞ), আল-কাবেদু (আয়ত্তকারী), আল-বাসিতু (প্রশস্তকারী), আল-খাফিদু (অবনতকারী), আররাফেয়ু (উন্নতি দানকারী), আল-মুয়িজ্জু (সম্মানদানকারী), আল-মুযিল্লু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(অপমানকারী), আসসামীয়ু (সর্বশ্রোতা), আল-বাসিরু (সর্বদ্রষ্টা), আল-হাকামু (বিধানকারী), আল-আদলু (ন্যায়বিচারকারী), আল-লাতিফু (সূক্ষ্ম দয়ালু), আল-খাবিরু (সর্বজ্ঞ), আল-হালিমু (অত্যন্ত ধৈর্যশীল), আল-আযিমু (অতি মহান), আল-গাফুরু (ক্ষমাশীল), আশ-শাকুরু (যথাযথ মূল্যায়নকারী), আল-আলিয়্যু (মহান), আল-কাবিরু (অতি বড়), আল-হাফিজু (রক্ষাকারী), আল-মুকিতু (অন্নদানকারী), আল-হাসিবু (হিসাব গ্রহণকারী), আল-জালিলু (অত্যন্ত মর্যাদাশীল), আল-কারিমু (অত্যন্ত সম্মানী), আররাকিবু (নিরীক্ষণকারী), আল-মুজিবু (প্রার্থনা গ্রহণকারী), আল-ওয়াসেতু (অসিম), আল-হাকিমু (মঙ্গলময়), আল-ওয়াদুদু (অত্যন্ত স্নেহময়), আল-মাজিদু (অত্যন্ত মর্যাদাশীল), আল-বায়িসু (পুনর্জীবনদাতা), আশশাহিদু (সর্বদা বিদ্যমান), আল-হাক্কু (চির সত্য), আল-ওয়াকিলু (সমাধানকারী), আল-কাবিয়্যু (অপরিমেয় শক্তিশালী), আল-মাতিনু (অত্যন্ত মজবুত), আল-ওয়ালিয়্যু (তত্ত্বাবধানকারী), আল-হামিদু (সর্বতোভাবে প্রশংসিত), আল-মুহসি (হিসাব রক্ষাকারী), আল-মুবদিউ (আদি সৃষ্টিকারী), আল-মুয়িদু (পুনরায় সৃষ্টিকারী), আল-মুহয়ি (জীবন দানকারী), আল-মুমিতু (মৃত্যু দানকারী), আল-হাইয়ু (চিরঞ্জীব), আল-কাইয়্যুমু (চির প্রতিষ্ঠিত), আল-ওয়াজিদু (সর্বপ্রাপক), আল-মাজিদু (মর্যাদাবান), আল-ওয়াহিদু (অদ্বিতীয়), আল-আহাদু (একক), আসসামাদু (অমুখাপেক্ষী), আল-কাদিরু (সর্বশক্তিমান), আল-মুকতাদিরু (সর্বময় ক্ষমতাবান), আল-মুকাদ্দিমু (পূর্বের হিসাব গ্রহণকারী), আল-আউওয়ালু (আদি), আল-আখিরু (অন্ত), আযযাহিরু (প্রকাশ্য), আল-বাতিনু (গুপ্ত), আল-ওয়ালি (মহাশাসক), আল-মুতায়ালি (উচ্চ থেকে উচ্চ), আল-বাররু (পরম উপকারী), আততাওয়াবু (তাওবা গ্রহণকারী), আল-মুনতাকিমু (প্রতিশোধ গ্রহণকারী), আল-আফুয়্যু (ক্ষমাকারী), আর রাউফু (স্নেহময়), মালিকুল মুলকি (সমগ্র পৃথিবীর মালিক), যুল জালালি ওয়াল ইকরাম (সম্মান ও প্রতিপত্তিশালী), আল-মুকসিতু (ন্যায় বিচারকারী), আল-জামেয়ু (একত্রকারী), আল-গানিয়্যু (ধনী), আল-মুগনি (ধন-সম্পদ দানকারী), আল-মানিয়ু (নির্ধানকারী), আদদাররু (লোকসানে পতিতকারী), আন-নাফেয়ু (লাভবান করার মালিক), আন-নুরু (আলো দানকারী), আল-হাদি (হেদায়াত দানকারী), আল-বাদিয়ু (বিনা নমুনাতে সৃষ্টিকারী), আল-বাকি (চিরস্থায়ী), আল-ওয়ারেসু (উত্তরাধিকারী), আর রাশিদু (পথপ্রদর্শক), আসসাবুরু (ধৈর্যধারণকারী)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হাদিসটি ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম যৌথভাবে يُحِبُّ الْوِتْرَ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী অংশ ইমাম তিরমিজি ও অন্যান্যরা হাসান সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

উক্ত হাদিসের শুরুর অংশে مَنْ أَحْصَاهَا (যে তা সংরক্ষণ করে) এর অর্থ হল, 'যে মুখস্থ করে', এই ব্যাখ্যাটি করেছেন ইমাম বুখারি ও অধিকাংশ মুহাদ্দিসিনে কেরাম। সমর্থন করে সহিহ বর্ণনায় আছে– যে ব্যক্তি তা মুখস্ত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবার কেউ কেউ বলেন, مَنْ أَحْصَاهَا এর অর্থ হল– 'যে ব্যক্তি তার অর্থ জেনেছে এবং তার প্রতি ঈমান এনেছে। আবার কেহ বলেন, مَنْ أَحْصَاهَا অর্থ হল– যে ব্যক্তি যত্নসহকারে এগুলো আয়ত্ত করে এবং এর অর্থ অনুযায়ী যথাসম্ভব আমল করে।[৩৯০]

৩৯০. সহিহ বুখারি: ৬৪১০, সহিহ মুসলিম: ২৬৭৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com



অধ্যায়- ৩

কুরআন তিলাওয়াতের বিবরণ

কুরআনে কারিম তিলাওয়াত সর্বোত্তম জিকির। বোঝে বোঝে ও চিন্তা ফিকিরের সাথে তিলাওয়াতের এ শ্রেষ্ঠত্ব।

তিলাওয়াতের কতিপয় আদব ও উদ্দেশ্য রয়েছে। ইতিপূর্বে সে বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব রচনা করেছি। যাতে রয়েছে তিলাওয়াত ও তিলাওয়াতকারীর উৎকৃষ্টতম আদব, গুণাবলী ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়। সে কিতাবটি কুরআনের ধারক-বাহকের অবশ্যই পড়া চাই। কিতাবটির নাম হল, 'আত্তিবইয়ান ফি আদাবি হামলাতিল কুরআন'। আমি বর্তমান কিতাবে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করব। আর যে ব্যক্তি বিস্তারিত জানতে চায় সে এ বিষয়ে লিখিত স্বতন্ত্র কিতাবটি পড়বে।

নির্দিষ্ট সময়ে কুরআন মাজিদ খতম করা

দিনে-রাতে, ঘরে-বাইরে, দেশে-বিদেশে সবসময় কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি যত্নবান হওয়া চাই। পূর্ববর্তী মহান মনীষীদের কুরআন খতমের একটি নির্দিষ্ট সময় থাকতো। তারা উক্ত সময়ে কুরআন খতম করতেন। তাদের কেউ কেউ দুই মাসে এক খতম পড়তেন। কেউ কেউ এক মাসে এক খতম পড়তেন। কেউ কেউ প্রতি দশ রাতে এক খতম পড়তেন। কেউ কেউ প্রতি আট রাতে এক খতম করতেন। কেউ কেউ প্রতি সাত রাতে এক খতম পড়তেন। এটিই বেশিরভাগ মনীষীদের অভ্যাস ছিলো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আবার কেউ কেউ ছয় রাতে এক খতম পড়তেন। কেউ কেউ পাঁচ রাতে এক খতম পড়তেন। কেউ কেউ চার রাতে এক খতম পড়তেন।

অনেকেই আবার তিনরাতে এক খতম পড়তেন। অনেকেই একদিন একরাতে এক খতম পড়তেন। একদল মনীষী একদিন একরাতে দুই খতম পড়তেন। আবার কেউ কেউ একদিন একরাতে তিন খতম পড়তেন। আবার এমনও ছিলো যে, রাতে-দিনে মিলিয়ে আট খতম পড়তেন। দিনে চার খতম এবং রাতে চার খতম। সাইয়েদ জালিল ইবনুল কাতিব সুফি রহ. দিনে-রাতে আট খতম কুরআন পড়তেন। এটিই সর্বোচ্চ সংখ্যা; দিনে-রাতে এরচে বেশি খতমের বর্ণনা আমরা পাইনি।

সাইয়েদ আহমাদ দাওরাকি রহ. তার সূত্রে আবেদ তাবেয়ি মানসুর বিন যাজান থেকে বর্ণনা করেন– তিনি জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে কুরআন শরিফ খতম করতেন। মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়েও এক খতম করতেন। রমজান মাসে মাগরিব ও ইশার মাঝে দুই খতম ও কিছু অংশ বেশি পড়তেন। সেসময় তারা রমজান মাসে ইশার নামাজ রাতের এক চতুর্থাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর পড়তেন।

ইমাম আবু দাউদ রহ. বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেন– মুজাহিদ রহ. রমজান মাসে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে এক খতম কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করতেন।

প্রতি এক রাকাত নামাজে অনেকেই কুরআন খতম করতেন। তাদের সংখ্যা অনেক, অগণিত। তাদের মাঝে রয়েছেন হজরত উসমান বিন আফফান রাদি., হজরত তামিম দারি রাদি. এবং হজরত সাঈদ বিন যুবায়ের রাদি. ।

আসল কথা হল, ব্যক্তির ভিন্নতার কারণেই কুরআন খতমের সময়ের বিষয়ে এরূপ ভিন্নতা হয়েছে। প্রত্যেকে নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে দেখবে– কতটুকু সময়ে কি পরিমাণ কুরআন শরিফ বোঝে-শোনে পড়তে পারবে। সে অনুযায়ীই একটি রুটিন করে নেবে।

আর যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন প্রচার কাজে বা মুসলমানদের বিচার কাজে অথবা এজাতীয় জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত সে এতটুকু পরিমাণ তিলাওয়াত করবে, যেন তার সেসব কাজে কোন ধরনের ব্যাঘাত না ঘটে আবার কুরআন শরিফের হকও আদায় হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আর যারা এরূপ কাজে নিয়োজিত নয় তারা বেশি থেকে বেশি কুরআন তেলাওলাত করবে। তবে তা যেন বিতৃষ্ণা সৃষ্টিকারী না হয় এবং অতিদ্রুত তিলাওয়াত না হয়।

পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের একটি জামাত একদিন একরাতে কুরআনে কারিম খতম করাকে মাকরুহ মনে করেন। তাদের দলিল হল–

(২৭০) হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদি. হতে সহিহ সূত্রে বর্ণিত আছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ.

অর্থ: যে ব্যক্তি তিনদিনের কম সময়ে কুরআনে কারিম খতম করে, সে কিছুই বুঝতে পারে না।[৩৯১]

কুরআন খতমের সূচনা ও সমাপ্ত করা পাঠকের ইচ্ছাধীন

পাঠক যখন ইচ্ছা তখনই কুরআন খতম শুরু ও শেষ করতে পারে। সপ্তাহে একবার কুরআন খতম করতে পারলে ভালো। হজরত উসমান রাদি. জুমুআর রাতে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করতেন আর বৃহঃপতিবার রাতে শেষ করতেন।

ইমাম আবু হামেদ গাযালি রহ. "ইহয়াউল উলুম" কিতাবে উল্লেখ করেন– সপ্তাহের দিনগুলোতে এক খতম ও রাতগুলোতে এক খতম কুরআন শরিফ পড়া উত্তম। দিনের খতমকে সোমবার ফজরের নামাজে বা নামাজের পরে শেষ করা। আর রাতের খতমকে জুমুআর রাতে মাগরিবের নামাজে বা নাামাজের পরে শেষ করা।

ইবনে ইমাম আবু দাউদ রহ. মহান তাবেয়ি আমর বিন মুররা রহ. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম রাতের শুরুর অংশে বা দিনের শুরুর অংশে কুরআন খতম করতেন।

বিশিষ্ট তাবেয়ি ইমাম তালহা বিন মুসাররিফ রহ. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি দিনের কোন মুহূর্তে কুরআন খতম করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য রহমতের দুআ করতে থাকেন। আর কোন ব্যক্তি রাতের কোন সময় কুরআন খতম করলে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা তার

৩৯১. সুনানে আবু দাউদ: ১৩৯৪, সুনানে তিরমিজি: ২৯৫০, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৩৪৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জন্য রহমতের দুআ করতে থাকেন। মুজাহিদ রহ. থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে।

(২৭১) বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও হাফিজুল হাদিস ইমাম আবু মুহাম্মাদ দারিমি রহ. স্বীয় "মুসনাদ" কিতাবে হজরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদি. হতে বর্ণনা করেন–

إِذَا وَافَقَ خَتْمَ الْقُرْآنِ أَوَّلَ اللَّيْلِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ يُصْبِحَ، وَإِنْ وَافَقَ خَتْمَهُ آخِرَ اللَّيْلِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُمْسِيَ.

অর্থ: যে ব্যক্তি রাতের শুরুর ভাগে কুরআন খতম করে ফেরেশতারা তাঁর জন্য সকাল পর্যন্ত রহমতের দুআ করতে থাকে। আর যে রাতের শেষ ভাগে কুরআন খতম করে ফেরেশতারা তাঁর জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দুআ করতে থাকে।[৩৯২]

তিলাওয়াতের শ্রেষ্ঠ সময়

নামাজে তিলাওয়াত হচ্ছে শ্রেষ্ঠ তিলাওয়াত। ইমাম শাফেয়ি ও অন্যান্য ইমামদের মাজহাব হল, নামাজে দীর্ঘ রুকু-সেজদা করার চেয়ে দীর্ঘ কিরাতের মাধ্যমে কিয়াম দীর্ঘ করা উত্তম। নামাজের বাইরে রাতের তিলাওয়াত উত্তম। রাতের শুরুর ভাগের চেয়ে শেষ ভাগে তিলাওয়াত করা উত্তম। মাগরিব ও ইশার মাঝে কুরআন তিলাওয়াত করা ভালো।

দিনের তিলাওয়াতের মাঝে ফজরের পর পড়া সবচেয়ে উত্তম। কুরআন তিলাওয়াত যে কোন সময় করা যাবে; মাকরুহ হবে না। এমনকি নামাজের নিষিদ্ধ সময়গুলোতেও মাকরুহ হবে না।

আর ইবনে ইমাম আবু দাউদ রহ. হজরত মুআজ বিন রিফায়াহ রহ. এর সূত্রে তাঁর শায়খদের যে কথা বর্ণনা করেছেন। মুআজের শায়েখগণ আসরের পর তিলাওয়াত করা মাকরুহ মনে করতেন; তাঁরা বলতেন এটি ইহুদিদের পাঠের সময়– এ কথা অগ্রহণযোগ্য। এর কোন ভিত্তি নেই।

তিলাওয়াতের জন্য জুমুআর দিন, সোমবার, বৃহস্পতিবার ও আরাফার দিনকে নির্বাচন করা যায়। আর দশকের হিসাবে যিলহজ মাসের প্রথম দশক

৩৯২. মুসনাদে দারিমি: ৩৫২৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ও রমজান মাসের শেষ দশককে নির্বাচন করা যায়। আর মাসের হিসাবে রমজান মাসকে নির্বাচন করা যায়।

কুরআন খতম করার আদব ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, একাকী তিলাওয়াতকারীর জন্য নামাজে তিলাওয়াত করাই উত্তম। আর নামাজের বাইরে খতম করলে, যেমন যারা এক সঙ্গে জমায়েত হয়ে কুরআন খতম করে; তাদের জন্য উত্তম হলো, রাতের শুরুর ভাগে বা দিনের শুরুর ভাগে কুরআন খতম করা। কুরআন খতমের দিন রোজা রাখা মুস্তাহাব। তবে যদি সে দিনটি নিষিদ্ধ দিন হয় তাহলে রোজা রাখা যাবে না।

তালহা রহ., মুসাইব রহ. ও হাবিব রহ. থেকে বর্ণিত আছে– তারা কুরআন খতমের দিন রোজা রাখতেন। খতমে কুরআনের মজলিসে যারা কুরআন পড়তে পারে এবং যারা পারে না সকলেরই উপস্থিত থাকা চাই।

(২৭২) সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে–

أَمَرَ الْحُيَّضَ بِالْخُرُوْجِ يَوْمَ الْعِيْدِ لِيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থ: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋতুস্রাব অবস্থায় মহিলাদের ঈদগাহে যেতে আদেশ করতেন, যেন তারা কল্যাণকর কাজে শরিক হতে পারে এবং মুসলমানদের সঙ্গে দুআয় শরিক হতে পারে।[৩৯৩]

(২৭৩) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. হতে বর্ণিত আছে, কুরআন তিলাওয়াতকারীকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য তিনি এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতেন। যখন তিলাওয়াতকারী কুরআন খতম করতেন তখন ঐ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে সংবাদ দিতেন। ফলে তিনি কুরআন খতমের মজলিসে এসে উপস্থিত হতেন।[৩৯৪]

(২৭৪) হজরত আনাস রাদি. এর শাগরেদ বিশিষ্ট তাবেয়ি ইমাম কাতাদা রহ. বর্ণনা করেন যে, হজরত আনাস রাদি. যখন কুরআন খতম করতেন, তখন পরিবারবর্গকে একত্র করে দুআ করতেন।[৩৯৫]

---

৩৯৩. সহিহ বুখারি: ৯৭৪, সহিহ মুসলিম: ৮৯০, সুনানে আবু দাউদ: ১১৩৬, সুনানে তিরমিজি: ৫৩৯, সুনানে নাসাঈ ৩/১৮০-১৮১।

৩৯৪. সুনানে দারিমি: ৩৫১৫। হাদিসটি আমলযোগ্য দুর্বল।

৩৯৫. আলফুতুহাত ৩/২৪৪। মওকুফ সহিহ হাদিস।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সহিহ সনদে বিশিষ্ট তাবেয়ি হাকাম বিন উতাইবা রহ. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, মুজাহিদ ও আবদাহ বিন আবু লাইলা রহ. আমার কাছে এসে বললেন, আমরা আপনার কাছে এসেছি কুরআন খতম করার জন্য। কুরআন খতমের সময় দুআ কবুল হয়।

অপর বর্ণনায় আছে– হাকাম বিন উতবা রহ. বলতেন, কুরআন খতমের সময় দুআ কবুল হয়। মুজাহিদ রহ. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে– সাহাবায়ে কেরাম কুরআন খতমের সময় একত্রিত হতেন। তাঁরা বলতেন, কুরআন খতমের সময় আল্লাহর রহমত নাজিল হয়।

কুরআন খতমের পর দুআ করা গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব আমল

কুরআন খতমের পরে দুআ করা গুরুত্বপূর্ণ একটি মুস্তাহাব আমল। পূর্বের অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

(২৭৫) হজরত হুমাইদ আরাজ রহ. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন–

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ دَعَا أَمَّنَ عَلٰى دَعَائِهِ أَرْبَعَةُ آلَافُ مَلَكٍ.

অর্থ: যে ব্যক্তি কুরআন খতমের পর দুআ করে, তার দুআতে চার হাজার ফেরেশতা আমিন আমিন বলতে থাকেন।[৩৯৬]

দুআর কতিপয় আদব

দুআয় কাকুতি-মিনতি করা। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুআ করা। ব্যাপক অর্থবোধক শব্দে দুআ করা। দুআ করা পরকালের বিষয়ে; মুসলমানদের বিষয়ে; মুসলমানদের রাষ্ট্রপ্রধানের বিষয়ে; সকল আমির-উমারাদের বিষয়ে; তাদের আনুগত্যের বিষয়ে; তাদের অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার বিষয়ে; ভালো ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতার বিষয়ে; সত্য প্রতিষ্ঠা ও সত্যের ওপর সকলেই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে; ধর্মের শত্রু ও সকল বিরুদ্ধচারীদের ওপর বিজয় লাভের বিষয়ে।

আমি 'আদাবুল কুর্‌রা' নামক কিতাবে এবিষয়ে কিছু ইঙ্গিত দিয়েছি। সেখানে ছোট একটি দুআও উল্লেখ করেছি। কেউ চাইলে সেখান থেকে মুখস্ত করে নেবে।

---

৩৯৬. সুনানে দারিমি ২/৪৭০। হাদিসটি আমলযোগ্য দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

খতম থেকে ফারেগ হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে আরেক খতম শুরু করে দেয়া মুস্তাহাব। পূর্ববর্তী মহান মনীষীগণ এটিকে মুস্তাহাব বলেছেন। তারা দলিল পেশ করেন নিচের হাদিসটি দিয়ে–

(২৭৬) হজরত আনাস রাদি. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

خَيْرُ الأَعْمَالِ الْحَلِّ وَالرِّحْلَةُ، قِيْلَ: وَمَا هُمَا؟ قَالَ: افْتِتَاحُ الْقُرْآنَ وَخَتْمَهُ.

অর্থ: সর্বোত্তম আমল হল, হিল ও রিহলা। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! হিল ও রিহলা কি? তিনি বললেন, কুরআনে কারিম খতম করা ও শেষ করা।[৩৯৭]

রাতের অজিফা না পড়ে ঘুমিয়ে গেলে করণীয়

(২৭৭) হজরত উমর বিন খাত্তাব রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি রাতের অজিফা বা কিছু অংশ না পড়ে ঘুমিয়ে যায়, অতঃপর তা ফজর ও জুহরের নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করে নেয়, তাহলে রাতে পড়েছে বলেই গণ্য হবে।[৩৯৮]

কুরআন সংরক্ষণে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ ও ভুলে যাওয়ার প্রতি ধমকি

(২৭৮) হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

تَعَاهَدُوْا هَذَا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا.

---

৩৯৭. সুনানে তিরমিজি: ২৯৩৯। হাদিসটি আমলযোগ্য দুর্বল।

৩৯৮. সহিহ মুসলিম: ৭৪৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: তোমরা কুরআন মুখস্থ রাখার ব্যাপারে তোমরা প্রতিজ্ঞা করো। যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ আমি সে মহান সত্তার শপথ করে বলছি, কুরআনের মুখস্থ সুরা বা আয়াতসমূহ মানুষের মন থেকে পা বাঁধা উটের চেয়েও অধিক পলায়নপর।[৩৯৯]

(২৭৯) হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ.

অর্থ: কুরআনের হিফজকারীর দৃষ্টান্ত হল পা বাঁধা উট। যদি এর মালিক এটির প্রতি লক্ষ্য রাখে তাহলে ধরে রাখতে পারবে। আর যদি তার বাঁধন খুলে দেয়, তাহলে সেটি ছাড়া পেয়ে চলে যাবে।[৪০০]

(২৮০) হজরত আনাস ডবন মালেক রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُوْرُ أُمَّتِيْ حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوْبُ أُمَّتِيْ فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوْتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا.

অর্থ: আমার উম্মতের সকল সাওয়াব আমার সামনে পেশ করা হল, এমনকি মসজিদ হতে ময়লা দূর করার সাওয়াবও। আর আমার উম্মতের গুনাহও আমার সামনে পেশ করা হল। কুরআনের কোন সুরা বা আয়াত মুখস্থ করার পর তা ভুলে যাওয়ার চাইতে বড় গুনাহ আমি সেখানে দেখিনি।[৪০১]

(২৮১) হজরত সাদ বিন উবাদা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ لَقِيَ اللهَ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمَ.

---

৩৯৯. সহিহ বুখারি: ৫০৩৩, সহিহ মুসলিম: ৭৯১।

৪০০. সহিহ বুখারি: ৫০৩১, সহিহ মুসলিম: ৭৮৯, মুয়াত্তা মালেক ১/২০২, সুনানে নাসাঈ ২/১৫৪।

৪০১. সুনানে আবু দাউদ: ৪৬১, সুনানে তিরমিজি: ২৯১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থঃ যে ব্যক্তি কুরআন হিফয করেছে, অতঃপর তা ভুলে গেছে, কেয়ামতের দিন সে কুষ্ঠরোগী অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।[৪০২]

কুরআন তিলাওয়াতকারীর কতিপয় মাসআলা ও আদব

এ বিষয়ে অনেক মাসআলা ও আদব রয়েছে। এখানে কিছু বিষয় আলোচনা করা হল । দলিল উল্লেখ করা হয়নি। এগুলোর দলিল প্রসিদ্ধ। এছাড়াও দলিল উল্লেখ করলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে, যা বিরক্তির কারণ।

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভে তিলাওয়াত করা

প্রথম বিষয়, এখলাসের সঙ্গে তিলাওয়াত করা। তিলাওয়াতের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকবে না। আদবের সঙ্গে কুরআন পড়বে। মনে মনে একথা ভাববে যে, সে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলছে; আল্লাহর কিতাব পড়ছে। সরাসরি আল্লাহ তাআলার সামনে পড়লে যেমন ভাব-অবস্থা সৃষ্টি হতো, সেভাবে পড়বে। কারণ সে না দেখলেও আল্লাহ তো তাকে দেখছেন।

কুরআন তিলাওয়াতের আগে মিসওয়াক ইত্যাদি দ্বারা মুখ পরিষ্কার করা

কুরআন তিলাওয়াতের আগে মিসওয়াক ইত্যাদি দ্বারা মুখ পরিষ্কার করবে। আরাক (একপ্রকার কাঁটাওয়ালা গাছ) গাছের ডাল মিসওয়াকের জন্য সবচেয়ে ভালো। তবে অন্য গাছের ডালও ব্যবহার করতে পারবে। এছাড়াও ঘাসের লতা ও টুথপেস্ট ও শুকনো কাপড় ইত্যাদি যা দ্বারাই মুখ পরিষ্কার হয়, তা দ্বারা মুখ পরিষ্কার করে নেবে।

শুকনো আঙ্গুল দ্বারা তা আদায় হবে কি-না এ ব্যাপারে শাফেয়ি উলামায়ে কেরামের তিনটি উক্তি রয়েছে। **এক.** প্রসিদ্ধ হল যে, এর দ্বারা অর্জন হবে না। **দুই.** অর্জন হবে। **তিন.** অন্য কিছু না পেলে অর্জন হবে।

আড়াআড়িভাবে মিসওয়াক করবে। মুখের ডান দিক থেকে শুরু করবে। সুন্নাত আদায়ের নিয়ত করবে। কোন কোন উলামায়ে কেরাম বলেন, মিসওয়াক করার সময় এ দুআ পড়বে–

---

৪০২. সুনানে আবু দাউদঃ ১৪৭৪, সুনানে দারিমিঃ ৩৩৮৩, মুসনাদে আহমাদ ৫/৩২৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বারিক লি ফিহি ইয়া আরহামার রাহিমিন।

অর্থ: আমাকে এতে বরকত দান করো ওহে শ্রেষ্ঠ দয়াময়।

দাঁতের ভিতরের অংশ ও বাহিরের অংশ মিসওয়াক করবে। দাঁতের চার পাশ, মাড়ীর দাঁত এবং হলকের ওপরের দিকে হালকা ভাবে মিসওয়াক করবে।

মধ্যম ধরনের ডাল দ্বারা মিসওয়াক করা। বেশি শুকনাও না, বেশি নরমও না। বেশি শুকনো হলে পানি তবে হ্যা যদি অতিরিক্ত শুকনো হয় তাহলে পানি দিয়ে হালকা নরম করে নিবে।

যদি রক্ত বা অন্য কিছুর মাধ্যমে নাপাক হয়ে যায় তাহলে মুখ না ধুয়ে কুরআন শরিফ পড়া মাকরুহ। হারাম কিনা? এ ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে। সঠিক মত হল, হারাম হবে না। এর বিস্তারিত আলোচনা কিতাবের শুরুতে গেছে। এ অধ্যায়ের বাকি আলোচনাও কিতাবের শুরুতে গেছে।

চিন্তা-ফিকির ও একাগ্রতার সঙ্গে তিলাওয়াত করা

তিলাওয়াতকারী একাগ্রতা ও চিন্তা-ফিকিরের সাথে তিলাওয়াত করবে। এটিই তিলাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে বক্ষ প্রসারিত হয় এবং অন্তর আলোকিত হয়।

এ বিষয়ে অনেক দলিল রয়েছে। প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে সেগুলো উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। পূর্ববর্তী মনীষীদের কেউ কেউ এক আয়াত নিয়ে চিন্তা-ফিকির করে পড়তে পড়তে পুরো রাত বা রাতের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করেছেন। আবার এক আয়াত নিয়ে চিন্তা করতে করতে বেঁহুশ হয়েছেন। আবার কেউ কেউ মৃত্যুবরণও করেছেন।

তিলাওয়াতের সময় কান্না করা বা কান্নার ভান করা মুস্তাহাব

কুরআন তিলাওয়াতের সময় কান্না করা বা কান্না না আসলে কান্নার ভান করা মুস্তাহাব। তিলাওয়াতের সময় কান্না করা আল্লাহওয়ালা-বুজুর্গদের গুণ, এবং আল্লাহ তাআলার নেককার বান্দাদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, তাঁরা কাঁদতে কাঁদতে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। তাদের ভয়-ভীতি আরো বেড়ে যায়। আমি বিষয়ের অনেক আয়াত হাদিস 'আত্তিবইয়ান ফি আদাবি হামালাতিল কুরআন' কিতাবে উল্লেখ করেছি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অনেক কারামাতের অধিকারী, তাসাওফের ক্ষুদ্র বিষয়ের আলিম সাইয়েদ ইবরাহিম খাওয়াস রহ, বলেন– অন্তরের ওষুধ পাঁচটি: কুরআন তিলাওয়াত, অন্তর পরিষ্কার, রাতের ইবাদত, শেষ রাতের দুআ ও নেককারদের মজলিসে বসা।

মুখস্থ তিলাওয়াতের চেয়ে দেখে পড়া উত্তম

কুরআনে কারিম মুখস্থ পড়ার চেয়ে দেখে পড়া উত্তম। এমনটাই বলেন আমাদের উলামায়ে কেরাম। আর এটাই সালফে সালেহিনদের থেকে প্রসিদ্ধ কথা। তবে এটি সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং তিলাওয়াতকারী যদি দেখে না পড়ে মুখস্থ পড়লে বেশি একাগ্রতার সাথে চিন্তা-ফিকির করে তিলাওয়াত করতে পারে তাহলে তার জন্য মুখস্থ পড়াই উত্তম। আর যদি কুরআন দেখে পড়লে বেশি একাগ্রতা পাওয়া যায় তাহলে দেখে পড়াই উত্তম। তবে যদি উভয়টি সমান সমান থাকে তাহলে দেখে পড়া উত্তম। এটিই মনীষীদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য।

কুরআনে কারিম উচ্চস্বরে ও অনুচ্চস্বরে তিলাওয়াত করা

উচ্চস্বরে তিলাওয়াতের ফজিলত সম্পর্কে হাদিস এসেছে এবং অনুচ্চস্বরে তিলাওয়াতের ফজিলত সম্পর্কে ও হাদিস এসেছে। উলামায়ে কেরাম বলেন– উক্ত দুই বিরোধপূর্ণ বক্তব্যের মাঝে সমন্বয় হল, নিচুঁ স্বরে পড়লে রিয়া তথা লোকদেখানো থেকে বাঁচা যায়। তাই যে ব্যক্তি রিয়ার আশঙ্কা করে তার জন্য নিম্নস্বরে পড়াই উত্তম। আর রিয়ার ভয় না থাকলে উচুঁ আওয়াজে পড়া উত্তম। তবে যেন নামাজি, ঘুমন্ত বা অন্য কোন ব্যক্তির কষ্ট না হয়।

উচুঁ আওয়াজে তিলাওয়াতের ফজিলতের দলিল হল, এতে কষ্ট বেশি হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে অন্য ব্যক্তিরও উপকার হয়। তিলাওয়াতকারী অন্তর জাগ্রত হয়। তার হিম্মত বাড়ে। চিন্তা-ফিকির করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তার শ্রবণশক্তিও এদিকেই থাকে। ঘুম দূর হয়। উদ্দমতা বাড়ে। ঘুমন্ত ও গাফেল ব্যক্তিকে জাগিয়ে তুলে এবং তাদের মাঝে উদ্যম সৃষ্টি করে। সুতরাং এসব উদ্দেশ্য থাকলে উচুঁ আওয়াজে তিলাওয়াত করাই উত্তম হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সুন্দর আওয়াজে তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব

সুন্দর আওয়াজে তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। তবে সেটি যেন বিকৃত হয়ে তিলাওয়াতের সীমার বাইরে না যায়। যদি সীমা লঙ্ঘনের ফলে কোন হরফ বৃদ্ধি পায় বা কোন হরফ কমে যায় তাহলে হারাম হবে। আর তিলাওয়াতে সুর দেয়া, পূর্বের আলোকে যদি সীমালঙ্ঘন হয় তাহলে হারাম হবে। অন্যথায় হারাম হবে না আওয়াজ সুন্দরের বিষয়ে অনেক প্রসিদ্ধ সহিহ হাদিস রয়েছে। তিলাওয়াতকারীর আদবের অধ্যায়ে আমি কিছু আলোচনা করেছি।

সুরার মাঝখান থেকে তিলাওয়াত শুরুর ক্ষেত্রে করণীয়

সুরার মাঝখান থেকে তিলাওয়াত শুরু করলে পরস্পর সম্পর্কিত স্থানের শুরু থেকে তিলাওয়াত শুরু করা। অনুরূপভাবে ওয়াকফ তথা থামার ক্ষেত্রেও পারস্পরিক সম্পর্কিত স্থানের শেষে; যেখানে কথার শেষ হয়েছে সেখানে থামা।

তিলাওয়াত শুরু বা ওয়াকফের ক্ষেত্রে পারা, অংশ বা দশ আয়াতের কোনো শর্ত নেই। কারণ, এগুলোর বেশিরভাগই পারস্পরিক সম্পর্কিত কথার মাঝখান থেকে শুরু। অথচ অনেক মানুষই উক্ত আদবটির কথা লক্ষ্য না করে একাজটি করে থাকে। আমাদেরকে অধিকাংশ মানুষের আমল দেখে ধোঁকা খেলে চলবে না। আমাদেরকে হজরত ফুজাইল বিন ইয়াজ রাদি. এর কথা অনুযায়ী আমল করতে হবে। তিনি বলেছেন– তুমি হেদায়েতের পথের কম পথিক দেখে ভয় পেয়ো না। আর ভ্রান্তদের আধিক্যতা দেখে ধোঁকা খেয়ো না।

এ কারণেই উলামায়ে কেরাম বলেন, পূর্ণ সুরা পড়া উত্তম সে পরিমাণ বড় সুরার অংশ পড়ার চেয়ে। কারণ, অনেকেই আলোচনার শুরুর স্থান সম্পর্কে অনবগত; বরং বলা চলে বেশিরভাগ মানুষ কিছু কিছু স্থানে কোন কোন অবস্থায় এ ব্যাপারে অসতর্ক থাকে।

গর্হিত একটি বিদআত

গর্হিত বিদআত যা অনেক মূর্খ ইমাম করে থাকে। তারা সপ্তম রাতে তারাবির নামাজে শেষ রাকাতে পূর্ণ সুরা আনআম পড়ে থাকে। তারা মনে করে এটি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মুস্তাহাব। তাদের ধারণা হল, এই সুরাটি এক সঙ্গে নাজিল হয়েছে। তাদের একাজে অনেকগুলো গর্হিত বিদআত হয়ে থাকে।

এক. তারা এটিকে মুস্তাহাব মনে করে, অথচ এটি একটি বিদআত।

দুই. সাধারণ মুসল্লিদের মাঝে এরূপ ধারণা সৃষ্টি করা আরেক গর্হিত কাজ।

তিন. প্রথম রাকাতের তুলনায় দ্বিতীয় রাকাত লম্বা হওয়া আরেক মন্দ কাজ।

চার. মুক্তাদিদের দীর্ঘ কিয়াম করতে বাধ্য করা।

পাঁচ. দ্রুত তিলাওয়াত করা।

ছয়. পূর্বের রাকাতগুলোকে ছোট করার জন্য খুব বেশি তাড়াহুড়া করা।

সুরা বাকারা, সুরা আলে ইমরান এভাবে সুরার নাম বলা বৈধ

সুরা বাকারা, সুরা আলে ইমরান, সুরা নিসা, সুরা আনকবুত– এভাবে সকল সুরার নাম বলা জায়েজ আছে, মাকরুহ হবে না। কেউ কেউ বলেন, এভাবে সুরার নাম বলা মাকরুহ। তারা বলেন, বরং বলতে হবে– اَلسُّوْرَةُ الَّتِيْ تُذْكَرُ فِيْهَا الْبَقَرَةُ(আস সুরাতুল্লাতি তুজকারু ফিহাল বাকারাঃ যে সুরায় গাভীর আলোচনা রয়েছে) اَلَّتِيْ يُذْكَرُ فِيْهَا النِّسَاءُ (আল্লাতি ইয়ুজকারু ফিহান্নিসাঃ যে সুরায় নারীদের আলোচনা রয়েছে)। এভাবে সকল সুরার নাম বলতে হবে।

তবে প্রথম অভিমতটিই সহিহ। সেটিই পূর্ববর্তী অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের অভিমত। এ বিষয়ে অগণিত হাদিস রয়েছে। অনুরূপভাবে সাহাবা ও তাবেয়িনদের বক্তব্য রয়েছে।

এমনিভাবে এটা বলাও মাকরুহ নয় যে, এটা আবু আমরের কিরাত বা ইবনে কাসিরের কিরাত অথবা তাদের ভিন্ন কারো কিরাত। আর এটাই হল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সালাফের নিকট বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মাজহাব।

ইবরাহিম নাখায়ি রহ. থেকে বর্ণিত আছে– সাহাবায়ে কেরাম অমুকের সুন্নাত, অমুকের কিরাত বলা অপছন্দ করতেন। তবে সঠিক কথা হল, তা বলা অপছন্দনীয় নয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কুরআন মাজিদের কোনো অংশ ভুলে গেলে যেভাবে তা ব্যক্ত করতে হবে

আমি অমুক আয়াত বা অমুক সুরা ভুলে গেছি–এভাবে বলা মাকরুহ। বরং বলতে হবে– অমুক আয়াত বা সুরা আমার স্মৃতিবিস্মৃতি ঘটানো হয়েছে; আমাকে ভুলানো হয়েছে।

(২৮২) হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ فَقَالَ: رَحِمَهُ اللهُ؛ لَقَدْ أَذْكَرَنِيْ آيَةً، كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا.

অর্থ: তোমাদের কেউ যেন এমন না বলে যে আমি অমুক আয়াত ভুলে গেছি, বরং তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। –সহিহ বুখারি ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে–

بِئْسَمَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُوْلَ: نَسِيْتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ.

অর্থ: এমন বলা অনেক মন্দ যে, আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি, বরং তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।[৪০৩]

(২৮৩) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

لَا يَقُوْلُ أَحَدُكُمْ: نَسِيْتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، بَلْ هُوَ نُسِّيَ.

অর্থ: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির তিলাওয়াত শুনছিলেন। বললেন, আল্লাহ তাকে রহম করুন। সে আমাকে একটি আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যা আমার স্মরণে ছিলো না। –অপর বর্ণনায় আছে– (كُنْتُ أُنْسِيْتُهَا): আমার স্মৃতি-বিস্মৃতি ঘটানো হয়েছে।[৪০৪]

তিলাওয়াতের আদব বিষয়ে শেষকথা

কুরআন তিলাওয়াতকারীর অনেক আদব-কায়াদা রয়েছে। যেগুলো কয়েক ভলিয়ম ছাড়া জমা করা সম্ভব না। তবে আমরা এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ

---

৪০৩. সহিহ বুখারি: ৫৩২, সহিহ মুসলিম: ৭৯০, সুনানে তিরমিজি: ২৯৪৩, সুনানে নাসাঈ ২/১৫৪।
৪০৪. সহিহ বুখারি: ৫০৩৭, সহিহ মুসলিম: ৭৮৮, সুনানে আবু দাউদ: ১৩২৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উদ্দেশ্য ও আদব অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি। কিতাবের শুরুতেও তিলাওয়াতকারী ও জিকিরকারীর কিছু আদাব উল্লেখ করা হয়েছে। নামাজের জিকিরের মাঝে তিলাওয়াত সংক্রান্ত এক গোচ্ছ আদবের কথা বলা হয়েছে। এরচে বেশি জানতে হলে 'আত্তিবইয়ান' কিতাবে দেখবে, যার হাওলা আমি আগেও দিয়েছি।

সর্বদা কুরআন তিলাওয়াত করা

পূর্বে আলোচনা গেছে–কুরআন তিলাওয়াত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিকির। তাই সর্বদা তিলাওয়াত করা চাই। কোন রাত বা কোন দিন যেন কুরআন তিলাওয়াত থেকে খালি না যায়। অল্প আয়াত পড়লেও কুরআন তিলাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

(২৮৪) হজরত আনাস বিন মালেক রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ قَرَأَ فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسِيْنَ آيَةً لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ قَرَأَ مِائَتَيْ آيَةٍ لَمْ يُحَاجِهِ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ قَرَأَ خَمْسَمِائَةُ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ مِنَ الْأَجْرِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করবে, সে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যে ব্যক্তি একশত আয়াত তিলাওয়াত করবে, সে অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি দুইশত আয়াত পড়বে, কেয়ামতের দিন কুরআন তার বিরুদ্ধে সাক্ষি দেবে না। আর যে ব্যক্তি পাঁচশত আয়াত পড়বে, তাকে এক কিনতার (এক কোটি) পরিমাণ সওয়াব দেয়া হবে।[৪০৫]

অপর বর্ণনায় পঞ্চাশ আয়াতের স্থানে চল্লিশ আয়াতের কথা উল্লেখ রয়েছে।[৪০৬] আরেক বর্ণনায় ২০ আয়াতের কথা আছে। –আরেক বর্ণনায় হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

৪০৫. ইবনুস সুন্নি: ৬৭৬।
৪০৬. ইবনুস সুন্নি: ৬৭২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি দশ আয়াত পড়বে, সে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।[৪০৭]

রাতে দিনে বিভিন্ন সুরা পড়ার বিষয়ে আমরা পূর্বে অনেক হাদিস উল্লেখ করেছি। যেমন- সুরা ইয়াসিন, সুরা মুলক, সুরা ওয়াকিয়া এবং সুরা দোখান ইত্যাদি।

(২৮৫) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন–

مَنْ قَرَأَ (يس) فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ غُفِرَ لَهُ.

অর্থ: যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে সুরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করবে, একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। –তাঁর থেকে আরো একটি বর্ণনা রয়েছে–

مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ (الدُّخَانِ) فِيْ لَيْلَةٍ أَصْبَحَ مَغْفُوْرًا لَهُ.

অর্থ: যে ব্যক্তি জুমুআর রাতে সুরা দুখান পড়বে, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় সকাল করবে। –আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ (الْوَاقِعَةِ) فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ.

অর্থ: যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সুরা ওয়াকিয়া তিলাওয়াত করবে, সে কখনো দারিদ্রতার সম্মুখীন হবে না।[৪০৮] –জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ كُلَّ لَيْلَةٍ حَتّٰى يَقْرَأَ (آلم تَنْزِيْلُ) الْكِتَابِ، وَ (تَبَارَكَ) الْمُلْكُ.

অর্থ: নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো রাত্রিবেলা ঘুমাতেন না, যতক্ষণ না তিনি আলিফ-লাম-মিম তানযিলুল কিতাব ও সুরা মুলক তিলাওয়াত করতেন।[৪০৯]

---

৪০৭. ইবনুস সুন্নি: ৭০২।

৪০৮. সুনানে বায়হাকি: ২৪৯৮।

৪০৯. সুনানে তিরমিজি: ২৮৯২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(২৮৬) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ قَرَأَ فِيْ لَيْلَةٍ (إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ) كَانَتْ لَهُ كَعِدْلِ نِصْفِ الْقُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأَ (يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) كَانَتْ لَهُ كَعِدْلِ رُبْعِ الْقُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأَ قُلْ (هُوَ اللهُ أَحَدٌ) كَانَتْ لَهُ كَعِدْلِ ثُلُثِ الْقُرْآنِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি রাতের বেলা সুরা যিলযাল পড়ল, সে যেন অর্ধ কুরআন পড়ল। আর যে ব্যক্তি সুরা কাফিরুন পড়ল, সে যেন এক চতুর্থাংশ কুরআন পড়ল। আর যে ব্যক্তি সুরা ইখলাস পড়ল, সে যেন এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়ল।[৪১০]

(২৮৭) অপর বর্ণনায় রয়েছে–

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَأَوَّلَ (حم) عُصِمَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ.

অর্থ: যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী ও হা-মীম তিলাওয়াত করবে, সে ঐ দিন সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।[৪১১]

এধরনের আরো অনেক হাদিস রয়েছে। এখানে শুধু উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলাই সঠিক বিষয় সম্পর্কে ভালো জানেন। তিনিই প্রশংসা ও কল্যাণের মালিক। তিনিই তাওফিক দান করেন এবং হেফাজত করেন।

৪১০. ইবনুস সুন্নি: ৬৮৬। হাদিসটি দুর্বল।
৪১১. ইবনুস সুন্নি: ৬৯২। হাদিসটি দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com



অধ্যায়- ৪

আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা

আল্লাহ তাআলা বলেন–

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى.

অর্থঃ হে নবি! আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলারই এবং সালাম তাঁর সেই বান্দাদের প্রতি যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন।[৪১২] –আল্লাহ তাআলা আরো বলেন–

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُوْنَهَا.

অর্থঃ হে নবি! আপনি বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। তিনি অচিরেই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করাবেন। তখন তোমরা তা চিনতেও পারবে।[৪১৩] –তিনি আরো বলেন–

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا.

অর্থঃ হে নবি! আপনি বলুন, সকল প্রশংসার ঐ সত্তার জন্য যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি।[৪১৪] –তিনি আরো বলেন–

---

৪১২. সূরা নামলঃ ৫৯।

৪১৩. সূরা নামলঃ ৯৩।

৪১৪. ইসরাঃ ১১১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ.

অর্থ: যদি তোমরা শোকরিয়া আদায় করো, তাহলে আমি তোমাদের নেয়ামত বাড়িয়ে দেবো।[৪১৫] –তিনি আরো বলেন–

فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ.

অর্থ: সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব। আমার শোকরিয়া আদায় করো, আমার অকৃজ্ঞতা করো না।[৪১৬]

হামদ-শোকর, প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা বিষয়ে অনেক সুস্পষ্ট আয়াত রয়েছে। এর ফজিলতও অনেক, যা প্রসিদ্ধ।

(২৮৮) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِالْحَمْدِ للهِ فَهُوَ أَقْطَعُ.

অর্থ: যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহ তাআলার প্রশংসার মাধ্যমে শুরু করা হয় না, তা বরকত শূন্য থাকে। –অপর বর্ণনায় রয়েছে,

كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فَهُوَ أَقْطَعُ.

অর্থ: যে কাজ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম দ্বারা আরম্ভ করা হয় না, তা বরকতশূন্য। এ ব্যাপারে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে।[৪১৭]

উলামায়ে কেরাম বলেন– প্রত্যেক মুসান্নিফ, দরস গ্রহণকারী, দরস প্রদানকারী, বক্তা, খতিব এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ আলহামদুলিল্লাহ দ্বারা শুরু করা মুস্তাহাব। ইমাম শাফেয়ি বলেন, আমি পছন্দ করি, প্রত্যেকে খুতবা ও আবেদনের শুরুতে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করবে, তাঁর গুণকীর্তন করবে আর রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওপর দরুদ পড়বে।[৪১৮]

---

৪১৫. ইবরাহিম: ০৭।

৪১৬. সুরা বাকারা: ১৫২।

৪১৭. সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৪০, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৮৯৪, মুসনাদে আহমাদ ২/৩৫৯, মাওয়ারিদ: ১৯৯৩, আমাল: ৪৯৪, নাসাঈ।

৪১৮. কিতাবুল উম্ম ৬/১০৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যে সমস্ত স্থানে আলহামদুলিল্লাহ বলা মুস্তাহাব

প্রত্যেক ভালো কাজের শুরুতে আলহামদুলিল্লাহ বলা মুস্তাহাব, যেমনটা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। খানাপিনার পরে, হাঁচির পরে এবং বিবাহের প্রস্তাবের সময়। এমনিভাবে বিবাহ আকদের সময়। শৌচাগার থেকে বের হওয়ার পর আলহামদুলিল্লাহ বলা মুস্তাহাব।

সামনে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা আসছে। আর শৌচাগার থেকে বের হওয়ার পরের দুআ পেছনের আলোচনায় চলে গেছে।

কিতাবের শুরুতে শিক্ষকের ক্লাসের শুরুতে, ছাত্রদের পড়ার শুরুতে আলহামদুলিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব। ছাত্র হাদিস পড়ুক, ফিকাহ পড়ুক বা অন্য কিছু পড়ুক। প্রশংসার সর্বোত্তম বাক্য হচ্ছে– আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

জুমুআ ও অন্যান্য খুতবায় আল্লাহর প্রশংসা করা জরুরি

জুমুআসহ সকল খুতবায় আল্লাহর প্রশংসা একটি রোকন। এছাড়া খুতবা শুদ্ধ হয় না। কমপক্ষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতে হবে। এতটুকু পরিমাণ বলা ওয়াজিব। উত্তম হল, আরো বেশি প্রশংসা করা। যার বিস্তারিত আলোচনা ফিকহের কিতাবাদিতে আছে। তবে এগুলো আরবি ভাষায় হতে হবে।

দুআর শুরু ও শেষ 'আলহামদুলিল্লাহ' দ্বারা করা মুস্তাহাব

'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন' বলে দুআ শেষ করা মুস্তাহাব। অনুরূপভাবে তা বলে দুআ শুরু করাও মুস্তাহাব। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থ: তাদের দুআ শেষ হবে 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বির আলামিন' এর মাধ্যমে।[৪১৯] –আর আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও তাঁর মহত্ত্ববাণীর মাধ্যমে দুআ আরম্ভ করা সম্বলিত দলিল সহিহ হাদিস থেকে "কিতাবুস সালাত আলা রাসুলিল্লাহ" শিরোনামে অচিরেই আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

নেয়ামত লাভ ও অপছন্দনীয় বিষয় থেকে বেঁচে গেলে আলহামদুলিল্লাহ বলা মুস্তাহাব

৪১৯. সুরা ইউনুস: ১০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নেয়ামত লাভ ও অপছন্দনীয় বিষয় থেকে বেঁচে গেলে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা মুস্তাহাব; তা নিজের হোক বা সাথীর অথবা অন্য মুসলমানের।

(২৮৯) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، فَأَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ.

অর্থ: মেরাজের রাতে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দুটি পাত্র আনা হল, একটি ছিল মদের, অপরটি দুধের। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় পাত্রের দিকে তাকিয়ে দুধের পাত্রটি গ্রহণ করলেন। তখন জিবরিল আ. বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি আপনাকে ফিতরতের (প্রকৃত স্বভাবজাত বিষয়ের) পথ-প্রদর্শন করেছেন। যদি আপনি মদের পেয়ালা গ্রহণ করতেন তাহলে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।[৪২০]

সন্তানের মৃত্যুতেও আলহামদুলিল্লাহ বলা

(২৯০) হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِيْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: نَعَمْ. فَيَقُوْلُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: نَعَمْ. فَيَقُوْلُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِيْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ. فَيَقُوْلُ اللهُ: ابْنُوْا لِعَبْدِيْ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.

অর্থ: যখন কারো সন্তান মারা যায়, তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানকে নিয়ে এসছো? তারা জবাব দেন জি, হ্যাঁ। আবার আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা তার কলিজার টুকরাকে নিয়ে এসেছো? তারা বলে জি, হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা তখন কী বলেছে? তারা বলেন, সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং ইন্নালিল্লাহ

৪২০. সহিহ বুখারি: ৩৩৯৪, সহিহ মুসলিম: ১৬৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বলেছে। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটা ঘর নির্মাণ কর এবং তার নাম রেখো 'বাইতুল হামদ' (প্রশংসার ঘর)। ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[৪২১]

আলহামদুলিল্লাহ এর ফজিলত সম্পর্কিত হাদিসসমূহ অনেক প্রসিদ্ধ। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ এবং এই জাতীয় কালিমার ফজিলত সম্পর্কে সহিহ হাদিসগুলো কিতাবের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী খুরাসানি শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম বলেন, যদি কোন ব্যক্তি শপথ করে যে, সে আল্লাহ তাআলার চূড়ান্ত প্রশংসা করবে বা আল্লাহ তাআলার সবচে বেশি প্রশংসা করবে, তাহলে তার শপথ পূর্ণ করার পদ্ধতি হল, সে বলবে–

قَالَ آدَمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَبِّ شَغَلْتَنِيْ بِكَسْبِ يَدِيْ، فَعَلِّمْنِيْ شَيْئاً فِيْهِ مَجَامِعُ الْحَمْدِ وَالتَّسْبِيْحِ، فَأَوْحَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى إِلَيْهِ: يَا آدَمُ إِذَا أَصْبَحْتَ فَقُلْ ثَلَاثاً، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَقُلْ ثَلَاثاً: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حَمْداً يُوَافِيْ نِعْمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ، فَذَلِكَ مَجَامِعُ الْحَمْدِ وَالتَّسْبِيْحِ.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حَمْداً يُوَافِيْ نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন হামদান ইওয়াফি নিয়ামাহু ওয়া ইউকাফিউ মাজি দাহু।

অর্থ: আমি আল্লাহ তাআলার এমন প্রশংসা করছি, যা তার নেয়ামতের পরিপূরক ও অতিরিক্ত নেয়ামতের জন্য যথেষ্ট। –তারা আরো বলেন, যদি কেউ শপথ করে, সে আল্লাহ তাআলার সর্বোত্তম গুণকীর্তন করবে, তাহলে শপথ পুরা করার পদ্ধতি হল, সে বলবে–

لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

উচ্চারণ: লা উহসি ছানাআন আলাইকা আনতা কামা আসনাইতা আলা নাফসিকা।

৪২১. সুনানে তিরমিজি: ১০২১, মুসনাদে আহমাদ ৪/৪২৫, মাওয়ারিদ: ৭২৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আমি আপনার গুণকীর্তন করে শেষ করতে পারবো না। আপনি নিজের যে গুণকীর্তন করেছেন, আপনি তেমনই। –আবার কেউ কেউ নিচের বাক্যটিও বৃদ্ধি করেন–

فَلَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى.

উচ্চারণ: ফালাকাল হামদু হাত্তা তারজা।

অর্থ: আপনার এই পরিমাণ প্রশংসা যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

আর ইমাম আবু সাঈদ মুতওয়াল্লি উক্ত মাসআলাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি বলবে যে সে আল্লাহ তাআলার চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রশংসা করবে, সে ব্যক্তি পূর্বে বর্ণিত দুআটির আগে 'সুবহানাকা' পড়বে।

আবু নসর তাম্মার মুহাম্মাদ বিন নজর রহ. থেকে বর্ণনা করেন–

قَالَ آدَمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَبِّ شَغَلْتَنِيْ بِكَسْبِ يَدِيْ، فَعَلِّمْنِيْ شَيْئًا فِيْهِ مَجَامِعُ الْحَمْدِ وَالتَّسْبِيْحِ، فَأَوْحَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى إِلَيْهِ: يَا آدَمُ إِذَا أَصْبَحْتُ فَقُلْ ثَلَاثًا، وَإِذَا أَمْسَيْتُ فَقُلْ ثَلَاثًا: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حَمْداً يُوَافِيْ نِعْمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ، فَذٰلِكَ مَجَامِعُ الْحَمْدِ وَالتَّسْبِيْحُ.

অর্থ: আদম আ. বললেন– হে রব! আমি উপার্জনের কাজে ব্যস্ত থাকি। তাই আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যাতে আপনার প্রশংসা ও পবিত্রতার সর্ববিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট ওহি অবতীর্ণ করলেন, 'হে আদম, তুমি সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার বলবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حَمْداً يُوَافِيْ نِعْمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন হামদান ইউওয়াফি নিয়ামাহু ওয়া ইউকাফি মাযিদাহ।

অর্থ: আমি আল্লাহ তাআলার এমন প্রশংসা করছি, যা তার নেয়ামতের পরিপূরক ও অতিরিক্ত নেয়ামতের জন্য যথেষ্ট। –এতেই সকল প্রশংসা ও পবিত্রতার সমাবেশ রয়েছে।[৪২২]

৪২২. তুহফাতুল আবরার: ৭৪, হাদিসটি দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অধ্যায়- ৫

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করা

আল্লাহ তাআলার বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা নবির প্রতি দয়া করেন এবং ফেরেশতাগণ তার জন্য ইস্তিগফার করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও নবির প্রতি দরুদ পাঠাও এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাও।[৪২৩] –দুরুদের ফজিলত ও নির্দেশমূলক হাদিস অসংখ্য ও অগণিত রয়েছে। তবে আমরা এখানে ইঙ্গিত স্বরূপ কিছু উল্লেখ করব। বরকত লাভের জন্য।

(২৯১) হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন–

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا.

৪২৩. সুরা আহজাব: ৫৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অর্থঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার ওপর দশটি রহমত নাজিল করবেন।[৪২৪]

(২৯২) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. হতে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

অর্থঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার ওপর দশটা রহমত বর্ষণ করবেন। (এই বর্ণনায় صَلَاةً (সালাতান) এর স্থানে وَاحِدَةً (ওয়াহিদাতান) শব্দ রয়েছে)

(২৯৩) হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

أَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً.

অর্থঃ কেয়ামতের দিন মানুষের মধ্য থেকে সেই ব্যক্তিই আমার অধিক নিকটবর্তী হবে, যে অধিক পরিমাণে আমার প্রতি দরুদ পাঠ করেছে। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসের মান হাসান।[৪২৫]

ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবদুর রহমান বিন আউফ, আমর বিন রাবিআহ, আম্মার, আবু তালহা, আনাস এবং উবাই বিন কাব রাদি. থেকেও হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

(২৯৪) হজরত আউস বিন আউস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ، فقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ يَقُوْلُوْنَ: بَلِيْتَ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.

অর্থঃ সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন জুমুআর দিন। তোমরা এ দিনে আমার প্রতি বেশি বেশি দরুদ পাঠ করো। তোমাদের দরুদ আমার নিকট পেশ করা হয়।

---

৪২৪. সহিহ মুসলিমঃ ৩৮৫।

৪২৫. সুনানে তিরমিজিঃ ৪৮৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কিভাবে আমাদের দরুদ আপনার নিকট পেশ করা হয় অথচ আপনি তো মারা যাবেন, মাটির সাথে মিশে যাবেন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা নবিদের শরীর জমিনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।[৪২৬]

(২৯৫) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

وَلَا تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا، وَصَلُّوْا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ حَيْثُ كُنْتُمْ.

অর্থ: তোমরা আমার কবরকে উৎসবের স্থানে (মাজারে) পরিণত করো না। তোমরা আমার ওপর দরুদ পাঠ কর। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌছানো হবে।[৪২৭]

(২৯৬) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে সহিহ সূত্রে বর্ণিত আছে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِيْ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

অর্থ: তোমাদের কেউ যখন আমার কাছে সালাম পেরণ করে, তখন আল্লাহ তাআলা আমার রুহকে আমার নিকট ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি তার সালামের জবাব দিতে পারি।[৪২৮]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম আলোচিত হলে দরুদ পড়া

(২৯৭) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

৪২৬. সুনানে আবু দাউদ: ১০৪৭, সুনানে নাসাঈ: ১৬৭৮, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১০৮৫, মাওয়ারিদ: ৫৫০, মুসতাদরাক ১/২৮৭।

৪২৭. সুনানে আবু দাউদ: ২০৫২, মুসনাদে আহমাদ ২/৩৬৭।

৪২৮. সুনানে আবু দাউদ: ২০৪১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় ধুসরিত হোক (অর্থাৎ লাঞ্ছিত হোক), যার কাছে আমার নাম উচ্চারণ করা হয়েছে অথচ সে আমার ওপর দরুদ পড়েনি। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসের মান হাসান।[৪২৯]

(২৯৮) হজরত আনাস বিন মালেক রাদি. থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ، فإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً، صَلَّى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ عَشْراً.

অর্থ: যার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হল অথচ সে আমার ওপর দরুদ পড়ল না (সে হতভাগা)। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার ওপর দশটি রহমত বর্ষণ করবেন।[৪৩০]

(২৯৯) হজরত জাবের রাদি. থেকে দুর্বল সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَقَدْ شَقِيَ.

অর্থ: যার নিকট আমার নাম উচ্চারণ করা হয় অথচ সে আমার ওপর দরুদ পড়ে না, সে হতভাগ্য।[৪৩১]

(৩০০) হজরত আলি রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

অর্থ: প্রকৃত কৃপণ তো সে, যার নিকট আমার নাম উচ্চারণ করা হল, অথচ সে আমার ওপর দরুদ পড়ল না। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।[৪৩২]

নাসাঈ শরিফে আছে, হুসাইন বিন আলি রাদি. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।[৪৩৩] –ইমাম তিরমিজি রহ.

---

৪২৯. সুনানে তিরমিজি: ৩৫৪৫।
৪৩০. আমাল: ৩৮০, ইবনুস সুন্নি।
৪৩১. আমাল: ৩৮১, ইবনুস সুন্নি।
৪৩২. সুনানে তিরমিজি: ৩৫৪৬, আমাল: ৫৬, নাসাঈ, মাওয়ারিদ: ৫৫, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫৪৯।
৪৩৩. সুনানে নাসাঈ: ৮০৪৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উক্ত হাদিসের আলোকে বলেন, কোন কোন আহলে ইলেম থেকে বর্ণিত আছে, মজলিসে একবার দরুদ পাঠ করলে যতক্ষণ সে উক্ত মজলিসে থাকবে তাই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পড়ার পদ্ধতি।

'নামাজের জিকির' অধ্যায়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ ও সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং দরুদের পরিপূর্ণ ও সর্বনিম্ন পরিমাণের আলোচনা করা হয়েছে। কিছু শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম ও ইবনে আবু যায়েদ মালেকি রহ. যে কথা বলেন যে, উক্ত দরুদের শেষে এ অংশটি যোগ করা: (وَارْحَمْ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ): ওয়ার হাম মুহাম্মাদান ওয়া আলা মুহাম্মাদ: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবারের প্রতি অনুগ্রহ করুন।–তার এরূপ বক্তব্য ঠিক নয়। এটি বিদআত; এর কোন ভিত্তি নেই। এমনকি ইবনে আরাবি রহ. সুনানে তিরমিজি ব্যাখ্যাগ্রন্থে উক্ত বক্তব্যকে কঠিনভাবে খণ্ডন করেছেন এবং ইবনে আবু যায়েদের বক্তব্যকে ভুল সাব্যস্ত করেছেন। তাকে মুর্খ আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দরুদ পাঠের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং তাতে বৃদ্ধি করা মানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যকে অসম্পূর্ণ বলা ও তা শুধরানোর নামান্তর।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ ও সালাম উভয়টা পড়া মুস্তাহাব

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়ার সময় দরুদ ও সালাম উভয়টি পড়া; শুধু একটি, ওপর ক্ষান্ত না করা। সুতরাং শুধু পড়বে না– صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি: আল্লাহ তাআলা তার ওপর দয়া করুন) অথবা শুধু পড়বে না– عَلَيْهِ السَّلَامُ (আলাইহিস সালাম: তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)।

হাদিস পাঠকারীরা উচ্চস্বরে দরুদ ও সালাম পড়বে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হাদিস পাঠকারী ও দীনি ইলম অর্জনকারী ব্যক্তিরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম আসলে উচুঁ আওয়াজে দরুদ পড়বে। তবে বেশি উচুঁ আওয়াজে পড়বে না। এভাবে দরুদ পড়তে বলেন, খতিব বাগদাদি রহ. ও অন্যান্য মুহাদ্দিসিনে কেরাম। শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম বলেন, তালবিয়ার মাঝে উচুঁ আওয়াজে দরুদ পড়া মুস্তাহাব।[৪৩৪]

আল্লাহর প্রশংসা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পড়ার মাধ্যমে দুআ শুরু করা

(৩০১) হজরত ফাদালা বিন উবাইদ রাদি. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে শুনলেন যে নামাজের মধ্যে দুআ করছে। কিন্তু সে আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব কিছুই বলেনি এবং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদও পড়েনি। তখন তিনি বললেন–

عَجِلَ هَذَا، ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ اللهِ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ.

অর্থঃ সে তার দুআয় তাড়াহুড়া করছে। অতঃপর নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অথবা অন্য কাউকে ডেকে বললেন– যখন তোমাদের কেউ দুআ পড়ে, সে যেন তার রবের বড়ত্ব ও মহত্ত্ব এবং তাঁর গুণকীর্তনের মাধ্যমে শুরু করে। অতঃপর নবির প্রতি দরুদ পাঠ করে। তারপর যা ইচ্ছা দুআ করবে। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসের মান হাসান।[৪৩৫]

(৩০২) হজরত উমর বিন খাত্তাব রাদি. থেকে বর্ণিত–

إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪৩৪. দেখুন: সুনানে আবু দাউদ: ১৮১৪, সুনানে তিরমিজি: ৮২৯, সুনানে নাসাঈ ৫/১৬২।
৪৩৫. সুনানে তিরমিজি: ৩৪৭৭, সুনানে আবু দাউদ: ১৪১৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: নিশ্চয় দুআ আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলন্ত থাকে, কোন কিছুই আকাশের ওপরে যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ না পড়বে।[৪৩৬]

ইমাম নববি রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন দ্বারা দুআ শুরু করা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। অনুরূপভাবে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পড়া, অনুরূপভাবে হামদ ও সালাত দ্বারা দুআ শেষ করা। এই অধ্যায়ে অনেক প্রসিদ্ধ সাহাবি ও তাবেয়িদের উক্তি বর্ণিত হয়েছে।

নবিগণের সাথে সাথে তাদের পরিবারের প্রতি দরুদ পাঠ করা

আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পড়া হবে এ ব্যাপারে সকলেই একমত পোষণ করেছেন। এমনিভাবে সকল নবি ও পৃথকভাবে ফেরেশতাদের ওপরে দরুদ পড়া বৈধ ও মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারেও একমত পোষণ করেন।

আর নবিগণ ব্যতীত অন্যান্যদের ওপর দরুদ পড়া যাবে কিনা– এ ব্যাপারে অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম বলেন, স্বতন্ত্রভাবে তাদের ওপর দরুদ পড়া যাবে না। যেমন আবু বকর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলা যাবে না। তবে এটি কোন পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা–এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম বলেন, এটি হারাম। তবে বেশিরভাগ উলামায়ে কেরাম বলেন, এটি মাকরুহে তানযিহি। আবার অনেকেই বলেন, এটি অনুত্তম; মাকরুহ নয়।

বেশিরভাগ উলামায়ে কেরাম যে কথা বলেছেন, সেটিই সঠিক। এটি মাকরুহে তানজিহি। কারণ, এটি বিদআতিদের নিদর্শন। আর বিদআতিদের নিদর্শন অনুসরণ করা নিষেধ।

উলামায়ে কেরাম বলেন– এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য কথা হল, সালাত শব্দটি সালাফে সালেহিনের পরিভাষায় শুধু নবিগণের সাথে বিশেষিত। যেমন– عَزَّ وَجَلَّ (আজ্জা ওয়া জাল্লা: সম্মানিত ও মহান): আল্লাহ তাআলার সাথে বিশেষিত। এভাবে বলা যাবে না– মুহাম্মাদ আজ্জা ওয়া জাল্লা। যদিও তিনি

৪৩৬. সুনানে তিরমিজি: ৪৮৬। হাদিসটি মওকুফ ও দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সম্মানিত মহান। অনুরূপভাবে আবু বকর অথবা আলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলা যাবে না। যদিও অর্থের বিচারে একথা সহিহ।

স্বতন্ত্রভাবে না বলে নবিগণের সঙ্গে অন্যদের ওপর দরুদ পাঠ জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। সুতরাং বলা যাবে–

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَأَصْحَابِهٖ، وَأَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ، وَأَتْبَاعِهٖ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ ওয়া আসহাবিহি ওয়া আযওয়াজিহি ওয়া জুররিইয়াতিহি ওয়া আতবাইহ।

অর্থ: হে আল্লাহ আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবি, তাঁর স্ত্রী-সন্তানাদি ও অনুসারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। –এ ব্যাপারে অনেক সহিহ হাদিস রয়েছে। এভাবেই নামাজে তাশাহুদে পড়তে আদেশ করা হয়েছে। মহান মনীষীগণ নামাজের বাইরেও এভাবে পড়েছেন।

সালামের ব্যাপারে শায়েখ আবু মুহাম্মাদ জুয়াইনি বলেন, এটা সালাত শব্দের অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এটা অনুপস্থিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। এবং নবিগণ ব্যতীত অন্যের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে বলা যাবে না। যেমন আলি আলাইহিস সালাম এটা বলা যাবে না। আর এ ব্যাপারে জীবিত ও মৃত সবাই সমান। অবশ্য উপস্থিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করা যাবে। সুতরাং সালামুন আলাইকা (আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) অথবা সালামুন আলাইকুম (আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) অথবা আসসালামু আলাইকা (আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) বা আলাইকুম আপনাদের ওপর) বলা যাবে; এ ব্যাপারে কারো দ্বিতম নেই। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট আলোচনা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

রাদিয়াল্লাহু আনহু ও রাহিমাহুল্লাহু পড়ার বিধান

সাহাবি, তাবেয়ি ও তাদের পরবর্তী উলামা, আবেদ ও সকল নেক লোকদের ক্ষেত্রে রাদিয়াল্লাহু আনহু ও রাহিমাহুল্লাহু বলা মুস্তাহাব। কোন কোন উলামায়ে কেরাম বলেন, রাদিয়াল্লাহু আনহু এটা সাহাবায়ে কেরামের সাথে বিশেষিত। অন্যদের ক্ষেত্রে শুধু রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলা যাবে– এ বক্তব্য সঠিক নয়। বরং পূর্বের কথাটিই সঠিক। সবার ব্যাপারেই উভয়টি বলা যাবে। এ ব্যাপারে অসংখ্য দলিল রয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আর যদি উল্লিখিত ব্যক্তি সাহাবি ও সাহাবির ছেলে হন, তাহলে رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা: উভয়ের ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন) বলবে।

যেমন– যদি বর্ণনাকারী বলেন, ইবনে উমর, ইবনে ইব্বাস অথবা ইবনে যুবায়ের বলেছেন তাহলে রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলবে, যাতে পিতা-পুত্র উভয়ে শামিল হয়ে যান।

হজরত মরিয়ম ও হজরত লুকমানের ক্ষেত্রে কী বলবে?

হজরত মরিয়ম ও হজরত লুকমানের ক্ষেত্রেও কী নবিদের মতো দরুদ পড়া হবে নাকি সাহাবিদের মতো রাদিয়াল্লাহু আনহু পড়া হবে? এর উত্তর হল, অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে তাঁরা নবি নন। যারা তাদেরকে নবি বলেন, তাদের কথা অগ্রহণযোগ্য। তাদের কথার পরোয়া করা হবে না এ বিষয়টি আমি "তাহজিবুল আসামা ওয়াল্লুগাত" কিতাবে সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

কোন কোন উলামায়ে কেরাম বলেছেন, তাদের ক্ষেত্রে "আলাইহিস সালাম" বা "আলাইহাস সালাম" বলা যাবে। তবে নবিদের প্রতি দরুদ পাঠের সাথে যুক্ত করে তাদের ওপর দরুদ পড়া যাবে। যেমন এভাবে বলা যাবে–

لُقْمَانُ صَلَّى اللهُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

উচ্চারণ: লুকমানু সাল্লাল্লাহু আলাল আম্বিয়ায়ি ওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অর্থ: হজরত লুকমান (আল্লাহ পাক নবিদের প্রতি অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ করুন এবং তার প্রতি।– অথবা

مَرْيَمُ صَلَّى اللهُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَيْهَا وَسَلَّمَ.

উচ্চারণ: মরিয়ম সাল্লাল্লাহু আলাল আম্বিয়ায়ি ওয়া আলাইহা ওয়াসাল্লাম।

অর্থ: হজরত মরিয়ম (আল্লাহ পাক নবিদের প্রতি অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ করুন এবং তার প্রতি। –কেননা যাদের ক্ষেত্রে "রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু" বলা হয় তারা তাদের ওপরের স্তরের। এটা কুরআনের বর্ণনাভঙ্গী দ্বারাই বোধগম্য।

আমার কাছে মনে হয়, এমন শব্দ প্রয়োগ করলে কোন সমস্যা নেই। তবে প্রণিধানযোগ্য কথা হল, তাদের ক্ষেত্রে "রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু" বা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

"রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা" বলা। কেননা এই শব্দ নবি ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আর তাদের নবি হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত নয়।

ইমামুল হারামাইন অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের ইজমা নকল করেন যে, মরিয়ম নবি নন। যদি লুকমানের ক্ষেত্রে আলাইহিস সালাম বা মরিয়মের ক্ষেত্রে আলাইহাস সালাম বলে তাতে কোন সমস্যা নেই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অধ্যায়- ৬

আকস্মিক বিষয়ের জিকির-আজকার ও দুআসমূহ

পূর্বে যেসব দুআ উল্লেখ করা হল, সেগুলো নিয়মিত দৈনন্দিন পড়বে। এখানে যেসব দুআ উল্লেখ করা হবে, এগুলো বিভিন্ন সময় ও আকস্মিক বিষয়ে পড়বে। তাই এখানে কোন ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি।

ইস্তেখারার দুআ

(৩০৩) হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুরআনের সুরার মতো সকল কাজে ইস্তেখারা করার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কোন বিষয়ে সঙ্কল্প করলে সে যেন দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে এই দুআ করে এবং প্রয়োজনীয় বস্তুটির নাম নেয়। দুআটি হল–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ، وَمَعَاشِيْ، وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ. - أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

الْأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ. - أَوْ قَالَ: فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِيْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্তাখিরুকা বি-ইলমিকা ওয়া আসতাকদিরুকা বি-কুদরাতিক। ওয়া আসআলুকা মিন ফাদলিকাল আজিম, ফা ইন্নিকা তাকদিরু ওয়া লা আকদিরু, ওয়া তা'লামু ওয়ালা আ'লামু, ওয়া আনতা আল্লামুল গুইয়ুব। আল্লাহুম্মা ইন কুনতা তা'লামু আন্না হাজাল আমরা খাইরুন লি ফি দীনি ওয়া মাআশি ওয়া আকিবাতি আমরি। (অথবা বলেছেন: আ'জিলি আমরি আজিলিহ) ফাকদুরহু লি ওয়া ইয়াসসিরহু লি, সুম্মা বারিক লি ফিহ। ওয়া ইন কুনতা তালামু আন্না হাজাল আমরা শাররুন লি ফি দীনি ওয়া মাআশি ওয়া আকিবাতি আমরি (অথবা বলেছেন: ফি আ'জিলি আমরি আজিলিহ) ফাসরিফহু আন্নি ওয়াসরিফনি আনহু, ওয়াকদুর লিয়াল খাইরা হাইসু কানা, সুম্মা আরদিনি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার ইলমের মাধ্যমে মঙ্গলময় বিষয়টি স্থির করতে চাচ্ছি। আপনার কুদরত ও ক্ষমতার সাহায্যে আমি সক্ষমতা অর্জন করতে চাই। আপনার কাছে আপনার মহা অনুগ্রহ কামনা করি। কারণ, আপনি সক্ষম, আমি অক্ষম। আপনি জানেন, আমি জানি না, আর আপনি অদৃশ্যের মহা জ্ঞানী। ওহে আল্লাহ, যদি আপনার জ্ঞান অনুসারে উদ্দিষ্ট বিষয়টি আমার দীন, দুনিয়া ও শেষ পরিণামের ক্ষেত্রে কল্যাণকর, তবে তা আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন, সহজ করে দিন এবং এতে বরকত দিন। আর যদি তা আমার দীন, দুনিয়া ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে আমার থেকে তা দূরে রাখুন এবং আমাকেও তা থেকে দূরে রাখুন। যেখানে কল্যাণ আছে তা আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন এবং এর মাধ্যমে আমাকে তুষ্ট করো।[৪৩৭]

উলামায়ে কেরাম বলেন, নামাজ ও উক্ত দুআর মাধ্যমে ইস্তেখারা করা মুস্তাহাব। দুই রাকাত নফল নামাজ। তবে নামাজের আগে-পরের সুন্নাত ও তাহিয়্যাতুল মসজিদ ইত্যাদি নামাজের মাধ্যমেও ইস্তেখারা করা যাবে। প্রথম রাকাতে সুরা ফাতেহার পর সুরা কাফিরুন পড়বে। দ্বিতীয় রাকাতে সুরা

৪৩৭. সহিহ বুখারি: ৬৩৮২, সুনানে আবু দাউদ: ১৫৩৮, সুনানে তিরমিজি: ৪৮০, সুনানে নাসাঈ ৬/৮০-৮১, আমাল: ৪৯৮, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ ৩/৩৪৪, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৩৮৩, আমাল: ৫৯৬, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ফাতেহার পর সুরা ইখলাস পড়বে। যদি নামাজ পড়তে না পারে তাহলে শুধু দুআ পড়ে ইস্তেখারা করবে।

উক্ত দুআর আগে ও পরে আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ পড়বে। সকল কাজেই ইস্তেখারা করা মুস্তাহাব। যেমনটি এ হাদিসে স্পষ্ট এসেছে। ইস্তেখারার পর মন যে কাজের প্রতি ঝুঁকবে সেটিই করবে।

(৩০৪) আবু বকর রাদি. এর সূত্রে দুর্বল সনদে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কাজ করতে ইচ্ছা করতেন, তখন বলতেন–

اَللّٰهُمَّ خِرْ لِيْ، وَاخْتَرْ لِيْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা খিরলি ওয়াখতারলি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি আমার এই কাজে কল্যাণ দান করুন এবং আমাকে উত্তম পন্থা অবলম্বনের তাওফিক দান করুন।[৪৩৮]

(৩০৫) হজরত আনাস রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

يَا أَنَسُ، إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فاسْتَخِرْ رَبَّكَ فِيْهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْظُرْ إِلَى الَّذِيْ سَبَقَ إِلَىٰ قَلْبِكَ، فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيْهِ.

অর্থ: হে আনাস! যখন কোন কাজের সঙ্কল্প করো, তখন আল্লাহর নিকট সাতবার কল্যাণ কামনা (ইস্তেখারা) করো। এরপর মন যে দিকে ঝুঁকবে, সেটাই করবে। এতেই কল্যাণ নিহিত।[৪৩৯]

বিপদাপদের সময়ের দুআ

(৩০৬) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপদাপদে এ দুআ পড়তেন–

৪৩৮. সুনানে তিরমিজি: ৩৫১৬।

৪৩৯. ইবনুস সুন্নি: ৫৯৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

উচ্চারণ: লাইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযিমুল হালিম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আযিম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরজি রাব্বুল আরশিল কারিম।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই, যিনি অতি মহান অত্যন্ত সহনশীল। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, যিনি আসমান-জমিনের পালনকর্তা এবং মহান আরশের অধিপতি। –অপর বর্ণনায় আছে– রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পেরেশান হতেন বা বিপদের সম্মুখীন হতেন, তখন উক্ত দুআ পড়তেন।[৪৪০]

(৩০৭) হজরত আনাস রাদি. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, কোন বিপদ আসলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুআ পড়তেন–

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اسْتَغِيْثُ.

উচ্চারণ: ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়্যুম, রি-রাহমাতিকা আস্তাগিস।

অর্থ: হে শাশ্বত চিরজীবি, আপনার কাছেই ফরিয়াদ করি।[৪৪১] –হাকেম বলেন, হাদিসের সনদ সহিহ।

(৩০৮) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিন্তিত হলে আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে এ দুআ পড়তেন–

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহিল আজিম।

অর্থ: মহান আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি। –খুব বেশি জোরালো দুআ করলে বলতেন–

---

৪৪০. সহিহ বুখারি: ৬৩৪৫, সহিহ মুসলিম: ২৭৩০, সুনানে তিরমিজি: ৩৪৩১, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৮৩, আমাল: ৬৫২, নাসাঈ।

৪৪১. সুনানে তিরমিজি: ৩৫২২, আমাল: ৩৩৮, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ.

উচ্চারণ: ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম।

অর্থ: হে চিরঞ্জীব, হে সকল কাজের নিয়ন্ত্রক! (আপনারই আশ্রয় চাই)।[৪৪২]

(৩০৯) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি বেশি এ দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

উচ্চারণ: রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনয়া হাসানাতান, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতান, ওয়া কিনা আজাবান্নার।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন। আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। –সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় এতটুকু বেশি আছে যে, আনাস রাদি. দুআ করতে চাইলে এ দুআটি করতেন। অন্য কোন দুআ করলেও এটি সঙ্গে করতেন।[৪৪৩]

(৩১০) হজরত আবদুল্লাহ বিন জাফর রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হজরত আলি রাদি. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এ দুআ শিখিয়েছেন এবং বিপদাপদের সময় ও মুসিবতের সময় তা পড়তে আদেশ করেছেন। দুআটি হল–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْكَرِيْمُ الْعَظِيْمُ، سُبْحَانَهُ، تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল কারিমুল আজিম, সুবহানাহু তাবারাকাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আজিম, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই, যিনি অতি সম্মানি ও মহান। তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ তাআলা বড় মহান পানকর্তা। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য। –আবদুল্লাহ বিন জাফর রাদি. জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে এটা

৪৪২. সুনানে তিরমিজি: ৩৪৩২, আমাল: ৩৩৭, ইবনুস সুন্নি।
৪৪৩. সহিহ বুখারি: ৬৩৮৯, সহিহ মুসলিম: ৩৬৯০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

পড়ে ফুঁ দিতেন। আর অনাত্মীয়ের কাছে বিবাহিত মেয়েদেরকে তা শিখিয়ে দিতেন।[৪৪৪]

(৩১১) হজরত আবু বাকরা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিপদের সময়ের দুআ হল–

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ، فَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা রাহমাতুকা আরজু, ফালা তাকিলনি ইলা নাফসি তারফাতা আইনিন। ওয়া আসলিহলি শা'নি কুল্লাহু, লা-ইলাহা ইল্লা আনতা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার রহমতের আশাবাদী। অতএব, ক্ষণিকের জন্যও আমার রক্ষণাবেক্ষণ আামার ওপর ছেড়ে দিয়েন না। আমার সকল সমস্যার সমাধান আপনি করে দিন। আপনি ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই।[৪৪৫]

(৩১২) হজরত আসমা বিনতে উমাইস রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ আমাকে বলেছেন, আমি কি তোমাকে এমন দুআ শিক্ষা দেব যেটি তুমি বিপদের সময় পড়বে? তুমি বিপদের সময় এ দুআ পড়বে–

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّيْ لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

উচ্চারণ: আল্লাহ আল্লাহ রাব্বি, লা উশরিকু বি রাব্বি শাইআ।

অর্থ: একমাত্র আল্লাহই আমার প্রভু, আমি তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করি না।[৪৪৬]

(৩১৩) হজরত আবু কাতাদা রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَخَوَاتِيْمَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ عِنْدَ الْكَرْبِ، أَغَاثَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

---

৪৪৪. আমাল: ৬৩০, নাসাঈ, আমাল: ৩৪৩, ইবনুস সুন্নি, মুসনাদে আহমাদ ১/৯৪, মাওয়ারিদ: ২৩৭১।

৪৪৫. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৯০, আমাল: ৬৫১, নাসাঈ, আলআদাবুল মুফরাদ: ৭০১, আমাল: ৩৪২, মুসনাদে আহমাদ ৫/৪২, মাওয়ারিদ: ২৩৭০।

৪৪৬. সুনানে আবু দাউদ: ১৫২৫, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৯৮২, আমাল: ৬৪৭, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ ৬/৩৬৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থঃ যে ব্যক্তি বিপদের সময় আয়াতুল কুরসি ও সুরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে বিপদে সাহায্য করবেন।[৪৪৭]

(৩১৪) হজরত সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি এমন দুআ জানি যদি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি সেটি পড়ে তার বিপদ দূর হয়ে যায়। দুআটি হল ইউনুস আলাইহিস সালাম অন্ধকারে (মাছের পেটে থেকে) যে দুআটি করেছিলেন–

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ.

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জালিমিন।

অর্থঃ আপনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আপনি পবিত্র। আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।[৪৪৮] –ইমাম তিরমিজি উক্ত হাদিসটি হজরত সাদ রাদি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

دَعْوَةُ ذِي النُّوْنِ - إِذْ دَعَا، وَهُوَ فِيْ بَطْنِ الْحُوْتِ -: لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ.

অর্থঃ ইউনুস আ. যখন মাছের পেটে ছিলেন, তখন তিনি এই দুআটি করেছিলেন। যে মুসলমান ব্যক্তি কোন বিষয়ে এ দুআ পড়বে, আল্লাহ তার দুআ অবশ্যই কবুল করবেন। দুআটি হল–

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ.

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জালিমিন।

অর্থঃ আপনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আপনি পবিত্র। আমি সীমালঙ্ঘন কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।[৪৪৯]

---

৪৪৭. ইবনুস সুন্নিঃ ৩৪৪। হাদিসটি দুর্বল।

৪৪৮. সুরা আম্বিয়াঃ ৮৭।

৪৪৯. আমালঃ ৩৪৩, ইবনুস সুন্নি, আমালঃ ৬৫৬, নাসাঈ, সুনানে তিরমিজিঃ ৩৫০০, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫০৫। হাদিসটি খুবই দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ভয় পেলে যে দুআ পড়বে

(৩১৫) হজরত সাওবান রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কিছু দেখে ভয় পেতেন, তখন এ দুআ পড়তেন–

هُوَ اللهُ، اَللهُ رَبِّيْ لَا شَرِيْكَ لَهُ.

উচ্চারণ: হুয়াল্লাহু, আল্লাহু রাব্বি লা-শারিকালাহ।

অর্থ: তিনিই আল্লাহ, তিনি আমার প্রভু, তাঁর কোন শরিক নেই।[৪৫০]

(৩১৬) হজরত আমর বিন শুআইব রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে ভয়ের সময় পড়তে এই কালিমাগুলো শিখিয়েছেন–

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ، اَلتَّامَّةِ، مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ.

উচ্চারণ: আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন গাজাবিহি ওয়া শাররি ইবাদিহ। ওয়া মিন হামাজাতিশ শাইয়াতিনি ওয়া আন ইয়াহদুরুন।

অর্থ: আমি আল্লাহর পূর্ণ-দৃঢ় উক্তিসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি তার ক্রোধ থেকে, তার সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে এবং শয়তানের কুস্পর্শ ও উপস্থিতি থেকে। –আবদুল্লাহ বিন আমর রাদি. তাঁর বুঝমান সন্তানদেরকে এ দুআ মুখস্ত করাতেন। আর অবুঝ বাচ্চাদের গলায় কাগজে লেখে ঝুলিয়ে দিতেন।[৪৫১]

দুঃশ্চিন্তা ও পেরেশান হলে যে দুআ পড়বে

(৩১৭) হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি দুঃশ্চিন্তা ও পেরেশানিতে পড়ে যায়, সে যেন এই দুআগুলো পড়ে। তখন উপস্থিত এক সাহাবি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, এই বাক্যগুলো পড়া থেকে যে উদাসীনতা প্রদর্শন করল সে বাস্তবেই ক্ষতিগ্রস্থ। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। অতএব, তোমার এই বাক্যগুলো পড় এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দাও। যে

৪৫০. আমাল: ৩৩৫, ইবনুস সুন্নি: আমাল: ৫৭, নাসাঈ।

৪৫১. সুনানে আবু দাউদ: ৩৮৯৩, সুনানে তিরমিজি: ৩৫১৯। হাদিসটি হাসান।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ব্যক্তি বিশ্বাসের সাথে এই বাক্যগুলো বলবে, আল্লাহ তাআলা তার সকল টেনশন দূর করে দিবেন এবং তাকে সুখী করবেন।

اَللّٰهُمَّ أَنَا عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، فِي قَبْضَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ نُوْرَ صَدْرِيْ، وَرَبِيْعَ قَلْبِيْ، وَجْلَاءَ حُزْنِيْ، وَذَهَابَ هَمِّيْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনা আবদুকা, ইবনু আবদিকা, ইবনু আমাতিকা, ফি কাবজাতিকা, নাসিয়াতি বিয়াদিকা, মাজিন ফিয়্যা হুকমুকা, আদলুন ফিয়্যা কাজাউকা। আসআলুকা বিকুল্লি ইসমিন হুয়া লাকা, সাম্মাইতা বিহি নাফসাকা, আও আনজালতাহু ফি কিতাবিকা, আও আল্লামতাহু আহাদান মিন খালকিকা, আও ইসতা'সারতা বিহি ফি ইলমিল গাইবি ইনদাকা আন তাজআলাল কুরআনা নুরা সাদরি, ওয়া রাবিআ কালবি, ওয়া যালাআ হুজনি, ওয়া জাহাবা হাম্মি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার গোলাম, আপনার গোলামের বেটা গোলাম, আপনার বান্দীর সন্তান গোলাম। আমি আপনার নিয়ন্ত্রণে, আমার নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতে। আমার মাঝে চলে আপনার বিধান, আমার বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত ইনসাফপূর্ণ। আপনার সেসব নামের উসিলায় প্রার্থনা করি, যে নামসমূহ আপনি নিজে নিজের জন্য রেখেছেন। অথবা নিজের কিতাবে নাজিল করেছেন, অথবা অন্য কোন সৃষ্টিকে শিখিয়েছেন। অথবা নিজের অদৃশ্যের ভাণ্ডারে তুলে রেখেছেন। কুরআন মাজিদকে আমার আত্মার আলো, হৃদয়ের বসন্ত, দুঃখ নিবরাক ও দুশ্চিন্তা বিদূরক বানিয়ে দিন।[৪৫২]

সর্বনাশায় নিপতিত হলে যে দুআ পড়বে

(৩১৮) হজরত আলি রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

৪৫২. ইবনুস সুন্নি: ৩৩৯। হাদিসটি হাসান।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

يَا عَلِيُّ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا وَقَعْتَ فِيْ وَرْطَةٍ قُلْتَهَا؟ قُلْتُ: بَلٰى، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ، قَالَ: إِذَا وَقَعْتَ فِيْ وَرْطَةٍ فَقُلْ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ. فَإِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَصْرِفُ بِهَا مَا شَاءَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ.

অর্থ: হে আলি, তোমাকে কি এমন কথা শিক্ষা দেব যা তুমি সর্বনাশায় নিপতিত হলে পড়বে? আমি বললাম, জি, অবশ্যই শিখিয়ে দিন। আল্লাহ আমাকে আপনার তরে উৎসর্গীত করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যখন সর্বনাশায় নিপতিত হবে, তখন এ দুআ পড়বে। এই দুআ পড়লে আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রকার বিপদাপদ দূর করে দিবেন। দুআটি হল–

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, ওয়া লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম।

অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি অত্যন্ত দয়াপরবশ, বড় করুণাময়। মহান মর্যাদাবান আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন ক্ষমতা ও শক্তি নেই।[৪৫৩]

কোন সমপ্রদায়কে ভয় পেলে যে দুআ পড়বে

(৩১৯) হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সমপ্রদায়কে ভয় পেলে এই দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম, ওয়া নাউজুবিকা মিন শুরুরিহিম।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি দুশমনের দুশমনির মোকাবেলায় আপনাকে স্থাপন করেছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি।[৪৫৪]

---

৪৫৩. ইবনুস সুন্নি: ৩৩৬। এটি বানোয়াট।

৪৫৪. সুনানে আবু দাউদ: ১৫৩৭, আমাল: ৬০১, নাসাঈ, আমাল: ৩৩৩, ইবনুস সুন্নি, সহিহ ইবনে হিব্বান: ২৩৪৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বাদশাহকে ভয় পেলে যে দুআ পড়বে

(৩২০) হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বাদশাহ বা অন্য কাউকে ভয় করলে এ দুআ পড়বে–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ.

উচ্চারণ: লাইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালিমুল কারিম, সুবহানাল্লাহি রাব্বাস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বাল আরদি ওয়া রাব্বাল আরশিল আজিম। লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আজ্জা যারুকা ওয়া জাল্লা সানাউকা।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই, যিনি অতি মহান অত্যন্ত সহনশীল। আসমান-জমিনের প্রতিপালক, মহান আরশের অধিপতির পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আপনার আশ্রয় গ্রহণকারীর জয় হোক এবং আপনার মহিমা সমুচ্চ হোক।[৪৫৫] –পূর্বে হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. থেকে বর্ণিত হাদিসও পড়া যেতে পারে।

শত্রুর দিকে তাকালে যে দুআ পড়বে

(৩২১) হজরত আনাস রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, এক যুদ্ধে আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। শত্রুদের মুখোমুখি হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দুআ পড়তে শুনেছি। এরপর আমি শত্রুদেরকে ধরাশায়ী হতে দেখেছি। তাদের সামনে-পেছনে ফেরেশতারা আঘাত করছিলেন। দুআটি হল–

يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّيْنِ إِيَّاكَ أَعْبُدُ وَإِيَّاكَ أَسْتَعِيْنُ.

উচ্চারণ: ইয়া মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, ইয়্যাকা আ'বুদু ওয়া ইয়্যাকা আসতায়িন।

---

৪৫৫. ইবনুস সুন্নি: ৩৪৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: হে বিচার দিবসের মালিক, আমি আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য চাই।[৪৫৬] –পূর্বের অধ্যায়ের হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. এর বর্ণিত দুআটিও পড়া যায়।

শয়তানকে সামনে দেখলে বা শয়তানকে ভয় পেলে যে দুআ পড়বে

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

অর্থ: যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে। তিনি সবকিছু শুনেন, জানেন।[৪৫৭] –আল্লাহ তাআলা আরো বলেন–

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا.

অর্থ: তুমি যখন কুরআন তিলাওয়াত করো, তখন তোমার ও যারা আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করে না তাদের মাঝে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা ঢেলে দিই।[৪৫৮] –তাই আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চেয়ে কুরআনে কারিমের যতটুকু অংশ পড়া যায়, ততটুকু পড়া।

(৩২২) হজরত আবু দারদা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

قَامَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْنَاهُ يَقُوْلُ: أَعُوْذُ بِاللهِ، مِنْكَ، ثُمَّ قَالَ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ، ثَلَاثًا، وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ. قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُوْلُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُوْلُهُ قَبْلَ ذَالِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ. قَالَ: إِنَّ عَدُوَّ اللهِ، إِبْلِيْسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ؛ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِيْ، فَقُلْتُ: أَعُوْذُ بِاللهِ، مِنْكَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

---

৪৫৬. ইবনুস সুন্নি: ৩৩৪।
৪৫৭. হা, মিম আসসাজদাহ: ৩৬।
৪৫৮. সুরা ইসরা: ৪৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ثُمَّ قُلْتُ :أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ، التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ، وَاللهِ، لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِيْنَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوْثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ.

অর্থ: তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার নামাজের জন্য দাঁড়ালেন। তখন তাকে তিনবার বলতে শুনলাম– أَعُوذُ بِاللهِ، مِنْكَ (আউজুবিল্লাহি মিনকা: আমি তুমি শয়তান থেকে আল্লাহর পানাহ চাই) এরপর তিনি তিনবার বললেন, أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ، (আলআনুকা বি-লানাতিল্লাহ: আমি তোমাকে (শয়তানকে) আল্লাহর নামে অভিশম্পাত করছি)। অতঃপর তিনি দুই হাত প্রসারিত করলেন, যেন তিনি কিছু ধরতে চাচ্ছেন। নামাজ থেকে ফারেগ হলে আমরা বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা আজ নামাজে আপনাকে এমন কিছু বলতে শুনেছি, যা ইতিপূর্বে শুনিনি। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শত্রু ইবলিশ সে উল্কাপিণ্ড নিয়ে আমার মুখে মারার জন্য এসেছিল। তখন আমি أَعُوْذُ بِاللهِ، مِنْكَ (আউজুবিল্লাহি মিনকা) তিনবার পড়লাম। এরপর أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ، (আলআনুকা বি-লানাতিল্লাহ) তিন বার পড়লাম, এরপর আমি তাকে ধরার মনস্থ করলাম। আল্লাহর কসম! যদি আমার ভাই সুলাইমানের দুআ না থাকত, তাহলে তাকে বেঁধে রাখতাম, আর মদিনার ছেলেরা তাকে নিয়ে খেলা করত।[৪৫৯]

(৩২৩) হজরত সুহাইল বিন আবু সালেহ রহ. বলেন–

أَرْسَلَنِيْ أَبِيْ إِلَى بَنِيْ حَارِثَةَ، قَالَ : وَمَعِيْ غُلَامٌ لَنَا - أَوْ صَاحِبٌ لَنَا - فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ حَائِطٍ بِاسْمِهِ، وَأَشْرَفَ الَّذِيْ مَعِيْ عَلَى الْحَائِطِ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي، فَقَالَ: لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَى هَذَا لَمْ أُرْسِلْكَ، وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَنَادِ بِالصَّلَاةِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ.

অর্থ: আমার পিতা আমাকে বনু হারেসায় পাঠালেন। আমার সঙ্গে গোলাম বা সঙ্গি ছিলো। তখন দেয়ালের ওপর থেকে তার নাম ধরে কে যেন ডাক দিল।

৪৫৯. সহিহ মুসলিম: ৫৪২, সুনানে নাসাঈ ৩/১৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমার সঙ্গিটি দেয়ালের ওপর গিয়ে দেখল, সেখানে কিছুই নেই। বাড়িতে এসে আমরা এ ঘটনাটি পিতাকে বললাম। তিনি বললেন, আমি যদি বুঝতে পারতাম, তুমি এরূপ ঘটনার সম্মুখীন হবে, তাহলে আমি তোমাকে পাঠাতাম না। কিন্তু তুমি যখন এরূপ আওয়াজ শুনবে তখন নামাজের আজান দিবে। আমি আবু হুরায়রা রাদি. এর কাছ থেকে শুনেছি। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন নামাজের আজান দেয়া হয়, তখন শয়তান পালায়ন করে।[৪৬০]

কোন বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তায় কাবু হয়ে গেলে যে দুআ পড়বে

(৩২৪) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ، مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ، وَفِيْ كُلٍّ خَيْرٌ، اَحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.

অর্থ: দুর্বল মুমিন থেকে (পরকালের ব্যাপারে) শক্তিশালী মুমিন শ্রেষ্ঠ ও আল্লাহর কাছে প্রিয়। প্রত্যেকের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। তোমার উপকারী বস্তু অর্জন করতে সামনে চলো। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। অক্ষমতা প্রকাশ করো না। কোন বিপদের সম্মুখীন হলে এ কথা বলো না– যদি আমি এরূপ করতাম, তাহলে এরূপ হতো। বরং বলো, আল্লাহ তাআলা সবকিছু চূড়ান্ত করে রেখেছেন। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। কারণ, 'যদি' শব্দটি শয়তানের প্রতারণার দরজা খুলে দেয়।[৪৬১]

(৩২৫) হজরত আউফ বিন মালেক রাদি. থেকে বর্ণিত–

---

৪৬০. সহিহ মুসলিম: ৩৮৯।

৪৬১. সহিহ মুসলিম: ২৬৬৪, আমাল: ৬২১, নাসাঈ. আমল: ৩৪৮, ইবনুস সুন্নি, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৭৯, মুসনাদে আহমাদ ২/৩৬৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ يَلُوْمُ عَلَى الْعَجْزِ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ، فَإِذَا غَلَبَكَ امْرُؤٌ فَقُلْ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

অর্থ: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ব্যক্তির মাঝে কোন ব্যাপারে সমাধান করে দিলেন। যার বিপক্ষে রায় হয়েছে তিনি ফিরে যাওয়ার সময় বললেন– حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ (হাসবিয়াল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল: আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট ও তিনি আমার উত্তম অভিভাবক) নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অপারগতাকে ভর্ৎসনা করেন। তবে তুমি বুদ্ধিমত্তার সাথে চলো। কোন ব্যাপারে পরাজিত হলে বলো– حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ (হাসবিয়াল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল: আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট ও তিনি আমার উত্তম অভিভাবক)।[৪৬২]

কোন বিষয় কঠিন হলে যে দুআ পড়বে

(৩২৬) হজরত আনাস রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন–

اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً، وأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লা সাহলা ইল্লা মা যাআলতাহু সাহলা, ওয়া আনতা তাজআলুল হাজানা ইযা শি'তা সাহলা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি সহজ না করলে কোন কিছুই সহজ নয়। আর আপনি চাইলে দুঃচিন্তার বিষয়ও সহজ করে দিতে পারেন।[৪৬৩]

জীবিকা নির্বাহ কঠিন হলে কী বলবে

(৩২৭) হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো যদি জীবিকা

---

৪৬২. সুনানে আবু দাউদ: ৩৬২৭, আমাল: ৬২৬, নাসাঈ, আমাল: ৩৪৯, ইবনুস সুন্নি।
৪৬৩.ইবনুস সুন্নি: ৩৫১, মাওয়ারিদ: ২৪২৭। হাদিসটি খুবই দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নির্বাহ কঠিন হয়ে যায়, তাহলে সে যেন ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দুআটি পড়ে বের হয়–

بِسْمِ اللهِ عَلٰى نَفْسِيْ وَمَالِيْ وَدِيْنِيْ، اَللّٰهُمَّ رَضِّنِيْ بِقَضَائِكَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا قُدِّرَ لِيْ حَتّٰى لَا أُحِبَّ تَعْجِيْلَ مَا أَخَّرْتَ وَلَا تَأْخِيْرَ مَا عَجَّلْتَ.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আলা নাফসি ওয়া মালি ওয়া দীনি, আল্লাহুম্মা রাদ্দিনি বি কাজায়িকা, ওয়া বারিক লি ফিমা কুদ্দিরা লি হাত্তা লা উহিব্বা তাজিলা মা আখখারতা ওয়া তাখিরা মা আজ্জালতা।

অর্থ: নিজের আত্মার ওপর, সম্পদের ওপর এবং ধর্মের ওপর আল্লাহর নাম নিলাম। হে আল্লাহ, আপনার ফয়সালার ওপর আমাকে তুষ্ট করুন এবং ভাগ্যে নির্ধারিত বস্তুতে বরকত দান করুন। যাতে বিলম্বিত বিষয়ে তাড়াহুড়া পছন্দ না করি এবং ত্বরান্বিত বিষয়ে বিলম্বিতকরণ পছন্দ না করি।[৪৬৪]

বিপদাপদ দূর করতে যে দুআ পড়বে

(৩২৮) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَا أَنْعَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى عَبْدٍ نِعْمَةً فِيْ أَهْلٍ وَمَالٍ وَوَلَدٍ فَقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَيَرَى فِيْهَا آفَةً دُوْنَ الْمَوْتِ.

অর্থ: আল্লাহ তাআলা বান্দার পরিবারে, মালে, সন্তানাদিতে যে বরকত দিবেন, এর প্রেক্ষিতে যদি বান্দা এই দুআ পড়ে, তাহলে এগুলোতে মৃত্যু ছাড়া আর কোন বিপদাপদ দেখতে পাবে না। দুআটি হল–

مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ.

উচ্চারণ: মা শা আল্লাহু লা-কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ: আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা করেন তা হয়, আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তি নেই।[৪৬৫]

---

৪৬৪. ইবনুস সুন্নি: ৩৫০।
৪৬৫. ইবনুস সুন্নি: ৩৫৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ছোট-বড় দুর্ঘটনায় যে দুআ পড়বে

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ.

অর্থ: সুসংবাদ দাও সবুরকারীদেরকে। তারা ঐ সব লোক, যারা বিপদে পতিত হলে বলে: নিশ্চয় আমরা আল্লাহর মালিকানাধীন এবং নিশ্চয় আমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। এ সমস্ত লোকদের প্রতিই রয়েছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অফুরন্ত অনুগ্রহ ও বিশেষ রহমত। আর এ সব লোকই হেদায়াত প্রাপ্ত।[৪৬৬]

(৩২৯) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لِيَسْتَرْجِعْ أَحَدُكُمْ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى فِيْ شِسْعِ نَعْلِهِ، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَصَائِبِ.

অর্থ: তোমরা সকল দুর্ঘটনায় ইন্নালিল্লাহ বলবে। এমনকি জুতার ফিতা ছিড়ে গেলেও। কেননা এটাও একটি মুসিবত ও দুর্ঘটনা।[৪৬৭]

ঋণের বোঝা বেড়ে গেলে যে দুআ পড়বে

(৩৩০) হজরত আলি রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত– এক চুক্তিকৃত গোলাম তার কাছে এসে বললো, আমি চুক্তির টাকা পরিশোধ করতে পারছি না। আমাকে সাহায্য করুন। তিনি বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়েছেন, সেগুলো আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব, পাহাড় পরিমাণ ঋণ হলেও তা আদায় হয়ে যাবে। তুমি এ দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাক ফিনি বি হালালিকা আন হারামিক, ওয়া আগনিনি বিফাদলিকা আন মান সিওয়াক।

---

৪৬৬. তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআন।

৪৬৭. আমাল: ৩৫২, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: হে আল্লাহ, হালাল বস্তু দ্বারা আমার প্রয়োজন পূরা করে দিন, হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। নিজ অনুগ্রহে আমাকে আপনি ছাড়া সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষি করে দিন। –তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[৪৬৮]

একাকীত্বের দরুন ভয় পেলে যে দুআ পড়বে

(৩৩১) হজরত ওয়ালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন– ইয়া রাসুলাল্লাহ, নিঃসঙ্গবোধ করি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তুমি বিছানায় শোবে তখন এই দুআটি পড়বে, তাহলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না বা তোমাকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করবে না। দুআটি হল–

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ، التَّامَّةِ، مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ.

উচ্চারণ: আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন গাজাবিহি ওয়া ইকাবিহি ওয়া মিন শাররি ইবাদিহ। ওয়া মিন হামাজাতিশ শাইয়াতিনি ওয়া আন ইয়াহদুরুন।

অর্থ: আমি আল্লাহর পূর্ণ-দৃঢ় উক্তিসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি তার ক্রোধ থেকে, তার সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে এবং শয়তানের কুস্পর্শ ও উপস্থিতি থেকে।[৪৬৯]

(৩৩২) হজরত বারা বিন আজেব রহ. এর সূত্রে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একাকীত্বের দরুন ভয় পাওয়ার অভিযোগ করলো। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এ দুআ বেশি বেশি পড়বে। ঐ ব্যক্তি বলেন, এই দুআ পড়ার ফলে আমার ভয় কেটে গেছে। দুআটি হল–

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ، جَلَلْتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ.

উচ্চারণ: সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস রাব্বিল মালায়িকাতি ওয়াররুহ, জাল্লালতাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি বিল ইজ্জাতি ওয়াল যাবারুত।

---

৪৬৮. সুনানে তিরমিজি: ৩৫৫৮, মুসনাদে আহমাদ ১/১৫৩, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫৩৮।
৪৬৯. সুনানে আবু দাউদ: ৩৮৯৩, সুনানে তিরমিজি: ৩৫১৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আমরা মহান মালিকের পবিত্রতা ও গুণকীর্তন করি, যিনি ফেরেশতা ও জিবরিলের পালনকর্তা। আপনি আসমান-জমিন মহিমান্বিত করেছেন সম্মান ও প্রতাপ দ্বারা।[৪৭০]

ওয়াসওয়াসা হলে যে দুআ পড়বে

আল্লাহ পাক বলেন–

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ إِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

অর্থ: শয়তান তোমাকে প্ররোচিত করলে, আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে পানাহ চাও। তিনি শুনেন, জানেন।[৪৭১] –আল্লাহ তাআলা এখানে আমাদেরকে যে দুআ শিখিয়েছেন যে দুআ পড়তে বলেছেন, সেটি বলাই সবচেয়ে উত্তম।

(৩৩৩) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُوْلَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ، وَلْيَنْتَهِ.

অর্থ: শয়তান তোমাদের কাছে এসে এই বলে ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে যে, অমুক বস্তুটি কে সৃষ্টি করেছে? অমুক বস্তুটি কে সৃষ্টি করেছে? এমনকি শেষে সে বলে, তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে? এ পর্যায়ে পৌঁছলে তোমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাও এবং এ কল্পনা থেকে বিরত থাকো। –অন্য বর্ণনায় আছে–

لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يُقَالَ: هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا، فَلْيَقُلْ :آمَنْتُ بِاللّٰهِ، وَرُسُلِهٖ

অর্থ: মানুষ পরস্পর জিজ্ঞাসা করতে করতে শেষে বলে– এগুলো তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? এমনটি কেউ

৪৭০. ইবনুস সুন্নি: ৬৩৯।
৪৭১. সুরা ফুসসিলাত: ৩৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অনুভব করলে সে যেন বলে, اَمَنْتُ بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ (আমানতু বিল্লাহ ওয়া রাসুলিহ: আমি আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছি)।[৪৭২]

(৩৩৪) হজরত আয়েশা রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ وَجَدَ مِنْ هَذَا الْوَسْوَاسِ شَيْئًا فَلْيَقُلْ: آمَنَّا بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ ثَلاثاً. فَإِنَّ ذٰلِكَ يَذْهَبُ عَنْهُ.

অর্থ: যে ব্যক্তির এই ধরনের ওয়াসওয়াসা হবে, সে যেন তিনবার آمَنَّا بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ (আমান্না বিল্লাহি ওয়া রাসুলিহ: আমরা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছি) বলে। তাহলে তার এই ওয়াসওয়াসা দূর হয়ে যাবে।[৪৭৩]

(৩৩৫) হজরত উসমান বিন আবুল আস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

قُلْتُ :يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ صَلَاتِيْ وَقِرَاءَتِيْ، يَلْبِسُهَا عَلَيَّ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ : خِنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ، مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلٰى يَسَارِكَ ثَلَاثًا. فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّيْ.

অর্থ: আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! নামাজে কুরআন তিলাওয়াতের সময় শয়তান এসে সমস্যা সৃষ্টি করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি খিনজাব নামক শয়তান। এমন অনুভব করলে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে (আউজুবিল্লাহ পড়বে) এবং বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলবে। এর পর আমি এরূপ করেছি। তখন আল্লাহ তাআলা আমার থেকে তা দূর করে দিয়েছেন।[৪৭৪]

---

৪৭২. সহিহ বুখারি: ৩২৭৬, সহিহ মুসলিম: ১৩৫, সুনানে আবু দাউদ: ৪৭২১, আমাল: ৬৬২-৬৬৩, নাসাঈ, আমাল: ৬২৫, ইবনুস সুন্নি।

৪৭৩. আমাল: ৬২৪, ইবনুস সুন্নি।

৪৭৪. সহিহ মুসলিম: ২২০৩, মুসনাদে আহমাদ ৪/২১৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৩৩৬) হজরত আবু জুমাইল রহ. থেকে নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَيْءٌ أَجِدُهُ فِي صَدْرِيْ؟ قَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: وَاللهِ، مَا أَتَكَلَّمُ بِهِ. قَالَ: فَقَالَ لِي: أَشَيْءٌ مِنْ شَكٍّ؟ قَالَ :وَضَحِكَ. قَالَ: مَا نَجَا مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ. قَالَ: حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: { فَإِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ .{ الْآيَةَ. قَالَ: فَقَالَ لِيْ: إِذَا وَجَدْتَ فِيْ نَفْسِكَ شَيْئًا فَقُلْ: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ .

অর্থ: আমি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি মনের ভিতর এসব কী অনুভব করি? ইবনে আব্বাস বললেন, কী অনুভব করো? আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তা বলতে পারবো না। তিনি হেসে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মনে কি কোন সন্দেহ জাগে? এরপর বললেন, সবার মনেই এরূপ সন্দেহ জেগে থাকে। তাই তো আল্লাহ তাআলা বলেন– "সুতরাং তুমি যদি সে বিষয়ে কোন সন্দেহের সম্মুকীন হও, যা তোমার প্রতি নাজিল করেছি, তবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, যারা তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে।" এরপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি যখন মনে এরূপ কিছু অনুভব করবে, তখন বলবে–

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ .

উচ্চারণ: হুয়াল আউয়ালু ওয়াল আখিরু ওয়াজ্জাহিরু ওয়াল বাতিনু, ওয়া হুয়া বিকুল্লি শাইয়ন আলিম।

অর্থ: তিনি আদি, তিনি অনন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনি অপ্রকাশ্য। তিনি সবকিছু জানেন।[৪৭৫]

ইমাম আবুল কাসেম কুশাইরি রাহিমাহুল্লাহুর "রিসালা"য় আছে– আহমাদ বিন আতা রুজবারি রহ. বলেন, আমি পবিত্রতার বিষয়ে খুব ওয়াসওয়াসা করতাম। একরাতে আমি খুবই ভেঙ্গে পড়লাম। কারণ, অনেক পানি

৪৭৫. সুনানে আবু দাউদ: ৫১১০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ঢালছিলাম, কিন্তু আমার মন প্রশান্ত হচ্ছিলো না। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। তখন শুনতে পেলাম, অদৃশ্য থেকে কে যেন বলছে, ইলমের ব্যাপারে ক্ষমা। এরপর আমার থেকে সে ওয়াসাওয়াসা দূর হয়ে যায়।

কোন কোন উলামায়ে কেরাম বলেন, যার অজু বা নামাজে বা এজাতীয় কোন আমলে ওয়াসওয়াসা হয় সে যেন "লা-ইলাহা ইল্লাহ" পড়ে। কারণ, শয়তান জিকির শুনলে দূরে সরে যায়। আর লা-ইলাহা ইল্লাহ হল সবচেয়ে সেরা জিকির। এ কারণেই সুফিয়ানে কেরাম মুরিদদের এই জিকির দিয়ে থাকেন এবং সর্বদা তা পড়তে আদেশ দিয়ে থাকেন। তারা বলেন, এটিই ওয়াসওয়াস দূর করার সবচেয়ে কার্যকরী জিকির।

আহমাদ বিন আবুল হাওয়ারি রহ. বলেন, আমি আবু সুলাইমান দারানি রহ. এর কাছে ওয়াসওয়াসার ব্যাপারে অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন, তুমি এটি দূর করতে চাইলে যখনই ওয়াসওসা হবে তখন আনন্দিত হয়ে যাবে, কারণ, তুমি আনন্দিত হলে তা দূর হয়ে যাবে। কারণ, মুমিনের আনন্দ শয়তানকে ক্ষেপিয়ে দেয়। আর যদি তুমি দুশ্চিন্তা কর তাহলে তা আরো বেড়ে যাবে।

এ কারণেই কোন কোন উলামায়ে কেরাম বলেন, ওয়াসওসা রোগে সেই ব্যক্তি আক্রান্ত হয় যার ঈমান পরিপূর্ণ। কারণ, চোর বিরান ঘরে চুরি করতে যায় না।

বেহুঁশ ও সাপে কাটা ব্যক্তির শরীরে যা পড়ে ফুঁ দেয়া হবে

(৩৩৭) হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত–

اِنْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوْهَا، حَتَّى نَزَلُوْا عَلٰى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوْهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا ؛ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ .فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللهِ، إِنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنْ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

وَاللهِ، لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا. فَصَالَحُوهُمْ عَلَىٰ قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِيْ وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ. قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِيْ صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوْا. فَقَالَ الَّذِيْ رَقَى: لَا تَفْعَلُوْا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِيْ كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا. فَقَدِمُوْا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوْا لَهُ فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيْكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟. ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمُ، اقْسِمُوْا وَاضْرِبُوا لِيْ مَعَكُمْ سَهْمًا. وَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

অর্থ: একদল সাহাবি কোন এক সফরে ছিলেন। তাঁরা আরবের কোন এক এলাকায় যাত্রা বিরতি দিলেন। তারা সে এলাকার লোকদের কাছে মেহমানদারীর আবেদন করলেন। কিন্তু এলাকার লোকেরা তাদের মেহমানদারী করার জন্য সম্মত হল না। এরপর ঐ এলাকার নেতাকে হঠাৎ বিচ্ছু দংশন করলো। সর্বপ্রকার চেষ্টা করেও কোন উপকার হল না। তাদের কেউ বলল, আমরা যদি ঐ লোকদের কাছে যেতাম, যারা আমাদের এলাকায় যাত্রাবিরতি দিয়েছে হয়ত তাদের কাছে এর কোন চিকিৎসা আছে। এরপর তারা এসে বলল, হে যাত্রীদল, আমাদের নেতাকে বিচ্ছু দংশন করেছে। আমরা সকল চেষ্টা করেও কোন উপকার পাইনি। তোমাদের কাছে এর কোন প্রতিকার আছে কি? তাদের একজন বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। আমি তাকে চিকিৎসা করব। তবে আমরা তোমাদের কাছে আতিথিয়তা চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা তা করনি। তাই আমরা পারিশ্রমিক ছাড়া এর চিকিৎসা (ঝাড়ফুঁক) করব না। তখন তারা এক পাল বকরী দিয়ে এই বিষয়ে সমঝোতায় আসল।

অতঃপর সাহাবি গেলেন। সুরা ফাতিহা পড়ে তার ওপর থুথু ফেললেন। ফলে তার হুঁশ ফিরে এল। সে সুস্থ হয়ে হাঁটা-চলা করতে লাগল। তার কোন সমস্যা রইল না। তখন তারা তাদের সন্ধি-চুক্তি পূর্ণ করলো। সে সাহাবিকে এক পাল ছাগল দিল। অন্য একজন সাহাবি বললেন, আপনি এই ছাগলগুলো আমাদের মাঝে বণ্টন করুন। কিন্তু যিনি চিকিৎসা (ঝাড়ফুঁক)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

করলেন তিনি বললেন, না, তোমরা একাজ কর না। আগে আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাই। তাঁর কাছে সম্পূর্ণ ঘটনা বলি। দেখি তিনি কি আদেশ দেন। তাঁরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলেন। তাঁর কাছে সম্পূর্ণ ঘটনা বললেন। ঘটনা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কিভাবে জানলে যে এর দ্বারা চিকিৎসা (ঝাড়ফুঁক) করা যায়। তোমরা যা পেয়েছো, তা সঠিকভাবে পেয়েছো। এগুলো বণ্টন কর। তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটি অংশ রেখো, একথা বলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ফেললেন।[৪৭৬]

(৩৩৮) হজরত আবদুর রহমান বিন আবু লাইলা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন–

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنْ أَخِيْ وَجَعَ، فَقَالَ: وَمَا وَجَعُ أَخِيْكَ؟ قَالَ: بِهِ لِمَ، قَالَ: فَابْعَثْ بِهِ إِلَيَّ، فَجَاءَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَأَرْبَعُ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، وَآيَتَيْنِ مِنْ وَسْطِهَا: (وَإِلَهُكُمْ إِلهٌ وَاحِدٌ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ.إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ...) حَتّٰى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ [البقرة: ١٦٣، ١٦٤] وآية الْكُرْسِيْ، وَثَلَاثُ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، وَآيَةٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ، وَ (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ ...) إِلٰى آخِرِ الْآيَةِ [آلِ عِمْرَانَ: ١٨ [، وآية من سورة [الأعراف: ٥٤] (إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ...)، وَآيَةٍ مِنْ سُوْرَةِ [الْمُؤْمِنِيْنَ: ١١٦] (فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ)، وآية من سورة [الجنّ: ٣] (وأَنَّهُ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا) وَعَشَرَ آيَاتٍ مِنْ سُوْرَةِ الصَّافَّاتِ مِنْ أَوَّلِهَا، وَثَلَاثاً مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ، وَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدَ) وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ.

৪৭৬. সহিহ বুখারি: ৫৭৪৯, সহিহ মুসলিম: ২২০১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: এক ব্যক্তি রাসুলের কাছে এসে বললেন, আমার ভাই অসুস্থ। নবিজি বললেন, কী হয়েছে? লোকটি বলল, তার মাতলামী রয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে আমার কাছে ডেকে পাঠাও। সে মাতাল ব্যক্তি আসলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বসলো। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো তার ওপর পড়লেন– সুরা ফাতেহা, সুরা বাকারার প্রথম চার আয়াত এবং মাঝখান থেকে এ দুই আয়াত–

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيْفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ.

অর্থ: তোমাদের উপাস্য একক উপাস্য। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি পরম করুণাময় বড় দয়ালু। নিশ্চয়: আসমান এবং জমিন সৃষ্টিকরণে, রাত-দিনের: বিবর্তনে এবং নদিতে মানুষের জন্য কল্যাণকর বস্তু নিয়ে চলাচলরত নৌকাসমূহে। আকাশ থেকে আল্লাহ তাআলার পানি বর্ষণে। এর মাধ্যমে তিনি জমিকে অনুর্বর হওয়ার পর সজীব করে তুলেন। জমিনে সবরকম জীব-জন্তু ছড়িয়ে দেয়াতে। আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবং আসমান ও জমিনের মধ্যখানে অনুগামী (নির্দেশাধীন) মেঘমালায় অবশ্যই বুদ্ধিমান সমপ্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন! (অর্থাৎ তারা চিন্তা করলে জানতে সক্ষম হবে যে, যে সত্তা এসব কাজ সম্পাদন করেন, তিনিই হলেন সত্য মাবুদ)][৪৭৭]

আয়াতুল কুরসি, সুরা বাকারার শেষ তিন আয়াত, সুরা আলে ইমরানের প্রথম আয়াত এবং এ আয়াতটি–

৪৭৭. তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

[আল্লাহ তাআলা (সমস্ত আসমানি কিতাবে) এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন (শক্তিশালী দলিল দ্বারা এই বিষয় বয়ান করেছেন) যে, তাকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আর ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণ (ও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে,) তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।][৪৭৮]

সুরা আরাফের এ আয়াতটি–

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ.

[নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি আসমান-জমিনকে ছয় দিনে (ছয় বিরতিতে) সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে ইস্তিওয়া গ্রহণ করেছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের ওপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিরি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র, এগুলো তার আদেশের অনুগত। শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ তাআলা বরকতময়, তিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।]

সুরা মুমিনুনের আয়াত–

فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

[অতএব, শীর্ষ মহিমাময় আল্লাহ তাআলা, তিনি সত্যিকার মালিক। তিনি ছাড়া কোন সত্যিকার মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক।][৪৭৯]

সুরা জিনের এ আয়াত–

وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.

৪৭৮. তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআন।

৪৭৯. সুরা মুমিনুন: ১১৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

[আরো বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার ঊর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেননি এবং তার কোন সন্তানও নেই।][৪৮০]

সুরা সাফফাতের প্রথম দশ আয়াত, সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত, সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক এবং সুরা নাস পড়ে দম করলেন।[৪৮১]

(৩৩৯) হজরত খারেজা বিন সালত রহ. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর চাচা বলেন–

أَتَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمْتُ، ثُمَّ رَجَعْتَ فَمَرَرْتُ عَلَىٰ قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُوْنٌ مُوْثَقٌ بِالْحَدِيْدِ، فَقَالَ أَهْلُهُ: إِنَّا حُدِّثْنَا أَنَّ صَاحِبَكَ هَذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ، فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُدَاوِيْهِ؟ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرَأَ، فَأَعْطَوْنِيْ مِائَةَ شَاةٍ، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: هَلْ إِلَّا هَذَا؟. وَفِيْ رِوَايَةٍ: هَلْ قُلْتَ غَيْرَ هَذَا؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ :خُذْهَا؛ فَلَعَمْرِيْ لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ.

অর্থ: আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে মুসলমান হলাম। এরপর বাড়ির দিকে ফিরছিলাম। চলার পথে এক গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। তাদের এক ব্যক্তি পাগল ছিল, যাকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। ঐ পাগল লোকটির পরিবারের লোকেরা আমাকে বলল, আমারা শুনেছি, আপনার সঙ্গি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালো ও কল্যাণ নিয়ে আগমন করেছেন। আপনার কাছে কি এমন কিছু আছে যা দিয়ে আমাদের এ পাগল লোকটির চিকিৎসা করতে পারবেন? আপনার সঙ্গীরা জানিয়েছে যে, আপনি তার জন্য মঙ্গলজনক কিছু করতে পারবেন। আপনার কাছে কি তার চিকিৎসার মত কিছু আছে? তখন আমি সুরা ফাতিহা পড়ে তাকে ফুঁ দিলাম। ফলে সে সুস্থ হয়ে গেল। তখন তারা আমাকে একশ ছাগল দিল। আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে সব ঘটনা বললাম। তিনি বললেন, তুমি কি শুধু সুরা ফাতিহাই পড়েছ? অপর বর্ণনায় আছে, তুমি কি সুরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য কিছু পড়েছ? আমি বললাম, না। নবিজি বললেন, তুমি সেগুলো গ্রহণ

৪৮০. সুরা জিন: ৩।

৪৮১. ইবনুস সুন্নি: ৬৩২। হাদিসটি দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কর। আমার জীবনের কসম, অনেকেই বাতিল বস্তু দ্বারা ঝাড়ফুঁক করে জীবিকা উপার্জন করে, আর তুমি তো সত্য বস্তু দিয়ে ঝাড়ফুঁক করে উপার্জন করেছ।[৪৮২]

(৩৪০) অন্য বর্ণনায় আছে–

أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالُوْا: إِنَّا أُنْبِئْنَا أَنَّكُمْ قَدْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقْيَةٍ ؟ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوْهًا فِي الْقُيُوْدِ. قَالَ: فَقُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: فَجَاءُوْا بِمَعْتُوْهٍ فِي الْقُيُوْدِ. قَالَ : فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً، كُلَّمَا خَتَمْتُهَا أَجْمَعُ بُزَاقِيْ ثُمَّ أَتْفُلُ، فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ . قَالَ: فَأَعْطَوْنِي جُعْلًا، فَقُلْتُ: لَا، حَتَّى أَسْأَلَ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: كُلْ، فَلَعَمْرِيْ مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ.

অর্থ: খারিজা বিন সালত তিনি তার চাচা থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমরা নবিজির কাছ থেকে যাচ্ছিলাম। আমরা আরবের একটি এলাকায় আসলাম। তারা আমাদেরকে জিজ্ঞাস করলো, আপনাদের কাছে কি কোন ওষুধ আছে? আমাদের একজন পাগল অবস্থায় বন্দি আছে। তারা ঐ পাগল ব্যক্তিটিকে শিকলসহ নিয়ে এলো। আমি তিনদিন সকাল-সন্ধ্যা সুরা ফাতেহা পড়ে থুথু দিলাম। ফলে সে সুস্থ হয়ে ওঠলো। তারা আমাকে এজন্য বিনিময় হিসাবে কিছু দিল, আমি বললাম না, আমি এর বিনিময় নেবো না। অতঃপর তারা বলল, আপনি নবিজির কাছে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করুন। আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তুমি তা খেতে পার। অনেকেই বাতিল বস্তু দ্বারা ঝাড়ফুঁক করে জীবিকা উপার্জন করে, আর তুমি তো সত্য বস্তু দিয়ে ঝাড়ফুঁক করে উপার্জন করেছ।[৪৮৩]

(৩৪১) হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত–

---

৪৮২. সুনানে আবু দাউদ: ৩৮৯৬। হাদিসটি সহিহ।

৪৮৩. সুনানে আবু দাউদ: ৩৮৯৭, ইবনুস সুন্নি: ৬৩৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَنَّهُ قَرَأَ فِيْ أُذُنِ مُبْتَلىٰ فَأَفَاقَ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا قَرَأْتَ فِيْ أُذُنَيْهِ؟ قَالَ: قَرَأْتُ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً حَتَّىٰ فَرِغَ مِنْ آخِرِ السُّوْرَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً مُوْقِناً قَرَأَ بِهَا عَلىٰ جَبَلٍ لَزَالَ.

অর্থ: তিনি একবার একজন বেঁহুশ রোগীর কানে কিছু পড়ে ফুঁক দিলেন, সে হুশ ফিরে পেল। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি পড়ে তার কানে ফুঁ দিয়েছিলে? তিনি বললেন, এই আয়াতগুলো পড়ে ফুঁ দিয়েছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি কোন ব্যক্তি একীনের সাথে পাহাড়ের ওপর এ আয়াতগুলো পড়ে, তাহলে পাহাড় টলে যাবে। আয়াতগুলো–

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ۞ فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۞ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ، إِلٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ ۞ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ.

অর্থ: তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে না? অতএব, শীর্ষ মহিমাময় আল্লাহ তাআলা, তিনি সত্যিকার মালিক। তিনি ছাড়া কোন সত্যিকার মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার কোন সনদ নেই। তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে আছে। নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না। বলুন: হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা করুন ও রহম করুন। রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ট রহমকারী।[৪৮৪]

৪৮৪. ইবনুস সুন্নি: ৬৩১। হাদিসটি দুর্বল। সুরা মুমিনুন: ১৫-১৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বাচ্চা ও অন্যদের সুরক্ষা করা

(৩৪২) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইনকে এ দুআ পড়ে সুরক্ষা করতেন। আরো বলতেন, তোমাদের পিতা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ইসমাঈল ও ইসহাক আলাইহিমাস সালামদ্বয়কে উক্ত দুআ পড়ে সুরক্ষা করতেন। দুআটি হল–

أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ، التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.

উচ্চারণ: উয়িজুকুমা বি-কালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন কুল্লি শাইতানিন ওয়া হাম্মাতিন, ওয়া মিন কুল্লি আইনিন লাম্মাহ।

অর্থ: আমি তোমাদের দুজনের জন্য আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালেমাসমূহের মাধ্যমে প্রত্যেক শয়তান ও বিষাক্ত প্রাণী হতে এবং সকল প্রকার বদনজর হতে মুক্তি চাচ্ছি।[৪৮৫]

ফোঁড়া, ফুসকুড়ি ইত্যাদি উঠলে যে দুআ পড়বে

(৩৪৩) কোন একজন উম্মুল মুমিনের সূত্রে বর্ণিত– রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গৃহে আসলেন, তখন আমার আঙ্গুলে ফুসকুড়ি উঠেছিল। নবিজি বললেন, তোমার কাছে কি জারিরা নামক ওষুধটি আছে? তিনি সে ওষুধ ফুসকুড়ির ওপর রেখে বললেন, তুমি এ দুআ পড়। ফলে আমার ফুসকুড়ি মিলিয়ে যায়। দুআটি হল–

اَللّٰهُمَّ مُصَغِّرَ الْكَبِيْرِ وَمُكَبِّرَ الصَّغِيْرِ صَغِّرْ مَا بِيْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা মুসাগ্গিরাল কাবিরি ওয়া মুকাব্বিরাস সাগিরি, সাগ্গির মা বি।

অর্থ: হে আল্লাহ তুমি বড়কে ছোট কর এবং ছোটকে বড় কর। আমার এটিকে ছোট করে দাও।[৪৮৬]

---

৪৮৫. সহিহ বুখারি: ১৮১৪, সহিহ মুসলিম: ১২০১।

৪৮৬. আমাল: ৬৩৫, ইবনুস সুন্নি, আমাল: ১০৩১, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৭০, মুসতাদরাকে হাকেম ৪/২০৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com



অধ্যায়- ৭

অসুস্থতা, মৃত্যু ও এজাতীয় অবস্থার জিকির-আজকার

মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করা

(৩৪৪) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ. يَعْنِي الْمَوْتَ.

অর্থঃ তোমরা সকল স্বাদ বিনাশকারী বস্তু তথা মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর।[৪৮৭]

অসুস্থ ব্যক্তি সম্পর্কে তার পরিবারবর্গের কাছে জিজ্ঞাসা করা ও তাদের উত্তর প্রসঙ্গে

(৩৪৫) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত আছে–

৪৮৭. তিরমিজিঃ ২৩০৮, সুনানে নাসাঈঃ ৪/৪, সুনানে ইবনে মাজাহঃ ৪২৫৮, মুসনাদে আহমাদ ২/২৯৩, সহিহ ইবনে হিব্বানঃ ২৫৫৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ وَجَعِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا حَسَنٍ، كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ، بَارِئًا .

অর্থ: যে অসুস্থতায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু হয়েছিল, সে সময় আলি রাদি. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বাইরে বের হলে সাহাবিগণ আলি রাদি. এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবুল হাসান! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি অবস্থায় সকাল করেছেন? আলি রাদি. বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, তিনি সুস্থ অবস্থায় সকাল করেছেন।[৪৮৮]

অসুস্থ ব্যক্তি যা পড়বে, তার ওপর যা পড়া হবে এবং তার কাছে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা

(৩৪৬) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا، فَقَرَأَ فِيهِمَا: { قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ }، وَ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ }، وَ { قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ }، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا اشْتَكَى، كَانَ يَأْمُرُنِيْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমানোর জন্য বিছানায় যেতেন, উভয় হাতের তালু মিলিয়ে তাতে তিন কুল পড়ে ফুঁ দিতেন। এরপর শরীরের যতটুকু অংশ সম্ভব মুছতেন। মাথা, চেহারা ও শরীরের সামনের অংশ থেকে শুরু করতেন। এভাবে তিনবার করতেন। আয়েশা রাদি. বলেন, যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন আমাকে এমন করার জন্য আদেশ করলেন।[৪৮৯] –অন্য বর্ণনায় আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় তিন কুল পড়ে নিজের শরীরে ফুঁ দিতেন। আয়েশা রাদি.

---

৪৮৮. সহিহ বুখারি: ৬২৬৬, মুসনাদে আহমাদ ১/২৬৩।

৪৮৯. সহিহ বুখারি: ৫০১৭, সহিহ বুখারি মুসলিম: ২১৯২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বলেন, যখন তিনি ভারী হয়ে গেলেন, নড়তে পারছিলেন না, তখন আমি এগুলো পড়ে তাঁর শরীরে ফুঁ দিতাম এবং বরকতের জন্য তাঁর হাত দিয়েই মুছে দিতাম।

(৩৪৭) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ، أَوْ جُرْحٌ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا - وَوَضَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الرَّاوِيْ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعَهَا وَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ، ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا؛ يُشْفَى بِهِ سَقِيْمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا. وَفِيْ رِوَايَةٍ: تُرْبَةُ أَرْضِنَا، وَرِيْقَةُ بَعْضِنَا.

অর্থ: কেউ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন বিষয়ে অভিযোগ করলে বা কোন আঘাত বা ব্যথার বিষয়ে জানালে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আঙুল দিয়ে জামিনের দিকে ইঙ্গিত করতেন এবং বলতেন–

بِاسْمِ اللهِ، ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا ؛ يُشْفَى بِهِ سَقِيْمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি তুরবাতু আরদিনা বি-রিকাতি বা'দিনা ইয়ুশফা বিহি সাকিমুনা বি-ইজনি রাব্বি না।

অর্থ: আল্লাহর নামে ঝাড়ছি! এই আমাদের মাটি, সাথে একজনের থুথু। এতেই রোগী হবে সুস্থ, আল্লাহর ইচ্ছায় পাবে শিফা।[৪৯০]

(৩৪৮) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন স্ত্রীর জন্য দুআ করলেন, ডান হাতে তাকে স্পর্শ করে বললেন–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

৪৯০. সহিহ বুখারি: ৫৭৪৫, সহিহ মুসলিম: ২১৯৪, সুনানে আবু দাউদ: ৩৭৯৫, মুসনাদে আহমাদ ৬/২৯৩, আমাল: ১০২৩, নাসাঈ, আমাল: ৫৭৬, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা রাব্বান্নাসি, আজহিবিল বা'সি, ইশফি আনতাশ শাফি লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা। শিফাআল্লা ইয়ুগাদিরু সাকামা।

অর্থ: হে আল্লাহ, ওহে মানবকুলের মালিক! রোগ-যন্ত্রণা বিলোপ করুন। সুস্থতা দান করুন, আপনিই সুস্থ করার মালিক। আপনি ছাড়া আর কেউ সুস্থ করতে পারে না। এমন সুস্থতা দান কর, যাতে সামন্য রোগ বাকি না থাকে। – আরেক বর্ণনায় আছে–

اِمْسَحِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণ: ইমসাহিল বা'সা, রাব্বান্নাসি, বিয়াদিকাশ শিফাউ, লা কাশিফা লাহু ইল্লা আনতা।

অর্থ: রোগ দূর করুন হে মানবকুলের মালিক। আপনার হাতেই শিফা। এটা আপনি ব্যতীত আর কেউ দূর করতে পারবে না।[৪৯১]

(৩৪৯) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি সাবেত রাহিমাহুল্লাহুকে বললেন, আমি কি তোমাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝাড়ফুঁক শিক্ষা দেব? সাবেত রহ. বললেন, জি, অবশ্যই শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ الْبَأْسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা রাব্বান্নাসি, মুজহিবাল বা'সি, ইশফি আনতাশ শাফি লা শাফিয়া ইল্লা আনতা। শিফাআল্লা ইয়ুগাদিরু সাকামা।

অর্থ: হে আল্লাহ, ওহে মানবকুলের মালিক! রোগ-যন্ত্রণা বিলোপ করুন। সুস্থতা দান করুন, আপনিই সুস্থ করার মালিক। আপনি ছাড়া আর কেউ সুস্থ করতে পারে না। এমন সুস্থতা দান কর, যাতে সামন্য রোগ বাকি না থাকে।[৪৯২]

(৩৫০) হজরত উসমান বিন আবুল আস রাদি. থেকে বর্ণিত–

---

৪৯১. সহিহ বুখারি: ৫৭৪৩, সহিহ মুসলিম: ২১৯১।

৪৯২. সহিহ বুখারি: ৫৮৪২, সুনানে আবু দাউদ: ৩৮৯০, সুনানে তিরমিজি: ৯৭৩, মুসনাদে আহমাদ ৩/১৫১, আমাল: ১০২২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَنَّهُ شَكَا إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِيْ جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِيْ تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ، . ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوْذُ بِاللهِ، وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ.

অর্থ: তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শরীর ব্যথার অভিযোগ করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি ব্যথার স্থানে তোমার হাত রেখে তিনবার 'বিসমিল্লাহ' বল। এরপর এদুআটি সাতবার পড়–

أَعُوْذُ بِاللهِ، وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ.

উচ্চারণ: আউযু বি-ইজ্জাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহি মিন শাররি মা আযিদু ওয়া উহাযিরু।

অর্থ: আমি যে ব্যথা-বেদনা ও ভয়-যন্ত্রণায় আছি তা থেকে আল্লাহ ও তার কুদরতের আশ্রয় গ্রহণ করি।[৪৯৩]

(৩৫১) হজরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদি. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এসে এই দুআ পড়লেন–

اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাশ ফি সাদা, আল্লাহুম্মাশ ফি সাদা, আল্লাহুম্মাশ ফি সাদা।

অর্থ: হে আল্লাহ তুমি সাদকে সুস্থ করে দাও, হে আল্লাহ তুমি সাদকে সুস্থ করে দাও, হে আল্লাহ তুমি সাদকে সুস্থ করে দাও।[৪৯৪]

(৩৫২) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি মুমূর্ষু নয় এমন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেল এবং তার কাছে সাতবার এই দুআটি পড়ল, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে সে অসুস্থতা থেকে সুস্থ করে দেবেন। দুআটি হল–

---

৪৯৩ . সহিহ মুসলিম: ২২০২, সুনানে আবু দাউদ: ৩৮৯১, সুনানে তিরমিজি: ২০১৮, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৫২৩, মুসনাদে আহমাদ ৪/২১৭, আমাল: ৯০৯, নাসাঈ।

৪৯৪. সহিহ বুখারি: ৫৬৫৯, সহিহ মুসলিম: ১৬২৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ.

উচ্চারণ: আসআলুল্লাহাল আজিম, রাব্বাল আরশিল আজিম, আন ইয়াশফিয়াক।

অর্থ: আরশের অধিপতি মহান আল্লাহর কাছে আমি আপনার সুস্থতা কামনা করছি।[৪৯৫]

(৩৫৩) হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাবে, সে যেন এ দুআ পড়ে:

اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ، يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا، أو يَمْشِيْ لَكَ إِلَى صَلَاةٍ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাশ ফি আবদাকা ইয়ানকাউ লাকা আদুউয়ান আও ইয়ামশি লাকা ইলা সালাতিন।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি আপনার বান্দাকে সুস্থ করে দিন, সে আপনার শত্রুকে পরাস্ত করবে বা জানাযায় হেঁটে যাবে।[৪৯৬]

(৩৫৪) হজরত আলি রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

كُنْتُ شَاكِيًا، فَمَرَّ بِيْ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلِيْ قَدْ حَضَرَ فَأَرِحْنِيْ، وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا فَارْفَغْنِيْ، وَإِنْ كَانَ بَلَاءً فَصَبِّرْنِيْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَا قَالَ. قَالَ: فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ عَافِهِ أَوِ اشْفِهِ. شُعْبَةُ الشَّاكُّ، فَمَا اشْتَكَيْتُ وَجَعِيْ بَعْدُ.

অর্থ: আমি অসুস্থ ছিলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন। আমি বলছিলাম, হে আল্লাহ, যদি আমার মৃত্যু এসে থাকে, তাহলে তুমি আমাকে সহজ মৃত্যু দাও। আর যদি আমার মৃত্যু বিলম্ব হয়, তাহলে আমাকে আরোগ্য দান কর। আর যদি আমার জন্য পরীক্ষা হয়ে

---

৪৯৫. সুনানে আবু দাউদ: ৩১০৬, সুনানে তিরমিজি: ২০৮৪, ইবনে হিব্বান: ৭১৪, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৩৪২, মুসনাদে আহমাদ ১/২৩৯।

৪৯৬. সুনানে আবু দাউদ: ৩১০৭, হাকিম: খ. ০১, পৃ. ৩৪৪)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

থাকে, তাহলে আমাকে ধৈর্যধারণের তাওফিক দাও। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এটা কেমন কথা বলছ? তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পা দ্বারা আঘাত করে বললেন, اَللّٰهُمَّ عَافِهِ (আল্লাহুম্মা আফিহ: হে আল্লাহ, তুমি তাকে সুস্থ করে দাও) অথবা বলেছেন, اَللّٰهُمَّ اشْفِهِ (আল্লাহুম্মাশ ফিহ: হে আল্লাহ, তুমি তাকে সুস্থ করে দাও)। –হজরত আলি রাদি. বলেন, এরপর আমি কখনও অসুস্থ হইনি।[৪৯৭]

(৩৫৫) হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদি. ও আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তারা উভয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ صَدَّقَهُ رَبُّهُ، فَقَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، قَالَ: يَقُوْلُ اللهُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِيْ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، قَالَ اللهُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِيْ لَا شَرِيْكَ لِيْ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، قَالَ اللهُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا لِيَ الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ، قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِيْ.

অর্থ: যে ব্যক্তি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার: আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আল্লাহ মহান) বলে, আল্লাহ তাআলা তার কথা সত্যায়ন করে বলেন– لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ (লা ইলাহা ইল্লা আনা ওয়া আনা আকবার: আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আমিই মহান)। যখন বলে– لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু: আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি একক) আল্লাহ তাআলা বলেন– لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي(লা ইলাহা ইল্লা আনা ওয়াহদি: আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই,

৪৯৭. সুনানে তিরমিজি: ৩৫৫৯, আমাল: ১০৫৮, নাসাঈ, মুসতাদরাকে হাকেম ২/৬২১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমি একক)। যখন বলে- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহ: আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরিক নেই।) আল্লাহ তাআলা বলেন- لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِيْ (লা ইলাহা ইল্লা আনা ওয়াহদি লা শারিকা লি: আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আমি একক, আমার কোন শরিক নেই)। আর যখন বলে- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদ: আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই), আল্লাহ বলেন- لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا لِيَ الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ (লা ইলাহা ইল্লা আনা লিয়াল মুলকু ওয়া লিয়াল হামদ: আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, রাজত্ব আমারই, প্রশংসার যোগ্য আমিই)। আর যখন বলে- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ: আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি ছাড়া কোন শক্তি-সামর্থ নেই), তখন আল্লাহ বলেন- لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِيْ (লা ইলাহা ইল্লা আনা ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়্যাতা ইল্লা বি: আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, শক্তি-সামর্থ আমার থেকেই)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় এগুলো পড়বে, অতঃপর যদি সে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করবে না। -ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[৪৯৮]

(৩৫৬) হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদি. থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে, জিবরিল আ. রাসুলের কাছে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ, আপনি কি ব্যথা অনুভব করছেন? নবিজি বললেন, হ্যাঁ। তখন জিবরিল বললেন-

بِاسْمِ اللهِ، أَرْقِيْكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ، أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ، بِاسْمِ اللهِ، أَرْقِيْكَ.

৪৯৮. সুনানে তিরমিজি: ৩৪২৬, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৭৯৪, আমাল: ৩০, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান: ২৩২৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আরকিকা মিন কুল্লি শাইয়ন য়ুজিকা, মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আও আইনিন হাসিদ। আল্লাহু ইয়াশফিকা, বিসমিল্লাহি আরকিক।

অর্থ: দূরাত্মার অনিষ্ট, হিংসুকদের কুদৃষ্টি এবং তোমাকে কষ্ট প্রদানকারী সকল বস্তু থেকে আল্লাহর নামে তোমাকে ঝাড়ফুঁক করছি। আল্লাহ তোমাকে সুস্থ করুন, তারই নামে তোমাকে ঝাড়ছি। –তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।[৪৯৯]

(৩৫৭) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَىٰ أَعْرَابِيٍّ يَعُوْدُهُ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَىٰ مَنْ يَعُوْدُهُ قَالَ: لَا بَأْسَ، طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ.

অর্থ: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অসুস্থ গ্রাম্য সাহাবির খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য তার কাছে গেলেন। আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, অসুস্থ কাউকে দেখতে গেলে এ দুআ পড়তেন–

لَا بَأْسَ، طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ.

উচ্চারণ: লা বা'সা, তাহুরুন ইনশাআল্লাহ।

অর্থ: দুঃশ্চিন্তার কিছু নেই। আল্লাহ চাহে তো এই ব্যাধি গুনাহ-মুক্তির মাধ্যম হবে।[৫০০]

(৩৫৮) হজরত আনাস রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَىٰ أَعْرَابِيٍّ يَعُوْدُهُ وَهُوَ مَحْمُوْمٌ، فَقَالَ: كَفَّارَةٌ وَطَهُوْرٌ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অসুস্থ গ্রাম্য সাহাবির খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য গিয়েছিলেন। সে গ্রাম্য সাহাবির জ্বর হয়েছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

---

৪৯৯. সহিহ মুসলিম: ২১৮৬, সুনানে তিরমিজি: ৯৭২, আমাল: ১০০৫, নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৫২৪, মুসনাদে আহমাদ ৩/২৮।

৫০০. সহিহ বুখারি: ৫৬৫৬, আমাল: ১০৩৯, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

كَفَّارَةٌ وَطَهُوْرٌ.

উচ্চারণ: কাফফারাতুন ওয়া তাহুরুন।

অর্থ: অসুস্থতা তোমার গুনাহকে ধুয়ে-মুছে পবিত্র করে দিবে।[৫০১]

(৩৫৯) হজরত আবু উমামা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَوْ عَلَى يَدِهِ، فَيَسْأَلَهُ: كَيْفَ هُوَ؟

অর্থ: রোগী দেখার দায়িত্ব পূর্ণরূপে আদায়ের পদ্ধতি হল, রোগীর কপালে বা হাতে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করা যে, কেমন আছেন?[৫০২] –অন্য বর্ণনায় আছে– রোগী দেখার দায়িত্ব পূর্ণরূপে আদায়ের পদ্ধতি হল, রোগীর কপালে বা হাতে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করা যে, আপনি কি অবস্থায় সকাল করেছেন বা আপনি কি অবস্থায় সন্ধ্যা করেছেন।[৫০৩]

(৩৬০) হজরত সালমান রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, আমি অসুস্থ হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসলেন। আমাকে বললেন–

يَا سَلْمَانُ شَفَى اللهُ سَقَمَكَ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَعَافَاكَ فِيْ دِيْنِكَ وَجِسْمِكَ إِلَى مُدَّةِ أَجَلِكَ.

উচ্চারণ: ইয়া সালমান! শাফাল্লাহু সাকামাকা ওয়া গাফারা জাম্বাকা ওয়া আফাকা ফি দীনিকা ওয়া জিসমিকা ইলা মুদ্দাতি আযালিক।

অর্থ: হে সালমান! আল্লাহ তোমাকে সুস্থ করে তুলুন, তোমাকে ক্ষমা করুন। মৃত্যু অবধি তোমার ঈমান ও শরীর সুরক্ষিত রাখুন।[৫০৪]

(৩৬১) হজরত উসমান বিন আফফান রাদি. এর সূত্র বর্ণিত। তিনি বলেন–

---

৫০১. ইবনুস সুন্নি: ৫৩৫, মুসনাদে আহমাদ ৩/২৫০।
৫০২. সুনানে তিরমিজি: ২৭৩২, ইবনুস সুন্নি: ৫৩৬।
৫০৩. হাদিসটি খুবই দুর্বল।
৫০৪. ইবনুস সুন্নি: ৫৪৮, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫৪৯। হাদিসটি খুবই দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

مَرِضْتُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُنِيْ فَعَوَّذَنِيْ يَوْماً، فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، أَعِيْذُكَ بِاللهِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، مِنْ شَرِّ مَا تَجِدُ. فَلَمَّا اسْتَقَلَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِماً قَالَ: يَا عُثْمَانُ تَعَوَّذْ بِهَا فَمَا تَعَوَّذْتُمْ بِمِثْلِهَا.

অর্থ: অসুস্থ অবস্থায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার শুশ্রুষা করতেন। একদিন তিনি শুশ্রুষা করতে এসে বললেন–

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، أَعِيْذُكَ بِاللهِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، مِنْ شَرِّ مَا تَجِدُ.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, উয়িজুকা বিল্লাহিল আহাদিস সামাদিল্লাজি লাম ইয়ালিদ ওয়াম য়ুলাদ, ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ, মিন শাররি মা তাজিদ।

অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি অত্যন্ত দয়াপরবশ, বড় করুণাময়। তোমার জন্য আশ্রয় কামনা করি অমুখাপেক্ষী আল্লাহর কাছে, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং না তাকে কেউ জন্ম দিয়েছে। তার সমতুল্য আর কেউ নেই। তুমি যা অনূভব করছ তা থেকে। –বিদায়বেলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উসমান, তুমি উক্ত দুআ দ্বারা আল্লাহর আশ্রয় চাও। কেননা এর মতো বিষয় তোমরা পাবে না।[৫০৫]

অসুস্থ ব্যক্তির পরিবার ও সেবাকারীদের প্রতি ওসিয়ত করা মুস্তাহাব

অসুস্থ ব্যক্তির পরিবার ও সেবাকারীদের প্রতি এই মর্মে ওসিয়ত করা মুস্তাহাব যে, তার প্রতি দয়ার আচরণ করতে, কষ্ট সহন করতে এবং তা আচরণে ধৈর্যধারণ করতে। এমনিভাবে কাউকে দণ্ড অথবা কেসাসে হত্যা করা হলে তাকেও হত্যার পূর্বমূহুর্তে ওসিয়ত করা মুস্তাহাব।

(৩৬২) হজরত ইমরান বিন হুসাইন রাদি. থেকে বর্ণিত–

৫০৫. ইবনুস সুন্নি: ৫৫৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلٰى مِنَ الزِّنَى، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، ، أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِيْ بِهَا. فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا.

অর্থ: জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি অপরাধী। আমার ওপর শরিয়তের বিধান (রজম তথা পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা) প্রয়োগ করেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অভিভাবকদের ডেকে বললেন, তার সাথে তোমরা ভালো ব্যবহার করবে। যখন বাচ্চা প্রসব করবে, তখন তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। পরবর্তীতে এমনটিই করা হল। এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাপড় শক্ত করে বাঁধার নির্দেশ দিলেন এবং তাকে রজম মারার আদেশ দিলেন। অতঃপর তার জানাযার নামাজ পড়ালেন।[৫০৬]

জ্বর, ব্যথা জাতীয় কিছু হলে যা পড়বে

(৩৬৩) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল ব্যথা ও জ্বরের জন্য এ দুআ সাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দিতেন–

بِاسْمِ اللهِ، الْكَبِيْرِ، أَعُوْذُ بِاللهِ، الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহিল কাবিরি, নাউজুবিল্লাহিল আজিমি মিন শাররি কুল্লি ইরকিন না'আরিন, ওয়া মিন শাররি হাররিন্নার।

---

৫০৬. সহিহ মুসলিম: ১৬৯৬, সুনানে তিরমিজি: ১৪৩৫, সুনানে আবু দাউদ: ৪৪৪০, সুনানে নাসাঈ ৪/৬৩, মুসনাদে আহমাদ ৪/৪৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: মহান আল্লাহর নামে, ক্ষমতাবান আল্লাহর আশ্রয় কামনা করি। গণ্ডগোল সৃষ্টিকারী শিরার অনিষ্ট থেকে এবং জাহান্নামের তাপের অনিষ্ট থেকে।[৫০৭]

অসুস্থ ব্যক্তি নিজে সুরা ফাতিহা, সুরা ফালাক এবং সুরা নাস পড়ে হাতে ফুঁ দিয়ে শরীর মুছে দিবে। পিছনে বিপদাপদের যেসব দুআ গেছে সেগুলোও পড়বে।

বিরাগ বা অধৈর্যতা না প্রকাশের শর্তে 'আমি অনেক অসুস্থ' বা এজাতীয় কিছু বলা মাকরুহ নয়

(৩৬৪) হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত–

دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُوْعَكُ، فَمَسِسْتُهُ بِيَدِيْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، إِنَّكَ تُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَجَلْ، إِنِّي أُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় আমি তাঁর কাছে গেলাম। আমি তাঁর গায়ে হাত দিয়ে বললাম, আপনার তো প্রচণ্ড জ্বর হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের দুজনের সমান আমার জ্বর হয়েছে।[৫০৮]

(৩৬৫) হজরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

جَاءَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِيْ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِيْ، فَقُلْتُ: بَلَغَ بِيْ مَا تَرٰى، وَأَنَا ذُوْ مَالٍ وَلَا يَرِثُنِيْ إِلَّا ابْنَتِيْ....وَذُكِرَ الْحَدِيْثُ.

অর্থ: আমি যখন প্রচণ্ড অসুস্থ ছিলাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসলেন। আমি বললাম, আমার যে রোগ হয়েছে, আপনি

---

৫০৭. ইবনুস সুন্নি: ৫৬৬, মুসনাদে আহমাদ ১/৩০০, সুনানে তিরমিজি: ২০৭৪, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৫২৬, মুসতাদরাকে হাকেম ৪/৪১৪।

৫০৮. সহিহ বুখারি: ৫৬৪৮, সহিহ মুসলিম: ২৫৭১, মুসনাদে আহমাদ ১/৩৮, সুনানে দারিমি: ২৭৭৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তো তা দেখতেই পাচ্ছেন। আমার অনেক সম্পদ রয়েছে। আর একমাত্র মেয়েই আমার উত্তরাধিকারী...(হাদিসটি দীর্ঘ)।[৫০৯]

(৩৬৬) হজরত কাসেম বিন মুহাম্মাদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: وَارَأْسَاهْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهْ.....وَذُكِرَ الْحَدِيْثُ.

অর্থ: আয়েশা রাদি. বলেছেন, হায় আমার মাথা (প্রচণ্ড মাথা ব্যাথার কারণে তিনি এরূপ বলেছেন); তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বরং তুমি বল– বরং আমি ও আমার মাথা ব্যাথা।[৫১০]

কোন কষ্ট পেয়ে মৃত্যু কামনা করা

(৩৬৭) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন বিপদের কারণে তোমাদের মধ্যে কেউ যেন মৃত্যুর আকাঙক্ষা না করে। যদি একান্ত করতেই হয় তাহলে সে যেন এ দুআটি করে–

اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ، وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আহয়িনি মা কানাতিল হায়াতু খাইরানলি ওয়া তাওয়াফ্ফানি ইযা কানাতিল ওয়াফাতু খারানলি।

অর্থ: হে আল্লাহ, জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর ততদিন জীবিত রাখুন, আর যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর তখন আমাকে মৃত্যু দান করুন।[৫১১]

উলামায়ে কেরাম বলেন, এটি হল কোনো বিপদাপদের কারণে মৃত্যু কামনার বিধান। যদি যামানর ফিতনা-ফাসাদ বা অন্য কোন কারণে দ্বীনের ব্যাপারে আশঙ্কা হয় তাহলে মৃত্যু কামনা করা মাকরুহ নয়।

---

৫০৯. সহিহ বুখারি: ৫৬, সুনানে তিরমিজি: ৯৭৫, সুনানে আবু দাউদ: ২৮৬৪, সুনানে নাসাঈ ৬/২৪১, মুসনাদে আহমাদ ১/১৭৬।

৫১০. সহিহ বুখারি: ৭২১৮, সহিহ মুসলিম: ২৩৮৭।

৫১১. সহিহ বুখারি: ৫৬৭১, সহিহ মুসলিম: ২৬৮০, সুনানে আবু দাউদ: ৩১০৮, সুনানে তিরমিজি: ৯৭১, সুনানে নাসাঈ ৪/৩, আমাল: ১০৫৭, নাসাঈ, আমাল: ৫৫০, ইবনুস সুন্নি, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪২৬৫, মুসনাদে আহমাদ ৩/১০১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ভালো শহরে মৃত্যুর দুআ করা মুস্তাহাব

(৩৬৮) হজরত হাফসা রাদি. থেকে বর্ণিত, হজরত উমর রাদি. এই দুআ করতেন। আমি বললাম, এটা কিভাবে সম্ভব হবে? তিনি বললেন, তিনি চাইলে তো করতে পারেন। দুআটি হল–

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِيْ فِيْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মার জুকনি শাহাদাতান ফি সাবিলিকা ওয়াযআল মাউতি ফি বালাদি রাসুলিক।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার রাস্তায় আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করুন। আর আপনার রাসুলের শহরে (মদিনায়) আমার মৃত্যু দিয়েন।[৫১২]

অসুস্থ ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেয়া

(৩৬৯) হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদি. থেকে দুর্বল সনদে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ، فَنَفِّسُوْا لَهُ فِيْ أَجَلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَيُطَيِّبُ نَفْسَهُ.

অর্থ: তোমরা অসুস্থ ব্যক্তিদের কাছে গেলে তাদেরকে আশার বাণী শুনাবে। সেটি তাকদিরে কোন পরিবর্তন আনতে পারবে না, তবে সে মনে প্রশান্তি লাভ করবে।[৫১৩]

অসুস্থ ব্যক্তির ভালো কাজের প্রশংসা করা

মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হলে অসুস্থ ব্যক্তির ভালো কাজের প্রশংসা করা, যাতে তার ভয় দূর হয় এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা তৈরি হয়।

(৩৭০) হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

---

৫১২. সহিহ বুখারি: ১৮৯০।

৫১৩. সুনানে তিরমিজি: ২০৮৭, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৪৩৮। হাদিসটি খুবই দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِيْنَ طُعِنَ وَكَأَنَّهُ يُجَزِّعُهُ :يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَلَئِنْ كَانَ ذَاكَ، لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ، ثُمَّ فَارَقَكَ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، ثُمَّ صَحِبْتَ أَبَا بَكْرٍ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ، ثُمَّ فَارَقَكَ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، ثُمَّ صَحِبْتَ الْمُسْلِمِيْنَ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ، وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُوْنَ. ... وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ. وَقَالَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ذَالِكَ مِنْ مَنِّ اللهِ تَعَالَى.

অর্থ: তিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, যখন তিনি আক্রমণের শিকার হলেন। আর তিনি অস্থিরতা প্রকাশ করছিলেন। তখন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি. বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি এরূপ নন। আপনি তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি। আপনি তাঁর উত্তর সঙ্গী ছিলেন। ইন্তেকালের সময় তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। এরপর আপনি আবু বকর রাদি. এর সঙ্গী ছিলেন। আপনি তারও উত্তম সঙ্গী ছিলেন। এরপর আপনি মুসলমানদের সঙ্গী হন। তাদেরও উত্তম সঙ্গী ছিলেন। আপনি তাদের থেকে বিদায় নিলে, এ অবস্থায় বিদায় নিবেন যে, তারা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট। (হাদিসটি আরো দীর্ঘ) উমর রাদি. বললেন, এসবই আল্লাহর অনুগ্রহের কারণে হয়েছে।[৫১৪]

(৩৭১) হজরত ইবনে শুমাসা রহ. বলেন–

حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِيْ سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، فَبَكَى طَوِيْلًا، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُوْلُ: يَا أَبَتَاهْ، أَمَا بَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا؟ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا ؟ قَالَ : فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ :إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، .... ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ.

অর্থ: আমরা হজরত আমর বিন আস রাদি. এর মৃত্যুর সময় তার কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে কাঁদছিলেন। তিনি দেয়ালের দিকে

৫১৪. সহিহ বুখারি: ৩৬৯২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মুখ ঘুরিয়ে রেখেছিলেন। তখন ছেলে আবদুল্লাহ রাদি. তাকে বলছিলেন, হে আমার পিতা, আপনাকে কি আল্লাহর রাসুল অমুক সুসংবাদ দেননি? আপনাকে আল্লাহর রাসুল অমুক সুসংবাদ দেননি? এরপর তিনি চেহারা আমাদের দিকে ঘুরিয়ে বললেন, আমাদের সর্বোত্তম প্রস্তুতি হল এ সাক্ষ্য যে–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، .

উচ্চারণ: লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদান রাসুলুল্লাহ।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রাসুল।[৫১৫]

(৩৭২) হজরত কাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবু বকর এর সূত্রে বর্ণিত–

أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَكَتْ فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ، تَقْدَمِيْنَ عَلٰى فَرَطِ صِدْقٍ؛ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلٰى أَبِيْ بَكْرٍ.

অর্থ: হজরত আয়েশা রাদি. ব্যথায় অস্থির ছিলেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি. বললেন, হে উম্মুল মুমিনিন, আপনি আগেভাগেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদি. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। –ইমাম বুখারি রহ. ইবনে আবু মুলাইকা থেকে আরো বর্ণনা করেন–

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- اسْتَأْذَنَ عَلٰى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَبْلَ مَوْتِهَا وَهِيَ مَغْلُوْبَةٌ قَالَتْ: أَخْشَى أَنْ يُثْنِيَ عَلَيَّ، فَقِيْلَ: ابْنُ عَمِّ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ وُجُوْهِ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَتِ: ائْذَنُوْا لَهُ .فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدِيْنَكِ؟ قَالَتْ: بِخَيْرٍ إِنِ اتَّقَيْتُ. قَالَ :فَأَنْتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللهُ؛ زَوْجَةُ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَنْكِحْ بِكْرًا غَيْرَكِ، وَنَزَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّمَاءِ.

অর্থ: মৃত্যুর আগে হজরত আয়েশা রাদি. যখন বেহুঁশ ছিলেন, ইবনে আব্বাস রাদি. তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আয়েশা রাদি. এ বলে অনুমতি দিতে চাচ্ছিলেন না যে, আমি আশঙ্কা করছি, আমার প্রশংসা করা হবে।

---

৫১৫. সহিহ মুসলিম: ১২১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তখন তাঁকে বলা হল, অনুমতি চেয়েছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই, সম্মানিত ব্যক্তি। হজরত আয়েশা রাদি. বললেন, তাঁকে অনুমতি দাও। তিনি ভিতরে প্রবেশ করে বললেন, আম্মাজান! আপনার কেমন অনুভব করছেন? আয়েশা রাদি. বললেন, আমি মুত্তাকি হলে ভালোই আশা করছি। তখন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি. বললেন, ইনশাআল্লাহ, আপনার জন্য মঙ্গল রয়েছে। আপনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি অন্য কোন কুমারী নারী বিবাহ করেননি। আকাশ থেকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) আপনার পবিত্রতার ঘোষণা এসেছে।[৫১৬]

অসুস্থ ব্যক্তির বাসনা পুরা করা

(৩৭৩) হজরত আনাস রাদি. থেকে দুর্বল সনদে বর্ণিত–

دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ مَرِيْضٍ يَعُوْدُهُ، فَقَالَ: أَتَشْتَهِيْ شَيْئًا؟ أَتَشْتَهِيْ كَعْكًا؟ قَالَ: نَعَمْ .فَطَلَبُوْا لَهُ.

অর্থঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন অসুস্থ রোগীকে দেখতে গেলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কী চাও? তুমি কি কাআক (প্রসিদ্ধ একধরনের পারসি পাউরুটি) খেতে চাও? অসুস্থ ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য এটার ব্যবস্থা করলেন।[৫১৭]

(৩৭৪) হজরত উকবা বিন আমির রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন করেছেন–

لَا تُكْرِهُوْا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيْهِمْ.

অর্থঃ তোমরা রোগীদেরকে খাবার খেতে পীড়াপীড়ি কর না। কেননা আল্লাহ তাদেরকে পানাহার করান। ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি সহিহ।[৫১৮]

---

৫১৬. সহিহ বুখারি: ৩৭৭১, ৪৭৫৩, ৪৭৫৪।
৫১৭. সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৪৪০, ইবনুস সুন্নি: ৫৪০।
৫১৮. সুনানে তিরমিজি: ২০৪০, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৪৪৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

রোগীর কাছে দুআ চাওয়া

(৩৭৫) হজরত মায়মুন বিন মিহরান রহ. সহিহ সনদে থেকে বর্ণিত। তিনি উমর রাদি. থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ مَرِيْضٍ فَمُرْهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكَ، فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ.

অর্থঃ তোমরা যখন রোগীদের দেখতে যাও, রোগীর কাছে দুআ চাও। কেননা তার দুআ ফেরেশতাদের দুআর মতই কবুল হয়ে থাকে।[৫১৯]

অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভের পর তাকে উপদেশ দেয়া

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا.

অর্থঃ তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পুরা কর, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।[৫২০] –আরো বলেন–

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا... الآ ية.

অর্থঃ তারা যখন অঙ্গীকার কওে তা পূরা করে।[৫২১]

(৩৭৬) হজরত খাওয়্যাত বিন যুবায়ের রাদি. থেকে বর্ণিত–

مَرِضْتُ، فَعَادَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَحَّ الْجِسْمُ يَا خَوَّاتُ، قُلْتُ: وَجِسْمُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: فَفِ اللهِ بِمَا وَعَدْتَهُ، قُلْتُ: مَا وَعَدْتُ اللهَ عَزَّ وجلَّ شيْئاً، قَالَ: بَلىٰ إِنَّهُ مَا مَنْ عَبْدٍ يَمْرَضُ إِلَّا أَحْدَثَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَيْراً فَفِ اللهِ بِمَا وَعَدْتَهُ.

অর্থঃ আমি যখন অসুস্থ ছিলাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসলেন। তিনি বললেন, হে খাওয়্যাত, তোমার শরীর সুস্থ হোক। আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার শরীরও আল্লাহ সুস্থ রাখুন।

---

৫১৯. সুনানে ইবনে মাজাহঃ ১৪৪১, ইবনুস সুন্নিঃ ৫৫৭। হাদিসটি খুবই দুর্বল।
৫২০. সুরা ইসরাঃ ৩৪।
৫২১. সুরা বাকারাঃ ১৭৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ কর। আমি বললাম, আল্লাহর সাথে আমি কোন বিষয়ে ওয়াদা করিনি। নবিজি বললেন, অবশ্যই ওয়াদা করেছ। বান্দা অসুস্থ হলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য কল্যাণের ফয়সালা করে থাকেন। তাই তুমি আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পুরা কর।[৫২২]

মুমূর্ষু অবস্থায় যে দুআ পড়বে

(৩৭৭) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, আমি দেখেছি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমূর্ষু অবস্থায় কাছে থাকা পানির পাত্রে হাত দিয়ে মুখ মুছছেন, আর বলছেন–

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وسَكَرَاتِ الْمَوْتِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আইন্নি আলা গামারাতিল মাউতি ওয়া সাকারাতিল মাওত।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে মৃত্যুর কষ্ট ও যন্ত্রণায় সাহায্য কর।[৫২৩]

(৩৭৮) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর সময় আমার ওপর হেলান দিয়েছিলেন। তখন তাঁকে বলতে শুনেছি–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফিরলি, ওয়ার হামনি, ওয়া আলহিকনি বিররাফিকিল আ'লা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার প্রতি দয়া করুন এবং আমাকে ঊর্ধ্বজগতের বন্ধুদের সাথে মিলিত করুন।[৫২৪]

রোগীকে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত ও জিকির-আজকার করা চাই। এসময় অস্থিরতা প্রকাশ করা, গালিগালাজ করা, বাদানুবাদ করা, দীনি বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তর্ক করা অনুচিত। মনে মনে ও মুখে আল্লাহ

---

৫২২. ইবনুস সুন্নি: ৫৫৮। হাদিসটি দুর্বল।

৫২৩. সুনানে তিরমিজি: ৯৭৮, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৬২৩।

৫২৪. সহিহ বুখারি: ৪৪৪০, সহিহ মুসলিম: ২৪৪৪, সুনানে তিরমিজি: ৩৪৯০, মুসনাদে আহমাদ ৬/১২৬, আমাল: ১০৯৫, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তাআলার শোকরিয়া করা। মনে একথা ভাবা যে, এটিই আমার দুনিয়ার জীবনের শেষ দিন। তাই শেষ মুহূর্তটি ভালো করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্ট করা।

পরিবার-পরিজনের হক আদায় করা। কারও প্রতি অন্যায়-অবিচার করে থাকলে তার বাদলা দিয়ে দেবে। আমানতের বস্তু ফিরিয়ে দেবে। মানুষের কাছ থেকে দাবিদাওয়া ছাড়িয়ে নেয়াঃ স্ত্রীর কাছ থেকে, পিতা-মাতার কাছ থেকে, সন্তানাদির কাছ থেকে, দাসদাসীর কাছ থেকে, প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে এবং যাদের সঙ্গেই লেনদেন উঠাবসা বা কোন বিষয়ে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন সকলের কাছ থেকে দাবি ছাড়িয়ে নেয়া।

সন্তানাদির ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাবে যদি তাদের অভিভাকত্ব করার মতো দাদা না থাকে। তৎক্ষণাৎ যে হকগুলো আদায় সম্ভব নয়, সেগুলোর ব্যাপারে ওসিয়ত করবে। যেমন– ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি।

আর আল্লাহর রহমতের আশা রাখবে। নিজেকে তুচ্ছ ও নগন্য সৃষ্টি মনে করবে। শাস্তি বা আনুগত্যের আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই– এ কথা ভাববে। আরো ভাববে, আমি আল্লাহর গোলাম। ক্ষমা, অনুগ্রহ, দয়া ও সাহায্য একমাত্র আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসে।

কুরআনের আশাব্যঞ্জক আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করতে থাকবে বা অন্য কেউ পড়বে আর সে মনোযোগ দিয়ে কোনবে। অনুরূপভাবে আশার হাদিস ও নেক লোকদের মৃত্যুর ঘটনাবলী স্মরণ করবে। বেশি বেশি দান-খয়রাত করবে। নামাজের প্রতি যত্নবান হবে। নাপাকী থেকে বেঁচে থাকবে। ইত্যাদি দীনের সকল আমলের প্রতি যত্নবান হবে। ধৈর্য সহকারে এ সময়ের কষ্ট সহ্য করবে। এ ক্ষেত্রে কোন ধরনের অলসতা করবে না। কারণ, সবচেয়ে নিকৃষ্ট সে যে ব্যক্তি পরকালের শস্যক্ষেত্র দুনিয়ার শেষ মুহূর্তটির সময় নিজের ওপর ফরজ-ওয়াজিব-মুস্তাহাব দায়দায়িত্বের ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করে।

উল্লিখিত বিষয়গুলো পালনে কোন ব্যক্তি বাধা দিলে তার কথা শুনবে না। কারণ, সে বিপদে নিক্ষেপ করবে। এরূপ যে করে, সে মূলত অজ্ঞ বন্ধু ও প্রচ্ছন্ন শত্রু। তাই তার বাধা মানবে না। জীবনের শেষ মুহূর্তটি সর্বোত্তম অবস্থায় কাটানোর জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

পরিবার-পরিজনকে তার অসুস্থতার সময় ধৈর্যধারণের ওসিয়ত করবে। নিজের থেকে কোন বিরূপ আচারণ প্রকাশ পেলে তা বরদাশত করতে বলবে। তাদেরকে আরো ওসিয়ত করবে, তার অনুপস্থিতির দরুন যে বিপদ আসবে তাতে ধৈর্যধারণ করতে। মৃত্যুর পর কান্নাকাটি না করতে জোরালোভাবে ওসিয়ত করবে। তাদেরকে বলবে– রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পরিবার-পরিজনের আহাজারির দরুন মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়।[৫২৫]

অতএব, হে আমার আপনজন ও প্রিয় লোকেরা, তোমরা আমার আজাবের কারণ হয়– এসব কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকবে। তাদেরকে নিজের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সদাচারণের ওসিয়ত করবে। তাদেরকে বলবে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– সবচেয়ে উত্তম সদাচারণ হল, পিতার প্রিয়জনদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলা।[৫২৬]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত আছে– তিনি খাদিজা রাদি. এর মৃত্যুর পর তাঁর বান্ধবীদের সম্মান করতেন, তাদের খোঁজখবর নিতেন।[৫২৭]

একটি গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব কাজ হল, জানাযায় যেসব বিদআত সমাজে প্রচলিত রয়েছে, সেগুলো থেকে দূরে থাকার ওসিয়ত করে যাওয়া। এ ব্যাপারে তাদের থেকে অঙ্গীকার নেয়া। তার দুআ করার জন্য ওসিয়ত করে যাবে এবং সময়ে আবর্তনে যেন তাকে ভুলে না যায় সে ওসিয়ত করে যাবে।

কিছুক্ষণ পর পর তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করবে, কোন বিষয়ে আমার ত্রুটি দেখতে পেলে তোমরা আমাকে সাহানুভূতির সাথে সতর্ক করে দেবে। এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে কল্যাণকামিতার মুআমালা করবে। কারণ আমি এখন গাফিলতি, উদাসীনতা ও বেখেয়ালির অবস্থায় আছি। কোন ত্রুটি দেখতে পেলে আমাকে সজাগ করবে এবং আমার এ সুদীর্ঘ সফরের সামানা প্রস্তুতে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে।

---

৫২৫. সহিহ বুখারিঃ ১২৮৭, সহিহ মুসলিমঃ ৯২৭।

৫২৬. সহিহ মুসলিমঃ ২৫৫২, সুনানে আবু দাউদঃ ৫১৪৩, সুনানে তিরমিজিঃ ১৯০৪।

৫২৭. সহিহ বুখারীঃ ৩৮১৬, সহিহ মুসলিমঃ ২৪৩৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এ অধ্যায়ে আমি যা কিছু বলেছি, এগুলোর দলিল-প্রমাণ প্রসিদ্ধ। সংক্ষেপ করণার্থে আমি তা উল্লেখ করিনি। কারণ, তখন কিতাবটি বড় হয়ে যাবে।

অস্থিরতা ও মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হলে বেশি বেশি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, যেন এটিই তার দুনিয়ার সর্বশেষ কথা হয়।

(৩৭৯) হজরত মুআজ বিন জাবাল রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থ: যার সর্বশেষ কথা হবে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ইমাম হাকিম রহ. বলেন, হাদিসটি সহিহ।[৫২৮]

(৩৮০) হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ.

অর্থ: তোমরা মুমূর্ষু ব্যক্তিদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর তালকিন দাও।

–ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।[৫২৯]

উলামায়ে কেরাম বলেন, যদি মুমূর্ষু ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' না বলে, তাহলে উপস্থিত লোকেরা কালিমার তালকিন করবে। আস্তে আস্তে তালকিন করবে, সে আবার যেন বিরক্ত হয়ে প্রত্যাখ্যান না করে। একবার সে কালিমা বললে, আর তালকিন করবে না, তবে যদি সে অন্য কোন কথা বলে ফেলে তাহলে আবার তালকিন করবে।

একদল শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম বলেন, তালকিনকারী ব্যক্তি নির্দোষ ও নেককার হলে ভালো, যেন মুমূর্ষু ব্যক্তি বিরক্ত হয়ে তাকে আবার দোষারোপ না করে। উলামায়ে কেরাম বলেন, তালকিন করবে এ বলে– 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'। তবে বেশিরভাগ উলামায়ে কেরাম বলেন, শুধু 'লা-ইলাহা ইল্লাহ' বলবে।

---

৫২৮. সুনানে আবু দাউদ: ৩১১৬, মুসনাদে আহমাদ ৫/২৪৭, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৩৫১।
৫২৯. সহিহ মুসলিম: ৯১৬, সুনানে আবু দাউদ: ৩১১৭, সুনানে তিরমিজি: ৯৭৬, সুনানে নাসাঈ ৪/৫, মুসনাদে আহমাদ ৩/৩, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৪৪৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করার পর যে দুআ পড়বে

(৩৮১) হজরত উম্মে সালামা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى أَبِيْ سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهٗ ، فَأَغْمَضَهٗ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ. فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهٖ، فَقَالَ: لَا تَدْعُوْا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ. ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِيْ سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهٗ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ، وَاخْلُفْهٗ فِيْ عَقِبِهٖ فِي الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهٗ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهٗ فِيْ قَبْرِهٖ، وَنَوِّرْ لَهٗ فِيْهِ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সালামার মৃত্যুর পরে তার কাছে আসলেন। তখন আবু সালামার চোখ খোলা ছিলো। তিনি তার চোখ বন্ধ করে দিয়ে বললেন, 'জান যখন কবজ হয় তখন চোখ তা দেখতে থাকে। তখন পরিবারের লোকেরা চিৎকার করতে থাকে। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা নিজেদের জন্য তখন কল্যাণের দুআ কর। তোমরা যা দুআ কর ফেরেশতা তাতে আমিন বলে থাকে। এরপর তিনি বললেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِيْ سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهٗ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ، وَاخْلُفْهٗ فِيْ عَقِبِهٖ فِي الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهٗ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهٗ فِي قَبْرِهٖ، وَنَوِّرْ لَهٗ فِيْهِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফির লি-আবি সালামাতা, ওয়ারফা দারাজাতাহু ফিল মাহদিয়্যিনা, ওয়াখলুফহু ফি আকিবিহি ফিল গাবিরিনা, ওয়াগফির লানা ওয়া লাহু ইয়া রাব্বাল আলামিন। ওয়াফসাহ ফি কাবরিহি ওয়া নাওয়ির লাহু ফিহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি আবু সালামাকে মাফ করে দাও, তাকে হেদায়েতপ্রাপ্তদের স্তরে উন্নিত কর। তার পরে তার পরিবারবর্গের জন্য

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

খলিফা নিযুক্ত করে দাও। হে আল্লাহ, আমাদেরকে ও তাকে মাফ করে দাও। তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও। তার কবরকে নূরে পূর্ণ করে দাও।[৫৩০]

(৩৮২) তাবেয়ি হজরত আবু বকর বিন আবদুল্লাহ রহ. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

أَغْمَضْتَ الْمَيِّتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَإِذَا حَمَلْتَهُ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، ثُمَّ سَبِّحْ مَا دُمْتَ تَحْمِلُهُ.

অর্থ: মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করার পর বল, তাকে বহন করার সময় বিসমিল্লাহ বল। এরপর যতক্ষণ বহন করবে ততক্ষণ সুবহানাল্লাহ বলবে।[৫৩১]

মৃত ব্যক্তির কাছে যে দুআ পড়বে

(৩৮৩) হজরত উম্মে সালামা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ، أَوِ الْمَيِّتَ، فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلٰى مَا تَقُولُونَ. قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، ، إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ، قَالَ: قُولِي: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبٰى حَسَنَةً. قَالَتْ: فَقُلْتُ، فَأَعْقَبَنِي اللهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِيْ مِنْهُ؛ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থ: যখন তোমরা অসুস্থ বা মৃত ব্যক্তির কাছে যাবে, তখন ভালো দুআ কর। কারণ, তোমরা যা দুআ কর ফেরেশতারা তাতে আমিন বলেন। উম্মে সালামা রাদি.বলেন, আবু সালামা রাদি. এর মৃত্যুর পর আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আবু সালামা রাদি. মৃত্যুবরণ করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বল–

---

৫৩০. সহিহ মুসলিম: ৯২০, সুনানে আবু দাউদ: ৩১১৮, মুসনাদে আহমাদ ৬/২৯৭, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৪৫৪।

৫৩১. সুনানে বাইহাকি ৩/৩৮৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلَهٗ، وَأَعْقِبْنِيْ مِنْهُ عُقْبٰى حَسَنَةً.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফিরলি ওয়া লাহু ওয়া আকিবনি মিনহু উকবা হাসানাহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ও তাকে মাফ করে দিন। তার পরিবর্তে আমাকে উত্তম পতিনিধি দান করুন। –উম্মে সালামা রাদি. বলেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিনিধি দান করেছেন, অর্থাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়েছেন।[৫৩২]

(৩৮৪) হজরত মাকিল বিন ইয়াসার রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اِقْرَءُوْا (يٰسٓ) عَلٰى مَوْتَاكُمْ.

অর্থ: তোমরা তোমাদের মৃতদের জন্য সুরা ইয়াসিন পড়।[৫৩৩]

আপনজনের মৃত্যুতে যে দুআ পড়বে

(৩৮৫) হজরত উম্মে সালামা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে বন্দা বিপদগ্রস্ত হয়ে এই দুআ পড়ে আল্লাহ তাআলা তার প্রতিদান দান করেন এবং তাকে সে জিনিসের চেয়ে উত্তম জিনিস দান দান করেন। উম্মে সালামা রাদি. বলেন, আবু সালামার মৃত্যুর পর আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মতো দুআ করি। তখন আল্লাহ তাআলা আমাকে আবু সালামার চেয়ে উত্তম প্রতিনিধি দান করেছেন। অর্থাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে পরবর্তীতে আমার বিবাহ হয়েছে। দুআটি হল–

اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا.

উচ্চারণ: ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, আল্লাহুম্মা উ'যুরনি ফি মুসিবাতি, ওয়া আখলিফলি খাইরান মিনহা।

---

৫৩২. সহিহ মুসলিম: ৯১৯, সুনানে তিরমিজি: ৯৭৭, মুসনাদে আহমাদ ৬/৩০৬, সুনানে নাসাঈ ৪/৪-৫, আমাল: ১০৬৯, নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৪৪৭।

৫৩৩. সুনানে আবু দাউদ: ৩১২১, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৪৪৮, আমাল: ১০৭৪, নাসাঈ, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫৬৫, ইবনে হিব্বান: ৭২০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আমরা আল্লাহর জন্য, আমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহর দিকেই। হে আল্লাহ, আমার বিপদে আমাকে নেকি দান করুন এবং এরচে উত্তম প্রতিদান আমাকে দান করুন।[৫৩৪]

(৩৮৬) হজরত উম্মে সালামা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ বিপদগ্রস্ত হলে এ দুআ পড়বে–

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي، فَآجِرْنِي فِيهَا، وَأَبْدِلْ لِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا.

উচ্চারণ: ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, আল্লাহুম্মা ইনদাকা আহতাসিবু মুসিবাতি, ফা আযিরনি ফিহা, ওয়া আবদিলনি বিহা খাইরান মিনহা।

অর্থ: আমরা আল্লাহর জন্য, আমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহর দিকেই। হে আল্লাহ, আমার বিপদে আপনার কাছেই প্রতিদানের প্রত্যাশা করি, সুতরাং এতে আমাকে প্রতিদান দান করুন। আর এরচে উত্তম বিনীময় আমাকে দান করুন।[৫৩৫]

(৩৮৭) হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ. فَيَقُولُ اللّٰهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.

অর্থ: কোন মুসলমান বান্দার সন্তান মৃত্যুবরণ করলে, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলেন, 'তোমরা আমার বান্দার সন্তানের জান কবজ করেছ? ফেরেশতারা বলেন, জি। আল্লাহ তাআলা আবার বলেন, তোমরা আমার

---

৫৩৪. সহিহ মুসলিম: ৯১৮, সুনানে আবু দাউদ: ৩১১৫, সুনানে তিরমিজি: ৩৫০৬, মুয়াত্তা মালেক ১/২৩৬, মুসনাদে আহমাদ ৬/৩০৯, আমাল: ১০৬৯, নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৫৯৮, আমাল: ৫৮০, ইবনুস সুন্নি।

৫৩৫. সুনানে আবু দাউদ: ৩১১৯, আমাল: ১০৭১, মুসনাদে আহমাদ ৪/২৭। উ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বান্দার হৃদয়ের টুকরাকে কবজ করেছ? ফেরেশতারা বলেন, জি। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করেন, তখন আমার বান্দা কী বলেছে? ফেরেশতারা বলেন, বান্দা আপনার প্রশংসা করেছে এবং ইন্নালিল্লাহ বলেছে। তখন আল্লাহ তআলা বলেন, আমার বন্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর। –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।[৫৩৬]

(৩৮৮) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

يَقُوْلُ اللهُ تَعَالىٰ: مَا لِعَبْدِيْ المُؤْمِنِ عِنْدِيْ جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ.

অর্থ: আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার মুমিন বান্দার দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিটিকে কবজ করার পর সে যদি সওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করে, তাহলে আমার কাছে তার প্রতিদান একমাত্র জান্নাত।[৫৩৭]

সঙ্গীর মৃত্যুর সংবাদ শোনে যে দুআ পড়বে

(৩৮৯) হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মৃত্যু ভয়ের বিষয়। তোমাদের কাছে মুসলমান ভাইয়ের মৃত্যুর সংবাদ এলে তোমরা এ দুআ পড়বে–

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَإِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبونَ، اَللّٰهُمَّ اكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِي الْمُحْسِنِينَ، وَاجْعَلْ كِتابَهُ فِي عِلِّيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي أَهْلِهِ فِي الغابِرِينَ، وَلا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.

উচ্চারণ: ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালিবুন। আল্লাহুম্মাক তুবহু ইনদাকা ফিল মুহসিনিনা, ওয়াযআল কিতাবাহু ফি ইল্লিয়্যিনা, ওয়খলুফহু ফি আহলিহি ফিল গাবিরিনা, ওয়া লা তাহরিমনা আযরাহু ওয়া লা তাফতিন্না বা'দাহ।

অর্থ: আমরা আল্লাহর জন্য, আমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহর দিকেই। অবশ্যই আমরা আমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ, তাকে আপনার

---

৫৩৬. সুনানে তিরমিজি: ১০২১, মুসনাদে আহমাদ ৪/৪২৫।

৫৩৭. সহিহ বুখারি: ৬৪২৪, মুসনাদে আহমাদ ২/৪১৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কাছে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করুন, তার আমলনামা রাখুন ইল্লিয়্যিনে। তার পশ্চাদে পরিবারে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করুন। তার ভালো কাজ থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদেরকে ফিতনায় লিপ্ত করবেন না।[৫৩৮]

ইসলামের শত্রুর মৃত্যুর সংবাদে যা পড়বে

(৩৯০) হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত আছে,

أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَدْ قَتَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَبَا جَهْلٍ، فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ دِيْنَهُ.

অর্থ: তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গিয়ে বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আবু জাহেলকে নিহত করেছেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ دِيْنَهُ.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লা হিল্লাজি নাসারা আবদাহু ওয়া আআ'জ্জা দীনাহ।

অর্থ: প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি তাঁর বন্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁর দীনকে শক্তিশালী করেছেন।[৫৩৯]

বিলাপ করা ও জাহেলি যুগের ন্যায় চিল্লাফাল্লা করা হারাম

সকল উলামায়ে কেরামের মতে, বিপদের সময় বিলাপ করা ও জাহেলি যুগের ন্যায় দুআ করা এবং দুর্ভোগ ও ধ্বংসের দুআ করা হারাম।

(৩৯১) হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ، وَشَقَّ الْجُيُوْبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি চেহারায় থাপড়ায়, জামার বুক ছিড়ে এবং জাহেলি যুগের ন্যায় বদদুআ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[৫৪০]

---

৫৩৮. ইবনুস সুন্নি: ৫৬১। হাদিসটি দুর্বল।

৫৩৯. ইবনুস সুন্নি: ৫৬২। হাদিসটি দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৩৯২) হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. থেকে বর্ণিত আছে,

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ.

অর্থ: বিপদের সময় বিলাপকারী, চুল হলককারী ও জামা বিদীর্ণকারী মহিলা থেকে সম্পর্কহীনতার (এরা ইসলামের দলভুক্ত নয়) ঘোষণা দিয়েছেন।[৫৪১]

(৩৯৩) হজরত উম্মে আতিয়্যা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوْحَ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থেকে বিলাপ না করার বাইআত নিয়েছেন।[৫৪২]

(৩৯৪) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.

অর্থ: মানুষের দুটি কাজ কুফরি– এক. বংশের বিষয়ে আপবাদ দেয়া। দুই. মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা।[৫৪৩]

(৩৯৫) হজরত আবু সাইদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাপকারী ও বিলাপ শ্রবণকারী মহিলার ওপর অভিশম্পাত করেছেন।[৫৪৪]

(৩৯৬) হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، فَبَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

---

৫৪০. সহিহ বুখারি: ১২৯৪, সহিহ মুসলিম: ১০৩, সুনানে নাসাঈ ৪/২০, সুনানে আবু দাউদ: ৩১২৭, মুসনাদে আহমাদ ১/৩৮৬।

৫৪১. সহিহ বুখারি: ১২৯৬, সহিহ মুসলিম: ১০৪, সুনানে নাসাঈ ৪/২০, মুসনাদে আহমাদ ২/৩৭৬।

৫৪২. সহিহ বুখারি: ১৩০৬, সহিহ মুসলিম: ৯৩৬, সুনানে নাসাঈ ৭/১৪৮, মুসনাদে আহমাদ ৫/৮৫, সুনানে আবু দাউদ: ৩১২৭।

৫৪৩. সহিহ মুসলিম: ৬৮, সুনানে তিরমিজি: ১০০১, মুসনাদে আহমাদ ২/৩৭৭।

৫৪৪. সুনানে আবু দাউদ: ৩১২৮, মুসনাদে আহমাদ ৩/৬৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَوْا، فَقَالَ: أَلَا تَسْمَعُوْنَ، إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ বিন উবাদা রাদি. কে দেখতে গেলেন। তার সঙ্গে আবদুর রহমান বিন আউফ রাদি., সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদি. এবং আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদি. ছিলেন। তাঁকে দেখতে গিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেঁদে ফেললেন। উপস্থিত লোকেরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাঁদতে দেখে সকলেই কেঁদে ফেললেন। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি কোননি যে, আল্লাহ তাআলা চোখের পানি বা অন্তরের বিষণ্নতার কারণে শাস্তি দেন না। বরং এই জিহ্বার কারণে শাস্তি দেন বা দয়া করেন।[৫৪৫]

(৩৯৭) হজরত উসামা বিন যায়েদ রাদি. বলেন–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ ابْنُ ابْنَتِهِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، ؟ قَالَ: هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক মৃত নাতিকে তাঁর কাছে আনা হল। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। সাদ রাদি. জিজ্ঞাসাা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, এটি কী? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি রহমতের পানি, যা আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মুমিন বান্দার হৃদয়ে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর দয়াবান বান্দাদের ওপর দয়া করে থাকেন।[৫৪৬]

(৩৯৮) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে,

---

৫৪৫. সহিহ বুখারি: ১৩০৪, সহিহ মুসলিম: ৯২৩।

৫৪৬. সহিহ বুখারি: ১২৮৪, সহিহ মুসলিম: ৯২৩, সুনানে নাসাঈ ৪/২১-২২, সুনানে আবু দাউদ: ৩১২৫, মুসনাদে আহমাদ ৫/২০৪, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৫৮৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيْمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: وَأَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَوْفٍ، إِنَّهَا رَحْمَةٌ. ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ: إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُوْلُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ছেলে ইবরাহিমের কাছে আসলেন। তখন তাঁর প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ দিয়ে পানি পড়ছিল। তা দেখে আবদুর রহমান বিন আউফ রাদি. বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনিও কাঁদছেন! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ইবনে আউফ, এটি দয়ার পানি। এরপর তিনি বললেন, চোখ অশ্রুসিক্ত হয়, অন্তর বিষণ্ন হয়। আমরা বিপদে এমন কিছুই বলব যাতে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হবেন। হে ইবরাহিম তোমার বিয়োগে আমরা ব্যাথিত।[৫৪৭] –এ ধরনের আরো অনেক প্রসিদ্ধ হাদিস রয়েছে।

সহিহ হাদিসে যে আছে, 'পরিবারের লোকদের ক্রন্দনের কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়।' –এটি ব্যাপক অর্থে নয়; বরং ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। উলামায়ে কেরাম এটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। সবচেয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা হল, যদি মৃত ব্যক্তি কান্নার কারণ হয়ে থাকে তাহলে শাস্তি হবে। আরেকটি ব্যাখ্যা হল, যদি সে ক্রন্দন করতে ওসিয়ত করে যায়, তাহলে শাস্তি হবে। ইত্যাদি।

আমাদের উলামায়ে কেরাম বলেন, মৃত্যুর আগে ও পরে ক্রন্দন করা জায়েজ আছে। তবে আগে ক্রন্দন করাই ভালো। কারণ, হাদিসে এসেছে, 'যখন মৃত্যু হয়ে যায় তখন যেন কেউ ক্রন্দন না করে।[৫৪৮] –ইমাম শাফেয়ি রহ.

---

৫৪৭. সহিহ বুখারি: ১৩০৩, সহিহ মুসলিম ৩/১৯৪, সুনানে আবু দাউদ: ২১২৬, মুসনাদে আহমাদ ৩/১৯৪।

৫৪৮. সুনানে আবু দাউদ: ৩১১১, সুনানে নাসাঈ ৪/১৩, সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৮০৩, মুয়াত্তা মালেক ১/২৩৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বলেন, মৃত্যুর পর ক্রন্দন করা মাকরুহে তানজিহি। তিনি উক্ত হাদিসকে মাকরুহ বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

সমবেদনা প্রকাশ করা সুন্নাত

(৩৯৯) হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে সে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব পাবে।[৫৪৯]

(৪০০) হজরত আবু বারজা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ عَزَّى ثَكْلَى كُسِيَ بُرْدًا فِي الْجَنَّةِ.

অর্থ: যে সন্তানহারা ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে তাকে জান্নাতে এক চাদর পরিধান করানো হবে। –ইমাম তিরমিজি বলেন, সনদটি শক্তিশালী নয়।[৫৫০]

(৪০১) হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদি. থেকে এক দীর্ঘ হাদিস বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছেন–

مَا أَخْرَجَكِ مِنْ بَيْتِكِ يَا فَاطِمَةُ؟ قَالَتْ: أَتَيْتُ أَهْلَ هَذَا الْمَيِّتِ، فَتَرَحَّمْتُ إِلَيْهِمْ، وَعَزَّيْتُهُمْ بِمَيِّتِهِمْ .

অর্থ: হে ফাতেমা, তুমি কী জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছ? ফাতেমা রাদি. বললেন, আমি এই মৃতের পরিবারের কাছে এসেছি তাদের প্রতি সহানুভূতি বা সমবেদনা প্রকাশের জন্য।[৫৫১]

---

৫৪৯. সুনানে তিরমিজি: ১০৭৬, সুনানে কুবরা ৪/৫৯, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৬০২।

৫৫০. সুনানে তিরমিজি: ১০৭৬।

৫৫১. সুনানে আবু দাউদ: ৩১২৩, সুনানে নাসাঈ ৪/২৭, মুসনাদে আহমাদ ২/১৬৯, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৩৭৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৪০১) হজরত আমর বিন হাজম রাদি. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّيْ أَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ: যে মুমিন ব্যক্তি অপর মুমিন ভাইয়ের বিপদে তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে আল্লাহ তাআলা তাকে কেয়ামতের দিন সম্মানের পোশাক পরিধান করাবেন।[৫৫২]

তাজিয়া হল, ধৈর্যধারণে উৎসাহিত করা। এমন কিছু বলা যাতে মৃত ব্যক্তির পরিবার সান্তনা পায়; দুঃখ লাঘব হয়; বিপদ হালকা হয়। এটি মুস্তাহাব। কারণ, এতে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধের বিষয়টি রয়েছে। এটি আল্লাহ তাআলার এ আদেশ পালনেরও নামান্তর– 'তোমরা সৎ ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সাহায্য কর।'[৫৫৩] এটি সমবেদনা প্রকাশের সবচেয়ে সুন্দর দলিল।

সহিহ হাদিসে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– কোন বান্দা যতক্ষণ অপর বান্দার সাহায্য করবে, আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত সে বান্দার সাহায্য করেন।[৫৫৪]

দাফনের আগে ও পরে সমবেদনা জানানো মুস্তাহাব। মৃত্যুর পর থেকে দাফনের তিনদিন পর পর্যন্ত সমবেদনা জানানোর সময়। এই তিন হল আনুমানিক; একেবারে চূড়ান্ত সময়সীমা নয়। শায়খ আবু মুহাম্মাদ জুয়াইনি রহ. এরূপ বলেছেন।

শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম বলেন, তিন দিনের পর তাজিয়া করা মাকরুহ। কারণ, তাজিয়া করা হয়ে থাকে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির মনকে শান্ত করার জন্য। আর সাধারণত তিন দিন পর তার অন্তর শান্ত হয়ে যায়। তাই নতুন করে তার মনকে অস্থির করার প্রয়োজন নেই। এটিই অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মত।

---

৫৫২. সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৬০১, সুনানে বাইহাকি ৪/৫৯। হাদিসটি দুর্বল।

৫৫৩. সুরা মায়েদা: ০২।

৫৫৪. সহিহ মুসলিম: ২৬৯৯, সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৪৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আবুল আব্বাস বিন কাস রহ. বলেন, তিন দিন পরে তাজিয়া করলেও সমস্যা নেই। বরং সর্বদা তাজিয়া করা যাবে, যদিও এক সুদীর্ঘ কাল পার হয়ে যায়। ইমামুল হারামাইন রহ. থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে।

তবে সঠিক কথা হল, তিন দিন পর তাজিয়া করা যাবে না। তবে দুই অবস্থায় করা যেতে পারে। যদি শান্ত্বনা দানকারী বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি দাফনের সময় অনুপস্থিত থাকে। তিন দিনের পর যদি তারা ফিরে আসে তাহলে এক্ষেত্রে তিন দিন পরেও তাজিয়া করা যাবে।

শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম বলেন, দাফনের আগের চেয়ে দাফনের পরে তাজিয়া করা উত্তম। কারণ, দাফনের আগে মৃতের পরিবার তার কাফন-দাফনে ব্যস্ত থাকে। এছাড়াও দাফনের পরে আপনজনের বিচ্ছেদটা বেশি উপলব্ধি করে থাকে। যদি দাফনের আগে বেশি অস্থিরতা দেখা না যায় তাহলে দাফনের পরে করা উত্তম। তবে যদি দাফনের আগে বেশি অস্থিরতা দেখা যায় তাহলে তাদেরকে শান্ত করার জন্য দাফনের আগেই তাজিয়া করবে।

পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা মুস্তাহাব

মৃতের পরিবারের ছোট-বড়ো, পুরুষ-মহিলা–সকল নিকটাত্মীয়ের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা চাই। তবে যুবতী মহিলা থাকলে তাদের মাহরাম তাদেরকে সান্ত্বনা দেবে। মছিবতে ধৈর্যধারণের জন্য নেককার, দুর্বল ও শিশুদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তাজিয়া তথা সমবেদনার জন্য মজলিস করা মাকরুহ

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, তাজিয়ার জন্য মজলিস করা মাকরুহ, অর্থাৎ মৃতের পরিবার একটি ঘরে বসে থাকবে, যেন সমবেদনা জ্ঞাপনকারীরা সেখানে এসে সমবেদনা জ্ঞাপন করতে পারে। এরূপ করা মাকরুহ। বরং তারা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকবে। পুরুষ ও মহিলা সকলের তাজিয়ার মজলিস মাকরুহ। মুহামিলি রহ, এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছেন। এটি মাকরুহে তানজিহি হবে, যদি এর সাথে অন্য কোন বিদআত যুক্ত না থাকে। যদি এর সাথে অন্য কোন হারাম বিদআত সম্পৃক্ত থাকে তাহলে তা বিদআত হওয়ার দরুন ঘৃণ্য হারাম কাজ হবে। সহিহ হাদিসে বর্ণিত আছে, 'দীনের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মাঝে প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বস্তু বিদআত। আর প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্টতা।[৫৫৫]

সমবেদনা জ্ঞাপনের শব্দ

সমবেদনা জ্ঞাপনের শব্দের ক্ষেত্রে কোন ধরাবান্ধা নেই। যে শব্দ দিয়ে সমবেদনা হবে সেটিই বলবে। শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম বলেন, মুসলমান ব্যক্তি অপর মুসলমানকে এ কথা বলে শান্ত্বনা দেয়া মুস্তাহাব–

أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ، وأَحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لمَيِّتِكَ.

উচ্চারণ: আজামাল্লাহু আযরাকা ওয়া আহসানা আজাআকা ওয়া গাফারা লিমায়্যিতিক।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা তোমাকে বড় প্রতিদান দান করুন। উত্তম সান্ত্বনা দান করুন। তোমার মৃত ব্যক্তিকে মাফ করুন। –মুসলমান কাফেরকে সান্ত্বনা দেয়ার ক্ষেত্রে বলবে:

أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ.

উচ্চারণ: আজামাল্লাহু আযরাকা ওয়া আহসানা আজাআক।

অর্থ: আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তোমাকে উত্তম সান্ত্বনা দান করুন। –কাফের ব্যক্তি মুসলমানকে সান্ত্বনা দিতে বলবে:

أَحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ.

উচ্চারণ: আহসানা আজাআকা ওয়া গাফারা লিমায়্যিতিক।

অর্থ: আল্লাহ তোমাকে উত্তম সান্ত্বন দান করুন। তোমার মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করুন। –অমুসলিম অমুসলিমকে সান্ত্বনা দিতে বলবে:

أَخْلَفَ اللهُ عَلَيْكَ.

উচ্চারণ: আখলাফাল্লাহু আলাইক।

অর্থ: আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিনিধি দান করুন।

---

৫৫৫. সহিহ মুসলিম: ৮৬৮। শোকসভার বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পড়ুন: চেতনার মশাল (জালসায়ে তাজিয়াত কি শরয়ি হাইসিয়াত)। লেখক: হজরতুল উসতাজ মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ। ভাষান্তর: অধম উবায়দুল্লাহ আসআদ। প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ ঢাকা।– উ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সান্ত্বনা দেয়ার উত্তম পন্থা

(৪০৩) হজরত উসামা বিন যায়েদ রাদি. বলেন–

أَرْسَلَتْ إِحْدٰى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ تَدْعُوْهُ وَتُخْبِرُهُ، أَنَّ صَبِيًّا لَهَا أَوِ ابْنًا فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ لِلرَّسُوْلِ: ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَأَخْبِرْهَا أَنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক কন্যা এক ব্যক্তিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালেন; তাঁকে ডেকে নেয়ার জন্য এবং এ সংবাদ দেয়ার জন্য যে, সে কন্যার বাচ্চা বা ছেলে মুমূর্ষু অবস্থায় আছে। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দূতকে বললেন, তুমি তার কাছে ফিরে গিয়ে বল–

إِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.

উচ্চারণ: ইন্না লিল্লাহি তাআলা মা আখাজা ওয়া লাহু মা আ'তা ওয়া কুল্লু শাইয়িন ইনদাহু বি আজালিন মুসাম্মা ফালতাসবির ওয়াল তাহতাসিব।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা যা নিয়েছেন তার মালিকও তিনি এবং যা দিয়েছেন তার মালিকও তিনি। সবকিছুরই আল্লাহ তাআলার কাছে একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। (অতঃপর তুমি তাকে আদেশ করবে) ধৈর্যধারণ কর এবং সওয়াবের আশা রাখ।[৫৫৬]

উক্ত হাদিসটি ইসলামের বড় একটি মূলনীতি। এতে দীনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। দীনের মৌলিক ও শাখাগত বিষয় রয়েছে; আদব-কায়দা, বিপদাপদ, চিন্তা-পেরেশানি, রোগ-বালাই ইত্যাদি সকল আকস্মিক বিষয়ে ধৈর্যধারণের বিষয় রয়েছে।

হাদিসটির অর্থ হল, পুরো জগতের মালিক আল্লাহ তাআলা। তিনি তোমাদের মালিকানা বস্তু নেননি। বরং তিনি তোমাদেরকে আমানতস্বরূপ যা দিয়েছিলেন, তা নিয়ে গেছেন।

---

৫৫৬. সহিহ বুখারি: ১২৮৪, সহিহ মুসলিম: ৯২৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দ্বিতীয় অংশ– 'যা দিয়েছেন তার মালিক তিনি।' তিনি তোমাদেরকে যা দান করেন, তা আল্লাহর মালিকানা থেকে বেরিয়ে যায় না। বরং তিনি তাতে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। সবকিছুরই আল্লাহ তাআলার কাছে একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। তাই তোমরা বিচলিত হয়ো না। সুতরাং তিনি যার জান কবজ করেন, তার সময়সীমা শেষ হয়ে গেছে। সে মেয়াদকাল আগপিছ করা অসম্ভব। তোমরা যখন এসব জানলে তখন বিপদে ধৈর্য ধরো এবং সওয়াবের প্রত্যাশা রাখো।

(৪০৪) হজরত কুর্‌রা বিন ইয়াস রাদি. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فَسَأَلَ عَنْهُ فقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، بُنَيُّهُ الَّذِيْ رَأَيْتَهُ هَلَكَ. فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ بُنَيِّهِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ هَلَكَ، فَعَزَّاهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا فُلَانُ، أَيُّمَا كَانَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؛ أَنْ تَمَتَّعَ بِهِ عُمُرَكَ، أَوْ لَا تَأْتِيْ غَدًا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ، يَفْتَحُهُ لَكَ؟ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، ، بَلْ يَسْبِقُنِيْ إِلىٰ بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَفْتَحُهَا لِيْ لَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ. قَالَ :فَذَاكَ لَكَ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবিকে দেখতে না পেয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, তার যে ছেলেকে আপনি দেখেছিলেন, সে মৃত্যুবরণ করেছে। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সাহাবির কাছে গেলেন। তার ছেলে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে জানাল, ছেলে মৃত্যুবরণ করেছে। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তোমার কাছে কোনটি প্রিয়? পার্থিব জীবনে ছেলেকে নিয়ে খুশীতে দিনাতিপাত করবে নাকি আগামী দিন জান্নাতের দরজায় গিয়ে তাকে দেখতে পাবে যে, সে তোমার আগে দরজার কাছে এসে তোমার জন্য তা খুলে রেখেছে? সেই সাহাবি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, বরং সে আগে আগে জান্নাতে গিয়ে আমার জন্য দরজা খুলে রাখুক– এটিই আমার কাছে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বেশি প্রিয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি এরূপ প্রতিদানই পাবে।[৫৫৭]

ইমাম বাইহাকি রহ. ইমাম শাফেয়ির মানাকেবে বর্ণনা করেন, ইমাম শাফেয়ি রহ. এর কাছে এ সংবাদ এল যে, আবদুর রহমান বিন মাহদি রহ. এর এক সন্তান মৃত্যুবরণ করলে তিনি অনেক অস্থির ও ভেঙ্গে পড়েন। তখন ইমাম শাফেয়ি রহ. তাঁর কাছে পত্র পাঠালেন– ' হে ভাই, তুমি অন্যকে যেভাবে সান্ত্বনা দিয়ে থাক সেভাবেই নিজের মনকে সান্ত্বনা দাও। অন্যের যেসব কাজ তুমি মন্দ বলে থাক সেগুলো নিজের জন্যও মন্দ মনে কর। মনে রেখ, সবচেয়ে মন্দ বিপদ হল, আনন্দ দূর হওয়া ও সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া। যদি এর সঙ্গে পাপ মিলিত হয়, তাহলে তা কত নিকৃষ্ট বিপদে পরিণত হবে সেটি ভেবে দেখেছ কি? তোমার অংশ কাছে আসলে তা গ্রহণ কর, তা তোমার থেকে দূরে সরে যাওয়ার পর তালাশ করার আগে। আল্লাহ তোমাকে বিপদে ধৈর্যধারণ করার তাওফিক দান করুন। আমাদের ও তোমার জন্য ধৈর্যের দরুন নেকি দান করুন। এরপর এক কবিতা লিখেন–

إِنِّي مُعَزِّيْكَ لَا أَنِّيْ عَلٰى ثِقَةٍ * مِنَ الْخُلُوْدِ وَلٰكِنْ سُنَّةُ الدِّيْنِ

فَمَا الْمُعَزَّى بِبَاقٍ بَعْدَ مَيِّتِهِ * وَلَا الْمُعَزِّيْ وَلَوْ عَاشَا إِلٰى حِيْنِ.

আমি তোমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছি। আমি চিরদিন বেঁচে থাকার নিশ্চয়তার সঙ্গে বলছি না; তবে এটি ইসলাম ধর্মের রীতি।

যাকে সান্ত্বনা দেয়া হয় সে মৃত্যুর পর বেঁচে থাকে না এবং সান্ত্বনা দানকারীও বেঁচে থাকে না; যদিও একটি সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

এক ব্যক্তি মুসলমান ভাইয়ের ছেলের মৃত্যুতে সান্ত্বনা দিয়ে এই চিঠি লিখে পাঠাল যে, হামদ ও সালাতের পর! সন্তান যতদিন বেঁচে থাকে বাবার জন্য দুশ্চিন্তা ও ফিতনার কারণ হয়ে থাকে। সন্তান আগে আগে মারা গেলে বাবার জন্য রহমত ও অনুগ্রহের কারণ হয়। তাই তুমি দুশ্চিন্তা ও ফিতনা হাত ছাড়া হওয়ার কারণে বিচলিত হয়ো না। বিপদের দরুন আল্লাহ তোমাকে যে রহমত ও অনুগ্রহ দান করছেন তা নষ্ট কর না।

---

৫৫৭. সুনানে নাসাঈ ৪/২২, মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৫, ইবনে হিব্বান: ৭২৫, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৩৮৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মুসা বিন মাহদি ইবরাহিম সালেমের ছেলের মৃত্যুতে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ছেলে তোমাকে আনন্দ দিয়েছে, অথচ জীবদ্দশায় সে ছিল মুসিবত ও ফিতনার কারণ। মৃত্যুবরণ করে তোমাকে বিষণ্ন করেছে, অথচ সে মৃত্যুর পর তোমার জন্য হয়েছে রহমত ও শান্তি।

এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তুমি আল্লাহকে ভয় কর ও ধৈর্যধারণ কর। তাঁর কাছেই সওয়াব প্রত্যাশী ব্যক্তি সওয়াব পেয়ে থাকে। তাঁর কাছেই দুঃখিত ব্যক্তি ফিরে যায়।

এক ব্যক্তি সান্ত্বনা দিয়ে বলল, সন্তান পরকালে নেকির কারণ হওয়া, দুনিয়াতে আনন্দের উপকরণ হওয়ার চেয়ে উত্তম।

হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তাঁর সন্তানকে দাফন করার পর তিনি কবরের কাছে দাঁড়িয়ে হেসে দিলেন। তাকে বলা হল, আপনি কবরের কাছে হাসছেন! তিনি বললেন, আমি চাচ্ছি, শয়তানের নাককে ধূলিধূসরিত করতে (শয়তানকে অপমান করতে)।

ইবনে জুরাইজ রহ. থেকে বর্ণিত আছে– তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বিপদের সময় প্রতিদান ও সওয়াবের প্রত্যাশার মাধ্যমে সান্ত্বনা লাভ করে না, সে একদিন প্রাণীদের মতই সবকিছু ভুলে যাবে এবং কোন প্রতিদান পাবে না।

হজরত হুমাইদ আরাজ রহ. বলেন, আমি সাঈদ বিন জুবাইর রাহিমাহুল্লাহুকে দেখেছি, তিনি ছেলের দিকে তাকিয়ে বলছেন, 'আমি জানি উত্তম বন্ধুত্ব সম্পর্কে।' তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, সেটি কি? তিনি বললেন, সে মৃত্যুবরণ করবে, তখন আমি সওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করব।

হজরত হাসান বাসরি রহ. থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তার সন্তানকে নিয়ে আহাজারী করছিল এবং তার কাছে এসে অভিযোগ করছিল। হাসান রহ. জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ছেলে কি তোমার কাছ থেকে দূরে থাকত? সে ব্যক্তি বলল, জি, সে আমার থেকে বেশিরভাগ সময়ই দূরে থাকত। তিনি বললেন, তুমি মনে কর সে তোমার থেকে দূরে আছে। কারণ, জীবদ্দশার দূরের চেয়ে বর্তমান দূরের ফলে তুমি সওয়াব পাচ্ছ, আর এটিই শ্রেষ্ঠ। সে ব্যক্তি তখন বলল, হে আবু সাঈদ, আপনি আমার ছেলে বিয়োগের কষ্টকে লাঘব করে দিয়েছেন।

হজরত মাইমুন বিন মিহরান বলেন, এক ব্যক্তি উমর বিন আবদুল আজিজ রহ. এর ছেলে আবদুল মালিকের মৃতুতে তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। তখন উমর বিন আবদুল আজিজ রহ. বললেন, আবদুল মালিকের যে ঘটনাটি ঘটেছে সে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বিষয়টি সম্পর্কে আমরা আগে থেকেই জানতাম। ঘটনা ঘটার পর আমরা সেটিকে অপরিচিত ভাবছি না।

হজরত বিশর বিন আবদুল্লাহ রহ. বলেন, উমর বিন আবদুল আজিজ ছেলে আবদুল মালিকের কবরে দাঁড়িয়ে বললেন, হে বৎস! আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন। তুমি ছিলে এক আনন্দদানকারী সন্তান। তুমি ছিলে সদাচারী তরুণ। আমি চাচ্ছি না যে তুমি আমার ডাকে সাড়া দেবে।

মাসলামা রহ. বলেন, আবদুল মালিক বিন উমর মারা যাওয়ার পর তার পিতা চেহারা থেকে কাপড় খুলে বললেন, হে বৎস! আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন। তোমার জন্মের সুসংবাদ দেয়া হলে আমি আনন্দিত হয়েছিলাম। তুমি যতদিন জীবিত ছিলে তোমার কারণে আমরা আনন্দিত ছিলাম। বর্তমান মুহূর্তের চেয়ে আমি কখনও বেশি আনন্দিত ছিলাম না। আল্লাহর কসম, তুমি তোমার পিতাকে জান্নাতে ডেকে নেবে।

আবুল হাসান মাদায়িনি রহ. বলেন, উমর বিন আবদুল আজিজ ছেলের অসুস্থতার সময় তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে বৎস! তুমি কীসের ওপর রয়েছ? ছেলে বলল, আমি হকের ওপর আছি। হে বৎস! কেয়ামতের দিন তুমি তোমার মিজানের পাল্লায় থাকার চেয়ে আমার মিজানের পাল্লায় থাকাটা আমার কাছে অধিক প্রিয়। ছেলে বলল, বাবা, আমার প্রিয় বস্তুর চেয়ে আপনার প্রিয় বস্তুই আমার কাছে বেশি প্রিয়।

জুয়াইরা বিন আসমা তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিন ভাই তুস্তারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। সে যুদ্ধে তারা সকলেই শহিদ হয়ে যায়। তাদের মা কোন প্রয়োজনে বাজারে গেলে তুস্তার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয়। মহিলা তাকে চিনে তার ছেলেদের কথা জিজ্ঞাসা করল। সে ব্যক্তি বলল, তারা সকলেই শহিদ হয়েছে। মহিলা জিজ্ঞাসা করল, তারা যুদ্ধক্ষেত্রে সামনে অগ্রসর হতে হতে শহিদ হয়েছে নাকি পলায়ন করতে গিয়ে শহিদ হয়েছে? সে ব্যক্তি বলল, সামনে অগ্রসর হতে হতে শহিদ হয়েছে। তিন সন্তানের মা সেই মহিলা বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, তারা সফল হয়েছে। তারা পরিবার-পরিজনকে হেফাজত করেছে। আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে।

ইমাম শাফেয়ি রহ. এর ছেলের মৃত্যু হলে তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন–

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

وَمَا الدَّهْرُ إِلَّا هَكَذَا فَاصْطَبِرْ لَهُ * رَزِيَّةُ مَالٍ أَوْ فِرَاقُ حَبِيْبٍ.

যুগ এমনই যে, সম্পদ হস্তচ্যুত হবে বা আপনজন বিদায় নিবে; সুতরাং ধৈর্যধারণ কর।

আবুল হাসান মাদায়িনি রহ. বলেন, উবায়দুল্লাহ বিন হাসানের পিতা হাসান রহ. মৃত্যুবরণ করলেন। সে সময় উবায়দুল্লাহ বসরা শহরের বিচারক ও আমির ছিলেন। তখন তাকে অনেকেই সান্ত্বনা দিতে আসলেন। তারা এসময় মানুষের অধৈর্য বুঝার বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। শেষে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, অধৈর্য ও অস্থির সে ব্যক্তি যে কোন বিপদ বা কারও মৃত্যুতে তার দৈনন্দিনের নির্দিষ্ট কাজ ছেড়ে দেয়।

এ বিষয়ে অনেক উক্তি ও মনীষীদের বাণী রয়েছে। আমি এখানে কিছু উল্লেখ করেছি, যেন কিতাবটি এ বিষয়ের আলোচনা থেকে খালি না থাকে।

ইসলামি যুগে মহামারী

ইসলামি যুগে যেসব মহামারী হয়েছে, তার কিছু আলোচনা এখানে করা হল। এটি এখানে আলোচনার উদ্দেশ্য হল, অন্যের দুঃখ-কষ্ট দেখে নিজে সান্ত্বনা লাভ করা। ব্যক্তির ওপর যে মুসিবত এসেছে তা আগেকার মুসিবতের চেয়ে অনেক অনেক কম– এ বিষয়টি বুঝানো।

আবুল হাসান মাদায়িনি রহ. বলেন, ইসলামি যুগে প্রসিদ্ধ ভয়াবহ পাঁচটি মহামারী হয়েছিল– ষষ্ঠ হিজরিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মাদায়েন শহরে 'শিরওয়াইহ' নামক এক মহামারী হয়েছিল। এরপর উমর রাদি. এর যুগে সিরিয়ায় 'আমওয়াস' নামক এক মহামারী হয়েছিল। সে মহামারীতে ২৫ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল। এরপর আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের রাদি. এর যুগে ৬৯হিজরির শাওয়াল মাসে মহামারী হয়েছিল। সেসময় তিন দিনের প্রতিদিন ৭০হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করছিল। এই মহামারীতে আনাস বিন মালেক রাদি. এর ৮৩জন সন্তান মৃত্যুবরণ করে। কারও কারও মতে, ৭৩ জন সন্তান মৃত্যুবরণ করে। আবদুর রহমান বিন আবু বাকরা রাদি. এর ৪০ জন সন্তান মৃত্যুবরণ করে।

এরপর ৮৭ হিজরির শাওয়াল মাসে 'ফাতাইয়াত' নামক মহামারী হয়। অতঃপর ১৩১ হিজরির রজব মাসে এক মহামারী হয়। সে মহামারী রমজান মাসে এসে প্রকট রূপ ধারণ করে। সেসময় মারবাদ নামক পথে প্রতিদিন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

একহাজার ব্যক্তির জানাযা পড়া হত। এরপর শাওয়াল মাসে গিয়ে কিছু কমে। কুফা নগরীতে ৫০ হিজরিতে এক মহামারী হয়েছিল। সে মহামারীতে মুগিরা বিন শুবা রাদি. মৃত্যুবরণ করেন। –মাদায়িনির বক্তব্য এখানে শেষ হল।

মৃত্যুর সংবাদ দেয়ার বিধান

মৃত ব্যক্তির পরিবার ও আত্মিয়-স্বজনকে মৃত্যুর সংবাদ জানানো জায়েজ, তবে আম ঘোষণা করা মাকরুহ।

(৪০৫) হজরত হুজাইফা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন–

إِذَا مِتُّ فَلَا تُؤْذِنُوْا بِيْ إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ نَعْيًا ؛ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ .

অর্থ: আমি মৃত্যুবরণ করলে তোমরা আমার মৃত্যুর সংবাদ কাউকে জানাবে না। আমি আশংকা করি যে, এটি আম ঘোষণা হয়ে যাবে। কারণ, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা করা থেকে নিষেধ করেছেন। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[৫৫৮]

(৪০৬) হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ؛ فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ.

অর্থ: তোমরা মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা করা থেকে বিরত থাক। এটি জাহেলি যুগের কাজ।[৫৫৯]

(৪০৭) সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে আছে–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাদশা নাজাশির মৃত্যুর সংবাদ সাহাবায়ে কেরামকে জানিয়েছেন।[৫৬০] –সহিহ বুখারি ও মুসলিমে আছে: এক

---

৫৫৮. সুনানে তিরমিজি: ৯৮৬, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৪৭৬, মুসনাদে আহমাদ ৫/৪০৬, সুনানে বাইহাকি ৪/৭৪।

৫৫৯. সুনানে তিরমিজি: ৯৮৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম তাকে রাতে দাফন করে ফেলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ব্যক্তির মৃত্যুর বিষয়টি জানেননি। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা আমাকে তার মৃত্যুর বিষয়টি জানাবে না?[৫৬১]

উলামায়ে কেরাম বলেন, মৃতের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে জানানো চাই। যা এ দুই হাদিসের মাধ্যমে বোঝা যায়। তারা বলেন, জাহেলি যুগের ন্যায় মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা করা নিষিদ্ধ। জাহেলি যুগে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু হলে তারা গোত্রগুলোর কাছে একজন ঘোষক পাঠাত। যে ঘোষণা করত– অমুকের মৃত্যুর সংবাদ বা আরবের মৃত্যুর সংবাদ। অর্থাৎ অমুকের মৃত্যুর কারণে আরবের মৃত্যু হয়েছে। সেই ঘোষণার সাথে কান্না ও আহাজারীও থাকত।

শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর জানান দেয়া দুই কারণে উত্তম বলেন। একদল উলামায়ে কেরাম বলেন, মৃতের নিকটাত্মীয় ও দূরবর্তী আত্মীয়কে জানানো মুস্তাহাব। কারণ, এতে নামাজের মুসল্লি বাড়বে এবং তার জন্য অধিক সংখ্যক মানুষ দুআ করবে। আরেক দল উলামায়ে কেরাম বলেন, শুধু দূরে থাকা আত্মীয়দেরকে জানানো মুস্তাহাব; অন্যদের নয়। তবে সঠিক কথা হল– সকলের মাঝেই শুধু ঘোষণা করা উত্তম।

মৃত ব্যক্তিকে গোসল ও কাফনের সময় যে দুআ পড়বে

মৃতের গোসল ও কাফনের সময় বেশি বেশি জিকির করা চাই। উলামায়ে কেরাম বলেন, গোসল দানকারী ব্যক্তি মৃতের ভালো কিছু দেখলে– যেমন চেহারা নুরানি হওয়া ও সুগন্ধি বের হওয়া ইত্যাদি, তাহলে এগুলো অন্যদের জানানো মুস্তাহাব। আর অপছন্দনীয় কিছু দেখলে, যেমন চেহারা কালো হয়ে যাওয়া, দুর্গন্ধ বের হওয়া, অঙ্গ বিকৃত হওয়া, আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যাওয়া ইত্যাদি দেখলে তা কাউকে বলা হারাম। এ বিষয়ে তাদের প্রমাণ পেশ করেন নিচের হাদিসসূহের দ্বারা–

(৪০৮) হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

---

৫৬০. সহিহ বুখারি: ১২৪৫, সহিহ মুসলিম: ৯৫১, সুনানে তিরমিজি: ১০২২, সুনানে নাসাঈ ৪/৭২, মুসনাদে আহমাদ ২/২৮১।

৫৬১. সহিহ বুখারি: ১৩৩৭, সহিহ মুসলিম: ৯৫৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اُذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ، وَكُفُّوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ.

অর্থঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা মৃতের ভালো বিষয়গুলো আলোচনা কর ও মন্দ বিষয় থেকে বিরত থাক।[৫৬২]

(৪০৯) হজরত আবু রাফে রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ أَرْبَعِيْنَ مَرَّةً

অর্থঃ যে ব্যক্তি মৃতের গোসল দেয় এবং তার মন্দ কিছু গোপন করে, আল্লাহ তাআলা তাকে চল্লিশবার বা চল্লিশটি গুনাহ মাফ করে দেন।[৫৬৩]

আবুল খাইর আল ইয়েমেনি রহ. বলেন, যদি মৃত ব্যক্তি বিদআতি হয়ে থাকে এবং সে প্রকাশ্যে বিদআত করত। তাহলে গোসল দানকারী তাতে অপ্রীতিকর কিছু দেখলে তা মানুষের কাছে প্রকাশ করাই যুক্তিযুক্ত। যেন মানুষ বিদআত থেকে বেঁচে থাকে।[৫৬৪]

জানাযার নামাজের দুআসমূহ

জানাযার নামাজ ফরজে কেফায়া। অনুরূপভাবে গোসল দেয়া, কাফন পরানো ও দাফন করাও ফরজে কেফায়া। এ বিষটিতে সকলেই একমত। জানাযার নামাজ আদায়কারীর সংখ্যা কত হতে হবে– এ ব্যাপারে চারটি মত রয়েছে– **এক.** একজন হলেই চলবে। এটিই অধিকাংশের মত। **দুই.** দুইজন শর্ত। **তিন.** তিনজন শর্ত। **চার.** চারজন শর্ত। তারা একাকী পড়ুক বা জামাতসহ।

জানাযার নামাজ পড়ার পদ্ধতি হল, চার তাকবির বলা। এই চার তাকবির জরুরি। একটি না বললেও নামাজ শুদ্ধ হবে না। পাঁচটি বললে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে কিনা–এ ব্যাপারে শাফেয়ি উলামায়ে কেরামের দুটি বক্তব্য রয়েছে। তবে সঠিক কথা হল, বাতিল হবে না। যদি ইমাম পাঁচ তাকবির বলে, তাহলে মুক্তাদি নামাজ ছেড়ে পৃথক হবে না; আবার ইমামের অনুসরনও করবে না। এটিই সঠিক ও প্রসিদ্ধ অভিমত। তবে ইমামের সঙ্গে

---

৫৬২. সুনানে আবু দাউদঃ ৪৯০০, সুনানে তিরমিজিঃ ১০১৯।

৫৬৩. মুসতাদরাকে হাকিম ১/৩৫৪, সুনানে বাইহাকি ৩/৩৯৫।

৫৬৪. ফিকহে হানাফির হাশিয়াতুত তাহতাবিতেও একই ব্যাখ্যা রয়েছে। বিস্তারিত দেখুনঃ চেতনার মশাল বইয়ে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সালাম ফেরানোর জন্য অপেক্ষা করবে নাকি তৎক্ষণাৎ সালাম ফিরিয়ে ফেলবে–এ ব্যাপারেও দুটি মত রয়েছে। সঠিক কথা হল, অপেক্ষা করবে।

প্রত্যেক তাকবিরের সময় হাত উঠানো মুস্তাহাব।[৫৬৫] তাকবির কেমন হবে, কীভাবে বলতে হবে ইত্যাদি সববিষয় নামাজের অধ্যায়ে আলোচনা গেছে।

তাকবিরগুলোর মাঝে যা পড়তে হবে

প্রথম তাকবিরের পর সুরা ফাতিহা পড়বে।[৫৬৬] দ্বিতীয় তাকবিরের পর দরুদ শরিফ পড়বে। তৃতীয় তাকবিরের পর মৃতের জন্য দুআ করবে। এক্ষেত্রে খালেছ দুআ পড়া ওয়াজিব। চতুর্থ তাকবিরের পর কোন কিছু পড়বে না। তবে আমরা সামনে যাকিছু আলোচনা করব, সেগুলো পড়া মুস্তাহাব।

প্রথম তাকবিরের পর সুরা ফাতিহার আগে আউজুবিল্লাহ, সানা এবং সুরা ফাতিহার পর অন্য কোন সুরা পড়বে কিনা– এ ব্যাপারে শাফেয়ি উলামায়ে কেরামের তিনটি অভিমত রয়েছে। **এক.** সবগুলো পড়া মুস্তাহাব। **দুই.** মুস্তাহাব নয়। তিন. শুধু আউজুবিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব; এটিই সবচেয়ে সহিহ অভিমত। সুরা ফাতিহার পর আমিন বলাও মুস্তাহাব।[৫৬৭]

(৪১০) হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি এক জানাযার নামাজ পড়ালেন। সে নামাজে সুরা ফাতিহা পড়লেন আর বললেন, তোমরা জেনে রেখ, এটি সুন্নাত।[৫৬৮]

দুআগুলো আস্তে পড়া সুন্নাত। রাতে জানাযার নামাজ পড়া হোক বা দিনে। এটিই সহিহ ও প্রসিদ্ধ মাজহাব। তবে একদল উলামায়ে কেরাম বলেন, দিনে নামাজ পড়লে আস্তে পড়বে আর রাতে পড়লে জোরে পড়বে।

দ্বিতীয় তাকবিরের পর অন্তত এতটুকু পড়া ওয়াজিব– 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ' (হে আল্লাহ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর রহমত বর্ষণ করুন) আর 'ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ' (এবং মুহাম্মাদের

---

৫৬৫. হানাফি মাজহাব মতে হাত উঠাবে না।

৫৬৬. হানাফি মাজহাব মতে, প্রথম তাকবিরের পর সুরা ফাতিহা পড়বে না: বরং শুধু সানা পড়বে। (হেদায়া ১/১৮০)

৫৬৭. হানাফিদের মতে প্রথম তাকবিরের পর আল্লার প্রশংসা করবে। যেমন ছানা। প্রশংসার বাক্য ছাড়া অন্য কিছু পড়বে না। (হেদায়া ১/১৮০)

৫৬৮. সহিহ বুখারি: ১৩৩৫, সুনানে আবু দউদ: ৩১৯৮, সুনানে তিরমিজি: ১০২৬, সুনানে নাসাঈ ৪/৭৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

পরিবারের ওপর) বলা মুস্তাহাব। অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে এই দ্বিতীয় অংশটি ওয়াজিব নয়। তবে কেউ কেউ বলেন, ওয়াজিব। এর পর সময় থাকলে মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য দুআ করা চাই। ইমাম শাফেয়ি রহ. তা বলেছেন এবং শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত। মুজানি রহ. ইমাম শাফেয়ি রহ. থেকে বর্ণনা করেন, এ সময় আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করাও মুস্তাহাব। দরুদ শরিফ পড়ার বিষয়ে অনেক হাদিস এসেছে। আমরা এখানে সংক্ষেপনের জন্য সেগুলো উল্লেখ করিনি।

তৃতীয় তাকবিরের পর মৃতের জন্য দুআ করবে। এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হল, যতটুকু বললে সেটিকে দুআ বলা হয়ে থাকে। যেমন, এতটুকু বলা– رَحِمَهُ اللهُ (রাহিমাহুল্লাহ): আল্লাহ তার ওপর রহম করুন। غَفَرَ اللهُ لَهُ (গাফারাল্লাহু লাহ): আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (আল্লাহুম্মাগফিরলি): হে আল্লাহ, আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ (আল্লাহুম্মার হামহু): হে আল্লাহ, আপনি তার ওপর রহম করুন।

অথবা اَللّٰهُمَّ الْطُفْ بِهِ (আল্লাহুম্মাল লতুফ বিহ): হে আল্লাহ, তার প্রতি দয়া করুন, ইত্যাদি। হাদিস শরিফে অনেক দুআ এসেছে, সেগুলো পড়া মুস্তাহাব। এক্ষেত্রে সবচেয়ে সহিহ হাদিস হল–

(৪১১) হজরত আউফ বিন মালেক রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামাজ পড়ালেন। আমি তাঁর থেকে এটি মুখস্থ করেছি। তিনি নামাজে এই দুআ করছিলেন। এমন দুআ শুনে আমি আকাঙ্ক্ষা করছিলাম, যদি মৃত ব্যক্তিটি আমি হতাম। দুআটি হল–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ و مِنْ عَذَابِ النَّارِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফির লাহু, ওয়ার হামহু ওয়া আফিহি ওয়া'ফু আনহু, ওয়া আকরিম নুজুলাহু, ওয়া ওয়াসসি মুদখালাহু, ওয়াগসিলহু বিলমায়ি ওয়াস

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সালজি ওয়াল বারাদি। ওয়া নাক্কিহি মিনাল খাতাইয়া কামা নাক্কাইতাস সাওবাল আবইয়াদা মিনাদ্দানাসি। ওয়া আবদিলহু দারান খাইরান মিন দারিহি ওয়া আহলান খাইরান মিন আহলিহি, ওয়া জাওযান খাইরান মিন জাওযিহি। ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা ওয়া আয়িজহু মিন আজাবিল কাবরি ওয়া মিন আজাবিন্নার।

অর্থঃ হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করুন, তার প্রতি দয়া করুন, মার্জনা করুন এবং তাকে সুরক্ষা দিন। তার আপ্যায়ন সম্মানজনক করুন, তার সমাধি প্রসস্থ করনুন। তাকে ধুয়ে দিন পানি দিয়ে, বরফ দিয়ে এবং শিশির দিয়ে। ময়লা থেকে সাদা কাপড় যেভাবে পরিষ্কার করেন তাকেও তেমনি পাপ থেকে পাক-পরিষ্কার করে দিন। তাকে দিন দুনিয়ার বাড়ি থেকে উত্তম বাড়ি, উত্তম পরিবার এবং শ্রেষ্ঠ স্ত্রী। তাকে জান্নাতে জায়গা দিন এবং কবর ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি দিন।[৫৬৯]

(৪১২) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জানাযার নামাজে এ দুআটি পড়লেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগফিরলি হাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া সাগিরিনা ওয়া কাবিরিনা ওয়া জাকারিনা ওয়া উনসানা, ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা। আল্লাহুম্মা মান আহয়াইতাহু মিন্না ফা আহয়িহি আলাল ইসলামি, ওয়া মান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফা তাওয়াফফাহু আলাল ঈমান। আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আযরাহু ওয়া লা তাফতিন্না বাদাহ।

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমাদের জীবিত-মৃত, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, উপস্থিত-অনুপস্থিত সবাইকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ, আমাদের যাদেরকে হায়াতে রাখবেন তাদেরকে ইসলামের ওপর রাখুন এবং যাদেরকে মৃত্যু দিবেন ঈমান ওপর দিবেন। হে আল্লাহ, আমাদেরকে তার বিচ্ছেদ-বেদনার সওয়াব থেকে বঞ্চিত কর না এবং তার মৃত্যুর পরে আমাদেরকে ভ্রষ্ট কর

---

৫৬৯. সহিহ মুসলিমঃ ৯৬৩, সুনানে তিরমিজিঃ ১০২৫, সুনানে নাসাঈ ৪/৭৩, মুসনাদে আহমাদ ৬/২৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

না। –হাকিম রহ. বলেন, হাদিসটি ইমাম বুখারি ও মুসলিমের শর্তে সহিহ। ইমাম বুখারি রহ. বলেন, উক্ত দুআটি আবু ইবরাহিম তার পিতা থেকে রেওয়ায়েত করেছেন– যা উক্ত দুআর সবচেয়ে সহিহ সনদ। আর এ অধ্যায়ে আউফ বিন মালেকের হাদিসটি সবচেয়ে সহিহ।[৫৭০]

(৪১৩) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি–

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ.

অর্থ: তোমরা মৃত ব্যক্তির জানাযায় তার জন্য বিশেষভাবে দুআ কর।[৫৭১]

(৪১৪) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি জানাযার নামাজে দুআ করা প্রসঙ্গে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا، جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বুহা ওয়া আনতা খালাকতাহা ওয়া আনতা হাদাইতাহা লিল ইসলামি, ওয়া আনতা কাবাদতা রুহানা ওয়া আনতা আলামু বিসিররিহা ওয়া আলানিয়াতিহা, যিনাকা শুফাআ ফাগফির লাহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি আমার রব। আপনি আমার সৃষ্টিকর্তা। আপনি আমাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছেন। আপনি মৃত্যুদাতা। আপনি গোপন-প্রকাশ্য বিষয়ে সবচেয়ে বেশি অবগত। আপনি কিয়ামত দিবসে শাফাআত কবুল করবেন। আপনি তাকে ক্ষমা করুন।[৫৭২]

(৪১৫) হজরত ওয়াসেল বিন আসকা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে একজন মুসলমানের জানাযার নামাজ আদায় করলেন, এরপর আমি তাকে এ দুআ করতে শুনেছি–

---

৫৭০. সুনানে তিরমিজি: ১০২৪, সুনানে আবু দাউদ: ৩২০১, সুনানে বাইহাকি ৪/৪১, আমাল: ১০৮০, নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৪৯৮, মুসনাদে আহমাদ ২/৩৬৮, ইবনে হিব্বান: ৭৫৭, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৩৫৮।

৫৭১. সুনানে আবু দাউদ: ৩১৯৯, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৪৯৭, মাওয়ারিদ: ৭৫৪।

৫৭২. সুনানে আবু দাউদ: ৩২০০, আমাল: ১০৭৬, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَللّٰهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না ফুলানাবনা ফুলানিন ফি জিম্মাতিকা ওয়া হাবলি যিওয়ারিকা, ফাকিহি মিন ফিতনাতিল কাবরি ওয়া আজাবিন্নারি ওয়া আনতা আহলুল ওয়াফায়ি ওয়াল হাক্কি। ফাগফির লাহু ওয়ার হামহু ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহিম।

অর্থ: হে আল্লাহ, অমুকের ছেলে অমুক আপনার দায়িত্বে, আপনার নিকটে। তাকে কবরের আজাব ও জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। আপনি ওয়াদা রক্ষাকারী ও প্রশংসার অধিকারী। তাকে ক্ষমা করুন, দয়া করুন, আপনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

তাছাড়া ইমাম শাফেয়ি রহ. এ সকল হাদিস ও অন্যান্য হাদিস থেকে নিচের দুআটি চয়ন করেছেন। এ দুআটি পড়া তিনি ভালো মনে করেন। দুআটি হল–

اَللّٰهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ، خَرَجَ مِنْ رَوْحِ الدُّنْيَا وَسَعَتِهَا، وَمَحْبُوْبَهُ وَأَحْبَائَهُ فِيْهَا، إِلٰى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمَا هُوَ لَاقِيَهِ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اَللّٰهُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُوْلٍ بِهِ، وَأَصْبَحَ فَقِيْراً إِلٰى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِيْنَ إِلَيْكَ، شُفَعَاءَ لَهُ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِيْ إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيْئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، وَآتِهِ بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ، وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ، وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ حَتّٰى تَبْعَثَهُ إِلٰى جَنَّتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা হাজা আবদুকা ইবনু আবদিকা, খারাজা মিন রাওহিদ্দুনয়া ওয়া সাআতিহা, ওয়া মাহবুবিহি ওয়া আহবাবিহি ফিহা, ইলা জুলমাতিল কাবরি ওয়া মা হুয়া লাকিহি। কানা ইয়াশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসুলুক, ওয়া আনতা আলামু বিহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহুম্মা ইন্নাহু নাজালা বিকা ওয়া আনতা খাইরু মানজুলিন বিহি, ওয়া আসবাহা ফাকিরান ইলা রাহমাতিকা, ওয়া আনতা গানিউন আন আজাবিহি, ওয়া কাদ যি'নাকা রাগিবিনা ইলাইকা, শুফাআ লাহ। আল্লাহুম্মা ইন কানা মুহসিনান ফাজিদ ফি ইহসানিহি, ওয়া ইন কানা মুসিআন ফাতাযাওয়াজ আনহু, ওয়া আতিহি বি-রাহমাতিকা রিদাকা। ওয়াকিহি ফিতনাতাল কাবরি ওয়া আজাবাহু, ওয়াফসাহ লাহু ফি কাবরিহি, ওয়া যাফিল আরদা আন যানবাইহি, ওয়া লাক্কিহি বি-রাহমাতিকাল আমনা মিন আজাবিকা হাত্তা তাবআসাহু ইলা জান্নাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।

অর্থ: হে আল্লাহ, সে আপনার গোলাম, গোলামের গোলাম। দুনিয়ার বিশ্রাম ও প্রশস্ততা থেকে, প্রিয়জন ও বন্ধু-বান্ধব থেকে বেরিয়ে কবরের অন্ধকারের দিকে এবং আমলনামার তিকে রওনা করেছে। দুনিয়ায় সে সাক্ষ্য দিত যে, আপনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসুল। আপনি এ বিষয়ে সর্বজ্ঞাত। ওহে আল্লাহ, সে আপনার মেহমান হয়েছে, আপনিই তার শ্রেষ্ঠ মেজবান। সে আপনার রহমতের মুখাপেক্ষী এবং তাকে শাস্তি প্রদানের অমুখাপেক্ষী। আমরা আপনার কাছে বড় আশা নিয়ে এসেছি, তার পক্ষে সুপারিশ করতে। হে আল্লাহ, সে সৎ হলে তার প্রতি অফুরান অনুগ্রহ করুন, আর অসৎ হলে তাকে ক্ষমা করুন। স্বীয় অনুগ্রহে তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। তাকে কবরের পরীক্ষা ও শাস্তি থেকে হেফাজত করুন। তার জন্য কবর প্রশস্ত করে দিন, তার পার্শ্বদ্বয় থেকে জমি প্রশস্ত করে দিন। স্বীয় দয়ায় তাকে আপনার শাস্তি থেকে সুরক্ষা দিন, জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছানো পর্যন্ত হে সর্বোচ্চ দয়ালু। –দুআটি মুখতাসারুল মুজানিতে আছে।

শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম বলেন, যদি মৃত ব্যক্তি অল্প বয়স্ক হয়, তাহলে পিতা-মাতার জন্য দুআ করবে। এ দুআটি করবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَهُمَا فَرَطاً، واجْعَلْهُ لَهُمَا سَلَفاً، واجْعَلْهُ لَهُمَا ذُخْراً، وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَفْرِغَ الصَّبْرِ عَلٰى قُلُوْبِهِمَا، وَلَا تَفْتِنْهُمَا بَعْدَهُ، وَلَا تَحْرِمْهُمَا أَجْرَهُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মায আলহু লাহুমা ফারাতান, ওয়ায আলহু লাহুমা সালাফান, ওয়ায আলহু লাহুমা জুখরান, ওয়া সাক্কিল বিহি মাওয়াজিনাহুমা,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ওয়া আফরিগিস সাবরা আলা কুলুবিহিমা ওয়া লা তাফতিনহুমা বাদাহু, ওয়া লা তাহরিমহুমা আযরাহ।

অর্থঃ হে আল্লাহ, তাকে তাদের জন্য অগ্রগামী বানান, তাকে তাদের জন্য আগাম বানান, তাকে তাদের জন্য সওয়াবের ভাণ্ডার বানান। তার দ্বারা তাদের আমালনামা ভারী করুন, তাদের অন্তরে সবুর দান করুন। তার তার পশ্চাদে তাদেরকে ফিতনায় লিপ্ত করবেন না এবং তার ভালো কাজ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করবেন না। –এরপর উক্ত দুআর সাথে আল্লাহুম্মাগফিরলি হাইয়িনা....শেষ পর্যন্ত পড়বে।[৫৭৩]

চতুর্থ তাকবিরের পর জিকির করবে না; বরং সালাম ফিরিয়ে ফেলবে। তবে শাফেয়ি রহ. যে দুআর কথা বলেছেন সেগুলো পড়া মুস্তাহাব। দুআটি হল–

اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আযরাহু ওয়া লা তাফতিন্না বা'দাহ।

অর্থঃ হে আল্লাহ, তার ভালো কাজ থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদেরকে ফিতনায় লিপ্ত করবেন না। –আবু আলি বিন আবু হুরায়রা বলেন, পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম এ দুআটি পড়তেন–

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

উচ্চারণঃ রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনয়া হাসানাতান, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতান, ওয়া কিনা আজাবান্নার।

---

৫৭৩. হানাফি উলামায়ে কেরাম বলেন, নাবালেগ বাচ্চাদের জন্য ইস্তিগফার করবে না। বরং নাবালেগ ছেলে হলে এ দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا، وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا مُشَفَّعًا.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মায আলহু লানা ফারাতান ওয়ায আলহু না আযরান ওয়া জুখরান, ওয়ায আলহু লানা শাফিআন ওয়া মুশাফফাআ।

অর্থঃ হে আল্লাহ, তাকে আমাদের জন্য অগ্রগামী বানান, তাকে আমাদের জন্য সওয়াব ও ভাণ্ডার বানান। তাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী বানান এবং তার সুপারিশ কবুল করুন।

আর নাবালেগ মেয়ে হলে এ দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْها لَنَا فَرَطًا، وَاجْعَلْها لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا، وَاجْعَلْها لَنَا شَافِعة مُشَفَّعة.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মায আলহা লানা ফারাতান ওয়ায আলহা না আযরান ওয়া জুখরান, ওয়ায আলহা লানা শাফিআতান ওয়া মুশাফফাআতান।

অর্থঃ হে আল্লাহ, তাকে আমাদের জন্য অগ্রগামী বানান, তাকে আমাদের জন্য সওয়াব ও ভাণ্ডার বানান। তাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী বানান এবং তার সুপারিশ কবুল করুন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন। আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

তবে এই দুআ শাফেয়ি রহ. থেকে বর্ণিত নেই। এটি পড়লে ভালো। ইমাম নববি রহ. বলেন, বায়হাকি শরিফে বর্ণিত হাদিসের দ্বারা চতুর্থ তাকবিরের পর দুআর ব্যাপারে এই হাদিস দ্বারা দলিল দেয়া হয়। আবদুল্লাহ বিন আবু আউফা রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি তার ছেলের জানাযায় চতুর্থ তাকবিরের পর দুই তাকবিরের মাঝখানের সময় পরিমাণ দাঁড়িয়ে ইস্তিগফার ও দুআ পড়েছেন। এরপর বলেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই করেছেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি চতুর্থ তাকবির বলে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আমরা মনে করলাম তিনি পঞ্চম তাকবির বলবেন। কিন্তু না, তিনি পঞ্চম তাকবির না বলে অনেক্ষণ পর ডানদিকে ও বামদিকে সালাম ফেরালেন। নামাজ শেষ হলে আমরা বললাম, ব্যাপার কঅ? বলেলন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যা করতে দেখেছি, এর থেকে একটুও বাড়িয়ে করিনি। অথবা তিনি বলেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করেছেন। হাকিম রহ. বলেন, হাদিসটি সহিহ।[৫৭৪]

জানাযায় সালাম ফেরানো ও মাসবুকের করণীয়

তাকবির ও দুআ শেষে অন্যান্য নামাজের ন্যায় উভয় দিকে সালাম ফেরাবে। যেমনটি পূর্বে আবদুল্লাহ বিন আবু আউফা এর হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে। সালামের হুকুম অন্যান্য নামাজের সালামের মতই। এটাই সহিহ ও বিশুদ্ধ অভিমত।

জানাযার নামাজ শুরু হওয়ার পর কোন ব্যক্তি এসে ইমামকে নামাজের কোন অংশে পেলে তৎক্ষণাৎ তাকবির বলে দাঁড়িয়ে যাবে। সুরা ফাতিহা পড়ে বাকি দুআগুলো তারতিব মতো নিজে নিজে পড়বে। ইমাম যা পড়ে তা পড়বে না। মাসবুক মুক্তাদি তাকবির বলার পর যদি মুক্তাদি কোন দুআ পড়ার আগেই ইমাম তাকবির বলে ফেলে তাহলে মুক্তাদির সে দুআ পড়তে হবে না। যেমন অন্যান্য নামাজে পড়তে হয় না।

---

৫৭৪. সুনানে বাইহাকি: ৪/৪২, মুসতাদরাকে হাকিম ১/৩৬০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মুক্তাদির তাকবির ও দুআ শেষ করার আগেই যদি ইমাম সালাম ফিরিয়ে ফেলে তাহলে মুক্তাদি বাকি তাকবির ও দুআগুলো তারতিবের সঙ্গে পড়বে। এটিই আমাদের সহিহ ও প্রসিদ্ধ মাজহাব।[৫৭৫]

মৃতের খাটিয়ার সঙ্গে যারা যায় তারা যে দুআ পড়বে

তারা আল্লাহর জিকির-আজকার ও দুআ-দরুদে লিপ্ত থাকবে। আর ফিকির করতে থাকবে–মৃত ব্যক্তি যে অবস্থার মুখামুখী হতে যাচ্ছে, তার গন্তব্য কি হবে, তার সেখানে সে কী পাবে ইত্যাদি বিষয়। আর চিন্তা করবে যে, এটিই দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদের শেষ ঠিকানা।

অহেতুক কথাবার্তা থেকে একেবারেই বিরত থাকবে। কেননা এ সময়টা হল চিন্তা-ভাবনার। এসময় উদাসীনতা, খেল-তামাশা ও অহেতুক গল্পগুজব খুবই নিন্দনীয়। তাছাড়া অহেতুক গালগল্প তো সবসময়ই নিষিদ্ধ। তাহলে এ অবস্থায় সেগুলো কিরূপ মন্দ হতে পারে!

পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম বলেন, জানাযার সাথে চলন্ত ব্যক্তিরা নীরব থাকবে। তিলাওয়াত, যিজকির-আজকার ইত্যাদি উচ্চস্বরে করবে না। এর কারণ,হিকমত সুস্পষ্ট। আর তা হল, ঐ সময় চুপ থাকলে মন প্রশান্ত থাকবে, মৃত ব্যক্তি যে অবস্থার মুখামুখী হবে সেগুলো নিয়ে একান্তভাবে চিন্তা করা যাবে। তখন এটিই মূল বিষয়। এটিই হল সবচেয়ে সঠিক ও বাস্তব কথা। এক্ষেত্রে বিপরীত মত পোষণকারী আধিক্যতা দেখে ধোঁকায় পড়া যাবে না। হজরত ফুজাইল বিন ইয়াজ রাদি. বলেছেন, হেদায়েতের পথ আঁকড়ে ধর। এ পথের পথিক কম হলে তোমার সমস্যা নেই। ভ্রষ্টতার পথ থেকে দূরে থাক। পথভ্রষ্টদের আধিক্যতা দেখে তুমি ধোঁকা খেয়ো না।

এ কথার স্বপক্ষে সুনানে বায়হাকিতে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আর দিমাশক ও অন্যান্য দেশের মূর্খরা মৃতের সামনে খুব টেনে টেনে কুরআনে কারিম পড়ে এবং খুব বিকৃতি করে কুরআন পড়ে। এটি সকল উলামায়ে মতে হারাম। "আদাবুল কুররা" কিতাবে এ সংক্রান্ত বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

---

৫৭৫. হানাফি মাজহাব মতে, ইমাম যে অবস্থায় থাকেন সেখানেই এসে আগন্তুক ব্যক্তি শরিক হবে না; বরং পরবর্তী তাকবিরের জন্য অপেক্ষা করবে। ইমাম যখন পরবর্তী তাকবির বলবেন, তখন নামাজে শরিক হবে। এরপর ইমামের অনুসরণ করবে। ছুটে যাওয়া তাকবির ও দুআ আগে পড়বে না। বরং ইমাম সালাম ফেরানোর পরে শুরুতে ছুটে যাওয়া তাকবির ও দুআগুলো পড়ে সালাম ফেরাবে। (হেদায়া ১/১৮০-৮১)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

পাশ দিয়ে কফিন গেলে বা দেখলে যে দুআ পড়বে

এই দুআটি পড়া মুস্তাহাব–

سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ.

উচ্চারণ: সুবহানাল হাইয়িল লাযি লা ইয়ামুতু।

অর্থ: ঐ সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি চিরঞ্জীব। –ইমাম আবুল মাহাসেন রহ. বলেন, এই দুআটিও পড়বে–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَيُّ الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ.

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হাইয়ুল লাযি লা ইয়ামুতু।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব। –এরপর মৃতের জন্য দুআ করবে ও প্রশংসার যোগ্য হলে প্রশংসা করবে, তবে প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করবে না।

মৃত ব্যক্তিকে যারা কবরে রাখবে তারা যে দুআ পড়বে

(৪১৬) হজরত ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবওে লাশ রাখার সময় এই দুআ পড়তেন–

بِاسْمِ اللهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়ালা সুন্নাতি রাসুলিল্লাহ।

অর্থ: আল্লাহর নামে ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার ওপর রাখা হল। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[৫৭৬]

ইমাম শাফেয়ি রহ. ও তার অনুসারীরা উক্ত দুআর সাথে অন্য দুআও মুস্তাহাব বলেছেন। মুখতাসারুল মুজানি গ্রন্থে ইমাম শাফেয়ি রহ. থেকে একটি সুন্দর দুআ বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, যারা মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখবে, তারা এ দুআটি পড়বে–

---

৫৭৬. সুনানে আবু দাউদ: ৩২১৩, সুনানে তিরমিজি: ১০৪৬, সুনানে বাইহাকি ৪/৫৫, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৫৫০, মুসনাদে আহমাদ ৩/৪৭, আমাল: ১০৮৮, নাসাঈ, আমাল: ৫৮৪, ইবনুস সুন্নি, ইবনে হিব্বান: ৭৭৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَللّٰهُمَّ أَسْلَمَهُ إِلَيْكَ الْأَشْحَاءُ مِنْ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ، وَقَرَابَتِهِ وَإِخْوَانِهِ، وَفَارَقَ مَنْ كَانَ يُحِبُّ قُرْبَهُ، وَخَرَجَ مِنْ سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْحَيَاةِ إِلٰى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَضِيْقِهِ، وَنَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُوْلٍ بِهِ، إِنْ عَاقَبْتَهُ فَبِذَنْبٍ، وَإِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَأَنْتَ أَهْلُ الْعَفْوِ، أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، وَهُوَ فَقِيْرٌ إِلٰى رَحْمَتِكَ، اَللّٰهُمَّ اشْكُرْ حَسَنَتَهُ، وَاغْفِرْ سَيِّئَتَهُ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَاجْمَعْ لَهُ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ، وَاكْفِهِ كُلَّ هَوْلٍ دُوْنَ الْجَنَّةِ، اَللّٰهُمَّ اخْلُفْهُ فِيْ تَرِكَتِهِ فِي الْغَابِرِيْنَ، وَارْفَعْهُ فِيْ عِلِّيِّيْنَ، وَعُدْ عَلَيْهِ بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আসলামাহু ইলাইকাল আশিহহাউ মিন আহলিহি ওয়া ওয়ালাদিহি, ওয়া কারাবাতিহি ওয়া ইখওয়ানিহ। ওয়া ফারাকা মান কানা য়ুহিব্বু কুরবাহু ওয়া খারাজা মিন সাআতিদ্দুনিয়া ওয়াল হায়াতি ইলা জুলমাতিল কাবরি ওয়া দাইকিহ। ওয়া নাজালা বিকা ওয়া আনতা খাইরু মানজুলিন বিহ। ইন আকাবতাহু ফাবিজানবিন, ওয়া ইন আফাউতা আনহু ফা আনতা আহলুল আফভি, আনতা গানিয়্যুন আন আজাবিহ ওয়া ফাকিরুন ইলা রাহমাতিক। আল্লাহুম্মাশ কুর হাসানাতাহু, ওয়াগফির সাইয়ি আতাহু ওয়া আয়িজহু মিন আজাবিল কাবরি। ওয়াজমা লাহু বি রাহমাতিকাল আমনা মিন আজাবিকা ওয়াকফিহি কুল্লা হাওলিন দুনাল জান্নাহ। আল্লাহুম্মাখ লুফহু ফি তারিকাতিহি ফিল গাবিরিনা, ওয়ারফাহু ফি ইল্লিয়্যিনা, ওয়া উদ আলাইহি বি ফাদলি রাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।

অর্থ: হে আল্লাহ, তাকে তার পরিবার, সন্তানাদি, আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের কিছু হতভাগ্যরা আপনার সোপর্দ করে যাচ্ছে। সে প্রিয়জনকে ছেড়ে চলে গেছে। দুনিয়ার প্রশস্ততা ও জীবন থেকে কবরের অন্ধকার ও সঙ্কীর্ণতার দিকে রওনা করেছে। সে আপনার মেহমান হয়েছে, আপনিই তার শ্রেষ্ঠ মেজবান। তাকে শাস্তি দিলে পাপের দরুন দিতে পারেন, আর ক্ষমা করলে তো আপনি ক্ষমাশীল। তাকে দিতে আপনি মুখাপেক্ষী নয়, কিন্তু সে আপনার রহমতের মুখাপেক্ষী। হে আল্লাহ, তাকে সৎকর্মের প্রতিদান দিন, তার বিচ্যুতি মার্জনা করুন এবং তাকে কবরের শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখুন। তাকে স্বীয় অনুগ্রহে আপনার শাস্তি থেকে সুরক্ষিত রাখুন এবং জান্নাতে যাওয়া পর্যন্ত সকল

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ভীতিতে আপনি যতেষ্ট হয়ে যান। হে আল্লাহ, পশ্চাদে তার উত্তরাধিকারে প্রতিনিধি নিযুক্ত করুন, তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে জায়গা দিন এবং তার ওপর আপনার অনুগ্রহের বারিধারা বর্ষণ করুন হে সর্বোচ্চ দয়াবান।

দাফনের পর যে দুআ পড়বে

কবরের কাছে যে থাকবে, সে মাথার দিকে দুই হাতের মুষ্টি দিয়ে তিন মুষ্টি মাটি দেবে। একদল শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম বলেন, প্রথমবার বলবে– مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ (মিনহা খালাকনাকুমঃ এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি) দ্বিতীয়বার বলবে– وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ (ওয়াফিহা নুয়িদুকুমঃ এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব) তৃতীয়বার বলবে– وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى (ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরাঃ পুনরায় এ থেকেই তোমাদেরকে উত্থিত করব)।

দাফন-কাজ শেষ করা পর উট জবাই গোশত ভাগ করতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় বসা ভালো। এ সময় কুরআন তিলাওয়াত করবে, মৃতের জন্য দুআ করবে, উপদেশ দেবে, নেককারদের ঘটনা বলবে ও নেককারদের হালত নিয়ে আলোচনা করবে।[৫৭৭]

(৪১৭) হজরত আলি রাদি. থেকে বর্ণিত–

كُنَّا فِيْ جَنَازَةٍ فِيْ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ، فَنَكَّسَ وجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ، فَقَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا؟ فَقَالَ: اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

অর্থঃ আমরা 'বাকিউল গারকাদ' নামক কবরস্থানে একটি কফিনের সাথে ছিলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন। তিনি এসে বসলেন। আমরাও তার পাশে বসলাম। তার সাথে একটি কাঠি ছিল। তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে কাঠি দিয়ে মাটিতে আঁকছিলেন। এরপর বললেন, তোমাদের প্রত্যেকেরই জান্নাত ও জাহান্নামের ঠিকানা নির্ধারিত রয়েছে।

---

৫৭৭. হানাফি মাজাহব মতে, এসময় এতটুকু সময় বসা মুস্তাহাব নয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, তাহলে আমরা কি আমাদের ভাগ্যলিপির ওপর ভরসা করে আমল ছেড়ে বসে থাকব? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আমলের ধারা অব্যাহত রাখ। কেননা যাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সে কাজ করা সহজ করে দেয়া হবে।[৫৭৮]

(৪১৮) হজরত আমর বিন আস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি ওসিয়ত করেছেন–

إِذَا دَفَنْتُمُوْنِيْ أَقِيْمُوْا حَوْلَ قَبْرِيْ قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا؛ حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّيْ

অর্থ: যখন তোমরা আমাকে দাফন করবে, তখন আমার কবরের পাশে একটি উট জবেহ করা ও এর গোশত বণ্টন করা পরিমাণ সময় অবস্থান করবে। যাতে আমি তোমাদের দ্বারা প্রবোধ লাভ করি এবং প্রভুর পক্ষ থেকে আগত দূতের কী জবাব দিব তা চিন্তা করতে পারি।[৫৭৯]

(৪১৯) হজরত উসমান রাদি. এর সূত্রে হাসান সনদে বর্ণিত আছে–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ، وَسَلُوْا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ ؛ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত ব্যক্তির দাফন সম্পন্ন করে তার কাছে কিছু সময় অবস্থান করতেন এবং বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং আল্লাহ তাআলার কাছে তার জন্য দৃঢ়তা কামনা কর। কারণ, এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে।[৫৮০] –ইমাম শাফেয়ি রহ. ও তার অনুসারীদের মতে, দাফনের পর তার কাছে অবস্থান করে কিছু কুরআন তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। যদি পুরো কুরআন খতম করা যায়, তাহলে খুব ভালো।

(৪২০) সুনানে বায়হাকিতে হাসান সনদে বর্ণিত আছে–

---

৫৭৮. সহিহ বুখারি: ১৩৬২, সহিহ মুসলিম: ২৬৪৭, সুনানে আবু দাউদ: ৪৬৯৪, সুনানে তিরমিজি: ২১৩৭, মুসনাদে আহমাদ ১/১২৯, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৭৮।

৫৭৯. সহিহ মুসলিম: ১২১।

৫৮০. সুনানে আবু দাউদ: ৩২২১, সুনানে বাইহাকি ৪/৫৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اسْتَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ أَوَّلَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَخَاتَمَتِهَا.

অর্থ: হজরত ইবনে উমর রাদি. মৃত ব্যক্তির দাফন করার পর তার কবরের পাশে সুরা বাকারার শুরু ও শেষাংশ পড়াকে মুস্তাহাব বলেছেন।[৫৮১]

দাফনের পর মৃত ব্যক্তিকে তালকিন করা

অনেক শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম বলেন, দাফনের পর মৃত ব্যক্তিকে তালকিন করা মুস্তাহাব। যেমন কাজি হুসাইন, আবু সাদ মুতাওয়াল্লি, আবুল ফাতাহ মাকদিসি, আবুল কাসেম রাফেয়ি প্রমুখ উলামায়ে কেরাম।

শায়খ নসর মাকদিসি রহ. এর বক্তব্য হল, দাফনের পর মৃত ব্যক্তির মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলবে

يَا فُلَانَ بْنِ فُلَانٍ! اُذْكُرِ الْعَهْدَ الَّذِيْ خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ، قُلْ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، وَبِالْمُسْلِمِيْنَ إِخْوَانًا، رَبِّيَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ: ইয়া ফুলানাবনা ফুলান! উজকুরিল আহদাল্লাজি খারাযতা আলাইহি মিনাদ্দুনিয়া: শাহাদাতি আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ, ওয়া আন্নাস সাআতা আতিয়াতুন লা রাইবা ফিহা, ওয়া আন্নাল্লাহা ইয়াবআসু মান ফিল কুবুর। কুল রাদিতু বিল্লাহি রব্বা ওয়া বিল ইসলামি দীনা, ওয়াবি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নাবিয়্যা, ওয়াবিল কাবাতি কিবলাতান, ওয়াবিল কুরআনি ইমামান, ওয়াবিল মুসলিমিনা ইখওয়ানা। রাব্বিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া, ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আজিম।

অর্থ: হে অমুকের পুত্র অমুক, তুমি যে অঙ্গীকার নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছ তা স্মরণ কর যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক; তার

৫৮১. সুনানে বায়হাকি ৪/৫৬-৫৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কোন শরিক নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আর নিঃসন্দেহে কেয়ামত সংঘটিত হবে। আল্লাহ কবরবাসীদের পুনরুত্থান ঘটাবেন। তুমি বল, আমি আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট। দীন হিসাবে ইসলামকে পেয়ে সন্তুষ্ট। নবি হিসাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেয়ে সন্তুষ্ট। কাবাকে কিবলা হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট। কুরআনকে ধর্মগ্রন্থ হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট। মুসলমানকে পরস্পর ভাই ভাই হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট। আমার রব হলেন আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি মহান আরশের মালিক।[৫৮২]

শায়খ আবু আমর বিন সালাহ রাহিমাহুল্লাহুকে এই তালকিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমরা এ তালকিন পছন্দ করি এবং তা করে থাকি। খুরাসানি শাফেয়ি উলামায়ে কেরামের একটি দল এ তালকিনের কথা বলেন। এর স্বপক্ষে হজরত আবু উমামা রাদি. এর একটি হাদিসও রয়েছে, যার সনদ দুর্বল। তবে তার মর্মার্থে অন্য হাদিস রয়েছে এবং শামবাসীদের দীর্ঘ দিনের আমলও এর স্বপক্ষে রয়েছে।

দুধপানকারী বাচ্চার তালকিনের বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য সনদ নেই।

ইমাম নববি রহ. বলেন, ছোট বাচ্চাদের চাই দুগ্ধপোষ্য হোক না হোক বালেগ হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদেরকে তালকিন করা হবে না।

নির্দিষ্ট ব্যক্তি জানাযা পড়ানো ও বিশেষস্থানে কবর দেয়া ইত্যাদির ওসিয়ত করে গেলে করণীয়

(৪২১) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত–

دَخَلْتُ عَلَى أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: فِيْ كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: فِيْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيْصٌ، وَلَا عِمَامَةٌ، وَقَالَ لَهَا: فِيْ أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ. قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالَتْ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ. قَالَ: أَرْجُوْ فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ اللَّيْلِ. فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيْهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ:

৫৮২. আততাহজিব, মাকদিসি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اغْسِلُوْا ثَوْبِيْ هَذَا وَزِيْدُوْا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفِّنُوْنِيْ فِيْهَا. قُلْتُ: إِنَّ هَذَا خَلَقٌ. قَالَ: إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيْدِ مِنَ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ. فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ.

অর্থ: আমার পিতা আবু বকর রাদি. অসুস্থ ছিলেন। আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি বললেন, কয়টি কাপড়ে তোমরা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফন পরিয়েছিলে? আমি বললাম তিন কাপড়ে। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, কোনদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন? আমি বললাম সোমবার। আবু বকর রাদি. আজ কি বার? আমি বললাম, আজ সোমবার। তখন আবু বকর রাদি. বললেন, আমি আশা করি, এ মুহূর্ত থেকে আগামী রাতের মধ্যেই আমার মৃত্যু হবে। অসুস্থকালীন পরিধেয় কাপড়ের প্রতি লক্ষ্য করে তাতে জাফরানী রংয়ের চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, আমার এ কাপড়টি ধুয়ে তার সাথে আরো দুটি কাপড় বৃদ্ধি করে আমাকে কাফন পড়াবে। আমি বললাম, এটা তো পুরাতন কাপড়। তিনি বললেন, মৃত ব্যক্তি অপেক্ষা জীবিতদের নতুন কাপড়ের প্রয়োজন অধিক। আর কাফন হল বিগলিত দেহের জন্য। তিনি মঙ্গলবার রাতের সন্ধ্যায় ইন্তেকাল করেন। ভোর হবার পূর্বেই তাকে দাফন করা হয়।[৫৮৩]

(৪২২) বুখারি শরিফে বর্ণিত আছে–

أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِمَا جُرِحَ: إِذَا أَنَا قَضَيْتُ فَاحْمِلُوْنِيْ، وَقُوْلُوْا: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِيْ - يَعْنِيْ عَائِشَةَ - فَأَدْخِلُوْنِيْ، وَإِنْ رَدَّتْنِيْ فَرُدُّوْنِيْ إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থ: উমর বিন খাত্তাব রাদি. যখন আহত হলেন, তখন তিনি বললেন, আমার যখন মৃত্যু হবে তখন তোমরা আমার জানাযা বহন করে আয়েশা রাদি. এর কামরার কাছে নিয়ে যাবে। এরপর তাঁকে সালাম দিয়ে বলবে, উমর আপনার কাছে অনুমতি চায়। যদি তিনি আমাকে অনুমতি দেন,

---

৫৮৩. সহিহ বুখারি: ১২৬৪, সহিহ মুসলিম: ৯৪১, মুয়াত্তা মালেক ১/৩২৩, সুনানে তিরমিজি: ৯৯৬, সুনানে আবু দাউদ: ৩১৫১, সুনানে নাসাঈ ৪/৩৫, মুসনাদে আহমাদ ৬/৪০, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৪৬৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তাহলে আমাকে সে কামরায় প্রবেশ করাবে এবং (নবিজি ও আবু বকর রাদি. এর পাশে আমাকে কবর দিও)। আর যদি অনুমতি না দেন তাহলে আমাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে এনে সাধারণ মুসলমানদের কবরস্থানে কবর দিবে।[৫৮৪]

(৪২৩) হজরত আমির বিন সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রহ. থেকে বর্ণিত, সাদ রাদি.ওসিয়ত করেন–

اَلْحَدُوْا لِيْ لَحْدًا ، وَانْصِبُوْا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থ: আমার জন্য লাহাদ কবর করবে এবং আমার কবরে এভাবে ইট স্থাপন করবে, যেভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে করা হয়েছে।[৫৮৫]

(৪২৪) হজরত আমর বিন আস রাদি.থেকে বর্ণিত, তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় বলেছেন–

إِذَا أَنَا مُتُّ، فَلَا تَصْحَبْنِيْ نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ، فَإِذَا دَفَنْتُمُوْنِيْ فَشُنُّوْا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، ثُمَّ أَقِيْمُوْا حَوْلَ قَبْرِيْ قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا؛ حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي.

অর্থ: আমি যখন মৃত্যুবরণ করব, তখন কোন ক্রন্দনকারী ও আগুন আমার কাছে আনবে না। যখন তোমরা আমাকে দাফন করবে, তখন তোমরা হালকাভাবে আমার ওপর মাটি দিও। এরপর আমার কবরের পাশে একটি উট জবেহ করে এর গোশত বণ্টন করার সমপরিমাণ সময় অবস্থান করবে। যেন আমি তোমাদের মাধ্যমে নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারি এবং আমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত দূতের সঙ্গে কী বলব তা ভেবে দেখতে পারি।[৫৮৬]

ইমাম নববি রহ. বলেন, মৃত ব্যক্তি যা ওসিয়ত করে তাই পুরা করতে যাবে না, বরং সেগুলো আলেমদের সামনে পেশ করবে। তারা যা করার জন্য

---

৫৮৪. সহিহ বুখারি: ১৩৯২।
৫৮৫. সহিহ মুসলিম: ৯৬৬।
৫৮৬. সহিহ মুসলিম: ১২১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অনুমোদন দেন, তা করবে; আর যা থেকে বিরত থাকতে বলেন, সেসব থেকে বিরত থাকবে। আমি এখানে কিছু উদাহরণ উল্লেখ করছি:

- যদি বলে শহরের কবরস্থানে দাফন করার জন্য। তবে সে স্থানটি যদি এমন হয় যে, সেখানে অনেক নেককার মানুষকে দাফন করা হয়েছে, তাহলে তার ওসিয়ত পূরণ করা চাই।
- যদি ওসিয়ত করে ভিনদেশী কোন ব্যক্তি জানাযা পড়াবে, তাহলে ভিনদেশী অগ্রাধিকার পাবে নাকি মৃতের নিকটাত্মীয়? এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। তবে সঠিক কথা হল, মৃতের নিকটাত্মীয়ই এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। অবশ্য যদি সেই ভিনদেশী ব্যক্তিটি বড় নেককার হয় বা বড় আলেম হয় এবং তার অনেক সুনাম-সুখ্যাতি থাকে তাহলে নিকটাত্মীয় ঐপর্যায়ের না হলে সে মৃতের হকের বিষয়টি চিন্তা করে তাকে প্রাধান্য দিবে।
- যদি ওসিয়ত করে, বাক্সের মধ্যে দাফন করতে, তাহলে তার ওসিয়ত পুরা করা হবে না। তবে যদি জমি নরম হয় বা ভিজা হয় যার দরুন বাক্সের প্রয়োজন তাহলে তার ওসিয়ত পুরা করবে। আর এ বাক্সের খরচটি কাফনের ন্যায় তার মূল সম্পত্তি থেকে হিসাব করবে।
- যদি ওসিয়ত করে অন্য শহরে নিয়ে দাফন করার জন্য। তাহলে তার ওসিয়ত পুরা করা হবে না। কারণ, সহিহ মাজহাব অনুযায়ী এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তর করা নিষেধ। এটিই অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের অভিমত। কারও কারও মতে, এটি মাকরুহ। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, মৃত ব্যক্তি যদি মক্কা, মদিনা বা বাইতুল মাকদিস শহরের নিকটে হয়, তাহলে বরকতের জন্য সেসব শহরে নিয়ে যাবে।
- যদি ওসিয়ত করে যুদ্ধের অস্ত্রের নীচে দাফন করতে বা মাথার নীচে বালিশ দিতে, তাহলে তার ওসিয়ত পুরা করবে না।
- অনুরূপভাবে যদি ওসিয়ত করে রেশমের কাপড়ে কাফন পড়াতে, তাহলেও পুরা করবে না। কারণ, পুরুষদের রেশমের কাপড়ে কাফন দেয়া হারাম। আর মহিলাদের মাকরুহ। হিজড়ারা এক্ষেত্রে পুরুষদের মত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

- যদি ওসিয়ত করে নির্দিষ্ট সংখ্যক কাফনের চেয়ে বেশি কাপড়ে কাফন দেয়ার জন্য, এত কম কাপড়ে কাফন দেয়ার জন্য যার মধ্য সতর ঢাকে না, তাহলে সে ওসিয়ত পুরা করবে না।
- যদি ওসিয়ত করে তার কবরের পাশে কুরআন পড়ার জন্য বা তার পক্ষ থেকে দান করার জন্য ইত্যাদি নেক কাজের। তাহলে তার ওসিয়ত পুরা করবে। তবে যদি শরিয়তের নিষিদ্ধ কোন বিষয় এর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহলে তা পুরা করবে না।
- যদি ওসিয়ত করে যায়, মুসলমানদের জন্য ওয়াকফকৃত কবরস্থানে তার কবরের ওপর ঘর নির্মাণ করতে, তাহলে তা পুরা করা হবে না। বরং এটি হারাম।

মৃতের জন্য ঈসালে সওয়াব বা অন্যদের দুআ-দুরূদে মৃতের উপকার প্রসঙ্গে

সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, দুআ মৃত ব্যক্তির জন্য লাভজনক এবং এগুলো মৃত ব্যক্তির কবরে পৌছায়। এ মর্মে কুরআনে কারিমে বর্ণিত হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ.

অর্থ: পরবর্তীতে যারা আসবে তারা বলবে– হে আল্লাহ, আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের ভাইদেরকেও মাফ করে দিন। এবং ঐ সকল লোকদেরকেও ক্ষমা করে দিন যারা ঈমানের বিবেচনায় আমাদের অগ্রগামী।[৫৮৭]

এছাড়াও এ প্রসঙ্গে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। এ সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ হাদিস আছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আল্লাহ, আপনি বাকিউল গারকাদের কবরবাসীদেরকে মাফ করে দিন।[৫৮৮] জানাযার নামাজের অধ্যায়ে যেসব দুআ বর্ণিত হয়েছে। যেমন– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا (আল্লাহুম্মাগফিরলি

৫৮৭. সুরা হাশর: ১০।
৫৮৮. সহিহ মুসলিম: ৯৭৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হাইয়িনা ওয়া মাইয়্যিতিনা: হে আল্লাহ, আমাদের জীবিত ও মৃতদেরকে মাফ করে দিন) ইত্যাদি।

কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব কবরে পৌঁছে কিনা? এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। শাফেয়ি মাজহাবের প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব কবরবাসীদের কাছে পৌঁছে না। ইমাম আহমাদ রহ. সহ কতক শাফেয়ি আলেমের মতে পৌঁছে। সুতরাং উত্তম হল, কুরআন তিলাওয়াতের পর দুআয় বলবে– হে আল্লাহ, আপনি এর সাওয়াব অমুককে পৌঁছে দিন।[৫৮৯]

মৃত ব্যক্তির প্রশংসা ও তার ভালো দিকগুলো আলোচনা করা মুস্তাহাব

(৪২৫) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

مَرُّوْا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مَرُّوْا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ، فِي الْأَرْضِ

অর্থ: কিছু লোক একটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা তার ভালো দিকগুলোর উল্লেখ করে তার প্রশংসা করল, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে। আরেকটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার মন্দ দিকগুলো উল্লেখ করে তাকে মন্দ বলল। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে। তখন উমর রাদি. বললেন, কী ওয়াজিব হয়েছে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার প্রশংসা করেছে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়েছে। আর যার মন্দ বলা হয়েছে তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়েছে। তোমরা পৃথিবীতে সাক্ষীস্বরূপ।

(৪২৬) হজরত আবুল আসওয়াদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

---

৫৮৯. হানাফি উলামায়ে কেরামের মতে, কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব মৃতের কাছে পৌঁছে। তাদের মতে, সকল নেক আমলের সওয়াব মৃতের কাছে পৌঁছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ، فَأُثْنِيَ عَلٰى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلٰى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِيَ عَلٰى صَاحِبِهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ .فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ: فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ. فَقُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ :وَثَلَاثَةٌ. فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ. ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ.

অর্থ: আমি মদিনায় এসে উমর রাদি. এর কাছে বসলাম। এ সময় সাহাবায়ে কেরামের পাশ দিয়ে একটি কফিন নিয়ে যাওয়া হল। তখন সে মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা হল। তা শুনে উমর রাদি. বললেন, তার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে। অপর একটি কফিন নিয়ে গেলে তারও প্রশংসা করা হয়। উমর রাদি. বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। তৃতীয়বার আরেকটি কফিন নিয়ে যাওয়া হল। এবং তার নিন্দা করা হল। তখন উমর রাদি. বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে।

আবুল আসওয়াদ বলেন, আমি বললাম, হে আমিরুল মুমিনিন, কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? তখন উমর রাদি. বললেন, নবিজি যেমনটি বলেছেন আমিও তাই বলেছি। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে যদি চারজন লোক ভালো বলে, তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করবেন। আমরা বললাম, যদি তিনজন বলে? তিনি বললেন, তিনজন বললেও জান্নাতে যাবে। এরপর বললাম, যদি দুইজন বলে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দুইজন বললেও জান্নাতে যাবে। এরপর একজন সম্পর্কে আর জিজ্ঞাসাা করি নাই। এ সম্পর্কে আরো অনেক হাদিস রয়েছে।

মৃত ব্যক্তিকে মন্দ বলা নিষেধ

(৪২৭) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا.

অর্থ: তোমরা মৃত ব্যক্তিদেরকে গালি দিও না। তারা যে কাজকর্ম করেছে, তার প্রতিদান পেয়ে গেছে।[৫৯০]

(৪২৮) হজরত ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اُذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ، وَكُفُّوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ.

অর্থ: তোমরা মৃত ব্যক্তিদের গুণকীর্তন কর তথা ভালো দিকগুলোর আলোচনা কর এবং তাদের মন্দ দিকগুলো বলা থেকে বিরত থাক। –ইমাম তিরমিজি রহ. একে দুর্বল বলেছেন।[৫৯১]

ইমাম নববি রহ. বলেন, যদি কোন মুসলমান প্রকাশ্য ফাসেক না হয়, তাকে গালি দেয়া নিষেধ। আর কাফের ও প্রকাশ্য গুনাহে লিপ্ত মুসলমানের ব্যাপারে পূর্ববর্তী মুসলিম মনীষীদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। তাদের থেকে বিরোধপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে। তবে পূর্বের হাদিস দ্বারা বুঝা যায় তাদেরকে গালি দেয়া নিষেধ।

কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের মন্দ বলার বিষয়েও অনেক প্রমাণ রয়েছে। যেমন কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা অনেক মৃত মন্দলোকের মন্দ বর্ণনা করেছেন। আমাদেরকে সেগুলো তিলাওয়াত ও প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া এক্ষেত্রে অনেক সহিহ হাদিস রয়েছে। যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আমর বিন লুহাই এর হাদিস, আবু রুগালের ঘটনা ইত্যাদি। পূর্বে আরেকটি সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় কিছু লোক মৃতের মন্দ বলছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বাধা দেননি। বরং বলেছেন وَجَبَتْ অর্থাৎ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে।

এসব বিরোধপূর্ণ প্রমাণের সমন্বয়ে উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন কথা বলেন। তবে সঠিক ও প্রসিদ্ধ কথা হল, মৃত কাফেরদের মন্দ বলা যাবে। আর

---

৫৯০. সহিহ বুখারি: ১৩৯৩, সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৯৯, সুনানে নাসাঈ ৪/৫২-৫৩, মুসনাদে আহমাদ ৬/১৮০, সুনানে দারিমি: ২৫১৪।

৫৯১. সুনানে তিরমিজি: ১০১৯, সুনানে আবু দাউদ: ৪৯০০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

প্রকাশ্য ফাসেক, বিদআতি ও এজাতীয় বড় অপরাধী মুসলমানের মন্দ দিকলোগুলো মানুষের কল্যাণের প্রয়োজনে বলা জায়েজ আছে। যেমন, তাদের অবস্থার ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করা; তাদের বক্তব্য থেকে মানুষকে দূরে রাখা এবং তাদের কাজকর্ম অনুসরণ থেকে মানুষকে দূরে রাখা ইত্যাদি। আর যদি প্রয়োজন না থাকে, তাহলে বলা জায়েজ নেই।

এছাড়াও মুহাদ্দিসিনে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে হাদিসের বর্ণনাকারীদের দোষ প্রকাশ করা জায়েজ বলেছেন।

কবর জিয়ারতকারী যে দুআ পড়বে

(৪২৯) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই শেষ রাতে 'বাকি' নামক কবরস্থানে যেতেন। সেখানে গিয়ে বলতেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُوْنَ غَدًا مُؤَجَّلُوْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ.

উচ্চারণ: আসসালামু আলাইকুম দারা কাওমিন মুমিনিনা, ওয়া আতাকুম মা তুআদুনা গাদান মুয়াজ্জালুনা, ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকুন। আল্লাহুম্মাগফির লিআহলি বাকিয়িল গারকাদি।

অর্থ: তোমাদের প্রতি সালাম, হে মুমিন সমপ্রদায়। তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয়ের নিকট তোমরা চলে এসেছ। আগামীতে আমরাও আসছি। আল্লাহ চাহে তো আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব। হে আল্লাহ, আপনি বাকিউল গারকাদ কবরস্থানের অধিবাসীদেরকে মাফ করে দিন।[৫৯২]

(৪৩০) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, কবর জিয়ারতের সময় কী বলব? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, তুমি বলবে–

اَلسَّلَامُ عَلٰى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَمِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ.

---

৫৯২. সহিহ মুসলিম: ৯৭৪, সুনানে নাসাঈ ৪/৬১, আমাল: ১৯২, নাসাঈ, মুয়াত্তা মালেক ১/২৪২, মুসনাদে আহমাদ ৬/১৮০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আসসালামু আলা আহলিদ্দিয়ারি মিনাল মুমিনিনা ওয়াল মুসলিমিনা, ওয়া ইয়ারহামুল্লাহুল মুসতাকদিমিনা মিনকুম ওয়া মিন্না ওয়াল মুসতাখিরিনা, ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকুন।

অর্থ: হে মুমিন, মুসলিম কবরের বাসিন্দা, আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আগে-পরের সকল মুসলমানদের ওপর আল্লাহ দয়া করুন। আমরা অচিরেই আপনাদের সাথে মিলিত হব ইনশাআল্লাহ।[৫৯৩]

(৪৩১) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিয়ারতের উদ্দেশ্যে কবরের পাশে গিয়ে বলতেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ.

উচ্চারণ: আসলামু আলাইকুম দারা কাওমিম মু'মিনিন, ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকুন।

অর্থ: হে কবরের অধিবাসী মুমিনগণ, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর আমরাও অচিরেই তোমাদের সাথে মিলিত হব ইনশাআল্লাহ।[৫৯৪]

(৪৩২) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُوْرِ الْمَدِيْنَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا، وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার এক কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি কবরের দিকে মুখ করে এ দুআ পাঠ করলেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا، وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ.

উচ্চারণ: আসলামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর। ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম। আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহনু বিল আসার।

---

৫৯৩. সহিহ মুসলিম: ৯৭৪।

৫৯৪. সুনানে আবু দাউদ: ৩২৩৭, সুনানে নাসাঈ ১/৯৩, মুসনাদে আহমাদ ২/৩০০, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪৩০৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: হে কবরের অধিবাসী, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ আমাদের ও তোমাদেরকে মাফ করুন। তোমরা আমাদের পূর্বসূরী, আমরা তোমাদের উত্তরসূরী। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[৫৯৫]

(৪৩৩) হজরত বুরাইদা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে কবর জিয়ারতের এ দুআ শিক্ষা দিতেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُوْنَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

উচ্চারণ: আসলামু আলাইকুম আহলাদ্দিয়ারি মিনাল মুমিনি, ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লালাহিকুন। আসআলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল আফিয়াহ।

অর্থ: হে মুমিন করববাসী, তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবো, ইনশাআল্লাহ। আমাদের ও তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।[৫৯৬] –সুনানে নাসাঈ ও সুনানে ইবনে মাজায় لَلَاحِقُوْنَ এর পর নিচের বাক্যটি অতিরিক্ত এসেছে–

أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ.

উচ্চারণ: আনতুম লানা ফারাতুন ওয়া নাহনু লাকুম তাবা।

অর্থ: তোমরা আমাদের অগ্রবর্তী আমরা তোমাদের অনুগামী।[৫৯৭]

(৪৩৪) হজরত আয়েশা রাদি. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বাকি' নামক কবরস্থানে এসে এ দুআ পড়লেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ، وَإِنَّا بِكُمْ لَاحِقُوْنَ؛ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُمْ.

---

৫৯৫. সুনানে তিরমিজি: ১০৫৩।

৫৯৬. সহিহ মুসলিম: ৯৭৫, সুনানে নাসাঈ ৪/৯৪, আমাল: ১০৯১, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৫৩, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৫৪৭।

৫৯৭. সুনানে নাসাঈ ৪/৯৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আসলামু আলাইকুম দারা কাওমিন মুমিনিন, আনতুম লানা ফারাতুন ওয়া ইন্না বিকুম লাহিকুন। আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আযরাহুম ওয়া তুদিল্লানা বাদাহুম।

অর্থ: হে মুমিন কবরবাসী, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা আমাদের পূর্বসূরী। আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব। হে আল্লাহ, তাদের প্রতিদান বিনষ্ট কর না। তাদের পরে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট কর না।[৫৯৮]

কবর জিয়ারতকারী বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত ও জিকির-আজকার পড়বে। ঐ কবরবাসী ও সকল মুসলিম কবরবাসী এবং সকল মুসলমানের জন্য দুআ করবে। বেশি বেশি কবর জিয়ারত করা মুস্তাহাব। বুজুর্গ ও নেককার লোকদের কবরের পাশে বেশি সময় অবস্থান করা চাই।

কবর জিয়ারতকারী যা থেকে বারণ করবে

জিয়ারতকারী ব্যক্তি কাউকে কবরের পাশে চিল্লিয়ে কান্নাকাটি করতে দেখলে তাকে বারণ করবে, ধৈর্যধারণের উপদেশ দিবে। এছাড়াও শরিয়তকর্তৃক নিষিদ্ধ কাজে তাকে বাধা দিবে।

(৪৩৫) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِيَ تَبْكِيْ، فَقَالَ: اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِيْ.

অর্থ: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মহিলাকে কবরের পাশে কাঁদতে দেখে বললেন, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর।[৫৯৯]

(৪৩৬) হজরত বশির বিন মাবাদ রাদি. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে–

بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِيْ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِيْ فِي الْقُبُوْرِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ، فَقَالَ: يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ، وَيْحَكَ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ.

---

৫৯৮. ইবনুস সুন্নি: ৫৯১, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৫৪৬।

৫৯৯. সহিহ বুখারি: ১২৫২, সহিহ মুসলিম: ৯২৬, সুনানে নাসাঈ ৪/২২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থঃ একদা আমরা হাঁটছিলাম। তখন এক ব্যক্তিকে জুতা পরিধান করে কবরের ওপর হাঁটতে দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে জুতা পরিহিত ব্যক্তি, তুমি তোমার জুতা খুলে ফেল।[৬০০]

সীমালঙ্ঘনকারীদের কবরের পাশ দিয়ে যেভাবে অতিক্রম করবে

(৪৩৭) হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ - يَعْنِيْ لِمَا وَصَلُوْا الْحِجْرَ دِيَارَ ثَمُوْدَ -: لَا تَدْخُلُوْا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِيْنَ إِلَّا أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ، فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلَا تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ ؛ لَا يُصِيْبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ.

অর্থঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কওমে সামুদের এলাকা হিজরে পৌঁছলেন, তখন সাহাবিদেরকে বললেন, তোমরা এ শাস্তিপ্রাপ্তদের এলাকায় ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রবেশ কর। যদি না কাঁদ তাহলে তাদের এলাকায় প্রবেশ কর না। যেন তাদের ন্যায় তোমাদের ওপর শাস্তি না আসে।[৬০১]



৬০০. সুনানে আবু দাউদঃ ৩২৩০, সুনানে নাসাঈ ৪/৯৪, সুনানে ইবনে মাজাহঃ ১৫৬৮, আলআদাবুল মুফরাদঃ ৭৭৫।

৬০১. সহিহ বুখারিঃ ৪৩৩, সহিহ মুসলিমঃ ২৯৮০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অধ্যায়- ৮

বিশেষ নামাজে বিশেষ দুআসমূহ

জুমুআর দিন-রাতের দুআ ও জিকির

শুক্রবার রাতে বা দিনে বেশি বেশি তিলাওয়াত, জিকির ও দুআ করা চাই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর বেশি বেশি দরুদ পড়া চাই। শুক্রবার দিনে সুরা কাহাফ পড়বে। ইমাম শাফেয়ি রহ. কিতাবুল উম্মে উল্লেখ করেছেন, শুক্রবার রাতেও সুরা কাহাফ পড়া আমি মুস্তাহাব মনে করি।

(৪৩৮) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিনের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন–

فِيْهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ يَسْأَلُ اللهَ تَعَالٰى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অর্থ: জুমুআর দিন এমন একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে ঐ সময় বান্দা নামাজের জন্য অপেক্ষমান অবস্থায় আল্লাহর কাছে যা চায়, আল্লাহ তাকে তাই দেন। তিনি হাতে সে মুহূর্তের স্বল্পতার প্রতি ইঙ্গিত করেন।[৬০২]

নববি রহ. বলেন, উক্ত মুহূর্তটির বিষয়ে আলেমদের মধ্যে অনেক উক্তি রয়েছে। বেশিরভাগ উলামায়ে কেরামের মতে, সেই মুহূর্তটি হল আসরের পর।

وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নামাজের জন্য অপেক্ষমান। কেননা, যে ব্যক্তি নামাজের জন্য অপেক্ষা করে সে মূলত নামাজের মাঝেই আছে। সে মুহূর্তটি সম্পর্কে দলিল হচ্ছে–

(৪৩৯) হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَىٰ أَنْ تُقْضَي الصَّلَاةُ يَعْنِيْ يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ.

অর্থ: দুআ কবুলের মুহূর্তটি হল ইমাম সাহেবের মিম্বরে বসা থেকে নিয়ে নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত।[৬০৩]

সুরা কাহাফ পড়া ও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ শরিফ পড়া প্রসঙ্গে অনেক হাদিস আছে। সেগুলো প্রসিদ্ধ বিদায় এখানে উল্লেখ করিনি।

(৪৪০) হজরত আনাস রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি জুমুআর দিন সকালে এ দুআ তিনবার পড়বে, তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন। দুআটি হল–

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّوْمَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

উচ্চারণ: আসতাগফিরুল্লাহাল লাযি লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল কাউয়ুমু ওয়া আতুবু ইলাইহ।

---

৬০২. সহিহ বুখারি: ৯৩৫, সহিহ মুসলিম: ৮৫২, মুয়াত্তা মালেক ১/১০৮, মুসনাদে আহমাদ ২/৪৮৬, সুনানে দারিমি: ১৫৭৭, আমাল: ৪৬৯, নাসাঈ, আমাল: ৩৭৩।

৬০৩. সহিহ মুসলিম: ৮৫৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আমি ঐ আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করি, যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরজীবি শাশ্বত। আমি তার কাছে তাওবা করি।

(৪৪১) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জুমুআর দিন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি মসজিদের দরজার দুই চৌকাঠ ধরে এ দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ أَوْجَهَ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ، وَأَقْرَبَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ، وَأَفْضَلَ مَنْ سَأَلَكَ وَرَغِبَ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মায আলনি আওযাহা মান তাওয়ায্যাহা ইলাইকা ওয়া আকরাবা মান তাকাররাবা ইলাইকা ওয়া আফদালা মান সাআলাকা ওয়া রাগিবা ইলাইক।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে তোমার অভিমুখীদের মধ্যে বেশি অভিমুখী কর। তোমার সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী কর। যারা তোমার কাছে প্রার্থনা করে, তোমার প্রতি ধাবিত হয় তাদের মধ্যে আমাকে শ্রেষ্ঠ বানাও।[৬০৪] –ইমাম নববি রহ. বলেন, উক্ত দুআটি এভাবে বলা চাই–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ أَوْجَهِ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ، وَمِنْ أَقْرَبِ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ، وَمِنْ أَفْضَلِ مَنْ سَأَلَكَ وَرَغِبَ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মায আলনি মিন আওযাহি মান তাওয়ায্যাহা ইলাইকা, ওয়া মিন আকরাবি মান তাকাররাবা ইলাইকা, ওয়া মিন আফদালি মান সাআলাকা ওয়া রাগিবা ইলাইক।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে তোমার অভিমুখীদের মধ্যে বেশি অভিমুখী কর। তোমার সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী কর। যারা তোমার কাছে প্রার্থনা করে, তোমার প্রতি ধাবিত হয় তাদের মধ্যে আমাকে শ্রেষ্ঠ বানাও। –অর্থাৎ প্রতিটি বাক্যের শুরুতে مِنْ (মিন) অব্যয় বাড়িয়ে বলা চাই।

জুমুআর দিন জুমুআর নামাজে এবং ফজরের নামাজে কী কিরাত পড়বে তা পূর্বে নামাজের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

৬০৪. ইবনুস সুন্নি: ৩৭৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৪৪২) হজরত আয়েশা রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ قَرَأَ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ، سَبْعُ مَرَّاتٍ ، أَعَاذَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا مِنَ السُّوْءِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرٰى.

অর্থ: যে ব্যক্তি জুমুআর নামাজের পরে সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক ও সুরা নাস সাতবার পড়বে, আল্লাহ তাআলা পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত সকল সমস্যা দূর করে দিবেন।[৬০৫]

জুমুআর নামাজের পর বেশি বেশি জিকির করা মুস্তাহাব

জুমুআর নামাজের পর বেশি বেশি জিকির করা মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَ اذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থ: জুমআর নামাজ আদায় হয়ে গেলে তোমরা রিজিকের তালাশে জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর এবং বেশি বেশি আল্লাহর জিকির কর।[৬০৬]

দুই ঈদের নামাজে পঠিত দুআসমূহ

দুই ঈদের রজনীতে জেগে জিকির, নামাজ ও অন্যান্য নেক আমল করা মুস্তাহাব। হাদিস শরিফে এসেছে–

مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيْدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلّٰهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ.

অর্থ: যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করবে, যেদিন সকল অন্তর মরে যাবে, সেই দিন তার অন্তর মরবে না। –অন্য বর্ণনায় আছে–

مَنْ أَحْيَا لَيْلَتَيِ الْعِيْدِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ

---

৬০৫. ইবনুস সুন্নি: ৩৭৫।

৬০৬. সুরা জুমআ: ১০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় ঈদের দুই রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করবে, যেদিন সকল অন্তর মরে যাবে, সেই দিন তার অন্তর মরবে না।[৬০৭]

যতটুকু সময় রাত জাগলে পরে জাগ্রত থাকা বুঝায় এ নিয়ে মতানৈক্য আছে। প্রসিদ্ধ কথা হল, বেশিরভাগ রাত জাগ্রত থাকলে। কেউ বলেছেন অল্প সময় জাগ্রত থাকলেও জাগ্রত থাকা বুঝাবে।

উভয় ঈদের রজনীতে তাকবির বলা মুস্তাহাব

উভয় ঈদের রাতে তাকবির বলা মুস্তাহাব। ঈদুল ফিতরে সূর্যাস্ত থেকে ইমাম ঈদের নামাজ শুরু করা পর্যন্ত তাকবির বলা মুস্তাহাব। নামাজের পর, লোকের ভীড়ে, শুয়ে-বসে, চলতে-ফিরতে, রাস্তায়, মসজিদে, বিগানায় তাকবির বলবে।

ঈদুল আজহায় আরাফার দিন নবম তারিখের ফজরের নামাজ থেকে নিয়ে আইয়ামে তাশরিকের শেষ দিন আসর পর্যন্ত তাকবির বলবে।

শাফেয়ি উলমায়ে কেরাম বলেন, তাকবিরের শব্দ হল-

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা মহান, আল্লাহ তাআলা মহান, আল্লাহ তাআলা মহান) ধরাবাহিক তিনবার বলা। এভাবে যতবার ইচ্ছা বলবে। -ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, বেশি বলতে চাইলে এভাবে বলবে। এমনটা উত্তম-

أَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার কাবিরা, ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাসিরা, ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতান ওয়া আসিলা। লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়ালা নাবুদু ইল্লা

৬০৭. সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৭৮২। উভয় হাদিসই দুর্বল। তবে ফাজায়েলের ক্ষেত্রে এগুলো অনুযায়ী আমল করা যায়। ইমাম নববি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইয়্যাহু, মুখলিসিনা লাহুদ্দিন, ওয়া লাউ কারিহাল কাফিরুন। লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহদাহ, সাদাকা ওয়াহদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাজামাল আহজাবা ওয়াহদাহু, লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা মহান, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি। একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কোন সত্য মাবুদ নেই। আমরা খাঁটি অন্তরে তা স্বীকার করি, কাফেররা যতই একে খারাপ মনে করুক। একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কোন সত্য মাবুদ নেই। তিনি তার অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছেন, তার বিশেষ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সকল (কুফরি) শক্তিকে পরাস্ত করেছেন।

কিছু শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম বলেন, মানুষ যে তাকবির পড়ে থাকে সেটি পড়তে কোন সমস্যা নেই। সেটিও পড়তে পারে। তা হল–

اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা মহান, আল্লাহ তাআলা মহান। আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই। আল্লাহ তাআলা মহান, আল্লাহ তাআলা মহান। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা।[৬০৮]

তাকবিরের বিধান

উক্ত দিনগুলোতে যত নামাজ পড়া হবে, সকল নামাজের পর তাকবির বলবে। ফরজ নামাজ হোক বা নফল হোক অথবা জানাযার নামাজ হোক। আদায় নামাজ হোক, কাযা নামাজ হোক বা মানতের নামাজ হোক। এর মাঝে কিছু মতবিরোধ রয়েছে, তবে সেগুলো আলোচনার এটি স্থান নয়। এখানে যা উল্লেখ করা হল এটিই সহিহ ও এর ওপরই ফতোয়া এবং এ অনুযায়ীই আমল করা হবে।[৬০৯]

---

৬০৮. হানাফি উলামায়ে কেরাম উক্ত তাকবির পড়াকেই উত্তম বলে থাকেন। (হেদায়া ১/১৭৫)

৬০৯. হানাফি মাজহাব মতে, প্রতি ফরজ নামাজের পর তাকবির বলা ওয়াজিব। (হেদায়া ১/১৭৫)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ঈদের নামাজে তাকবির

ঈদের নামাজে প্রথম রাকাতে কিরাত শুরু করার আগে তাকবিরে তাহরিমা ব্যতীত সাত তারকীর বলবে। আর দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচ তাকবির বলবে। প্রথম রাকাতে সানা পড়ার পর তাকবিরগুলো বলবে। আর দ্বিতীয় রাকাতে আউজুবিল্লাহ বলার আগে তাকবিরগুলো বলবে।[৬১০]

প্রতি তাকবিরের মাঝে এ দুআটি পড়া মুস্তাহাব–

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

অর্থ: আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি, সকল প্রশংসা তারই। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আর আল্লাহ মহান। –কোন কোন উলামায়ে কেরাম বলেন, এ দুআটি পড়বে–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু বিয়াদিহিল খাইরু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তার কোন অংশীদার নেই। সকল আধিপত্য তারই, তারই সকল প্রশংসা। সকল কল্যাণের চাবিকাঠি তারই হাতে। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। –আবু নাসর রহ. বলেন, মানুষ যে দুআ পড়তে অভ্যস্ত সেটিই পড়া ভালো। আর তা হচ্ছে–

اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ، بُكْرَةً وَأَصِيْلًا.

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার কাবিরা, ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাসিরা, ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতান ওয়া আসিলা।

---

৬১০. হানাফিদের মতে, ঈদের নামাজে অতিরিক্ত ছয় তাকবির বলা ওয়াজিব। প্রথম রাকাতে তিন তাকবির ও দ্বিতীয় রাকাতে তিন তাকবির। প্রথম রাকাতে গানার পর অতিরিক্ত তিন তাকবির বলবে। আর দ্বিতীয় রাকাতে কিরাতের পর রুকু করার আগে অতিরিক্ত তিন তাকবির বলবে। (হেদায়া: ১/১৭৩)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আল্লাহ তাআলা মহান, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি।

এই সবগুলো পড়ার অনুমোদন আছে; এগুলোতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। যদি এসব দুআ না পড়ে এবং ঈদের নামাজের তাকবিরগুলোও না বলে তাহলে নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে; সেজদায়ে সাহু লাগবে না। তবে ফজিলত থেকে বঞ্চিত হবে।[৬১১]

যদি ভুলে তাকবির না বলেই কিরাত শুরু করে দেয় আর তাকবির বলবে না; এটিই সঠিক কথা। তবে এক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ি রহ. থেকে একটি দুর্বল কথা আছে যে, তাকবির বলবে।

ঈদের নামাজের প্রথম খুতবায় নয় তাকবির ও দ্বিতীয় খুতবায় সাত তাকবির বলা মুস্তাহাব। ঈদের নামাজের কিরাতের বিষয়ে পূর্বে নামাজের অধ্যায়ে আলোচনা গেছে। তা হল, প্রথম রাকাতে সুরা ফাতিহার পর সুরা ক্বাফ পড়বে। আর দ্বিতীয় রাকাতে সুরা কামার পড়বে। চাইলে প্রথম রাকাতে সুরা আলা ও দ্বিতীয় রাকাতে সুরা গাশিয়াও পড়তে পারে।

জিলহজ মাসের প্রথম দশকের আমল

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ.

অর্থ: তারা নির্দিষ্ট কিছু দিনে আল্লাহর জিকির করে।[৬১২]

আবদুল্লাহ ডবন আব্বাস রাদি., ইমাম শাফেয়ি রহ. ও অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ (নির্দিষ্ট কিছু দিন) দ্বারা উদ্দেশ্য হল জিলহজ মাসের প্রথম দশক।

জিলহজের প্রথম দশকে অন্যান্য দিন থেকে বেশি জিকির করা মুস্তাহাব। প্রথম দশকের মধ্যে নবম তারিখে অন্যদিনের তুলনায় বেশি জিকির করা চাই।

---

৬১১. হানাফিদের মতে, ইচ্চাকৃত ছেড়ে দিলে নামাজ শুদ্ধ হবে না। আর ভুলবশতঃ ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব। তবে ঈদের নামাজে সিজদায়ে সাহু না দিলেও চলবে। কারণ, এখানে অনেক লোকের জমায়েত হয়ে থাকে; সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৬১২. সুরা হজ: ২৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৪৪৩) হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَا الْعَمَلُ فِيْ أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِيْ هَذِهِ .قَالُوْا: وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ.

অর্থ: এই দিনগুলোর আমলের চেয়ে উত্তম কোন আমল নেই। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, জিহাদও উত্তম নয়? তিনি বললেন না, এরচে জিহাদও উত্তম নয়। তবে ঐ ব্যক্তি যে নিজের জান-মালের আশঙ্কা নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হয়েছে এরপর সে কিছুই নিয়ে আসতে পারেনি, তার মর্যাদা এরচে বেশি।[৬১৩]– সুনানে তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে–

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ، مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ.

(৪৪৪) মুসনাদে দারিমিতে সহিহাইনের সনদে বর্ণনা করেছেন, সেখানে এসেছে–

مَا الْعَمَلُ فِيْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ فِيْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ. قِيْلَ: وَلَا الْجِهَادُ؟

অর্থ: জিলহজের দশ দিনের আমল অপেক্ষা উত্তম কোন আমল নেই।... (বাকি হাদিস আগেরটির মতই)[৬১৪]

(৪৪৫) হজরত আমার বিন শুআইব রহ. এর সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, উত্তম দুআ হল আরাফার দিনের দুআ। আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবিগণ যা বলেছেন, তার মধ্যে উত্তম কথা হল–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

---

৬১৩. সহিহ বুখারি: ৯৬৯, সুনানে আবু দাউদ: ২৪৩৮, সুনানে তিরমিজি: ৭৫৭, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৭২৭।

৬১৪. সুনানে দারিমি: ১৭৮০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তার কোন অংশীদার নেই। সকল আধিপত্য তারই, তারই সকল প্রশংসা। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।–ইমাম তিরমিজি রহ. এটাকে দুর্বল বলেছেন।[৬১৫]

(৪৪৬) মুয়াত্তা মালেকে মুরসাল সনদে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, উত্তম দুআ হল আরাফার দিনের দুআ। আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবিদের উত্তম কথা হল–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ.

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহ।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি একক, তার কোন শরিক নেই।[৬১৬]

হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত– তিনি আরাফার দিন এক ব্যক্তিকে মানুষের কাছে ভিক্ষা করতে দেখলেন। তিনি বললেন, হে নির্বোধ, আজকের দিন তুমি আল্লাহর কাছে না চেয়ে মানুষের কাছে চাচ্ছো![৬১৭] ইমাম বুখারি রহ. বলেন– উমর রাদি. মিনায় তাবুতে থেকে তাকবির বলতেন, মসজিদের সকলেই তা শুনতে পেত। তখন তারাও তাকবির বলত। দোকান-পাটের লোকেরাও তাকবির বলত, ফলে তাকবিরের ধ্বনিতে মিনায় কম্পন শুরু হয়ে যেত।[৬১৮]

ইমাম বুখারি রহ. বলেন, হজরত ইবনে উমর রাদি. ও আবু হুরায়রা রাদি. উভয়ে তাকবিরে তাশরিকের দিবসগুলোতে বাজারে চলে যেতেন। সেখানে তাকবির বলতেন। তাদের দেখে অন্যরাও তাকবির বলত।

সূর্য গ্রহণকালে যে দুআ পড়বে

চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণকালে বেশি বেশি জিকির, দুআ করা এবং সকল মুসলমান একত্রিত হয়ে নামাজ পড়া সুন্নাত।

(৪৪৭) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

---

৬১৫. সুনানে তিরমিজি: ৩৫৭৯।
৬১৬. মুয়াত্তা মালেক ১/২১৪।
৬১৭. হিলইয়াতুল আউলিয়া ২/১৯৪।
৬১৮. সহিহ বুখারি ২/৪৬১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَادْعُوْا اللهَ تَعَالٰى وَكَبِّرُوْا وَتَصَدَّقُوْا.

অর্থ: চন্দ্র-সূর্য আল্লাহর বড় দুটি নিদর্শন। কারো জন্ম বা মৃত্যুতে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ লাগে না। যদি কখনো এমন গ্রহণ হতে দেখ, তাহলে আল্লাহর কাছে দুআ করবে, তাকবির বলবে এবং দান-সাদকা করবে। –অন্য বর্ণনায় আছে, 'যদি এমন দেখ তাহলে খুব ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহর জিকির, দুআ ও ইস্তেগফার পড়। –অন্য বর্ণনায় আছে, যদি এমন দেখ, তখন দুআ ও নামাজ আদায় কর।[৬১৯]

(৪৪৮) হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ رَافِعٌ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَدْعُوْ، حَتَّى حُسِرَ عَنْهَا، فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَأَ سُوْرَتَيْنِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

অর্থ: আমি সূর্য গ্রহণকালে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম, তখন তিনি নামাজে দাঁড়িয়েছিলেন। দুই হাত উঠিয়ে তাসবিহ, তাকবির, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহর প্রশংসা এবং দুআ পড়ছিলেন। এভাবে সূর্যগ্রহণ কেটে যাওয়া পর্যন্ত করছিলেন। যখন সূর্য গ্রহণ কেটে গেলে তিনি দুটি সুরা পড়লেন এবং দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন।[৬২০]

সূর্যগ্রহণের নামাজে দীর্ঘ কিরাত পড়া মুস্তাহাব

প্রথম রাকাতে সুরা বাকারার সমপরিমাণ পড়বে। দ্বিতীয় রাকাতে ২০০ আয়াত সমপরিমাণ পড়বে। তৃতীয় রাকাতে ১৫০ আয়াত ও চতুর্থ রাকাতে ৫০ আয়াত সমপরিমাণ পড়বে।

প্রথম রুকুতে একশ আয়াত পরিমাণ দীর্ঘ তাসবিহ পড়বে। দ্বিতীয় রুকুতে ৭০ আয়াত পরিমাণ, তৃতীয় রুকুতেও অনুরূপ। চতুর্থ রাকাতে ৫০ আয়াত

---

৬১৯. সহিহ বুখারি: ১০৪৪, ৮৬, সহিহ মুসলিম: ৯০১, ৯০৭, মুয়াত্তা মালেক ১/১৮৬, সুনানে আবু দাউদ: ১১৭৭, সুনানে তিরমিজি: ৫৬১, সুনানে নাসাঈ ৩/১২৭।

৬২০. সহিহ মুসলিম: ৯১৩, সুনানে আবু দাউদ: ১১৯৫, সুনানে নাসাঈ ৩/১২৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

পরিমাণ তাসবিহ পড়বে। সিজদা রুকুর মতো দীর্ঘ করবে। প্রথম সিজদা প্রথম রুকুর মতো। দ্বিতীয় সিজদা দ্বিতীয় রুকুর মতো। এ পদ্ধতিই বিশুদ্ধ।

যদি এই দীর্ঘ কিরাত, রুকু, সিজদা ইত্যাদি না করে শুধু সুরা ফাতিহা ও কিরাত পড়ে নামাজ শেষ করে দেয়, তাহলেও নামাজ হয়ে যাবে।

চন্দ্রগ্রহণের নামাজে উচ্চস্বরে কিরাত পড়া সুন্নাত। আর সূর্যগ্রহণের নামাজে নিম্নস্বরে কিরাত পড়া সুন্নাত। নামাজের পর দুটি খুতবা প্রদান করবে। খুতবায় মানুষকে আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখাবে। মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত করবে। দান-সাদকা ও গোলাম আযাদের প্রতি উৎসাহিত করবে। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ সহিহ হাদিস রয়েছে। মানুষকে আল্লাহর নেয়ামতের শোকরিয়া আদায়ের উৎসাহিত করবে। উদাসীনতা ও ধোঁকা থেকে বাঁচতে সতর্ক করবে।

(৪৪৯) হজরত আসমা রাদি. থেকে বর্ণিত–

لَقَدْ أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوْفِ الشَّمْسِ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের সময় দাস-দাসী আযাদ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৬২১]

সালাতুল ইস্তিস্কা তথা বৃষ্টি প্রার্থনার জিকির ও দুআ

বৃষ্টি প্রার্থনার সময় বিনয় ও কাকুতি-মিনতি করে বেশি বেশি দুআ, জিকির ও ইস্তেগফার করবে। এ ব্যাপারে এ দুআটি প্রসিদ্ধ–

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثاً مُغِيْثاً هَنِيْئاً مَرِيْئاً غَدَقًا مُجَلِّلًا سَحًّا عَامّاً طَبَقاً دَائِماً. اَللّٰهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ وَمَنابِتِ الشَّجَرِ :وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّاراً، فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَاراً .اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِيْنَ. اَللّٰهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ، وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ، وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ. اَللّٰهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجَهْدَ وَالْجُوْعَ وَالْعُرْيَ، وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ.

---

৬২১. সহিহ বুখারি: ১০৫৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাসকিনা গাইসান মুগিসান হানিআন মারিআন গাদিকান মুযাল্লিলান সাহহান আম্মান তাবাকান দায়িমান। আল্লাহুম্মা আলাজ্জিরাবি ওয়া মানাবিতিশ শাজারি ওয়া বুতুনিল আউদিয়াহ। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাগফিরুকা ইন্নাকা কুনতা গাফফারা। ফাআরসিলিস সামাআ আলাইনা মিদরারা। আল্লাহুম্মাসকিনাল গাইসা ওয়ালা তাযআলনা মিনাল কানিতিন। আল্লাহুম্মা আনবিত লানাজ্জারআ, ওয়া আদিররা লানাদ্দারআ, ওয়াসকিনা মিন বারাকাতিস সামায়ি, ওয়া আনবিত লানা মিন বারাকাতিল আরদ। আল্লাহুম্মারফা আন্না যাহদা ওয়াযুআ ওয়াল উরইয়া ওয়াকশিফ আন্না মিনাল বালায়ি মা লা ইয়াকশিফুহু গাইরুক।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদের ওপর নাজিল করুন অনুকুল বৃষ্টি, তৃপ্তিকর সবুজ ফলানো বারিধারা, যা উপকারে আসবে ক্ষতি করবে না। পর্যাপ্ত বৃষ্টি, সকলের জন্য উপকারী, প্রবাহিত, ব্যাপক স্তরবিশিষ্ট, প্রয়োজন অনুসারে। হে আল্লাহ, বৃষ্টি দিন পাহাড়ে, গাছপালায় এবং উপত্যকায়। হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, নিশ্চয় আপনি বড় ক্ষমাশীল। অতএব, আমাদের ওপর অসজ্র বৃষ্টি বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ, আমাদেরকে বৃষ্টি দিন, আমাদেরকে হতাশ করবেন না। হে আল্লাহ, আমাদের জন্য শস্য উৎপাদন করুন, আমাদের গবাদির স্তনে প্রচুর পরিমাণে দুধ দিন। আমাদেরকে আসমানের বরকত দ্বারা ধন্য করুন এবং জমিনের বরকত উৎপন্ন করুন। আমাদের ওপর থেকে কাঠিন্যতা, ক্ষুধা, বস্ত্রহীনতা দূর করুন। আমাদের বিপদাপদ দূর করুন, যা আপনি ছাড়া আর কেউ দূর করতে পারবে না।

লোকদের প্রসিদ্ধ কোন বুজুর্গ ও নেক ব্যক্তি থাকলে তার ওসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করবে। যেমন এভাবে বলতে পারে–

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَسْقِيْ وَنَتَشَفَّعُ إِلَيْكَ بِعَبْدِكَ فُلَانٍ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাসকি ওয়া নাতাশাফফাউ ইলাইকা বি-আবদিকা ফুলান।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার অমুক (উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নিবে) বান্দার ওসিলায় আমরা বৃষ্টি কামনা করি।[৬২২]

(৪৫০) বুখারি শরিফে বর্ণিত আছে–

৬২২. কিতাবুল উম্ম ১/২৫১, ইমাম শাফেয়ি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ.

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوْا اسْتَسْقٰى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا فَيُسْقَوْنَ.

অর্থ: উমর রাদি. এর যুগে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি আব্বাস রাদি. এর ওসিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন। উমর রাদি. বলতেন, হে আল্লাহ, আমরা নবিকে ওসিলা দিয়ে আপনার কাছে বৃষ্টি চেয়েছি, আপনি বৃষ্টি দিয়েছেন। এখন আমরা নবির চাচার ওসিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করছি। অতএব, আমাদেরকে বৃষ্টি দিন। অতঃপর বৃষ্টি হত। –মুআবিয়া রাদি. ও অন্যদের থেকে নেককারদের ওসিলায় বৃষ্টি প্রার্থনার বিষয়টি এসেছে।

মুস্তাহাব হল, ইস্তিস্কার নামাজে ঐ কিরাতই পড়বে, যা ঈদের নামাজে পড়া হয়। প্রথম রাকাতের শুরুতে সাতবার তাকবির বলবে এবং দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচবার, ঈদের নামাজের মতো। ঈদের নামাজে ছোটখাট যত মাসায়েল আছে, সেগুলো এখানে প্রযোজ্য হবে। তারপর দুটি খুতবা প্রদান করবে। এতে বেশি বেশি ইস্তিগফার ও দুআ করবে।[৬২৩]

(৪৫১) হজরত জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাওয়াক নামক স্থানে এই দুআটি পড়লেন। অতঃপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। দুআটি হল–

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাসকিনা গাইসান মুগিসান, মারিআন মারিআন, নাফিআন, গায়রা দাররিন, আযিলান গায়রা আযিল।

৬২৩. হানাফি মাজহাবের মতে, এই দুই রাকাত নামাজ অন্যান্য সাধারণ নামাজের মতো। শহরের বাইরে গিয়ে জামাতের সাথে পড়বে। কিরাত হবে উচ্চকণ্ঠে। নামাজান্তে খুতবা হবে একটি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদের উপর নাজিল করুন অনুকুল বৃষ্টি, তৃপ্তিকর সবুজ ফলানো বারিধারা, যা উপকারে আসবে, ক্ষতিকর হবে না। এক্ষুণি দিন, বিলম্ব করবেন না।[৬২৪]

(৪৫২) হজরত আমর বিন শুআইব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন তখন এ দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাসকি ইবাদাকা ওয়া বাহায়িমাকা ওয়ানশুর রাহমাতাকা ওয়া আহয়ি বালাদাকাল মায়্যিত।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি আপনার বান্দাদেরকে ও প্রাণীদেরকে দৃষ্টি দিন। আপনার রহমত ব্যাপক করে দিন। মৃত শহরকে সজীব করে দিন।[৬২৫]

(৪৫৩) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে–

شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُحُوْطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلّٰى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُوْنَ فِيْهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوْهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ. ثُمَّ قَالَ }" :اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ { { الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ { مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِيْنٍ". ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَا بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ - أَوْ : حَوَّلَ - رِدَاءَهُ

৬২৪. সুনানে আবু দাউদ: ১১৬৯।
৬২৫. সুনানে আবু দাউদ: ১১৭৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللهُ سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللهِ، ، فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السُّيُوْلُ، فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، فَقَالَ: "أَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَأَنِّي عَبْدُ اللهِ، وَرَسُولُهُ."

অর্থ: মানুষজন রাসুলের কাছে অনাবৃষ্টির কথা বলল। মিম্বার আনতে বলতেন। মিম্বার এনে নামাজের স্থানে স্থাপন করা হল। তিনি মানুষদের থেকে একদিন বৃষ্টি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার অঙ্গীকার নিলেন। একদিন সূর্য উঠার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন। তিনি মিম্বরে বসে আল্লাহর বড়ত্বের ঘোষণা করলেন। আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন, তোমরা এলাকায় বৃষ্টিহীনতার অভিযোগ করছ এবং বৃষ্টির সময় চলে যাওয়ার পরও বৃষ্টি না হওয়ার অভিযোগ করছ।

আল্লাহ তোমাদের তার কাছে চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেন। এরপর তিনি এই বলে দুআ করতে লাগলেন–

{اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ } { الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ } مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِيْنٍ.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর-রাহমানির রাহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইয়াফ আলু মা য়ুরিদ। আল্লাহুম্মা আনতাল্লাহু লা ইলাহা আনতাল গানিউ ওয়া নাহনুল ফুকারা, আনজিল আলাইনাল গাইসা, ওয়াযআল মা আনজালতা লানা কুওয়্যাতান ওয়া বালাগান ইলা হিন।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি সমস্ত জগতের পালনকর্তা। যিনি পরম দয়াপরবশ বড় করুণাময়। যিনি প্রতিদান-দিবসের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

স্বত্ত্বাধিকারী।[৬২৬] আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি যা ইচ্ছা করেন। হে আল্লাহ, আপনিই আল্লাহ, আপনি ব্যতীত কোন কোন সত্য মাবুদ নেই। আপনি অমুখাপেক্ষী, আর আমরা আপনার মুখাপেক্ষী। আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন। যা বর্ষণ করেন তা আমাদের জন্য নির্ধারিত সময়ের জন্য শক্তি ও পাথেয় করুন।

এরপর তিনি তার হাত উপরে উঠালেন। তিনি উভয় হাত এতটুকু উঠালেন যে, তার বগলের শুভ্রতা দেখা যাচ্ছিল। এরপর তিনি মানুষের দিকে পিঠ দিলেন। হাত উঠানো অবস্থায় চাদর উল্টিয়ে ফেললেন। এরপর লোকজনদের দিকে ফিরলেন এবং মিম্বার থেকে অবতরণ করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন। তখন আল্লাহ তাআলা এক মেঘ সৃষ্টি করলেন। সে মেঘ বজ্রপাত ও বিদ্যুৎচমক করছিল। এরপর আল্লাহর নির্দেশে বৃষ্টি বর্ষণ করে। মসজিদে পৌঁছার আগেই বৃষ্টিতে বন্যা হয়ে গেল। তিনি বৃষ্টির পানি দ্রুত প্রবাহ হতে দেখে খুশিতে এভাবে হাসলেন যে, তার মাড়ির দাঁতগুলো পর্যন্ত প্রকাশ পেয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আমি তাঁর বান্দা ও রাসুল।[৬২৭]

এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, নামাজের আগে খুতবা দেয়া হবে। এমনটি সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে স্পষ্টভাবে আছে। সুতরাং নামাজের আগে খুতবা জায়েজ। কিন্তু অন্যান্য হাদিস ও ফিকহের কিতাবে আগে নামাজ পরে খুতবার কথা বলা হয়েছে। এটিই উত্তম।

আস্তে ও জোরে উভয়ভাবে দুআ করা মুস্তাহাব। দুআয় হাত অনেক উচুঁতে উঠানো চাই। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, দুআর মাঝে এটিও বলবে–

اَللّٰهُمَّ أَمَرْتَنَا بِدُعَائِكَ، وَوَعَدْتَنَا إِجَابَتَكَ، وَقَدْ دَعَوْنَاكَ كَمَا أَمَرْتَنَا، فَأَجِبْنَا كَمَا وَعَدْتَنَا، اَللّٰهُمَّ امْنُنْ عَلَيْنَا بِمَغْفِرَةِ مَا قَارَفْنا، وَإِجَابَتِكَ فِيْ سُقْيَانًا وَسَعَةِ رِزْقِنَا.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আমারতানা বি-দুআয়িকা, ওয়া ওয়াআদতানা ইজাবাতাক, ওয়াকাদ দাআওনাকা কামা আমারতানা, ফা আযিবনা কামা

৬২৬. তরজমা: অধমের অনূদিত তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআন থেকে।

৬২৭. সুনানে আবু দাউদ: ১১৭৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ওয়া আদতানা। আল্লাহুম্মামনুন আলাইনা বি-মাগফিরাতি মা কারাফনা ওয়া ইযাবাতিকা ফি সুকয়ানা ওয়া সাআতি রিজকিনা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনাকেই ডাকতে আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাদের সাথে দুআ কবুল করার অঙ্গীকারও করেছেন। আপনার নির্দেশ-মাফিক আপনাকে বলেছি, সুতরাং অঙ্গীকার অনুযায়ী কবুল করুন। হে আল্লাহ, আমাদের গুনাহ ক্ষমা করতঃ, বৃষ্টির দুআ কবুল করতঃ এবং প্রশস্ত রিজিক দিয়ে আমাদের ওপর দয়া করুন। –মুমিন নারী ও পুরুষের জন্যও দুআ করবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পড়বে। দুআর মাঝে এক/দুটি আয়াত পড়বে। ইমাম বলবে– أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ (আসতাগফিরুল্লাহা লি ওয়া লাকুম: আল্লাহর কাছে নিজের এবং তোমাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করি) বিপদাপদের দুআগুলোও পড়বে এবং এ দুআটিও পড়বে–

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

উচ্চারণ: রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনয়া হাসানাতান, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতান, ওয়া কিনা আজাবান্নার।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন। আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, ঈদের নামাজের মতই ইমাম ইস্তিস্কার নামাজে দুটি খুতবা দেবে। খুতবায় তাকবির বলবে, আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা করবে। দরুদ পড়বে। বেশি বেশি ইস্তিগফার করবে। আর এ আয়াতটিও বেশি বেশি পড়বে–

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا.

অর্থ: তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছিড়ে দিবেন।

হজরত উমর রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ইস্তিস্কা করেছেন। তাঁর পুরো দুআতেই ইস্তিগফার ছিল। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, উমর রাদি. এর প্রায় পুরা দুআটি ইস্তিগফার ছিল। তিনি দুআ শুরু করেছেন ইস্তিগফার দিয়ে; মাঝেও ইস্তিগফার করেছেন এবং দুআ শেষ করেছেন ইস্তিগফারের মাধ্যমে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মানুষকে তাকওয়া, আনুগত্য ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন।

প্রচণ্ড বাতাস বইলে যে দুআ পড়বে

(৪৫৪) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, প্রচণ্ড বাতাস বইলে নবিজি এদুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيْهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি খাইরাহা ওয়া খাইরা মা ফিহা, ওয়া খাইরা মা উরসিলাত বিহ। ওয়া আউজুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা ফিহা ওয়া শাররি মা উরসিলাত বিহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি এ বাতাস ও বাতাসের মাঝে কল্যাণ চাই। আপনি যে কল্যাণের জন্য প্রেরণ করেছেন তা চাই। আমি এর অকল্যাণ ও এর মাঝের অকল্যাণ থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই। এটিকে যে অকল্যাণের জন্য পাঠানো হয়েছে তা থেকে পানাহ চাই।[৬২৮]

(৪৫৫) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন–

اَلرِّيْحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، تَأْتِيْ بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِيْ بِالْعَذَابِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَلَا تَسُبُّوْهَا، وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيْذُوْا بِاللهِ، مِنْ شَرِّهَا.

অর্থ: বাতাস হল বান্দাদের প্রতি আল্লাহর রহমত। এটি কখনো আল্লাহর রহমত, কখনো আজাব নিয়ে আসে। যদি বাতাস বইতে থাকে, বাতাসকে তোমরা গালি দিও না। আল্লাহর কাছে এর কল্যাণ চাও এবং এর অকল্যাণ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও।[৬২৯]

---

৬২৮. সহিহ মুসলিম: ৮৯৯, সুনানে তিরমিজি: ৩৪৪৫, আমাল: ৯৪০, নাসাঈ, আমাল: ৩০২, ইবনুস সুন্নি।

৬২৯. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৯৭, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৭২৭, মুসনাদে আহমাদ ২/২৬৮, আলআদাব: ৯০৬, আমাল: ৯২৯, নাসাঈ, আলফুতুহাত ৪/২৭২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৪৫৬) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আকাশে মেঘ দেখতেন, নামাজে থাকলেও তা ছেড়ে দিতেন, এরপর এ দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন শাররিহা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার কাছে এর অকল্যাণ থেকে পানাহ চাই। –আর বৃষ্টি হলে পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাইয়্যিবান নাফিআহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন।[৬৩০]

(৪৫৭) হজরত উবাই বিন কাব রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। যদি তোমাদের অপছন্দের কিছু দেখ তাহলে এ দুআ পড়–

اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيْحِ، وَخَيْرِ مَا فِيْهَا، وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيْحِ وَشِرِّ ما فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা মিন খাইরি হাজিহির রিহি ওয়া খাইরি মা ফিহা, ওয়া খাইরি মা উমিরাত বিহ। ওয়া নাউজুবিকা মিন শাররি হাজিহির রিহি ওয়া শাররি মা ফিহা ওয়া শাররি মা উমিরাত বিহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি এ বাতাস ও বাতাসের মাঝে কল্যাণ চাই। আপনি যে কল্যাণের জন্য প্রেরণ করেছেন তা চাই। আমি এর অকল্যাণ ও এর মাঝের অকল্যাণ থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই। এটিকে যে অকল্যাণের জন্য পাঠানো হয়েছে তা থেকে পানাহ চাই। উক্ত হাদিসকে ইমাম তিরমিজি রহ. হাসান বলেছেন।[৬৩১]

---

৬৩০. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৯৯, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৯০, মুসনাদে আহমাদ ৬/১৯০, আলআদাব: ৬৮৬, আমাল: ৯১৭, নাসাঈ, আমাল: ৩০২, ইবনুস সুন্নি।

৬৩১. সুনানে তিরমিজি: ২২৫৩, মুসনাদে আহমাদ ৫/১২৩, আলআদাব: ৭১৯, আমাল: ৯৩৩, নাসাঈ, আমাল: ২৯৮, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৪৫৮) হজরত সালামা বিন আকওয়া রাদি. থেকে বর্ণিত, প্রচণ্ড বাতাস বইলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন–

اَللّٰهُمَّ لَقْحاً لَا عَقِيْماً.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লাকহান লা আকিমা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদের এমন বৃষ্টি দাও যদ্দারা ফল-ফসল উৎপাদিত হয়। এমন বৃষ্টি দিও না যদ্দারা ফল-ফলাদি উৎপাদিত হয় না।[৬৩২]

(৪৫৯) হজরত আনাস বিন মালেক ও জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا وَقَعَتْ كَبِيْرَةٌ، أَوْ هَاجَتْ رِيْحٌ عَظِيْمَةٌ، فَعَلَيْكُمْ بِالتَّكْبِيْرِ، فَإِنَّهُ يَجْلُوْ الْعَجَاجَ الْأَسْوَدَ.

অর্থ: যখন প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টিপাত হয়, তখন তোমরা বেশি বেশি তাকবির বল তথা আল্লাহু আকবার বল। কেননা তা কালো ধুলাবালিকে দূর করে।[৬৩৩]

(৪৬০) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতজানু হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে এ দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَاباً، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحاً وَلَا تَجْعَلْهَا رِيْحاً.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মায আলহা রাহমাতান ওয়ালা তাযআলহা আজাবা, আল্লাহুম্মায আলহা রিয়াহান ওয়ালা তাযআলহা রিহা।

অর্থ: হে আল্লাহ, এটাকে আমাদের জন্য রহমত বানিয়ে দিন, শাস্তিস্বরূপ দিয়েন না। এটাকে কেবল বাতাস হিসাবে না দিয়ে আমাদের জন্য আরামদায়ক করে দিন।– ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, আল্লাহ তাআলার আছে–

اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا.

অর্থ: আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্জাবায়ু পাঠালাম।[৬৩৪]

---

৬৩২. ইবনুস সুন্নি: ২৯৯, আলআদাব: ৭১৮, মুসতাদরাকে হাকেম ৪/২৮৬।
৬৩৩. ইবনুস সুন্নি: ২৮৪।
৬৩৪. সুরা কামার: ১৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

إِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ.

অর্থ: যখন আমি তাদের কাছে বৃষ্টিহীন বাতাস পাঠালাম।[৬৩৫]

وَاَرْسَلْنَا الرِّيْحَ لَوَاقِحَ.

অর্থ: আমি বারিবহ বাতাস পাঠিয়েছি।[৬৩৬]

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ.

অর্থ: আল্লাহর নিদর্শনের মাঝে একটি নিদর্শন হল, তিনি বাতাসকে সুসংবাদরূপে পাঠান।[৬৩৭]

(৪৬১) ইমাম শাফেয়ি রহ. এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন–

أَنَّهُ شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَقْرَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكَ تَسُبُّ الرِّيْحَ.

অর্থ: সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দারিদ্রতার অভিযোগ করল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি মনে হয় বাতাসকে গালি দাও।[৬৩৮] –ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, বাতাসকে গালি দেয়া ঠিক নয়। কেননা এটা আল্লাহর সৃষ্টি ও তার সৈন্য। এটাকে তিনি যখন ইচ্ছা মানুষের জন্য রহমত কিংবা শাস্তিস্বরূপ প্রেরণ করেন।

তারকার পতন দেখলে যে দুআ পড়বে

(৪৬২) হজরত ইবনে মাসউদ রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তারকা পতন হলে সেদিকে তাকিয়ে না থাকতে এবং তখন এ দুআ পড়তে বলা হয়েছে–

مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

উচ্চারণ: মাশাআল্লাহু লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।

---

৬৩৫. জারিয়াত: ৪১।
৬৩৬. সুরা হিজর: ২২।
৬৩৭. সুরা রুম: ৪৬।
৬৩৮. কিতাবুল উম্ম ১/২৫২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা করতে সক্ষম, আল্লাহর ছাড়া কারো কোন ক্ষমতা নেই।[৬৩৯]

তারকা ও বিজলির দিকে দৃষ্টি দেয়া ও ইশারা করবে না

পূর্বের হাদিসটি এ অধ্যায়ের প্রমাণ। ইমাম শাফেয়ি রহ. হজরত উরওয়া বিন যুবায়ের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, তোমরা বিজলি ও প্রবল বর্ষণ দেখে তার দিকে ইশারা কর না। বরং তোমরা আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তণ কর।[৬৪০]

বজ্রধ্বনি শ্রবণে যে দুআ পড়বে

(৪৬৩) হজরত ইবনে উমর রাদি. থেকে দুর্বল সনদে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বজ্রধ্বনি ও গর্জন শুনতেন, তখন এ দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ، وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লা তাকতুলনা বিগাদাবিকা ওয়ালা তুহলিকনা বিআজাবিকা ওয়া আফিনা কাবলা জালিক।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদের আপনার গজব দ্বারা হত্যা করবেন না। আপনার আজাব দিয়ে আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। এ থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিন।[৬৪১]

(৪৬৪) হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বজ্রধ্বনি শুনলে কথাবার্তা ছেড়ে দিতেন এবং এদুআ পড়তেন–

سُبْحَانَ الَّذِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ.

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাযি ইউসাব্বিহুর রা'দু বি হামদিহি ওয়াল মালাইকাতু মিন খিফাতিহ।

অর্থ: সকল প্রশংসা ঐ সত্তার, বজ্রধ্বনি যার প্রশংসা করে এবং ফেরেশতারাও যার ভয়ে গুণকীর্তন করে।[৬৪২] –ইমাম শাফেয়ি রহ. মহান

---

৬৩৯. ইবনুস সুন্নি: ৬৫৩।

৬৪০. কিতাবুল উম্ম ১/২৫৩।

৬৪১. সুনানে তিরমিজি: ৩৪৪৬, আলআদাব: ৭২১, মুসনাদে আহমাদ ২/১০০, আমাল: ৯২৭, নাসাঈ, আমাল: ৩০৩, ইবনুস সুন্নি, আলফুতুহাত ৪/২৮৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তাবেয়ি তাউস রহ. থেকে সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বজ্রধ্বনি শুনে বলতেন–

سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَتْ لَهُ

উচ্চারণ: সুবহানা মান সাব্বাহতা লাহ।

অর্থ: পুত-পবিত্র ঐ সত্তা, বজ্রধ্বনি যার তাসবিহ পড়ে। –শাফেয়ি রহ. বলেন, এর দ্বারা নিম্নোক্ত আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ.

অর্থ: তার প্রশংসা পাঠ করে বজ্র।[৬৪৩] –ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে– আমরা একদা উমর রাদি. এর সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। আমরা বজ্রধ্বনি, বিজাল ও ঠাণ্ডার কবলে পড়লাম। তখন কাব রাদি. বললেন, যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দুআ তিনবার পড়বে, আল্লাহ তাকে উক্ত সমস্যা থেকে মুক্তি দিবেন। আমরা উক্ত দুআ পড়ে এসব থেকে সুরক্ষা পেয়েছি। দুআটি হল–

سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাযি ইউসাব্বিহুর রা'দু বি হামদিহি ওয়াল মালাইকাতু মিন খিফাতিহ।

অর্থ: সকল প্রশংসা ঐ সত্তার, বজ্রধ্বনি যার প্রশংসা করে এবং ফেরেশতারাও যার ভয়ে গুণকীর্তন করে।[৬৪৪]

বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হলে যে দুআ পড়বে

(৪৬৫) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বৃষ্টি দেখতেন তখন বলতেন–

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাইয়িবান নাফিআ।

---

৬৪২. মুয়াত্তা মালেক ২/৯৯২।
৬৪৩. সুরা রাদ: ১৩।
৬৪৪. কিতাবুদ্দুআ: ৯৮৫, তাবারানি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমাদেরকে উপকারী বৃষ্টি দিন।[৬৪৫] –অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে, নবিজি উক্ত দুআ দুইবার বা তিনবার পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সাইয়িবান নাফিআ।

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমাদেরকে উপকারী বৃষ্টি দিন।[৬৪৬]

(৪৬৬) হজরত ইমাম শাফেয়ি রহ. কিতাবুল উম্মে মুরসাল সনদে বর্ণনা করেন যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اُطْلُبُوْا اسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجُيُوْشِ، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ.

অর্থঃ তোমরা তিন সময়ে আল্লাহর কাছে দুআ চাও। শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলার সময়, নামাজ পড়ার সময় এবং বৃষ্টি বর্ষণের সময়। –শাফেয়ি রহ. বলেন, আমি একাধিক ব্যক্তির ব্যাপারে জানি যারা বৃষ্টি বর্ষণ ও নামাজ আদায় করে দুআ চাওয়ার পর সেই দুআ কবুল হয়েছে।[৬৪৭]

বৃষ্টি বর্ষণের পর যে দুআ পড়বে

(৪৬৭) হজরত যায়েদ বিন খালিদ জুহানি রাদি. থেকে বর্ণিত–

صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَتَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوْا: اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ؛ فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ، وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِيْ وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ.

অর্থঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে হুদাইবিয়াতে ফজরের নামাজ আদায় করলেন। সে রাতে আকাশে মেঘ দেখা গিয়েছিল। নামাজ শেষে মুসল্লিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমরা কি জানো তোমাদের রব তোমাদেরকে কী বলছেন? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল

---

৬৪৫. সহিহ বুখারিঃ ১০৩২।
৬৪৬. সুনানে ইবনে মাজাহঃ ৩৮৮৯।
৬৪৭. কিতাবুল উম্ম ১/২২৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ভালো জানেন। তখন তিনি বললেন, বান্দাদের কেউ আমাকে বিশ্বাস করে আর কেউ কেউ আমার সঙ্গে কুফুরি করে। যারা বলে আল্লাহর অনুগ্রহে ও অনুকম্পায় বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমাকে বিশ্বাস করে ও তারকাকে অবিশ্বাস করে। আর যারা বলে, 'অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে' তারা আমাকে অবিশ্বাস করে এবং তারকাকে বিশ্বাস করে।[৬৪৮]

ইমাম নববি বলেন, হুদাইবিয়াঃ একটি কূপের নাম, যা মক্কা থেকে এক মারহালা দূরে অবস্থিত। উলামায়ে কেরাম বলেন, যদি কোন মুসলিম বলে– 'অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে' এবং নিয়ত করে যে, তারকাই বৃষ্টিদাতা, তবে নিঃসন্দেহে সে কাফের মুরতাদ হয়ে যাবে। আর যদি এ নিয়তে বলে যে, এটা বৃষ্টির আলামত, এরপরে বর্ষণ হয়। আর বর্ষণ হয় আল্লাহর ক্রিয়া ও সৃষ্টিতে, তাহলে কাফের হবে না। অতঃপর বৃষ্টি বর্ষণ হলে এই নেয়ামতের ওপর আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা আদায় করা চাই।[৬৪৯]

প্রবল বর্ষণে ক্ষতির আশঙ্কা হলে যে দুআ পড়বে

(৪৬৮) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

دَخَلَ رَجُلٌ اَلْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، وَرَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُغِثْنَا. فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا. قَالَ أَنَسٌ: وَاللهِ، مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةً، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ -يَعْنِيْ اَلْجَبَلَ الْمَعْرُوْفَ بِقُرْبِ الْمَدِيْنَةَ - مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ. فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فَلَا وَاللهِ، ، مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبَلَةِ، وَرَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا،

৬৪৮. সহিহ বুখারি: ৮৪৬, সহিহ মুসলিম: ৭১, মুয়াত্তা মালেক ১/১৯২, সুনানে আবু দাউদ: ৩৯০৬, সুনানে নাসাঈ ৩/১৬৫, আমাল: ৯২৫, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ ৪/১১৭।

৬৪৯. পূর্বের সংস্করণে এ অংশের অনুবাদ নেই।– উ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ :اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اَللّٰهُمَّ عَلَى الْآكَامِ ، وَالظِّرَابِ ، وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. فَانْقَطَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِيْ فِي الشَّمْسِ.

অর্থ: জুমুআর দিন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। সে ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে, রাস্তাঘাট ভেঙ্গে গেছে। বৃষ্টিপাতের জন্য দুআ করুন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই হাত উঠিয়ে এ দুআ করলেন–

اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আগিসনা, আল্লাহুম্মা আগিসনা, আল্লাহুম্মা আগিসনা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদেরকে বৃষ্টি দিন, হে আল্লাহ, আমাদেরকে বৃষ্টি দিন, হে আল্লাহ, আমাদেরকে বৃষ্টি দিন।

আনাস রাদি. বলেন, আল্লাহর কসম, আমরা আকাশে কোন মেঘ বা মেঘখণ্ড দেখিনি। আমাদের ও সিলা' উপত্যকার মাঝে কোন বাড়ি-ঘর ছিল না। সিলা' উপত্যকার পেছন থেকে ঢালের মতো একটি মেঘ উপরে উঠতে লাগল। সেটি যখন আকাশের মাঝামাঝি এসে ছড়িয়ে গিয়ে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। আল্লাহর কসম, আমরা সাতদিন পর্যন্ত সূর্য দেখিনি।

অতঃপর সে লোকটি ঐ দরজা দিয়েই পরবর্তী জুমুআয় মসজিদে প্রবেশ করল। তখনও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। সে লোকটি বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, বৃষ্টিতে ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, রাস্তা-ঘাট ভেঙ্গে যাচ্ছে। আল্লাহর কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আমাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই হাত তুলে এই দুআ পড়লেন। এ দুআর পর বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। আমরা মসজিদ থেকে বের হয়ে সূর্যের আলোতে হাঁটলাম। দুআটি হল–

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اَللّٰهُمَّ عَلَى الْآكَامِ، وَالظِّرَابِ، وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা ওয়া আলাইনা, আল্লাহুম্মা আলাল আকামি ওয়াজ্জিরাবি ওয়া বুতুনিল আউদিয়াতি ওয়া মানাবিতিশ শাজার।

অর্থ: হে আল্লাহ, বৃষ্টি দিন আমাদের আশেপাশে, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ, টিলায়, পাহাড়ে, উপত্যকায় এবং গাছপালায় বর্ষণ করুন।[৬৫০]

তারাবির নামাজের জিকির

সকল উলামায়ে কেরামের মতে, তারাবির নামাজ সুন্নাত। তারাবির নামাজ বিশ রাকাত। প্রতি দুই রাকাত অন্তর অন্তর সালাম ফিরাবে। তারাবির নামাজের পদ্ধতি অন্যান্য নামাজের মতই। যার বিবরণ পূর্বে বিস্তারিত দেয়া হয়েছে। পূর্বে নামাজের অধ্যায়ে বর্ণিত সকল জিকির-আজকার এ নামাজে পড়বে। যেমন গানা, ও অন্যান্য জিকির পুরোপুরিভাবে পড়বে। তাশাহুদ ও তাশাহুদের পরের দুআ পুরাপুরি পড়বে।

যদিও এটা প্রসিদ্ধ যে, এই নামাজের পদ্ধতি অন্যান্য নামাজের মতই। উদাসীনতার কারণে অনেক দুআ, জিকির মানুষ ছেড়ে দেয়। তাই এখানে আমি সতর্ক করেছি।

তারাবির কিরাতের বিষয়ে অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের বক্তব্য ও মানুষের আমল হল– পুরো মাসে একবার কুরআনে কারিম খতম করা। প্রতিদিন এক পারা করে পড়া। তারতিলের সাথে ও স্পষ্ট করে তিলাওয়াত করা। এক পারার বেশি না পড়া। অধিকাংশ মসজিদের মূর্খ ইমামরা যে রমজান মাসের সপ্তম রাতের শেষ রাকাতে পুরা সুরা আনআম এক সঙ্গে পড়ে থাকে– তাদের ধারণা এই যে, এটি এক সঙ্গে নাজিল হয়েছে। এ থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ, এটি খুবই ঘৃণ্য বিদআত ও প্রকাশ্য মূর্খতা। যাতে অনেক ফাসাদ রয়েছে।

সালাতুল হাজতের দুআ

(৪৬৯) হজরত আবদুল্লাহ বিন আবু আউফা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যদি আল্লাহর কাছে বা কোন বান্দার কাছে কারো কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে সে যেন ভালো ভাবে

---

৬৫০. সহিহ বুখারি: ১০১৩, সহিহ মুসলিম: ৮৯৭, মুসনাদে আহমাদ ৩/১০৪, সুনানে আবু দাউদ: ১১৭৪, সুনানে নাসাঈ ৩/১৫৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অজু করে দুই রাকাত নামাজ পড়ে। আল্লাহর প্রশংসা, গুণকীর্তন করে। নবির ওপর দরুদ পড়ে, এরপর এ দুআ পড়ে–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللهِ، رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

উচ্চারণ: লাইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালিমুল কারিম, সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আরশিল আজিম। লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আজ্জা যারুকা ওয়া জাল্লা সানাউকা। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসআলুকা মুযিবাতি রাহমাতিক, ওয়া আজায়িমি মাগফিরাতিক, ওয়াল গানিমাতা মিন কুল্লি বিররিন, ওয়াস সালামাতা মিন কুল্লি ইসমিন। লা তাদা লি জাম্বান ইল্লা গাফারতাহু ওয়ালা হাম্মান ইল্লা ফাররাজতাহু ওয়া হাজাতান হিয়া লাকা রিদান ইল্লা কাদাইতাহা ইয়া আরহামার রাহিমিন।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই, যিনি অতি মহান অত্যন্ত সহনশীল। মহান আরশের অধিপতির পবিত্রতা ঘোষণা করছি। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর নিমিত্ত। হে আল্লাহ, আপনার রহমতের হেতুসমূহ, আপনার ক্ষমার সঙ্কল্প, সকল পুণ্যের সুযোগ, সবধরনের পাপ থেকে মুক্তি কামনা করি। আমার সকল অপরাধ মাফ করে দিন, সকল দুশ্চিন্তা লাঘব করে দিন এবং সে সকল প্রযোজন, যাতে আপনার সন্তুষ্টি নিহিত, আপনি তা পূরণ করে দিন হে সর্বোচ্চ দয়ালু। –ইমাম হাকেম বলেন, হাদিসটি সহিহ মুসলিমের শর্ত-মাফিক সহিহ। ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসের সনদে সমস্যা আছে।[৬৫১]

ইমাম নববি রহ. বলেন, বিপদাপদের দুআটিও পড়বে–

اللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

৬৫১. সুনানে তিরমিজি: ৪৭৯, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৩৮৪, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৩২০, আলফুতুহাত ৪/২৯৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণঃ রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনয়া হাসানাতান, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতান, ওয়া কিনা আজাবান্নার।

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন। আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।[৬৫২]

(৪৭০) হজরত উসমান বিন হুনাইফ রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত আছে, এক অন্ধ ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করেন, তিনি যেন আমাকে সুস্থ করে দেন। নবিজি বললেন, তুমি চাইলে আমি দুআ করব। আর চাইলে তুমি ধৈর্যধারণ কর, তা তোমার জন্য অনেক উত্তম হবে। লোকটি বললেন, আপনি দুআ করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ভালোভাবে অজু করে এ দুআ করবে–

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِيْ حَاجَتِيْ هَذِهِ لِتُقْضىٰ لِيَ، اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ওয়া আতাওয়াজ্জাহু ইলাইকা বি-নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নাবিয়্যির রাহমাহ। ইয়া মুহাম্মাদ, ইন্নি তাওয়াজ্জাহতু বিকা ইলা রাব্বি ফি হাজাতি হাজিহি লিতুকদা লিয়া, আল্লাহুম্মা ফা-শাফফিহু ফিয়্যা।

অর্থঃ হে আল্লাহ, আপনার কাছে প্রার্থনা করি। আপনার রহমতের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিলায় দুআ করছি। হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম , আমি আপনার ওসিলায় আমার রবের অভিমুখী হয়েছি আমার এই প্রয়োজন পূরণের জন্য। হে আল্লাহ, অতএব আমার ব্যাপারে তার শাফাআত কবুল কর। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, এই হাদিস হাসান সহিহ।[৬৫৩]

---

৬৫২. উ.

৬৫৩. সুনানে তিরমিজিঃ ৩৫৭৩, সুনানে ইবনে মাজাহঃ ১৩৮৫, আমালঃ ৬৫৮, নাসাঈ, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৩১৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সালাতুত তাসবিহের দুআ:

সুনানে তিরমিজিতে আছে– রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে কিছু হাদিস সালাতুত তাসবিহ সম্পর্কে এসেছে। সেগুলোর বেশির ভাগই সহিহ নয়। ইমাম তিরমিজি বলেন, আবদুল্লাহ বিন মুবারক ও অনেক উলামায়ে কেরাম সালাতুত তাসবিহের কথা বলেন। তারা এ নামাজের অনেক ফজিলতের কথাও বলেন।[৬৫৪] ইমাম তিরমিজি রহ. আবু ওয়াহবের সূত্রে আবদুল্লাহ বিন মুবারক থেকে বর্ণনা করেন যে, তাকে এই নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন–

يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُوْلُ: سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ، ثُمَّ يَقُوْلُ - خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً -: سُبْحَانَ اللهِ، ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ وَيَقْرَأُ :بِسْمِ اللهِ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ وَفَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَسُورَةً، ثُمَّ يَقُوْلُ - عَشْرَ مَرَّاتٍ -: سُبْحَانَ اللهِ، ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ فَيَقُوْلُهَا عَشْرًا، يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عَلٰى هَذَا، فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ تَسْبِيْحَةً فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ، يَبْدَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِخَمْسَ عَشْرَةَ تَسْبِيحَةً، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُسَبِّحُ عَشْرًا، فَإِنْ صَلَّى لَيْلًا فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُسَلِّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، وَإِنْ صَلَّى نَهَارًا فَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُسَلِّمْ .

অর্থ: তাকবিরে তাহরিমা বলার পর পড়বে–

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالٰى جَدُّكَ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণ: সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা, ওয়া লা ইলাহা গাইরুক।

৬৫৪. সুনানে তিরমিজি ২/২০৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতার গুণগান করি, আপনার নাম বরকতময় এবং আপনার বড়ত্ব সুউচ্চ। আর আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। –এরপর পনেরো বার এই তাসবিহটি পড়বে–

سُبْحَانَ اللهِ، ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা পবিত্র সত্তা। যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি মহান। –এরপর আউজুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ বলে সুরা ফাতিহা পড়বে ও অন্য সুরা মিলাবে। তারপর উক্ত তাসবিহ দশবার পড়বে। রুকুতে গিয়ে সে তাসবিহ দশবার পড়বে। রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে দাঁড়িয়ে দশবার পড়বে। এরপর সিজদায় দশবার পড়বে। দুই সিজদার মাঝে দশবার পড়বে। দ্বিতীয় সিজদায় দশবার পড়বে। এভাবে চার রাকাত নামাজ পড়বে। ফলে প্রতি রাকাতে ৭৫ বার তাসবিহ পড়া হবে। ১৫ তাসবিহের মাধ্যমে শুরু করবে, কিরাতের পর আবার দশবার পড়বে। রাতে নামাজ পড়লে দুই রাকাতের পর সালাম ফেরানো আমি উত্তম মনে করি। আর দিনে পড়লে সালাম ফেরাতেও পারে আবার নাও ফিরাতে পারে। [৬৫৫]

আবদুল্লাহ বিন মুবারক থেকে অপর বর্ণনায় আছে– রুকুতে গিয়ে প্রথমে রুকুর তাসবিহ পড়বে এবং সিজদাতেও প্রথমে সিজদার তাসবিহ পড়বে। এরপর উক্ত তাসবিহ পড়বে। আবদুল্লাহ বিন মুবারককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল– যদি এই নামাজে ভুল হয়, তবে কি সিজদায়ে সাহুতে দশ দশবার করে তাসবিহ পড়বে? তিনি বলেন, না। বরং এই নামাজটি হল, ৩০০ তাসবিহের।

(৪৭১) হজরত আবু রাফে রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাসকে বলেছেন–

يَا عَمِّ، أَلَا أَصِلُكَ، أَلَا أَحْبُوْكَ ، أَلَا أَنْفَعُكَ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، . قَالَ: يَا عَمِّ، صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ فَقُلِ: اللهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ

৬৫৫. সুনানে তিরমিজি: ২০৫২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

تَرْكَعَ، ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ، وَهِيَ ثَلَاثُ مِائَةٍ فِيْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوْبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ غَفَرَهَا اللهُ لَكَ. قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، ، وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَقُوْلَهَا فِيْ يَوْمٍ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُوْلَهَا فِي يَوْمٍ فَقُلْهَا فِيْ جُمْعَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُوْلَهَا فِيْ جُمْعَةٍ فَقُلْهَا فِيْ شَهْرٍ. فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُ لَهُ حَتَّى قَالَ: قُلْهَا فِيْ سَنَةٍ .

অর্থ: হে চাচা, আমি কি আপনার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করব না, আপনাকে উপহার দেব না, আপনার উপকার করব না? তিনি বললেন, অবশ্যই। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে চাচা, আপনি চার রাকাত নামাজ পড়ুন। প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতেহা ও অন্য আরেকটি সুরা পড়বেন। কিরাত শেষে রুকুর আগে এ দুআটি ১৫ বার পড়বেন–

اَللهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ،

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার, ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়া সুবহানাল্লাহ।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা মহান, যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই। আমি তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করছি। – এরপর রুকুতে দশবার। রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে দশবার। সিজদায় দশবার। সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে দশবার। দ্বিতীয় সিজদায় দশবার। দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে দশবার। প্রতি রাকাতে মোট ৭৫ বার। চার রাকাতে মোট ৩০০ তিনশত বার হবে।

যদি আপনার পাপরাশি মরুভূমির বালুকারাশির সমানও হয়, তবুও আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন। চাচা বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, প্রতিদিন কে এই নামাজ পড়তে সক্ষম? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি প্রতিদিন এই আমল করতে না পারেন তাহলে প্রতি জুমুআর দিন এই আমল করবেন। যদি প্রতি জুমুআয়ও আমল করতে না পারেন, তাহলে প্রতি মাসে একবার আমল করবেন। তিনি এভাবে তাকে বলতে বলতে শেষে বললেন,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে প্রতিবছর একবার আমল করবেন। ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি গারিব।[৬৫৬]

ইমাম নববি রহ. বলেন– ইমাম আবু বকর বিন আরাবি রহ. সুনানে তিরমিজির ব্যাখ্যাগ্রন্থ "তুহফাতুল আহওয়াজি" কিতাবে উল্লেখ করেছেন, আবু রাফের উক্ত হাদিসটি দুর্বল। হাসানও নয় সহিহও নয়। ইমাম তিরমিজি রহ. মানুষকে সতর্ক করার জন্য এটি উল্লেখ করেছেন। হজরত উকাইলি রহ. বলেন, সালাতুত তাসবিহ বিষয়ে কোন প্রমাণযোগ্য হাদিস নেই।

নববি রহ. বলেন– ইমাম দারাকুতনি রহ. বলেন, সুরাসমূহের ফজিলতের বিষয়ে সবচেয়ে সহিহ হাদিস এসেছে সুরা ইখলাসের ফজিলতের বিষয়ে। আর নামাজের ফজিলাতের বিষয়ে সবচেয়ে সহিহ হাদিস এসেছে সালাতুত তাসবিহের নামাজের বিষয়ে। তবে ইমাম দারাকুতনির বক্তব্য দ্বারা এটি বোঝা যায় না যে, সালাতুত তাসবিহের হাদিস সহিহ। বরং এ কথা বলার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য থাকে প্রাধান্য দেয়া। যদিও সেই হাদিসটি দুর্বল হয়।

ইমাম নববি রহ. আরো বলেন, আমাদের একদল উলামায়ে কেরাম, সালাতুত তাসবিহের নামাজকে মুস্তাহাব বলেছেন। তাদের মাঝে রয়েছেন, আবু মুহাম্মাদ বাগাবি রহ. ও আবুল মাহাসিন রুয়ানি রহ. ।

ইমাম রুয়ানি রহ. বলেন, সালাতুত তাসবিহ পড়া চাই। সর্বদায় এটা পড়ার অভ্যাস করা চাই। এতে উদাসীনতা না করা। অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ বিন মুবারকসহ অনেকেই এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৬৫৭]

---

৬৫৬. সুনানে তিরমিজিঃ ৪৮২, সুনানে আবু দাউদঃ ১২৯৭, সুনানে ইবনে মাজাহঃ ১৩৮৬, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৩১৭।

৬৫৭. ইমাম আবদুল হাই লাকনাভি রহ. "জাফারুল আমানি" বইয়ে এই হাদিসের সনদের ওপর বিশ্লেষণ করে বলেছেন, হাদিসটি হাসান স্তরের। অতএব, এর ওপর নিঃসঙ্কোচে আমল করা উচিত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অধ্যায়- ৯

জাকাতের আলোচনা

জাকাত-সংশ্লিষ্ট মাসআলা ও দুআ

আল্লাহ তাআলা বলেন–

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ.

অর্থ: আপনি ধনীদের থেকে সাদকা উসুল করুন। এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও আত্মশুদ্ধি করুন এবং আপনি তাদের জন্য দুআ করুন।[৬৫৮]

(৪৭২) হজরত আবদুল্লাহ বিন আবু আউফা রাদি. থেকে বর্ণিত–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ: " اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ " فَأَتَاهُ أَبُوْ أَوْفٰى بِصَدَقَةٍ فَقَالَ: " اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى آلِ أَبِيْ أَوْفٰى ".

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন কোন গোত্র তাদের জাকাত নিয়ে আসত, বলতেন, হে আল্লাহ! তাদের ওপর রহমত নাজিল করুন। একদিন আবু আউফা সাদকা নিয়ে এলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু

৬৫৮. সুরা তওবা: ১০৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ, আপনি আবু আউফার পরিবারের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।[৬৫৯]

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, জাকাত উসুলকারী জাকাত প্রদানকারীর জন্য জন্য এ দুআ করবে–

أَجَرَكَ اللهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُوْراً، وَبَارَكَ لَكَ فِيْمَا أَبْقَيْتَ.

উচ্চারণ: আযারাকাল্লাহু ফিমা আতাইতা, ওয়াযাআলাহু লাকা তাহুরা, ওয়া বারাকা লাকা ফিমা আবকাইতা।

অর্থ: আপনি যা সাদকা দিয়েছেন, আল্লাহ আপনাকে এর প্রতিদান দান করুন। এটিকে পবিত্রকারী বানান। অবশিষ্ট সম্পদে আল্লাহ যেন বরকত দান করেন। –জাকাত উসুলকারীর জন্য উক্ত দুআ পড়া মুস্তাহাব; ওয়াজিব নয়।

উলামায়ে কেরাম বলেন, দুআয় اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى فُلَانٍ (আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ফুলান: হে আল্লাহ, অমুকের ওপর রহমত বর্ষণ করুন) এমন বলা মুস্তাহাব নয়। আর وَصَلِّ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ তাদের জন্য দুআ করুন। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ (হে আল্লাহ, তাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন)– এটি এজন্য যে, 'সালাত' শব্দটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিশেষিত। তাই তিনি যাকে ইচ্ছা এর দ্বারা দুআ করতে পারেন; কিন্তু আমরা তা পারি না।

এ সংক্রান্ত আরো আলোচনা পিছনে গেছে।

জাকাতের নিয়ত করা

জাকাতের নিয়ত করা ওয়াজিব। অন্যান্য ইবাদতের মতো জাকাতের নিয়তও মনে মনে করলেই চলবে। তবে মুখে বলা মুস্তাহাব, যেমন অন্য ইবাদতে মুখে বলা মুস্তাহাব। যদি কেবলমাত্র মুখে বলে, অন্তরে নিয়ত না থাকে, তাহলে জাকাত আদায় হবে কিনা? এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী আদায় হবে না। জাকাত প্রদানকারী নিয়ত করার পর

---

৬৫৯. সহিহ বুখারি: ১৪৯৭, সহিহ মুসলিম: ১০৭৮, সুনানে আবু দাউদ: ১৫৯০, সুনানে নাসাঈ ৫/৩১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আবার জাকাত দেয়ার সময় বলতে হবে না যে, এটি জাকাত। বরং জাকাত গ্রহণের যোগ্য ব্যক্তির কাছে তা দিলেই আদায় হয়ে যাবে। যদি মুখে বলে তাহলে কোন সমস্যা নেই।

দান-সাদকা ও জাকাত প্রদানের সময় যে দুআ পড়বে

যে ব্যক্তি জাকাত, মানত, কাফ্ফারা ও দান-সাদকা ইত্যাদি প্রদান করবে, সে এ দুআটি পড়বে–

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি আমাদের দান কবুল করুন। আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।[৬৬০]

৬৬০. সূরা বাকারা: ১২৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com



অধ্যায়- ১০

রোজার অধ্যায়

অর্ধচন্দ্র ও পুরো চাঁদ দেখলে যে দুআ পড়বে

(৪৭৩) হজরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদ দেখে এদুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল ইমনি ওয়াল ঈমানি ওয়াস সালামাতি ওয়াল ইসলাম, রাব্বি ওয়া রাব্বুকাল্লাহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি আমাদের জন্য এই চাঁদকে সৌভাগ্য ও ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সঙ্গে উদিত করুন। আল্লাহ হলেন আমার ও তোমার রব। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[৬৬১]

(৪৭৪) হজরত ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ দেখে এদুআ পড়তেন–

---

৬৬১. সুনানে তিরমিজি: ৩৪৪৭, মুসনাদে দারিমি: ১৬৯৫, মুসনাদে আহমাদ ১/১৪২, আমাল: ৬৪১, ইবনুস সুন্নি, মুসতাদরাকে হাকেম ৪/২৮৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ.

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমানি ওয়াস সালামাতি ওয়াল ইসলামি ওয়াত্তাওফিকি লিমা তুহিব্বু ওয়া তারদা, রাব্বুনা ওয়া রাব্বুকাল্লাহ।

অর্থ: আল্লাহ সবচেয়ে বড়। হে আল্লাহ, আপনি নতুন চাঁদকে আমাদের জন্য নিরাপদ, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সঙ্গে উদয় করুন। এবং আপনার পছন্দ ও মর্জি মোতাবেক কাজ করার তৌফিকের সাথে। হে চাঁদ, আল্লাহ আমাদের ও তোমার রব।[৬৬২]

(৪৭৫) হজরত কাতাদাহ রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন চাঁদ দেখতেন, তখন এ দুআটি তিনবার পড়তেন–

هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، آمَنْتُ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ .

উচ্চারণ: হিলালু খাইরিন ওয়া রুশদিন, হিলালু খাইরিন ওয়া রুশদিন, হিলালু খাইরিন ওয়া রুশদিন, আমানতু বিল্লাজি খালাকাক।

অর্থ: কল্যাণ ও আলোর চাঁদ, কল্যাণ ও আলোর চাঁদ, কল্যাণ ও আলোর চাঁদ। আমি তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ওপর ঈমান আনলাম। –এরপর বলতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا، وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি জাহাবা বিশাহরি কাজা ওয়া যাআ বিশাহরি কাজা।

অর্থ: প্রশংসা ঐ সত্তার যিনি অমুক (ঐ মাসের নাম নিবে) মাসটি বিদায় করেছেন এবং অমুক মাসটির (ঐ মাসের নাম নিবে) আগমন ঘটিয়েছেন।[৬৬৩] –অন্য বর্ণনায় আছে, কাতাদা রাহ. বলেন–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ.

---

৬৬২. মুসনাদে দারিমি: ১৬৯৪, ইবনে হিব্বান: ২৩৭৪, আমাল: ৬৪০, ইবনুস সুন্নি।
৬৬৩. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৯২, আলফুতুহাত ৪/২৩২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন চাঁদ দেখতেন, তখন তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন।[৬৬৪]

পূর্ণ চাঁদ দেখে যে দুআ পড়বে–

(৪৭৬) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ، فَإِذَا الْقَمَرُ حِيْنَ طَلَعَ، فَقَالَ: تَعَوَّذِيْ بِاللهِ، مِنْ شَرِّ هَذَا الْغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরলেন, তখন চাঁদ উদয় হয়েছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাও, এই অন্ধকার রাতের যখন তা সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, এর অকল্যাণ থেকে।[৬৬৫]

(৪৭৭) হজরত আনাস রাদি. এর সূত্রে দুর্বল সনদে বর্ণিত আছে, রজব মাস আসলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রাজাবা ওয়া শাবানা ওয়া বাল্লিগনা রামাদান।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি রজব, শাবান মাসে আমাদেরকে বরকত দিন এবং আমাদেরকে রমজান মাস পর্যন্ত পৌছে দিন।[৬৬৬]

রোজায় যেসব দুআ পড়া মুস্তাহাব

মুখে ও মনে একই সঙ্গে দুআ করা মুস্তাহাব। যেমন অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে মুস্তাহাব। যদি শুধু মনে নিয়ত করে তাহলেও চলবে। তবে যদি শুধু মুখে নিয়ত করে অন্তরে না থাকে তাহলে নিয়ত হবে না। কেউ গালিগালাজ করলে তাকে বলে দিবে, আমি রোজাদার।

---

৬৬৪. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৯৩।

৬৬৫. মুসনাদে আহমাদ ৬/৬১, সুনানে তিরমিজি: ৩৩৬৩, আমাল: ৩০৫, নাসাঈ, আমাল: ৬৪৮, ইবনুস সুন্নি, মুসতাদরাকে হাকেম ২/৫৪০, আলফুতুহাত ৪/৩৩৪।

৬৬৬. হিলইয়া: ৬/২৬৯, ইবনুস সুন্নি: ৬৫৯। হাদিসটি খুবই দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৪৭৮) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّيْ صَائِمٌ، إِنِّيْ صَائِمٌ، مَرَّتَيْنِ.

অর্থ: রোজা হল ঢাল স্বরূপ। রোজাদার যেন কাউকে গালি না দেয়, অশালীন কোন কাজ না করে। কেউ যদি তাকে গালি দেয় বা ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে আমি রোজাদার। এটা যেন দুইবার বলে।[৬৬৭]

ইমাম নববি রহ. বলেন, কোন কোন উলামায়ে কেরাম বলেন যে, বাক্যটি মুখে বলবে এবং গালি দাতাকে শুনিয়ে বলবে। যেন সে এসব থেকে বিরত হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, আস্তে আস্তে বলবে। তবে শুনিয়ে বলাটাই বিশুদ্ধ।

(৪৭৯) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حِيْنَ يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ.

অর্থ: তিন ব্যক্তির দুআ বৃথা যায় না। রোজাদারের দুআ ইফতার করা পর্যন্ত, নেককার বাদশাহর দুআ এবং মজলুম ব্যক্তির দুআ। –তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[৬৬৮]

ইফতারের সময় যে দুআ পড়বে

(৪৮০) হজরত ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইফতার করতেন, তখন এদুআ পড়তেন–

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى.

উচ্চারণ: জাহাবাজ্জামাউ ওয়াব তাল্লাতিল উরুকু ওয়া সাবাতাল আযরু ইনশাআল্লাহু তাআলা।

---

৬৬৭. সহিহ বুখারি: ১৮৯৪, সহিহ মুসলিম: ১১৫১, সুনানে আবু দাউদ: ২৩৬৩, সুনানে তিরমিজি: ৭৬৪, সুনানে নাসাঈ ৪/১৬২, মুসনাদে আহমাদ ২/২৫৭।

৬৬৮. সুনানে তিরমিজি: ৩৫৯২, মুসনাদে আহমাদ ২/৩০৫, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৭৫২, ইবনে হিব্বান: ২৪০৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: তৃষ্ণা নিবারণ হয়েছে, রগ-পেশীগুলো ভিজেছে এবং সওয়াব সাব্যস্ত হয়েছে ইনশাআল্লাহ।[৬৬৯]

(৪৮১) মুআজ বিন জুহরা থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইফতার করতেন, তখন এ দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلٰى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু ওয়া আলা রিজকিতা আফতারতু।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার নামে রোজা রেখেছি। আপনার প্রদত্ত রিজিক দিয়ে ইফতার করেছি।[৬৭০]

(৪৮২) মুআজ বিন জুহরা রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতারের সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়তেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَعَانَنِيْ فَصُمْتُ، وَرَزَقَنِيْ فَأَفْطَرْتُ.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লা হিল্লাজি আআনানি ফা-সুমতু ওয়া রাজাকানি ফা-আফতারতু।

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি আমাকে রোজা রাখার তাওফিক দিয়েছেন, তাই আমি রোজা রেখেছি। যিনি আমাকে রিজিক দিয়েছেন, ফলে আমি তাঁর রিজিক দিয়ে ইফতার করেছি।[৬৭১]

(৪৮৩) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতার করে নিম্নোক্ত দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْنا، وَعَلٰى رِزْقِكَ أَفْطَرْنا، فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লাকা সুমনা ওয়া আলা রিজকিতা আফতারনা, ফাতাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিয়ুল আলিম।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমরা আপনার জন্য রোজা রেখেছি। আপনার প্রদত্ত রিজিক দিয়ে ইফতার করেছি। আপনি তা কবুল করেন, নিশ্চয় আপনি সবকিছু শ্রবণ করেন এবং সবকিছু জানেন।[৬৭২]

---

৬৬৯. সুনানে আবু দাউদ: ২৩৫৭, আমাল: ২৯৯, নাসাঈ, আমাল: ৪৭৮, ইবনুস সুন্নি, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪২২, আলফুতুহাত ৪/৩৩৯।

৬৭০. সুনানে আবু দাউদ: ২৩৫৮। হাদিসটি আমলযোগ্য দুর্বল।

৬৭১. ইবনুস সুন্নি: ৪৭৯। হাদিসটি দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৪৮৪) হজরত আমর বিন আস রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ.

অর্থ: ইফতারের সময় রোজাদারের দুআ কবুল করা হয়। –ইবনে আবু মুলাইকা রহ. বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে ইফতারের সময় এ দুআ পড়তে শুনেছি–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা বি রাহমাতিকাল্লাতি ওয়াসিআত কুল্লা শাইয়িন আন তাগফিরালি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সেই রহমতের ওসিলায় কামনা করি যা সকল বস্তুকে বেষ্টনকারী যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।[৬৭৩]

কারও মেহমান হয়ে ইফতারি করলে যে দুআ পড়বে

(৪৮৫) হজরত আনাস রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ বিন উবাদা রাদি. এর কাছে গেলেন। তখন সাদ রাদি. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রুটি ও কিশমিশ পেশ করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খেলেন। খাওয়ার পর বললেন–

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ.

উচ্চারণ: আফতারা ইনদাকুমুস সাইমুনা, ওয়া আকালা তাআমাকুমুল আবরারু, ওয়া সাল্লাত আলাইকুমুল মালাইকা।

অর্থ: তোমাদের কাছে রোজাদারগণ ইফতার করুক। নেককার লোকজন তোমাদের খাবার গ্রহণ করুক। আর ফেরেশতারা তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুক।[৬৭৪]

---

৬৭২. ইবনুস সুন্নি: ৪৮০, আলফুতুহাত ৪/৩৪১।

৬৭৩. ইবনুস সুন্নি: ৪৮১, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৭৫৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৪৮৬) হজরত আনাস রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ قَوْمٍ دَعَا لَهُمْ فَقَالَ: أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো কাছে ইফতার করলে উপরিউক্ত দুআ পড়তেন–

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ.

উচ্চারণ: আফতারা ইনদাকুমুস সাইমুনা, ওয়া আকালা তাআমাকুমুল আবরারু, ওয়া সাল্লাত আলাইকুমুল মালাইকা।

অর্থ: তোমাদের কাছে রোজাদারগণ ইফতার করুক। নেককার লোকজন তোমাদের খাবার গ্রহণ করুক। আর ফেরেশতারা তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুক।[৬৭৫]

লাইলাতুল কদর পেলে যে দুআ করবে

(৪৮৭) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি যদি লাইলাতুল কদর পাই, তাহলে কী দুআ পড়ব? নবিজি বললেন, তুমি এই দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ؛ فَاعْفُ عَنِّي.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মমা ইন্নাকা আফুয়্যুন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি তো ক্ষমাশীল। আপনি ক্ষমাকে ভালোবাসেন। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।[৬৭৬]

---

৬৭৪. সুনানে আবু দাউদ: ৩৮৫৪, মুসনাদে আহমাদ ৩/১৩৮, মুসনাদে দারিমি: ১৭৭৯, সুনানে বাইহাকি ৭/২৮৭, আমাল: ২৯২, নাসাঈ, আমাল: ৪৮২, ইবনুস সুন্নি।

৬৭৫. ইবনুস সুন্নি: ৪৮৩, আলফুতুহাত ৪/৩৪৩।

৬৭৬. সুনানে তিরমিজি: ৩৫০৮, মুসনাদে আহমাদ ৬/১৭১, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৫০, আমাল: ৮৭২, নাসাঈ, আমাল: ৭৬৭, ইবনুস সুন্নি, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫৩০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উলামায়ে কেরাম বলেন, উক্ত দুআটি বেশি বেশি পড়া চাই। বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে পেছনে যেসব দুআ-জিকির-আজকার করার কথা বলা হয়েছে সেগুলোও পড়বে।

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, শবে কদরে যেমন যেমন বেশি বেশি আমল করা চাই, দিনেও তেমন বেশি বেশি আমল করা চাই।

শবে কদরে মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশি দুআ করা মুস্তাহাব। এটি নেককার ও আল্লাহওয়ালা বান্দাদের নিদর্শন।

ইতেকাফে যে আমল করবে

ইতেকাফ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত ও অন্যান্য জিকির বেশি বেশি করবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com



অধ্যায়- ১১

হজের অধ্যায়

হজের দুআসমূহ

হজের জিকির ও দুআ অনেক। আমরা এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দুআ-দরুদ ও জিকির-আজকার উল্লেখ করব। হজের দুআ দুই প্রকার যথা: (১) সফর সম্পর্কিত। (২) মূল হজের জিকির।

সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট দুআ সামনে সফরের অধ্যায়ে উল্লেখ করব, ইনশাআল্লাহ। আর মূল হজের দুআগুলো এখানে তারতিবসহ উল্লেখ করব। বেশির ভাগের দলিল-প্রমাণসমূহ কিতাবের কলেবর দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় উল্লেখ করব না। সেগুলো উল্লেখ করলে পাঠকও বিরক্ত হয়ে যাবে। কেননা হজের অধ্যায়টি অনেক বড়। তাই আমরা এখানে সংক্ষেপনের পদ্ধতি অবলম্বন করব, ইনশাআল্লাহ।

প্রথম বিষয়:

যখন ইহরাম বাঁধার ইচ্ছা করবে, তখন ভালোভাবে গোসল, অজু ও চাদর পরিধান করবে। অজু, গোসলের দুআ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর দুই রাকাত নামাজ পড়বে। নামাজের জিকিরও পূর্বে বলা হয়েছে। প্রথম রাকাতে



আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সুরা ফাতেহার পর সুরা কাফিরুন পড়া মুস্তাহাব। দ্বিতীয় রাকাতে সুরা ফাতেহার পর সুরা ইখলাস পড়া মুস্তাহাব। নামাজ শেষে পূর্বে উল্লেখিত যে সকল দুআ নামাজের পরে পড়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যথাসম্ভব সেগুলো পড়বে। এরপর ইহরামের মনে মনে ইহরামের নিয়ত করবে। সঙ্গে সঙ্গে মুখে বলা মুস্তাহাব। এই বলে নিয়ত করবে–

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَاَحْرَمْتُ بِهٖ عَزَّ وَ جَلَّ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতুল হাজ্জা ওয়া আহরামতু বিহ।

অর্থ: আমি হজের নিয়ত করেছি এবং আল্লাহর নামে ইহরাম বেঁধেছি।

এরপর পুরো তালবিয়া পাঠ করবে। মনে মনে নিয়ত করা ওয়াজিব। আর সশব্দে নিয়ত করা সুন্নাত। শুধু মনে মনে নিয়ত করলেও চলবে। কিন্তু শুধু মুখে বললে, মনে মনে নিয়ত না করলে যথেষ্ঠ হবে না।

ইমাম আবুল ফাতাহ রাজি রহ. বলেন, নিয়তের পর এ দুআ পড়া ভালো–

اللّٰهُمَّ لَكَ أُحْرِمُ نَفْسِيْ وَشَعْرِيْ وَبَشَرِيْ وَلَحْمِيْ وَدَمِيْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লাকা উহরিমু নাফসি ওয়া শারি ওয়া বাশারি ওয়া লাহমি ওয়া দামি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার সন্তুষ্টির জন্যই নিজের আত্মা, চুল, ত্বক, মাংস ও রক্ত হারাম করে নিয়েছি। –কেউ কেউ বলেন, এটিও বলবে–

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ نَوَيْتُ الْحَجَّ فَأَعِنِّيْ عَلَيْهِ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّيْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি নাওয়াইতুল হাজ্জা ফা আয়িন্নি আলাইহি ওয়া তাকাব্বালহু মিনহু।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি হজের নিয়ত করেছি, সুতরাং এটা সম্পন্নে আমাকে মদদ করুন এবং আমার তরফে একে কবুল করুন। –এরপর তালবিয়া বলবে–

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান্নিমাতা ওয়াল মুলক, লা শারিকা লাক।

অর্থ: আমি হাজির, হে আল্লাহ আমি হাজির! আপনার দরবারে আমি হাজির! আপনার কোন অংশীদার নেই। আমি আপনার কাছেই হাজির। সকল প্রশংসা, নেয়ামতরাজি ও রাজত্ব আপনারই। আপনার কোন অংশীদার নেই। –এটা ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালবিয়া।

যদি হজের সফর হয় তাহলে প্রথমবার তালবিয়া বলার সময় এভাবে বলা মুস্তাহাব– لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ بِحَجَّةٍ (লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা বিহাজ্জতিন: আমি হাজির, হজের জন্য হে আল্লাহ)। আর উমরার সফর হলে প্রথমবার এভাবে বলা মুস্তাহাব– لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ بِعُمْرَةٍ (লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা বিউমরাতিন: আমি হাজির, উমরার জন্য হে আল্লাহ)। প্রথমবার এভাবে তালবিয়া বলার পর আর হজ ও উমরার শব্দ বলতে হবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত।

তালবিয়া হচ্ছে সুন্নাত। ছুটে গেলে হজ বা উমরা বিনষ্ট হবে না। এর জন্য কোন জরিমানাও দিতে হবে না। তবে হ্যাঁ, অনেক বড় ফজিলত ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ থেকে মাহরূম হবে। এটাই বিশুদ্ধ মত।

তবে কেউ কেউ তালবিয়া বলাকে ওয়াজিব বলেন। আবার কেউ কেউ তালবিয়াকে ফরজ বলেন ও হজের শুদ্ধতার শর্ত বলে থাকেন। তবে প্রথমটিই বিশুদ্ধ।[৬৭৭]

অন্যের পক্ষ থেকে ইহরাম বাঁধলে এভাবে বলবে–

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهٖ لِلّٰهِ تَعَالٰى عَنْ فُلَانٍ ، لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ عَنْ فُلَانٍ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ.

উচ্চারণ: নাওয়াইতুল হাজ্জা ওয়া আহরামতু বিহি লিল্লাহি তাআলা আন ফুলানিন, লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা আন ফুলানিন লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান্নিমাতা ওয়াল মুলক, লা শারিকা লাক।

৬৭৭. হানাফিদের মতে, তালবিয়া ওয়াজিব। তালবিয়া ছাড়া ইহরাম শুদ্ধ হবে না। (হেদায়া: ১/২৩৯)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আমি হজের নিয়ত করেছি এবং অমুকের পক্ষ থেকে ইহরাম বেঁধেছি। হে আল্লাহ, আমি অমুকের পক্ষ থেকে হাজির হয়েছি। আপনার দরবারে আমি হাজির! আপনার কোন অংশীদার নেই। আমি আপনার কাছেই হাজির। সকল প্রশংসা, নেয়ামতরাজি ও রাজত্ব আপনারই। আপনার কোন অংশীদার নেই।

তালবিয়া পাঠের পর করণীয়

তালবিয়ার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পড়বে এবং নিজের ও যার জন্য ইচ্ছা দুনিয়া ও পরকালেরর কল্যাণের দুআ করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি, জান্নাতের প্রার্থনা করবে। জাহান্নাম থেকে পানাহ চাইবে। বেশি বেশি তালবিয়া পড়বে। শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে, চলতে-ফিরতে, পাক-নাপাক, ঋতুস্রাব ও গোসল ফরজ অবস্থায়; অবস্থা পরিবর্তনের সময়; স্থান ও কাল পরিবর্তনের সময়। যেমন রাত-দিনের আগমনের সময়, শেষ রাতে, সঙ্গীদের মিলিত হওয়ার সময়। উঠতে-বসতে, উচুঁ ভূমিতে উঠতে ও নিচু ভূমিতে নামার সময়; সওয়ারিতে আরোহন ও অবতরণের সময়; নামাজের পরে ও নামাজের স্থানে– সবসময় তালবিয়া পড়বে। তবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তাওয়াফ ও সাঈ করার সময় তালবিয়া পড়বে না। কেননা তাওয়াফ ও সাঈ এর নির্দিষ্ট দুআ রয়েছে সেগুলো পড়বে।

তালবিয়া কষ্ট না হয় এরূপ উচুঁ আওয়াজে পড়বে। মহিলারা আস্তে পড়বে। কারণ, তাদের আওয়াজ ফিতনার কারণ হতে পারে। প্রত্যেকবার তিনবার বা তার চেয়ে বেশি পড়বে। তালবিয়া পড়ার মাঝখানে অন্য কোন কথা বলবে না। কেউ সালাম দিলে উত্তর দেবে। তবে এমতাবস্থায় সালাম দেয়া মাকরুহ। কোন বিষয় দেখে বিস্মিত হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে এই দুআটি বলবে–

لَبَّيْكَ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ.

উচ্চারণ: লাব্বাইকা ইন্নাল আইশা আইশাল আখিরাহ।

অর্থ: আমি হাজির! নিশ্চয় পরকালের সুখই প্রকৃত সুখ।

দশম তারিখ ইয়াওমুন নাহারে জামরায়ে আকবায় পাথর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া বলা মুস্তাহাব। পাথর নিক্ষেপের আগে তওয়াফে ইফাজা করলে এই তওয়াফ পর্যন্ত তালবিয়া বলা মুস্তাহাব। উক্ত দুই আমলে যেটিই শুরু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

করবে, তার আগে তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দেবে। এরপর থেকে তাকবির বলা শুরু করবে। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, উমরা পালনকারী পাথর চুম্বন করার আগ পর্যন্ত তালবিয়া বলবে।

মক্কায় পৌঁছে যে দুআ করবে

ইহরাম বেঁধে মক্কায় পৌছার পর এ দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ هَذَا حَرَمُكَ وأَمْنُكَ فَحَرِّمْنِيْ عَلَى النَّارِ، وَأَمِّنِّيْ مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبادَكَ، وَاجْعَلْنِيْ مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ، وَيَدْعُوْ بِمَا أَحَبَّ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা হাজা হারামুকা ওয়া আমনুকা, ফা হাররিমনি আলান্নার। ওয়া আম্মিন্নি মিন আজাবিকা ইয়াওমা তাবআসু ইবাদাক, ওয়ায আলনি মিন আউলিয়ায়িকা ওয়া আহলি তাআতিক।

অর্থ: হে আল্লাহ, এটা আপনার হারাম ও শান্তিস্থল। সুতরাং আমাকে জাহান্নামের ওপর হারাম করে দিন এবং আপনার শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখুন, যেদিন আপনার বান্দাদের পুনরুত্থিত করবেন। আমাকে আপনার প্রিয় ও অনুগত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করুন। –এছাড়াও নিজের পছন্দ মতো অন্য দুআ করবে।

কাবায় প্রথম দৃষ্টি পড়ার পর যে দুআ করবে

মক্কায় প্রবেশ করে মসজিদে হারামের কাছে যাওয়ার পর কাবায় দৃষ্টি পড়ার পর দুহাত তুলে দুআ করবে। কাবা দেখার পর মুসলমানের দুআ কবুল হওয়ার কথা হাদিসে এসেছে। এ দুআটি পড়বে–

اَللّٰهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفاً وَتَعْظِيْمًا وَتَكْرِيْمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مِنْ شَرَّفَهُ وكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيْفاً وَتَكْرِيْماً وَتَعْظِيْماً وَبِرّاً.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা জিদ হাজাল বাইতা তাশরিফান ওয়া তাজিমান ওয়া তাকরিমান ওয়া মাহাবান, ওয়া জিদ মান শাররাফাহু ওয়া কাররামাহু মিম্মান হাজ্জাহু আও ইতামারাহু তাশরিফান ওয়া তাকরিমান ওয়া তাজিমান ওয়া বিররা।

অর্থ: হে আল্লাহ, এই ঘরের সম্মান, বড়ত্ব, মর্যাদা ও মহিমা বৃদ্ধি করে দিন। যেসব হাজি বা উমরা আদায়কারী এই ঘরকে সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

করেছে, তাদেরও সম্মান, বড়ত্ব, মর্যাদা, মহিমা ও সততা বৃদ্ধি করে দিন। –এ দুআও পড়বে–

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু, হাইয়িনা রাব্বানা বিসসালাম।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি দোষ-ত্রুটি থেকে চির মুক্ত, নিরাপত্তার মালিক। আমাদেরকে নিরাপত্তার সাথে জীবিত রাখুন। –এরপর দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের যে দুআ ইচ্ছা পড়বে। মসজিদে হারামে প্রবেশের সময় পূর্বে মসজিদে প্রবেশের যেসব দুআর কথা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো পড়বে।

তাওয়াফের দুআ

প্রথমবার হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করার সময় এবং তাওয়াফের শুরুতে এ দুআ পড়বে–

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ إِيْمَاناً بِكَ وَتَصْدِيْقاً بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعاً لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা ঈমানান বিকা ওয়া তাসদিকান বিকিতাবিকা, ওয়া ওয়াফাআন বিআহদিকা ওয়া ইত্তিবাআন লি সুন্নাতি নাবিয়্যিকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করলাম, তিনি মহান। হে আল্লাহ, আপনার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে, আপনার কিতাব সত্যায়নের সাথে, আপনার অঙ্গীকার পূরণের সাথে এবং আপনার নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের সাথে।

প্রতিবার হাজরে আসওয়াদের বরাবর হলে উল্লিখিত দুআ পড়বে। প্রথম তিন চক্করের সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَذَنْباً مَغْفُوْراً، وَسَعْياً مَشْكُوْراً.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মায আলহু হাজ্জান মাবরুরা, ওয়া জাম্বান মাগফুরান ওয়া সা'ইয়ান মাশকুরা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থঃ হে আল্লাহ, একে মাকবুল হজ, মার্জিত পাপ এবং প্রশংসনীয় সাধনা হিসাবে কবুল করুন। –আর বাকি চক্করগুলোতে এ দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাড়ফির ওয়ারহাম ওয়া'ফু আম্মা তা'লামু ওয়া আনতাল আআজ্জুল আকরাম। আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনয়া হাসানাতান, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতান, ওয়া কিনা আজাবান্নার।

অর্থঃ হে আল্লাহ, মাফ করুন, দয়া করুন ও মার্জনা করুন যা সম্পর্কে আপনি অবগত তা থেকে। আপনিই সর্বোচ্চ সম্মানিত মর্যাদাবান। হে আল্লাহ, আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন। আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, পুরো তাওয়াফে নিম্নোক্ত দুআ পড়া আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়–

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনয়া হাসানাতান, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতান, ওয়া কিনা আজাবান্নার।

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন। আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

এছাড়াও তওয়াফরত অবস্থায় দীন-দুনিয়ার কল্যাণের জন্য দুআ করবে। একজন দুআ করে বাকিরা আমিন বললেও ভালো হয়।

হজরত হাসান বাসরি রহ. বলেন, হজ পালনের সময় পনেরো স্থানে দুআ কবুল হয়– তাওয়াফের মাঝে, মুলতাজিমের কাছে, মিজাবের নিচে, বাইতুল্লায়, জমজমের নিকটে, সাফা-মারওয়াতে, সাঈর স্থানে, মাকামে ইবরাহিমের পিছনে, আরাফায়, মুজদালিফায়, মিনায় এবং জামারায় পাথর নিক্ষেপের সময়। বড়ই বঞ্চিত সে ব্যক্তি যে এসব স্থানে গুরুত্বের সাথে দুআ করে না।

ইমাম শাফেয়ি ও সংখ্যাগরিষ্ঠ শাফেয়ি আলেমের মতে তাওয়াফরত অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা উত্তম। কেননা এটি জিকিরের স্থান। উত্তম জিকির

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হল কুরআন তিলাওয়াত। আবু আবদুল্লাহ হালিমি রহ. বলেন, তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব নয়। প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ। শাফেয়ি উলামায়ে কেরাম বলেন, নির্দিষ্ট বর্ণিত দুআ ব্যতীত অন্য দুআ করার চেয়ে কুরআন তিলাওয়াত করা উত্তম। আর দুআ বর্ণিত থাকলে সেগুলো পড়া কুরআন তিলাওয়াত থেকে উত্তম। কেউ কেউ বলেন, তখনও কুরআন তিলাওয়াত উত্তম।

আবু মুহাম্মাদ জুয়াইনি রহ. বলেন, হজের দিনগুলোতে এক খতম কুরআন শরিফ পড়া উত্তম। এর প্রতিদান অনেক বেশি হবে।

তাওয়াফ ও তাওয়াফের দুই রাকাত নামাজ শেষ করে যে দুআ ইচ্ছা করবে। এক্ষেত্রে এই দুআটি বর্ণিত আছে–

اَللّٰهُمَّ أَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكِ أَتَيْتُكَ بِذُنُوْبٍ كَثِيْرَةٍ وأَعْمَالٍ سَيِّئَةٍ وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ فَاغْفِرْ لِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনা আবদুকা ওয়াবনু আবদিকা আতাইতুকা বিজুনুবিন কাসিরাতিন ওয়া আমালিন সাইয়িআহ। ওয়া হাজা মাকামুল আয়িজি বিকা মিনান্নারি ফাগফিরলি ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহিম।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার গোলাম, আপনার গোলামের গোলাম। অনেক গুনাহ ও অপরাধ নিয়ে আপনার দরবারে হাজির হয়েছি। এটা আপনার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয়প্রার্থীর স্থান, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনি বড় ক্ষমাশীল দয়াপরবশ।

মুলতাজিমের দুআ

মুলতাজিম হল, কাবা ও হজরে আসওয়াদের মাঝামাঝি। পূর্বে বলা হয়েছে যে, সেখানে দুআ করা মুস্তাহাব। সেখানে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً يُوَافِيَ نِعَمَكَ، وَيُكَافِئَ مَزِيْدَكَ، أَحْمَدُكَ بِجَمِيْعِ مَحَامِدِكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ عَلٰى جَمِيْعِ نِعَمِكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَعَلٰى كُلِّ حَالٍ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، اَللّٰهُمَّ أَعِذْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، وَأَعِذْنِيْ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ، وَقَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ،

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ أَكْرَمِ وَفْدِكَ عَلَيْكَ، وأَلْزِمْنِيْ سَبِيْلَ الْاِسْتِقَامَةِ حَتّٰى أَلْقَاكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু হামদান ইওয়াফি নিআমাকা ওয়া ইউকাফিউ মাজিদাক। আহমাদুকা বি-জামিয়ি মাহামিদিকা মা আলিমতু মিনহা ওয়া মা লাম আলাম, আলা জামিয়ি নিআমিকা মা আলিমতু মিনহা ওয়া মা লাম আলাম, ওয়া আলা কুল্লি হাল। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ। আল্লাহুম্মা আয়িজনি মিনাশ শাইতানির রাজিম, ওয়া আয়িজনি মিন কুল্লি সু। ওয়া কান্নিনি বিমা রাজাকতানি ওয়া বারিক লি ফিহ। আল্লাহুম্মায আলনি মিন আকরামি ওয়াফদিকা আলাইকা, ওয়া আলজিমনি সাবিলাল ইস্তিকামাতি হাত্তা আলকাকা ইয়া রাব্বাল আলামিন।

অর্থ: আমি আপনার এমন প্রশংসা করছি, যা আপনার নেয়ামতের পরিপূরক ও অতিরিক্ত নেয়ামতের জন্য যথেষ্ট। আপনার সমস্ত প্রশংসার সাথে, যা আমি জানি অথবা না জানি আপনার সমুদয় নেয়ামতের ওপর যা জানি অথবা না জানি, প্রশংসা করি। সর্বাবস্থায় আপনার প্রশংসা করি। হে আল্লাহ, মুহাম্মাদ ও তার পরিবারের প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ, আমাকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে নিরাপদ রাখুন। সমস্ত অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখুন। আপনার দেয়া রিজিকে তুষ্ট রাখুন, এতে বরকত দান করুন। হে আল্লাহ, আমাকে আপনার কাছে আসা শ্রেষ্ট প্রতিনিধি মনোনীত করুন এবং আমাকে অবিচলতার পথপ্রদর্শন করুন হে বিশ্ব পালনকর্তা –এর পর যা ইচ্ছা দুআ করবে।

হাতিমে কাবার মিজাবে রহমতের নিচে পড়ার দুআ

হিজর (হাতিমে কাবা) বাইতুল্লাহর অংশ। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এখানে দুআ করলে আল্লাহ তাআলা তা কবুল করেন। এখানে নিম্নোক্ত দুআ পড়ার কথা বর্ণিত আছে–

يَا رَبُّ أَتَيْتُكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيْدَةٍ مُؤَمِّلاً مَعْرُوْفَكَ فَأَنِلْنِيْ مَعْرُوْفاً مِنْ مَعْرُوْفِكَ تُغْنِيْنِيْ بِهٖ عَنْ مَعْرُوْفِ مَنْ سِوَاكَ يَا مَعْرُوْفاً بِالْمَعْرُوْفِ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: ইয়া রাব্বি, আতাইতুকা মিন শুক্কাতিন বায়িদাতিন মুআম্মালান মারুফাকা ফা আনিলনি মারুফা মিন মারুফিকা তুগনিনি বিহি আন মারুফি মান সিওয়াকা ইয়া মারুফান বিল মারুফ।

অর্থ: হে আমার পালনকর্তা, আমি বহুদূর থেকে আপনার দরবারে হাজির হয়েছি। আপনার অনুগ্রহের প্রত্যাশী হয়ে, সুতরাং আমাকে আপনার অনুগ্রহ থেকে কিছু দান করুন, যা আমাকে অন্যদের অনুগ্রহ থেকে অমুখাপেক্ষী করবে। অনুগ্রহে প্রসিদ্ধ হে সত্তা।

বাইতুল্লায় যে দুআ পড়বে

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, বাইতুল্লায় দুআ কবুল হয়।

(৪৮৮) হজরত উসামা বিন জায়েদ রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ، أَتَىٰ مَا اسْتَقْبَلَ مِنْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ، فَوَضَعَ وَجْهَهُ وَخَدَّهُ عَلَيْهِ، وَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىٰ كُلِّ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْكَعْبَةِ، فَاسْتَقْبَلَهُ بِالتَّكْبِيْرِ وَالتَّهْلِيْلِ، وَالتَّسْبِيْحِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ، ، وَالْمَسْأَلَةِ وَالْاِسْتِغْفَارِ، ثُمَّ خَرَجَ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার পূর্বদিক দিয়ে প্রবেশ করতেন। তার চেহারা ও গণ্ডদেশ কা'বার সাথে লাগাতেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতেন। আল্লাহর কাছে অনেক দুআ করতেন। এরপর কাবার প্রত্যেক রুকনের কাছে গিয়ে চুমু দিতেন। তাকবির, তাহলিল ও তাসবিহ পড়তেন। আল্লাহর প্রশংসা করতেন। ইস্তিগফার ও দুআ করতেন। এরপর কাবা শরিফ থেকে বের হতেন।[৬৭৮]

সাঈ করার সময় জিকির ও দুআ

পূর্বে বলা হয়েছে যে, এ সময় দুআ কবুল হয়। সাফা পাহাড়ে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে কাবাকে সামনে রেখে তাকবির বলা সুন্নাত। তখন এ দুআ পড়বে–

৬৭৮. সুনানে নাসাঈ ৫/১৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ عَلٰى مَا هَدَانَا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا أَوْلَانَا، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ، اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: اُدْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ، وَإِنِّيْ أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِيْ لِلْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّيْ حَتّٰى تَتَوَفَّانِيْ وَأَنَا مُسْلِمٌ.

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। আল্লাহু আকবার আলা মা হাদানা, ওয়াল হামদুলিল্লাহি আলা মা আওলানা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু য়ুহয়ি ওয়া য়ুমিতু, বিয়াদিহিল খাইরু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির। লা ইলাহা ইল্লাহু, আনযাজা ওয়াদাহু, ওয়া নাসারা আবদাহু, ওয়া হাজামাল আহজাবা ওয়াহদাহু, লা ইলাহা ইল্লাহু, ওয়ালা নাবুদু ইল্লা ইয়্যাহু, মুখলিসিনা লাহুদ্দিন, ওয়া লাউ কারিহাল কাফিরুন। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা কুলতা উদউনি আসতাযিব লাকুম, ওয়া ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিআদ। ওয়া ইন্নি আসআলুকা কামা হাদাইতানি লিইসলামি আন লা তানজিআহু মিন্নি হাত্তা তাতাওয়াফানি ওয়া আনা মুসলিম।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা মহান, আল্লাহ তাআলা মহান, আল্লাহ তাআলা মহান। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ তাআলা মহান এজন্য যে, তিনি আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই এজন্য যে, তিনি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই, তার কোন অংশীদার নেই। সকল আধিপত্য তারই, তারই সকল প্রশংসা। তিনি জীবন-মরণ দান করেন। সকল কল্যাণ তারই হাতে। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই। তিনি তার অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছেন, তার বিশেষ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সকল (কুফরি) শক্তিকে পরাস্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই। আমরা তারই উপাসনা করি। আমরা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

খাঁটি অন্তরে তা স্বীকার করি, কাফেররা যতই একে খারাপ মনে করুক। হে আল্লাহ, আপনিই তো বলেছেন: "আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব", আর আপনি তো অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। আপনার কাছে মিনতি এই যে, যেভাবে আমাকে ইসলামের দিকে পথপ্রদর্শন করেছন, একে আমার থেকে ছিনিয়ে নিয়েন না। যাতে ইসলামের ওপর মরতে পারি।

এই দুআর পর দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণের দুআ করবে। উক্ত দুআটি ও অন্যান্য দুআ তিনবার করে বলবে। এসময় তালবিয়া বলবে না। মারওয়ায় গিয়েও উক্ত দুআগুলো পড়বে, যা সাফায় পড়েছিল।

হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি সাফায় দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنَا بِدِيْنِكَ وَطَوَاعِيَتُكَ وَطَوَاعِيَةُ رَسُوْلِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَنِّبْنَا حُدُوْدَكَ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا نُحِبُّكَ وَنُحِبُّ مَلَائِكَتَكَ وَأَنْبِيَاءَكَ وَرُسُلَكَ، وَنُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ، اَللّٰهُمَّ حَبِّبْنا إِلَيْكَ وَإِلٰى مَلَائِكَتِكَ وإِلٰى أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ، وَإِلٰى عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ، اَللّٰهُمَّ يَسِّرْنَا لِلْيُسْرٰى، وَجَنِّبْنَا الْعُسْرٰى، وَاغْفِرْ لَنَا فِيْ الْآخِرَةِ وَالْأُوْلٰى، وَاجْعَلْنَا مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِيْنَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আসিমনা বিদীনিকা ওয়া তাওয়ায়িতিকা ওয়া তাওয়ায়িতি রাসুলিকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা, ওয়া যান্নিবনা হুদুদাক। আল্লাহুম্মায আলনা নুহিব্বুকা ওয়া নুহিব্বু রাসুলাকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা, ওয়া মালায়িকাতাকা ওয়া আম্বিয়াআকা, ওয়া রুসুলাকা ওয়া নুহিব্বু ইবাদাকাস সালিহিন। আল্লাহুম্মা হাব্বিবনা ইলাইকা ওয়া ইলা মালায়িকাতিকা ওয়া ইলা আম্বিয়ায়িকা ওয়া রুসুলিকা ওয়া ইলা ইবাদিকাস সালিহিন। আল্লাহুম্মা ইয়াসসিরনা লিল য়ুসরা, ওয়া যান্নিবনাল উসরা, ওয়াগফির লানা ফিল আখিরাতি ওয়াল উলা, ওয়াযআলনা মিন আয়িম্মাতিল মুত্তাকিন।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদেরকে আপনার দীন, আনুগত্য ও রাসুলের আনুগত্যে বেঁধে রাখুন। আপনার সীমালঙ্ঘন থেকে দূরে রাখুন। হে আল্লাহ, আমাদেরকে এমন বানাও যাতে আপনাকে, ফেরেশতাদেরকে, নবি-

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

রাসুলদেরক এবং আপনার নেক বান্দাদেরকে মহব্বত করতে পারি। হে আল্লাহ, আমাদেরকে আপনার কাছে, ফেরেশতাদের কাছে, নবি-রাসুলদের কাছে এবং নেক বান্দাদের কাছে প্রেমাস্পদ করুন। হে আল্লাহ, আমাদের জন্য স্বস্তির পথ সুগম করে দিন এবং কষ্ট থেকে দূরে রাখুন। ইহকাল-পরকালে আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আমাদেরকে মুত্তাকিদের আদর্শ বানান। –তিনি সাফা-মারওয়ায় সাঈর সময় এ দুআ পড়তেন–

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

উচ্চারণ: রাব্বিগ ফির ওয়ারহা, ওয়া তাযাওয়াজ আম্মা তালামু ইন্নাকা আনতাল আআজ্জুল আকরাম। আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনয়া হাসানাতান, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতান, ওয়া কিনা আজাবান্নার।

অর্থ: হে আমার রব, মাফ করুন, দয়া করুন ও মার্জনা করুন যা সম্পর্কে আপনি অবগত তা থেকে। আপনিই সর্বোচ্চ সম্মানিত মর্যাদাবান। হে আল্লাহ, আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন। আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

সাঈসহ অন্যান্য স্থানে নিচের নির্বাচিত দুআগুলো পড়া উচিত–

اَللّٰهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ.

উচ্চারণ: ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুবি সাব্বিত কুলুবানা আলা দীনিক।

অর্থ: হে অন্তরের মালিক, আপনি আমার কলবকে আপনার দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মুযিবাতি রাহমাতিকা, ওয়া আজায়িমি মাগফিরাতিকা, ওয়াস সালামাতা মিন কুল্লি ইসমিন। ওয়াল ফাওজা বিলজান্নাতি ওয়ান্নাযাতা মিনান্নার।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার রহমতের হেতুসমূহ, আপনার ক্ষমার সঙ্কল্প, সকল পুণ্যের সুযোগ, সবধরনের পাপ থেকে মুক্তি, জান্নাতের সৌভাগ্য এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করি।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল হুদা ওয়াত্তুকা ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা ও অমুক্ষাপেক্ষিতা চাচ্ছি।

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِك.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আয়িন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার স্মরণে, আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এবং সুষ্ঠুরূপে আপনার ইবাদত করতে আমাকে সাহায্য করুন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিনাল খাইরি কুল্লিহি মা আলিমতু মিনহু ওয়ামা লাম আ'লাম, ওয়া আউজুবিকা মিনাশ শাররি কুল্লিহি মা আলিমতু মিনহু ওয়ামা লাম আ'লাম। ওয়া আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া মা কাররাবা ইলাইহা মিন কাওলিন আও আমালিন, ওয়া আউজুবিকা মিনান্নারি ওয়ামা কাররাবা ইলাইহা মিন কাওলিন আও আমালিন।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সকল মঙ্গল কামনা করি, যা আমি জানি অথবা জানি না। সকল জানা-অজানা অনিষ্ট থেকে আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করি। আপনার কাছে জান্নাত কামনা করি এবং যেসব কথা-কর্ম জান্নাতের নিকটবর্তী করে তাও। আর জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করি এবং যেসব কথা-আমল জাহান্নামের নিকটবর্তী করে তা থেকেও।[৬৭৯]

---

৬৭৯. উপরিউক্ত দুআগুলোর অনুবাদ–

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কুরআন তিলাওয়াত করাও উত্তম। যদি সম্ভব হয় তাহলে উল্লিখিত দুআ, জিকির ও কুরআন তিলাওয়াত সবগুলোই করবে। আর যদি সব না করতে পারে, তাহলে গুরুত্বপূর্ণগুলো করবে।

মক্কা থেকে আরাফায় যাওয়ার সময় যে দুআ পড়বে

মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় মিনার দিকে ফিরে নিম্নোক্ত দুআ পড়া মুস্তাহাব–

اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ أَرْجُوْ، وَلَكَ أَدْعُوْ، فَبَلِّغْنِيْ صَالِحَ أَمَلِيْ، وَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، وَامْنُنْ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهٖ عَلٰى أَهْلِ طَاعَتِكَ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা আরজু ওয়া লাকা আদউ, ফাবাল্লিগনি সালিহা আমালি, ওয়াগফিরলি জুনুবি, ওয়ামনুন আলাইয়্যা বিমা মানানতা বিহি আলা আহলি তাআতিক, ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার কাছেই প্রত্যাশা করি, আপনকেই ডাকি। আমার নেক প্রত্যাশা পূরণ করুন এবং আমার পাপসমূহ ক্ষমা করুন। আমার ওপর অনুগ্রহ করুন, যেভাবে আপনার অনুগতদের ওপর করে থাকেন। নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। –মিনা থেকে আরাফায় যাওয়ার সময় এ দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ، وَوَجْهَكَ الْكَرِيْمَ أَرَدْتُ، فَاجْعَلْ ذَنْبِيْ مَغْفُوْراً، وَحَجِّيْ مَبْرُوْراً، وَارْحَمْنِيْ وَلاَ تُخَيِّبْنِيْ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইলাইকা তাওয়াজ্জাহতু, ওয়া ওয়াজহাকাল কারিমা আরাদতু, ফাযআল জাম্বি মাগফুরান, ওয়া হাজ্জি মাবরুরান, ওয়ার হামনি ওয়ালা তুখায়্যিবনি, ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার অভিমুখী হলাম, আপনার সন্তুষ্টিই আমার ইচ্ছা। অতএব, আমার গুনাহ মাফ করে দিন, আমার হজ কবুল করুন। আমার ওপর দয়া করুন, আমাকে নিরাশ করবেন না। নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল।

তালবিয়া পড়বে, কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং সকল জিকির-আজকার ও দুআ-দরুদ বেশি বেশি পড়বে। নিচের দুআটিও পড়বে–

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনয়া হাসানাতান, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতান, ওয়া কিনা আজাবান্নার।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন। আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

আরাফায় জিকির ও দুআ

পূর্বে ঈদের যিকিরে গেছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আরাফার দুআ শ্রেষ্ঠ দুআ। আমি ও পূর্ববর্তী নবিগণ যা বলেছেন এর মধ্যে উত্তম হল–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তার কোন অংশীদার নেই। সকল আধিপত্য তারই, তারই সকল প্রশংসা। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।[৬৮০]

এসব দুআ-জিকির বেশি বেশি পড়া চাই। দুআর জন্য বছরের শ্রেষ্ঠ দিন হল আরাফার দিন। আরাফার দিনটি হজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এ দিনটি হজের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাই এ দিনে দুআ, জিকির-আজকার ও কুরআন তিলাওয়াতে সর্বাত্মক চেষ্টা করা চাই। বিভিন্ন দুআ করবে। বিভিন্ন ধরনের জিকির করবে। নিজের জন্য দুআ করবে। সকল স্থানে জিকির করবে। একাকী, জামাতের সঙ্গে দুআ করবে। নিজের জন্য, পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়-স্বজনদের জন্য, শিক্ষক-ছাত্র, বন্ধু-বান্ধব, সকল শুভাকাঙ্খী ও সকল মুসলমানের জন্য। এসবের মাঝে কোন কমতি করবে না। কারণ, এ দিনটিতে কোন কিছু ছুটে গেলে তা আর পূরা করা যাবে না। পক্ষান্তরে অন্য দিনের ক্ষতি পূরা করা যাবে।

দুআর ক্ষেত্রে অন্তমিলের লৌকিকতা করবে না। কারণ, এতে মন সেদিকে মশগুল হয়ে যাবে। বিনয়-নম্রতা ও কাকুতি-মিনতি থাকবে না। তবে মুখস্থ

৬৮০. সুনানে তিরমিজি: ৩৫৭৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অন্তমিল দুআ পড়তে কোন সমস্যা নেই, যদি তাতে মন সেগুলোর বিন্যাস ও ইবারতে মশগুল না হয়।

সুন্নাত হল, নীচু স্বরে দুআ করা। বেশি বেশি ইস্তিগফার করা। মন থেকে সকল গুনাহ থেকে তাওবা করা। খুব জোরালোভাবে দুআ করা। বারবার দুআ করা। দুআ কবুল হচ্ছে না এরূপ মনে না করা। দুআর শুরু ও শেষে আল্লাহর প্রশংসা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পড়া। কাবামুখী হয়ে পবিত্র অবস্থায় দুআ করা চাই।

(৪৮৯) হজরত আলি রাদি. থেকে বর্ণিত, আরাফার দিনে আরাফায় অবস্থানকালে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত দুআ বেশি বেশি পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِيْ نَقُوْلُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُوْلُ، اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ وَإِلَيْكَ مَآبِيْ وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِيْ ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيْءُ بِهِ الرِّيْحُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কাল্লাজি নাকুলু, ওয়া খাইরান মিা নাকুল। আল্লাহুম্মা লাকা সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি, ওয়া ইলাইকা মাআবি ওয়ালাকা রাব্বি তুরাসি। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন আজাবিল কাবরি ওয়া ওয়াসওয়াসাতিস সাদরি ওয়া শাতাতিল আমর। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন শাররি মা তাযিউ বিহির রিহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার সেরকম প্রশংসা করি যেরকম আপনি নিজের প্রশংসা করেছেন এবং আমরা যেরকম প্রশংসা করছি, এরচে উত্তম প্রশংসা করি। হে আল্লাহ, আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ আপনার জন্য উৎসর্গীত। আপনার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন এবং আপনার জন্য উৎসর্গীত আমার সম্পদ হে রব। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কবরের আজাব থেকে, কুমন্ত্রণা থেকে এবং অনিয়ম থেকে। হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থী বাতাসের অনিষ্ট থেকে।[৬৮১]

এ সময় বেশি বেশি তালবিয়া পড়বে। দরুদ শরিফ পড়বে। জিকির ও দুআর সঙ্গে কাঁদবে। এখানেই চোখের পানি সার্থক হয়। গুনাহ মাফ হয়।

---

৬৮১. সুনানে তিরমিজি: ৩৫২০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আশা পূরণ হয়। এটি এক মহান স্থান। মহা মিলনমেলা। এখানে আল্লাহর নেককার বান্দাদের জমায়েত হয়। এটি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জমায়েত।

নির্বাচিত কিছু দুআ–

اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনয়া হাসানাতান, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতান, ওয়া কিনা আজাবান্নার।

অর্থ: হে আল্লাহ আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন। আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْماً كَثِيْراً، وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি জালামতু নাফসি জুলমান কাসিরা, ওয়া ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ্জুনুবা ইল্লা আনতা। ফাগফিরলি মাগফিরাতান মিন ইনদিকা, ওয়ারহামনি ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহিম।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি গুনাহ করে নিজের অনেক অবিচার করে ফেলেছি, আর আপনি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না। সুতরাং আপন অনুগ্রহে আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয় আপনিই মহা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً تُصْلِحُ بِهَا شَأْنِيْ فِي الدَّارَيْنِ، وارْحَمْنِيْ أَسْعَدُ بِهَا فِي الدَّارَيْنِ، وَتُبْ عَلَيَّ تَوْبَةً نَصُوْحاً لَّا أَنْكُثُهَا أَبَداً، وَأَلْزِمْنِيْ سَبِيْلَ الْاِسْتِقَامَةِ لَا أَزِيْغُ عَنْهَا أَبَداً.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফিরলি মাগফিরাতান তুসলিহু বিহা শানি ফিদ্দারাইনি, ওয়ারহামনি আসআদু বিহা ফিদ্দারাইনি, ওয়াতুব আলাইয়্যা তাওবাতান নাসুহান লা আনকুসুহা আবাদা, ওয়া আলজিমনি সাবিলাল ইস্তিকামাতি লা আজিগু আনহা আবাদা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে এমনভাবে ক্ষমা করুন, যদ্দারা আমার অবস্থা উভয় জগতে সংশোধন হয়ে যায়। আমার প্রতি দয়া করুন, যাতে উভয় জগতে ভাগ্যবান হতে পারি। আমাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দিন, আমি কখনো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আর পাপ করব না। আমাকে সোজা পথে আগলে রাখুন, কখনো আমি এ থেকে ভ্রষ্ট হব না।

اَللّٰهُمَّ انْقُلْنِيْ مِنْ ذُلِّ الْمَعْصِيَةِ إِلٰى عِزِّ الطَّاعَةِ، وَأَغْنِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ، وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ وَنَوِّرْ قَلْبِيْ وَقَبْرِيْ، وَأَعِذْنِيْ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، واجْمَعْ لِيْ الْخَيْرَ كُلَّهُ .

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মানকুলনি মিন জুল্লিল মাসিয়াতি ইলা ইজ্জিলত তাআতি, ওয়া আগনিনি বিহালালিকা আন হারাসিকা, ওয়াবি তাআতিকা আন মাসিয়াতিকা, ওয়াবি ফাদলিকা আন মান সিওয়াক। ওয়া নাওভির কালবি ওয়া কাবরি ওয়া আয়িজনি মিনাশ শাররি কুল্লিহ। ওয়াযমা লিয়াল খাইরা কুল্লাহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে পাপের লা'নত থেকে আনুগত্যের মর্যাদার দিকে স্থানান্তর করুন। আপনার হালালের মাধ্যমে হারাম থেকে অমুখাপেক্ষী রাখুন। আপনার আনুগত্যের মাধ্যমে অবাধ্যতা থেকে, আপনার অনুগ্রহে অন্যদের থেকে। আমার কলব ও কবর আলোকিত করুন। আমাকে সকল অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন এবং সকল কল্যাণ আমাকে দান করুন।

মুজদালিফা থেকে আরাফায় যাওয়ার সময় যে দুআ পড়বে

পূর্বে বলা হয়েছে যে, সব জায়গায় বেশি বেশি তালবিয়া পড়বে। এ জায়গাটি তালবিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। কুরআন তিলাওয়াত, দুআ বেশি বেশি পড়বে। নিম্নোক্ত দুআ বেশি বেশি পড়বে–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান। –এটা বারংবার পড়বে। এ দুআটিও পড়বে–

إِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ أَرْغَبُ، وَإِيَّاكَ أَرْجُوْ، فَتَقَبَّلْ نُسُكِيْ، وَوَفِّقْنِيْ، وَارْزُقْنِيْ فِيْهِ مِنَ الْخَيْرِ أَكْثَرَ مَا أَطْلُبُ، وَلَا تُخَيِّبْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ اللهُ الْجَوَادُ الْكَرِيْمُ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: ইলাইকা আল্লাহুম্মা আরগাবু, ওয়া ইয়্যাকা আরজু, ফাতাকাব্বাল নুসুকি ওয়া ওয়াফফিকনি ফিহি মিনাল খাইরি আকসারা মা আতলুবু, ওয়ালা তুখাইয়িবনি, ইন্নাকা আনতাল যাওয়্যাদুল কারিম।

অর্থ: আমি আপনার কাছেই প্রত্যাশা করি, আপনার কাছেই কামনা করি। সুতরাং আমার কুরবানি কবুল করুন, আমাকে তাওফিক দিন। এতে আমাকে আশাতীত প্রতিদান দান করুন, আমাকে নিরাশ করবেন না। নিশ্চয় আপনি বড় দানশীল ও মহানুভব।

এটা হল ঈদের রজনী। ঈদের রজনীতে জাগ্রত থাকা, নামাজ পড়া, জিকির করা প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই রাতের মর্যাদার সাথে স্থানের মর্যাদাও মিলিত হয়েছে। সাথে সাথে সে হারামের মাঝে আছে এবং ইহরাম অবস্থায় আছে। হাজিদের মজমায় আছে। মহান ইবাদত পালনের পর এখানে আছে। আরাফায় সেসব মহান দুআ করা পর। তাই এ সময়ের গুরুত্ব অনেক।

মাশআরে হারাম ও মুজদালিফায় যে দুআ করবে

এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন–

فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۠ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ.

অর্থ: অতঃপর যখন তোমরা আরাফাত থেকে (তওয়াফে জিয়ারতের জন্য) ফিরে আসবে, তখন মাশআরে হারামের নিকটে আল্লাহকে স্মরণ কর। আর তিনি যেভাবে তোমাদিগকে হেদায়াত দিয়েছেন সেভাবে তাকে স্মরণ কর। যদিও ইতিপূর্বে তোমরা (বিশুদ্ধ পন্থা সম্পর্কে) ছিলে অজ্ঞ।[৬৮২]

মুজদালিফায় রাতে বেশি বেশি জিকির, দুআ ও কুরআন তিলাওয়াত করবে। কারণ, এটি মহান রাত, যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে। মুজদালিফায় নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنِيْ فِيْ هَذَا الْمَكَانِ جَوَامِعَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، وَأَنْ تُصْلِحَ شَأْنِيْ كُلَّهُ، وَأَنْ تَصْرِفَ عَنِّيْ الشَّرَّ كُلَّهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ غَيْرُكَ، وَلاَ يَجُوْدُ بِهِ إِلَّا أَنْتَ.

৬৮২. সুরা বাকারা: ১৮৯। তরজমা: অধমের অনূদিত তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআন থেকে। –

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা আন তারজুকানি ফি হাজাল মাকানি যাওয়ামিআল খাইরি কুল্লিহি, ওয়া আন তাসরিফা আন্নিশ শাররা কুল্লাহু, ফা ইন্নাহু লা ইয়াফআলু জালিকা গাইরুকা, ওয়ালা ইয়াযুদু বিহি ইল্লা আনতা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে এ স্থানে সকল কল্যাণ দ্বারা ভূষিত করুন, আমার সমস্ত অবস্থা সংশোধন করে দিন। আমাকে সকল অনিষ্ট থেকে দূরে রাখুন। এটা আপনি ব্যতীত আর কেউ পারবে না এবং আপনি ছাড়া আর কেউ দানও করবে না।

এই দিন ফজরের নামাজ প্রথম সময়ে পড়ে নিবে। বেশি বেশি তাকবির পড়বে। এরপর মাশআরে হারামের দিকে রওনা করবে। এটি হল মুজদালিফার শেষে একটি ছোট পাহাড়। যাকে 'কুজাহ' পাহাড় বলা হয়ে থাকে। যদি এই পর্বতে উঠা সম্ভব হয় তাহলে উঠবে। অন্যথায় নিচে কিবলামুখী হয়ে অবস্থান করবে। তাকবির ও তাসবিহ পাঠ করবে। বেশি বেশি তালবিয়া পড়বে ও দুআ করবে। নিম্নোক্ত দুআ পড়া মুস্তাহাব–

اَللّٰهُمَّ كَمَا وَقَفْتَنَا فِيْهِ وَأَرَيْتَنَا إِيَّاهُ، فَوَفِّقْنَا لِذِكْرِكَ كَمَا هَدَيْتَنَا،وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا كَمَا وَعَدْتَنَا بِقَوْلِكَ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوْا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذْكُرُوْهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّيْنَ، ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা কামা ওয়াকাফতানা ফিহি ওয়া আরাইতানা ইয়্যাহু, ফা ওয়াফফিকনা লি যিকরিকা কামা হাদাইতানা ওয়াগফির লানা ওয়ার হামনা কামা ওয়াআদতানা বিকাওলিকা, ওয়া কাওলুকাল হাক্কু: ফা ইজা আফাদতুম মিন আরাফাতিন ফাজকুরুল্লাহা ইনদাল মাশয়িরিল হারামি ওয়াজকুরুহু কামা হাদাকুম, ওয়া ইন কুনতুম মিন কাবলিহি লামিনাদ্দাল্লিন। ছুম্মা আফিদু মিন হাইসু আফাদান্নাসু ওয়াসতাগফিরুল্লাহ, ইন্নাল্লাহা গাফুরুর রাহিম।

অর্থ: হে আল্লাহ, যেভাবে আমাদেরকে সেখানে অবস্থান করিয়েছেন এবং সে স্থান দেখিয়েছেন। সুতরাং আপনার বাতলানো পদ্ধিতে আপনাকে স্মরণ করার তাওফিক দান করুন। আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন, যেমনটা আপনি কালামে পাকে ওয়াদা করেছেন, আর আপনার ওয়াদা সত্য– অতঃপর যখন তোমরা আরাফাত থেকে (তওয়াফে জিয়ারতের জন্য) ফিরে আসবে, তখন মাশআরে হারামের নিকটে আল্লাহকে স্মরণ কর।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আর তিনি যেভাবে তোমাদিগকে হেদায়াত দিয়েছেন সেভাবে তাকে স্মরণ কর। যদিও ইতিপূর্বে তোমরা (বিশুদ্ধ পন্থা সম্পর্কে) ছিলে অজ্ঞ। অতঃপর ফিরে এসো যেখান থেকে সমস্ত লোক ফিরে আসে। আর (আরাফায়) আল্লাহর কাছে পাপ মার্জন করাও। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পরম ক্ষমাকারী বড় করুণাময়।[৬৮৩] –বেশি বেশি এ দুআও পড়বে–

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

উচ্চারণ: রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনয়া হাসানাতান, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতান, ওয়া কিনা আজাবান্নার।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন। আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। –এই দুআগুলোও পড়া মুস্তাহাব–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْكَمَالُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْجَلَالُ كُلُّهُ، وَلَكَ التَّقْدِيْسُ كُلُّهُ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ جَمِيْعَ مَا أَسْلَفْتُهُ، وَاعْصِمْنِيْ فِيْمَا بَقِيَ، وَارْزُقْنِيْ عَمَلاً صَالِحاً تَرْضٰى بِهٖ عَنِّيْ يَا ذَا الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কুল্লুহু, ওয়ালাকাল কামালু কুল্লুহু, ওয়া লাকাল জালালু কুল্লুহু, ওয়া লাকাত্তাকদিসু কুল্লুহ। আল্লাহুম্মাগফিরলি যামিআ মা আসলাফতুহু, ওয়াসিমনি ফিমা বাকিয়া, ওয়ারজুকনি আমালান সালিহান তারদা বিহি আন্নি ইয়া জাল ফাদলিল আজিম।

অর্থ: হে আল্লাহ, সকল প্রশংসা, সকল পূর্ণাঙ্গতা,সকল বড়ত্ব ও সকল পবিত্রতা আপনারই। হে আল্লাহ, আমার পূর্বের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন। ভবিষ্যতে হেফাজত করুন। এমন সৎ আমলের তাওফিক দিন, যদ্দারা আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন হে মহা অনুগ্রহশীল।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ بِخَوَاصِّ عِبَادِكَ، وَأَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَيْكَ، أَسأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنِيْ جَوَامِعَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، وَأَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلٰى أَوْلِيَائِكَ، وأَنْ تُصْلِحَ حَالِيْ فِي الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

---

৬৮৩. আয়াত দুটির তরজমা: অধমের অনূদিত তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআন থেকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসতাশফিউ ইলাইকা বি খাওয়াসসি ইবাদিকা, ওয়া আতাওয়াসসালু বিকা ইলাইক। আসআলুকা আন তারজুকানি যাওয়ামিআল খাইরি কুল্লিহি, ওয়া আন তামুন্না আলাইয়্যা বিমা মানানতা বিহি আলা আউলিয়ায়িক। ওয়া আন তুসলিহা হালি ফিল আখিরাতি ওয়াদ্দুনয়া ইয়া আরহামার রাহিমিন।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার নেক বান্দাদের ওসিলায় আপনার কাছে সুপারিশ করছি, আপনার (আসমায়ে হুসনার) মাধ্যমে আপনার কাছে মিনতি করছি। আপনার কাছে প্রার্থনা করি যেন আমাকে সমন্বিত সমুদয় কল্যাণ দান করেন। আমার ওপর সেই দয়া করেন, যা আপনার প্রিয় বান্দাদের ওপর করে থাকেন। আর ইহকাল-পরকালে আমার অবস্থা শ্রেয়তর করে দেন হে সর্বোচ্চ দয়াবান।

মাশআরে হারাম থেকে মিনার দিকে যাওয়ার সময় যে দুআ পড়বে

যখন ফজরের আলো ছড়িয়ে পড়ে তখন মাশআরে হারাম থেকে মিনার দিকে যাবে। এ সময় বেশি বেশি তালবিয়া জিকির ও দুআ পড়বে। বেশি বেশি তালবিয়া পড়বে। কেননা এটাই তালবিয়া পড়ার শেষ সময়। হতে পারে জীবনে আর তালবিয়া পড়ার সুযোগ হবে না।

ঈদের দিন মিনাতে যে দুআ পড়বে

মিনায় পৌঁছে এ দুআ পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بَلَّغَنِيْهَا سَالِماً مُعَافًى، اَللّٰهُمَّ هَذِهٖ مِنًى قَدْ أَتَيْتُهَا، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَفِيْ قَبْضَتِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهٖ عَلٰى أَوْلِيَائِكَ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الْحِرْمَانِ وَالْمُصِيْبَةِ فِيْ دِيْنِيْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি বাল্লাগানিহা সালিমান মুআফা। আল্লাহুম্মা হাজিহি মিনা কাদ আতাইতুহা, ওয়া আনা আবদুকা ওয়াফি কাবদাতিকা, আসআলুকা আন তামুন্না আলাইয়্যা বিমা মানানতা বিহি আলা আউলিয়ায়িক। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল হিরমানি ওয়াল মুসিবাতি ফি দীনি ইয়া আরহামার রাহিমিন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এখানে পৌঁছিয়েছেন নিরাপদে ও সুস্থতার সাথে। হে আল্লাহ, আমি মিনায় হাজির। আমি আপনার গোলাম এবং আপনার কবজায়। মিনতি এই যে, আমার ওপর সেই দয়া করেন, যা আপনার প্রিয় বান্দাদের ওপর করে থাকেন। হে আল্লাহ, আপনার কাছে আশ্রয় চাই বঞ্চনা থেকে এবং দীনের ক্ষেত্রে পরীক্ষা থেকে, হে সর্বোচ্চ দয়ালু।

যামারায়ে আকাবায় প্রথমবার কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তালবিয়া বন্ধ করে দিবে। এখন থেকে তাকবির বলা শুরু করবে। প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তাকবির বলবে। এ স্থানে দুআর জন্য অবস্থান করা সুন্নাত নয়। কোরবানির পশু সঙ্গে থাকলে তা নহর করবে বা যাবাই করবে। নহর বা যাবাইয়ের সময় এ দুআ পড়া মুস্তাহাব–

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَسَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ، تَقَبَّلْ مِنِّيْ.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ, ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া ইলাইকা, তাকাব্বাল মিন্নি।

অর্থ: আল্লাহর নামে যবাই করলাম, তিনি মহান। হে আল্লাহ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবারের ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ, (এই কুরবানি) আপনার দেয়া এবং আপনার জন্যই উৎসর্গীত। আমার তরফে কবুল করুন। –আর অন্যের পক্ষ থেকে কুরবানি করলে বলবে– تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ [তাকাব্বাল মিন ফুলান: অমুকের (ঐ ব্যক্তির নাম নিবে) পক্ষ থেকে কবুল করুন]

জবাইয়ের পর যখন হলক করবে, তখন আমাদের শাফেয়িদের মতে, মাথার সামনের ভাগের চুল ধরে তিনবার তাকবির বলার পর এ দুআটি পড়া মুস্তাহাব। দুআটি হল–

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا هَدَانا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا أَنْعَمَ بِهٖ عَلَيْنَا، اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ نَاصِيَتِيْ فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ وَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِلْمُحَلِّقِيْنَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ، يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ آمِيْنَ.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহি আলা মা হাদানা, ওয়ালহামদুলিল্লাহি আলা মা আনআমা বিহি আলাইনা। আল্লাহুম্মা হাজিহি নাসিয়াতি ফাতাকাব্বাল মিন্নি ওয়াগফির লি জুনুবি। আল্লাহুম্মাগফিরলি ওয়ালিল মুহাল্লিকিনা ওয়াল মুকাসসিরিনা ইয়া ওয়াসিআল মাগফিরাহ, আমিন।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এজন্য যে, তিনি আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন। আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা এ কারণে যে, তিনি এর মাধ্যমে আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। হে আল্লাহ, এই আমার অলকগুচ্ছ, আমার থেকে কবুল করুন এবং আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ, আমাকে এবং মুণ্ডকারী ও হ্রস্বকারীদের ক্ষমা করুন হে বড় ক্ষমাশীল। (আমিন) –মাথা মুণ্ডানো শেষ হলে তাকবির বলে এ দুআ পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ قَضٰى عَنَّا نُسُكَنَا، اَللّٰهُمَّ زِدْنَا إِيْمَاناً وَيَقِيْنًا وَعَوْناً، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَالْمُسْلِمِيْنَ أَجْمَعِيْنَ.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি কাদা আন্না নুসুকানা, আল্লাহুম্মা জিদনা ঈমানান ওয়া ইয়াকিনান ওয়া আওনান, ওয়াগফির লানা ওয়ালি আবায়িনা ওয়া উম্মাহাতিনা ওয়াল মুসলিমিনা আজমাঈন।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে হজের আনুষ্ঠানিকতা আদায়ের তাওফিক দিয়েছেন। হে আল্লাহ, আমাদের ঈমান, বিশ্বাস ও মদদ বৃদ্ধি করুন। আমাদেরকে এবং আমাদের মাতা-পিতা সবাইকে ক্ষমা করুন।

আইয়ামে তাশরিকে মিনায় অবস্থানকালে যে দুআ পড়বে

(৪৯০) হজরত নুবাইশা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আইয়ামে তাশরিক হল পানাহার ও জিকিরের দিন।[৬৮৪] –তাই এ সময় বেশি বেশি জিকির করা চাই। সর্বোত্তম জিকির হল, কুরআন তিলাওয়াত।

সুন্নাত হল, কঙ্কর নিক্ষেপের দিনগুলোর প্রতিদিন কঙ্কর নিক্ষেপের সময় যামারায়ে উলার কাছে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা করবে, তাকবির বলবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, তাসবিহ বলবে এবং কাকুতি-মিনতির সাথে দুআ করবে। এভাবে সুরা বাকারা পড়ার সমপরিমাণ দাঁড়াবে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় যামারায় করবে। তবে তৃতীয় যামারায় দাঁড়াবে না, একে যামারায়ে আকবা বলে।

মিনা থেকে ফিরে আসার পর করণীয়

মিনা থেকে ফিরে আসার পর তার হজের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়ে গেল। এখন মূল হজের কোন জিকির বাকি নেই। তবে সে যেহেতু মুসাফির তাই তাকবির, কালিমা ইত্যাদি জিকির-আজকার করবে। যা মুসাফিরের অধ্যায়ে সামনে আলোচনা হবে।

মক্কায় প্রবেশের পর উমরার নিয়ত করলে উমরায় হজের যেসব আমল রয়েছে সেগুলোতে হজের দুআ-দরুদ ও জিকিরগুলোই করবে। যেমন, ইহরাম, তাওয়াফ, সাঈ, জবাই ও হলক।

জমজমের পানি পান করার দুআ

(৪৯১) হজরত জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ.

অর্থ: জমজমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয়, আল্লাহ তাআলা সে উদ্দেশ্য পূরণ করেন।[৬৮৫] –উলামায়ে কেরাম মহান উদ্দেশ্যে জমজমের পানি পান করেছেন এবং তাদের উদ্দেশ্য পুরা হয়েছে।

উলামায়ে কেরাম বলেন, ক্ষমা বা সুস্থতার জন্য যে পান করবে সে এ দুআ পড়বে–

---

৬৮৪. সহিহ মুসলিম: ১১৪১।

৬৮৫. মুসনাদে আহমাদ ৩/৩৫৭, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩০৬৩, আলফুতুহাত ৫/২৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَللّٰهُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ " اَللّٰهُمَّ وَإِنِّيْ أَشْرَبُهُ لِتَغْفِرَ لِيْ وَلِتَفْعَلَ بِيْ كَذَا وكَذَا، فَاغْفِرْ لِيْ أَوِ افْعَلْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নাহু বালাগানি আন্না রাসুলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কালা: "মাউ জামজামা লিমা শুরিবা লাহু", আল্লাহুম্মা ওয়া ইন্নি আশরাবুহু লিতাগফিরালালি ওয়ালি তাফআলাবি কাজা ওয়া কাজা, ফাগফিরলি আ ইফআল।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার কাছে পৌঁছেছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: " জমজমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয়, আল্লাহ তাআলা সে উদ্দেশ্য পূরণ করেন"। হে আল্লাহ, আমিও এই উদ্দেশ্যে পান করছি, যাতে আমাকে ক্ষমা করে দেন এবং আমার এই এই আশা (নাম নিবে) পূরণ করেন। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন (অথবা বলবে) এটা পূরণ করুন। –অথবা এ দুআটি পড়বে–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَشْرَبُهُ مُسْتَشْفِياً بِهِ فَاشْفِنِيْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আশরাবুহু মুসতাশফিয়ান বিহি ফাশফিনি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আরোগ্য কামনায় তা পান করছি, সুতরাং আমাকে সুস্থতা দান করুন। – অন্যান্য যে কোনো দুআও পড়তে পারবে।

মক্কা থেকে ফিরে যাওয়ার সময় করণীয়

মক্কা থেকে ফিরে যাওয়ার সময় বিদায়ী তাওয়াফ করবে। মুলতাজিমে এসে মুলতাজিমকে জড়িয়ে ধরে এ দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اَلْبَيْتُ بَيْتُكَ، وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وابْنُ أَمَتِكَ، حَمَلْتَنِيْ عَلٰى مَا سَخَّرْتَ لِيْ مِنْ خَلْقِكَ، حَتّٰى سَيَّرْتَنِيْ فِيْ بِلَادِكَ، وَبَلَّغْتَنِيْ بِنِعْمَتِكَ حَتّٰى أَعَنْتَنِيْ عَلٰى قَضَاءِ مَنَاسِكِكَ، فإِنْ كُنْتَ رَضِيْتَ عَنِّيْ فَازْدَدْ عَنِّيْ رَضًى، وَإِلَّا فَمِنَ الْآنَ قَبْلَ أَنْ يَنْأَى عَنْ بَيْتِكَ دَارِيْ، هَذَا أَوَانُ انْصِرَافِيْ، إِنْ أَذِنْتَ لِيْ غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلَا بِبَيْتِكَ، وَلَا رَاغِبٍ عَنْكَ وَلَا عَنْ بَيْتِكَ، اَللّٰهُمَّ فَأَصْحِبْنِي الْعَافِيَةَ فِيْ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

بَدَنِيْ وَالْعِصْمَةَ فِيْ دِيْنِيْ، وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِيْ، وَارْزُقْنِيْ طَاعَتَكَ مَا أَبْقَيْتَنِيْ واجْمَعْ لِيْ خَيْرَيِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا، إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা, আলবাইতু বাইতুকা, ওয়াল আবদু আবদুকা ওয়াবনু আবদিকা ওয়াবনু আমাতিক। হামালতানি আলা মা সাখখারতা লি মিন খালকিকা, হাত্তা সাইয়ারতানি ফি বিলাদিক। ওয়া বাল্লাগতানি বিনিমাতিকা হাত্তা আআনতানি আলা কাদায়ি মানাসিক। ফা ইন কুনতা রাদিতা আন্নি ফাজদাদ আন্নি রিদা, ওয়া ইল্লা ফামিনাল আনা কাবলা আন ইয়ানআ আন বাইতিকা দারি। হাজা আওয়ানু ইনসিরাফি, ইন আজিনতা লি গাইরা মুসতাবদিলিন বিকা ওয়ালা বিবাইতিকা, ওয়ালা রাগিবিন আনকা ওয়ালা আন বাইতিক। আল্লাহুম্মা ফা আসবিহনিল আফিয়াতা ফি বাদানি ওয়াল ইসমাতা ফি দীনি ওয়া আহসিন মুনকালাবি ওয়ারজুকনি তাআতাকা মা আবকাইতানি ওয়াযমা লি খাইরায়িল আখিরাতি ওয়াদ্দুনিয়া, ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

অর্থ: হে আল্লাহ, এই ঘর আপনার ঘর। আমি আপনার গোলাম, গোলামের গোলাম এবং আপনার বান্দীর গোলাম। আপনার অধীনস্থ সৃষ্টির পিঠে করে আমাকে আরোহন করিয়েছেন, যদ্দারা আমাকে আপনার শহরে ভ্রমণ করিয়েছেন। অপনার অনুগ্রহে হজের আনুষ্ঠানিকতা পূরণের তাওফিক দিয়েছেন। যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তাহলে আরো সন্তুষ্ট হন। অন্যাথায় এখনই সন্তুষ্ট হন, ঘরে ফেরার আগে। এটা তো আমার ফেরার মুহূর্ত। যদি অনুমতি দেন, আপনার ব্যাপারে বিশ্বাসের পরিবর্তন ছাড়া, আপনার ঘরের ব্যাপারেও। আপনার থেকে বিমুখ না হওয়া অবস্থায় এবং না আপনার ঘর থেকে। হে আল্লাহ, সর্বদা আমার শরীরে সুস্থতা দাও এবং দীনে সুরক্ষা। আমার পুনরুত্থান শ্রেয়তর করুন এবং আমৃত্যু আপনার আনুগত্য দান করুন। আমাকে ইহকাল-পরকালের কল্যাণ দান করুন। নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

উক্ত দুআর শুরু ও শেষে আল্লাহর প্রশংসা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পড়বে, যেমন পূর্বে অন্যান্য দুআর ক্ষেত্রে আলোচনা গেছে। যদি ঋতুবতী মহিলা হয়, তাহলে মসজিদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এ দুআ পড়ে ফিরে যাবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর জিয়ারত ও দুআ

প্রত্যেক হাজির জন্য উচিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর জিয়ারত করা। মদিনা তার পথে হোক বা না হোক। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর জিয়ারত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ নেকির কাজ। অনেক সওয়াবের কাজ। অনেক কামনার বিষয়। জিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমনের সময় রাস্তায় বেশি বেশি দরুদ পড়বে। মদিনার এলাকা, গাছপালা ও মদিনার কোন নিদর্শন দেখলে দরুদ বাড়িয়ে দিবে। আল্লাহর কাছে দুআ করবে, তিনি যেন জিয়ারতের মাধ্যমে তাকে উপকৃত করেন। দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্যবান করেন। এ দুআটি পড়বে–

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَارْزُقْنِيْ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَزَقْتَهُ أَوْلِيَاءَكَ وَأَهْلَ طَاعَتِكَ، وَاغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ يَا خَيْرَ مَسْؤُوْلٍ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাফতাহলি আলাইয়া আবওয়াবা রহমাতিক। ওয়ারজুকনি ফি জিয়ারাতি কাবরি নাবিয়্যিকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মা রাজাকতাহু আউলিয়াআকা ওয়া আহলা তাআতিকা, ওয়াগফিরলি ওয়ার হামনি ইয়া খাইরা মাসউল।

অর্থ: আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও। আপনার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর জিয়ারতে আমাকে সেই প্রশান্তি দাও, যা প্রিয় ও অনুগত বান্দাদের দিয়ে থাকেন। আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন হে শ্রেষ্ঠ দাতা।

মসজিদে প্রবেশের সময় অন্য মসজিদে প্রবেশের যেসব দুআ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোই পড়বে। তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামাজ আদায়ের পর রওজা শরিফের কাছে আসবে। রওজা শরিফের দেয়াল থেকে চার হাত পেছনে রওজা শরিফকে সামনে রেখে কেবলাকে পেছনে রেখে দাঁড়াবে। পরিমিত আওয়াজে সালাম দিবে; উচুঁ আওয়াজে নয়। বলবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خِيَرَةَ اللهِ مِنْ خَلْقِهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ، اَلسَّلَامُ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

عَلَيْكَ وَعَلٰى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ وَعَلَى النَّبِيِّيْنَ وَسَائِرِ الصَّالِحِيْنَ ; أَشْهَدُ أَنَّكَ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، فَجَزَاكَ اللهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَى رَسُوْلاً عَنْ أُمَّتِهِ.

উচ্চারণ: আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহি, আসসালামু আলাইকা ইয়া খিরাতাল্লাহি মিন খালকিহ। আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহি, আসসালামু আলাইকা ইয়া সাইয়িদাল মুরসালিনা ওয়া খাতামান্নাবিয়্যিন। আসসালামু আলাইকা ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ওয়া আহলি বাইতিকা ওয়া আলান্নাবিয়্যিনা ওয়া সায়িরিস সালিহিন। আশহাদু আন্নাকা বাল্লাগতার রিসালাতা, ওয়া আদ্দাইতাল আমানাতা, ওয়া নাসাহতাল উম্মাহ। ফা জাজাকাল্লাহু আন্না আফদালা মা জাজা রাসুলান আন উম্মাতিহ।

অর্থ: শান্তি বর্ষিত হোক আপনার ওপর হে আল্লাহর রাসুল। শান্তি বর্ষিত হোক আপনার ওপর হে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। শান্তি বর্ষিত হোক আপনার ওপর হে আল্লাহর প্রিয়। শান্তি বর্ষিত হোক আপনার ওপর হে রাসুলদের সরদার ও শেষ নবি। শান্তি বর্ষিত হোক আপনার ওপর, আপনার সাথী ও সাহাবায়ে কেরামের ওপর, পরিবারের ওপর, সমস্ত নবিদের ওপর এবং সকল নেক বান্দাদের ওপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি রিসালতের দায়িত্ব সঠিকভাবে আদায় করেছেন, ওহির আমানত পৌঁছিয়েছেন এবং উম্মতকে সদুপদেশ দিয়েছেন। একজন রাসুলকে তার উম্মাহর তরফে যেভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকেন, আল্লাহর আপনাকে এরচে উত্তম প্রতিদান দান করুক।

যদি কেউ তাকে সালাম পাঠানোর ওসিয়ত করে থাকে তাহলে এভাবে বলবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ.

উচ্চারণ: আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহি মিন ফুলানিবনি ফুলান।

অর্থ: শান্তি বর্ষিত হোক আপনার ওপর হে আল্লাহর রাসুল, অমুকের সন্তান অমুকের (তার নাম নিবে) পক্ষ থেকে।

এরপর এক গজ পরিমাণ ডানদিকে গিয়ে হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সালাম দিবে। এরপর আরেক গজ পরিমাণ পিছিয়ে হজরত উমর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সালাম দিবে। অতঃপর প্রথম স্থানে চলে আসবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে তাঁকে নিজের জন্য ওসিলা বানাবে। তাঁকে সুপারিশকারী বানাবে রবের কাছে।

দুআ করবে নিজের জন্য, পিতা-মতার জন্য, সাথি-সঙ্গী ও বন্ধু-বান্ধবের জন্য। শুভাকাঙ্ক্ষী ও সকল মুসলমানের জন্য। খুব জোড়ালোভাবে দুআ করবে। এই মহান স্থানকে গনিমত মনে করবে। আল্লাহর প্রশংসা করবে, তাসবিহ পড়বে, তাকবির বলবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সবচেয়ে বেশি দরুদ পড়বে। এরপর রওজা শরিফ ও মসজিদের মিম্বারের মাঝখানে এসে বেশি পরিমাণ দুআ করবে।

(৪৯২) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.

অর্থ: আমার কবর ও মিম্বরের মাঝখানের অংশ জান্নাতের উদ্যানসমূহের একটি উদ্যান।[৬৮৬]

মদিনা থেকে বের হওয়ার সময় ও সফর থেকে ফিরে যাওয়ার সময় দুই রাকাত সালাতুল বিদা পড়া মুস্তাহাব। এরপর যা ইচ্ছা দুআ করবে। এরপর কবরের কাছে আসবে। পূর্বের ন্যায় সালাম করবে। আগের দুআগুলো পড়বে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এই বলে বিদায় নিবে–

اَللّٰهُمَّ لا تَجْعَلْ هٰذَا آخِرَ الْعَهْدِ بِحَرَمِ رَسُوْلِكَ، وَيَسِّرْ لِيْ الْعَوْدَ إِلَى الْحَرَمَيْنِ سَبِيْلاً سَهْلَةً بِمَنِّكَ وَفَضْلِكَ، وَارْزُقْنِي الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَرُدَّنَا سَالِمِيْنَ غَانِمِيْنَ إِلَى أَوْطَانِنَا آمِنِيْنَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লা তাযআল হাজা আখিরাল আহদি বিহারামি রাসুলিকা, ওয়া ইয়াসসির লিয়াল আওদা ইলাল হারামাইনি সাবিলা সাহলাতান বি

৬৮৬. সহিহ বুখারি: ১১৯৬, সহিহ মুসলিম: ১৩৯০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মান্নিকা ওয়া ফাদলিকা। ওয়ারজুকনিল আফওয়া ওয়াল ইফয়াতা ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। ওয়া রুদ্দানা সালিমিনা গানিমিনা ইলা আওতানিনা আমিনিন।

অর্থ: হে সফরকে আপনার রাসুলের হারামের জন্য শেষ সফর বানাবেন না। আমার জন্য হারামাইনে বারবার আসার পথ সহজ করে দিন। আপনার দয়া ও অনুগ্রহে একেবারে সহজ পথ। আমাকে উভয় জাহানে ক্ষমা ও সুরক্ষা দান করুন। আমাদেরকে ঘরে ফেরান সুস্থতা ও কৃতকার্যতার সাথে এবং নিরাপদে।

এখানেই হজের আলোচনার সমাপ্তি করা হল। এটি যদিও এই কিতাবের হিসাবে দীর্ঘ; কিন্তু আমি এ সম্পর্কে যে আলোচনা জানি সে তুলনায় সংক্ষেপ। আল্লাহর কাছে আমরা তাঁর আনুগত্যের জন্য তাওফিক কামনা করি এবং তিনি যেন জান্নাতে আমাদের ভাইদের সঙ্গে আমাদেরকে একত্রিত করেন।

হজরত উতাবি রহ. বলেন, আমি নবিজির কবরের পাশে বসা সিলাম। ইতোমধ্যে একজন গ্রাম্য লোক এসে বলল– আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ (শান্তি বর্ষিত হোক আপনার ওপর হে আল্লাহর রাসুল)। আল্লাহ তাআলা বলেছেন– "যদি তোমরা নিজের ওপর জুলুম করে থাক আর নবিজির কাছে এসে একবার তোমরা নিজেরা আল্লাহর কাছে মাফ চায় এবং রাসুলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী ও দয়ালু হিসাবেই পাবেন।"[৬৮৭] এজন্য আমি আমার পাপের ক্ষমা চাওয়ার জন্য, রবের কাছে আপনার মাধ্যমে শাফাআত লাভের আশায় এসেছি। এরপর নিম্নোক্ত কবিতা পড়েন–

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ أَعْظُمُهُ * فَطَابَ مِنْ طِيْبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ

نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ * فِيْهِ الْعَفَافُ وَفِيْهِ الْجُوْدُ وَالْكَرَمُ.

উচ্চারণ: ইয়া খাইরা মান দুফিনাত বিলকায়ি আজুমুহু। ফা তাবা মান তাইয়াবাহুন্নাল কাউ ওয়াল আকাম। নাফসিল ফিদাউ লিকাবরিন আনতা সাকিনুহু, ফিহিল আফাফু ওয়া ফিহিল জুদু ওয়াল কারাম।

---

৬৮৭ (নিসা ৬৪)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থঃ হে ঐ মহান, যাকে মহান স্থানে দাফন করা হয়েছে। যার সুগন্ধিতে সমস্ত তলদেশ ও পাহাড়-পর্বত সুগন্ধিত। ঐ কবরের জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গীত, যে কবরে আপনি রয়েছেন। যাতে রয়েছে ক্ষমা, বদান্যতা ও দানশীলতা। –উতাবি রহ. বলেন, এরপর সে গ্রাম্য লোকটি চলে গেল। তখন আমার চোখে ঘুম চেপে এল। আমি ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম। তিনি বলছেন, হে উতাবি, তুমি গ্রাম্য লোকটিকে সুসংবাদ দাও যে, আল্লাহ তাকে মাফ করে দিয়েছেন।[৬৮৮]

৬৮৮. এই ঘটনাটি দিয়ে দলিল দেয়া যাবে না। এর সনদ বানোয়াট। দেখুনঃ আসসারিমুল মুনকি ফিররাদ্দি আলাস সুবকি পৃ, ৪৪৬-৪৪৭, ইবনে আবদুল হাদি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অধ্যায়- ১২

জিহাদের অধ্যায়

জিহাদে যাওয়া-আসার পথের জিকিরগুলো সফরের অধ্যায়ে আলোচনা হবে। এখানে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হবে।

শাহাদাতের তামান্না করা মুস্তাহাব

(৪৯৩) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلٰى أُمِّ حَرَامٍ فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. فَقَالَتْ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، ، يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوْكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ. أَوْ مِثْلَ الْمُلُوْكِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اُدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ. فَدَعَا لَهَا رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হারাম রাদি. এর কাছে গেলেন। সেখানে ঘুমালেন, জাগ্রত হয়ে হাসতে লাগলেন। তখন উম্মে হারাম রাদি. বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি হাসছেন কেন? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মতের একদল যুদ্ধাকে আমার সামনে পেশ করা হল। তারা এই সমুদ্রের ওপর দিয়ে বাদশাদের ন্যায় আনন্দে চলছে। উম্মে হারাম রাদি. বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি আমার জন্য দুআ করুন, আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দুআ করেন।[৬৮৯]

(৪৯৪) হজরত মুআজ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন–

مَنْ سَأَلَ اللهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ، فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيْدٍ.

অর্থ: যে ব্যক্তি মনে-প্রাণে শাহাদাতের তামান্না করে, এরপর যদি স্বাভাবিকভাবে মারা যায় বা মেরে ফেলা হয়, সেও শাহদের মর্যাদা লাভ করবে।[৬৯০]

(৪৯৫) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ.

অর্থ: যে ব্যক্তি মনে-প্রাণে শাহাদাতের আশা করবে, সে যদি প্রকৃত শহিদ নাও হয়, তাহলেও সে শহীদের মর্যাদা পাবে।[৬৯১]

(৪৯৬) হজরত সাহাল বিন হুনাইফ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে শাহাদাতের আশা করে, আল্লাহ তাকে শাহাদাতের মর্যাদায় উন্নিত করে দেন। যদিও সে তার বিগানায় মৃত্যুবরণ করে।[৬৯২]

---

৬৮৯. সহিহ বুখারি: ৩৭৮৮, সহিহ মুসলিম: ১৯১২, মুয়াত্তা মালেক ২/৪৬৪-৪৬৫, সুনানে আবু দাউদ: ২৪৯০, সুনানে তিরমিজি: ১৬৪৫, সুনানে নাসাঈ ৬/৪০-৪১।

৬৯০. সুনানে আবু দাউদ: ২৫৪১, সুনানে তিরমিজি: ১৬৫৪, সুনানে নাসাঈ ৬/২৫, সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৭৯২, ইবনে হিব্বান: ১৫৯৬।

৬৯১. সহিহ মুসলিম: ১৯০৮।

৬৯২. সহিহ মুসলিম: ১৯০৯, সুনানে তিরমিজি: ১৬৫৩, সুনানে আবু দাউদ: ১৫২০, সুনানে নাসাঈ ৬/৩৬, সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৭৯৭, সুনানে দারিমি: ২৪১২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সেনাপ্রধানকে তাকওয়ায় উদ্বুদ্ব করা ও যুদ্ধ, সন্ধি ইত্যাদির পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া আমিরের কর্তব্য

(৪৯৭) হজরত বুরাইদা রাদি. থেকে বর্ণিত–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيْرًا عَلٰى جَيْشٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِيْ خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ "اُغْزُوْا بِاسْمِ اللهِ، فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، ، قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، ، اُغْزُوْا وَلَا تَغُلُّوْا، وَلَا تَغْدِرُوْا، وَلَا تَمْثُلُوْا، وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا، وَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ. وَذُكِرَ الْحَدِيْثُ بِطَوْلِهِ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সেনাপ্রধান নিযুক্ত করতেন, তাকে বিশেষভাবে তাকওয়ার ওসিয়ত করতেন এবং মুসলিম সৈন্যদের সঙ্গে কল্যাণের মুআমালা করার নির্দেশ দিতেন। এরপর বলতেন, আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর নামে জিহাদ করবে। কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করবে। তুমি যুদ্ধ করবে, খেয়ানত করবে না, আকৃতি বিকৃতি করবে না। বাচ্চাদেরকে হত্যা করবে না। মুশরিক শত্রুদের মুখামুখী হলে তাদেরকে তিনটি বিষয়ের দাওয়াত দিবে.... । (হাদিসটি দীর্ঘ)[৬৯৩]

কোনো এলাকায় যুদ্ধের ইচ্ছা করলে অন্য এলাকার প্রতি ইঙ্গিত করে তা লুকিয়ে রাখা

(৪৯৮) হজরত কাব বিন মালেক রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যুদ্ধের ইচ্ছা করলে অন্য এলাকার প্রতি ইঙ্গিত করে তা লুকিয়ে রাখতেন।[৬৯৪]

---

৬৯৩. সহিহ মুসলিম: ১৭৩১।

৬৯৪. সহিহ বুখারি: ৩০৮৮, সহিহ মুসলিম: ২৭৬৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করা

আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ.

অর্থ: হে নবি, আপনি মুমিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।[৬৯৫] –অন্যত্র ইরশাদ করেন–

وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ: আপনি মুমিনদের উৎসাহিত করুন।[৬৯৬]

(৪৯৯) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত,

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخَنْدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُوْنَ، وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ فِيْ غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيْدٌ يَعْمَلُوْنَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ ، وَالْجُوْعِ قَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهْ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলেন, দেখলেন যে, আনসারি সাহাবায়ে কেরাম সকাল থেকে পরীখা খনন করে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছেন। তখন তিনি বললেন–

اَللّٰهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهْ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ.

অর্থ: হে আল্লাহ, আখেরাতের সুখই প্রকৃত সুখ। আনসার ও মুহাজির সাহাবিদেরকে আপনি ক্ষমা করে দিন।[৬৯৭]

---

৬৯৫. সুরা আনফাল: ৬৫।

৬৯৬. সুরা নিসা: ৮৪।

৬৯৭. সহিহ বুখারি:২৮৩৪, সহিহ মুসলিম: ১৮০৫, সুনানে তিরমিজি: ৩৮৫৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জিহাদের সময় দুআ করা, বিনয়ী হওয়া ও তাকবির বলা

আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّ رِئَاۗءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

অর্থঃ হে মুমিনগণ, যখন তোমরা শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করবে, তখন অটল থাকবে। বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করবে। তাহলে তোমরা সফল হবে। তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের অনুসরণ করবে। তাছাড়া তোমরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা কর তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে। তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যধারণকারীদের সাথে আছেন। আর তাদের মতো হয়ো না, যাদের নিজেদের ঘর থেকে বের হয়েছে অহঙ্কারের সাথে এবং লোক দেখানোর জন্য। তারা আল্লাহর পথে বাধা দিত।[৬৯৮] –উলামায়ে কেরাম বলেন, উক্ত আয়াতে যুদ্ধের সকল আদব-কায়দার আলোচনা একসাথে করা হয়েছে।

(৫০০) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তাবুতে বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اَللّٰهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ. فَأَخَذَ أَبُوْ بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ :حَسْبُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلٰى رَبِّكَ. وَهُوَ فِي الدِّرْعِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُوْلُ: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ } { بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ }.

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমি আপনার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির শপথ দিয়ে বলছি। হে আল্লাহ, আপনি যদি চান, আজকের দিনের পর আপনার ইবাদত না করা হোক.. তখন আবু বকর রাদি. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত

৬৯৮. সুরা আনফাল: ৪৫-৪৬-৪৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ধরে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, যথেষ্ট হয়েছে। আপনি আপনার প্রভুর কাছে খুব জোরালো দুআ করেছেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে বের হতে বলছিলেন: "সৈন্যদল অচিরেই পলায়ন করবে। বরং কেয়ামতই তাদের প্রতিশ্রুত সময়। আর কেয়ামত খুব ভয়াবহ ও তিক্ত।"[৬৯৯] –অপর বর্ণনায় আছে, সেদিনটি ছিল বদর যুদ্ধের দিন। সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে–

اِسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ: اَللّٰهُمَّ أَنْجِزْ لِيْ مَا وَعَدْتَنِيْ، اَللّٰهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِيْ، اَللّٰهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ .فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ

অর্থ: নবিজি কিবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে সজোরে দুআ করছিলেন, বলছিলেন– 'হে আল্লাহ, আপনার ওয়াদা পূরণ করুন। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করুন। হে আল্লাহ, এই ছোট দল যদি আজ ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে এই ভূপৃষ্ঠে আপনার ইবাদতের লোক থাকবে না।' এভাবেই তিনি আল্লাহকে ডাকছিলেন; আর হাত এতুকু উচিয়ে ছিলেন যে, গায়ের চাদর পড়ে গিয়েছিল।[৭০০]

(৫০১) হজরত আবদুল্লাহ বিন আবু আউফা রাদি. থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْ بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيْهَا الْعَدُوَّ يَنْتَظِرُ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيْهِمْ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُوْا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا، وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ .وَفِيْ

৬৯৯. সুরা কামার: ৪৫।

৭০০. সহিহ বুখারি: ২৯১৫, সহিহ মুসলিম: ১৭৬৩, সুনানে তিরিমিজি: ৩০৮১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

رِوَايَةَ: اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ، اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ، وَزَلْزِلْهُمْ.

অর্থঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন যুদ্ধে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন, এরপর বলছিলেন, হে লোকসকল, তোমরা শত্রুদের সাথে যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা কর না। এ থেকে আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাও। অগত্যা যদি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ বেঁধেই যায় তাহলে ধৈর্যের সাথে যুদ্ধ করবে। মনে রাখবে, জান্নাত হচ্ছে তরবারির ছায়াতলে। এরপর বললেন–

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা মুনজিলাল কিতাবি ওয়া মাযরাস সাহাবি ওয়া হাজিমাল আহজাবি, ইহজিমহুম ওয়ানসুরনা আলাইহিম।

অর্থঃ হে আল্লাহ, কিতাব অবতরণকারী, মেঘমালা সঞ্চালনকারী, শত্রুকে পরাভূতকারী আপনি শত্রুদেরকে পরাজিত করে দিন। আমাদের সাহায্য করুন। –অপর বর্ণনায় আছে–

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ، اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ، وَزَلْزِلْهُمْ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা মুনজিলাল কিতাবি সারিআল হিসাবি, ইহজিমিল আহজাবি, আল্লাহুম্মাহজিহিম ওয়া জালজিলহুম।

অর্থঃ হে আল্লাহ, কিতাব অবতরণকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, সৈন্যদলকে পরাজিত করুন। হে আল্লাহ, আপনি তাদেরকে পরাভূত করুন; তাদেরকে প্রকম্পিত করুন।[৭০১]

(৫০২) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

صَبَّحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوْا: هٰذَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ .فَلَجَئُوْا إِلَى الْحِصْنِ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ

৭০১. সহিহ বুখারিঃ ২৮১৮, সহিহ মুসলিমঃ ১৭৪২, সুনানে আবু দাউদঃ ২৬৩১, মুসনাদে আহমাদ ৪/৩৫৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

وَقَالَ: اَللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ.

অর্থঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারে সকাল করলেন। খায়বারবাসীরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে বলতে লাগলো, 'এই যে, মুহাম্মাদ ও তার সৈন্যদল চলে আসছে।' এরপর তারা দূর্গে আশ্রয় নিল। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই হাত উঠিয়ে বললেন, 'আল্লাহু আকবার, খায়বার বিরান হয়ে গেছে। আমরা যখন কোনো সমপ্রদায়ের পাশে অবতরণ করি, তখন সতর্ককৃতদের সকাল হয় বড়ই মন্দ।[৭০২]

(৫০৩) হজরত সাহল বিন সাদ রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ، أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

অর্থঃ দুই সময়ে আল্লাহ দুআ ফিরিয়ে দেন না। **এক.** আজানের সময়। **দুই.** যুদ্ধে যখন একদল আরেক দলের মাঝে ঢুকে যায়।[৭০৩]

(৫০৪) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যুদ্ধ করতেন, তখন নিম্নোক্ত দুআ বলতেন–

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَضُدِيْ وَنَصِيرِيْ، بِكَ أَحُوْلُ ، وَبِكَ أَصُوْلُ ، وَبِكَ أُقَاتِلُ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আনতা আজুদি ওয়া নাসিরি, বিকা আহুলু ওয়া বিকা আসুলু ওয়া বিকা উকাতিলু।

অর্থঃ হে আল্লাহ, আপনি আমার শক্তি ও সাহায্যকারী। আপনার সাহায্যেই আমরা প্রতিহত করি, পরাস্ত করি; আপনার নামেই যুদ্ধ করি। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[৭০৪]

---

৭০২. সহিহ বুখারিঃ ৩৭১, সহিহ মুসলিমঃ ১৩৬৫, সুনানে নাসাঈ ৬/১৩১।

৭০৩. সুনানে আবু দাউদঃ ২৫৪০।

৭০৪. সুনানে আবু দাউদঃ ২৬৩২, সুনানে তিরমিজিঃ ৩৫৭৮, মুসনাদে আহমাদ ৩/১৮৪, ইবনে হিব্বানঃ ১৬৬১, আমালঃ ৬০৪, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৫০৫) হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন গোত্রকে ভয় করতেন তখন এ দুআ করতেন–

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম, ওয়া নাউজুবিকা মিন শুরুরিহিম।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি দুশমনের দুশমনির মোকাবেলায় আপনাকে স্থাপন করেছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি।[৭০৫]

(৫০৬) হজরত উমারা রাদি. থেকে বর্ণিত, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ: إِنَّ عَبْدِيْ كُلَّ عَبْدِيَ الَّذِيْ يَذْكُرُنِيْ، وَهُوَ مُلَاقٍ قِرْنَهُ، يَعْنِيْ: عِنْدَ الْقِتَالِ .

অর্থ: আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমার খাঁটি বান্দা সে, যে যুদ্ধের সময়ও আমাকে স্মরণ করে। -ইমাম তিরমিজি বলেন, সনদটি শক্তিশালী নয় ।[৭০৬]

(৫০৭) হজরত জাবের রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার যুদ্ধের দিন বলেছেন–

لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ مَا تَبْتَلُوْنَ بِهِ مِنْهُمْ، فإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَقُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبُّنَا وَرَبُّهُمْ، وَقُلُوْبُنَا وَقُلُوْبُهُمْ بِيَدِكَ، وَإِنَّمَا يَغْلِبُهُمْ أَنْتَ.

অর্থ: তোমরা যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা কর না, কেননা তোমরা জানো না তাদের মধ্যে কাদের দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করা হবে। শেষ পর্যন্ত যদি যুদ্ধ করতেই হয় তাহলে তোমরা বলবে– "হে আল্লাহ, আপনি আমাদের ও তাদের রব, আমাদের ও তাদের অন্তর আপনার হাতে। আপনিই তাদেরকে পরাজিত করবেন।"[৭০৭]

(৫০৮) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

---

৭০৫. সুনানে আবু দাউদ: ১৫৩৭।
৭০৬. সুনানে তিরমিজি: ৩৫৮৫।
৭০৭. ইবনুস সুন্নি: ৬৬৮। হাদিসটি দুর্বল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةٍ، فَلَقِيَ الْعَدُوَّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّيْنِ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ تُصَرَعُ تَضْرِبُهَا الْمَلَائِكَةُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا.

অর্থ: আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। শত্রুদের সাথে মোকাবেলায় তিনি বলেছেন– "হে বিচার দিবসের মালিক, আপনারই ইবাদত করি, আপনার কাছেই প্রার্থনা করি। এরপর দেখলাম, অনেকেই নিহত হয়ে পড়ে যাচ্ছে, ফেরেশতাগণ তাদের সামনে-পেছনে আক্রমণ করছিলেন।"[৭০৮]

ইমাম শাফেয়ি রহ. মুরসাল সনদে বর্ণনা করেছেন যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اُطْلُبُوْا اسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ اِلْتِقَاءِ الْجُيُوْشِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَنُزُوْلِ الْغَيْثِ.

অর্থ: তোমরা যুদ্ধের সময়, নামাজ আদায়ের সময় এবং বৃষ্টি বর্ষণের সময় আল্লাহর কাছে দুআ কর।[৭০৯]

ইমাম নববি রহ. বলেন, যতটুকু সম্ভব কুরআনে কারিম তিলাওয়াত করবে। এরপর এ দুআটি পড়বে–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

উচ্চারণ: লাইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযিমুল হালিম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আযিম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরজি রাব্বুল আরশিল কারিম।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো সত্য মাবুদ নেই, যিনি অতি মহান অত্যন্ত সহনশীল। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, যিনি আসমান-জমিনের পালনকর্তা এবং মহান আরশের অধিপতি। –এ দুআটিও পড়বে–

---

৭০৮. ইবনুস সুন্নি: ৩৩৬।
৭০৯. কিতাবুল উম্ম ১/২২৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ.

উচ্চারণ: লাইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালিমুল কারিম, সুবহানাল্লাহি রাব্বাস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বাল আরদি ওয়া রাব্বাল আরশিল আজিম। লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আজ্জা যারুকা ওয়া জাল্লা সানাউকা।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো সত্য মাবুদ নেই, যিনি অতি মহান অত্যন্ত সহনশীল। আসমান-জমিনের প্রতিপালক, মহান আরশের অধিপতির পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। আপনার আশ্রয় গ্রহণকারীর জয় হোক এবং আপনার মহিমা সমুচ্চ হোক। –এই দুআগুলোও পড়বে–

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

উচ্চারণ: হাসবিনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল।
অর্থ: আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট ও তিনি আমাদের উত্তম অভিভাবক।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، اِعْتَصَمْنَا بِاللهِ، اِسْتَعَنَّا بِاللهِ، تَوَكَّلْنَا عَلَى اللهِ.

উচ্চারণ: লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম, মা শা আল্লাহু কানা ওয়া মা লাম ইয়াশা লাম ইয়াকুন। ইতাসামনা বিল্লাহি, ইসতাআন্না বিল্লাহি, তাওয়াক্কালনা আলাল্লাহ।
অর্থ: মহান মর্যাদাবান আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই। তিনি যা চান হয় এবং যা না চান তা হয় না। আমরা আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরলাম, আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করলাম এবং তারই ওপর ভরসা করলাম।

حَصَّنْتَنَا كُلَّنَا أَجْمَعِيْنَ بِالْحَيِّ الْقَيُّوْمِ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ أَبَدًا، وَدَفَعْتَ عَنَّا السُّوْءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণ: হাস্‌সানতানা কুল্লানা আযমাঈনা বিল হাইয়িল কাইয়ুমিল্লাজি লা ইয়ামুতু আবাদা, ওয়া দাফাতা আন্নাস সুআ বিলা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আমাদের সবাইকে সুরক্ষিত করেছেন চিরন্তন অবিনশ্বর গুণাবলীর মাধ্যমে এবং আমাদের থেকে অনিষ্ট দূর করেছেন লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম এর মাধ্যমে।

يَا قَدِيْمَ الْإِحْسَانِ، يَا مَنْ إِحْسَانُهُ فَوْقَ كُلِّ إِحْسَانٍ، يَا مَالِكَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا مَنْ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ وَلَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ، أَنْصُرْنَا عَلٰى أَعْدَائِنَا هَؤُلَاءِ وَغَيْرِهِمْ، وَأَظْهِرْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ عَافِيَةٍ وَسَلَامَةٍ عَامَّةً عَاجِلاً.

উচ্চারণ: ইয়া কাদিমাল ইহসানি, ইয়া মান ইহসানুহু ফাওকা কুল্লি ইহসানিন, ইয়া মালিকাদ্দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুমু ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরামি, ইয়া মান লা ইযিজুহু শাইয়ুন ওয়ালা ইয়াতাআজামুহু শাইয়ুন। উনসুরনা আলা আদায়িনা হাউলায়ি ওয়া গাইরিহিম, ওয়া আজহির না আলাইহিম ফি আফিয়াতিন ওয়া সালামাতিন আম্মাতিন আজিলা।

অর্থ: চিরন্তন অনুগ্রহশীল, হে ঐ সত্তা, যার অনুগ্রহ সকল অনুগ্রহের উপরে। হে ইহকাল-পরকালের মালিক, হে চিরন্তন অবিনশ্বর, মহিমাময়, প্রতাপ ও অনুগ্রহের অধিকারী। হে ঐ সত্তা, যাকে কোনো কিছুই পরাস্ত করতে পারে না এবং যার থেকে কিছুই বড় নয়। আমাদেরকে এই শত্রুদের এবং অন্যদের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। আমাদেরকে তাদের ওপর জয়ী করুন সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও দ্রুততার সাথে।

যুদ্ধের সময় অহেতুক চিৎকার না দেয়া

(৫০৯) তাবেয়ি হজরত কায়েস বিন উবাদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُوْنَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ.

অর্থ: সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধের সময় চিৎকার করাকে অপছন্দ করতেন।[৭১০]

৭১০. সুনানে আবু দাউদ: ২৬৫৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

শত্রুকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য নিজের পরিচয় দেয়া

(৫১০) সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইন যুদ্ধের সময় নিম্নোক্ত কবিতা বলছিলেন–

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ

أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

আমি সত্য নবি; মিথ্যাবাদী নই।

আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।[৭১১]

(৫১১) হজরত সালামা বিন আকওয়া রাদি. থেকে বর্ণিত, আলি রাদি. যখন খায়বারের মারহাবের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন, তখন তিনি বলেছিলেন–

أَنَا الَّذِيْ سَمَّتْنِيْ أُمِّيْ حَيْدَرَهْ.

অর্থ: আমি সেই ব্যক্তি, আমার মা যার নাম রেখেছে হায়দার তথা সিংহ।[৭১২]

(৫১২) হজরত সালামা রাদি. থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনিও যুদ্ধের সময় বলেছিলেন–

أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ

وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ.

আমি আকওয়ার ছেলে।

আজকের দিনটি হল ইতরদের ধ্বংসের দিন।[৭১৩]

যুদ্ধের সময় ছন্দ বলা মুস্তাহাব

পূর্বের অধ্যায়ের হাদিসগুলোই এখানে প্রযোজ্য।

(৫১৩) হজরত বারা বিন আজিব রাদি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাকে বলল–

---

৭১১. সহিহ বুখারি: ২৮৬৪, সহিহ মুসলিম: ১৭৭৬, সুনানে তিরমিজি: ১৬৮৮।

৭১২. সহিহ মুসলিম: ১৮০২, সহিহ বুখারিতে পাওয়া যায়নি।

৭১৩. সহিহ বুখারি: ৩০৪১, সহিহ মুসলিম: ১৮০৬, সুনানে আবু দাউদ: ২৭৫২, আমাল: ৯৭৮, মুসনাদে আহমাদ ৪/৫২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَفَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ الْبَرَاءُ: لَكِنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرَّ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ عَلٰى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ.

অর্থ: আপনারা কি হুনাইনের যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রেখে পলায়ন করেছিলে? বারা রাদি. বললেন, কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছু হটেননি। আমি তাকে সাদা খচ্চরের উপর আরোহী অবস্থায় দেখেছি। আবু সুফিয়ান তার লাগাম ধরেছিলেন, আর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন,

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ

أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ.

আমি সত্য নবি; মিথ্যুক নই।

আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।[৭১৪]

(৫১৪) হজরত বারা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ، وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ:

اَللّٰهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

إِنَّ الْأُلٰى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوْا فِتْنَةً أَبَيْنَا.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খন্দক যুদ্ধের দিন আমাদের সাথে মাটি সরানোর কাজ করতে দেখেছি। মাটি তাঁর পেটের শুভ্রতাকে ঢেকে ফেলেছিল। আর তিনি এ কবিতা পড়ছিলেন–

---

৭১৪. সহিহ বুখারি: ২৭৬৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَللّٰهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

إِنَّ الْأُلٰى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوْا فِتْنَةً أَبَيْنَا.

অর্থঃ হে আল্লাহ, আপনি হেদায়াত না দিলে আমরা হেদায়াত পেতাম না। আমরা দান-সাদকা করতাম না। নামাজ আদায় করতাম না। আপনি আমাদের ওপর প্রশান্তি নাজিল করুন। শত্রুর মোকাবেলায় আপনি আমাদেরকে দৃঢ় রাখুন। এরা আমাদের ওপর জুলুম করেছে। এরা আমাদের ফিতনায় নিপতিত করতে চাইলে, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছি।[৭১৫]

(৫১৫) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

جَعَلَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ، وَيَنْقُلُوْنَ التُّرَابَ عَلٰى مُتُوْنِهِمْ، أَيْ: ظُهُوْرِهِمْ، وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ: نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلٰى الْإِسْلَامِ.... وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَلٰى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدًا .وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيْبُهُمْ وَيَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةْ فَبَارِكْ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةْ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

অর্থঃ মুহাজির ও আনসারি সাহাবায়ে কেরাম পরিখা খনন করছিলেন। তারা তাদের পিঠে মাটি বহন করছিলেন। আর তারা বলছিলেন–

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلٰى الْإِسْلَامِ.

উচ্চারণঃ নাহনুল্লাজি বাইয়ায়ু মুহাম্মাদান আলাল ইসলামি, মা বাকিনা আবাদা।

অর্থঃ আমরা সেসব ব্যক্তি, যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলামের ওপর বাইআত করেছি। যতদিন জীবিত থাকব।[৭১৬]– নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জবাবে বলছিলেন–

---

৭১৫. সহিহ বুখারিঃ ২৮৩৬, সহিহ মুসলিমঃ ১৮০৩।

৭১৬. অন্য বর্ণনায় "আলাল ইসলামি" এর স্থলে عَلَى الْجِهَادِ (আলাল জিহাদিঃ জিহাদের ওপর) এসেছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَللّٰهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهْ فَبَارِكْ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নাহু লা খাইরা ইল্লা খাইরুল আখিরাহ, ফাবারিক ফিল আনসারি ওয়াল মুহাজিরাহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, পরকালের সুখই প্রকৃত সুখ। আপনি মুহাজির ও আনসারদের বরকত দান করেন।[৭১৭]

আঘাতপ্রাপ্ত হলে ধৈর্যধারণ করা ও শাহাদাতের প্রত্যাশায় আনন্দিত হওয়া

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿۱۶۹﴾ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۷۰﴾ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۷۱﴾ اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۷۲﴾ ۚ اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿۱۷۳﴾ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۷۴﴾

ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ: আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয় তাদেরকে মৃত মনে কর না। বরং তারা জীবিত, নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিকাপ্রাপ্ত।

(১) আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিজের যে অনুগ্রহ দান করেছেন: তারা এর ওপর আনন্দিত ও প্রফুল্লিত। (২) আর যারা এখনো তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের জন্য(ও) আনন্দ প্রকাশ করে, এ মর্মে যে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা চিন্তাগ্রস্তও হবে না। তারা আল্লাহর আশীষ এবং অনুগ্রহের ওপর আনন্দিত হচ্ছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের

৭১৭. সহিহ বুখারি:২৮৩৪, সহিহ মুসলিম: ১৮০৫, সুনানে তিরমিজি: ৩৮৫৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

প্রতিদান বিনষ্ট করেন না, যারা আহত হওয়ার পরও আল্লাহর এবং তার রসুলের কথায় সাড়া দিয়েছেন (এবং হামরাউল আসাদ পর্যন্ত কাফেরদেরকে ধাওয়া করেছেন) তাদের মধ্য থেকে যারা ভালো কাজ করেছেন, তাদের জন্য এবং যারা আল্লাহকে ভয় করেছেনঃ অগণিত প্রতিদান রয়েছে। (এ সবই সাহাবাদের প্রশংসা ও মর্যাদা বুলন্দির বিবরণ। কেননা তাদের সকলই এরকম ছিলেন)।

(ঐ সব মুমিন) যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলার জন্য লোকেরা (কাফেররা) বিরাট বাহিনী একত্রিত করেছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় কর (এবং মোকাবেলার জন্য বের হয়ো না) অতঃপর এই সংবাদ তাদের ইমান বৃদ্ধি করে দিয়েছে, তারা বলেছেঃ "আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলা যথেষ্ট এবং তিনি খুব সাহায্যকারী।" অতঃপর তারা আল্লাহর নেয়ামত এবং অনুগ্রহের সাথে ফিরে এল। (ব্যবসায়িক মুনাফা, জয় এবং সফলতাও উদ্দেশ্য)। কোনো অনিষ্ট তদেরকে স্পর্শ করেনি (ধরি মাছ, না ছুঁই পানি!) তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির আনুগত্য করেছে (অর্থাৎ জিহাদের জন্য বেরিয়েছে) বস্তুতঃ আল্লাহ তাআলা বিরাট অনুগ্রহশীল (মুজাহিদদেরকে জয়ীও করেছেন, সম্পদও দিয়েছেন!)।[৭১৮]

(৫১৬) হজরত আনাস রাদি. থেকে বীরে মাউনার ঘটনায়, যাদের সঙ্গে কাফেররা গাদ্দারি করেছিল এবং তাদেরকে শহিদ করেছিল। সেখানে আছে–

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ طَعَنَ خَالَ أَنَسٍ وَهُوَ حَرَامُ بْنِ مِلْحَانَ، فَأَنْفَذَهُ، فَقَالَ حَرَامُ: اَللهُ أَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

অর্থঃ কাফেরদের এক ব্যক্তি আনাস রাদি. এর খালু হারাম বিন মুলহানকে রাদি.কে বর্শা নিক্ষেপ করল। তখন হারাম রাদি. বলেছিলেন, কা'বার রবের কসম, আমি সফল হয়েছি।'[৭১৯]

---

৭১৮. সুরা আলে ইমরানঃ ১৬৯-১৭৪। ব্যাখ্যাসহ তরজমাঃ অধমের অনূদিত *তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআন* ১ম খণ্ড থেকে। সহজে কুরআন বুঝার জন্য তাফসিরটির বিকল্প নেই। ইনশাআল্লাহ, এই তাফসির আপনাকে কুরআনের অনেক নিকটবর্তী করে দিবে

৭১৯. সহিহ বুখারিঃ ১০০১, সহিহ মুসলিমঃ ৬৭৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মুসলমানদের বিজয় হলে যে দুআ পড়বে

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে। আল্লাহর প্রশংসা করবে। স্বীকার করবে যে, এটি আল্লাহর অনুগ্রহে হয়েছে। আমাদের শক্তি ও সামর্থ্যের দ্বারা হয়নি। সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই। সৈন্যের সংখ্যাধিক্যের জন্য আত্মম্ভরিতা করবে না। কেননা সংখ্যাধিক্যের কারণে বিজয় লাভ করা যায় না। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ.

অর্থ: হুনাইনের যুদ্ধের দিনের কথা তোমরা স্মরণ কর, যখন সংখ্যাধিক্যতা তোমাদেরকে বিস্মিত করেছিল, এই সংখ্যাধিক্যতা তোমাদের কোনো উপকারে আসেনি। জমিন প্রশস্ততা সত্ত্বেও সঙ্কীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে পলায়ন করতে আরম্ভ করেছিলে।[৭২০]

মুসলমানগণ পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা করলে যা করবে

তখন বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করবে। দুআ, ইস্তিগফার করবে। আল্লাহ সাহায্য ও তাঁর দীনকে বিজয়ী করবেন বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা স্মরণ করবে। বিপদের সময় পঠিত যে দুআ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তাও পড়বে–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

উচ্চারণ: লাইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযিমুল হালিম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আযিম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরজি রাব্বুল আরশিল কারিম।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো সত্য মাবুদ নেই, যিনি অতি মহান অত্যন্ত সহনশীল। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, যিনি আসমান-জমিনের পালনকর্তা এবং মহান আরশের অধিপতি।

---

৭২০. সুরা তাওবা: ২৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

–এছাড়াও পূর্বে ভয় ও আতঙ্কের সময় সেসব দুআ পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে সেগুলোও পড়বে। বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এমন পরিস্থিতি দেখতে পেতেন, তখন তিনি অবতরণ করতেন। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন ও দুআ করতেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে তোমাদের জন্য আদর্শ রয়েছে।[৭২১]

(৫১৭) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُوْنَ قَالَ عَمِّيْ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ - يَعْنِيْ أَصْحَابَهُ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي الْمُشْرِكِيْنَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّىٰ اسْتُشْهِدَ، فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِيْنَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ، أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ، أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ.

অর্থ: উহুদ যুদ্ধে যখন মুসলমানদের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে, তখন আমার চাচা আনাস ডবন নজর বললেন, হে আল্লাহ, সাহাবায়ে কেরাম যা করেছেন, এর জন্য আপনার কাছে আমি মাফ চাচ্ছি। আর মুশরিকরা যা করেছে, তা থেকে আমি আপনার কাছে নিষ্কৃতি ঘোষণা করছি। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে জিহাদ করতে করতে শহিদ হয়েছেন। তাঁর গায়ে আশিটিরও বেশি তরবারি বা তীরের আঘাত ছিল।[৭২২]

সৈন্যদের বীরত্বের জন্য আমিরের প্রশংসা করা উচিত

(৫১৮) হজরত সালামা বিন আকওয়া রাদি. থেকে বর্ণিত আছে। কাফেররা মদিনার পশুপালের উপর আক্রমণ করে সেগুলো নিয়ে যাওয়া ও সালামা রাদি. ও আবু কাতাদা রাদি. তাদের ধাওয়া করার ঘটনায় এক দীর্ঘ হাদিসের শেষে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

كَانَ خَيْرُ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُوْ قَتَادَةَ، وَخَيْرُ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ.

---

৭২১. সুরা আহজাব: ২১।

৭২২. সহিহ বুখারি: ২৮০৫, সহিহ মুসলিম: ১৯০৩, সুনানে তিরমিজি: ৩১৯৮, মুসনাদে আহমাদ ৩/২০১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থঃ আরোহীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল, আবু কাতাদা রাদি., আর পায়দলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন সালামা।[৭২৩]

যুদ্ধ থেকে ফেরত যাওয়ার সময় যে দুআ পড়বে

এ প্রসঙ্গে হাদিস রয়েছে। সেগুলো মুসাফিরের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

৭২৩. সহিহ বুখারিঃ ৩০৪১, সহিহ মুসলিমঃ ১৮০৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com



অধ্যায়- ১৩

মুসাফিরের বিভিন্ন দুআর আলোচনা

জেনে রেখ! যেসব দুআ মুকিমের জন্য দিবারাত্র ও বিভিন্ন অবস্থায় পাঠ করা মুস্তাহাব, সেগুলো মুসাফিরের জন্যও মুস্তাহাব। তবে মুসাফিরের জন্য বাড়তি কিছু দুআও আছে, সেগুলো আলোচনা করাই এই অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য। সেসব দুআ সংখ্যায় অনেক ও অতি বিক্ষিপ্ত। আমি এর মৌলিক দুআগুলো এখানে উপযোগী অধ্যায়ের অধীনে নিয়ে আসব ইনশাআল্লাহ। এক্ষেত্রে আমি আল্লাহর সাহায্য কামনা করি ও তাঁর ওপর ভরসা রাখি।

ইস্তিখারা ও পরামর্শ চাওয়া

জেনে রেখ! যে ব্যক্তি কোথাও সফরের ইচ্ছা রাখে তার জন্য এমন কারো সাথে পরামর্শ করে নেওয়া মুস্তাহাব, যাকে সে নিজের প্রতি কল্যাণকামী, দয়াশীল ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মনে করে এবং যার ধার্মিকতা ও জ্ঞানের ব্যাপারে সে আস্থাশীলও বটে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ.

অর্থ: হে নবি! আপনি তাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (লড়াইয়ের বিষয়ে) পরামর্শ করুন।[৭২৪] –এছাড়া আরো অনেক দলিল রয়েছে।

---

৭২৪. আলে ইমরান: ১৫৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অতঃপর যখন মাশওয়ারার দ্বারা সফরে যাওয়া বা না যাওয়ার মধ্যে কল্যাণ প্রকাশ পাবে, তখন সে ব্যাপারে ইস্তিখারা করবে। আর ইস্তিখারার পদ্ধতি হল, দুই রাকাত নফল নামাজ পড়বে। এরপর পূর্বে উল্লিখিত ইস্তিখারার দুআটি পড়বে। ইস্তিখারার দলিল হচ্ছে, পূর্বোল্লিখিত সহিহ বুখারির হাদিস। ইস্তিখারার দলিল, পদ্ধতি ও দুআ এ সবের আলোচনা সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

সফরের দৃঢ় ইচ্ছার পরে করণীয়

যখন কেউ সফরের দৃঢ় ইচ্ছা করে, সে যেন নিম্নোক্ত কাজগুলো করার চেষ্টা করে: (১) প্রয়োজনীয় বিষয়ে ওসিয়ত করা এবং সেই ওসিয়তের ওপর কাউকে সাক্ষ্য করা। (২) কারো সাথে কোনো ধরনের লেনদেন বা সমস্যা থাকলে সেটা মিটমাট করা। (৩) পিতামাতা, শায়খ এবং এমন ব্যক্তি যাদের সাথে উত্তম ও নম্র আচরণ করা তার জন্য মুস্তাহাব তাদের সবাইকে খুশি করা। (৪) আল্লাহর কাছে সমস্ত গুনাহ ও অমান্যতার জন্য ক্ষমা চাওয়া ও তাওবা করা। (৫) আল্লাহর কাছে নিরাপদ সফরের জন্য সাহায্য কামনা করা।

এছাড়াও সফরের প্রয়োজনীয় বিষয়ে অবহিত হওয়ার চেষ্টা করা। অতঃপর যদি জিহাদের সফর হয়ে থাকে তাহলে ঐ সব ইলম শিখে নেওয়া, যেগুলো একজন মুজাহিদের জানা থাকা প্রয়োজন। যেমন, সমরকৌশল, লড়াইয়ের পূর্বে দাওয়াতের পদ্ধতি, গনীমতের হুকুম-আহকাম এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নে নিষেধাজ্ঞার ভয়াবহতা এগুলো আগে থেকেই জেনে যাওয়া। আর হজ বা উমরা আদায়কারী হলে হজের নিয়মনীতি শিখে যাওয়া অথবা এ সংক্রান্ত কোনো কিতাব সাথে নিয়ে যাওয়া। আর যদি নিয়মাবলী শিখে সাথে সে সংক্রান্ত কোনো কিতাবও নিয়ে যায়, তো সেটা বেশি উত্তম। মুজাহিদ বা অন্যান্যদের জন্যও তদসংশ্লিষ্ট কিতাব সঙ্গে রাখা মুস্তাহাব, যাতে থাকবে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী।

আর ভ্রমণকারী ব্যবসায়ী হলে ব্যবসা-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান শিখবে। তথা কোন ব্যবসা সঠিক, কোনটা ভুল, কোনটা হালাল, কোনটা হারাম, কোনটা মুস্তাহাব, কোনটা মাকরুহ, কোনটা বৈধ এবং কোনটা অগ্রাধিকারযোগ্য। আর যদি ভ্রমণকারী হয় লোকসমাজ থেকে নির্জনে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইবাদতকারী পর্যটক, তাহলে দীনি বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান শিখে নিবে। এটা তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জনের বিষয়।

আর রাখাল হলে লোকচক্ষুর আড়ালে অন্যের অধিকার সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান শিখে নিবে। এছাড়া পশু-প্রাণীর প্রতি সহানুভূতির প্রয়োজনীয় জ্ঞান, পশু ও মালিকের অধিকার আদায়, সতর্কতার সাথে এগুলোর তত্ত্বাবধান করা এবং মালিকপক্ষ থেকে হঠাৎ আপতিত কারণে কোন পশু জবাইয়ের অনুমতি গ্রহণ করা ইত্যাদি।

এক বাদশা থেকে আরেক বাদশার দিকে প্রেরিত দূত ইত্যাদি হলে বড়দের সাথে কথোপকথনের শিষ্টাচার, আলোচনার জটিলতার সমাধান, তার জন্য কোনো আতিথ্য ও উপঢৌকন বৈধ এবং কোনটা অবৈধ, কোন নসিহত করা তার ওপর ওয়াজিব এবং কোনো গোপন বিষয় প্রকাশ করা ওয়াজিব, প্রতারণা, ধোঁকাবাজি এবং কপটতা না করা এবং বিশ্বাসঘাতকতা কিংবা হারাম কাজের মাধ্যম হওয়া থেকে সাবধান থাকা ইত্যাদি।

সে যদি হয় উকিল কিংবা মুদারাবায় কিংবা অন্য উপায়ে ব্যবসায়ী তাহলে তাকে জানতে হবে, কোনো ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ, কোথায় বিনিয়োগ করা বৈধ এবং কোথায় অবৈধ, কোথায় সাক্ষ্য করা শর্ত কিংবা ওয়াজিব এবং কোথায় শর্ত কিংবা ওয়াজিব নয় এবং কোথায় ভ্রমণ করা তার জন্য বৈধ এবং কোথায় অবৈধ।

উপরিউক্ত লোকদের মাঝে যারা সমুদ্রপথে ভ্রমণের ইচ্ছুক তাদের জন্য এও জানা আবশ্যক যে, কোনো অবস্থায় সমুদ্রপথে ভ্রমণ করা বৈধ এবং কোনো অবস্থায় অবৈধ।

এসব বিষয়াদি ফিকহের কিতাবাদিতে বিদ্যমান, এই কিতাবে এগুলো খতিয়ে দেখা মানানসই নয়। এখানে দুআসমূহ বয়ান করা আমার বিশেষ উদ্দেশ্য। এই যে উপরিউক্ত শিক্ষাগুলোও জিকিরের অন্তর্ভুক্ত, যেমনটা কিতাবের শুরুতে আমি উল্লেখ করেছি। আল্লাহর কাছে আমার জন্য এবং বন্ধুবান্ধব ও সমস্ত মুসলমানদের জন্য তাওফিক ও উত্তম পরিণতির মিনতি করি।

ঘর থেকে বেরোবার ইচ্ছা পোষণের সময় করণীয়

সফরের নিয়তে ঘর থেকে বেরোবার ইচ্ছা করলে দুই রাকাত নামাজ পড়া মুস্তাহাব। দলিল এই হাদিস:

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৫১৯) সাহাবি মুকাত্তাম বিন মিকদাম রাদি. থেকে বর্ণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

ما خَلَّفَ أَحَدٌ عِنْدَ أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِيْنَ يُرِيْدُ سَفَرًا.

অর্থ: যখন কোনো ব্যক্তি সফরের ইচ্ছা করে, তখন সে তার পরিবারের কাছে যে দুই রাকাত নামাজ পড়ে যায়, এর চেয়ে উত্তম কিছু সে নিজের পরিবারের জন্য রেখে যায় না। তাবারানি এটি বর্ণনা করেছেন।[৭২৫]

আমাদের জনৈক ইমাম বলেন, সেই দুই রাকাতের প্রথম রাকাতে সুরা ফাতিহার পরে সুরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সুরা ইখলাস পড়া মুস্তাহাব। আবার কেউ বলেছেন, প্রথম রাকাতে সুরা ফালাক, দ্বিতীয় রাকাতে সুরা নাস পড়বে। সালাম ফিরানোর পর আয়াতুল কুরসি পড়বে। কেননা হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি ঘর থেকে বেরোনোর পূর্বে আয়াতুল কুরসি পড়বে, সে ঘরে ফেরা পর্যন্ত কোনো খারাপ কিছুতে আক্রান্ত হবে না। সুরা কুরাইশ পড়াও মুস্তাহাব।

কেননা আবুল হাসান কাজবিনি রহ. যিনি ছিলেন শাফেয়ি ফকিহ, প্রকাশ্য কারামতের অধিকারী ও উজ্জ্বল অবস্থার অধিকারী। তিনি বলেছেন, এই সুরা সমস্ত অনিষ্টের রক্ষাকবচ। আবু তাহের বিন জাহশুয়াহ রহ. বলেন, আমি একবার কোথাও সফরের ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু মনে মনে ভীত ছিলাম। ইত্যবসরে আমি কাজবিনির কাছে উপস্থিত হয়ে দুআর দরখাস্ত করি। তখন তিনি প্রথমে নিজে থেকে বললেন, যে ব্যক্তি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করে, কিন্তু সে কোনো শত্রু বা হিংস্র জন্তুর ভয় করে, সে যেন সুরা কুরাইশ পড়ে। কেননা এটা সকল অনিষ্টের রক্ষাকবচ। অতঃপর আমি তা পাঠ করি, ফলে আজও পর্যন্ত আমি কোনো বিপদের সম্মুখীন হইনি।

এসব কিছু পড়া শেষ হলে একনিষ্ঠ মনে ও বিনম্রচিত্তে দুআ করা মুস্তাহাব। সবচেয়ে উত্তম দুআ হল:

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَسْتَعِيْنُ وَعَلَيْكَ أَتَوَكَّلُ، اَللّٰهُمَّ ذَلِّلْ لِيْ صُعُوْبَةَ أَمْرِيْ، وَسَهِّلْ عَلَيَّ مَشَقَّةَ سَفَرِيْ، وَارْزُقْنِيْ مِنَ الْخَيْرِ أَكْثَرَ مِمَّا أَطْلُبُ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ كُلَّ شَرٍّ، رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ، وَنَوِّرْ قَلْبِيْ، وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْتَحْفِظُكَ

৭২৫. আলফুতুহাত ৫/১০৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

وَاسْتَوْدِعُكَ نَفْسِيْ وَدِيْنِيْ وَأَهْلِيْ وَأَقَارِبِيْ وَكُلَّ مَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ بِهِ مِنْ آخِرَةٍ وَدُنْيَا، فَاحْفَظْنَا أَجْمَعِيْنَ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ يَا كَرِيْمُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বিকা আসতায়িনু ওয়া আলাইকা আতাওয়াক্কালু, আল্লাহুম্মা জাল্লিল লি সুঊবাতা আমরি, ওয়া সাহহিল আলাইয়্যা মাশাক্কাতা সাফারি, ওয়ার জুকনি মিনাল খাইরি আকসারা মিম্মা আতলুবু, ওয়াসরিফ আন্নি কুল্লা শাররিন। রাব্বিশ রাহলি সাদরি, ওয়া নাব্বির কালবি, ওয়া ইয়াস্সির লি আমরি। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসতাহফিজুকা ওয়া আসতাওদিউকা নাফসি ওয়া দীনি ওয়া আহলি ওয়া আকারিবি, ওয়া কুল্লা মা আনআমতা আলাইয়্যা ওয়া আলাইহিম বিহি মিন আখিরাতিন ও দুনইয়া, ফাহফাজনা আজমাঈনা মিন কুল্লি সুয়িন ইয়া কারিম।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি এবং আপনার ওপরই ভরসা রাখি। হে আল্লাহ, আমার জন্য আমার কাজের জটিলতা দূর করে দিন, আমার ভ্রমণের কষ্ট সহজসাধ্য করে দিন, আমাকে কামনার চাইতে বেশি মঙ্গল দান করুন এবং আমার থেকে সবধরনের অমঙ্গল দূর করে রাখুন। হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন, অন্তর আলোকিত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। হে আল্লাহ, আমি আপনার হেফাজতে ন্যস্ত করলাম এবং আপনার কাছে আমানত রাখলাম আমার আত্মা, দীন, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং আমার ও তাদের প্রতি আপনার প্রদত্ত ইহকালীন-পরকালীন সকল নেয়ামতরাজি। অতএব, আমাদের সবাইকে সবধরনের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করুন হে মহানুভব সত্তা।[৭২৬]

দুআ শুরু ও শেষ করবে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠের মাধ্যমে। অতঃপর যখন মজলিস থেকে উঠে দাঁড়াবে তখন পড়বে:

(৫২০) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরের ইচ্ছায় বৈঠক থেকে উঠে দাঁড়াতেন তখন বলতেন:

৭২৬. সিলসিলায়ে জয়িফা: ৩৭২, আলফুতুহাত ৫/১০৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَللّٰهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَبِكَ اعْتَصَمْتُ. اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ مَا هَمَّنِيْ وَمَا لَا اَهْتَمُّ لَهُ. اَللّٰهُمَّ زَوِّدْنِي التَّقْوَى، وَاغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ، وَوَجِّهْنِيْ لِلْخَيْرِ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইলাইকা তাওয়াজ্জাহতু ওয়া বিকা' তাসামতু, আল্লাহুম্মাক ফিনি মা হাম্মানি ওয়া মা লা আহতাম্মু লাহু, আল্লাহুম্মা জাওয়িদনিত তাকওয়া, ওয়াগফিরলি জামবি, ওয়া ওয়াজ্জিহনি লিলখাইরি আইনামা তাওয়াজ্জাহতু।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার অভিমুখী হয়েছি এবং আপনাকে আঁকড়ে ধরেছি। হে আল্লাহ, যে বস্তু আমাকে উদ্বিগ্ন করে রেখেছে এবং যার জন্য আমি প্রস্তুতও নই তার জন্য আপনি যথেষ্ট হয়ে যান। হে আল্লাহ, আমাকে পরহেযগারি যোগান, আমার পাপ ক্ষমা করে দিন এবং যেখানেই রওনা করি না কেন আমাকে ভালো কাজের জন্য প্রবিষ্ট করে রাখুন।[৭২৭]

সফরের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার দুআ

কিতাবের শুরুতে ঘর থেকে বের হওয়া ব্যক্তি কী দুআ পড়বে তা অতীত হয়েছে। সেটা মুসাফিরের জন্যও মুস্তাহাব। তার জন্য সেটা বেশি বেশি পড়তে থাকা মুস্তাহাব। তার জন্য পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, সাথী-সঙ্গী, প্রতিবেশীদের থেকে বিদায় গ্রহণ করা মুস্তাহাব। তাদের কাছে নিজের জন্য দুআ চাইবে এবং তাদের জন্যও দুআ করবে।

(৫২১) হজরত ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ اللهَ تَعَالٰى إِذَا اسْتُوْدِعَ شَيْئًا حَفِظَهُ.

অর্থ: কোনো জিনিস আল্লাহর হেফাজতে রাখা হলে তিনি তা হেফাজতে রাখেন।[৭২৮]

(৫২২) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন: যে ব্যক্তি সফরে বের

---

৭২৭. সুনানে বাইহাকি ৫/২৫০; মুসনাদে আবু ইয়ালা: ২৭৭০; মুসনাদুশ শিহাব: ১৪৯৭, কুজায়ি; আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৪৯৫, ইবনুস সুন্নি; আলকামিল ৫/৬১, ইবনে আদি, আলফুতুহাত ৫/১১১।

৭২৮. মুসনাদে আহমাদ ২/৮৭, ইবনে হিব্বান: ৩৩৭৬, আমাল: ৫০৯, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হওয়ার ইচ্ছা করে, সে যেন রেখে যাওয়া লোকদের উদ্দেশ্যে এই দুআ পড়ে:

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِىْ لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ.

উচ্চারণ: আসতাউ দিউকুমুল্লাহাল্লাজি লা তাদিউ ওয়াদায়িউহ।

অর্থ: আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে গচ্ছিত রাখলাম, যার কাছে গচ্ছিত আমানত বিনষ্ট হয় না।[৭২৯]

(৫২৩) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ سَفَرًا فَلْيُوَدِّعْ إِخْوَانَهُ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالٰى جَاعِلٌ فِيْ دُعَائِهِمْ خَيْرًا.

অর্থ: তোমাদের কেউ সফরের ইচ্ছা করলে সে যেন ভাইবেরাদর থেকে বিদায় নেয়, কেননা আল্লাহ তাআলা তাদের দুআয় কল্যাণ রেখেছেন।[৭৩০]

মুসাফিরকে বিদায় দেয়ার দুআ

যারা তাকে বিদায় দিবে তাদের জন্য নিম্নবর্ণিত দুআটি পাঠ করা সুন্নাত:

(৫২৪) হজরত কাজাআর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন– ইবনে উমর রাদি. আমাকে বলেছেন, এদিকে এসো, আমি তোমাকে বিদায় জানাব যেভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিদায় জানিয়েছেন:

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ.

উচ্চারণ: আসতাউদিউল্লাহা দীনাকা ওয়া আমানাতাকা ওয়া খাওয়াতিমা আমালিকা।

অর্থ: আল্লাহর কাছে আমানত রাখলাম তোমার দীন, নিরাপত্তা ও শেষ আমল।[৭৩১]

---

৭২৯. আমাল: ৫০৫, ইবনুস সুন্নি, আমাল: ৫০৮, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ ২/৩৫৮, সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৮২৫, আলফুতুহাত ৫/১১৪।

৭৩০. মুসনাদে আবু ইয়ালা: ৬৬৮৬; আলমুজামুল আওসাত: ২৮৬৩, তবারানি।

৭৩১. সুনানে আবু দাউদ: ২৬০০, আমাল: ৫১২-৫১৪, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ ২/৭, সহিহ ইবনে হিব্বান: ২৩৭৬, মুসতাদরাকে হাকেম ২/৯৭, আলফুতুহাত ৫/১১৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৫২৫) হজরত ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে বিদায় জানাতে তার হাত ধরতেন এবং যতক্ষণ না সে ছাড়ত তিনি ছাড়তেন না। আর তিনি তার জন্য এই দুআ করতেন:

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ.

উচ্চারণ: আসতাউদিউল্লাহা দীনাকা ওয়া আমানাতাকা ওয়া খাওয়াতিমা আমালিকা।

অর্থ: আল্লাহর কাছে আমানত রাখলাম তোমার দীন, নিরাপত্তা ও শেষ আমল।[৭৩২]

(৫২৬) হজরত সালেম রহ. থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, হজরত ইবনে উমর রাদি. ভ্রমণে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বলতেন, আমার কাছে এসো। আমি তোমাকে বিদায় জানাব যেভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিদায় জানাতেন। তারপর পড়তেন–

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ.

উচ্চারণ: আসতাউদিউল্লাহা দীনাকা ওয়া আমানাতাকা ওয়া খাওয়াতিমা আমালিকা।

অর্থ: আল্লাহর কাছে আমানত রাখলাম তোমার দীন, নিরাপত্তা ও শেষ আমল। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।[৭৩৩]

(৫২৭) হজরত আবদুল্লাহ বিন ইয়াজিদ খাতমি রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্যদলকে বিদায় জানাতে এই দুআ পড়তেন:

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ.

উচ্চারণ: আসতাউদিউল্লাহা দীনাকুম ওয়া আমানাতাকুম ওয়া খাওয়াতিমা আমালিকুম।

---

৭৩২. সুনানে তিরমিজি: ৩৪৪২, আলফুতুহাত ৫/১১৭।

৭৩৩. সুনানে তিরমিজি: ৩৪৪৩, সুনানে আবু দাউদ: ২৬০০, আমাল: ৫১২-৫১৪, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ ২/৭, সহিহ ইবনে হিব্বান: ২৩৭৬, মুসতাদরাকে হাকেম ২/৯৭, আলফুতুহাত ৫/১১৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আল্লাহর কাছে আমানত রাখলাম তোমাদের দীন, নিরাপত্তা ও শেষ আমল।[৭৩৪]

(৫২৮) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أُرِيْدُ سَفَرًا، فَزَوِّدْنِيْ، قَالَ زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى، قَالَ: زِدْنِيْ قَالَ: وَغَفَرَ ذَنْبَكَ .قَالَ: زِدْنِيْ، بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ. قَالَ: وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ.

অর্থ: এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল: হে আল্লাহর রাসুল, আমি সফরের নিয়ত করেছি আমাকে পাথেয় দিন। নবিজি বললেন, আল্লাহ তাআলা তাকওয়াকে তোমার পাথেয় বানান। সে বলল, আরো বৃদ্ধি করুন। নবিজি বললেন, আল্লাহ তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দিন। সে পুনরায় বলল, আরো বাড়িয়ে দিন। নবিজি বললেন, তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তোমার জন্য মঙ্গলকে সহজতর করুন। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[৭৩৫]

পুণ্যবানদের কাছে উপদেশ তলব করা মুস্তাহাব

(৫২৯) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِيْ، قَالَ: عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَالتَّكْبِيْرِ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى الرَّجُلُ. قَالَ: اَللّٰهُمَّ اطْوِ لَهُ الْبُعْدَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ.

অর্থ: এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল: হে আল্লাহর রাসুল! আমি সফরের ইচ্ছা করেছি, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, অবশ্যই তুমি আল্লাহকে ভয় করবে এবং প্রতিটি উঁচু ভূমিতে তাকবির ধ্বনি দিবে। যখন লোকটি ফিরে যাচ্ছিল, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

৭৩৪. সুনানে আবু দাউদ: ২৬০১, আমাল: ৫০৭, নাসাঈ, আমাল: ৫০৪, ইবনুস সুন্নি, মুসতাদরাকে হাকেম ২/৯৭।

৭৩৫. সুনানে তিরমিজি: ৩৪৪০, মুসতাদরাকে হাকেম ২/৯৭, সুনানে দারিমি: ২৬৭৪, আলফুতুহাত ৫/১২০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে আল্লাহ! তার জন্য সফরের দূরত্ব কমিয়ে দিন এবং সফরকে সহজসাধ্য করে দিন। –ইমাম তিরমিজি একে হাসান বলেছেন।[৭৩৬]

মুকিম ব্যক্তি মুসাফিরের কাছে উত্তম স্থানগুলোতে তার জন্য দুআর দরখাস্ত করা মুস্তাহাব, যদিও মুকিম ব্যক্তি যদি মুসাফিরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়

(৫৩০) হজরত উমর রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

اِسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لِيْ وَقَالَ: لَا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ. فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِيْ أَنَّ لِيْ بِهَا الدُّنْيَا. وفِيْ رِوَايَةٍ: أَشْرِكْنَا يَا أُخَيَّ فِيْ دُعَائِكَ.

অর্থঃ আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উমরার সফরের অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিয়ে বললেন, প্রিয় ভাই! আমাদেরকে দুআতে ভুলে যেও না। পরবর্তীতে উমর রাদি. বলেন, এই একটি শব্দ আমাকে এতটা আনন্দ দিয়েছে যে, গোটা দুনিয়াও আমার জন্য হলে ততটা আনন্দিত হতাম না। –অন্য বর্ণনায় আছে, নবিজি বলেছেনঃ হে আমার ভাই, আমাদেরকে নিজের দুআয় শরিক রাখবেন। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।[৭৩৭]

বাহনে আরোহণের সময় দুআ

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَ الْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ۙ لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۙ وَ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

অর্থঃ তিনি তোমাদের জন্য নৌযান ও গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন, যেটাতে তোমরা আরোহণ কর। যেন তোমরা এর পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বস। এরপর যখন

---

৭৩৬. সুনানে তিরমিজিঃ ৩৪৪১, মুসনাদে আহমাদ ২/৩২৫, মুসতাদরাকে হাকেম ২/৯৮, সুনানে ইবনে মাজাহঃ ২৭৭১, ইবনে হিব্বানঃ ২৩৮৭।

৭৩৭. সুনানে তিরমিজিঃ ৩৫৬২, সুনানে আবু দাউদঃ ১৪৯৮, সুনানে ইবনে মাজাহঃ ২৮৯৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

স্থির হয়ে বসবে, তখন স্বীয় রবের নেয়ামতের কথা স্মরণ করবে এবং বলবে, পবিত্র সেই সত্তা, যিনি আমাদের জন্য এই বাহন অনুগত করে দিয়েছেন। অথচ আমরা একে অনুগত করার ছিলাম না। আর আমরা আমাদের পালনকর্তার দিকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব।[৭৩৮]

(৫৩১) হজরত আলি বিন রবিআ রহ. থেকে একাধিক সহিহ সনদে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، . فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَىٰ ظَهْرِهَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ. ثُمَّ قَالَ: { سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ } { وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُوْنَ }. ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ :سُبْحَانَكَ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ. ثُمَّ ضَحِكَ، فَقِيْلَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ ؟ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ، ثُمَّ ضَحِكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ : اِغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ .يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ غَيْرِيْ.

অর্থ: আমি একবার দেখতে পেলাম আলি বিন আবু তালিবের কাছে আরোহনের জন্য একটি পশু আনা হল, অতঃপর তিনি রেকাবে পা রাখতে বললেন: বিসমিল্লাহ। তারপর বললেন। যখন তার পিঠে স্থির হয়ে বসলেন, তখন তিনি এই দুআ পড়লেন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহিল লাজি সাখখারা লানা হাজা ওয়া মা কুন্না লাহু মুকরিনিনা, ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালিবুন।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর, যিনি এই বাহনকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। আমরা (নিজস্ব ক্ষমতাবলে) একে বশীভূতকারী ছিলাম না। আর

৭৩৮. সূরা যুখরুফ: ১২-১৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অবশ্যই আমরা আমাদের পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। –এরপর তিনবার আলহামদুলিল্লাহ এবং তিনবার আল্লাহু আকবার বললেন। পরে এই দুআ পড়লেন:

سُبْحَانَكَ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণ: সুবহানাকা ইন্নি জালামতু নাফসি ফাগফিরলি ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ্জুনুবা ইল্লা আনতা।

অর্থ: আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, নিশ্চয় আমি নিজের প্রতি জুলম করেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি ছাড়া অন্য কেউ পাপ মোচন করতে পারে না। –অতঃপর তিনি হেসে দিলেন। তাকে হাসার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনটাই করতে ও হাসতে দেখেছি। তখন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম: হে আল্লাহর রাসুল! কেন হাসলেন? তিনি বললেন, নিশ্চয় বান্দা যখন বলে: হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহ মাফ করে দিন। সাথে সাথে সে এও জানে যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না, তখন তিনি বান্দার প্রতি খুশি হন। -ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[৭৩৯]

(৫৩২) আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি. থেকে বর্ণিত আছে– রাসুল যখন সফরের নিয়তে স্বীয় উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করতেন, তখন প্রথমে তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন। তারপর এই দুআ পড়তেন:

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ.

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাজি সাখখারা লানা হাজা ওয়া মা কুন্না লাহু মুকরিনিনা, ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালিবুন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফি

৭৩৯. সুনানে আবু দাউদ: ২৬০২, সুনানে তিরমিজি: ২৪৪৩, আমাল: ৫০২, নাসাঈ, আমাল: ৪৯৬, ইবনুস সুন্নি, মুসতাদরাকে হাকেম ২/৯৮, আলফুতুহাত ৫/১২৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সাফারিনা হাজাল বিররা ওয়াত তাকওয়া, ওয়া মিনাল আমালি মা তারজা। আল্লাহুম্মা হাউয়িন আন্না বু'দাহু। আল্লাহুম্মা আনতাস সাহিবু ফিস সাফারি ওয়াল খালিফাতু ফিল আহলি। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন ওয়াসায়িস সাফারি ওয়া কা'বাতিল মানজারি ওয়া সুয়িল মুনকালাবি ফিল মালি ওয়াল আহলি।

অর্থ: পবিত্রতা ঐ সত্তার, যিনি এই বাহনকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। আমরা (নিজস্ব ক্ষমতাবলে) একে বশীভূতকারী ছিলাম না। আর অবশ্যই আমরা আমাদের পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ, এই সফরে আপনার কাছে সততা, তাকওয়া এবং আপনার পছন্দ অনুযায়ী আমল কামনা করি। হে আল্লাহ, আমার জন্য এই সফর সহজ করে দিন এবং এর দূরত্ব গুটিয়ে দিন। হে আল্লাহ, আপনিই সফরের সঙ্গী এবং পরিবারে স্থলাভিষিক্ত। হে আল্লাহ, সফরের ক্লান্তি থেকে, বিষণ্ন দৃশ্য থেকে এবং পরিবার ও সম্পদের অশুভ পরিবর্তন থেকে আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করি। –আর যখন ফিরে আসতেন তখনও এই দুআ বলতেন, তবে সাথে এতটুকু বৃদ্ধি করতেন:

آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

উচ্চারণ: আয়িবুনা তায়িবুনা আবিদুনা, লিরাব্বিনা হামিদুন।

অর্থ: আমরা প্রত্যাগমনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আপন পালনকর্তার প্রশংসাকারী।[৭৪০]

এগুলো হচ্ছে, সহিহ মুসলিমের বর্ণনার শব্দ। সুনানে আবু দাউদে অতিরিক্ত রয়েছে–

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُيُوْشُهُ إِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا كَبَّرُوْا، وَإِذَا هَبَطُوْا سَبَّحُوْا، فَوُضِعَتِ الصَّلَاةُ عَلٰى ذَلِكَ.

অর্থ: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সৈন্যদল যখন কোনো উচু স্থানে চড়তেন আল্লাহু আকবার বলতেন এবং যখন নিচে নামতেন

৭৪০. সহিহ মুসলিম: ১৩৪২, সুনানে আবু দাউদ: ২৫৯৯, সুনানে তিরমিজি: ২৪৪৪, আমাল: ৫৪৮, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ ২/১৪৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সুবহানাল্লাহ বলতেন। –এছাড়া একদল সাহাবা থেকে এ মর্মের বর্ণনা মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

(৫৩৩) আবদুল্লাহ বিন সারজিস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ، وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ، وَالْمَالِ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে বের হতেন, তখন তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করতেন– সফরের কষ্ট থেকে, দুঃখজনক প্রত্যাবর্তন থেকে, সুখময় অবস্থার পরে দুঃখময় অবস্থায় পতিত হওয়া থেকে, মাজলুমের বদদুআ থেকে, পরিবার-পরিজন ও সম্পদের খারাপ দৃশ্য অবলোকন থেকে।[৭৪১]

(৫৩৪) আবদুল্লাহ বিন সারজিস রাদি. থেকে একাধিক সহিহ সনদে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে বের হলে এই দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ، وَمِنْ سُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনতাস সাহিবু ফিস সাফারি ওয়াল খালিফাতু ফিল আহলি। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন ওয়াসায়িস সাফারি ওয়া কা'বাতিল মানজারি ওয়া মিনাল হাওরি বাদাল কাওনি ওয়া মিন দাওয়াতিল মাজলুমি ওয়া মিন সুয়িল মানজারি ফিল আহলি ওয়াল মালি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনিই সফরের সঙ্গী এবং পরিবারে স্থলাভিষিক্ত। হে আল্লাহ, সফরের ক্লান্তি থেকে, বিষণ্ন দৃশ্য থেকে, সুখের পরে দুঃখ থেকে, মাজলুমের বদদুআ থেকে এবং পরিবার ও সম্পদের অশুভ দৃশ্য থেকে

---

৭৪১. সহিহ মুসলিম: ১৩৪৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করি। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।[৭৪২]

নৌযানে আরোহণের পর দুআ

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ: নুহ তাদেরকে বললেন, তোমরা এ নৌকায় আরোহণ কর; এর চলাও আল্লাহর নামে এবং নোঙ্গর করাও। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল দয়াপরবশ।[৭৪৩] –অন্যত্র বলেন–

وَ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَ الْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ.

অর্থ: তিনি তোমাদের জন্য নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আরোহণ করে থাক।[৭৪৪]

(৫৩৫) হুসাইন বিন আলি রাদি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– নিমজ্জিত হওয়া থেকে আমার উম্মতের নিরাপত্তা হল যখন তারা নৌযানে আরোহণ করবে তখন এই দুআ পড়ে নিবে:

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

অর্থ: নুহ তাদেরকে বললেন, তোমরা এ নৌকায় আরোহণ কর; এর চলাও আল্লাহর নামে এবং নোঙ্গর করাও। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল দয়াপরবশ।[৭৪৫] তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বুঝেনি। কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তার হাতের মুঠোতে এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায়

---

৭৪২. সুনানে তিরমিজি: ৩৪৩৫, সুনানে নাসাঈ ৮/২৭২, আমাল: ৪৯২, ইবনুস সুন্নি, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৮৮, মুসনাদে আহমাদ ৫/৮২, সুনানে দারিমি: ২৬৭৫।

৭৪৩. সুরা হুদ: ৪১।

৭৪৪. সুরা জুখরুফ: ১২।

৭৪৫. সুরা হুদ: ৪১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

থাকবে তার ডান হাতে। তিনি পবিত্র। এরা যাকে শরিক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।[৭৪৬]

সফরে দুআ করা মুস্তাহাব

(৫৩৬) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيْهِنَّ : دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلٰى وَلَدِهِ.

অর্থ: তিনটি দুআ এমন, যা কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই: মাজলুমের দুআ, মুসাফিরের দুআ এবং সন্তানের ওপর পিতা-মাতার বদদুআ। –ইমাম তিরমিজি রহ. একে হাসান বলেছেন।[৭৪৭]

মুসাফির যখন টিলা বা টিলাসদৃশ স্থানে আরোহণ করবে আল্লাহু আকবার বলবে এবং যখন উপত্যকা বা উপত্যকাসদৃশ স্থানে অবতরণ করবে সুবহানাল্লাহ বলবে

(৫৩৭) জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا.

অর্থ: আমরা যখন উপরে চড়তাম, আল্লাহু আকবার বলতাম এবং যখন নিচে অবতরণ করতাম সুবহানাল্লাহ বলতাম।

(৫৩৮) ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُيُوْشُهُ إِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا كَبَّرُوْا، وَإِذَا هَبَطُوْا سَبَّحُوْا، فَوُضِعَتِ الصَّلَاةُ عَلٰى ذٰلِكَ.

অর্থ: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সৈন্যদল যখন উঁচু স্থানে চড়তেন আল্লাহু আকবার বলতেন এবং নিচে অবতরণকালে সুবহানাল্লাহ বলতেন।

---

৭৪৬. সুরা জুমার: ৬৭।

৭৪৭. আলআদাব: ৩২, বুখারি, সুনানে আবু দাউদ: ১৫৩৬, সুনানে তিরমিজি: ১৯০৬, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৬২, মুসনাদে আহমাদ ২/২৫৮, ইবনে হিব্বান: ২৪০৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৫৩৯) ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: الْغَزْوِ - يَقُوْلُ : كُلَّمَا أَوْفٰى عَلٰى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ."

অর্থ: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হজ বা উমরার সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন (বর্ণনাকারী বলেন, আমার জানা মতে জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তনের কথা বলেছেন) যখনই তিনি কোনো ঘাঁটি বা বিরান ভূমিতে পৌঁছতেন প্রথমে তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন। পরে এই দুআ পড়তেন–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَعَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ.

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির। আয়িবুনা তায়িবুনা আবিদুনা, লিরাব্বিনা হামিদুন। সাদাকাল্লাহু ওয়াহদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাজামাল আহজাবা ওয়াহদাহু।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তার কোনো অংশীদার নেই। সবকিছুর রাজত্ব তারই এবং সকল প্রশংসা তারই। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাগমনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আপন পালনকর্তার প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাআলা তার অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছেন, তার বিশেষ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সকল (কুফরি)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

শক্তিকে পরাস্ত করেছেন। –এটি সহিহ বুখারির বর্ণনার শব্দ। সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় বর্ণনাকারীর এরকম কোনো সন্দেহ ছিল না।[৭৪৮]

(৫৪০) হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন–

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا، ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ.

অর্থ: একদা আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমরা যখনই কোন উপত্যকায় আরোহন করতাম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার বলতাম। এতে আমাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে যেত। অতঃপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে লোকসকল! তোমরা নিজেদের প্রতি দয়া কর। তোমরা তো বধির বা অনুপস্থিত কাউকে ডাকছ না; বরং তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই আছেন। তিনি সর্বশ্রোতা নিকটবর্তী।[৭৪৯] –সুনানে তিরমিজির বর্ণনায় আছে– রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَالتَّكْبِيْرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ.

অর্থ: তুমি অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করবে এবং প্রত্যেক উঁচু স্থানে আল্লাহু আকবার বলবে।[৭৫০]

(৫৪১) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো উঁচু স্থানে আরোহন করলে এই দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

---

৭৪৮. সহিহ বুখারি: ১৭৯৭, সহিহ মুসলিম: ১৩৪৪, মুয়াত্তা মালেক ২/৪২১, সুনানে তিরমিজি: ৯৫০, সহিহ আবু দাউদ: ২৭৭০, মুসনাদে আহমাদ ২/৫, আমাল: ৫৩৯, নাসাঈ, আমাল: ৫১৯, ইবনুস সুন্নি।

৭৪৯. সহিহ বুখারি: ৬৩৮৪, সহিহ মুসলিম: ২৭০৪।

৭৫০. সুনানে তিরমিজি: ৩৪৪১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লাকাশ শারাফু আলা কুল্লি শারাফিন ওয়া লাকাল হামদু আলা কুল্লি হাল।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার উচ্চতা সকল উচ্চতার উপরে এবং সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্যই।[৭৫১]

তাকবির ইত্যাদিতে আওয়াজ অতিরিক্ত উঁচু করা নিষেধ

এ ব্যাপারে পূর্বে হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. এর হাদিস উল্লেখ হয়েছে। তিনি বলেন–

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَىٰ وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا، ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوْا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيْبٌ.

অর্থ: একদা আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমরা যখনই কোনো উপত্যকায় আরোহন করতাম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার বলতাম। এতে আমাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে যেত। অতঃপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে লোকসকল! তোমরা নিজেদের প্রতি দয়া কর। তোমরা তো বধির বা অনুপস্থিত কাউকে ডাকছ না; বরং তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই আছেন। তিনি সর্বশ্রোতা নিকটবর্তী।[৭৫২]

ভ্রমণে ক্ষিপ্রতা, প্রাণবন্ততা, প্রমোদ ও ভ্রমণ সহজকরণের লক্ষ্যে কবিতা আবৃত্তি করা মুস্তাহাব

এ বিষয়ে অনেক প্রসিদ্ধ হাদিস বিদ্যমান। উমরাতুল কাজার ভ্রমণে যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করছিলেন, তখন আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদি. তার আগে আগে কবিতা পাঠ করছিলেন।[৭৫৩]

---

৭৫১. আমাল: ৫২২, ইবনুস সুন্নি, আলফুতুহাত ৫/১৪৫।

৭৫২. অনুবাদে পূর্বের হাদিসটি যোগ করা হল।

৭৫৩. বিস্তারিত দেখুন: সুনানে তিরমিজি: ২৮৪৭, সুনানে নাসাই ৫/২১১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বাহন পালিয়ে গেলে কী বলবে?

(৫৪২) হজরত ইবনে মাসউদ রাদি. এর সূত্রে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন–

إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ: يَا عِبَادَ اللهِ احْبِسُوْا، يَا عِبَادَ اللهِ احْبِسُوْا، فَإِنَّ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأَرْضِ حَاصِراً سَيَحْبِسُهُ.

অর্থ: যখন তোমাদের কারো বাহন মরুভূমি থেকে পালিয়ে যায়, তখন সে যেন উচ্চকণ্ঠে বলে:

يَا عِبَادَ اللهِ احْبِسُوْا يَا عِبَادَ اللهِ احْبِسُوْا.

অর্থ: হে আল্লাহর বান্দারা! একে থামাও, হে আল্লাহর বান্দারা! একে থামাও। –নিশ্চয় জমিনে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন অবরোধকারী আছেন, যিনি একে থামিয়ে দিবেন।

ইমাম নববি রহ. বলেন, আমাদের একজন বড় মাপের জ্ঞানী শায়খ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, একবার তার বাহন পালিয়ে যায়, আমার ধারণা মতে সেটা খচ্চর ছিল। এই হাদিস তার জানা থাকায় তিনি উপরিউক্ত কথাগুলো বললেন, সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা একে আটকে দিলেন। একবার আমি নিজে একটি কাফেলায় ছিলাম। সেখানে আমাদের একটি জন্তু পালিয়ে যায়, সবাই একে ধরতে অক্ষম হয়ে গেল। তখন আমি এই কথাগুলো বললাম, মুহূর্তেই সেটা থেমে গেল, এই বাক্যগুলো পাঠ করা ব্যতীত অন্য কোন কারণ ছাড়া।

অবাধ্য জন্তুর উপর আরোহনকালে যে দুআ পড়বে

(৫৪৩) প্রসিদ্ধ তাবেঈ আবু আবদুল্লাহ ইউনুস বিন উবায়েদ বিন দিনার বাসরি রহ. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন– যে ব্যক্তি অবাধ্য জন্তুর উপর আরোহনকালে এই আয়াতটি জন্তুর কানে পড়বে, অবশ্যই সে জন্তু আল্লাহর নির্দেশে স্থির থাকবে–

أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আফা গাইরা দীনিল্লাহি ইয়াবগুনা ওয়ালাহু আসলামা মান ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি তাওআন ওয়া কারহান ওয়া ইলাইহি য়ুরযাউন।

অর্থ: সুতরাং কি তারা (নাজরানবাসী) আল্লাহর দীনের (ইসলামের) পরিবর্তে অন্য কোনো দীন (খ্রীষ্টধর্ম) তালাশ করছে? অথচ আসমান-জমিনের সব কিছু স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তারই সামনে নতশির! আর তারই দিকে তাদেরকে ফিরানো হবে।[৭৫৪]

কোনো জনপদ দেখলে পড়ার দুআ

(৫৪৪) হজরত সুহাইব রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রমণ অবস্থায় যখনই কোনো জনপদ দেখতে পেতেন যেখানে প্রবেশের ইচ্ছা করেছেন, তখন এই দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَالْأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ. أَسْأَلُكَ خَيْرَهٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা রাব্বাস সামাওয়াতি ওয়ামা আজলালনা, ওয়াল আরাদ্বিনাস সাবয়ি ওয়ামা আকলালনা, ওয়া রাব্বাশ শায়াতিনি ওয়ামা আদ্বলালনা, ওয়া রাব্বার রিয়াহি ওয়ামা জারাইনা। আসআলুকা খাইরা হাজিহিল কারয়াতি ওয়া খাইরা আহলিহা ওয়া খাইরা মা ফিহা, ওয়া নাউজুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি আহলিহা ওয়া শাররি মা ফিহা।

অর্থ: হে সাত আসমান ও এর ছায়ার পালনকর্তা, সাত জমিন ও এর বহনকৃত বস্তুর পালনকর্তা, শয়তান ও তাদের দ্বারা পথভ্রষ্টদের পালনকর্তা এবং বাতাস ও এর দ্বারা বিক্ষিপ্ত বস্তুর পালনকর্তা! আমি আপনার কাছে এই এলাকা ও অধিবাসীর মঙ্গল কামনা করি এবং এলাকা, অধিবাসী ও এতে থাকা অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করি।[৭৫৫]

---

৭৫৪. সুরা আলে ইমরান: ৮৩। আমাল: ৫১০, ইবনুস সুন্নি, আলফুতুহাত ৫/১৫২। আয়াতের তরজমা: অধমের অনূদিত তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআন ১ম খণ্ড থেকে।

৭৫৫. সুনানে নাসাই: ৮৭৭৫, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৫২৪, ইবনুস সুন্নি, আমাল: ৫৪৪, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান: ২৩৭৭, আলফুতুহাত ৫/১৫৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৫৪৫) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এলাকায় প্রবেশের নিয়ত করলে এই দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ وَخَيْرِ مَا جَمَعْتَ فِيْهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَمَعْتَ فِيْهَا. اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَأَعِذْنَا مِنْ وَبَاهَا وَحَبِّبْنَا إِلَى أَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِيْ أَهْلِهَا إِلَيْنَا.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন খাইর হাজিহি ওয়া খাইরি মা জামা'তা ফিহা, ওয়া আউজুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা জামা'তা ফিহা। আল্লাহুম্মার জুকনা জানাহা, ওয়া আয়িজনা মিন ওয়াবাহা, ওয়া হাব্বিবনা ইলা আহলিহা, ওয়া হাব্বিব সালিহি আহলিহা ইলাইনা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে এই জনপদের মঙ্গল এবং তাদের ভাগ্যলিপিতে রাখা মঙ্গল কামনা করি। আর তাদের অমঙ্গল এবং তাদের কপালে থাকা অমঙ্গল থেকে আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করি। হে আল্লাহ, আমাদেরকে এই এলাকার ফল রিজিক হিসাবে দিন এবং এর মহামারি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমাদেরকে এলাকাবাসীর কাছে প্রিয় করুন এবং তাদের পুণ্যবানদেরকেও আমাদের কাছে প্রিয় করে দিন।[৭৫৬]

সফরে মানুষ বা অন্য কিছুকে ভয় করলে যে দুআ পাঠ করবে

(৫৪৬) হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. থেকে সহিহ সনদের সাথে বর্ণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো সমপ্রদায় থেকে ক্ষতির আশঙ্কা করলে এই দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম, ওয়া নাউজুবিকা মিন শুরুরিহিম।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি দুশমনের দুশমনির মোকাবেলায় আপনাকে স্থাপন করেছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি।[৭৫৭]
–পাশাপাশি বিপদাপদের অন্যান্য দুআগুলোও পাঠ করা মুস্তাহাব।

---

৭৫৬. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৫২৭, ইবনুস সুন্নি, আলফুতুহাত ৫/১৫৮।
৭৫৭. সুনানে আবু দাউদ: ১৫৩৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কোনো ভূতপ্রেত সামনে আসলে মুসাফির যা বলবে

(৫৪৭) হজরত জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ الْغِيْلَانُ فَنَادُوْا بِالْأَذَانِ.

অর্থ: যখন তোমাদের সামনে ভূতপ্রেত আত্মপ্রকাশ করে তখন তোমরা উচ্চকণ্ঠে আজান দিবে।[৭৫৮]

কোথাও যাত্রাবিরতি করলে পড়ার দুআ

(৫৪৮) হজরত খাওলা বিনতে হাকিম রাদি. থেকে বর্ণিত, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি কোথাও অবতরণ করে এই দুআ পড়বে, সেখান থেকে যাত্রা করা পর্যন্ত ঐ ব্যক্তিকে কোনো কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। দুআটি হল–

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

উচ্চারণ: আউজু বি-কালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাকা।

অর্থ: আল্লাহর পরিপূর্ণ উক্তির মাধ্যমে তার সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করি।[৭৫৯]

(৫৪৯) আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর অবস্থায় রাত ঘনিয়ে এলে এই দুআ পড়তেন–

يَا أَرْضُ! رَبِّيْ وَرَبُّكِ اللهُ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيْكِ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ، وَشَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ. أَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ، وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ.

উচ্চারণ: ইয়া আরদু, রাব্বি ওয়া রাব্বুকিল্লাহু। আউজুবিল্লাহি মিন শাররিকি ওয়া শাররি মা ফিকি ওয়া শাররি মা খুলিকা ফিকি। ওয়া শাররি মা ইয়াদিব্বু আলাইকি, আউজুবিকা মিন আসাদিন ওয়া আসওয়াদা, ওয়া মিনাল হাইয়াতি

---

৭৫৮. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৫২৩, ইবনুস সুন্নি, মুসনাদে আহমাদ ৩/৩০৫, আলফুতুহাত ৫/১৬১।

৭৫৯. সহিহ মুসলিম: ২৭০৮, মুয়াত্তা মালেক ২/৯৭৮, সুনানে তিরমিজি: ৩৪৩৭, মুসনাদে আহমাদ ৬/৩৭৭, সুনানে দারিমি: ২৬৮৩, আমাল: ৫৬০, নাসাঈ, আমাল: ৫২৮, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ওয়াল আকরাবি, ওয়া মিন সাকিনিল বালাদি, ওয়া ওয়ালিদিন ওয়া মা ওয়ালাদা।

অর্থঃ হে জমি, আমার এবং তোমার পালনকর্তা হলেন আল্লাহ তাআলা। আমি তোমার, তোমার মাঝে থাকা, তোমার মাঝে সৃষ্ট এবং তোমার বুকে বিচরণকারী অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করি। হে আল্লাহ, আমি তোমার আশ্রয় কামনা করি সিংহ ও মানুষ থেকে, সাপ ও বিচ্ছু থেকে এবং জিন, ইবলিশ ও শয়তান থেকে।[৭৬০]

সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে যা বলবে

উপরে আরোহনকালে মুসাফিরের "আল্লাহু আকবার" বলার অধ্যায়ে হজরত ইবনে উমর রাদি. এর হাদিসে উল্লিখিত দুআটি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে পাঠ করা সুন্নাত।

(৫৫০) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبُوْ طَلْحَةَ، وَصَفِيَّةُ رَدِيْفَتُهُ عَلٰى نَاقَتِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِيْنَةِ، قَالَ: "آيِبُوْنَ ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ". فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ.

অর্থঃ আমি ও আবু তালহা রাদি. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদিনার দিকে এগিয়ে আসছিলাম। আর সাফিয়্যা রাদি. ছিলেন নবিজির উষ্ট্রীতে আরোহী। অতঃপর আমরা যখন শহরতলীতে পৌঁছলাম, তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত দুআ পড়লেন এবং মদিনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত অবিরাম পড়তে থাকলেন–

آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

উচ্চারণঃ আয়িবুনা তায়িবুনা আবিদুনা, লিরাব্বিনা হামিদুন।

---

৭৬০. সুনানে আবু দাউদঃ ২৬০৩, মুসনাদে আহমাদ ২/১৩২, আমালঃ ৫৬৩, নাসাঈ, মুসতাদরাকে হাকেম ২/১০০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আমরা প্রত্যাগমনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আপন পালনকর্তার প্রশংসাকারী।[৭৬১]

ফজরের নামাজান্তে মুসাফির যে দুআগুলো পড়বে

জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, ফজরের পর মুকিমের জন্য যেসব দুআ পাঠ করা মুস্তাহাব, মুসাফিরের জন্যও সেগুলো মুস্তাহাব। এর আলোচনা পূর্বে গিয়েছে। তবে মুসাফিরের জন্য নিম্নবর্ণিত হাদিসে উল্লিখিত দুআটিও পড়া মুস্তাহাব:

(৫৫১) হজরত আবু বারজাহ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফজরের নামাজ শেষ করতেন– বর্ণনাকারী বলেন, আমার জানা মতে 'ভ্রমণে' বলেছেন– উচ্চকণ্ঠে এই দুআ পড়তেন। সাহাবায়ে কেরামও শুনতে পেতেন। দুআটি হল–

اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ جَعَلْتَهُ عِصْمَةَ أَمْرِيْ، اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ جَعَلْتَ فِيْهَا مَعَاشِيْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আসলিহ লি দীনিয়াল লাতি জাআলতাহু ইসমাতা আমরি, আল্লাহুম্মা আসলিহ লি দুনয়াইয়াল লাতি জাআলতা ফিহা মাআশি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে আমার দীনে উন্নতিসাধন করুন, যে দীনকে আমার রক্ষাকবজ বানিয়েছেন। হে আল্লাহ, আমাকে দুনিয়াতেও উন্নতিসাধন করুন, যেখানে আমার জীবিকা রেখেছেন। [এই দুআ তিনবার পড়তেন]

اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِيَ الَّتِيْ جَعَلْتَ إِلَيْهَا مَرْجِعِيْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আসলিহ লি আখিরাতিয়াল লাতি জাআলতা ইলাইহা মারজিয়ি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার জন্য আমার পরকাল সংশোধন করে দিন, যেদিকে আপনি আমার প্রত্যাবর্তন ধার্য করেছেন। [এটাও তিনবার বলতেন]

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِكَ.

---

৭৬১. সহিহ মুসলিম: ১৩৪৫, মুসনাদে আহমাদ ৩/১৮৭, আমাল: ৫৫১, নাসাঈ, আমাল: ৫২৬, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিরিজাকা মিন সাখাতিকা, আল্লাহুম্মা আউজু বিকা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় কামনা করি, হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করি। [এটাও তিনবার পড়তেন]

اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লা মানিআ লিমা আ'তাইতা, ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'তা, ওয়ালা ইয়ানফাউ জাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি যা দেন তা বারণকারী কেউ নেই এবং যা বারণ করেন তা প্রদানকারীও কেউ নেই। আর আপনার গজব থেকে কোনো পদমর্যাদার অধিকারীকে তার পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারবে না।[৭৬২]

নিজের শহর দেখে পড়ার দুআ

ভ্রমণ থেকে প্রত্যাবর্তন করতঃ নিজ শহর নজরে পড়লে নিচের দুআগুলো পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَالْأَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ. أَسْأَلُكَ خَيْرَهٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা রাব্বাস সামাওয়াতি ওয়ামা আজলালনা, ওয়াল আরাদ্বিনাস সাবয়ি ওয়ামা আকলালনা, ওয়া রাব্বাশ শায়াতিনি ওয়ামা আদ্বলালনা, ওয়া রাব্বার রিয়াহি ওয়ামা জারাইনা। আসআলুকা খাইরা হাজিহিল কারয়াতি ওয়া খাইরা আহলিহা ওয়া খাইরা মা ফিহা, ওয়া নাউজুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি আহলিহা ওয়া শাররি মা ফিহা।

অর্থ: হে সাত আসমান ও এর ছায়ার পালনকর্তা, সাত জমিন ও এর বহনকৃত বস্তুর পালনকর্তা, শয়তান ও তাদের দ্বারা পথভ্রষ্টদের পালনকর্তা এবং বাতাস ও এর দ্বারা বিক্ষিপ্ত বস্তুর পালনকর্তা! আমি আপনার কাছে এই

৭৬২. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৫১৫, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এলাকা ও অধিবাসীর মঙ্গল কামনা করি এবং এলাকা, অধিবাসী ও এতে থাকা অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করি। –তারপর পড়বে–

آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

উচ্চারণ: আয়িবুনা তায়িবুনা আবিদুনা, লিরাব্বিনা হামিদুন।

অর্থ: আমরা প্রত্যাগমনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আপন পালনকর্তার প্রশংসাকারী। –অতঃপর পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِهَا قَرَارًا وَرِزْقًا حَسَنًا.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মায আললানা বিহা কারারান ওয়া রিজকান হাসানান।

অর্থ: হে আল্লাহ, এতে আমাদেরকে প্রশান্তি এবং উত্তম রিজিক দান কর।[৭৬৩]

সফর থেকে ফিরে ঘরে প্রবেশ করে যে দুআ পাঠ করবে

(৫৫২) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর থেকে প্রত্যাগমন করে ঘরে প্রবেশ করতেন তখন এই দুআ পড়তেন–

تَوْبًا تَوْبًا، لِرَبِّنَا أَوْبًا، لَا يُغَادِرُ حُوْبًا.

উচ্চারণ: তাওবান তাওবান, লিরাব্বিনা আওবান, লায়ুগাদিরু হুবা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদেরকে পরিপূর্ণ ক্ষমা করুন। আমাদের পালনকর্তার কাছে তাওবা করলে তিনি সকল পাপই ক্ষমা করে দেন।[৭৬৪]

সফর ফেরত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যা বলতে হয়

সফর ফেরত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে এই দুআ পাঠ করা মুস্তাহাব–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَلَّمَكَ أَوِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَمَعَ الشَّمْلَ بِكَ.

উচ্চারণ: আহামদুলিল্লাহিল লাজি সাল্লামাকা (অথবা) আহামদুলিল্লাহিল লাজি জামাআশ শামলা বিকা।

---

৭৬৩. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৫৫৭, নাসাঈ, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৫২৫, ইবনুস সুন্নি।

৭৬৪. আমাল: ৫৫৩, নাসাঈ, আদ্দুআ: ৮৩৭, তাবারানি, আমাল: ৫২৬, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: সকল প্রশংসা সেই সত্ত্বার যিনি তোমাকে নিরাপদে রেখেছেন। (অথবা বলবে) সমস্ত প্রশংসা সেই সত্ত্বার যিনি তোমার দ্বারা আমাদের সবাইকে একত্রিত করেছেন। অথবা এ জাতীয় কিছু পাঠ করবে। –আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ.

অর্থ: যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় কর তাহলে অবশ্যই তোমাদেরকে বৃদ্ধি করে দেব।[৭৬৫] –এ ব্যাপারে হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদিসও রয়েছে, যা সামনের অধ্যায়ে আসছে।

যুদ্ধ ফেরত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যা বলবে

(৫৫৩) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি যুদ্ধে ছিলেন। অতঃপর যখন প্রত্যাবর্তন করে ঘরে প্রবেশ করলেন, আমি তাকে স্বাগত জানালাম এবং তার হাত ধরে বললাম–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَصَرَكَ وَأَعَزَّكَ وَأَكْرَمَكَ.

উচ্চারণ: আহামদুলিল্লাহিল লাজি নাসারাকা ওয়া আআজ্জাকা ওয়া আকরামাক।

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আপনাকে (কাফেরদের বিরুদ্ধে) সাহায্য করেছেন, বিজয়ী করেছেন এবং সম্মানিত করেছেন।[৭৬৬]

হজ ফেরত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যা বলা হবে এবং হজ ফেরত ব্যক্তি যা বলবে

(৫৫৪) হজরত ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত–

جَاءَ غُلَامٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّيْ أُرِيْدُ الْحَجَّ، فَمَشَى مَعَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا غُلَامُ، زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى، وَوَجَّهَكَ

৭৬৫.সুরা ইবরাহিম: ৭।

৭৬৬. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৫৩২, ইবনুস সুন্নি, সহিহ মুসলিম: ২১০৬, সুনানে আবু দাউদ: ৪১৫৩, সুনানে নাসাঈ ৮/২১২, আমাল: ৫৫৮, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

فِي الْخَيْرِ، وَكَفَاكَ الْهَمَّ، فَلَمَّا رَجَعَ الْغُلَامُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا غُلَامُ قَبِلَ اللهُ حَجَّكَ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَأَخْلَفَ نَفَقَتَكَ.

অর্থ: এক গোলাম নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে বলল, আমি হজের ইরাদা করেছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এগিয়ে দিতে) তার সাথে হেঁটে চললেন এবং তাকে বললেন, হে গোলাম!

زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى، وَوَجَّهَكَ فِي الْخَيْرِ، وَكَفَاكَ الْهَمَّ.

উচ্চারণ: জাওয়্যাদাকাল্লাহুত তাকওয়া, ওয়া ওয়াজ্জাহাকা ফিল খাইরি,ওয়া কাফাকাল হাম্মা।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা তাকওয়াকে তোমার পাথেয় বানান, তোমাকে কল্যাণের দিকে মনোযোগী করুন এবং সকল ব্যাপারে তিনি তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। –অতঃপর সে গোলাম প্রত্যাগমন করল এবং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে সালাম দিল, নবিজি বললেন: হে গোলাম!

قَبِلَ اللهُ حَجَّكَ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وأَخْلَفَ نَفَقَتَكَ.

উচ্চারণ: কাবিলাল্লাহু হাজ্জাকা ওয়া গাফারা জাম্বাকা ওয়া আখলাফা নাফাকাতাক।

অর্থ: আল্লাহ তোমার হজ কবুল করুন, তোমার পাপ মোচন করুন এবং তোমার খরপোশের জিম্মাদার হয়ে যান।[৭৬৭]

(৫৫৫) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআ করতেন:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগ ফির লিলহাজ্জি, ওয়ালি মানিস তাগফারা লাহুল হাজ্জ।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি হাজি সাহেবকে ক্ষমা করুন। যার জন্য হাজি সাহেব ক্ষমা চান, তাকেও ক্ষমা করে দিন। –হাকেম বলেন, ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদিসটি সহিহ।[৭৬৮]

---

৭৬৭. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৫৩৩।

৭৬৮. সুনানে বাইহাকি ৫/২৬১, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪৪১, সহিহ ইবনে খুজাইমা: ২৫১৬, আলমুজামুলস সাগির ২/১১৪, আলফুতুহাত ৫/১৭৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অধ্যায়- ১৪

খাদ্যগ্রহণকারী ও পানকারীর পাঠ্য দুআসমূহ

খাবার কাছে আসলে যে দুআ পড়তে হয়

(৫৫৬) হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদি. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যখন নবিজির কাছে খাবার উপস্থিত করা হত তিনি এই দুআ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، بِسْمِ اللهِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিমা রাজাকতানা, ওয়াকিনা আজাবান্নারি, বিসমিল্লাহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদের জন্য আপনার দেয়া রিজিকে বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহর নামে শুরু করলাম।[৭৬৯]

৭৬৯. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৪৫৭, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মেহমানের সামনে খাবার উপস্থিত করে মেজবানের পক্ষে 'খাবার গ্রহণ করুন' অথবা সমার্থক কিছু বলা মুস্তাহাব

জেনে রেখ! মেহমানের সামনে খাবার উপস্থিত করে 'বিসমিল্লাহ', 'খাদ্য গ্রহণ করুন', 'নামাজ'[৭৭০] অথবা সমার্থক কোন শব্দ বলা মুস্তাহাব, যা খাওয়া শুরু করার সুস্পষ্ট অনুমতি বুঝায়। তবে এমনটা বলা ওয়াজিব নয়, বরং মেহমানের সামনে খাবার উপস্থিত করাই যথেষ্ট। মেহমানদের জন্য সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে এতটুকুতেই খাওয়া জায়েজ আছে। কেউ কেউ বলেছেন, অনুমতিসূচক কিছু বলা জরুরি। পূর্বের মতই সঠিক। সহিহ হাদিসে অনুমতির যে কথা এসেছে, তা দ্বারা মুস্তাহাব বুঝানোই উদ্দেশ্য।

পানাহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা

(৫৫৭) হজরত উমর বিন আবু সালামা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন–

سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ.

অর্থ: বিসমিল্লাহ বল এবং ডান হাতে খাদ্য গ্রহণ কর।[৭৭১]

(৫৫৮) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ، تَعَالَى، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ، تَعَالَى فِيْ أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ، أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ.

অর্থ: যখন তোমাদের কেউ খাদ্য গ্রহণ করবে, সে যেন শুরুতে আল্লাহর নাম নেয়। যদি শুরুতে বিসমিল্লাহ ভুলে যায় তাহলে (যখন স্মরণ হবে) বলবে–

بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ.

---

৭৭০. নামাজ: রূপকার্থে বলা হয়েছে। এভাবে যে, হাতদ্বয় ধৌত করেই খাদ্য গ্রহণ করা মুস্তাহাব। একে নবিজি অজু আখ্যা দিয়েছেন। আর অজুর পরেই তো নামাজ। আরবি বইয়ের টীকা থেকে সংক্ষেপিত। –অনুবাদক।

৭৭১. সহিহ বুখারি: ৫৩৭৬, সহিহ মুসলিম: ২০২২, মুয়াত্তা মালেক ২/৯৩৪, সুনানে আবু দাউদ: ৩৭৭৭, সুনানে তিরমিজি: ১৮৫৮, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩২৬৭, সহিহ ইবনে হিব্বান: ১৩৩৮, সুনানে দারিমি: ২০২৫, আমাল: ২৭৪-২৮০, নাসাঈ, আমাল: ৪৬২, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আউয়্যালাহু ওয়া আখিরাহ।

অর্থ: শুরু-শেষ আল্লাহর নামে। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।[৭৭২]

(৫৫৯) হজরত জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ : أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ.

অর্থ: কোনো ব্যক্তি ঘরে প্রবেশের সময় এবং খাবার গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম নিলে শয়তান (তার সঙ্গী-সাথীদের) বলে, এখানে তোমাদের জন্য নৈশযাপন এবং নৈশ আহারের কোনো সুযোগ নেই। পক্ষান্তরে যদি ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ না করে তাহলে শয়তান বলে, তোমরা রাত্রিযাপনের সুযোগ পেয়েছ। আর খাবার গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম না নিলে শয়তান বলে, তোমরা রাত্রিযাপন এবং রাতের খাবার দুটোর সুযোগই পেয়ে গেলে।[৭৭৩]

(৫৬০) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত একটি হাদিস আছে, যেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট মুযিজার আলোচনা রয়েছে। সেই হাদিসে আছে। যখন হজরত আবু তালহা ও উম্মে সুলাইম রাদি. নবিজিকে দাওয়াত দিলেন তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

اِئْذَنْ لِعَشَرَةٍ. فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلُوْا، فَقَالَ: كُلُوْا، وَسَمُّوا اللهَ. فَأَكَلُوْا، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِثَمَانِيْنَ رَجُلًا.

অর্থ: দশজন আসার অনুমতি দিন। তিনি অনুমতি দিলেন, তারা আসলেন। অতঃপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আল্লাহর নাম

---

৭৭২. সুনানে আবু দাউদ: ৩৭৬৭, সুনানে তিরমিজি: ১৮৫৯, মুসনাদে আহমাদ ৬/২০৭, সুনানে দারিমি: ২০২৬, আমাল: ২৮১, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান: ১৩৪০, আলফুতুহাত ৫/১৮২।

৭৭৩. সহিহ মুসলিম: ২০১৮। ৫০ নং হাদিসের টীকা দেখুন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নিয়ে খাওয়া শুরু কর। তারা (বিসমিল্লাহ বলে) খাওয়া শুরু করলেন। এভাবে তিনি ৮০ জনকে খাওয়ালেন।[৭৭৪]

(৫৬১) হজরত হুজায়ফা রাদি. থেকে বর্ণিত–

كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا، حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ، عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا. ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ، ، وَأَكَلَ.

অর্থ: আমরা যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোনো ভোজনশালায় থাকতাম, যতক্ষণ না রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাত রেখে খাবার শুরু করতেন, আমরা খাদ্যে হাত মারতাম না। একদা আমরা তার সাথে এক ভোজে উপস্থিত ছিলাম। এমনি মুহূর্তে একটি দাসী এল, যেন তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সে খাবারে হাত দিতে গেলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত ধরে ফেললেন। অতঃপর একজন বেদুঈন এল, যেন তাকেও তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। (সেও হাত দিতে গেলে) নবিজি তার হাতও ধরে ফেলেন। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে খাদ্যে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় না সে খাদ্য শয়তান বৈধ মনে করে। আর সে এই দাসীকে নিয়ে এসে খাবারটা হালাল করতে চেয়েছিল, তাই আমি তার হাতে ধরে ফেলি। পরে এই বেদুঈনের মাধ্যমে খাবার হালাল করতে তাকে নিয়ে আসে, কিন্তু আমি তারও হাত ধরে ফেলি। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন! নিশ্চয় এই দুইজনের

৭৭৪. সহিহ বুখারি: ৪২২, সহিহ মুসলিম: ২৪৪০, মুয়াত্তা মালেক ২/৯২৭, সুনানে তিরমিজি: ৩৬৩৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হাতের সাথে শয়তানের হাতও আমার মুঠোয়। অতঃপর তিনি আল্লাহর নাম নিয়ে খেতে শুরু করেন।[৭৭৫]

(৫৬২) হজরত উমাইয়া বিন মাখশি রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَرَجُلٌ يَأْكُلُ، فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لُقْمَةٌ، فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে এক ব্যক্তি আহার করছিল। কিন্তু সে বিসমিল্লাহ পড়েনি, এমনকি মাত্র এক লোকমা বাকী রয়ে যায়। অতঃপর শেষ লোকমা মুখে উঠানোর আগেই بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ (বিসমিল্লাহি আউয়্যালাহু ওয়া আখিরাহ: শুরু-শেষ আল্লাহর নামে) পাঠ করে। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। এরপর বললেন, শয়তান তার সাথে খাচ্ছিল। কিন্তু সে আল্লাহর নাম স্মরণ করা মাত্রই শয়তান পেটে যা আছে বমি করে ফেলে।[৭৭৬]

(৫৬৩) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ.

অর্থ: একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়জন সাহাবাকে নিয়ে খাদ্য গ্রহণ করছিলেন। এমতাবস্থায় একজন গ্রাম্য ব্যক্তি এসে পুরো খাদ্য দুই কামড়ে শেষ করে ফেলে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি সে বিসমিল্লাহ বলে খাবার খেত তাহলে এতটুকু খাবারই

---

৭৭৫. সহিহ মুসলিম: ২০১৭, সুনানে আবু দাউদ: ৩৭৬৬, মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৮৩, সুনানে দারিমি: ২০২৬, আমাল: ২৭৩, নাসাঈ, আমাল: ৪৫৮, ইবনুস সুন্নি, মুসতাদরাকে হাকেম ৪/১০৮।

৭৭৬. সুনানে আবু দাউদ: ৩৭৬৮, সুনানে নাসাঈ: ৬৭২৫, মুসনাদে আহমাদ ৪/৩৩৬, আমাল: ৪৬১, ইবনুস সুন্নি, মুসতাদরাকে হাকেম ৪/১০৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তোমাদের সকলের জন্য পর্যাপ্ত হত।[৭৭৭] –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।[৭৭৮]

(৫৬৪) হজরত জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেছেন–

مَنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ عَلَىٰ طَعَامِهِ، فَلْيَقْرَأْ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ إِذَا فَرَغَ.

অর্থ: যে ব্যক্তি খাবার খেতে বিসমিল্লাহ পড়তে ভুলে যায় সে যেন খাওয়া শেষে সুরা এখলাস পড়ে নেয়।[৭৭৯]

ফায়দা: উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, খানার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব। যদি কেউ ভুলক্রমে বা স্বেচ্ছায় কিংবা বাধ্যবাধকতায় অথবা কোন অপারগতায় ছেড়ে দেয়, অতঃপর খাওয়ার মধ্যভাগে স্বরণ হয় তাহলে পূর্ববর্ণিত হাদিসের কারণে বিসমিল্লাহ পড়ে নেওয়া মুস্তাহাব। এভাবে বলবে: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ (বিসমিল্লাহি আউয়্যালাহু ওয়া আখিরাহ: শুরু-শেষ আল্লাহর নামে) যেমনটা হাদিসে এসেছে। পানি, দুধ, মধু, ঝোলসহ সকল পানীয় বস্তু পানে বিসমিল্লাহ পড়ার হুকুম খানার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়ার মতই।

আমাদের উলামায়ে কেরাম ও অন্যান্যরা বলেছেন, বিসমিল্লাহ জোরে পড়া মুস্তাহাব, যাতে এটা অন্যদের বিসমিল্লাহর ব্যাপারে সতর্কবাণী হয় এবং অন্যরাও এতে তার অনুসরণ করে।

তাসমিয়ার কৈফিয়ত ও যথেষ্ট পরিমাণ

জেনে রেখ! পুরো বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়া উত্তম, তবে শুধু বিসমিল্লাহ বললে চলবে এবং সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। অন্য সবার মতো গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি এবং ঋতুবতী নারীও বিসমিল্লাহ পড়বে। সম্মিলিত খাবারে সবাইকে বিসমিল্লাহ পড়া উচিত, তবে একজন পড়লে সবার তরফে যথেষ্ট হয়ে যাবে। এটাই ইমাম শাফেয়ি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য। এ কথা আমি আমার 'তাবাকাত' বইয়ে ইমাম শাফেয়ির জীবনিতে

---

৭৭৭. সুনানে তিরমিজি: ১৮৫৮।

৭৭৮. ৫৫৮ নং হাদিসের টীকা দেখুন।

৭৭৯. আমাল: ৪৬০, ইবনুস সুন্নি। হাদিসটি বানোয়াট।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উল্লেখ করেছি। আর এটা সালামের জবাব এবং হাঁচিদাতার জবাবের মতো, কেননা এতে একদল লোকের তরফে একজনের উত্তরপ্রদান যথেষ্ট।

খানাপিনার দোষ ধরা নিষেধ

(৫৬৫) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

مَا عَابَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনো খাবারের ত্রুটি অন্বেষণ করতেন না। মনে চাইলে খেতেন, মনে না চাইলে খেতেন না। –সহিহ মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে– পছন্দ না হলে চুপ থাকতেন।[৭৮০]

(৫৬৬) হজরত হুলব রাদি. থেকে বর্ণিত, আমি এক ব্যক্তিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রশ্ন করতে শুনেছি, সে বলেছে–

إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا أَتَحَرَّجُ مِنْهُ. فَقَالَ: لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِيْ صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيْهِ النَّصْرَانِيَّةَ.

অর্থ: এমন খাবার আছে কি যা আমি অপছন্দ করতে পারি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোনো হালাল খাবারের ব্যাপারে যেন তোমার মনে কোনো সংশয় সৃষ্টি না হয়। অন্যথায় তুমি খ্রীস্টানদের সদৃশ হয়ে যাবে।[৭৮১]

প্রয়োজনে 'এই খাবারের প্রতি আমার আগ্রহ নেই', 'আমি এই খাদ্যে অভ্যস্ত নই' অথবা এরকম অন্য কিছু বলা বৈধ আছে

(৫৬৭) গুইসাপ সংক্রান্ত হাদিসে হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, যখন সাহাবায়ে কেরাম একে ভুনা করে রাসুল সাল্লাল্লাহু

---

৭৮০. সহিহ বুখারি: ৫৪০৯. সহিহ মুসলিম: ২০৬৪/১৮৭, সুনানে আবু দাউদ: ৩৭৬৪, সুনানে তিরমিজি: ২০৩২, মুসনাদে আহমাদ ২/৪২৭।

৭৮১. সুনানে আবু দাউদ: ৩৭৮৪, সুনানে তিরমিজি: ১৫৬৫, সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৮৩০, মুসনাদে আহমাদ ৫/২২৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করলেন। নবিজি সেদিকে হাত বাড়ালে লোকেরা বলল–

هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُوْلَ اللهِ، . فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَقَالَ خَالِدٍ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُوْلَ اللهِ، ؟ قَالَ: لَا ؛ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِيْ، فَأَجِدُنِيْ أَعَافُهُ.

অর্থ: এটাতো গোসাপ হে আল্লাহর রাসুল। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত গুটিয়ে নিলেন। খালেদ রাদি. জিজ্ঞাসা করলেন: গোসাপ কি হারাম ইয়া রাসুলুল্লাহ? তিনি বললেন, না। তবে যেহেতু এটা আমার এলাকাতে নেই, তাই আমি একে পছন্দ করি না।[৭৮২]

খাবার গ্রহণকারীকর্তৃক খাবারের প্রশংসা করা

(৫৬৮) হজরত জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ، فَقَالُوْا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ. فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُوْلُ :نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ.

অর্থ: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার স্বীয় পরিবারের কাছে সালন চাইলেন। তাঁরা বলল, আমাদের কাছে সিরকা ছাড়া অন্য কিছু নেই। তিনি সেটাই আনতে বললেন। অতঃপর তা খেতে খেতে বললেন: সিরকা কতইনা উত্তম সালন! সিরকা কতইনা উত্তম সালন![৭৮৩]

নফল রোজাদারের সামনে যদি খাবার উপস্থিত হয় এবং সে রোজা ভাঙ্গতে না চায় তাহলে কী বলবে?

(৫৬৯) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

---

৭৮২. সহিহ বুখারি: ৫৩৯১, সহিহ মুসলিম: ১৯৪৫, সুনানে আবু দাউদ: ৩৭৯৩, সুনানে নাসাঈ ৭/১৯৮।

৭৮৩. সহিহ মুসলিম: ২০৫২, সুনানে আবু দাউদ: ৩৮২০, সুনানে তিরমিজি: ১৮৪০, সুনানে নাসাঈ ৭/১৪, মুসনাদে আহমাদ ৩/৩০১, সুনানে দারিমি: ২০৫৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ ؛ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا ؛ فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا ؛ فَلْيَطْعَمْ.

অর্থ: যখন তোমাদের কাউকে আমন্ত্রণ করা হয় সে যেন গ্রহণ করে। অতঃপর সে যদি রোজাদার হয় তাহলে নিমন্ত্রণকারীর জন্য দুআ করবে এবং রোজাদার না হলে খানা গ্রহণ করবে।[৭৮৪]

(৫৭০) ইবনুস সুন্নির কিতাবসহ অন্যান্য কিতাবে আছে–

فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ.

অর্থ: অতঃপর সে যদি রোজাদার না হয় তাহলে খানা গ্রহণ করবে, আর যদি রোজাদার হয় তাহলে নিমন্ত্রণকারীর জন্য বরকতের দুআ করবে।[৭৮৫]

নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সাথে অনিমন্ত্রিত কেউ এসে গেলে যা বলা উচিত

(৫৭১) হজরত আবু মাসউদ আনসারি রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

دَعَا رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ لَهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا اتَّبَعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ؟. قَالَ: لَا، بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، .

অর্থ: এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাকেসহ পাঁচজনকে দাওয়াত করে। অতঃপর জনৈক ব্যক্তি তাদের অনুসরণ করে। (নিমন্ত্রকের) দরজা পর্যন্ত পৌছলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই লোকটি আমাদের অনুসরণ করে এসেছে। অতএব, তুমি চাইলে তাকে অনুমতি দিতে পার। আর তুমি চাইলে সে ফেরত যাবে। সে বলল, বরং আমি তাকে অনুমতি দিচ্ছি হে আল্লাহর রাসুল![৭৮৬]

খাবারের আদব রক্ষা না করা ব্যক্তিকে উপদেশ ও শিক্ষাদান

---

৭৮৪. সহিহ মুসলিম: ১৪৩১, সুনানে আবু দাউদ: ৩৭৪২, সুনানে তিরমিজি: ৭৮১।

৭৮৫. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৪৮৯, ই. সু.।

৭৮৬. সহিহ বুখারি: ২০৮১, সহিহ মুসলিম: ২০৩৬, সুনানে তিরমিজি: ১০৯৯, সুনানে দারিমি: ২০৭৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৫৭২) হজরত উমর বিন আবু সালামা রাদি. থেকে বর্ণিত–

كُنْتُ غُلَامًا فِيْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدِيْ تَطِيْشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ.

অর্থ: আমি ছোটবেলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিপালনে ছিলাম। একবার খাওয়ার সময় আমার হাত থালার চতুর্দিকে ঘুরছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা দেখে আমাকে বললেন: এই ছেলে! বিসমিল্লাহ বলে খাও, ডান হাতে খাও এবং তোমার সামনে থেকে খাও।[৭৮৭]

–অন্য একটি সহিহ বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, একদিন আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাবার গ্রহণ করছিলাম। আমি থালার চতুর্দিক থেকে আহার করতে লাগলাম। এটা দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন: তুমি তোমার সামনে থেকে খাও।[৭৮৮]

(৫৭৩) হজরত জাবালা বিন সুহাইম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَرَزَقَنَا تَمْرًا، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ، بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ، وَيَقُوْلُ: لَا تُقَارِنُوْا؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ.

অর্থ: হজরত ইবনে যুবায়েরের আমলে আমরা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হই, তখন আমরা রিজিক হিসাবে খেজুর প্রাপ্ত হই। একদিন ইবনে উমর রাদি. আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন এমতাবস্থায় আমরা খেজুর খাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, একত্রে একাধিক খেজুর মিলিত করে খেয়োনা, কেননা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে নিষেধ করেছেন। অতঃপর বলেন, কিন্তু যদি কেউ তার ভাইকে অনুমতি প্রদান করে।[৭৮৯]

---

৭৮৭. সহিহ বুখারি: ৫৩৮৬, সহিহ মুসলিম: ২০২২/১০৮।

৭৮৮. সহিহ বুখারি: ৫৩৭৭, সহিহ মুসলিম: ২০২২/১০৯।

৭৮৯. সহিহ বুখারি: ৫৪৪৬, সহিহ মুসলিম: ২০৪৫, সুনানে আবু দাউদ: ৩৮৩৪, সুনানে তিরমিজি: ১৮১৫, মুসনাদে আহমাদ ২/৭, সুনানে দারিমি: ২০৬৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৫৭৪) হজরত সালামা বিন আকওয়া রাদি. থেকে বর্ণিত– এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বাম হাতে খাচ্ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন–

كُلْ بِيَمِيْنِكَ. قَالَ: لَا أَسْتَطِيْعُ. قَالَ: لَا اسْتَطَعْتَ، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ. قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ.

অর্থ: ডান হাতে খাও। সে বলল, আমি পারি না। তিনি বললেন, তুমি যেন নাই পার। শুধুমাত্র অহমিকাই তাকে বারণ করেছে। সালামা রাদি. বলেন, অতঃপর সে আর কখনো ডান হাত মুখে উঠাতে পারেনি।[৭৯০]

খাবারের সময় দীনি কথাবার্তা বলা মুস্তাহাব

এ ব্যাপারে হজরত জাবের রাদি. এর হাদিস 'খাবারের প্রশংসা করা' অধ্যায়ে চলে গেছে। ইমাম গাজালি রহ. তার ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন কিতাবে বলেন– খানার একটা আদব হল, খাবারের ফাঁকে ফাঁকে ভালো কথা এবং খানা ইত্যাদি সংক্রান্ত নেককারদের ঘটনাবলী আলোচনা করা।[৭৯১]

খেয়েদেয়ে তৃপ্ত হয় না এমন ব্যক্তির করণীয়

(৫৭৫) হজরত ওয়াহশি বিন হারব রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ. قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُوْنَ؟. قَالُوْا: نَعَمْ. قَالَ: فَاجْتَمِعُوْا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ، عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ একবার রাসুলের কাছে অভিযোগ করে বললেন: হে আল্লাহর রাসুল! আমরা খাই, কিন্তু তৃপ্ত হই না। নবিজি বললেন, তোমরা বোধহয় আলাদা আলাদা খাও? তারা বললেন, হ্যাঁ। নবিজি বললেন, তোমরা এখন থেকে একসাথে খাবে এবং শুরুতে আল্লাহর নাম স্মরণ করবে, তাহলে এতে তোমরা বরকত পাবে।[৭৯২]

---

৭৯০. সহিহ মুসলিম: ২০২১, সুনানে দারিমি: ২০২৮।

৭৯১. আমরা হানাফিদের মাজহাব এমনই।

৭৯২. সুনানে আবু দাউদ: ৩৭৬৪, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩২৮৬, মুসনাদে আহমাদ ৩/৫০১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সাথে খাওয়ার সময় যা বলবে

(৫৭৬) হজরত জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُوْمٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ وَقَالَ: كُلْ، ثِقَةً بِاللهِ، وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ.

অর্থঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক কুষ্ঠরোগীর হাত ধরে নিজের সঙ্গে খাবারের বাটিতে তা রেখে বললেন, আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রেখে তার নামে আহার কর।[৭৯৩]

মেহমান বা আত্মীয়-স্বজন যখন পানাহার কিংবা সুগন্ধি লাগানো ইত্যাদি শেষ করে দিতে চায়, তখন মেজবানের জন্য ততক্ষণ এরকম বলা মুস্তাহাব যে, 'আরেকটু নেন' যতক্ষণ না নিশ্চিত হবে যে, সে পর্যাপ্ত পরিমাণ খেয়েছে

জেনে রেখ, এরকম করা মুস্তাহাব। এমনকি স্ত্রী বা পরিবারের অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও এরকম করা মুস্তাহাব। যাদের ব্যাপারে আশঙ্কা থাকে যে, তারা ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও হাত গুটিয়ে নিবে, যদিও চাহিদা অল্পই হয়। দলিলঃ

(৫৭৭) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত লম্বা হাদিস। যেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট মুজিজার আলোচনা রয়েছে। সেখানে আছে– যখন হজরত আবু হুরায়রা রাদি. ক্ষুধার তাড়নায় রাস্তায় বসে পথচারীদের থেকে কুরআন শুনতে চাচ্ছিলেন এবং এর দ্বারা ইঙ্গিতে তাদের মেহমান হতে চাচ্ছিলেন। পরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আসহাবুস সুফফার কাছে পাঠালেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে আসলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সবাইকে এক পেয়ালা দুধ দিয়ে তৃপ্ত করলেন। তিনি হাদিসটি উল্লেখ করতঃ এও বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলছেন–

بَقِيْتُ أَنَا وَأَنْتَ. قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، . قَالَ: اقْعُدْ فَاشْرَبْ. فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ، فَقَالَ: اشْرَبْ. فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُوْلُ: اشْرَبْ. حَتَّى قُلْتُ: لَا وَالَّذِيْ

৭৯৩. সুনানে আবু দাউদঃ ৩৯২৫, সুনানে তিরমিজিঃ ১৮১৭, সুনানে ইবনে মাজাহঃ ৩৫৪২, আমালঃ ৪৬৩, মুসতাদরাকে হাকেম ৪/১৩৭, আলফুতুহাত ৫/২১৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا. قَالَ: فَأَرِنِيْ. فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ، فَحَمِدَ اللهَ وَسَمَّى، وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ.

অর্থ: এখন আমি এবং তুমি অবশিষ্ট আছি। আমি বললাম, ঠিক বলেছেন হে আল্লাহর রাসুল! তিনি বললেন, বসে পান করে নাও, আমি বসে পান করে নিলাম। পুনরায় বললেন, পান কর; আমি পান করলাম। এভাবে তিনি বলতেই থাকলেন, পান করো। এক পর্যায়ে তৃপ্ত হয়ে বলতে বাধ্য হলাম: সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আর আমি পারছি না। নবিজি বললেন, ঠিক আছে আমাকে দাও। আমি তাকে পেয়ালা দিলাম। অতঃপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন, আল্লাহর নাম নেন এবং অবশিষ্ট দুধটুকু পান করে ফেলেন।[৭৯৪]

খাবার শেষে যে দুআ পড়তে হয়

(৫৭৮) হজরত আবু উমামা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দস্তরখান উঠানোর সময় এই দুআ পড়তেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا، مُبَارَكًا فِيْهِ، غَيْرُ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ، رَبَّنَا.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাসিরান তায়্যিবান, মুবারাকান ফিহি, গায়রা মাকফিয়্যিন ওয়ালা মুয়াদ্দাইন, ওয়ালা মুসতাগনান আনহু, রাব্বানা।

অর্থ: পবিত্র, বরকতময় ও পর্যাপ্ত সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য। তবুও এই প্রশংসা যথেষ্ট নয়, ছেড়ে দেয়ার নয় এবং এ থেকে অমুখাপেক্ষীও থাকার নয়। হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের প্রশংসা ও দুআ কবুল করুন।[৭৯৫] –অন্য বর্ণনায় এসেছে– যখন খানা শেষ করতেন (বর্ণনাকারী এও বলেছেন, যখন দস্তরখান উঠাতেন) এই দুআ পড়তেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُوْرٍ.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহিল লাজি কাফানা ওয়া আরওয়ানা গাইরা মাকফিয়্যিন ওয়ালা মাকফুরিন।

---

৭৯৪. সহিহ বুখারি: ৬৪৫২, মুসনাদে আহমাদ ২/৫১৫।

৭৯৫. সহিহ বুখারি: ৫৪৫৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি আমাদেরকে তৃপ্ত ও সিক্ত করেছেন। এমতাবস্থায় এই প্রশংসা যথেষ্ট নয় এবং না অস্বীকার করা হয়েছে এমন।[৭৯৬]

(৫৭৯) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اَللّٰهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا.

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সেই বান্দার প্রতি খুশি হন যে পানাহার করে আল্লাহর প্রশংসা করে।[৭৯৭]

(৫৮০) হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা শেষ করে এই দুআ পড়তেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহিল লাজি আতআমানা ওয়া সাকানা ওয়া জাআলানা মুসলিমিন।

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি আমাদেরকে আহার দিয়েছেন, সিক্ত করেছেন এবং সর্বোপরি আমাদেরক মুসলমান বানিয়েছেন।[৭৯৮]

(৫৮১) হজরত আবু আইয়ুব খালিদ বিন জায়েদ রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানাহার শেষ করে এই দুআ পড়তেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَ وَسَقَى، وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহিল লাজি আতআমা ওয়া সাকা, ওয়া সাওয়াগাহু ওয়া জাআলা লাহু মাখরাজা।

---

৭৯৬. সহিহ বুখারি: ৫৪৫৯, সুনানে আবু দাউদ: ৩৮৪৯, সুনানে তিরমিজি: ৩৪৫২, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩২৮৪, মুসনাদে আহমাদ ৫/২৫৩, আমাল: ২৮৪, নাসাঈ, আমাল: ৪৬৮।

৭৯৭. সহিহ মুসলিম: ২৭৩৪, সুনানে তিরমিজি: ১৮১৭, মুসনাদে আহমাদ ৩/১০০।

৭৯৮. সুনানে আবু দাউদ: ৩৮৫০, জামে তিরমিজি: ৩৪৫৭, শামায়েলে তিরমিজি: ১৯১, আমাল: ২৮৮-২৯০, নাসাঈ, আমাল: ৪৬৪, ই. সু., সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩২৮৩, মুসনাদে আহমাদ ৩/৩২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি খেতে দিয়েছেন, পিপাসা নিবৃত্ত করেছেন, একে সহজে ভক্ষণযোগ্য করেছেন এবং তা নির্গত হওয়ার পথও করেছেন।[৭৯৯]

(৫৮২) হজরত মুআজ বিন আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি খানা শেষে এই দুআ পড়বে তার পূর্বের যাবতীয় (ছোট) গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। দুআটি হল–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ.

উচ্চারণঃ আলহামদুলিল্লাহিল লাজি আতআমানি হাজা ওয়া রাজাকানিহি মিন গাইরি হাওলিন মিন্নি ওয়ালা কুওয়াহ।

অর্থঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের, যিনি আমাকে আমার সামর্থ্য-প্রচেষ্টা ছাড়াই এই খাদ্য খেতে দিয়েছেন এবং একে রিজিক হিসাবে দান করেছেন। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[৮০০]

(৫৮৩) তাবেঈ হজরত আবদুর রহমান বিন যুবায়ের রহ. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত, তার কাছে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আট বছরের একজন খাদেম বলেছেন– নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে খাবার এলে তিনি তাকে বিসমিল্লাহ বলতে শুনেছেন। আর খাবার শেষে এই দুআ পড়তে শুনেছেন–

اَللّٰهُمَّ أَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ، وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ، وَهَدَيْتَ وَأَحْسَنْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلٰى مَا أَعْطَيْتَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আতআমতা ওয়া সাকাইতা, ওয়া আগনাইতা ওয়া আকনাইতা, ওয়া হাদাইতা ওয়া আহসানতা, ফালাকাল হামদু আলা মা আ'তাইতা।

অর্থঃ হে আল্লাহ, আপনিই আহার দিয়েছেন ও তৃষ্ণা নিবৃত্ত করেছেন, অভাবমুক্ত ও সম্পদশালী করেছেন, পথপ্রদর্শন করেছেন ও অনুগ্রহ

---

৭৯৯. সুনানে আবু দাউদঃ ৩৮৫১, সুনানে নাসাঈঃ ৬৮৬৭, আমালঃ ৪৭০, ই. সু., ইবনে হিব্বানঃ ১৩৫১।

৮০০. সুনানে আবু দাউদঃ ৪০২৩, সুনানে তিরমিজিঃ ৩৪৫৮, সুনানে ইবনে মাজাহঃ ৩২৮৫, মুসনাদে আহমাদ ৩/৪৩৯, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫০৭, আমালঃ ৪৬৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

করেছেন। আপনার দানকৃত নেয়ামতের ওপর আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করি।[৮০১]

(৫৮৪) আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, নবিজি খাবার শেষ করে এই দুআ পড়তেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ مَنَّ عَلَيْنَا وَهَدَانَا، وَالَّذِيْ أَشْبَعَنَا وَأَرْوَانَا، وَكُلَّ الْإِحْسَانِ آتَانَا.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহিল লাজি মান্না আলাইনা ওয়া হাদানা, ওয়াল্লাজি আশবাআনা ওয়া আরওয়ানা, ওয়া কুল্লাল ইহসানি আতানা।

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন, যিনি আমাদেরকে তৃপ্ত ও সিক্ত করেছেন এবং সবধরনের নেয়ামতরাজি আমাদেরকে দান করেছেন।[৮০২]

(৫৮৫) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ খাবার শেষ করে– ইবনুস সুন্নির বর্ণনায়: যাকে আল্লাহ তাআলা খাবার খাওয়াবেন– সে যেন এই দুআ পাঠ করে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিহি, ওয়া আতয়িমনা খাইরান মিনহু।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদের জন্য এতে বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে এরচে উত্তম আহার দান করুন। –আর যাকে আল্লাহ তাআলা দুধ পান করাবেন, সে যেন নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করে। কারণ, দুধ ছাড়া অন্য কিছু পানাহারের জন্য যথেষ্ট হয় না–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিহি, ওয়া যিদনা মিনহু।

---

৮০১. সুনানে কুবরা: ৬৮৯৮, নাসাঈ, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৪৬৫, ইবনুস সুন্নি, মুসনাদে আহমাদ ৪/৬২।

৮০২. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৪৬৬, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমাদের জন্য এতে বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে আরো বৃদ্ধি করে দিন।[৮০৩] –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।

(৫৮৬) হজরত ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে দুর্বল সূত্রে বর্ণিত–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ فِيْ الْإِنَاءِ تَنَفَّسَ ثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ يَحْمَدُ اللهُ تَعَالىٰ فِيْ كُلِّ نَفْسٍ، وَيَشْكُرُهُ فِيْ آخِرَهُ.

অর্থঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রে পান করলে তিন শ্বাসে পান করতেন। প্রতি শ্বাসে আলহামদুলিল্লাহ বলতেন এবং শেষে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন।[৮০৪]

খাওয়ার পর মেজবানের উদ্দেশ্যে মেহমান যে দুআ করবে

(৫৮৭) হজরত আবদুল্লাহ বিন বুসর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

نَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلىٰ أَبِيْ، فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ، فَكَانَ يَأْكُلُهُ، وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى - قَالَ شُعْبَةُ :هُوَ ظَنِّي، وَهُوَ فِيْهِ إِنْ شَاءَ اللهُ إِلْقَاءُ النَّوَى بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ - ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ، فَقَالَ أَبِيْ، وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ :اُدْعُ اللهَ لَنَا، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ.

অর্থঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমার বাবার ঘরে মেহমান হন। আমরা তার সামনে খাবার এবং হায়েস[৮০৫] পেশ করি। তিনি এ থেকে গ্রহণ করেন। এরপর খেজুর নিয়ে আসা হলে তিনি খেতে শুরু করেন এবং বীচিগুলো মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুলের মাঝখান দিয়ে ফেলতে লাগলেন।– বর্ণনাকারী শুবা বলেন, আমার ধারণা যে, বীচিগুলো মধ্যমা ও

---

৮০৩. সুনানে আবু দাউদঃ ৩৭৩০, সুনানে তিরমিজিঃ ৩৪৫৫, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহঃ ৪৭৪, আমালঃ ২৮৬-২৮৭।

৮০৪. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহঃ ৪৮১, ইবনুস সুন্নি, আলফুতুহাত ৫/২৪০।

৮০৫. শুকনো খেজুর, ঘি ও পনির দিয়ে তৈরি এক প্রকার খানা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

শাহাদাত আঙ্গুলের মাঝখান দিয়ে ফেলার কথা হাদিসে আছে।[৮০৬]– অতঃপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পানীয় আনা হল, তিনি তা পান করলেন। অতঃপর ডান পাশের লোককে তা দিলেন। আবদুল্লাহ বিন বুসর রাদি. বলেন, আমার বাবা বললেন, আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বলে দুআ করলেন–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ، فَاغْفِرْ لَهُمْ فَارْحَمْهُمْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বারিক লাহুম ফিমা রাজাকতাহুম, ফাগফির লাহুম, ফারহামহুম।

অর্থ: হে আল্লাহ, তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছেন তাতে বরকত দান করুন, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের প্রতি দয়া করুন।[৮০৭]

(৫৮৮) হজরত আনাস রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত– নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ বিন উবাদা রাদি. এর কাছে গমন করলেন। তিনি মেহমানদারি হিসাবে রুটি ও যাইতুন সামনে দেন, নবিজি তা গ্রহণ করলেন। অতঃপর এই দুআ করলেন–

أَفْطَرَعِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ.

উচ্চারণ: আফতারা ইনদাকুমুস সায়িমুন, ওয়া আকালা তাআমাকুমুল আবরারু, ওয়া সাল্লাত আলাইকুমুল মালায়িকাহ।

অর্থ: তোমাদের কাছে ইফতার করুক রোজাদাররা, আহার গ্রহণ করুক পুণ্যবানরা এবং ফেরেশতারা তোমাদের মাগফিরাত কামনা করুক।[৮০৮]

(৫৮৯) হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) হজরত সাদ বিন মুআজ রাদি. এর বাড়িতে ইফতার করলেন। অতঃপর এই দুআ পাঠ করলেন–

---

৮০৬. এখানে সন্দেহ থাকলেও সহিহ মুসলিমের আরেক বর্ণনায় সন্দেহহীন এ কথা আছে।

৮০৭. সহিহ মুসলিম: ২০৪৩, আমাল: ২৯১-২৯৪, নাসাঈ, আমাল: ৪৭৬।

৮০৮. সুনানে আবু দাউদ: ৩৮৫৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَفْطَرَعِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ.

উচ্চারণ: আফতারা ইনদাকুমুস সায়িমুন, ওয়া আকালা তাআমাকুমুল আবরারু, ওয়া সাল্লাত আলাইকুমুল মালায়িকাহ।

অর্থ: তোমাদের কাছে ইফতার করুক রোজাদাররা, আহার গ্রহণ করুক পুণ্যবানরা এবং ফেরেশতারা তোমাদের মাগফিরাত কামনা করুক।[৮০৯]

(৫৯০) জনৈক ব্যক্তির সূত্রে হজরত জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

صَنَعَ أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا، فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ، فَلَمَّا فَرَغُوْا قَالَ: أَثِيْبُوْا أَخَاكُمْ .قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا إِثَابَتُهُ؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دُخِلَ بَيْتُهُ فَأُكِلَ طَعَامُهُ وَشُرِبَ شَرَابُهُ فَدَعَوْا لَهُ فَذَلِكَ إِثَابَتُهُ.

অর্থ: আবুল হাইসাম বিন তাইয়িহান একবার খাবার তৈরি করে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার কথিপয় সাহাবিদের দাওয়াত করেন। অতঃপর সকলের খাবার শেষ হলে নবিজি বললেন, তোমাদের ভাইকে প্রতিদান দাও। তারা জিজ্ঞাসা করলেন: ইয়া রাসুলুল্লাহ, প্রতিদান কী? নবিজি বললেন: নিশ্চয় যখন কারো বাড়িতে গিয়ে পানাহার করা হয়, অতঃপর তার জন্য দুআ করা হয়; এটাই তার প্রতিদান।[৮১০]

পানি বা দুধ ইত্যাদি পান করানো ব্যক্তির জন্য দুআ

(৫৯১) হজরত মিকদাদ রাদি. থেকে দীর্ঘ প্রসিদ্ধ হাদিসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন– অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মাথা আকাশের দিকে উঠিয়ে এই দুআ পাঠ করলেন–

اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আতয়িম্মান আতআমানি, ওয়াসকি মান সাকানি।

---

৮০৯. সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৭৪৭।

৮১০. সুনানে আবু দাউদ: ৩৮৫৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: হে আল্লাহ, যে আমাকে আহার দিয়েছে তুমিও তাকে আহার দাও এবং যে আমার পিপাসা নিবৃত্ত করেছে তুমিও তাকে নিবৃত্ত কর।[৮১১]

(৫৯২) হজরত আমর বিন হামিক রাদি. থেকে বর্ণিত– তিনি একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুধ পান করালেন। পরে নবিজি তাকে নিম্নোক্ত দুআ দিলেন। ফলে তিনি আশি বছরে উপনীত হলেও একটিও পশম সাদা হয়নি। দুআটি হল–

اَللّٰهُمَّ أَمْتِعْهُ بِشَبَابِهِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আমতিহু বিশাবাবিহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, তাকে তার যৌবন ভোগ করার সুযোগ দিন।[৮১২]

(৫৯৩) হজরত আমর বিন আখতাব রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

اِسْتَسْقَى رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي جَمْجَمَةٍ وَفِيْهَا شَعْرَةٍ فَأَخْرَجْتُهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَللّٰهُمَّ جَمِّلْهُ. قَالَ الرَّاوِيْ : فَرَأَيْتُهُ ابْنُ ثَلَاثٍ وَتِسْعِيْنَ أَسْوَدُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি চাইলে আমি একটি করোটি দিয়ে পানি নিয়ে আসি। এতে একটি চুল ছিল, সেটা আমি বের করে নিলাম। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দুআ দিলেন: اَللّٰهُمَّ جَمِّلْهُ (আল্লাহুম্মা যাম্মিলহু: হে আল্লাহ, তাকে সুসজ্জিত করে দিন)। বর্ণনাকারী বলেন, পরে আমি তাকে তিরান্নব্বই বছর বয়সেও কালো চুল-দাড়ি বিশিষ্ট দেখেছি।[৮১৩]

যে কারো মেহমানদারি করে তাকে দুআ দিয়ে উৎসাহিত করা

(৫৯৪) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

---

৮১১. সহিহ মুসলিম: ২০৫৫, মুসনাদে আহমাদ ৬/২, সুনানে তিরমিজি: ২৭১৯।

৮১২. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৪৭৫।

৮১৩. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৪৭৭, মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৪০, মুসতা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُضِيْفَهُ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُضِيْفُهُ، فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يُضِيْفُ هَذَا رَحِمَهُ اللهُ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُوْ طَلْحَةَ، فَانْطَلَقَ بِهِ.

অর্থ: এক ব্যক্তি রাসূলের কাছে মেহমান হতে আসল, কিন্তু তার কাছে মেহমানদারি করার মতো কিছু ছিল না। তখন তিনি বললেন, এই ব্যক্তির মেহমানদারি করার কেউ আছেন? আল্লাহ তার ওপর রহম করুন! এটা শুনে এক আনসারি সাহাবি তাকে নিজের সাথে নিয়ে গেলেন। এরপর পুরো হাদিস উল্লেখ করেন।[৮১৪]

মেহমানের মর্যাদা দানকারীর গুণগান

(৫৯৫) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُوْدٌ. فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقَالَتْ :وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا عِنْدِيْ إِلَّا مَاءٌ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ .فَقَالَ: مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللهُ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، . فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ :لَا، إِلَّا قُوتُ صِبْيَانِي. قَالَ: فَعَلِّلِيهِمْ بِشَيْءٍ، فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ، وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ .قَالَ: فَقَعَدُوا، وَأَكَلَ الضَّيْفُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ هَذِهِ الْآيَةَ: وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ .

অর্থ: এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমি খুব কষ্টে আছি (আমাকে কিছু দিন) নবিজি এক স্ত্রীর কাছে কিছু চেয়ে

৮১৪. সহিহ বুখারি: ৪৮৮৯, সহিহ মুসলিম: ২০৫৪/১৭৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

পাঠালেন, তিনি উত্তরে বললেন: ঐ সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আমার কাছে পানি ছাড়া কিছু নেই। এরপর অন্য এক স্ত্রীর কাছে কিছু চেয়ে পাঠালেন, তিনিও অনুরূপ উত্তর দিলেন। এভাবে সকল স্ত্রীরা একই উত্তর দিলেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, আজ রাতে তার মেহমানদারি কে করবে? আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। এক আনসারি সাহাবি দাঁড়িয়ে বললেন, আমি মেহমানদারি করব ইয়া রাসুলুল্লাহ! অতঃপর তাকে নিয়ে নিজ বাড়িতে রওনা করেন এবং স্ত্রীকে বললেন, তোমার কাছে কি খাওয়ার কিছু আছে? স্ত্রী উত্তরে বললেন, না। তবে বাচ্চাদের খাবার আছে। সাহাবি বললেন, তাদেরকে কিছু একটা বলে বুঝ দাও। অতঃপর আমাদের মেহমান খেতে আসলে তুমি বাতি নিভিয়ে দিবে এবং তাকে দেখাবে যে, আমরাও খাচ্ছি। যখন আমি তাকে খেতে ইশারা করব, তখন তুমি গিয়ে (তা ঠিক করার ছুতোয়) নিভিয়ে দিবে। (এভাবেই সবকিছু করে) তারা বসে থাকলেন এবং মেহমান আহার করলেন। অতঃপর সকালে যখন তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলেন, তিনি বললেন: গত রাতে মেহমানের সাথে তোমাদের আচরণে আল্লাহ তাআলা খুব খুশি হয়েছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক এই আয়াত নাজিল করেছেন: (وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ): তারা নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও অন্যদের প্রাধান্য দেয়।[৮১৫]

মেহমানকে শুভেচ্ছা জানানো, তাকে মেহমান হিসেবে পেয়ে আল্লাহর প্রশংসা করা, খুশি প্রকাশ করা এবং তাকে মেজবানির যোগ্য বিবেচনা করায় আল্লাহর প্রশংসা করা মুস্তাহাব

(৫৯৬) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. এবং হজরত আবু শুরাইহ খুজায়ি রাদি. থেকে বর্ণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.

৮১৫. সুরা হাশর: ৯। সহিহ বুখারি: ৩৭৯৮, সহিহ মুসলিম: ২০৫৪/১৭২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন নিজের মেহমানকে সম্মান করে।[৮১৬]

(৫৯৭) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيْ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَقَالَ: مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوْتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَا: الْجُوْعُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: وَأَنَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَأَخْرَجَنِيْ الَّذِيْ أَخْرَجَكُمَا، قُوْمُوْا. فَقَامُوْا مَعَهُ، فَأَتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِيْ بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَرْحَبًا، وَأَهْلًا. فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَ فُلَانٌ؟ قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ، فَنَظَرَ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّيْ.... وَذُكِّرَ تَمَامُ الْحَدِيْثِ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বা এক রাতে বের হলেন, পথিমধ্যে আবু বকর এবং উমর রাদি. কে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এ সময়ে তোমরা ঘরের বাইরে কেন? তারা বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! ক্ষুধার তাড়ায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ আল্লাহর শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! তোমাদেরকে যে জিনিস বের করেছে, আমাকেও সে জিনিস বের করেছে। চল, তারা তার সাথে রওনা করলেন। অতঃপর নবিজি এক আনসারির বাড়িতে গেলেন। ঘটনাক্রমে সেই আনসারি বাড়িতে ছিলেন না। তার স্ত্রী নবিজিকে দেখে বললেন, শুভেচ্ছা স্বাগতম! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক কোথায়? স্ত্রী উত্তর দিলেন, তিনি আমাদের জন্য মিষ্ট পানির সংগ্রহে গেছেন। এমতাবস্থায় আনসারি ব্যক্তি উপস্থিত হন, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার দুই সাহাবিকে দেখে আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন, মেহমানের

৮১৬. সহিহ বুখারি: ৬০১৮, সহিহ মুসলিম: ৪৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দিক থেকে আজ আমার থেকে অধিক সৌভাগ্যবান আর কেউ নেই। (পরে দীর্ঘ হাদিস উল্লেখ করেছেন)[৮১৭]

খাবার শেষে যা করণীয়

(৫৯৮) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

أَذِيْبُوْا طَعَامَكُمْ بِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ، وَلَا تَنَامُوْا عَلَيْهِ فَتَقْسُوَ لَهُ قُلُوْبَكُمْ.

অর্থ: তোমরা আল্লাহর স্মরণ ও নামাজের দ্বারা খাদ্যকে তরল কর। খাবার রেখে তোমরা ঘুমিয়ে যেওনা, অন্যথায় তোমাদের অন্তর শক্ত হয়ে যাবে।[৮১৮]

৮১৭. সহিহ মুসলিম: ২০৩৮, সুনানে তিরমিজি: ২৩৮০, জামেউল উসুল: ২৮০৬।

৮১৮. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৪৮৮, ই. সু., আলকামিল ২/ ৪৯৩। হাদিসটি বানোয়াট।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অধ্যায়- ১৫

সালাম, অনুমতি গ্রহণ, হাঁচির জবাব এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً.

অর্থ: অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, তখন নিজেদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে । এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র দুআ।[৮১৯] অন্যত্র বলেন–

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا.

অর্থ: তোমাদেরকে কেউ যদি সালাম করে তাহলে তোমরাও তাকে সালাম বল; তার চেয়ে উৎকৃষ্ট অথবা তার মতই ফিরিয়ে বল।[৮২০] –আরো ইরশাদ করেন–

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا.

---

৮১৯. সুরা নুর: ৬১

৮২০. সুরা নিসা: ৮৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ কর না, যে পর্যন্ত না পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীকে সালাম না কর।[৮২১] –আল্লাহ তাআলা আরো বলেন–

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ.

অর্থ: যখন তোমাদের বালকেরা বয়োপ্রাপ্ত হয়, তারাও যেন পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি চায়।[৮২২] –অন্য জায়গায় বলেছেন–

هَلْ أَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ إِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ إِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ۖ قَالَ سَلٰمٌ.

অর্থ: হে মুহাম্মাদ! আপনার কাছে কি ইবরাহিমের সম্মানিত অতিথিদের ঘটনা পৌঁছেছে? যখন তারা তার নিকট প্রবেশ করলেন এবং তাকে সালাম বললেন। ইবরাহিমও (তদুত্তরে) সালাম বললেন।[৮২৩]

জ্ঞাতব্য বিষয়, সালামের মৌলিক বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। তবে এর শাখাগত মাসআলা অগণিত, আমি এর লক্ষ্যসমূহ সীমিত কিছু পরিচ্ছেদে সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ। তারই কাছে তাওফিক, পথপ্রদর্শন, যথার্থতা ও তত্ত্বাবধান কামনা করি।

সালামের মর্যাদা ও প্রসারের নির্দেশনা

(৫৯৯) হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

অর্থ: জনৈক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করেন, ইসলামে কোন আমলটি উত্তম? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

৮২১. সুরা নুর: ২৭।

৮২২. সুরা নুর: ৫৯।

৮২৩. সুরা জারিয়াত: ২৪-২৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অপরকে অন্ন দিবে এবং পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দিবে।[৮২৪]

(৬০০) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَطُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلٰى أُولَئِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّوْنَكَ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ. فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالُوْا: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، .فَزَادُوْهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ، .

অর্থ: আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে তার আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তার উচ্চতা ছিল ষাট হাত। আল্লাহ তাআলা তাকে সৃষ্টি করে বললেন, যাও, উপবিষ্ট ফেরেশতাদের এই দলকে সালাম প্রদান কর এবং তারা তোমার সালামের উত্তরে কী বলে তা মনোযোগ দিয়ে কোনবে? কেননা এটা তোমার এবং তোমার সন্তানাদির অভিবাদন। অতঃপর আদম আ. গিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আসসালামু আলাইকুম, অনন্তর ফেরেশতাগণ উত্তর দিলেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ফেরেশতাগণ 'ওয়া রাহমাতুল্লাহ' অংশটি বৃদ্ধি করেছেন। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে আদম আ. এর আকৃতিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সে উচ্চতায় হবে ষাট হাত। আর আদম হতে আজ পর্যন্ত সৃষ্টিকুলের উচ্চতা ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে আসছে।[৮২৫]

(৬০১) হজরত বারা বিন আজিব রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ ؛ بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيْفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُوْمِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ.

অর্থ: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন: রোগীদর্শন করতে, জানাযায় অংশ্রহণ করতে, হাঁচিদাতার

---

৮২৪. সহিহ বুখারি: ১২, সহিহ মুসলিম: ৩৯, সুনানে নাসাঈ ৮/১০৭, সুনানে আবু দাউদ: ৫১৯৪, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩২৫৩, মুসনাদে আহমাদ ২/১৬৯।

৮২৫. সহিহ বুখারি: ৩৩২৬, সহিহ মুসলিম: ২৮৪১, মুসনাদে আহমাদ ২৪/২৪৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জবাব দিতে, দুর্বলকে সাহায্য করতে, মাজলুমকে মদদ করতে, সালামের প্রসার করতে শপথকারীর শপথ পূরণ করতে।[৮২৬]

(৬০২) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا، وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتَّىٰ تَحَابُّوْا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

অর্থ: তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না ঈমান আনবে। আর ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না একে অন্যকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের তা বলে দেব না যা করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসার সৃষ্টি হবে? তা হল তোমরা পরস্পর বেশি সালাম বিনিময় করবে।[৮২৭]

(৬০৩) হজরত আবদুল্লাহ বিন সালাম রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوْا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, অন্নদান কর, আত্মীয়তার বন্ধন ধরে রেখ এবং মানুষ ঘুমিয়ে থাকাবস্থায় (তাহাজ্জুদের) নামাজ আদায় কর। তবেই নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৮২৮] –ইমাম তিরমিজি বলেন, এই হাদিস সহিহ।

(৬০৪) হজরত আবু উমামা রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُفْشِيَ السَّلَامَ.

---

৮২৬. সহিহ বুখারি: ৬২৩৫, সহিহ মুসলিম: ২০২৬, সুনানে তিরমিজি: ২৮১০, সুনানে নাসাঈ ৮/২০১, মুসনাদে আহমাদ ৪/২৮৪।

৮২৭. সহিহ মুসলিম; ৫৪, সুনানে তিরমিজি: ২৬৮৯, সুনানে আবু দাউদ: ৫১৯৩, মুসনাদে আহমাদ ২/৩৯১, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৬৮।

৮২৮. সুনানে তিরমিজি: ২৪৮৫, মুসনাদে দারিমি: ১৫০১, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৩৩৪, মুসনাদে আহমাদ ৫/৪৫১, মুসতাদরাকে হাকেম ৪/১৬০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সালাম প্রসারের নির্দেশ প্রদান করেছেন।[৮২৯]

(৬০৫) ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবু তালহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللهِ، بْنَ عُمَرَ فَيَغْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ، قَالَ :فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوْقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللهِ، بْنُ عُمَرَ عَلَىٰ سَقَاطٍ، وَلَا صَاحِبِ بِيْعَةٍ، وَلَا مِسْكِيْنٍ، وَلَا أَحَدٍ ؛ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ، قَالَ الطُّفَيْلُ : فَجِئْتُ عَبْدَ اللهِ، بْنَ عُمَرَ يَوْمًا، فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوْقِ، فَقُلْتُ لَهُ : وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوْقِ، وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَىٰ الْبَيِّعِ، وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ، وَلَا تَسُوْمُ بِهَا، وَلَا تَجْلِسُ فِيْ مَجَالِسِ السُّوْقِ ؟ قَالَ : وَأَقُوْلُ : اجْلِسْ بِنَا هَاهُنَا نَتَحَدَّثُ. قَالَ : فَقَالَ لِيْ عَبْدُ اللهِ، بْنُ عُمَرَ : يَا أَبَا بَطْنٍ - وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ - إِنَّمَا نَغْدُوْ مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ، نُسَلِّمُ عَلَىٰ مَنْ لَقِيَنَا.

অর্থ: তোফায়েল বিন উবাই বিন কাব তাকে জানিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি. এর সাথে তিনি প্রত্যুষে বাজারে যেতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা প্রত্যুষে বাজারে গেলে তিনি টোকাই (ফেলে যাওয়া জিনিস-পত্র বিক্রেতা) বিক্রেতা, মিসকিন কিংবা অন্য ব্যক্তি সবাইকে সালাম দিতেন। তোফায়েল বলেন, আমি একদিন আবদুল্লাহ বিন উমরের কাছে যাই, তিনি আমাকে নিয়ে বাজারে যেতে চাইলেন। আমি তাকে বললাম, আপনি বাজারে গিয়ে কি করবেন? অথচ আপনি ক্রয়-বিক্রয় করেন না, পণ্য সামগ্রীর মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন না এবং তার দরদামও করেন না। এমনকি বাজারের কোন আসরেও বসেন না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, এখানে আমাদের নিয়ে বসুন আমরা (দীনি) কথাবার্তা করি। ইবনে উমর আমাকে বললেন, হে পেটমোটা! (তোফায়েল পেটওয়ালা ছিলেন) আমরা সালামের জন্যই প্রত্যুষে বাজারে আসি, যার সাথেই সাক্ষাত হোক তাকে সালাম দেব।[৮৩০]

(৬০৬) হজরত আম্মার রাদি. বলেন–

---

৮২৯. সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৬৯৩, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২১৬।

৮৩০. মুয়াত্তা মালেক: ২/৯৬১, আলআদাব: ১০০৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيْمَانَ : الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ.

অর্থ: তিনটি গুণ যে আয়ত্ত করল সে যেন (পূর্ণ) ঈমান লাভ করল: নিজ থেকে ইনসাফ করা, বিশ্বে সালামের প্রসার করা, এবং অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও দান-খয়রাত করা।[৮৩১] –সহিহ বুখারি ছাড়া অন্য কিতাবে এ হাদিসটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম নববি রহ. বলেন, আমি মনে করি উপরিউক্ত তিন বাক্যে দুনিয়া-আখেরাতের সমূহ কল্যাণ অন্তর্নিহিত হয়ে গেছে। কেননা ইনসাফের দাবি হল, আল্লাহ তাআলার সমস্ত হক আদায় করা, তার নির্দেশনাবলী পালন করা এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকা। পাশাপাশি বান্দার অধিকারসমূহ আদায় করা, অনধিকার চর্চা না করা। নিজের প্রতি ইনসাফ করা, নিজেকে কখনো অসৎ কাজে লিপ্ত করবে না।

আর 'বিশ্বে সালামের প্রসার করা' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সমস্ত মানুষকে সালাম দেয়া। সুতরাং সালামের আবেদন হল, অন্যের প্রতি অহঙ্কার প্রদর্শন না করা এবং একে অপরের প্রতি এরূপ নির্দয় না থাকা, যা পরস্পরে সালাম বিনিময়ে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

আর 'অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও দান-খয়রাত করা'– এ কথা আল্লাহ তাআলার প্রতি পূর্ণ ভরসা ও আস্থাশীল হওয়া এবং মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি ইত্যাদিরও তাকাজা করে। আল্লাহ তাআলার কাছে উপরিউক্ত বিষয়ের ওপর আমল করার তাওফিক কামনা করি।

সালাম প্রদানের নিয়ম

জ্ঞাতব্য এই যে, উত্তম হল এক মুসলমান অপর মুসলমানকে বলবে: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ (আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ: আপনাদের ওপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক) সালাম গ্রহীতা একজন হলেও বহুবচনের সর্বনাম যোগে সালাম দিবে। উত্তরদাতা সংযুক্তকারী ওয়াও অব্যয়সহ বলবে: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ

৮৩১. সহিহ বুখারি: ১/৮২, মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: ১৯৪৩৯, আলঈমান: ১৩১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ (ওয়া আলাইকুমুস সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ: আপনাদের ওপরও আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক)

সালামের সূচনাকারী "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ" বলা উত্তম হওয়ার ব্যাপারে অন্যান্যদের পাশাপাশি মতামত পেশ করেছেন বিচারপতি ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদি তার 'আলহাভি ফি কিতাবির সিয়ার' (১৮/১৬৬) কিতাবে এবং ইমাম আবু সাদ মুতাওয়াল্লি তার 'কিতাবু সালাতিল জুমুআ' এ। এ সংক্রান্ত দলিলাদি:

(৬০৭) হজরত ইমরান বিন হুসাইন রাদি. হতে বর্ণিত–

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَشْرٌ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، . فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ :عِشْرُونَ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَبَرَكَاتُهُ. فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: ثَلَاثُونَ.

অর্থ: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক লোক এসে বলল: "আসসালামু আলাইকুম"। নবিজি তার সালামের জবাব দিলেন, সে বসে পড়ল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দশ নেকি। তারপর আরেকজন এসে সালাম দিতে গিয়ে বলল: "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ", নবিজি জবাব দিয়ে বললেন: বিশ নেকি। অনন্তর আরেকজন এসে বলল: "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ", নবিজি তার সালামের জবাব দিলেন, সে বসে পড়ল। নবিজি বললেন: ত্রিশ নেকি।[৮৩২] –সুনানে আবু দাউদের এক রেওয়ায়েতে হজরত মুআজ বিন আনাস রাদি. এর সূত্রে অতিরিক্ত এসেছে–

৮৩২. মুসনাদে দারেমি: ২৬৮২, সুনানে আবু দাউদ: ৫১৯৫, সুনানে তিরমিজি: ২৬৮৯, আমাল: ৩৩৭, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ثُمَّ أَتَىٰ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ. فَقَالَ: أَرْبَعُوْنَ. قَالَ: هَكَذَا تَكُوْنُ الْفَضَائِلُ.

অর্থ: অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি এসে সালাম দিতে গিয়ে বলল: "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাতুহ"। নবিজি বললেন, চল্লিশ নেকি। তারপর বললেন, এভাবে ফজিলত বৃদ্ধি হতে থাকবে।[৮৩৩]

(৬০৮) হজরত আনাস রাদি. হতে দুর্বল সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كَانَ رَجُلٌ يَمُرُّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْعَىٰ دَوَابَّ أَصْحَابِهِ فَيَقُوْلُ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَيَقُوْلُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَرِضْوَانُهُ، فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ تُسَلِّمُ عَلَىٰ هَذَا سَلَاماً مَا تُسَلِّمُهُ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِكَ؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِيْ مِنْ ذٰلِكَ وَهُوَ يَنْصَرِفُ بِأَجْرِ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً؟

অর্থ: জনৈক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে, যে নাকি সাহাবায়ে কেরামের গবাদিপশু চরাত। সে বলত, "আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ"। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "ওয়া আলাইকাস সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাতুহু ওয়ারিদওয়ানুহ" বলে তার সালামের উত্তর দিতেন। বলা হল, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি এই লোকটির সালামের উত্তর এমনভাবে দেন, যা আপনার অন্য কোনো সাহাবিকে দেন না। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে এভাবে সালাম দেয়া থেকে কোনো জিনিস বাধাগ্রস্ত করবে? অথচ সে দশটি নেকি নিয়েই প্রস্থান করছে![৮৩৪]

আমাদের মাজহাবের ইমামগণ বলেন, যদি সূচনাকারী 'আসসালামু আলাইকুম', 'আসসালামু আলাইকা' কিংবা 'সালামুন আলাইকা' বলে সালাম প্রদান করে, তাহলে সালামের প্রতিদান অর্জন হয়ে যাবে। আর যদি

৮৩৩. সুনানে আবু দাউদ: ৫১৯৬।

৮৩৪. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২৩৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

'ওয়ালাইকাস সালাম' অথবা 'ওয়ালাইকুমুস সালাম' কিংবা ওয়াও বিলুপ্ত করে 'আলাইকুমুস সালাম' বলে উত্তর প্রদান করে, তাহলে এটিও উত্তর হিসাবে যথেষ্ট হবে। এটাই বিশুদ্ধ মাজহাব। ইমাম শাফেয়ি রহ. তার 'কিতাবুল উম্মে' স্পষ্টভাবে এমনটিই উল্লেখ করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামও এমনটাই বলেছেন। তবে ইমাম আবু সাদ মুতাওয়াল্লি তার কিতাব 'আততাতিম্মা'য় সুদৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এটা জবাবের জন্য যথেষ্ট নয়। তার এই বক্তব্য দুর্বল অথবা ভুল। এটা কুরআন-সুন্নাহ এবং ইমাম শাফেয়ির বক্তব্যের পরিপন্থী।

কুরআনে রয়েছে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ফেরেশতারা সালাম করলেন, ইবরাহিমও (উত্তরে) সালাম বললেন।[৮৩৫]

এটা যদিও আমাদের পূর্বের শরিয়তের বিধান, কিন্তু আমাদের শরিয়ত একে অনুমোদন করেছে। হজরত আবু হুরায়রা রাদি. এর ঐ হাদিস, যা আমরা ইতিপূর্বে ফেরেশতা-কর্তৃক আদমকে উত্তর প্রদানের আলোচনায় উল্লেখ করেছি। কেননা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন: আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এটি তোমার এবং তোমার সন্তানদের অভিবাদন।[৮৩৬] আর এই উম্মতও তার সন্তানাদির অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের মাজহাবের ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি উত্তরে শুধুমাত্র 'আলাইকুম' বলে তাহলে সেটি উত্তর হিসাবে বিবেচিত হবে না। আর যদি ওয়াওসহ 'ওয়ালাইকুম' বলে তাহলে হবে কিনা? এ ক্ষেত্রে আমাদের ইমামগণের দুটি মত রয়েছে। যদি সূচনাকারী 'সালামুন আলাইকুম' অথবা 'আসসালামু আলাইকুম' বলে সালাম দেয় তাহলে উত্তরদাতার জন্য উভয় সুরতেই 'সালামু আলাইকুম' বলা উচিত। 'আসালামু আলাইকুম'ও বলতে পারবে। কারণ, আল্লাহর ইরশাদ রয়েছে:

قَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ.

অর্থ: তারা তাকে সালাম বললেন। ইবরাহিমও (তদুত্তরে) সালাম বললেন।[৮৩৭]

---

৮৩৫. সুরা জারিয়াত: ২৫।

৮৩৬. সহিহ বুখারি: ৩৩২৬, সহিহ মুসলিম: ২৮৪১।

৮৩৭. সুরা জারিয়াত: ২৪-২৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তিনবার সালাম প্রদান বিষয়ক বিশুদ্ধ বর্ণনার মর্মার্থ প্রসঙ্গে

(৬০৯) হজরত আনাস রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا، حَتَّىٰ تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا.

অর্থঃ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো (গুরুত্বপূর্ণ) কথা বলতেন, তখন তা বুঝে নেয়ার জন্য তিনবার বলতেন। আর যখন তিনি কোনো গোত্রের নিকট এসে সালাম দিতেন, তাদের প্রতি তিনবার সালাম দিতেন।[৮৩৮] আমি বলিঃ এটা তখন, যখন উপস্থিতি বেশি হয়।

সালাম ও উত্তরের আওয়াজ যেমন হতে হবে এবং এক্ষেত্রে মুস্তাহাব পদ্ধতি

যে পরিমাণ উচ্চ আওয়াজে সালাম প্রদান করলে সালাম দাতা সুন্নাত পদ্ধতিতে সালাম আদায়কারী হবেঃ আওয়াজ এতটা উঁচু করবে যে, সালাম গ্রহীতা সালামের শব্দ শুনতে পাবে। সে যদি না শোনে তাহলে সালামপ্রদানকারী হিসাবে বিবেচিত হবে না এবং উক্ত সালামের উত্তর দেয়াও আবশ্যক হবে না।

অনুরূপভাবে সালামের উত্তর 'সালাম দাতা স্পষ্টভাবে শুনতে পায় পরিমাণ আওয়াজে' দিলে ফরজ আদায় হবে।[৮৩৯] অতএব, সালাম দাতা যদি না শোনে তাহলে উত্তরদাতার জিম্মা থেকে ফরজ আদায় হবে না। ইমাম মুতাওয়াল্লিসহ অন্যরা এমনই বলেছেন।

ইমাম নববি রহ. বলেন, সালাম গ্রহীতা সালামের আওয়াজ ভালোভাবে শুনতে পায় এমন উচ্চস্বরে সালাম দেয়া মুস্তাহাব। যদি এক্ষেত্রে সংশয় দেখা দেয়, তাহলে পুনরায় (প্রয়োজন মতো) উচ্চ আওয়াজে সালাম দিবে। সতর্ক থাকবে এবং স্পষ্টভাবে সালাম দিবে। পক্ষান্তরে ঘুমন্ত মানুষের পাশে থাকা জাগ্রত ব্যক্তিকে সালাম দেয়ার ক্ষেত্রে এমন ক্ষীণ আওয়াজে সালাম দেয়া সুন্নাত, যাতে জাগ্রতরা শুনতে পায় আবার ঘুমন্তরাও সজাগ না হয়ে যায়।

---

৮৩৮. সহিহ বুখারিঃ ৯৫, সুনানে তিরমিজিঃ ২৭২৪।

৮৩৯. আমাদের কাছে যেটা ওয়াজিব, শাফেয়িদের কাছে সেটা ফরজ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৬১০) হজরত মিকদাদ রাদি. থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদিস আছে, সেখানে তিনি বলেন–

كُنَّا نَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيْبَهُ مِنَ اللَّبَنِ، فَيَجِيْءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا لَا يُوْقِظُ نَائِمًا، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ، وَجَعَلَ لَا يَجِيْئُنِي النَّوْمُ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا، وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ، قَالَ : فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ.

অর্থ: আমরা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য (দোহনকৃত দুধের) তার অংশ তুলে রাখতাম। অতঃপর তিনি রাতে আসতেন এবং এমনভাবে সালাম দিতেন যাতে ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত না হয়, আর জাগ্রত ব্যক্তি শুনতে পায়। একদিন আমার ঘুম আসছিল না। আমার সঙ্গীদ্বয় তো ঘুমাচ্ছিলেন। এরপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে যেভাবে সালাম দিতেন সেভাবেই সালাম দিলেন।[৮৪০]

তাৎক্ষণিক সালামের উত্তর দেয়া শর্ত

ইমাম আবু মুহাম্মাদ কাজি হুসাইন এবং ইমাম আবুল হাসান ওয়াহিদিসহ অন্যরা বলেন, সালামের জওয়াব তাৎক্ষণিকভাবে দেয়া আবশ্যক। যদি উত্তর দিতে বিলম্ব করে তাহলে উক্ত উত্তর বিবেচিত হবে না। সে উত্তর না দেয়ার কারণে গুনাহগার হবে।

মুখে উচ্চারণ না করে হাত ইত্যাদি দ্বারা ইশারা করে সালাম দেয়া মাকরুহ

(৬১১) হজরত আমর বিন শুআইব রহ. হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ، وَلَا بِالنَّصَارَى ؛ فَإِنَّ تَسْلِيْمَ الْيَهُوْدِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، وَتَسْلِيْمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ.

অর্থ: বিজাতির অনুকরণকারী ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। তোমরা ইহুদি-নাসারাদের অনুকরণ কর না, কেননা ইহুদিরা আঙ্গুলের ইশারায় এবং

৮৪০. সহিহ মুসলিম: ২০৫৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নাসারাগণ হাতের ইশারায় সালাম দেয়।[৮৪১] –ইমাম তিরমিজি বলেন, এর সনদ দুর্বল।

(৬১২) হজরত আসমা বিনতে ইয়েজিদ রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا، وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيْمِ.

অর্থ: একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে গমন করেন, এমতাবস্থায় সেখানে একদল মহিলা উপবিষ্ট ছিলেন। অতঃপর তিনি হাত উচিয়ে তাদেরকে সালাম দিলেন।[৮৪২]

ইমাম নববি রহ. বলেন, এ হাদিসটি এবিষয়ে গ্রহণযোগ্য যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই সাথে মুখে উচ্চারণ ও হাতের ইশারায় সালাম দিয়েছেন। এর দলিল হল, ইমাম আবু দাউদ এই হাদিস নকল করেছেন, সেখানে আছে: অতঃপর তিনি আমাদেরকে সালাম দিলেন।[৮৪৩]

সালামের বিধান

জ্ঞাতব্য, সালাম দেয়া সুন্নাতে কেফায়া, ওয়াজিব নয়। একাধিক ব্যক্তি হলে একজনের সালামই যথেষ্ট। তবে সবাইকে সালাম দেয়া উত্তম। আমাদের মাজহাবের আলেম ইমাম কাজি হুসাইন রহ. তার কিতাবুস সিয়ারে বলেন, আমাদের নিকট সালাম দেয়া ছাড়া আর কোনো সুন্নাতে কেফায়া নেই।

আমার মতে কাজি সাহেবের এই সীমিতকরণ প্রত্যাখ্যাত, কেননা আমাদের উলামায়ে কেরাম বলেছেন, হাঁচিদাতার উত্তরপ্রদান করাও সুন্নাতে কেফায়া। যেমনটা সামনে এর বিবরণ আসছে। আমাদের ঘরানার প্রায় সকলের ভাষ্যমতে প্রত্যেক পরিবারের জন্য কুরবানি করাও একটি সুন্নাতে কেফায়া। তাদের একজন সকলের তরফে আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকে সুন্নাহ ও ইসলামের প্রতীক আদায় হয়ে যাবে।

বাকি রইল সালামের জবাব: সালাম গ্রহীতা একজন হলে জবাব দেয়া তার ওপরই আবশ্যক। আর একাধিক হলে প্রত্যেকের ওপর ফরজে কেফায়া।

---

৮৪১. সুনানে তিরমিজি: ২৬৯৫।

৮৪২. সুনানে তিরমিজি: ২৬৯৭, সুনানে আবু দাউদ: ৫২০৪, মুসনাদে আহমাদ ৬/৪৫৭-৪৫৮, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৭০১, মুসনাদে দারিমি: ২৬৪০, আলআদাব: ১৪০৭।

৮৪৩. সুনানে আবু দাউদ: ৫২০৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যেকোনো একজন উত্তর দিলে সবার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যাবে, সবাই ছেড়ে দিলে সকলেই পাপী হবে। আর সবাই উত্তর দিলে সেটি হবে চূড়ান্ত ফজিলতপূর্ণ কাজ। আমাদের উলামায়ে কেরাম এমনটাই বলেছেন, এটাই উত্তম।

আমাদের উলামায়ে কেরাম এ কথার ওপরও একমত যে, বাইরের কেউ উত্তর দিলে তারা দায়মুক্ত হবে না, বরং তাদেরকে জবাব দেয়া ওয়াজিব। তারা বহিরাগত লোকটির জবাবের ওপর যথেষ্ট করলে সকলেই গুনাহগার হবে।

(৬১৩) হজরত আলি রাদি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوْا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوْسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ.

অর্থ: অতিক্রমকারী একদলের পক্ষ থেকে একজনের সালাম সকলের জন্য যথেষ্ট। এমনিভাবে উপবিষ্টদের একজনের উত্তর সকলের জন্য যথেষ্ট।[৮৪৪]

(৬১৪) হজরত জায়েদ বিন আসলাম রাদি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا سَلَّمَ وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْمِ أَجْزَأَ عَنْهُمْ.

অর্থ: একদল লোকের মধ্য থেকে একজন সালাম দিলে তা সকলের জন্য যথেষ্ট।[৮৪৫] –ইমাম নববি বলেন, হাদিসটি মুরসাল, তবে সনদ সহিহ।

আড়াল হতে অথবা পত্র কিংবা দূতের মারফতে সালাম পাঠালে উত্তর দেয়া ওয়াজিব

ইমাম আবু সাঈদ মুতাওয়াল্লিসহ অন্যরা বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে আড়াল থেকে ডেকে বলে, "হে অমুক! আসসালামু আলাইকা" অথবা চিঠি লিখল এবং তাতে "হে অমুক! আসসালামু আলাইকা" লিখল অথবা " অমুকের ওপর সালাম"। অথবা দূত পাঠিয়ে বলল, "অমুককে আমার সালাম

৮৪৪. সুনানে আবু দাউদ: ৫২১০।
৮৪৫. মুয়াত্তা মালেক ২/৯৫৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জানাবে"। অতঃপর পত্র বা দূত উক্ত ব্যক্তির কাছে পৌঁছলে সালামের জবাব দেয়া তার ওপর ওয়াজিব। ওয়াহিদিসহ অন্যান্যরা বলেন, চিঠি প্রাপকের কাছে সালাম পৌঁছলে জবাব দেয়া তার ওপর ওয়াজিব।

(৬১৫) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন–

هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ. فَقَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَبَرَكَاتُهُ.

অর্থ: এই যে জিবরিল তোমাকে সালাম জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি উত্তরে বললাম: ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।[৮৪৬] –অনুপস্থিত ব্যক্তিকে সালাম প্রেরণ করা মুস্তাহাব।

সালাম অবহিতকারী ও প্রেরণকারীর উদ্দেশ্যে সালামের উত্তর দেয়া মুস্তাহাব

যখন কোনো ব্যক্তি কারো মাধ্যমে সালাম পাঠায় এবং দূত গিয়ে বলে, অমুক আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তাহলে তৎক্ষণাৎ সালাম গ্রহীতার ওপর উত্তর দেয়া ওয়াজিব, সালামের বাহককেও শরিক করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ সালাম গ্রহীতা এভাবে উত্তর দিবে: وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ (ওয়া আলাইকা ওয়া আলাইহিস সালাম: তোমার ওপর এবং তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)।

(৬১৬) হজরত গালিব কাত্তানের সূত্রে এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতার সূত্রে দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন–

بَعَثَنِيْ أَبِيْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ :ائْتِهِ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِيْ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ. فَقَالَ: عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَبِيْكَ السَّلَامُ.

অর্থ: আমাকে আমার পিতা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালেন। তিনি বললেন, তার নিকট গিয়ে আমার সালাম জানাবে। আমি তার নিকট গিয়ে বললাম, আমার পিতা আপনাকে সালাম দিয়েছেন। নবিজি উত্তর দিয়েছেন: عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَبِيْكَ السَّلَامُ (ওয়া আলাইকা ওয়া

---

৮৪৬. সহিহ বুখারি: ৩২১৭, সহিহ মুসলিম: ২৪৪৭, সুনানে তিরমিজি: ৩৮৮১, মুসনাদে আহমাদ ৬/৫৫, সুনানে আবু দাউদ: ৫২৩২, সুনানে নাসাঈ ৭/৬৯, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৬৯৬, আমাল: ৩৭৫, নাসাঈ, আমাল: ২৩৯, ইবনুস সুন্নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আলা আবিকাস সালামঃ তোমার ওপর এবং তোমার পিতার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)।[৮৪৭] ইমাম নববি বলেন, এটা যদিও অজ্ঞাত ব্যক্তির বর্ণনা, কিন্তু প্রায় সকল আহলে ইলমের নিকট ফজিলত-সংক্রান্ত দুর্বল হাদিস গ্রহণযোগ্য।

বধির ও বোবাদের সালাম প্রদান এবং তাদের সালামের উত্তরপ্রদানের পদ্ধতি

ইমাম মুতাওয়াল্লি বলেন, কোনো বধিরকে সালাম করলে সে যদি শুনতে না পায়, তাহলে সামর্থনুযায়ী উচ্চকণ্ঠে সালাম দিবে এবং পাশাপাশি হাত দিয়েও ইশারা করবে, যাতে তাকে বুঝানোর এবং উত্তর প্রাপ্তির উপযুক্ত হয়। অতএব, উচ্চারণ ও হাতের ইশারা উভয়ের সমন্বয়ে সালাম না দিলে সে উত্তর প্রাপ্তির উপযুক্ত হবে না।

অনুরূপভাবে কোনো বধির সুস্থ মানুষকে সালাম দিলে তার জবাবও মুখে উচ্চারণ ও ইশারা করে দিতে হবে। যাতে তাকে বুঝানো সম্ভব হয় এবং উত্তর প্রদানের আবশ্যকতা থেকে দায়মুক্ত হয়।

যদি বোবা ব্যক্তিকে সালাম করে এবং সে ইশারায় সালামের জবাব দেয়, তাহলে তার ফরজ আদায় হয়ে যাবে। কেননা বোবা ব্যক্তির ইশারা বলার স্থলাভিষিক্ত। এমনিভাবে বোবা ব্যক্তি তাকে ইশারায় সালাম করলে সে জবাব প্রাপ্তির উপযুক্ত।

নাবালিগের সালাম এবং তার প্রতি বালিগের সালাম

ইমাম মুতাওয়াল্লি বলেন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক কাউকে সালাম দিলে তার জন্য জবাব দেয়া আবশ্যক নয়, কেননা নাবালিগ বাচ্চা ফরজের ভারার্পিত নয়। এটাই বিশুদ্ধ। তবে জবাব দেয়া আদব ও মুস্তাহাবের অন্তর্ভুক্ত।

কাজি হুসাইন এবং তার ছাত্র মুতাওয়াল্লি বলেন, যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে সালাম দেয়, তাহলে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ওপর তার জবাব দেয়া ওয়াজিব হবে কিনা? এক্ষেত্রে দুটি অবস্থা হতে পারে, যা নাবালিগের ইসলাম শুদ্ধ হওয়া না হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। যদি বলি, তার ইসলাম শুদ্ধ তাহলে তার সালামের বিধান প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সালামের নামান্তর। সুতরাং

৮৪৭. সুনানে আবু দাউদঃ ৫২৩১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তার সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব। আর যদি বলি: নাবালিগের ইসলাম সহিহ নয়, তাহলে সেক্ষেত্রে তার জবাব দেয়া ওয়াজিব নয়, তবে মুস্তাহাব।

ইমাম নববি রহ. বলেন, আমার নিকট উভয় অবস্থার মাঝে বিশুদ্ধ হল: তার সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: তোমাদেরকে কেউ যদি সালাম করে তাহলে তোমরাও তাকে সালাম বল; তার চেয়ে উৎকৃষ্ট অথবা তার মতই ফিরিয়ে বল।[৮৪৮] আর তাদের দুজনের বক্তব্য ভুলের ওপর ভিত্তিশীল, যেমনটা ইমাম শাশি বলেছেন।

যদি প্রাপ্তবয়স্ক একদল মানুষকে সালাম দেয় এবং তাদের কোনো নাবালিগও থাকে, আর সে একাই সালামের উত্তর দেয়, তাহলে কি বাকিদের থেকে উত্তরের অপরিহার্যতা আদায় হয়ে যাবে? এক্ষেত্রেও দুটি অবস্থা: বিশুদ্ধ হচ্ছে, যা কাজি হুসাইন এবং তার ছাত্র মুতাওয়াল্লি বলেছেন, আদায় হবে না, কেননা নাবালিগ ফরজের ভারার্পিত নয়। আর সালামের উত্তর দেয়া ফরজ, তার জবাব দ্বারা আদায় হবে না। যেমনিভাবে নাবালিগ বাচ্চা জানাযার নামাজ পড়লে অন্যদের থেকে ফরজ আদায় হয় না। আর দ্বিতীয় অবস্থা হল: আদায় হয়ে যাবে, যেমনটা পুরুষের পক্ষ থেকে নাবালিগের আজান সহিহ হয়ে যায় এবং তাদের পক্ষে পুনরায় আজান দিতে হয় না। (এটা মুস্তাজহিরি কিতাবের রচয়িতা ইমাম আবু বকর শাশির মত)

ইমাম নববি রহ. বলেন, নাবালিগকর্তৃক জানাযার নামাজ: অন্যদের থেকে জানাযার নামাজের আবশ্যকতা আদায় হয়ে যাবে কিনা এ বিষয়ে আমাদের মাজহাবে প্রসিদ্ধ দুটি মতামত রয়েছে। তন্মধ্য থেকে বিশুদ্ধতম মত হল, সকলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যাবে। এটাই ইমাম শাফেয়ির বক্তব্য।[৮৪৯]

সালাম বিনিময় করতঃ পৃথক হয়ে যাওয়ার পর আবার সাক্ষাৎ হলে পুনরায় সালাম দেয়া সুন্নাত

যখন কেউ কাউকে সালাম প্রদান করে, অতঃপর পুনরায় তার সাথে সাক্ষাৎ হয়, তবুও তাকে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার কিংবা এরচে অধিকবার সালাম করা সুন্নাত। আমাদের উলামায়ে কেরাম এর ওপর একমত, দলিল নিম্নোক্ত:

---

৮৪৮. সূরা নিসা: ৮৬।

৮৪৯. হানাফি মাজহাবের বিশুদ্ধ মত হল, নাবালেগ বাচ্চার (পার্থক্যকারী হোক অথবা না হোক) ইমামিত জায়েজ নয়। ফরজ নামাজের ইমামিত হোক কিংবা নফল নামাজের। দেখুন: ফাতহুল কাদির ১/৩১০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৬১৭) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে নামাজ বিনষ্টকারী ব্যক্তির হাদিসে বর্ণিত আছে–

إِنَّهُ جَاءَ فَصَلّٰى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ فَصَلّٰى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتّٰى فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

অর্থ: জনৈক ব্যক্তি এসে (মসজিদে) নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে সালাম দিলেন। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, পুনরায় গিয়ে সালাত আদায় কর, কেননা তুমি তো সালাত আদায় করনি। তিনি ফিরে গিয়ে (পূর্বের ন্যায়) সালাত আদায় করলেন। অতঃপর এসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করলেন। তিনি তিনবার এমনটি করলেন।[৮৫০]

(৬১৮) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নকল করেন–

إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ.

অর্থ: যখন তোমাদের একজন অপর মুমিন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে যেন তাকে সালাম দেয়। অতঃপর দুজনের মাঝে যদি গাছ, দেয়াল বা পাথর আড়াল হয়ে দাঁড়ায় এবং পুনরায় সাক্ষাৎ হয়, তবুও তাকে সালাম দেয়।[৮৫১]

(৬১৯) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَاشَوْنَ، فَإِذَا اسْتَقْبَلَتْهُمْ شَجَرَةٌ أَوْ أَكَمَةٌ فَتَفَرَّقُوْا يَمِيْنًا وَشِمَالاً ثُمَّ الْتَقُوْا مِنْ وَرَائِهَا، سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ.

---

৮৫০. সহিহ বুখারি: ৭৫৭, সহিহ মুসলিম: ৩৯৭, সুনানে আবু দাউদ: ৮৫৬, সুনানে তিরমিজি: ৩০৩, সুনানে নাসাঈ ২/১২৫, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১০৬১।

৮৫১. সুনানে আবু দাউদ: ৫২০০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ রাস্তায় চলার পথে সামনে কোনো গাছ বা টিলা এসে পড়লে তারা ডানে-বামে আলাদা হয়ে যেতেন। অতঃপর মিলিত হলে একে অপরকে সালাম করতেন।[৮৫২]

উভয়ের একসঙ্গে অথবা একটু আগপিছ হওয়া প্রসঙ্গে

যখন দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয় এবং প্রত্যেকেই একে অপরকে একই সাথে বা আগে-পরে করে সালাম করে ফেলে, তাহলে কাজি হুসাইন এবং আবু সাঈদ মুতাওয়াল্লি বলেন, উভয়ই সালাম দাতা গণ্য হবে। ফলে প্রত্যেককে অপরের সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব। শাশি রহ. বলেন, উক্ত বক্তব্যে আপত্তি আছে। কেননা এমনটা জবাবের জন্য যথেষ্ট। এভাবে যে, একজনের সালাম আরেকজনের পরে হলে জবাব হয়ে যাবে, আর যদি একই সঙ্গে হয় তাহলে হবে না। শাশির বক্তব্যই বিশুদ্ধ।[৮৫৩]

উত্তরের শব্দে সালাম দেয়ার বিধান

কেউ যদি কারো সাথে সাক্ষাতের পরে "ওয়া আলাইকুমুস সালাম" বলে সালাম দেয়, তাহলে ইমাম মুতাওয়াল্লি বলেন, এটা সালাম হিসাবে বিবেচিত হবে না। অতএব, সে জবাব পাওয়ারও উপযুক্ত হবে না। কেননা সালামের জন্য এই শব্দ অনুপযুক্ত।

ইমাম নববি রহ. বলেন, তবে যদি 'ওয়াও' বাদ দিয়ে "আলাইকা" বা "আলাইকুমুস সালাম" বলে– তাহলে আবুল হাসান ওয়াহিদি দৃঢ়ভাবে একে সালাম বিবেচিত করেছেন। সম্বোধিত ব্যক্তিকে জবাব দেয়া আবশ্যক, যদিও সে প্রচলিত শব্দ পরিবর্তন করেছে। এটাই দ্ব্যর্থহীন, এটাই ইমামুল হারামাইনের মাজহাব। অতএব, এতে জবাব ওয়াজিব হবে, কেননা একেও সালাম বলা হয়। এও বলা সম্ভব যে, এটি সালাম হওয়ার ব্যাপারে দুটি বক্তব্য বিদ্যমান, যেমনটা নামাজ থেকে ফারেগ হতে কেউ এমন বললে তার ব্যাপারে আমাদের আলেমদের দুটি বক্তব্য বিদ্যমানঃ আলাইকুমুস সালাম দ্বার নামাজ থেকে বের হতে পারবে কিনা? বিশুদ্ধ মতে পারবে। এও বলতে পারবে, এই ব্যক্তি কোনো অবস্থায়ই এমন সালামের জবাব প্রাপ্তির উপযুক্ত না। দলিলঃ

---

৮৫২. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহঃ ২৪৫।

৮৫৩. আমাদের মাজহাবও এরকম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৬২০) হজরত আবু জুরাই হুজাইমি রাদি. থেকে বর্ণিত (তার নাম জাবের বিন সুলাইম। কেউ বলেছেন, সুলাইম বিন জাবের) তিনি বলেন–

أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، .

قَالَ: لَا تَقُلْ : عَلَيْكَ السَّلَامُ ؛ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى.

السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ.

অর্থ: আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম: আলাইকাস সালামু ইয়া রাসুলাল্লাহ। তিনি বললেন: আলাইকাস সালাম বল না, কেননা আলাইকাস সালাম দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া হয়।[৮৫৪] –ইমাম তিরমিজি একে হাসান সহিহ বলেছেন।

ইমাম নববি রহ. বলেন, হতে পারে উক্ত হাদিসটি উত্তম ও পূর্ণাঙ্গতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এটি যে সালামই না এমন উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন। অবশ্য ইমাম গাজালি রহ. "ইহয়াউ উলুমিদ্দিন" কিতাবে (২/২০৫) উল্লেখ করেছেন যে, এই হাদিসের কারণে "আলাইকুমুস সালাম" শব্দ দ্বারা সালাম দেয়া মাকরুহ। তবে এ ব্যাপারে পছন্দনীয় মত হল, যদিও এমন শব্দে সালাম দেয়া মাকরুহ, কিন্তু দিয়ে ফেললে জবাব দেয়া ওয়াজিব। কেননা এটাও সালাম।

কথার আগে সালাম দেয়া সুন্নাত

কথা শুরু করার আগে সালাম দেয়া সুন্নাত। সহিহ হাদিস এবং পূর্ববর্তী-পরবর্তীদের আমলও এরকম হওয়ার বিষয়টি সুপ্রসিদ্ধ। দলিলের বিবেচনায় এটাই নির্ভরযোগ্য।

(৬২১) হজরত জাবের রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

অর্থ: কথার আগে সালাম। –এই হাদিস দুর্বল।[৮৫৫] ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি মুনকার।

---

৮৫৪. সুনানে আবু দাউদ: ৪০৮৪, সুনানে তিরমিজি: ২৭২২, আমাল: ৩১৭-৩২০, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ ৫/৬৩, হাকেম ৪/১৮৬।

৮৫৫. সুনানে তিরমিজি: ২৬৯৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সালামের উত্তর দেয়ার তুলনায় আগে সালাম করা উত্তম

রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহিহ হাদিসে বর্ণিত- "তাদের দুজনের মাঝে যে আগে সালাম করে সে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।"[৮৫৬] কাজেই পরস্পর দুজন মিলিত হলে প্রত্যেকের জন্য সালাম প্রদানে ব্রতী থাকা একান্ত কাম্য।

(৬২২) হজরত আবু উমামা রাদি. থেকে উত্তম সনদে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ، مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ

অর্থ: আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বোত্তম সেই, যে সর্বাগ্রে সালাম প্রদান করে।[৮৫৭] -সুনানে তিরমিজির বর্ণনায় হজরত আবু উমামা থেকেই আছে-

اَلرَّجُلَانِ يَلْتَقِيَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ؟ فَقَالَ: أَوْلَاهُمَا بِاللهِ تَعَالَى.

অর্থ: জিজ্ঞাসা করা হল; হে আল্লাহর রাসুল, দুই ব্যক্তির পরস্পর সাক্ষাত হলে কে আগে সালাম দিবে? তিনি বললেন: তাদের মাঝে আল্লাহ তাআলার অধিক নিকটবর্তী ব্যক্তি।[৮৫৮] -ইমাম তিরমিজি একে হাসান বলেছেন।

যেসব অবস্থায় সালাম দেয়া মুস্তাহাব, মাকরুহ কিংবা মুবাহ

জেনে রেখ, সালাম প্রসারের ব্যাপারে আমরা আদিষ্ট, যেমনটা পূর্বে অতীত হয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো অবস্থায় সালাম দেয়া গুরুত্বের দাবি রাখে, কখনোবা শিথিলতার, আবার কখনো নিষিদ্ধতার। বস্তুতঃ সালাম দেয়া মুস্তাহাব ও তাগিদপূর্ণ, এমন অবস্থা গণনাতীত। যেহেতু এটাই আসল। সুতরাং আমরা এর শাখা-প্রশাখার আলোচনায় যাচ্ছি না।

জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, এতে জীবিত এবং মৃত ব্যক্তিকে সালাম করা অন্তর্ভুক্ত। আমরা জানাযা অধ্যায়ে মৃত ব্যক্তিকে সালামের কৈফিয়ত উল্লেখ করেছি। পক্ষান্তরে যে সকল অবস্থায় সালাম দেয়া মাকরুহ, শিথিল কিংবা মুবাহ; সেগুলো এ থেকে ব্যতয় হওয়ায় আলোকপাত করার দাবি রাখে:

---

৮৫৬. সহিহ বুখারি: ৬০৭৭, সহিহ মুসলিম: ২৫৬০।

৮৫৭. সুনানে আবু দাউদ: ৫১৯৭, সুনানে তিরমিজি: ২৬৯৫, মুসনাদে আহমাদ ৫/২৫৪।

৮৫৮. সুনানে তিরমিজি: ২৬৯৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

১. সালাম গ্রহীতা ব্যক্তি পেশাব কিংবা সঙ্গম ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়, তাহলে এ অবস্থায় তাকে সালাম করা মাকরুহ। করলেও উত্তর পাওয়ার উপযুক্ত হবে না।
২. ঘুমন্ত অথবা তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে।
৩. নামাজি ব্যক্তিকে এবং মুআজ্জিনকে আজান বা ইকামতের অবস্থায়। অথবা গোসলখানায় থাকা কিংবা এমন কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে, যে অবস্থায় সালাম দিলে কোনো প্রভাব বিস্তার করে না।
৪. খাদ্য গ্রহণের সময়, লোকমা মুখে থাকলে। এসব অবস্থায় সালাম করলেও জবাবের উপযুক্ত হবে না। তবে খাবারের লোকমা মুখে না থাকলে সালাম দেয়া জায়েজ আছে এবং উত্তর দেয়া ওয়াজিব। অনুরূপভাবে সব ধরনের চুক্তি ও লেনদেন সম্পাদনের সময় সালাম দেয়া জায়েজ আছে এবং উত্তর দেয়াও ওয়াজিব।

জুমুআর খুতবা চলাকালীন সময়ে সালাম দেয়ার ব্যাপারে আমাদের মাজহাবের ইমামগণ বলেছেন, সালাম দেয়া মাকরুহ। কেননা তারা খুতবা কোনার জন্য নিশ্চুপ থাকতে আদিষ্ট। তবে যদি কেউ অমান্য করে সালাম দিয়ে ফেলে, তাহলে কি উত্তর দেয়া আবশ্যক? এক্ষেত্রে আমাদের ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন, তার অবহেলার দরুন উত্তর দেয়া ওয়াজিব নয়। আবার কেউ বলেন, যদি খুতবার সময় চুপ থাকার বিষয়কে ওয়াজিব মনে করি, তাহলে সালামের উত্তর দেয়া আবশ্যক নয়। আর খুতবার সময় চুপ থাকার বিষয়কে সুন্নাত আখ্যা দিলে উপস্থিত মুসল্লিদের মধ্য থেকে একজন উত্তর দিবে। তবে কোনো অবস্থাতেই একাধিক মানুষ উত্তর দিবে না।[৮৫৯]

কুরআন তিলাওয়াত রত ব্যক্তিকে সালাম দেয়ার বিষয়ে ইমাম আবুল হাসান ওয়াহিদি বলেন, তিলাওয়াতকারীকে সালাম না দেয়াই উত্তম। তারপরও তাকে সালাম দেয়া হলে তাকে ইশারায় উত্তর দেয়া যথেষ্ট। আর মৌখিক উত্তর দিলে পুনরায় আউজুবিল্লাহ পড়ে তিলাওয়াত শুরু করতে হবে। এ হল ইমাম ওয়াহিদির বক্তব্য। তার বক্তব্যে আপত্তি আরোপিত হয়। এ বিষয়ে

৮৫৯. আমাদের মাজহাবে খুতবা শোনা ওয়াজিব। অতএব, সালামের উত্তর দিবে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সুস্পষ্ট ফতোয়া হল, তিলাওয়াতকারীকে সালাম দেয়া জায়েজ আছে এবং তাকে মৌখিক উত্তর দেয়া ওয়াজিব।[৮৬০]

নিবিষ্টতা ও একাগ্রতার সাথে দুআয় নিমগ্ন ব্যক্তিকে সালাম দেয়ার বিধান কুরআন তিলাওয়াতকারী ব্যক্তিকে সালাম দেয়ার বিধানের মতো। তবে এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট কথা হল, এমন ব্যক্তিকে সালাম দেয়া মাকরুহ। কেননা এ দ্বারা সে আহারকারী ব্যক্তির চেয়েও বেশি বিরক্তি ও কষ্টবোধ করে।

ইহরামে তালবিয়া পাঠকারী ব্যক্তিকে সালাম দেয়া মাকরুহ, কেননা তার জন্য তালবিয়া পাঠ ছেড়ে দেয়া মাকরুহ। তারপরও তাকে সালাম দেয়া হলে মৌখিকভাবে সালামের উত্তর দিবে। ইমাম শাফেয়ি এবং আমাদের উলামায়ে কেরামের বক্তব্য এমনই।[৮৬১]

যেসব অবস্থায় সালাম দেয়া মাকরুহ সেসব সালামের উত্তর দেয়ার বিধান

পূর্বে আমরা যেসব অবস্থায় সালাম দেয়া মাকরুহ সে বিষয়ে আলোচনা করেছি। এমতাবস্থায় সালাম দিলে উত্তর উত্তর পাওয়ার উপযুক্ত নয় এটাও উল্লেখ করেছি। এখন যদি সালাম গ্রহীতা সালামের উত্তর প্রদানের ইচ্ছা করে, তাহলে কি এটি তার জন্য অনুমোদিত না মাকরুহ? এতে ব্যাখ্যা রয়েছে:

পেশাব-পায়খানায় লিপ্ত ব্যক্তির জন্য সালামের উত্তর দেয়া মাকরুহ। এ কথা কিতাবের শুরুতে উল্লেখ করেছি। আহারকারীর জন্য যে অবস্থায় (খাবারের লোকমা মুখে থাকা অবস্থা) উত্তর দেয়া ওয়াজিব নয় তখন উত্তর দেয়া মুস্তাহাব। নামাজি ব্যক্তির জন্য "ওয়া আলাইকুমুস সালাম" বলে উত্তর দেয়া হারাম। হারাম জানা সত্ত্বেও এমনটা করলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি হারাম না জেনে এমনটা করে, তাহলে আমাদের দুই মতের মধ্য থেকে বিশুদ্ধতম মত অনুসারে নামাজ নষ্ট হবে না। আর যদি নাম পুরুষ শব্দযোগে তথা "আলাইহিস সালাম" বলে উত্তর প্রদান করে, তাহলে নামাজ ভঙ্গ হবে না। কেননা এটি দুআ, সম্বোধনসূচক সালাম নয়।

---

৮৬০. আমাদের মতে তিলাওয়াতকারীকে সালাম না করাই উচিত, তবে করে নিলে তিলাওয়াত বন্ধ করে জবাব দেওয়া উচিত।

৮৬১. আমাদের মাজহাবে মৌখিকভাবে উত্তর দেওয়া জরুরি নয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অবশ্য নামাজে ইশারায় উত্তর দেয়া মুস্তাহাব, কিন্তু মুখে উচ্চারণ করবে না। তবে নামাজ শেষে মুখে (স্বশব্দে) উত্তর দিলেও কোনো অসুবিধা নেই। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।[৮৬২]

মুআজ্জিনের জন্য প্রচলিত শব্দে সালামের উত্তর দেয়া মাকরুহ নয়, কেননা এই স্বল্প বাক্য দ্বারা আজান বাতিল হয় না এবং এতে কোনো বিঘ্নও সৃষ্টি হয় না।[৮৬৩]

যাদেরকে সালাম দেয়া যাবে এবং যাদেরকে যাবে না যাদের সালামের উত্তর দেয়া যাবে এবং যাদের যাবে না

জ্ঞাতব্য বিষয় যে, ফাসিক ও বিদআতি হিসাবে প্রসিদ্ধ নয় এমন প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিকে সালাম দেয়া সুন্নাত ও তার সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব। আমাদের উলামায়ে কেরাম বলেন, মহিলা কর্তৃক মহিলাকে সালাম দেয়া বিধানগতভাবে পুরুষ কর্তৃক অপর পুরুষকে সালাম দেয়ার ন্যায়।

ইমাম আবু সাদ মুতাওয়াল্লি বলেন, সালাম গ্রহীতা তার স্ত্রী, দাসী অথবা মাহরাম কেউ হয়, তাহলে তারা তাকে সালাম দেয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের অনুরূপ। অতএব, তাদের প্রত্যেকে অপরকে সালাম প্রদান করবে এবং অপরজন সালামের জবাব দিবে। আর উক্ত নারী অপরিচিতা হলে দুই অবস্থা: যদি যুবতী হয়, যাকে সালাম দিলে ফিতনার আশঙ্কা আছে, তাহলে এরূপ নারীকে সালাম দিবে না। সালাম দিলেও তার জন্য উত্তর দেয়া জায়েজ নেই। এমন যুবতী কোনো পুরুষকেও আগে সালাম দিবে না, দিলেও তার উত্তর দেয়া ওয়াজিব হবে না। বরং পুরুষের জন্য উত্তর দেয়া মাকরুহ।[৮৬৪]

---

৮৬২. আমাদের মতে নামাজরত ব্যক্তিকে সালাম করা মাকরুহ। কেউ করে ফেললে মৌখিকভাবে জবাব দিবে না, কেননা এটা কথা বলা। ইশারা করেও দিবে না, কেননা এটা অর্থগত সালাম। (হেদায়া) ইশারা করে জবাব দেওয়া মাকরুহ। (ফাতহুল কাদির) নামাজান্তে মৌখিকভাবে জবাব দেওয়াও ওয়াজিব নয়, বরং ইমাম আবু হানিফার মতে মনে মনে দিবে। যদিও তার থেকে অন্য বর্ণনায় স্বশব্দে দেওয়ার কথা আছে। (আলমাউসুআহ ২৫/১৬৩)

৮৬৩. আমাদের মাজহাবে মুআজ্জিনের জন্য উত্তর দেওয়া মাকরুহ। (আলমাউসুআহ ২৫/১৬৩)

৮৬৪. আমাদের মাজহাবে এমন যুতবী সালাম করে ফেললে পুরুষ মনে মনে জবাব দিবে। এমনিভাবে পুরুষও সালাম দিয়ে দিলে নারী মনে মনে জবাব দিবে। (আলমাউসুআহ ২৫/১৬৬)– অনুবাদক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যদি উক্ত অপরিচিতা নারী এমন বৃদ্ধা হয়, যাকে সালাম দিলে ফিতনার আশঙ্কা নেই, তাহলে উক্ত নারীকর্তৃক পুরুষকে সালাম দেয়া জায়েজ আছে এবং পুরুষের জন্যও তার উত্তর দেয়া ওয়াজিব।

ইমাম নববি রহ. বলেন, যখন নারীদের একটি দল থাকে এবং পুরুষ তাদেরকে সালাম প্রদান করে কিংবা পুরুষ একাধিক হয় এবং তারা একজন নারীকে সালাম দেয়; এমনটা জায়েজ আছে। সকলে ফিতনার আশঙ্কা মুক্ত থাকার শর্তে।

(৬২৩) হজরত আসমা বিনতে ইয়েজিদ রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا.

অর্থ: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের একদল মহিলার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের সালাম দিয়েছেন। ইমাম তিরমিজি একে হাসান বলেছেন। এটি সুনানে আবু দাউদের বর্ণনার শব্দ। সুনানে তিরমিজির বর্ণনায় এভাবে এসেছে–

مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا، وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُوْدٌ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيْمِ.

অর্থ: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মসজিদে অতিক্রম করলেন। এমতাবস্থায় একদল মহিলা সেখানে উপবিষ্ট ছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে হাতের ইশারায় সালাম দিলেন।[৮৬৫]

(৬২৪) হজরত জারির বিন আবদুল্লাহ রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাদেরকে সালাম দিয়েছেন।[৮৬৬]

(৬২৫) হজরত সাহল বিন সাদ সাঈদি রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

---

৮৬৫. সুনানে আবু দাউদ: ৫২০৪, সুনানে তিরমিজি: ২৬৯৭, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৭০১।
৮৬৬. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২২৫, মুসনাদে আহমাদ ৪/৩৫৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

كَانَتْ فِيْنَا امْرَأَةٌ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: كَانَتْ لَنَا عَجُوْزٌ تَأْخُذُ أُصُوْلَ السِّلْقِ، فَتَجْعَلُهُ فِي الْقِدْرِ، وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيْرٍ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا، وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا.

অর্থ: আমাদের একজন মহিলা ছিলেন। অন্য বর্ণনামতে বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন। যিনি বীট চিনির শিকড় সংগ্রহ করে একটি হাড়িতে দিয়ে তাতে কিছুটা যবের দানা ঘুটে এক ধরনের খাবার তৈরি করতেন। আমরা জুমুআর সালাত আদায় করে ফেরার পথে ঐ মহিলাকে সালাম দিতাম। পরে তিনি আমাদের জন্য এই খাবার এগিয়ে দিতেন।[৮৬৭]

(৬২৬) হজরত উম্মে হানি বিনতে আবু তালেব রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهُوَ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ.... وَذكر الحديث.

অর্থ: আমি মক্কা বিজয়ের দিন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। যখন তিনি গোসল করছিলেন এবং ফাতেমা তাকে আড়াল করে রেখেছিল। অতঃপর আমি সালাম দিলাম।[৮৬৮]

জিম্মিদের সালাম দেয়া, তাদের সালামের উত্তর দেয়া এবং এ সংক্রান্ত কতিপয় মাসআলা

জিম্মিদের সালাম দেয়া ও তাদের সালামের উত্তর দেয়ার ব্যাপারে আমাদের উলামায়ে কেরাম মতানৈক্য করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠরা দ্ব্যর্থহীনভাবে তাদেরকে সালাম দেয়া নাজায়েজ বলেছেন। বাকিরা বলেন, হারাম নয়, বরং মাকরুহ। বস্তুতঃ যদি জিম্মিরা কোন মুসলিমকে সালাম দেয়, তাহলে উত্তরে শুধুমাত্র "ওয়ালাইকুম" বলবে, এর বেশি কিছু বলবে না।[৮৬৯]

---

৮৬৭. সহিহ বুখারি: ৬২৪৮।

৮৬৮. সহিহ মুসলিম: ৩৩৬, সহিহ বুখারি: ১১০৩, মুসনাদে আহমাদ ৬/৩১, সুনানে তিরমিজি: ৪৭৪, সুনানে আবু দাউদ: ১২৯০, সুনানে নাসাঈ ১/১২৬, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৩২৩, জামেউল উসুল: ৪২০৯।

৮৬৯.হানাফিদের দৃষ্টিতে জিম্মিদেরকে সালাম দেওয়া মাকরুহ, কেননা এর মাধ্যমে তার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন হয়। তবে তাদের থেকে নিজের কোন স্বার্থ উদ্ধার করতে সালাম দেওয়াতে সমস্যা নেই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বিচারপতি মাওয়ারদি আমাদের কিছু আলেমের মত নকল করেন যে, তাদেরকে সালাম দেয়া জায়েজ আছে। তবে "আসসালামু আলাইকা" এতটুকুই বলবে, বহুবচনের শব্দে বলবে না। আর তাদের সালামের উত্তরে "ওয়া আলাইকুমুস সালাম" বলবে। "ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলবে না। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতিক্রমী ও প্রত্যাখ্যাত।

(৬২৭) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. হতে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا تَبْدَءُوا الْيَهُوْدَ، وَلَا النَّصَارٰى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِيْ طَرِيْقٍ؛ فَاضْطَرُّوْهُ إِلَى أَضْيَقِهِ.

অর্থ: ইহুদি-নাসারাদের আগ বেড়ে সালাম কর না। রাস্তায় তাদের কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে রাস্তার পাশে চলতে বাধ্য কর।[৮৭০]

(৬২৮) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ.

অর্থ: কোনো আহলে কিতাব তোমাদেরকে সালাম দিলে তোমরা উত্তরে "ওয়া আলাইকুম" বলবে।[৮৭১]

(৬২৯) হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি. হতে বর্ণিত যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُوْدُ، فَإِنَّمَا يَقُوْلُ أَحَدُهُمُ: السَّامُ عَلَيْكَ. فَقُلْ: وَعَلَيْكَ.

অর্থ: যদি তোমাদেরকে কোনো ইহুদি সালাম করে– আসলে সে বলে: "আসসামু আলাইকা" (তোমার মৃত্যু কামনা করি)– তখন উত্তরে বলবে: "ওয়া আলাইকা"।[৮৭২] –এ সংক্রান্ত আরো অনেক হাদিস রয়েছে।

কেননা এই সালাম স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে, সম্মানপ্রদর্শনের লক্ষ্যে নয়। (আলমাউসুআহ ২৫/১৬৮)– অনুবাদক

৮৭০. সহিহ মুসলিম: ২১৬৭, সুনানে আবু দাউদ: ৫২০৫, সুনানে তিরমিজি: ২৭০১, মুসনাদে আহমাদ ২/২৬৩, জামেউল উসুল: ৪৮৮০।

৮৭১. সহিহ বুখারি: ৬২৫৮, সহিহ মুসলিম: ২১৬৩, সুনানে আবু দাউদ: ৫২০৭, সুনানে তিরমিজি: ৩২৯৬, আমাল: ৩৮৫-৩৮৭, নাসাঈ, জামেউল উসুল: ৪৮৬৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আবু সাদ মুতাওয়াল্লি বলেন, যদি কেউ কোনো অমুসলিমকে মুসলিম মনে করে সালাম দিয়ে ফেলার পর তার কাছে উদ্ভাসিত হয় যে, লোকটি অমুসলিম, তাহলে সালাম ফেরত চাওয়া মুস্তাহাব। অর্থাৎ সালামদাতা বলবে, আমার সালাম ফিরিয়ে দাও। এ দ্বারা উদ্দেশ্য, তাকে বর্জন করা এবং পরস্পর কোনো অন্তরঙ্গতা না থাকার বিষয়টি স্পষ্ট করা।

বর্ণিত আছে যে, ইবনে উমর রাদি. জনৈক ব্যক্তিকে সালাম দেয়ার পর তাকে জানানো হল, লোকটি ইহুদি। তখন তিনি তাকে অনুসরণ করে গিয়ে বললেন, আমার সালাম ফিরিয়ে দাও।[৮৭৩]

ইমাম নববি রহ. বলেন, মুয়াত্তা মালেকে আছে, ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কেউ যদি ইহুদি বা খ্রীস্টানকে সালাম দিয়ে ফেলে, তাহলে সে কি সালাম ফিরিয়ে নিবে? তিনি বললেন, না।[৮৭৪] এটা ইমাম মালেক রহ. এর মাজহাব। ইবনুল আরাবি মালেকি এই মত গ্রহণ করেছেন।

ইমাম নববি রহ. বলেন, ইমাম আবু সাদ মুতাওয়াল্লি বলেন, কেউ যদি জিম্মিকে অভিবাদন জানানোর ইচ্ছা রাখে, তাহলে সালাম ব্যতীত অন্য পন্থায় সম্মান জানাবে। এভাবে বলতে পারে: আল্লাহ তোমাকে হেদায়াত (পথপ্রদর্শন) দান করুন, অথবা আল্লাহ তোমার প্রভাতকে নেয়ামতপূর্ণ করুন।

ইমাম নববি রহ. বলেন, আবু সাদ মুতাওয়াল্লির বক্তব্যে কোনো অসুবিধা নেই। যদি তার কাছে কোনো প্রয়োজন থাকে তাহলে সে বলতে পারবে: তোমার প্রভাত শুভ হোক, কল্যাণময় হোক, সুস্বাস্থ্য হোক, আল্লাহ তোমার সকালকে আনন্দময় করুক, কল্যাণময় ও প্রাচুর্যময় করুক, সুখময় করুক অথবা এধরনের কোনো বাক্য। আর যদি তার কাছে কোনো প্রয়োজন না থাকে, তাহলে সম্মানসূচক কিছু বলতে পারবে না। কেননা এটা হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব স্থাপনের মাধ্যম ও সোপান। আর আমাদেরকে তাদের সাথে রূঢ়তর আচরণ করতে আদিষ্ট এবং ঘনিষ্টতা স্থাপন করতে নিষিদ্ধ। কাজেই বন্ধুত্ব প্রকাশ পায়, আন্তরিকতা প্রস্ফুটিত হয় এভাবে সম্মান জানাবে না। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

---

৮৭২. সহিহ বুখারি: ৬২৫৭, সহিহ মুসলিম: ২১৬৪, মুয়াত্তা মালেক ২/৯৬০, সুনানে আবু দাউদ: ৫২০৬, সুনানে তিরমিজি: ১৬০৬, আমাল: ৩৭৮, নাসাঈ।

৮৭৩. আদাবুল মুফরাদ: ১১১৫, মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: ৬৯৪৫৮, সুনানে বাইহাকি: ৮৯০৬।

৮৭৪. মুয়াত্তা মালেক ২/৯৬০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কাফেরদের মধ্যে থাকা মুসলমানদের উদ্দেশ্যেও সালাম দেয়া সুন্নাত

যখন কেউ একদল কাফেরের পার্শ্ব অতিক্রম করে, যাদের মাঝে একজন বা একাধিক মুসলমান আছে, তাহলে তাদেরকে সালাম প্রদান করবে এবং ঐ এক বা একাধিক মুসলমানদের নিয়ত করবে।

(৬৩০) হজরত উসামা বিন জায়েদ রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ فِيْ مَجْلِسٍ فِيْهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থঃ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেখানে মুসলমান, প্রতিমা পূজারী মুশরিক এবং ইহুদিরা ছিল। অতঃপর নবিজি তাদের সবাইকে সালাম প্রদান করেন।[৮৭৫]

অমুসলিমদের প্রতি প্রেরিত চিঠিতে সালাম ইত্যাদি লেখা প্রসঙ্গ

যখন কোনো মুসলমান কোনো মুশরিকের কাছে চিঠি লিখবে এবং তাতে সালাম বা এ জাতীয় কিছু লিখতে ইচ্ছুক, তাহলে নিম্নরূপ লিখবেঃ

(৬৩১) হজরত আবু সুফিয়ানের হাদিসে হিরাক্লিয়াসের ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখেছিলেন–

مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ، وَرَسُوْلِهِ إِلَىٰ هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ، سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى.

অর্থঃ আল্লাহর বান্দা ও তার রাসুল মুহাম্মাদের পক্ষ হতে, রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। শান্তি বর্ষিত হোক তার প্রতি, যে হেদায়াতের অনুসরণ করে।[৮৭৬]

---

৮৭৫. সহিহ বুখারিঃ ৪৫৬৬, সহিহ মুসলিমঃ ১৭৯৮, সুনানে তিরমিজিঃ ২৭০৩, জামেউল উসুলঃ ৪৮৭১।

৮৭৬. সহিহ বুখারিঃ ৭, সহিহ মুসলিমঃ ১৭৭৩, সুনানে তিরমিজিঃ ২৭১৮, মুসনাদে আহমাদ ১/২৬২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কোনো মুমূর্ষ জিম্মিকে পরিদর্শনে গেলে কী বলবে

জ্ঞাতব্য, আমাদের মাজহাবের উলামায়ে কেরাম অসুস্থ জিম্মিকে পরিদর্শনের বিষয়ে মতভেদ করেছেন। একদল মুস্তাহাব বলেছেন, আরেক দল নিষেধ করেছেন। ইমাম শাশি মতানৈক্য উল্লেখ করতঃ বলেন, আমার দৃষ্টিতে সঠিক মনে হয় যে, সামগ্রিকভাবে মুমূর্ষ কাফেরকে পরিদর্শন করা জায়েজ। এ ক্ষেত্রে ঘনিষ্টতা নিষিদ্ধের ধরন প্রতিবেশিত্ব ও নৈকট্যের ওপর নির্ভরশীল। ইমাম নববি রহ. বলেন, শাশির বক্তব্য যথার্থ।

(৬৩২) হজরত আনাস রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كَانَ غُلَامٌ يَهُوْدِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمْ .فَنَظَرَ إِلَى أَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.

অর্থ: একজন ইহুদি বালক নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করত, একবার সে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পরিদর্শনের জন্য গেলেন। তিনি তার মাথার নিকট বসে তাকে বললেন: তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। সে তখন নিকটে থাকা পিতার দিকে তাকাল। পিতা তাকে বলল, তুমি আবুল কাসিম (নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকনাম) এর কথা মেনে নাও। অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করল। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় ইরশাদ করলেন: যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।[৮৭৭]

(৬৩৩) সাঈদ বিন মুসাইয়েবের পিতা হজরত মুসাইয়েব বিন হাজন রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا عَمِّ، قُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. وَذُكِرَ تَمَامُ الْحَدِيْثِ بِطُوْلِهِ.

৮৭৭. সহিহ বুখারি: ১৩৫৬, সুনানে আবু দাউদ: ৩০৯৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আবু তালিবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট আসলেন। অতঃপর আবু তালিবকে লক্ষ্য করে বললেন: চাচাজান! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করুন....অতঃপর বর্ণনাকারী হাদিসটি সবিস্তারে বর্ণনা করেন।[৮৭৮]

ইমাম নববি রহ. বলেন, মুমূর্ষ জিম্মিকে দেখতে গেলে তাকে ইসলামের দিকে অনুপ্রাণিত করা পরিদর্শনকারীর জন্য উচিত। তার সামনে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা, ইসলামের দিকে অনুপ্রাণিত করা এবং ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা, ঐ সময় আসার আগে আগে যখন তাওবা উপকারে আসবে না। আর তার জন্য কোনো দুআ করলে হেদায়াতের দুআ করা কাম্য।

বিদআতি এবং তাওবার পূর্বে মহাপাপে লিপ্ত ব্যক্তিকে সালাম করা প্রসঙ্গে

বিদআতি ও জঘন্যতম গুনাহে জড়িত ব্যক্তিকে তাওবা না করা পর্যন্ত সালাম দেয়া এবং তাদের সালামেরও উত্তর দেয়া অনুচিত। ইমাম বুখারিসহ অন্যান্য উলামায়ে কেরাম এমনই বলেছেন।[৮৭৯]

(৬৩৪) হজরত কাব বিন মালিক রাদি. এর ঘটনায় রয়েছে। যখন তিনি এবং তার দুই সঙ্গী তাবুকের যুদ্ধ থেকে পশ্চাতে থেকে যান। উক্ত হাদিসে তিনি বলেন–

وَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلَامِنَا، فَكُنْتُ آتِيْ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَأَقُوْلُ فِيْ نَفْسِيْ: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا ؟

অর্থ: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে আমাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করে দেন। তখন আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে সালাম দিতাম। আর মনে মনে বলতাম, সালামের জবাবে তার ওষ্ঠদ্বয় নড়ছে কিনা?[৮৮০]

---

৮৭৮. সহিহ বুখারি: ১৩৬০, সহিহ মুসলিম: ২৪, সুনানে নাসাঈ ৪/৯০, মুসনাদে আহমাদ ৫/১৬৮।

৮৭৯. ইবনে আবেদিন শামি রহ. বলেন, প্রকাশ্যে পাপারচারী ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া মাকরুহ, অন্যথায় নয়। (রাদ্দুল মুহতার ৫/২৩৬)

৮৮০. সহিহ বুখারি: ৪৪১৮, সহিহ মুসলিম: ২৭৬৯, সুনানে আবু দাউদ: ২২০২, সুনানে তিরমিজি: ১৩০১, সুনানে নাসাঈ ৬/১৫২, মুসনাদে আহমাদ ৩/৪৪৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইমাম বুখারি রহ. বলেন, আবদুল্লাহ বিন আমর বলতেন, তোমরা মদ্যপকে সালাম করবে না। ইমাম নববি রহ. বলেন, যদি অত্যাচারীকে সালাম দিতে সে বাধ্য হয়, অর্থাৎ পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে, সে তাদের কাছে গমন করল এবং তাদেরকে সালাম না দিলে ধর্মীয় বা পার্থিব ক্ষতির আশঙ্কাবোধ করে, তাহলে তাদেরকে সালাম দিয়ে দিবে। ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবি বলেন– উলামায়ে কেরাম বলেছেন, সে যদিও তাদেরকে সালাম দিবে, তবে নিয়ত করবে যে, সালাম আল্লাহ তাআলার একটি গুণবাচক নাম, যার অর্থ: আল্লাহ তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক।[৮৮১]

শিশুদেরও সালাম দেয়া সুন্নাত

শিশুদেরকেও সালাম দেয়া সুন্নাত।

(৬৩৫) হজরত আনাস বিন মালেক রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّهُ مَرَّ عَلٰى صِبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

অর্থ: একবার তিনি শিশুদের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাদেরকে সালাম দিলেন এবং বললেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটা করতেন।[৮৮২] –সহিহ মুসলিমের এক বর্ণনায় এভাবে এসেছে–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى غِلْمَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

অর্থ: একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল বালকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে সময় তিনি তাদেরকে সালাম দিয়েছেন।[৮৮৩]

(৬৩৬) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى غِلْمَانٍ يَلْعَبُوْنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

অর্থ: একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেলরত বালকের নিকট কাছ দিয়ে অতিক্রমকালে তাদেরকে সালাম দিয়েছেন।[৮৮৪] –ইবনুস

---

৮৮১. আরিদাতুল আহওয়াজি ৫/৩৬২।

৮৮২. সহিহ বুখারি: ৬২৪৭, সহিহ মুসলিম: ২১৬৮, সুনানে আবু দাউদ: ৫২০২, সুনানে তিরমিজি: ২৬৯৭, সুনানে দারিমি: ২৬৩৯, আমাল: ৩৩০, নাসাঈ।

৮৮৩. সহিহ মুসলিম ২১৬৮/১৪, আমাল: ৩৩১, নাসাঈ, আমাল: ২২৬।

৮৮৪. সুনানে আবু দাউদ: ৫২০২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সুন্নির কিতাবসহ অন্যান্য কিতাবে এসেছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا صِبْيَانُ

অর্থঃ হে বালকেরা, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক ।[৮৮৫]

সালামের কতিপয় শিষ্টাচার ও মাসআলা

(৬৩৭) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ، وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ.

অর্থঃ আরোহী পদচারীকে, পদচারী উপবিষ্টকে এবং অল্প সংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম দিবে।[৮৮৬] –সহিহ বুখারির অপর বর্ণনায় আছে–

يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ.

অর্থঃ বয়োকনিষ্ঠ বয়োজেষ্ঠকে, পদচারী উপবিষ্টকে এবং অল্পসংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম দিবে।[৮৮৭]

আমাদের উলামায়ে কেরামসহ অন্যান্যরা বলেছেন, উপরিউক্ত নিয়মই সুন্নাহ। তবে যদি তারা এর বিপরীত করে এবং পদচারী আরোহীকে অথবা উপবিষ্ট পদচারী কিংবা আরোহীকে সালাম দেয়, তাহলে মাকরুহ হবে না। ইমাম আবু সাদ মুতাওয়াল্লিসহ অন্যরা স্পষ্টতই উক্ত মাসআলা বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে অধিক সংখ্যক অল্প সংখ্যককে, বয়োজেষ্ঠ বয়োকনিষ্ঠকে আগে বাড়িয়ে সালাম দেয়া মাকরুহ নয়। এটা স্রেফ অনুত্তম হবে। এ গেল রাস্তায় দুজনের সাক্ষাৎ ঘটলে সালামের শিষ্টাচারের বর্ণনা। পক্ষান্তরে কেউ উপবিষ্টদের কাছে গমন করলে সে বয়োকনিষ্ঠ হোক বা বয়োজেষ্ঠ, অল্প সংখ্যক হোক বা বেশি সংখ্যক সর্বাবস্থায় গমনকারীই সালাম দিবে। প্রধান বিচারপতি ইমাম মাওয়ারদি এই দ্বিতীয় নিয়মকে সুন্নাত

---

৮৮৫. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহঃ ২২৭।

৮৮৬. সহিহ বুখারিঃ ৬২৩২, সহিহ মুসলিমঃ ২১৬০, সুনানে আবু দাউদঃ ৫১৯৮, সুনানে তিরমিজিঃ ২৭০৪, মুসনাদে আহমাদ ২/৩২৫।

৮৮৭. সহিহ বুখারিঃ ৬২৩১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আখ্যায়িত করেছেন এবং প্রথম নিয়মকে শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর ফজিলতের ক্ষেত্রে একে সুন্নাহ-সম্মত নিয়মের নিচে রেখেছেন।

সালামে কোনো দলকে চিহ্নিতকরণ মাকরুহ

ইমাম মুতাওয়াল্লি বলেন, কোনো ব্যক্তি একদল মানুষের সাক্ষাৎ লাভের পর তাদের মধ্য থেকে ক্ষুদ্র একটি দলকে উদ্দেশ্য করে সালাম দেয়া মাকরুহ। কেননা সালাম দ্বারা ঘনিষ্ঠতা ও অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য। আর কতককে নির্দিষ্টকরণ বাকিদের বর্জনের নামান্তর। এটা কখনো শত্রুতার কারণও হতে পারে।

জনসমাগম তথা বাজার ইত্যাদিতে চলার পথে সালামের পদ্ধতি

বাজার কিংবা লোকে ভর্তি মহাসড়কে সালামের ব্যাপারে মাওয়ারদি রহ. বলেন, এখানে কতককে সালাম দিবে, সবাইকে নয়। তিনি বলেন, যদি পথিক যার সাথেই সাক্ষাত হয় তাকে সালাম দেয় তাহলে সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়ে যাবে এবং এটা রীতি বিরুদ্ধও বটে। তিনি আরো বলেন, এই সালাম দ্বারা দুটির যে কোনো একটি অভীষ্ট: হয়ত অন্তরঙ্গতা তৈরি হওয়া অথবা অনিষ্ট বিদূরিত করা।[৮৮৮]

একজনকে একদল লোক সালাম দিলে একবার উত্তর দেয়া যথেষ্ট

ইমাম মুতাওয়াল্লি বলেন, যখন একদল লোক কোনো ব্যক্তিকে সালাম দেয়, আর সে উত্তরে সকলকে উদ্দেশ্য করে "ওয়া আলাইকুমুস সালাম" বলে, তাহলে তার জিম্মা থেকে সকলের উত্তর দেয়ার দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। যেমন, অনেক ব্যক্তির জানাযার নামাজ একসঙ্গে আদায় করলে সকলের জানাযার নামাজ আদায় হয়ে যায়।

যে মজলিসে একটি সালামই যথেষ্ট হয়ে যায় এবং যে মজলিসে হয় না

মাওয়ারদি রহ. বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি ক্ষুদ্র দলের কাছে গমন করে, একটি সালামই যাদের জন্য যথেষ্ট। সকলের জন্য একটি সালাম দেয়ার

৮৮৮. আলহাভি ১৮/১৬৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ওপর ক্ষ্যান্ত করবে। আর এর বাইরে বিশেষ কাউকে আলাদাভাবে যে সালাম দেয়া হয়, তা শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে মজলিসের মধ্য হতে একজনকে উত্তর দেয়াই যথেষ্ট। তবে একাধিক মানুষ উত্তর দিলে সেটি হবে শিষ্টাচারসুলভ আচরণ। তিনি আরো বলেন, যদি লোকসংখ্যা এত বেশি হয় যে, একটি সালাম সবার কাছে ব্যপৃত হয় না যেমন, কোনো জামে মসজিদ বা মাহফিল। তাহলে সালামের সুন্নাত হল, প্রবেশকারী প্রবেশকালে তাদেরকে দেখামাত্র সালাম দিবে। যারা তার সালাম শুনতে পাবে সবার জন্য এটি সুন্নাহ-সম্মত সালাম হয়ে যাবে। আর মজলিসের যারা শুনতে পাবে, তাদের জন্য উত্তর দেয়া ফরজে কেফায়া হবে।

অতঃপর যদি সে তাদের মাঝে বসার ইচ্ছা করে, তাহলে যারা শুনেনি তাদেরকে সালাম করতে হবে না। আর যদি যারা সালাম শুনেনি তাদের কাছে বসার ইচ্ছা করে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের দুটি মত: **এক.** তাদের সালাম শুরুর দিকে থাকা লোকদের প্রতি সালামের মাধ্যমে আদায় হয়ে গেছে, কেননা তারা একই জামাত। তবে তাদেরকে পুনরায় সালাম করা শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। এ কথার উপর ভিত্তি করেই বলা হয়, মসজিদের মুসল্লিদের মধ্যে থেকে কেউ একজন উত্তর দিলে সবার জিম্মা থেকে ফরজে কেফায়া আদায় হয়ে যাবে। **দুই.** পূর্বের সালাম যাদের কাছে পৌঁছেনি, তাদের হকে সালামের সুন্নাত অবশিষ্ট। যদি তাদের কাছে বসার ইচ্ছা রাখে। এ হিসাবে মজলিসের শেষের দিকের মানুষের উত্তর দ্বারা শুরুর দিকে উপবিষ্টদের উত্তর দেয়ার ফরজে কেফায়ার দায়িত্ব রহিত হয়ে যায় না।[৮৮৯]

ঘরে কেউ না থাকলেও প্রবেশকালে সালাম দেয়া মুস্তাহাব

নিজ গৃহে প্রবেশ করার সময় সালাম করা মুস্তাহাব, যদিও ভিতরে কেউ না থাকে। এক্ষেত্রে বলবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ.

উচ্চারণ: আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন।

অর্থ: আমাদের ওপর এবং আল্লাহর সৎ বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

–এমনিভাবে মসজিদে কিংবা অন্যের ঘরে প্রবেশকালেও সালাম করা মুস্তাহাব, যদিও ঘরে কেউ না থাকে। এভাবে বলবে–

---

৮৮৯. আলহাভি ১৮/১৬৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

উচ্চারণ: আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন। আসসালামু আলাইকুম আহলাল বাইতি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

অর্থ: আমাদের ওপর এবং আল্লাহর সৎ বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। শান্তি বর্ষিত হোক ঘরবাসীর প্রতি এবং নাজিল হোক আল্লাহর রহমত ও বরকত।

বিচ্ছেদের সময় সালাম দেয়া সুন্নাত এবং এই সালামের উত্তর প্রদানের বিধান

যখন কেউ কোনো মজলিস থেকে বিদায়ের নিমিত্তে উঠে দাঁড়ায়, তখন মজলিসবাসীকে সালাম দেয়া সুন্নাত।

(৬৩৮) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে–

إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُوْمَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الْأُوْلٰى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ.

অর্থ: তোমাদের কেউ মজলিসে উপস্থিত হলে সে যেন সালাম দেয় এবং মজলিস থেকে বিদায়ের সময়ও যেন সালাম দেয়। আর প্রথম সালাম শেষ সালামের চেয়ে অগ্রাধিকারসম্পন্ন নয়।[৮৯০] –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।

ইমাম নববি রহ. বলেন, উক্ত হাদিসের বাহ্যত আবেদন হল, মজলিসবাসীর ওপর প্রস্থানকারী ব্যক্তির সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব। ইমাম কাজি হুসাইন এবং তার ছাত্র ইমাম আবু সাদ মুতাওয়াল্লি বলেন, বিদায়ের মুহূর্তে কিছু মানুষের সালাম দেয়ার অভ্যাস আছে। এটি মূলত দুআ, এর জবাব দেয়া মুস্তাহাব; ওয়াজিব নয়। কেননা সালাম হয় সাক্ষাতের সময়, বিদায়ের সময় নয়। এ হল তাদের উভয়ের বক্তব্য। কিন্তু আমাদের মাজাহবের

৮৯০. সুনানে আবু দাউদ: ৫২০৮, সুনানে তিরমিজি: ২৭০৬, আলআদাব: ১০০৭, মুসনাদে আহমাদ ২/২৩০, আমাল: ৩৪২, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

শেষদিকের ইমাম আবু বকর শাশি রহ. তাদের এই বক্তব্যকে অপছন্দ করেছেন। তিনি বলেন, এই বক্তব্য ভ্রান্ত। কেননা সালাম যেমন মজলিসে আগমনের সময় সুন্নাত, তদ্রুপ প্রস্থানের সময়ও সুন্নাত। উপরিউক্ত হাদিস এই দাবির সমর্থন করে। ইমাম নববি রহ. বলেন, ইমাম আবু বকর শাশির বক্তব্যই সঠিক।

যার ব্যাপারে সালামের উত্তর না দেয়ার প্রবল ধারণা তাকে সালাম দেয়া এবং যে উত্তরের মুখামুখী হয়েও উত্তর দেয় না তাকে অব্যাহতি দেয়া প্রসঙ্গে

যখন কোনো ব্যক্তি এক বা একাধিক মানুষের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে এবং তার প্রবল ধারণা হয় যে তাকে বা তাদেরকে সালাম দিলে উত্তর দিবে না। হয়ত অহঙ্কারবশতঃ কিংবা অতিক্রমকারী বা সালাম ইত্যাদিকে তুচ্ছ জ্ঞান করার কারণে। তারপরও তাকে সালাম দেয়া উচিত, এমন ধারণার ওপর ভিত্তি করে সালাম ছেড়ে দিবে না। কেননা সালাম আজ্ঞাবহ, যা অতিক্রকারীকেও করতে নির্দেশ করা হয়েছে, কিন্তু তাকে উত্তর হাসিল করার বিষয়ে নির্দেশ করা হয়নি। এতদসত্ত্বেও সালাম গ্রহীতা কখনো ভুলবশতঃ উত্তর প্রদান করে না।

আর অনুসন্ধানহীন জনৈক ব্যক্তির বক্তব্য: পথিকের সালাম সালাম গ্রহীতারদের জন্য পাপের কারণ– এমন বক্তব্য স্পষ্ট মূর্খতা ও পরিষ্কার অজ্ঞতা। কেননা, এমন ধারণার ওপর ভিত্তি করে শরিয়তের বিধানাবলী আদিষ্টদের থেকে রহিত হয়ে যায় না। আমরা যদি এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে অজ্ঞতাবশতঃ অসৎ কাজ সম্পাদনকারীর প্রতি অস্বীকৃতিজ্ঞাপন ছেড়ে দিতে হবে। যখন আমাদের প্রবল ধারণা হয় যে, সে আমাদের কথায় বিরত থাকবে না; কেননা তার প্রতি আমাদের অস্বীকৃতি এবং এই কাজের জঘন্যতা বর্ণনা করা তার গুনাহের কারণ হবে, যদি সে বিরত না হয়। নিঃসন্দেহে এমন ধারণাবশতঃ আমরা অস্বীকৃতি ছেড়ে দিতে পারি না। আর এর অগণিত জ্ঞাত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

মুস্তাহাব হল, যে ব্যক্তি অপরকে সালাম করল এবং শুনিয়েই সালাম করল এবং উত্তর প্রাপ্তির সমস্ত শর্ত থাকা সত্ত্বেও উত্তর না দেয় তাহলে তাকে সালামের উত্তর দেয়া থেকে অব্যাহতি দিবে। এভাবে বলবে: আমি তাকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমার সালামের উত্তরের অধিকার থেকে অব্যাহতি দিলাম অথবা তাকে এ থেকে নিষ্কৃতি দিলাম কিংবা এ ধরনের অন্য কিছু বলবে। এ কথা মৌখিকভাবে বলবে, কেননা এ দ্বারা তার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

(৬৩৯) সাহাবি আবদুর রহমান বিন শিবল রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ أَجَابَ السَّلَامَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلَيْسَ مِنَّا.

অর্থ: যে ব্যক্তি সালামের উত্তর দেয় তার প্রতিদান তার জন্য বরাদ্দ। আর যে উত্তর দেয় না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৮৯১]

যে ব্যক্তি সালামের উত্তর দেয় না সালাম দাতার জন্য তাকে ভদ্র ভাষায় বলা মুস্তাহাব: সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব, কাজেই আপনাকে আমার সালামের উত্তর দেয়া উচিত। যাতে করে আপনার জিম্মা থেকে ফরজ আদায় হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।

প্রবেশাধিকার চাওয়া

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا.

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ কর না, যে পর্যন্ত না পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীকে সালাম না কর।[৮৯২] –আরো ইরশাদ করেন–

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ.

অর্থ: যখন তোমাদের বালকেরা বয়োপ্রাপ্ত হয়, তারাও যেন পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি চায়।[৮৯৩]

(৬৪০) হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

---

৮৯১. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২১২

৮৯২. সুরা নুর: ২৭।

৮৯৩. সুরা নুর: ৫৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَلِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ.

অর্থ: তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করবে। অতঃপর তোমাকে প্রবেশাধিকার দেয়া হলে প্রবেশ করবে, অন্যথায় ফিরে যাবে।[৮৯৪]

(৬৪১) হজরত সাহল বিন সাদ রাদি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ.

অর্থ: চোখের খেয়ানতের জন্যই অনুমতি গ্রহণের বিধান আরোপিত হয়েছে।[৮৯৫]

অনুমতি প্রার্থনার সুন্নাত পদ্ধতি হল, অনুমতিপ্রার্থী প্রথমে সালাম দিবে। অতঃপর দরজার কাছে দাড়িয়ে এমনভাবে অনুমতি প্রার্থনা করবে, যাতে ভিতরে যারা আছে তাদের প্রতি দৃষ্টি না পড়ে। অতঃপর বলবে, আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করতে পারি? যদি কেউ উত্তর না দেয় তাহলে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার এরূপ করবে। তারপরও কেউ সাড়া না দিলে প্রত্যাগমন করবে।

(৬৪২) প্রসিদ্ধ তাবেঈ হজরত রিবয়ি বিন হিরাশ রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনি আমিরের এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন–

أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيْ بَيْتٍ، فَقَالَ: أَلِجُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ: اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الِاسْتِئْذَانَ فَقُلْ لَهُ: قُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟. فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ.

অর্থ: তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি কামনা করেন, এমতাবস্থায় নবিজি ঘরে ছিলেন। তিনি বলেছেন, আমি কি প্রবেশ করতে পারি? নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার খাদেমকে বললেন, তুমি তার নিকট গিয়ে তাকে অনুমতি চাওয়ার নিয়ম শিখিয়ে দাও। তুমি

---

৮৯৪. সহিহ বুখারি: ২০৬২, ৬২৪৫, সহিহ মুসলিম: ৭১৫৪, ২১৫৩, সুনানে আবু দাউদ: ৫১৮০, সুনানে তিরমিজি: ২৬৯১, মুসনাদে আহমাদ ৪/৩৯৩, জামেউল উসুল: ৪৮১৯।

৮৯৫. সহিহ বুখারি: ৬২৪১, সহিহ মুসলিম: ২১৫৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তাকে বলবে: এভাবে বল, আসসালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে আসতে পারি? লোকটি এ কথা শুনে বলল, আসসালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে আসতে পারি? অতঃপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করেন।[৮৯৬]

(৬৪৩) হজরত কালাদাহ বিন হাম্বল রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِرْجِعْ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟

অর্থ: আমি সালাম না দিয়েই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করি। তিনি বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং বল– আসসালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে আসতে পারি?।[৮৯৭] –ইমাম তিরমিজি একে হাসান বলেছেন।

উপরের বর্ণনানুসারে অনুমতি চাওয়ার পূর্বে সালাম করাই বিশুদ্ধ নিয়ম। ইমাম মাওয়ারদি এক্ষেত্রে তিনটি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন: **এক.** পূর্বের আলোচিত পদ্ধতি, অর্থাৎ আগে সালাম দিবে তারপর অনুমতি প্রার্থনা করবে। **দুই.** অনুমতি প্রার্থনার পরে সালাম দিবে। **তিন.** এখতিয়ার। যদি প্রবেশের পূর্বে বাড়িওয়ালার ওপর অনুমতিপ্রার্থীর দৃষ্টি পড়ে যায়, তাহলে সালাম আগে দিবে, অন্যথায় আগে অনুমতি চাইবে।[৮৯৮]

তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরেও যদি অনুমতিপ্রাপ্ত না হয় এবং সে ধারণা করে যে, ভিতর থেকে শুনতে পায়নি তাহলে কি এর বেশি অনুমতি চাইবে? ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবি মালেকি রহ. এ বিষয়ে তিনটি মত ব্যক্ত করেছেন: **এক.** পুনরায় অনুমতি প্রার্থনা করবে। **দুই.** তৃতীয়বারের পর আর অনুমতি প্রার্থনা করবে না। **তিন.** পূর্বের শব্দযোগে হলে অনুমতি প্রার্থনা করবে না, ভিন্ন শব্দে হলে চাইবে। অতঃপর তিনি বলেন, কোনো অবস্থাতেই তিনবারের পরে আর অনুমতি না চাওয়া বিশুদ্ধ। ইমাম নববি রহ. বলেন, তিনি যেটিকে বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন, এটাই সুন্নাত সম্মত।

---

৮৯৬. সুনানে আবু দাউদ: ৫১৭৭।

৮৯৭. সুনানে আবু দাউদ: ৫১৭৬, সুনানে তিরমিজি: ২৭১০, মুসনাদে আহমাদ ৩/৪১৪।

৮৯৮. আলহাভি ১৮/১৬৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অনুমতি চাওয়ার সময় পূর্ণ পরিচয় দেয়া উচিত

সালাম কিংবা দরজায় করাঘাত করে অনুমতি চাওয়ার পরে যদি ভিতর থেকে বলা হয়: তুমি কে? তাহলে বলবে: আমি অমুকের পুত্র অমুক বা আমি অমুক কিংবা অমুক যার পরিচয় এমন। এ জাতীয় আত্মপরিচয়মূলক কিছু বলবে, যার দ্বারা পূর্ণ পরিচিতি লাভ করা যায়। তবে আমি, খাদেম, একজন খাদেম, আপনার একজন ভক্ত বা এজাতীয় অস্পষ্ট পরিচয়ের ওপর ক্ষ্যান্ত করা অপছন্দনীয়।

(৬৪৪) মেরাজের প্রসিদ্ধ হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

ثُمَّ صَعِدَ بِيْ جِبْرِيْلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيْلَ :مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيْلُ، قِيْلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، ثُمَّ صَعِدَ بِيْ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَسَائِرِهِنَّ، وَيُقَالُ فِيْ بَابِ كُلِّ سَمَاءٍ: مَنْ هَذَا؟ فَيَقُوْلُ: جِبْرِيْلُ.

অর্থ: অতঃপর জিবরিল আমাকে নিয়ে দুনিয়ার আকাশে গমন করেন এবং দরজা খুলতে বলেন। জিজ্ঞাসা করা হল: কে আপনি? তিনি বললেন: জিবরিল। আপনার সাথে কে? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতঃপর আমাকে নিয়ে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়সহ সব আকাশে আরোহন করলেন এবং প্রত্যেক আকাশেই জিজ্ঞাসা করা হল তুমি কে? উত্তরে তিনি বলতেন: জিবরিল।[৮৯৯]

(৬৪৫) হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

لَمَّا جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى بِئْرِ الْبُسْتَانِ وَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ فَاسْتَأْذَنَ، فَقَالَ: مَنْ؟ قَالَ: أَبُوْ بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ، فَقَالَ: مَنْ: قَالَ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ كَذٰلِكَ

অর্থ: একবার নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আরিস কূপের কিনারায় উপবিষ্ট হলেন। ঘটনাক্রমে আবু বকর রাদি. এসে অনুমতি কামনা

৮৯৯. সহিহ বুখারি: ৩৪৯, সহিহ মুসলিম: ১৬২, সুনানে নাসাঈ ১/২২১, সুনানে তিরমিজি: ৩১৩০, মুসনাদে আহমাদ ৩/১৪৮, জামেউল উসুল: ৮৮৬৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

করেন। নবিজি জিজ্ঞাসা করলেন: কে? তিনি বললেন, আবু বকর। অতঃপর উমরও এসে অনুমতি চাইলে তিনি বললেন: কে? বলা হল, উমর। অনুরূপভাবে উসমান এসে অনুমতি চাইলেন।[৯০০]

(৬৪৬) হজরত জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَقَقْتُ الْبَابَ، فَقَالَ: مَنْ ذَا؟. فَقُلْتُ :أَنَا. فَقَالَ: أَنَا أَنَا. كَأَنَّهُ كَرِهَهَا.

অর্থ: আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কে? বললাম: আমি। তখন নবিজি আমি আমি বলতে লাগলেন, যেন তিনি এ কথা অপছন্দ করেছেন।[৯০১]

যে সম্মানসূচক পরিচয় দেয়া ছাড়া অনুমতি প্রার্থীকে চেনা যায় না তাতে কোনো সমস্যা নেই

সম্বোধিত ব্যক্তি যদি চিনতে না পারে তাহলে অনুমতিপ্রার্থীর জন্য নিজের পরিচিত গুণাবলী উল্লেখ করে পরিচয়দানে কোনো সমস্যা নেই। এভাবে যে, নিজের উপাধি বলবে, কিংবা বলবে, আমি অমুক মুফতি, অমুক কাজি অথবা অমুক শায়খ ইত্যাদি।

(৬৪৭) হজরত উম্মে হানি বিনতে আবু তালিব রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ.

অর্থ: আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলে তাকে গোসলরত অবস্থায় পাই এবং ফাতেমা তাকে পর্দাবৃত করে রেখেছিলেন।

---

৯০০. সহিহ বুখারি: ৩৬৭৪, সহিহ মুসলিম: ২৪০৩।

৯০১. সহিহ বুখারি: ৬২৫০, সহিহ মুসলিম: ২১৫৫, সুনানে তিরমিজি: ২৭১২, সুনানে আবু দাউদ: ৫১৮৭, আমাল: ৩২৮, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন: ইনি কে? আমি বললাম: উম্মে হানি।[৯০২]

(৬৪৮) হজরত আবু জর রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِيْ، فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِيْ وَحْدَهُ، فَجَعَلْتُ أَمْشِيْ فِيْ ظِلِّ الْقَمَرِ، فَالْتَفَتَ فَرَآنِيْ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟. قُلْتُ: أَبُوْ ذَرٍّ.

অর্থ: এক রাতে আমি ঘর থেকে বের হই, অকস্মাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একাকী হাঁটতে দেখি। অতঃপর আমি চন্দ্রালোকে তাকে অনুসরণ করতে লাগি। তিনি পিছনে তাকিয়ে আমাকে দেখে ফেললেন। জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কে? বললাম: আবু জর।[৯০৩]

(৬৪৯) হজরত আবু কাতাদা হারিস বিন রিবয়ি রাদি. থেকে ওজুর পাত্র সংক্রান্ত হাদিসে আছে, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগণিত মুজেজা ও সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টি। সেখানে আবু কাতাদা বলেছেন–

فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسِهِ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَبُوْ قَتَادَةُ.

অর্থ: অতঃপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কে? বললাম: আবু কাতাদা।[৯০৪]

ইমাম নববি রহ. বলেন, এর দৃষ্টান্ত অহরহ বিদ্যমান। তবে প্রয়োজনের তাগিদেই এভাবে পরিচয় দেয়া, গর্ব-অহমিকার অভীষ্টে নয়। কাছাকাছি আরেকটি হাদিস–

(৬৫০) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قُلْتُ :يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، اُدْعُ اللهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِيْ هُرَيْرَةَ.... وَذُكِرَ الْحَدِيْثُ إِلَىٰ أَنْ قَالَ: فَرَجَعْتُ فقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ، قَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دَعْوَتَكَ، وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ.

---

৯০২. সহিহ বুখারি: ২৮০, সহিহ মুসলিম: ৩৩৬।

৯০৩. সহিহ বুখারি: ৬৪৪৩, সহিহ মুসলিম: ৯৪, মুসনাদে আহমাদ ৫/১৮১।

৯০৪. সহিহ মুসলিম: ৬৮১, সুনানে আবু দাউদ: ৪৩৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আমি বসলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আবু হুরায়রার মায়ের হেদায়াতের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন। তিনি আরো বলেন, আমি পুনরায় এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আপনার প্রার্থনা কবুল করেছেন এবং আবু হুরায়রার মাকে হেদায়াত দিয়েছেন।[৯০৫]

সালামের শাখাগত কিছু মাসায়েল

গোসলখানা থেকে বের হওয়ার সময় অভিবাদন জানানো

ইমাম আবু সাদ মুতাওয়াল্লি বলেন, গোসলখানা থেকে বের হওয়ার পর 'তোমার গোসল শুভ হোক' বলে অভিবাদন জানানোর কোনো ভিত্তি নেই। তবে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি গোসলখানা থেকে বের হয়ে আসলে আলি রাদি. তাকে 'তুমি পবিত্র হয়েছ, আর যেন অপবিত্র না হও' বলেছিলেন। ইমাম নববি রহ. বলেন, এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ কিছুই বর্ণিত হয়নি। তবে যদি একে অপরকে ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও মহব্বত অর্জনের আশায় বলে: আল্লাহ তাআলা তোমাকে সর্বদা নেয়ামতে আবৃত রাখুন ইত্যাদি। তাহলে কোনো সমস্যা নেই।

মানুষ সালামের পরিবর্তে বা পরে সাধারণত যেসব শব্দ ব্যবহার করে

কোনো পথিক কাউকে বলে: আল্লাহ তোমার সকাল কল্যাণময় করুক, তোমার সকাল সৌভাগ্যমণ্ডিত করুক, তোমাকে শক্তিশালী করুক, আল্লাহ তোমার প্রতি বিরক্ত না হন অথবা মানুষের সাধারণ ব্যবহৃত শব্দে অভিবাদন জানালে উত্তর দেয়া আবশ্যক নয়। কিন্তু সম্মুখে তার জন্যও দুআ করা উত্তম। তবে সম্পূর্ণরূপেই তার উত্তর দেয়া থেকে বিরত থাকবে; সালামকে উপেক্ষা ও পৃষ্ঠপ্রদর্শনের তিরস্কার হিসাবে এবং তাকেসহ অন্যদেরকে আগেভাগে সালামের প্রতি যত্নের শিক্ষাদানে।

ছোট কিংবা বড়দের চেহারা ও মাথায় চুমোদানের বিধান

যদি কেউ কারো পরহেজগারি, যোগ্যতা অথবা জ্ঞান, মর্যাদা ও রক্ষণশীলতা কিংবা ধর্মীয় অন্যান্য বিষয়াদির প্রতি মুগ্ধ হয়ে তার হাত ইত্যাদিতে চুমো দিতে চায়, তাহলে এটি মাকরুহ হবে না, বরং এটি মুস্তাহাব। পক্ষান্তরে

---

৯০৫. সহিহ মুসলিম: ২৪৯১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কারো সুরেলা আওয়াজ, পার্থিব ধন-দৌলত, প্রাচুর্যতা, শক্তি-দাপট ধনীদের কাছে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদির কারণে চুম্বন করা কঠিন পর্যায়ের মাকরুহ। আমাদের ইমাম মুতাওয়ালি বলেন, এ ক্ষেত্রে চুম্বন করা জায়েজ নয়। –তিনি এ কথা বলে হারামের দিকে ইশারা করেছেন।

(৬৫১) হজরত জারি রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি আবদুল কায়েসর প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন। তিনি বলেন–

فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا، فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ .

অর্থ: আমরা মদিনায় এসে আমাদের আরোহী থেকে দ্রুত নেমে এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে-পায়ে চুমো দিতে লাগলাম।[৯০৬]

(৬৫২) হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি. হতে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে, সেখানে তিনি বলেছেন–

فَدَنَوْنَا يَعْنِيْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ.

অর্থ: অতঃপর আমরা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হয়ে তার হাতে চুমো দিলাম।[৯০৭]

বস্তুতঃ নিজের ছোট শিশু এবং ভাইয়ের গালে অথবা অন্য কোথাও স্নেহ-মমতা, আদর-দয়া ও সহৃদয়তার প্রকাশে চুম্বন করা সুন্নাত। এ ব্যাপারে বহু প্রসিদ্ধ সহিহ হাদিস বিদ্যমান। এক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে বরাবর। অনুরূপভাবে বন্ধু বা অন্য কারো ছোট সন্তানকে চুম্বন করাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে কামনার সাথে চুমো দেয়া সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। পিতা চুম্বন করুক বা অন্য কেউ, বরং আপনজন হোক বা অপরিচিত কেউ। কামনার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকানোও হারাম।

(৬৫৩) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قَبَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيْمِيُّ، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِيْ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ، مَا قَبَّلْتُ

---

৯০৬. সুনানে আবু দাউদ: ৫২২৫, আদাব: ৯৭৫, বুখারি, আদাব: ২৯৫, বাইহাকি।
৯০৭. সুনানে আবু দাউদ: ৫২২৩, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৭০৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

مِنْهُمْ أَحَدًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ.

অর্থঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা হাসান বিন আলিকে চুম্বন করেন। সে সময় তার কাছে ছিলেন আকরা বিন হাবিস তামিমি। তিনি বললেন, আমার দশজন সন্তান থাকা সত্ত্বেও আমি তাদের কাউকেই কোনো দিন চুম্বন করিনি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পানে তাকিয়ে বললেন, যে অন্যদের প্রতি দয়া করে না, সে অন্য থেকে দয়া পায়ও না।[৯০৮]

(৬৫৪) হজরত আয়েশা রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوْا: تُقَبِّلُوْنَ صِبْيَانَكُمْ؟ فَقَالُوْا: نَعَمْ .فَقَالُوْا: لَكِنَّا وَاللهِ، مَا نُقَبِّلُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَ أَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللهُ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ؟

অর্থঃ কিছু বেদুঈন লোক নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কি শিশুদের চুম্বন করেন? তারা জবাব দিলেনঃ হ্যাঁ। তারা বলল, আল্লাহর শপথ, আমরা তো চুম্বন করি না। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমাদের হৃদয় থেকে আল্লাহ দয়া উঠিয়ে নিলে আমার কী করার আছে?[৯০৯] এ হল একটি বর্ণনার শব্দ, এই হাদিস বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে।

(৬৫৫) হজরত আনাস রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْنَهُ إِبْرَاهِيْمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ.

অর্থঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ছেলে ইবরাহিমকে কোলে নিয়ে চুম্বন করলেন এবং তার ঘ্রাণ নিলেন।[৯১০]

---

৯০৮. সহিহ বুখারিঃ ৫৯৯৭, সহিহ মুসলিমঃ ২৩১৮, সুনানে আবু দাউদঃ ৫২১৮, সুনানে তিরমিজিঃ ১৯১২, মুসনাদে আহমাদ ২/২২৮।

৯০৯. সহিহ বুখারিঃ ৫৯৯৮, সহিহ মুসলিমঃ ২৩১৭, মুসনাদে আহমাদ ৬/৫৬, সুনানে ইবনে মাজাহঃ ৩৬৬৫।

৯১০. বুখারি রহ. 'সন্তানকে আদর-স্নেহ করা, চুমো ও আলিঙ্গন করা' পরিচ্ছেদে (১০/৪২৬) মুআল্লাক সূত্রে নকল করেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৬৫৬) হজরত বারা বিন আজিব রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

دَخَلْتُ مَعَ أَبِيْ بَكْرٍ عَلٰى أَهْلِهٖ أَوَّلِ مَا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَتْهَا حُمّٰى، فَأَتَاهَا أَبُوْ بَكْرٍ أَبَاهَا فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ؟ وَقَبَّلَ خَدَّهَا.

অর্থ: আবু বকর রাদি. মদিনায় আসার প্রথমদিকে একদিন আমি তার ঘরে যাই। এ সময় তার কন্যা আয়েশাকে জ্বরাক্রান্ত বিছানায় শোয়া অবস্থায় দেখি। আবু বকর রাদি. তার কাছে গিয়ে বললেন, কেমন আছ হে আদরের মেয়ে? পরে তার গালে চুমো দিলেন।[৯১১]

(৬৫৭) সাহাবি হজরত সাফওয়ান বিন আসসাল রাদি. হতে সহিহ সনদে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قَالَ يَهُوْدِيٌّ لِصَاحِبِهٖ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ، فَأَتَيَا رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، فَذُكِرَ الْحَدِيْثُ إِلٰى قَوْلِهٖ: فَقَبَّلُوْا يَدَهُ وَرِجْلَهُ، وَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ.

অর্থ: জনৈক ইহুদি তার সঙ্গীকে বলল, আমাকে নিয়ে এই নবির নিকট যাও। অতঃপর তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাকে মুসা আলাইহিস সালামের নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বর্ণনাকারী উল্লেখ করেন: পরে তারা নবিজির হাতে-পায়ে চুমো দিয়ে বলল, আপনি সত্য নবি বলে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।[৯১২]

(৬৫৮) ইয়াস বিন দাগফাল রহ. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত, তিনি বলেন–

رَأَيْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَبَّلَ خَدَّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.

---

৯১১. সুনানে আবু দাউদ: ৫২২২, সহিহ বুখারি: ৩৯১৮।

৯১২. সুনানে তিরমিজি: ২৭৩৩, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৭০৫, সুনানে নাসাঈ ৭/১১১, মুসনাদে আহমাদ ৪/২৩৯, হাকেম ১/৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আমি আবু নাজরাকে হাসান বিন আলির গালে চুমো দিতে দেখেছি।[৯১৩] –আবু নাদরার নাম: মুনজির বিন মালিক। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য তাবেয়ি ছিলেন।

ইবনে উমর রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি তার ছেলে সালেমকে চুম্বন করে বলতেন: এক শায়খ আরেক শায়খকে চুম্বন করা দেখে মানুষ তাজ্জববোধ করছে।[৯১৪] প্রসিদ্ধ দরবেশ হজরত সাহল বিন আবদুল্লাহ তুসতারি রহ. ইমাম আবু দাউদ সিজিসতানির নিকট এসে বলতেন: আপনি যে জিহ্বা দ্বারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস বর্ণনা করেন তা বাইর করে দেন, আমি চুমো দেব। অতঃপর তিনি চুমো দিতেন। এ অধ্যায়ে সালাফের অগণিত আমল বর্ণিত আছে।

মৃত এবং ভ্রমণ ফেরত ব্যক্তির চেহারায় চুম্বন করা

বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে নেককার মৃতের চেহারায় এবং ভ্রমণ ফেরত বন্ধুর চেহারায় চুম্বন করাতে কোনো অসুবিধা নেই।

(৬৫৯) হজরত আয়েশা রাদি. হতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত সংক্রান্ত দীর্ঘ হাদিসে আছে। তিনি বলেন–

دَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَى.

অর্থ: আবু বকর রাদি. প্রবেশ করলেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা উন্মুক্ত করে তার উপর ঝুঁকে পড়লেন এবং চুমু খেলেন। অতঃপর ক্রন্দন করতে লাগলেন।[৯১৫]

(৬৬০) হজরত আয়েশা রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِيْنَةَ، وَرَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَيْتِيْ، فَأَتَاهُ، فَقَرَعَ الْبَابَ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ، فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ.

---

৯১৩. সুনানে আবু দাউদ: ৫২২১।
৯১৪. মুসনাদে ইবনুল জাদ: ২১০৩।
৯১৫. সহিহ বুখারি: ১২৪১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: জায়েদ বিন হারিসা রাদি. (ভ্রমণ থেকে) মদিনায় ফিরে এলেন, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে ছিলেন। তিনি এসে দরজায় করাঘাত করলেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় টানতে টানতে এগিয়ে তার সাথে কোলাকুলি করলেন এবং তাকে চুমো দিলেন।[৯১৬] –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।

শিশু ও ভ্রমণ ফেরত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকে আলিঙ্গন করা ও চেহারায় চুমো দেয়া মাকরুহ। ইমাম আবু মুহাম্মাদ বাগাবিসহ অন্যরা এ দুটোকে স্পষ্টভাবে মাকরুহ ঘোষণা দিয়েছেন। মাকরুহ হওয়ার দলিল নিম্নরূপ:

(৬৬১) হজরত আনাস বিন মালিক রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُوْلَ اللهِ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيْقَهُ، أَيَنْحَنِيْ لَهُ؟ قَالَ: لَا قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ، وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

অর্থ: জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের কেউ তার ভাই কিংবা বন্ধুর সাথে দেখা করলে তার সামনে কি ঝুঁকে পড়বে? তিনি বললেন, না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, তাহলে কি গলাগলি করবে ও চুমো দিবে? বললেন, না। সে পুনরায় বলল, তাহলে কি তার হাত ধরে মুসাফাহা করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[৯১৭] –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।

ইমাম নববি বলেন, উপরে যে হুকুম আলোচিত হয়েছে তা সফর থেকে প্রত্যাগমনকারীর ক্ষেত্রে হলে কোনো অসুবিধা নেই। অন্য সময়ে এমন করা মাকরুহে তানজিহি। এগুলো সব সুন্দর্শন শ্মশ্রুবিহীন নয়– এমন ছেলেদের ব্যাপারে। পক্ষান্তরে শ্মশ্রুবিহীন সুদর্শন বালক হলে সর্বাবস্থায় তাকে চুমো দেয়া হারাম।[৯১৮] চাই সফর ফেরত হোক বা না হোক। বাস্তবতা হল, তার সাথে আলিঙ্গন করা চুমো দেয়ারই নামান্তর বা কাছাকাছি। চুম্বনকারী এবং চুম্বনকৃত উভয়ে নেককার কিংবা ফাসেক অথবা যে কোনো একজন নেককার হওয়াতে কোনো পার্থক্য হবে না। সবার ক্ষেত্রে বিধান বরাবর।

---

৯১৬. সুনানে তিরমিজি: ২৭৩৩।

৯১৭. সুনানে তিরমিজি: ২৭২৯, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৭০২, মুসনাদে আহমাদ ৩/১৯৮।

৯১৮. যদি অপরিচিত হয়, আত্মীয় হলে উত্তেজনা না থাকার শর্তে বৈধ। এর বিবরণ পূর্বে অতীত হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমাদের নিকট বিশুদ্ধ মাজহাব হল, সুদর্শন শ্মশ্রুবিহীন বালকের দিকে তাকানো হারাম, যদিও উত্তেজনা ছাড়া হয় এবং সম্পূর্ণ ফিতনামুক্ত হয়। নারীদের দিকে তাকানোর মতোই হারাম, কেননা এটা একই ধরনের।[৯১৯]

মুসাফাহা (করমর্দন)

পরস্পর সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করা সর্বজনস্বীকৃত একটি সুন্নাত।

(৬৬২) হজরত কাতাদা রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قُلْتُ لِأَنَسٍ: أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِيْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

অর্থ: আমি হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলাম, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণের মাঝে কি মুসাফাহার প্রথা ছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[৯২০]

(৬৬৩) হজরত কাব বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাওবার ঘটনায় আছে। তিনি বলেন–

فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، يُهَرْوِلُ حَتَّىٰ صَافَحَنِيْ، وَهَنَّانِي.

অর্থ: তালহা বিন উবায়দুল্লাহ আমার দিকে দৌড়ে এসে আমার সঙ্গে মুসাফাহা করলেন এবং আমাকে অভিনন্দন জানালেন।[৯২১]

(৬৬৪) হজরত আনাস বিন মালিক রাদি. হতে সহিহ সনদে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ইয়েমেনবাসী নবিজির দরবারে আসে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ. وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ.

অর্থ: তোমাদের নিকট ইয়েমেনবাসী এসেছে। তারাই সর্বপ্রথম মুসাফাহার প্রবর্তন করেছে।[৯২২]

---

৯১৯. হানাফি এবং বিশুদ্ধ মতানুসারে শাফেয়ি মাজহাবে উত্তেজনার শর্তে শ্মশ্রুবিহীন বালক নারীর হুকুমে। (রাদ্দুল মুহতার ৫/২৩৩, তুহফাতুল মুহতাজ ৭/১৯০; আলমাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ৬/১৫৩)

৯২০. সহিহ বুখারি: ৬২৬৩, সুনানে তিরমিজি: ২৭৩০।

৯২১. সহিহ বুখারি: ৪৪১৮, সহিহ মুসলিম: ২৭৬৯।

৯২২. সুনানে আবু দাউদ: ৫২১৩, মুসনাদে আহমাদ ৩/২১২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৬৬৫) হজরত বারা বিন আজিব রাদি. বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ، إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا.

অর্থ: দুজন মুসলিম পরস্পর মিলিত হয়ে মুসাফাহা করলে উভয়ে আলাদা হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।[৯২৩]

(৬৬৬) হজরত আনাস বিন মালিক রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَلرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيْقَهُ، أَيَنْحَنِيْ لَهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ، وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

অর্থ: জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের কেউ তার ভাই কিংবা বন্ধুর সাথে দেখা করলে তার সামনে কি ঝুঁকে পড়বে? তিনি বললেন, না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, তাহলে কি গলাগলি করবে এবং চুমো দিবে? বললেন, না। সে পুনরায় বলল, তাহলে কি তার হাত ধরে মুসাফাহা করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[৯২৪] –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।[৯২৫] এ বিষয়ে আরো অনেক হাদিস রয়েছে।

(৬৬৭) হজরত আতা বিন আবদুল্লাহ খুরাসানি রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

تَصَافَحُوْا يَذْهَبِ الْغِلُّ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوْا، وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ.

অর্থ: তোমরা পরস্পর মুসাফাহা কর; প্রতিহিংসা দূর হবে। পরস্পর হাদিয়া বিনিময় কর; ভালোবাসা সৃষ্টি হবে এবং শত্রুতা বিদূরিত হবে।[৯২৬] –ইমাম নববি রহ. বলেন, এটি মুরসাল হাদিস।

জ্ঞাতব্য, প্রত্যেক সাক্ষাতেই মুসাফাহা করা মুস্তাহাব। পক্ষান্তরে মানুষ ফজর ও আসরের নামাজের পরে মুসাফাহার যে অভ্যাস গড়ে তুলেছে– শরিয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই। তবে এতে কোনো সমস্যাও নেই।[৯২৭] কেননা

---

৯২৩. সুনানে আবু দাউদ: ৫২১২, সুনানে তিরমিজি: ২৭২৭, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৭০৩।
৯২৪. সুনানে তিরমিজি: ২৭২৮, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৭০২।
৯২৫. সুনানে তিরমিজি: ২৭২৮, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৭০২।
৯২৬. মুয়াত্তা মালেক ২/৯০৮।
৯২৭. ইবনে আবিদিন শামি রহ. একে মাকরুহ বলেছেন। (রাদ্দুল মুহতার ৯/৫৪৭)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মুসাফাহা মূলত সুন্নাত। তাছাড়া তারা কোনো কোনো সময় মুসাফাহার ব্যাপারে উদগ্রীব থাকা আর অধিকাংশ সময় তা থেকে বিরত থাকার কারণে তা শরিয়ত-সম্মত মুসাফাহা থেকে বের হয়ে যায় না।

শায়খ ইমাম আবু মুহাম্মাদ বিন আবদুস সালাম রহ. স্বীয় 'আলকাওয়ায়েদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন– বিদআত পাঁচ প্রকার: ওয়াজিব, হারাম, মাকরুহ, মুস্তাহাব এবং মুবাহ। পরে তিনি বলেন, মুবাহ বিদআতের মধ্য থেকে: ফজর ও আসরের পরে মুসাফাহা করা। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।[৯২৮]

ইমাম নববি রহ. বলেন, শ্মশ্রুবিহীন সুদর্শন বালকের সাথে মুসাফাহা করা থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা শ্মশ্রুবিহীন সুদর্শন বালকের দিকে তাকানো হারাম– এ কথা আমরা পূর্বের পরিচ্ছেদেও আলোচনা করেছি। আমাদের উলামায়ে কেরাম বলেছেন, যার দিকে তাকানো হারাম তাকে স্পর্শ করাও হারাম। বরং স্পর্শ করা আরো মারাত্মক গুরুতর। কেননা বিবাহ, ক্রয়-বিক্রয় কিংবা গ্রহণ-দানে অপরিচিতা নারীর দিকে তাকানো জায়েজ আছে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তাকে স্পর্শ করা বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

মুসাফাহার সময় হর্ষোৎফুল্লতা ও দুআ করা মুস্তাহাব

মুসাফাহার সময় হাস্যোজ্জল চেহারায় থাকা এবং একে অপরের জন্য মাগফিরাত ইত্যাদির দুআ করা মুস্তাহাব।

(৬৬৮) হজরত আবু জর রাদি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন–

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَيْقٍ.

অর্থ: তুমি কোনো পুণ্যের কাজকে তুচ্ছজ্ঞান কর না। যদিও তুমি তোমার (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে হর্ষোৎফুল্লে সাক্ষাৎ করে থাক (অর্থাৎ হাসি মুখে সাক্ষাৎ করাও পুণ্যের কাজ)।[৯২৯]

(৬৬৯) হজরত বারা বিন আজিব রাদি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

---

৯২৮. আলকাওয়ায়েদ ২/৩৩৭-৩৩৯।

৯২৯. সহিহ মুসলিম: ২৬২৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

إِنَّ الْمُسْلِمَيْنِ إِذَا الْتَقَيَا فَتَصَافَحَا وَتَكَاشَرَا بِوُدٍّ وَنَصِيحَةٍ تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا بَيْنَهُمَا.

অর্থ: যখন দুজন মুসলমান পরস্পর সাক্ষাৎ করে মুসাফাহা করে এবং পরস্পর ভালোবাসা ও উপদেশ বিনিময় করে, তখন তাদের উভয়ের গুনাহ ঝরে পড়ে।[৯৩০] –অন্য বর্ণনায় এসেছে–

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللهَ تَعَالَىٰ وَاسْتَغْفَرَا، غَفَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا.

অর্থ: যখন দুজন মুসলমান সাক্ষাৎ করতঃ মুসাফাহা করে, আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে; আল্লাহ তাআলা তাদের উভয়কে ক্ষমা করে দেন।[৯৩১]

(৬৭০) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَا مِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِيْ اللهِ، يَسْتَقْبِلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيُصَافِحَهُ، فَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لَمْ يَتَفَرَّقَا حَتَّىٰ تُغْفَرَ ذُنُوْبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَمَا تَأَخَّرَ.

অর্থ: দুজন বান্দা যারা আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাসে, যখন তারা মিলিত হয়ে মুসাফাহা করে এবং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করে, পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের আগপিছের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[৯৩২]

(৬৭১) হজরত আনাস রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

مَا أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ رَجُلٍ فَفَارَقَهُ حَتَّىٰ قَالَ: اَللّٰهُمَّ آتِنَا فِيْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

---

৯৩০. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ১৯৫।
৯৩১. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ১৯৩।
৯৩২. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ১৯৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ব্যক্তির হাত ধরে এই দুআ না বলা পর্যন্ত বিচ্ছেদ হতেন না। দুআটি হল–

اَللّٰهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনয়া হাসানাতান, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতান, ওয়া কিনা আজাবান্নার।

অর্থঃ হে পরওয়ারদিগার, আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।[৯৩৩]

কারো সম্মানার্থে পিঠ বাঁকানো সর্বাবস্থায় মাকরুহ

কারো সামনে পিঠ ঝুকানো সর্বাবস্থায় মাকরুহ। এই বক্তব্যের স্বপক্ষের দলিল পূর্বের দুই পরিচ্ছেদে হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আছে গেছে যে, সে কি তার জন্য ঝোঁকবে? নবিজি বলেছেন, না। হাদিসটি হাসান, যেমনটা আমরা উল্লেখ করেছি। এর বিপক্ষে কোনো হাদিস আসেনি, তাই এর বিরোধিতার সুযোগ নেই।

আলেম, বুজুর্গ বা নেককার ব্যক্তিত্বেরকে গণহারে এমনটা করতে দেখে ধোঁকাগ্রস্থ হবেন না। কেননা, অনুসরণ তো হবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। আল্লাহ পাক বলেছেন–

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

অর্থঃ রাসুল তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে فَلْيَحْذَرِনিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক।[৯৩৪] অন্যত্র ইরশাদ করেন–

الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

অর্থঃ সুতরাং যারা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের এ ভয় হওয়া উচিত যে, তাদের ওপর কোনো বিপদ এসে পড়বে কিংবা তাদের ওপর কোনো যন্ত্রণাময় আজাব নাজিল হবে।[৯৩৫]

---

৯৩৩. হে আল্লাহ, ইহকাল-পরকালে আমাদেরকে কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদেরকে হেফাজত কর। আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহঃ ২০৪।

৯৩৪. সুরা হাশরঃ ৭।

৯৩৫. সুরা নুরঃ ৬৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমরা ইতিপূর্বে জানাযা অধ্যায়ে হজরত ফুজাইল বিন ইয়াজ রাদি. থেকে বর্ণনা করেছি, যার সারর্মম এরকম: তুমি সরল পথের অনুসরণ কর, হকপন্থীদের স্বল্পতা যেন তোমার ক্ষতি সাধন করতে না পারে। আর ভ্রষ্টতার পথ থেকে বেঁচে থাক এবং ধ্বংসপ্রাপ্তদের আধিক্যতায় প্রতারিত হবে না। আল্লাহ তাআলাই তাওফিকদাতা।

বুজুর্গ, পিতা-মাতা এবং ঘনিষ্ঠতম কারো আগমনে দাঁড়ানো মুস্তাহাব

বস্তুতঃ আগন্তুক ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে সম্মান জানানো আমাদের দৃষ্টিতে মুস্তাহাব।[৯৩৬] ঐ ব্যক্তিকে, যার মাঝে রয়েছে বাহ্যিক শ্রেষ্ঠত্ব; জ্ঞান, যোগ্যতা, মর্যাদা, কর্তৃত্ব, জন্মদাতা কিংবা সমবয়স্ক ঘনিষ্ঠতার মধ্য থেকে। আর এই দাঁড়ানো হবে শ্রদ্ধা, সমীহ ও সম্মান-প্রদর্শনের জন্য, প্রদর্শন ও অহমিকার জন্য নয়। আমরা যেটাকে গ্রহণ করেছি, সালাফ-খালাফেরও আমল এমনই ছিল। আমি এ বিষয়ে একটি পুস্তক সঙ্কলন করেছি, যাতে এ সংক্রান্ত হাদিস, আসার এবং সালাফের বক্তব্য ও আমল উল্লেখ করেছি।[৯৩৭] এর বিপরীত বক্তব্যও উল্লেখ করতঃ সুস্পষ্ট উত্তরও প্রদান করেছি। অতএব, যার কাছে এ বিষয়ে কোনো জটিলতা ও সংশয় দেখা দিবে এবং পুস্তিকা অধ্যয়ন করতে আগ্রহী, তার ব্যাপারে আমি আশাবাদী ইনশাআল্লাহ, তার সব জটিলতা ও সংশয় নিরসন হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

সমীহ ও শ্রদ্ধার সাথে নেককারদের সাক্ষাতে যাওয়া মুস্তাহাব

নেককার, ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন কিংবা প্রতিবেশীর সাক্ষাতে যাওয়া মুস্তাহাব। তাদের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন, শ্রদ্ধা ও তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনও মুস্তাহাব। আর তাদের অবস্থা, মর্যাদা ও অবসরের ভিন্নতায় এতে স্তর-বিন্যাস রয়েছে। তবে সাক্ষাৎ যেন এমনভাবে না হয় যা তারা অপছন্দ করে। যে সময় তারা সাক্ষাতে আগ্রহী ও স্বতঃস্ফুর্ত থাকেন, সে সময় সাক্ষাৎ করা

---

৯৩৬. আগন্তুকের জন্য দাঁড়ানো: অহংকার, গৌরব ও সুখ্যাতির লক্ষ্যে হলে নিষেধ। সম্মান-প্রদর্শনের লক্ষ্যে হলে বৈধ। আর পিতা-মাতা এবং হাকেমের সম্মানার্থে দাঁড়ানো সর্বাবস্থায় জায়েজ, কেননা এটা শরিয়তে কাঙ্ক্ষিত। (আলমাওসুআতুল ফিকহিয়্যা ৩৪/১১৪)

৯৩৭. পুস্তিকাটির নাম: আত তারখিসু ফিল ইকরামি বিল কিয়াম লিজাভিল ফাজলি ওয়াল মাজিয়্যাতি মিন আহলিল ইসলাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচিত। এ সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ বহু হাদিস ও আসার বিদ্যমান। তন্মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠতর হাদিস হল–

(৬৭২) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِيْ قَرْيَةٍ أُخْرٰى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلٰى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتٰى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: أُرِيْدُ أَخًا لِيْ فِيْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ: فَإِنِّي رَسُوْلُ اللهِ، إِلَيْكَ بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيْهِ.

অর্থ: এক ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাক্ষাতের জন্য অন্য এক এলাকায় গেল। আল্লাহ তাআলা তার জন্য পথিমধ্যে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করলেন। অতঃপর ফেরেশতা এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করেছ? সে বলল, আমি এ এলাকায় আমার এক ভাইয়ের সাথে দেখা করার জন্য যেতে চাই। ফেরেশতা বললেন, তার কাছে কি তোমার কোনো আবেদন আছে, যা তুমি আরো প্রবৃদ্ধি করতে চাও? সে বলল, না। আমি তো শুধু আল্লাহর জন্যই তাকে ভালোবাসি। ফেরেশতা বললেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে (তার দূত হয়ে) তোমাকে অবহিত করার জন্য এসেছি যে, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন, যেমনটা তুমি তোমার ভাইকে তারই সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ভালোবাস।[৯৩৮]

(৬৭৩) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ عَادَ مَرِيْضًا، أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ، ؛ نَادَاهُ مُنَادٍ :أَنْ طِبْتَ، وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا.

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি হাসিলের আশায় কোনো অসুস্থ লোককে দেখতে যায় অথবা নিজের ধর্মীয় ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়। একজন ঘোষক (ফেরেশতা) তাকে ডেকে বলতে থাকেন– কল্যাণময়

৯৩৮. সহিহ মুসলিম: ২৫৬৭, মুসনাদে আহমাদ ২/২৯২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তোমার জীবন, কল্যাণময় তোমার এই পথ চলা। তুমি তো জান্নাতে একটি বাসস্থান নির্দিষ্ট করে নিলে।[৯৩৯]

নেককার সাথীকে সাক্ষাতের আহ্বান এবং আগের তুলনায় বেশি আসার নিমন্ত্রণ করা মুস্তাহাব

(৬৭৪) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জিবরিল আলাইহিস সালামকে বললেন–

مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُوْرَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا؟ فَنَزَلَتْ :وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا .

অর্থ: আপনি আমার সাথে যতবার সাক্ষাৎ করেন তার চেয়ে অধিক সাক্ষাৎ করতে সমস্যা কী? তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়: আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ছাড়া অবতরণ করি না, যা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে সবই তারই।[৯৪০]

হাঁচিদাতার উত্তর প্রদান এবং মুখব্যাদান করা

(৬৭৫) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. হতে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ، فَحَقٌّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا قَالَ: هَا. ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ.

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা হাঁচিকে পছন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন। যদি তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে اَلْحَمْدُ لِلّٰه (আলহাদুলিল্লাহ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য) বলে, তবে প্রত্যেক মুসলিম শ্রোতাকে তার জবাবে يَرْحَمُكَ اللّٰه (ইয়ারহামুকাল্লাহ: আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন) বলা উচিত। আর মুখব্যাদান করা শয়তানের তরফ থেকে। কাজেই

---

৯৩৯. সুনানে তিরমিজি: ২০০৮, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৪৪৩।

৯৪০. সুরা মরিয়ম: ৬৪। সহিহ বুখারি: ৪৭৩১, সুনানে তিরমিজি: ৩১৫৭, মুসনাদে আহমাদ ১/২৩১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তোমাদের কেউ মুখব্যাদান করলে সে যেন তা যথাসম্ভব রোধ করে। কেননা, কেউ মুখব্যাদান করলে শয়তান তাকে নিয়ে হাসে।[৯৪১]

ইমাম নববি রহ. বলেন, উলামায়ে কেরাম বলেছেন, এর মর্মার্থ হল– হাঁচি আসার কারণগুলো ভালো, এতে করে শরীর হালকা হয়, যা মিক্চার ও খাদ্যের স্বল্পতার ওপর প্রমাণ বহন করে। এটি একটি পছন্দনীয় বিষয়। কেননা, এটি কাম উদ্দীপনা হ্রাস করে ও আনুগত্যকে সহজ করে তোলে। পক্ষান্তরে হাই তোলা এর বিপরীত। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

(৬৭৬) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. হতে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلِ :الْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوْهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللّٰهُ. فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللّٰهُ. فَلْيَقُلْ: يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ أَيْ شَأْنَكُمْ.

অর্থ: যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তি হাঁচি দেয়, সে যেন اَلْحَمْدُ لِلّٰه (আলহাদুলিল্লাহ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য) বলে। আর তার ভাই অথবা সাথী যেন يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (ইয়ারহামুকাল্লাহ: আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন) বলে। সে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলার পর হাঁচিদাতা বলবে– يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম: আল্লাহ তোমাদেরকে সরল পথে প্রদর্শন করুন এবং তোমাদের অবস্থা সংশোধন করুন)।[৯৪২]

(৬৭৭) হজরত আনাস বিন মালিক রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ، فَقَالَ الَّذِيْ لَمْ يُشَمِّتْهُ: عَطَسَ فُلَانٌ فَشَمَّتَّهُ، وَعَطَسْتُ أَنَا فَلَمْ تُشَمِّتْنِيْ. قَالَ: إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللّٰهَ، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللّٰهَ.

---

৯৪১. সহিহ বুখারি: ৬২২৬, সহিহ মুসলিম: ২৯৯৪, সুনানে আবু দাউদ: ৫০২৮, সুনানে তিরমিজি: ৩৭০, মুসনাদে আহমাদ ২/২৬৫,আমাল: ২১৪, নাসাঈ।

৯৪২. সহিহ বুখারি: ৬২২৪, সুনানে আবু দাউদ: ৫০২৩, আমাল: ২৩২, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ ২/৩৫৩, আমাল: ২৫৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: একবার নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দুই ব্যক্তি হাঁচি দিলেন। তিনি একজনের হাঁচির জবাব দিলেন এবং অপরজনের দিলেন না। যার হাঁচির জবাব দেননি সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি তার হাঁচির জবাব দিলেন, অথচ আমার হাঁচির জবাব দিলেন না? বললেন, সে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলেছে, কিন্তু তুমি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলনি।[৯৪৩]

(৬৭৮) হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি–

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُوْهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلَا تُشَمِّتُوْهُ.

অর্থ: তোমাদের কেউ যদি হাঁচি দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করে, তাহলে তার হাঁচির উত্তর দিবে। আর যদি আল্লাহর প্রশংসা না করে তবে তোমরাও তার হাঁচির উত্তর দিবে না।[৯৪৪]

(৬৭৯) হজরত বারা বিন আজিব রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِيْ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাতটি কাজের নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং সাতটি কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। রোগী পরিদর্শন করতে, জানাযার সঙ্গে চলতে, হাঁচিদাতাকে দুআ করতে, দাওয়াতকারীর দাওয়াত কবুল করতে, সালামের জবাব দিতে, মাজলুমের সাহায্য করতে এবং (শপথকারীর) শপথ পূরণ করতে আমাদের আদেশ দিয়েছেন।[৯৪৫]

(৬৮০) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

---

৯৪৩. সহিহ বুখারি: ৬২২৫, সহিহ মুসলিম: ২৯৯১, সুনানে আবু দাউদ: ৫০৩৯, সুনানে তিরমিজি: ২৭৪৩, আমাল: ২২২, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ ৩/১০০, আমাল: ২৪৮।

৯৪৪. সহিহ মুসলিম: ২৯৯২, মুসনাদে আহমাদ ৪/৪১২।

৯৪৫. সহিহ বুখারি: ৬২২২, সহিহ মুসলিম: ২০৬৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ.

অর্থ: এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের হক পাঁচটি: সালামের জবাব দেয়া, রোগী পরিদর্শন করা, জানাযার অনুসরণ করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচিদাতাকে কল্যাণের দুআ করা।[৯৪৬] –সহিহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে–

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ.

অর্থ: মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের হক ছয়টি: কারো সাথে দেখা হলে তাকে সালাম দিবে, তোমাকে দাওয়াত করলে কবুল করবে, সে তোমার নিকট উপদেশ চাইলে তুমি তাকে উপদেশ দিবে, সে হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ্ বললে তার জন্য দুআ করবে, সে পীড়িত হলে পরিদর্শনে যাবে এবং সে মৃত্যুবরণ করলে জানাযায় অংশ নিবে।[৯৪৭]

হাঁচিদাতা কী বলবে, কোন শব্দে তাকে দুআ করা হবে: সংশ্লিষ্ট ফিকহি মতানৈক্য

উলামায়ে কেরাম সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, হাঁচিদাতার জন্য হাঁচির পরে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদুলিল্লাহ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য) বলা মুস্তাহাব। যদি সে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন: সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য) বলে তাহলে সেটি হবে উত্তম। আর যদি বলে: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ (আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল: সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য) তাহলে সেটি হবে সর্বোত্তম।

---

৯৪৬. সহিহ বুখারি: ১২৪০, সহিহ মুসলিম: ২১৬২, সুনানে আবু দাউদ: ৫০৩০, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৪৩৫, মুসনাদে আহমাদ ২/৩৩২, আমাল: ২১০, সুনানে তিরমিজি: ২৭৩৮, আমাল: ৫৩, নাসাঈ।

৯৪৭. সহিহ মুসলিম ৫/২১৬২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৬৮১) হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে সহিহ সনদে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ :الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ، وَلْيَقُلْ أَخُوْهُ أَوْ صَاحِبُهُ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ، وَيَقُوْلُ هُوَ: يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

অর্থ: তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে তাকে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ (আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল: সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য) বলা উচিত। তার ভাই অথবা সাথী বলবে– يَرْحَمُكَ اللّٰه (ইয়ারহামুকাল্লাহ: আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন)। আর হাঁচিদাতা পুনরায় বলবে– يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম: আল্লাহ তোমাদেরকে সরল পথে প্রদর্শন করুন এবং তোমাদের অবস্থা সংশোধন করুন)।[৯৪৮]

(৬৮২) হজরত নাফে রহ. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ، .قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَنَا أَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ، ، وَلَيْسَ هٰكَذَا عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَّمَنَا أَنْ نَقُوْلَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ .

অর্থ: জনৈক ব্যক্তি হজরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার পাশে হাঁচি দিয়ে বলল– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ، (আলহামদুলিল্লাহি ওয়াসসালামু আলা রাসুলিল্লাহ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত এবং তার রাসুলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)। ইবনে উমর রাদি. বললেন, আমিও তো বলি– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ، (আলহামদুলিল্লাহি ওয়াসসালামু আলা রাসুলিল্লাহ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত এবং তার রাসুলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক), কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এরকম বলতে

---

৯৪৮. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৩৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

শিখাননি, বরং আমাদেরকে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ (আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল: সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা) বলতে শিখিয়েছেন।[৯৪৯]

ইমাম নববি রহ. বলেন, যারাই হাঁচিদাতাকে "আলহামদুলিল্লাহ" বলতে শুনবে, তার জন্য يَرْحَمُكَ اللّٰه (ইয়ারহামুকাল্লাহ: আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন), يَرْحَمُكُمُ اللّٰه (ইয়ারহামুকুমুল্লাহ: আল্লাহ আপনাদের প্রতি দয়া করুন) رَحِمَكَ اللّٰه (রাহিমাকাল্লাহ: আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন) কিংবা رَحِمَكُمُ اللّٰه (রহিমাকুমুল্লাহ: আল্লাহ আপনাদের প্রতি দয়া করুন) বলা মুস্তাহাব। অতঃপর হাঁচিদাতার জন্য يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম: আল্লাহ তোমাদেরকে সরল পথে প্রদর্শন করুন এবং তোমাদের অবস্থা সংশোধন করুন) কিংবা يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ (ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম: আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করুন) বলা মুস্তাহাব।

(৬৮৩) হজরত নাফে রাদি. থেকে বর্ণিত, ইবনে উমর রাদি. বলেন–

إِذَا عَطَسَ، فَقِيلَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللّٰهُ. قَالَ: يَرْحَمُنَا اللّٰهُ وَإِيَّاكُمْ، وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ.

অর্থ: কারো হাঁচির জবাবে يَرْحَمُكَ اللّٰه (ইয়ারহামুকাল্লাহ: আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন) বলা হলে হাঁচিদাতা যেন বলে– يَرْحَمُنَا اللّٰه وَإِيَّكُمْ وَ يَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ (ইয়ারহামুনাল্লাহু ওয়া ইয়্যাকুম ওয়া ইয়াগফিরু লানা ওয়ালাকুম: আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের প্রতি দয়া করুন। আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন।[৯৫০] –উল্লিখিত সবই সুন্নাহ, কোনোটিই ওয়াজিব নয়।

আমাদের উলমায়ে কেরাম বলেন, اَلتَّشْمِيْتُ অর্থাৎ হাঁচির জবাবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা সুন্নাতে কেফায়া। উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বললে সবার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যাবে। তবে

৯৪৯. সুনানে তিরমিজি: ২৭৩৯, মুসতাদরাকে হাকেম ৪/২৬৬।
৯৫০. মুয়াত্তা মালেক ২/৯৬৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সকলে বলা উত্তম। পূর্বোল্লিখিত সহিহ হাদিসে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর বাহ্যিক অর্থের আবেদনের কারণে: যেই মুসলমান হাঁচিদাতার "আলহামদুলিল্লাহ" বলা শুনবে তার জবাবে তাকে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা উচিত।[৯৫১]

পূর্বোল্লেখ হাঁচিদাতার জবাবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা মুস্তাহাব– এটাই আমাদের মাজহাব। ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহুর অনুসারী আলেমগণ এটা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন।[৯৫২] কাজি আবদুল ওয়াহহাব বলেন, "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা সুন্নাত। জামাতের তরফে একজনের বলা বাকিদের জন্য যথেষ্ট। আমাদের মাজহাবের মতো। আর ইবনে মুজাঈন বলেন, প্রত্যেকের জন্যই "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা আবশ্যক। একে ইবনে আরাবি মালেকি গ্রহণ করেছেন।[৯৫৩]

হাঁচিদাতা আলহামদুলিল্লাহ না বললে তার উত্তর দেয়া যাবে না

হাঁচিদাতা "আলহামদুলিল্লাহ" না বললে তার উত্তর দেয়া হবে না। পূর্বোল্লেখ হাদিসের কারণে। আর "আলহামদুলিল্লাহ", "ইয়ারহামুকাল্লাহ" এবং পুনঃজবাবে আওয়াজ এতটা উঁচু করবে, যাতে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি শুনতে পায়।[৯৫৪]

হাঁচিদাতা আলহামদুলিল্লাহ শব্দ ছাড়া ভিন্ন শব্দ বললে উত্তর দিতে নেই

যদি হাঁচিদাতা "আলহামদুলিল্লাহ" ব্যতীত ভিন্ন কোনো শব্দ বলে, তাহলে সে জবাব পাওয়ার উপযুক্ত নয়।

(৬৮৪) সাহাবি সালিম বিন উবাইদ আশজাঈ রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

---

৯৫১. সহিহ বুখারি: ৬২২৬।

৯৫২. আমাদের হানাফি মাজহাবে হাঁচিদাতার জবাবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা ওয়াজিব। (আলমাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ১২/২৭)

৯৫৩. আরিজাতুল আহওয়াজি ৫/৩৭৭।

৯৫৪. হাঁচিদাতা ভুলবশতঃ "আলহামদুলিল্লাহ" না বললে উপস্থিতিরা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া মুস্তাহাব। । (আলমাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ১২/২৭)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْكَ وَعَلٰى أُمِّكَ. ثُمَّ قَالَ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْمَدِ اللهَ تَعَالٰى، فَذَكَرَ بَعْضَ الْمَحَامِدِ، وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ :يَرْحَمُكَ اللهُ، وَلْيَرُدَّ - يَعْنِيْ عَلَيْهِمْ - يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ.

অর্থ: একদা আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে বলল, আসসালামু আলাইকুম (আমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'ওয়া আলাইকা ওয়া আলা উম্মিকা (তোমার ওপর এবং তোমার মায়ের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) তারপর বললেন: তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে তাকে আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। (অতঃপর কিছু প্রশংসা উল্লেখ করেন) নিকটবর্তীদের "ইয়ারহামুকাল্লাহ" (আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন) বলা উচিত। আর হাঁচিদাতা তাদের জবাবে বলবে– ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম (আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন)।[৯৫৫]

নামাজে হাঁচিদাতার ব্যাপারে ফকিহদের মতানৈক্য

নামাজের ভিতরে হাঁচি দিলে মনে মনে "আলহামদুলিল্লাহ" বলা মুস্তাহাব এবং এমন আওয়াজে বলবে, যেন নিজে শুনতে পায়। এটি আমাদের মাজহাব।[৯৫৬] এ বিষয়ে ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহুর অনুসারীদের তিনটি মত রয়েছে: **এক.** আমাদের মতের অনুরূপ। ইবনুল আরাবি একে পছন্দ

---

৯৫৫. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৩১, সুনানে তিরমিজি: ২৭৪০, মাওয়ারিদ: ১৯৪৮, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২২৫, নাসাঈ, মুসতাদরাকে হাকেম ৪/২৬৭।

৯৫৬. আমরা হানাফিদের দৃষ্টিতে নামাজে হাঁচি আসলে "আলহামদুলিল্লাহ" বলা জরুরি নয়। তবে যদি যবান না নাড়িয়ে মনে মনে "আলহামদুলিল্লাহ" বলে এবং মনে মনেই এর জবাব দেয় অর্থাৎ এভাবে বলে– يَرْحَمُكَ اللهُ يَا نَفْسِيْ- ইয়ারহামুকাল্লাহু ইয়া নাফসি (আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন হে আমার আত্মা) তাহলে নামাজ বাতিল হবে না। (আলমাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ১২/২৭)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

করেছেন। **দুই.** মনে মনে "আলহামদুলিল্লাহ" বলবে। **তিন.** উচ্চস্বরে কিংবা মনে মনেও "আলহামদুলিল্লাহ" বলবে না। বলেছেন ইমাম সুহনুন রহ.।[৯৫৭]

হাঁচির সময় মুখে হাত অথবা কাপড় রাখা সুন্নাত

হাঁচি আসলে মুখে হাত, কাপড় ইত্যাদি রাখা এবং আওয়াজ ক্ষীণ করা সুন্নাত।

(৬৮৫) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيْهِ، وَخَفَضَ - أَوْ غَضَّ - بِهَا صَوْتَهُ.

অর্থঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাঁচি আসলে হাত বা কাপড় মুখে রাখতেন এবং আওয়াজ নিচু করতেন।[৯৫৮] –ইমাম তিরমিজি একে হাসান সহিহ বলেছেন।

(৬৮৬) হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের রাদি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلتَّثَاؤُبُ الرَّفِيْعُ وَالْعَطْسَةُ الشَّدِيْدَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা হাই তোলা ও হাঁচির উচ্চ আওয়াজ অপছন্দ করেন।[৯৫৯]

(৬৮৭) হজরত উম্মে সালামা রাদি. থেকে বর্ণিত, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكْرَهُ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالتَّثَاؤُبِ وَالْعُطَاسِ.

অর্থঃ উচ্চ আওয়াজের হাই এবং বিকট শব্দের হাঁচি শয়তানের তরফে।[৯৬০]

---

৯৫৭. আরিজাতুল আহওয়াজি ৫/৩৭৮।

৯৫৮. সুনানে আবু দাউদঃ ৫০২৯, সুনানে তিরমিজিঃ ২৭৪৫, মুসনাদে আহমাদ ২/৪৩৯, মুসতাদরাকে হাকেম ৪/২৬৪।

৯৫৯. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহঃ ২৬৭।

৯৬০. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহঃ ২৬৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বারবার হাঁচিদাতার জবাব

যদি কেউ বারবার হাঁচি দেয়, তাহলে তিনবার পর্যন্ত তার জবাবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা সুন্নাত।

(৬৮৮) হজরত সালামা বিন আকওয়া রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ. ثُمَّ عَطَسَ أُخْرٰى، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الرَّجُلُ مَزْكُوْمٌ.

অর্থ: এক লোক নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাঁচি দেয়ার পর তিনি তাকে বলেছেন, আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন। অতঃপর সে পুনরায় হাঁচি দিলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে সর্দিগ্রস্ত। এটি সহিহ মুসলিমের শব্দ।[৯৬১] –পক্ষান্তরে ইমাম আবু দাউদ এবং তিরমিজি রহ. তারা হাদিসটিকে এভাবে উল্লেখ করেছেন, সালামা বিন আকওয়া বলেন–

عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا شَاهِدٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَرْحَمُكَ اللهُ. ثُمَّ عَطَسَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هٰذَا رَجُلٌ مَزْكُوْمٌ.

অর্থ: জনৈক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাঁচি দিল। আমিও তখন উপস্থিত ছিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন। অতঃপর সে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার হাঁচি দিলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন। এ লোকটি সর্দিতে আক্রান্ত।[৯৬২]

(৬৮৯) হজরত উবাইদ বিন রিফাআ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

---

৯৬১. সহিহ মুসলিম: ২৯৯৩, সুনানে আবু দাউদ: ৫০৩৭, সুনানে তিরমিজি: ২৭৪৪, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২২৩, না.।

৯৬২. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৩৭, সুনানে তিরমিজি: ২৭৪৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا، فَإِنْ زَادَ فَإِنْ شِئْتَ فَشَمِّتْهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا.

অর্থ: হাঁচিদাতার উত্তর তিনবার দিবে। এরপরও যদি সে হাঁচি দিতে থাকে, তবে তোমার ইচ্ছা; উত্তর দিতেও পারবে, নাও দিতে পারবে।[৯৬৩] এই বর্ণনা দুর্বল। ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি গারিব।

(৬৯০) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. হতে বর্ণিত, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيُشَمِّتْهُ جَلِيْسُهُ، وَإِنْ زَادَ عَلٰى ثَلَاثَةٍ فَهُوَ مَزْكُوْمٌ، وَلَا يُشَمَّتُ بَعْدَ ثَلَاثٍ.

অর্থ: তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে তার সাথী যেন তার জবাব দেয়। যদি সে তিনবারের অধিক হাঁচি দেয়, তাহলে সে সর্দিগ্রস্ত। ফলে তিনবারের পরে আর উত্তর দিবে না।[৯৬৪]

উলামায়ে কেরাম এক্ষেত্রে মতভেদ করেছেন। ইবনুল আরাবি বলেন– কেউ বলেছেন, দ্বিতীয়বার হাঁচি দিলে বলা হবে, তুমি সর্দিতে আক্রান্ত। কেউ বলেন, তৃতীয় বার হাঁচি দিলে বলা হবে। কেউবা চতুর্থবারের কথা বলেছেন। বিশুদ্ধতম মত হল, তৃতীয়বার হাঁচি দিলে বলা হবে। তিনি আরো বলেন, এর অর্থ দাঁড়ায়, এরপর আপনার উত্তরে দুআ-বাক্য বলা হবে না। কেননা, এটা আপনার সর্দি ও অসুস্থতা, শরীরের প্রশমন নয়।

যদি বলা হয় হাঁচিদাতা যদি অসুস্থই হয়, তাহলে তো তার জন্য দুআ করা এবং তার জবাব দেয়া উচিত। কেননা, অন্যদের চেয়ে সে দুআ পাওয়ার অধিক উপযুক্ত? উত্তর: তার জন্য দুআ করা মুস্তাহাব, তবে হাঁচির জবাবের জন্য নির্ধারিত দুআ ব্যতীত অন্য দুআ, বরং একজন মুসলমান অপর মুসলমানের সুস্থতা ও নিরাপত্তা ইত্যাদি কামনায় দুআ করতে হবে। সেটা হাঁচির জবাবে দুআর অধ্যায়ভুক্ত হবে না।[৯৬৫]

---

৯৬৩. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৩৬, সুনানে তিরমিজি: ২৭৪৪।

৯৬৪. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২৫১।

৯৬৫. আরিজাতুল আহওয়াজি ৫/৩৭৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ না বলা অথবা বললেও কেউ শুনেনি কিংবা কেউ শুনেছে

কেউ হাঁচি দিয়ে "আলহামদুলিল্লাহ" না বললে তার উত্তর দেয়া হবে না– বিষয়টি আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। অনুরূপভাবে কেউ "আলহামদুলিল্লাহ" বলেছে ঠিক, কিন্তু কেউ শুনতে পায়নি, তবুও তার উত্তর দেয়া হবে না। যদি একদলের মধ্য থেকে কিছু লোক শুনে থাকে, তাহলে পছন্দনীয় মত হল: শ্রোতারাই উত্তর দিবেন, বাকিরা নয়।

ইবনুল আরাবি সেসব লোকদের হাঁচির উত্তর দেয়া প্রসঙ্গে মতানৈক্য উল্লেখ করেছেন, যারা হাঁচিদাতাকে "আলহামদুলিল্লাহ" বলতে শুনেননি, কিন্তু সাথীকে "ইয়ারবামুকাল্লাহ" বলতে শুনেছেন। কেউ বলেন, সে উক্ত ব্যক্তির হাঁচির উত্তর দিবে। কেননা, সে অন্যের "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা দ্বারা তার হাঁচি দেয়া ও "আলহামদুলিল্লাহ" বলা সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। কেউ বলেন, না। কেননা সে তাকে "আলহামদুলিল্লাহ" বলতে শুনেনি।[৯৬৬]

জ্ঞাতব্য, যদি কোনো ব্যক্তি "আলহামদুলিল্লাহ" একেবারেই না বলে, তাহলে তার কাছে থাকা ব্যক্তির জন্য তাকে আল্লাহর প্রশংসার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া মুস্তাহাব। এটাই পছন্দনীয় মত। ইমাম খাত্তাবির "মাআলিমুস সুনান" এ ইমাম ইবরাহিম নাখায়ি থেকে বর্ণিত আছে– এমনটা করা উপদেশ প্রদান, সৎ কাজের আদেশদান এবং নেকি ও পরহেজগারির কাজে পারস্পরিক সহায়তার অন্তর্ভুক্ত।[৯৬৭] ইবনুল আরাবি বলেন, এমনটি করতে যাবে না; বরং মনে করবে, অজ্ঞতাবশতঃ বলেনি। নববি বলেন, তার এই ধারণা সঠিক নয়, বরং স্মরণ করিয়ে দেয়াই মুস্তাহাব। যেমনটা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

কোনো ইহুদি হাঁচি দিলে করণীয়

(৬৯১) সহিহ সনদে হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كَانَ الْيَهُوْدُ يَتَعَاطَسُوْنَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ يَرْجُوْنَ أَنْ يَقُوْلَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللهُ، فَيَقُوْلُ: يَهْدِيْكُمُ اللهُ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

৯৬৬. আরিজাতুল আহওয়াজি ৫/৩৭৮।
৯৬৭. মাআলিমুস সুনান ৫/২৯২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: ইহুদিরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই আশায় ইচ্ছাকৃতভাবে হাঁচি দিত যে, তিনি তাদের হাঁচির জবাবে يَرْحَمُكُمُ اللهُ (ইয়ারহামুকুমুল্লাহ: আল্লাহ আপনাদের প্রতি দয়া করুন) বলবেন। বিপরীতে তারা বলবে: يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম: আল্লাহ তোমাদেরকে সরল পথে প্রদর্শন করুন এবং তোমাদের অবস্থা সংশোধন করুন)[৯৬৮] ইমাম তিরমিজি বলেন, এই হাদিস হাসান সহিহ।

আলোচনাকালে পাশে কেউ হাঁচি দিলে করণীয়

হজরত আবু হুরায়রা রাদি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا مَنْ حَدَّثَ حَدِيْثاً فَعَطَسَ عِنْدَهُ فَهُوَ حَقٌّ.

অর্থ: আলোচনাকালে পাশে কেউ হাঁচি দিলে (এবং আলহামদুলিল্লাহ বললে) সে উত্তর পাওয়ার অধিকার রাখে।[৯৬৯] –হাদিসের একজন বর্ণনাকারী বাকিয়্যাহ বিন ওয়ালিদ ছাড়া বাকি সবাই নির্ভরযোগ্য। বাকিয়্যাহ: বিরোধপূর্ণ বর্ণনাকারী। অধিকাংশ হাফেজে হাদিস ও ইমামদের কাছে সিরিয়াবাসী থেকে তার রেওয়ায়েত গ্রহণীয়। তিনি এই হাদিস মুআবিয়া বিন ইয়াহিয়া শামি থেকে বর্ণনা করেছেন।

যথাসম্ভব হাই প্রতিহত করা সুন্নাত এবং মুখে হাত রাখা মুস্তাহাব

হাই তোলার সময় সাধ্যমত তা প্রতিহত করা সুন্নাত। পূর্বোল্লিখিত সহিহ হাদিসের কারণে। এ সময় মুখে হাত রাখাও সুন্নাত।

(৬৯২) হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ

৯৬৮. সুনানে আবু দাউদ: ৫০৩৮, সুনানে তিরমিজি: ২৭৪০, মুসনাদে আহমাদ ৪/৪০০, আলআদাব: ৯৪০, আমাল: ২৩২, আমাল: ২৬২, মুসতাদরাকে হাকেম ৪/২৬৮।

৯৬৯. মুসনাদে আবু ইয়ালা: ৬৩৫২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: তোমাদের কারো হাই এলে হাত মুখে চেপে ধরবে। কেননা এ সময় শয়তান প্রবেশ করে।[৯৭০] –ইমাম নববি রহ. বলেন, হাই তোলা নামাজে আসুক বা বাইরে– সর্বাবস্থায় মুখে হাত রাখা মুস্তাহাব। অবশ্য নামাজির জন্য নামাজে বিনা প্রয়োজনে মুখে হাত রাখা মাকরুহ। তবে প্রয়োজনে যেমন হাই ইত্যাদি প্রতিহতকরণে হলে কোনো সমস্যা নেই। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

অন্যের প্রশংসা করা

জ্ঞাতব্য, মানুষের স্তুতি গাওয়া ও গুণগান করা এটি কখনো প্রশংসিত ব্যক্তির সামনাসামনি হয়, কখনো আবার তার অনুপস্থিতিতে হয়। ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে প্রশংসা করাতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে প্রশংসাকারী যদি প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করে এবং মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তাহলে উক্ত প্রশংসা মিথ্যাশ্রিত হওয়ার কারণে হারাম, স্রেফ প্রশংসার কারণে নয়। এই প্রশংসা তখন মুস্তাহাব, যখন তা মিথ্যাশ্রিত হবে না, এতে কল্যাণ নিহিত থাকবে এবং তা প্রশংসিত ব্যক্তিকে আত্মগর্বে পতিত করার আশঙ্কা থাকবে না।

ব্যক্তির সামনাসামনি প্রশংসা করা: কিছু হাদিস বৈধ ও মুস্তাহাব বলে, আবার কিছু হাদিস নিষিদ্ধের দাবী রাখে। উলামায়ে কেরাম বলেন, বিরোধপূর্ণ এই হাদিসসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধনে বলা হবে: যদি প্রশংসিত ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমান, পরিচ্ছন্ন বিশ্বাস, আত্মশুদ্ধি এবং পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হয় যে, আত্মগর্বে লিপ্ত হবে না, বিমোহিত হবে না এবং আত্মপ্রবঞ্চনায়ও লিপ্ত হবে না; তাহলে তার উপস্থিতিতে প্রশংসা করা না হারাম, না মাকরুহ। আর যদি তার ব্যাপারে উক্ত বিষয়ের কোনো একটির আশঙ্কা থাকে, তাহলে তার প্রশংসা করা গুরুতর মাকরুহ।

নিষিদ্ধের কিছু হাদিস

(৬৯৩) হজরত মিকদাদ রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَعَمَدَ الْمِقْدَادُ ، فَجَثَا عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، فَجَعَلَ يَحْثُوْ فِيْ وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ

৯৭০. সহিহ মুসলিম ৫৭/২৯৯৫। শয়তান প্রবেশ করে: অর্থাৎ অলসতা সৃষ্টি হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِيْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ.

অর্থ: এক লোক উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর (সামনে) প্রশংসা করতে লাগলে হজরত মিকদাদ রাদি. জানু পেতে বসলেন (কারণ তিনি ছিলেন মোটা মানুষ) এবং প্রশংসাকারীর মুখে পাথরকুচি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। উসমান রাদি. তাকে বললেন, তোমার কী হল হে মিকদাদ? উত্তরে তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা (সামনাসামনি) অতিমাত্রায় প্রশংসাকারীদেরকে দেখলে তাদের চেহারায় মাটি নিক্ষেপ করবে।[৯৭১]

(৬৯৪) হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. থেকে বর্ণিত–

سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُثْنِيْ عَلَىٰ رَجُلٍ وَيُطْرِيْهِ فِيْ مَدْحِهِ، فَقَالَ: أَهْلَكْتُمْ - أَوْ قَطَعْتُمْ -ظَهْرَ الرَّجُلِ.

অর্থ: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির অতিমাত্রায় প্রশংসা করতে শুনে বললেন, তোমরা ধ্বংস করে দিলে কিংবা (বলেছেন,) তোমরা লোকটির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেললে।[৯৭২]

(৬৯৫) হজরত আবু বাকরা রাদি. হতে বর্ণিত–

أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وَيْحَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ - يَقُوْلُهُ مِرَارًا - إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ : أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا. إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَحَسِيْبُهُ اللهُ، وَلَا يُزَكِّيْ عَلَىٰ اللهِ، أَحَدًا.

অর্থ: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে এক ব্যক্তির আলোচনা হলে এক লোক তার প্রশংসা করল। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আফসোস তোমার জন্য! তুমি তোমার সাথীর গলা কেটে ফেললে।

---

৯৭১. সহিহ মুসলিম: ৩০০২, সুনানে আবু দাউদ: ৪৮০৪, সুনানে তিরমিজি: ৪৩৯৫, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৭৪২।

৯৭২. সহিহ বুখারি: ২৬৬৩, সহিহ মুসলিম: ৩০০১, মুসনাদে আহমাদ ৪/৪১২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এ কথা তিনি কয়েকবার বললেন। (তারপর বললেন:) যদি তোমাদের কাউকে প্রশংসা করতেই হয়, তবে বলবে: আমি তার ব্যাপারে এমন এমন ধারণা পোষণ করি, যদি সে তাকে এমন ভাবে। তার প্রকৃত হিসাবকারী হলেন আল্লাহ তাআলা। আল্লাহর তুলনায় কেউ কারো সঠিক প্রশংসা করতে পারে না।[৯৭৩]

প্রশংসা বৈধতার কিছু হাদিস

প্রশংসা বৈধতার হাদিস অসংখ্য, তন্মধ্য থেকে কয়েকটি নিম্নরূপ:

১. সহিহ হাদিসে বর্ণিত, হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا؟

অর্থ: হে আবু বকর! ঐ দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা আল্লাহ যাদের তৃতীয় জন?[৯৭৪]

২. অন্য হাদিসে এসেছে– (لَسْتَ مِنْهُمْ) **অর্থ:** হে আবু বকর! তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও, অর্থাৎ যারা অহঙ্কারবশে পরিধেয় বস্ত্র মাটিতে হেঁচড়িয়ে চলে, তুমি তাদের মতো নও।[৯৭৫]

৩. অন্য হাদিসে এসেছে–

يَا أَبَا بَكْرٍ، لَا تَبْكِ، إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِيْ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُوْ بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِيْ خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا.

অর্থ: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে আবু বকর! তুমি কাঁদবে না। নিজের সাহচর্য ও সম্পদ দিয়ে যিনি আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি হলেন আবু বকর। যদি আমি কোনো উম্মাতকে

---

৯৭৩. সহিহ বুখারি: ৬০৬১, সহিহ মুসলিম: ৩০০০, সুনানে আবু দাউদ: ৪৮০৫, মুসনাদে আহমাদ ৫/৪১, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৭৪৪, আমাল: ২৩৯, নাসাঈ।

৯৭৪. সহিহ বুখারি: ৩৬৫৩, সহিহ মুসলিম: ২৩৮১।

৯৭৫. সহিহ বুখারি: ৬০৬২, সুনানে আবু দাউদ: ৪০৮৫, সুনানে সুগরা ৮/২০৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

খলিল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) রূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকে গ্রহণ করতাম।[৯৭৬]

৪. অন্য হাদিসে এসেছে–

أَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ.

অর্থ: হে আবু বকর! আমি আশা করি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ যাদেরকে জান্নাতের সব দরজা থেকে প্রবেশের জন্য ডাকা হবে।[৯৭৭]

৫. অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে:

اِئْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ.

অর্থ: তাকে (আবু বকর) ভিতরে আসার অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।[৯৭৮]

৬. অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اُثْبُتْ أُحُدُ؛ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدَانِ.

অর্থ: হে উহুদ! থেমে যাও। তোমার বুকে একজন নবি, একজন সিদ্দিক এবং দুজন শহিদ দণ্ডায়মান।[৯৭৯]

৭. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন–

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فرَأَيْتُ قَصْرًا، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالَ :لِعُمَرَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بِأَبِيْ وَأُمِّي يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَعَلَيْكَ أَغَارُ؟

---

৯৭৬. সহিহ বুখারি: ৪৬৬, সহিহ মুসলিম: ২৩৮২। আল্লাহর নৈকট্যশীলরা যতই আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেন, দুনিয়ার প্রতি তাদের ঘৃণা ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর নবিগণ হলেন আল্লাহর সবচেয়ে বেশি অন্তরঙ্গ, আবার এই হাদিস ওফাতের আগমূহুর্তের। তাই এমনি বলেছেন। অন্যথায় আবু বকর নবিজির সুখে-দুঃখের বন্ধু ছিলেন।

৯৭৭. সহিহ বুখারি: ১৮৯৭, সহিহ মুসলিম: ১০২৭।

৯৭৮. সহিহ বুখারি: ৩৬৭৪, সহিহ মুসলিম: ২৪০৩।

৯৭৯. সহিহ বুখারি: ৩৬৭৫, সুনানে আবু দাউদ: ৪৬৫১, সুনানে তিরমিজি: ৩৬৯৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আমি জান্নাতে প্রবেশ করে একটি প্রাসাদ দেখতে পেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম: এই প্রাসাদটি কার? তারা জানালেন: উমরের। আমি এতে প্রবেশ করে দেখার ইচ্ছা করলাম, তখন তোমার (উমর) আত্মসম্মানবোধের কথা মনে পড়ে গেল। উমর রাদি. বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর উৎসর্গ হোক হে আল্লাহর রাসুল! আপনার কাছেও কি আত্মসম্মানবোধ দেখাতে পারি?[৯৮০]

৮. আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ

অর্থ: হে উমর! তুমি যে পথে চল, শয়তান কখনও সে পথে চলে না; বরং সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে।[৯৮১]

৯. অন্য হাদিসে এসেছে–

اَئْذَنَ لِعُثْمَانَ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ.

অর্থ: উসমানের জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।[৯৮২]

১০. অন্য হাদিসে রয়েছে, নবিজি হজরত আলিকে বলেছেন–

أَنْتَ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْكَ.

অর্থ: তুমি আমার এবং আমি তোমার।[৯৮৩]

১১. অন্য হাদিসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আলিকে বলেন–

أَمَا تَرْضٰى أَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوسٰى؟

অর্থ: তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, যেভাবে হজরত হারুন আলাইহিস সালাম হজরত মুসা আলাইহিস সালামের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন, তুমিও আমার স্থলাভিষিক্ত।[৯৮৪]

---

৯৮০. সহিহ বুখারি: ৩৬৭৯, সহিহ মুসলিম: ২৩৯৪।
৯৮১. সহিহ বুখারি: ৩২৯৪, সহিহ মুসলিম: ২৩৯৬।
৯৮২. সহিহ বুখারি: ৩৬৭৪, সহিহ মুসলিম: ২৪০৩।
৯৮৩. সহিহ বুখারি: ২৬৯৯, সহিহ ইবনে হিব্বান: ৪৮৭৩, সুনানে তিরমিজি: ৩৭১৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

১২. অন্য হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন–

سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ.

অর্থ: মেরাজের রাতে আমি জান্নাতে তোমার পাদুকার আওয়াজ শুনেছি।[৯৮৫]

১৩. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উবাই বিন কাবকে বলেছেন–

لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ.

অর্থ: হে আবুল মুনজির! তোমার জ্ঞান উপকারী হোক।[৯৮৬]

১৪. অন্য হাদিসে নবিজি আবদুল্লাহ বিন সালামকে বলেছেন–

أَنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوْتَ.

অর্থ: তুমি আমৃত্যু ইসলামের ওপর অবিচল থাকবে।[৯৮৭]

১৫. অন্য হাদিসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারি সাহাবিকে বলেন–

ضَحِكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ - أَوْ عَجِبَ - مِنْ فَعَالِكُمَا.

অর্থ: আল্লাহ তাআলা তোমাদের (দম্পতির) গত রাতের কাণ্ড দেখে হেসে দিয়েছেন কিংবা বলেছেন খুশি হয়েছেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ)।[৯৮৮]

১৬. অন্য হাদিসে এসেছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারি সাহাবিদেরকে বললেন–

أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ.

অর্থ: তোমরা আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় মানুষ।[৯৮৯]

---

৯৮৪. সহিহ বুখারি: ৩৭০৬, সহিহ মুসলিম ৩১/২৪০৪।
৯৮৫. সহিহ বুখারি: ১১৪৯, সহিহ মুসলিম: ২৪৫৮।
৯৮৬. সহিহ মুসলিম: ৮১০, মুসতাদরাকে হাকেম ৩/৪০৪, সুনানে আবু দাউদ: ১৪৬০।
৯৮৭. সহিহ বুখারি: ৩৮১৩, সহিহ মুসলিম ১৪৮/২৪৮৪।
৯৮৮. সহিহ বুখারি: ৩৭৯৮, সহিহ মুসলিম: ২০৫৪।
৯৮৯. সহিহ বুখারি: ৩৭৮৫, সহিহ মুসলিম: ২৫০৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

১৭. অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, নবিজি আবদুল কায়েস বংশের প্রতিনিধি দলের নেতা আশাজ্জকে বলেছিলেন–

إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ، وَالْأَنَاةُ.

অর্থ: তোমার মাঝে এমন দুটি মহৎ গুণ আছে, যা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন: সহিষ্ণুতা ও ধীরতা।[৯৯০]

ইমাম নববি রহ. বলেন, ব্যক্তির সামনাসামনি প্রশংসার বৈধতা সংক্রান্ত উপরোল্লিখিত প্রতিটি হাদিসই সহিহ হিসাবে প্রসিদ্ধ। এ কারণে এগুলোর নকলকারী ও কিতাবের নাম উল্লেখ করিনি। এছাড়াও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তির সামনে তার প্রশংসা করেছেন এমন নজির অহরহ আছে। অপরদিকে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন এবং পরবর্তী উলামায়ে কেরাম ও অনুসরণীয় ইমামগণ-কর্তৃক ব্যক্তির সামনাসামনি প্রশংসা করার দৃষ্টান্ত: গণনাতীত। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

ইমাম আবু হামিদ গাজালি রহ. স্বীয় "ইহয়াউ উলুমিদ্দিন" গ্রন্থের জাকাত অধ্যায়ের শেষদিকে (১/২২৯) উল্লেখ করেন– সাদাকাহ গ্রহীতার জন্য পর্যবেক্ষণ করা উচিত: দানকারী যদি প্রশংসা কুড়ানো ও সুখ্যাতির আশা রাখে গ্রহণকারী সাদাকার বিষয়টি গোপন রাখবে। কেননা তার প্রাপ্যেও পরিশোধ হল, তাকে জুলুমের ওপর সাহায্য না করা। আর দানকারীকর্তৃক কৃতজ্ঞতা তলব করা জুলুম। যদি সাদাকাহকারীর বিষয়ে জানা যায় যে, সে প্রশংসা কুড়ানো ও লৌকিকতা পছন্দ করে না এবং এর আশাবাদীও নয়, তাহলে দানগ্রহীতার জন্য তার কৃতজ্ঞতা আদায় করা এবং দানের বিষয়টি প্রকাশ করা উচিত। হজরত সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন, যে ব্যক্তি নিজেকে অনুধাবন করল, মানুষের প্রশংসা করায় তার যায় আসে না।

ইমাম আবু হামিদ গাজালি আরো বলেন– আত্মপর্যবেক্ষক ব্যক্তিকে এই তাৎপর্যের সূক্ষ্মতার প্রতি দৃষ্টি রাখা চাই। কেননা, এই সূক্ষ্মতার প্রতি অবহেলার সাথে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল; শয়তানের হাসির পাত্র। অধিক ক্লান্তি ও স্বল্প উপকারের কারণ। এ ধরনের জ্ঞানের ব্যাপারে বলা হয়েছে– আধ্যাত্মিকতার একটি মাসআলা শেখা এক বছরের (নফল) ইবাদতের চেয়ে

---

৯৯০. সহিহ মুসলিম ১৭/২৫, সহিহ ইবনে হিব্বান: ৭২০৪, সুনানে তিরমিজি: ২০১১, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪১৮৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উত্তম। কেননা, এই জ্ঞানের মাধ্যমে জীবনের ইবাদত প্রাণলাভ করে। আর এ সম্পর্কে অজ্ঞতা দ্বারা সারা জীবনের ইবাদত মৃত ও অকেজো হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তাওফিকদাতা।

আত্মপ্রশংসা ও নিজের উত্তম গুণের আলোচনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ.

অর্থ: সুতরাং তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র মনে কর না।[৯৯১]

জ্ঞাতব্য, নিজের ভালো গুণগান প্রকাশ করা দুই প্রকার: নিন্দিত এবং নন্দিত। অহঙ্কার প্রদর্শন, নিজের বড়ত্ব প্রকাশ এবং সমকালীনদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে ফুটিয়ে তুলতে আত্মপ্রশংসা করা নিন্দিত। আর দীনি স্বার্থে করা নন্দিত। এটা এভাবে যে, সে সৎ কাজের আদেশদাতা, অসৎ কাজ থেকে বারণকারী, কল্যাণকামী, কল্যাণের দিকে ইঙ্গিতবাহী, শিক্ষাদাতা, শিষ্টাচার শিক্ষাদাতা, ধর্মপ্রচারক, উপদেশদাতা, দুজনের মধ্যে পারস্পরিক সন্ধি স্থাপনকারী, নিজেকে অনিষ্ট থেকে হেফাজতকারী অথবা এরকম অন্য কিছু হওয়ার কারণে নিজের উত্তম কীর্তন উল্লেখ করল। এই নিয়তে যে, যাতে হয় এটা তার কথার গ্রহণযোগ্যতা এবং তার আলোচনার নির্ভরতার মাধ্যম। অথবা আমি যে কথা বলছি, তা তোমরা অন্যদের কাছে পাবে না। অতএব, একে সংরক্ষণ কর ইত্যাদি। এ অর্থে অগণিত অধ্যাদেশ বিদ্যমান। যেমন–

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: আমি নবি, মিথ্যাবাদী নই।[৯৯২] কেয়ামাতের দিন আমি সকল আদম-সন্তানের সরদার হব।[৯৯৩] কেয়ামতের দিন আমিই সর্বপ্রথম জমি বিদীর্ণ হয়ে পুনরুত্থিত হব।[৯৯৪] তোমাদের চেয়ে আমিই আল্লাহকে বেশি জানি ও অধিক ভয় করি।[৯৯৫] আমি আমার রবের

---

৯৯১. সুরা নাজম: ৩২।

৯৯২. সহিহ বুখারি: ২৮৬৪, সহিহ মুসলিম: ১৭৭৬।

৯৯৩. সহিহ মুসলিম: ২২৭৮, সুনানে আবু দাউদ: ৪৬৭৩, সুনানে তিরমিজি-:৩১৪৮, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪৩০৮।

৯৯৪. সহিহ বুখারি: ২৪১২, সহিহ মুসলিম: ২২৭৮।

৯৯৫. সহিহ বুখারি: ২০, সহিহ মুসলিম: ২৩৫৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

পক্ষ হতে পানাহার করা অবস্থায় রাত অতিবাহিত করি।[৯৯৬] –এ জাতীয় আরো অনেক হাদিস বিদ্যমান।

নবি হজরত ইউসুফ আ. বলেছিলেন–

اِجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ.

অর্থ: আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত, আমি অধিক জ্ঞানবান।[৯৯৭] –নবি হজরত শুআইব আ. বলেছিলেন–

سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

অর্থ: ইনশাআল্লাহ তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।[৯৯৮]

(৬৯৬) অবরুদ্ধকালে হজরত উসমান রাদি. বলেছিলেন–

أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ؟ فَجَهَّزْتُهُمْ.أَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَفَرَ بِئْرَ رُوْمَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ؟ فَحَفَرْتُهَا، فَصَدَّقُوْهُ بِمَا قَالَ.

অর্থ: আপনারা কি জানেন না যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তাবুকের যুদ্ধে সেনাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিবে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত। অতঃপর আমিই তা করে দেইনি?! আপনারা কি জানেন না যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রূমার কুপটি খনন করে দিবে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত। অতঃপর আমি তা খনন করে দেইনি?! অতঃপর সাহাবিগণ তার কথার সত্যায়ন করেন।[৯৯৯]

(৬৯৭) হজরত সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদি. থেকে বর্ণিত, যখন কুফাবাসী তাঁর ব্যাপারে খলিফা হজরত উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমীপে নালিশ করেছিল। তারা বলেছিল, তিনি ঠিকমত নামাজ আদায় করেন না। তখন তিনি বলেছিলেন–

---

৯৯৬. সহিহ বুখারি: ১৯৬৪, সহিহ মুসলিম: ১১০৫, মুসনাদে আহমাদ ২/৩৭৭।
৯৯৭. সুরা ইউসুফ: ৫৫।
৯৯৮. সুরা কাসাস: ২৭।
৯৯৯. সহিহ বুখারি: ২৭৭৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

وَاللهِ، إِنِّيْ لَأَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থ: আল্লাহর শপথ, আমিই আরবদের প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করেছে। আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থেকেই লড়াই করেছি....।[১০০০]

(৬৯৮) হজরত আলি রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

وَالَّذِيْ فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ.

অর্থ: সে সত্তার শপথ! যিনি বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম করেন এবং জীবকুল সৃষ্টি করেন, আমার সাথে নিরক্ষর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিশ্রুতি: আমাকে মুমিন ব্যক্তিই ভালোবাসবে এবং মুনাফিক ব্যক্তিই আমার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে।[১০০১]

(৬৯৯) হজরত আবু ওয়ায়েল হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

خَطَبَنَا عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ: وَاللهِ، لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْعًا وَسَبْعِيْنَ سُوْرَةً، وَ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللهِ، ، وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ. وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّيْ لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ .

অর্থ: একদা হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদি. আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি সত্তরের অধিক সুরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানি থেকে মুখস্থ করেছি। আল্লাহর কসম! অবশ্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিরা মনে করেন যে, আমি তাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব সম্বন্ধে অধিক জ্ঞাত; অথচ আমি তাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। যদি আমি এমন কারো ব্যাপারে অবগত

১০০০. সহিহ বুখারি: ৩৭২৮, সহিহ মুসলিম: ২৯৬৬।

১০০১. সহিহ মুসলিম: ৭৮, সুনানে তিরমিজি: ৩৭৩৭, সুনানে নাসাঈ ৮/১৮৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হতাম, যে আমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী, তাহলে আমি অবশ্যই (জ্ঞানার্জনে) তার দিকে রওনা করতাম।[১০০২]

(৭০০) হজরত ইবেন আব্বাস রাদি. হতে বর্ণিত–

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْبَدَنَةِ إِذَا أَزْحَفَتْ، فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيْرِ سَقَطْتَ - يَعْنِيْ نَفْسَهُ.

অর্থ: (মক্কায় কুরবানিকৃত) পশু পথিমধ্যে অচল হয়ে পড়লে কী করতে হবে? এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, তুমি উত্তমরূপে অবহিত ব্যক্তির নিকটই জিজ্ঞাসা করেছ। অর্থাৎ তিনি নিজেকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন। পরে বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদিস বর্ণনা করেছেন।[১০০৩] –এ জাতীয় আরো অনেক হাদিস রয়েছে, যার সবগুলোই উপরোল্লেখিত হাদিসের ওপর বহনযোগ্য। আল্লাহর কাছেই তাওফিক কামনা করি।

সংশ্লিষ্ট কতিপয় মাসআলা

আহ্বানকারীর ডাকে যা বলে সাড়া দেয়া মুস্তাহাব

কেউ আপনাকে আহ্বান করলে لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ (লাব্বাইক ওয়া সাদাইক: বান্দা হাজির, বান্দা এখানেই) অথবা শুধু "লাব্বাইক" বলে তার ডাকে সাড়া দেয়া মুস্তাহাব। আগন্তুক ব্যক্তিকে مَرْحَبًا (মারহাবা: খোশ আমদেদ বা স্বাগতম) বলা মুস্তাহাব। আর কেউ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করলে অথবা কারো মাঝে উত্তম কোনো গুণ পরিলক্ষিত হলে তাকে حَفِظَكَ اللهُ (হাফিজাকাল্লাহ: আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করুন) এবং جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا (জাজাকাল্লাহু খাইরান: আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন) বা এ জাতীয় কিছু বলা মুস্তাহাব। বিষয়টি বহু সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

জ্ঞান ও যোগ্যতায় মহান ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যা বলা উচিত

জ্ঞান-গরিমা ও গুণ-গরিমায় মহান ব্যক্তিকে جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ (জাআলানিয়াল্লাহু ফিদাকা: আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুক)

১০০২. সহিহ বুখারি: ৫০০০, সহিহ মুসলিম: ২৪৬২।

১০০৩. সহিহ মুসলিম: ১৩২৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অথবা فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ (ফিদাকা আবি ওয়া উম্মি: আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক) ইত্যাদি বলাতে কোনো অসুবিধা নেই। বিষয়টি বহু সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, আমি সংক্ষেপণের উদ্দেশ্যে এগুলো বিলুপ্ত করে দিয়েছি।

নারী বেগানা পুরুষের সাথে হবে রুক্ষভাষী

কোনো মহিলার যদি ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি যে সমস্ত ক্ষেত্রে গাইরে মাহরামের সাথে কথা বলার অবকাশ রয়েছে, সেখানে তাকে রুক্ষ ও পুরু কণ্ঠে কথা বলা উচিত; কোমলতা অবলম্বন করবে না। কেননা এতে উক্ত পুরুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আমাদের ইমাম আবুল হাসান ওয়াহিদি স্বীয় 'আলবাসিত' গ্রন্থে লিখেছেন– আমাদের উলামায়ে কেরাম বলেন, মহিলার জন্য গাইরে মাহরাম কারো সাথে কর্কশ কণ্ঠে কথা বলা মুস্তাহাব। কেননা এটা মানসিক অস্থিরতার অধিকতর দূরবর্তী। অনুরূপভাবে বিবাহ-সম্পর্কের ভিত্তিতে মাহরামের সাথেও কোমলতা পরিহার করে কথা বলা বিধেয়। আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আল্লাহ তাআলা নবি পত্নীদেরকে এ বিষয়ে তাগিদি নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ তারা উম্মাহর জন্য স্থায়ী হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন–

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ.

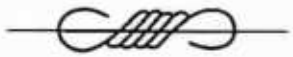
অর্থ: হে নবি পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বল না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে বসবে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে।[১০০৪]

ইমাম নববি বলেন, নারীর পুরু কণ্ঠে কথা বলার বিষয়ে ইমাম ওয়াহিদি যা বলেছেন, আমাদের অন্যান্য উলামায়ে কেরামও এমনই বলেছেন। আমাদের শায়খ ইবরাহিম মারওয়াজি বলেন, নারীর পুরু কণ্ঠে কথা বলার পদ্ধতি এরকম হবে যে, হাতের পৃষ্ঠদেশ মুখে রেখে কথার উত্তর প্রদান করবে। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

১০০৪. সুরা আহজাব: ৩২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এছাড়াও ওয়াহিদির বক্তব্য যে, এক্ষেত্রে বৈবাহিকসূত্রে মাহরাম বেগানা পুরুষের ন্যায়; দুর্বল এবং আমাদের উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে অপ্রসিদ্ধ একটি মত। কেননা, এমন ব্যক্তি দর্শন ও নির্জনের ক্ষেত্রে আত্মীয়-সম্বন্ধীয় মাহরামের মতো। বাকি রইল উম্মাহাতুল মুমিনিনের বিষয়, তো তারা স্রেফ বিবাহ হারাম হওয়া এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে মা। তাই তো তাদের মেয়েদের বিয়ে করা বৈধ ছিল।[১০০৫] আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।



১০০৫. পর্দার ক্ষেত্রে তারা বেগানা আওরতের মতো।



আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com



অধ্যায়- ১৬

বিবাহ ও সংযুক্ত আজকার

নিজের জন্য কিংবা অন্যের জন্য মেয়ে দেখতে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাবকারী ব্যক্তি কী বলবে

বিয়ের প্রস্তাবকারীর জন্য মুস্তাহাব এই যে, সে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণগান এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ বর্ষণের মাধ্যমে শুরু করবে এবং বলবে–

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

উচ্চারণ: আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ।

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কোনো সত্য মাবুদ নেই, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আর এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিশেষ বান্দা ও শেষ রাসুল। –অতঃপর বলবে, আমি তোমাদের অমুক মেয়ে দেখতে এসেছি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অথবা তোমাদের কন্যা অমুকের মেয়ে অমুককে দেখতে এসেছি। অথবা এ জাতীয় কিছু বলবে।

(৭০১) হজরত আবু হুরায়রা রাদি.-এর সূত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে–

অর্থ: যে, যে বস্তুর সূচনা আল্লাহর প্রশংসা ব্যতিরেকে হয়, তা হয় (অধিকতর) বরকতহীন।[১০০৬] –হাদিসটি হাসান।

(৭০২) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. এর সূত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে–

كُلُّ كَلَامٍ " وَفِيْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: كُلُّ أَمْرٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ فَهُوَ أَجْذَمُ.

অর্থ: যে খুতবায় তাশাহুদ থাকে না তা আঙ্গুলকাটা হাতের ন্যায় (অর্থাৎ অধিকতর বরকতহীন)[১০০৭] –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।

নিজের কিংবা অভিভাবকত্বে থাকা মেয়েদেরকে বিয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান ব্যক্তিদের সামনে পেশ করা মুস্তাহাব

(৭০৩) সহিহ বুখারিতে আছে–

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمَّا تُوُفِّيَ زَوْجُ بِنْتِهِ حَفْصَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَقِيْتُ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِيْ أَمْرِيْ. فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ لَقِيَنِيْ فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِيْ أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِيْ هَذَا. قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ.

অর্থ: হাফসা রাদি. এর স্বামীর মৃত্যুর পরে হজরত উমর বিন খাত্তাব রাদি. বললেন, আমি হজরত উসমানের সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তাঁর সামনে মেয়ে হাফসাকে উপস্থাপন করতঃ বলি, আপনি চাইলে আপনার সাথে মেয়ে

১০০৬. সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৪০, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৮৯৪।

১০০৭. সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৪১, সুনানে তিরমিজি: ১১০৬, সহিহ ইবনে হিব্বান: ৫৭৯, মুসনাদে আহমাদ ২/৩০৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হাফসাকে বিয়ে দিয়ে দেব। তিনি ভেবেচিন্তে জানাবেন বললেন। অতঃপর কিছুদিন অপেক্ষার পর সাক্ষাতে জানালেন, আমার কাছে এ অবস্থায় বিয়ে করা অনুচিত মনে হচ্ছে। হজরত বলেন, আমি পরে আবু বকর সিদ্দিক রাদি. এর সাথেও সাক্ষাৎ করতঃ বলি, আপনি চাইলে আপনার সাথে মেয়ে হাফসাকে বিয়ে দিয়ে দেব। হজরত আবু বকর চুপ রইলেন...। অতঃপর সম্পূর্ণ হাদিস বর্ণনা করলেন।[১০০৮]

বিয়ের আকদের সময় করণীয়

আকদের পূর্বে একটি খুতবা প্রদান করা মুস্তাহাব, যাতে পূর্বোল্লিখিত (তাশাহুদ) থাকবে এবং সেটার চেয়েও দীর্ঘ হবে। আকদ সম্পন্নকারী ব্যক্তি খুতবা প্রদান করুক বা অন্য কেউ। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ খুতবা হচ্ছে–

(৭০৪) সহিহ সনদে হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে 'খুতবাতুল হাজাহ' এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا، يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ، يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا.

উচ্চারণ: আলহামদুল্লিাহি নাসতায়িনুহু ওয়া নাসতাগফিরুহু, ওয়া নাউজুবিহি মিন শুরুরি আনফুসিনা, মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালাহু, ওয়া মান য়ুদলিলহু ফালা হাদিয়ালাহ। ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া

১০০৮. সহিহ বুখারি: ৪০০৫, সুনানে নাসাঈ ৬/৮৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ... (পরে কুরআনের তিনটি আয়াত)

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তারই কাছে সাহায্য কামনা করি, তারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই কাছে অন্তরের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করি। যাকে আল্লাহ হেদায়েত দেন তাকে কেউ ভ্রষ্ট করতে পারে না এবং যাকে ভ্রষ্ট করেন কেউ তাকে পথপ্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কোনো সত্য মাবুদ নেই, তার কোনো অংশীদার নেই। আর এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিশেষ বান্দা ও শেষ রাসুল। (আল্লাহ তাআলা বলেন,) হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তার থেকে তার জোড়াকে সৃষ্টি করেছেন এবং বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ এবং নারীকে। আর আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচনা করে থেকো। আর আত্মীয়তা থেকেও সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের নেগরান![১০০৯] হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, যেমন করে তাকে ভয় করা উচিত এবং মৃত্যু অবধি ইসলামের ওপর কায়েম থাকো।[১০১০] হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য-সঠিক কথা বল। তাহলে আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী শুধরে দিবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করে সে মহা সাফল্য অর্জন করল।[১০১১]

–এ হল সুনানে আবু দাউদের এক বর্ণনার শব্দ।[১০১২] আরেক বর্ণনায় وَرَسُوْلَهُ এর পরে অতিরিক্ত এসেছে–

أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ، وَلَا يَضُرُّ اللهُ شَيْئًا.

১০০৯. সুরা নিসা: ১। তরজমা: তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআন থেকে।

১০১০. সুরা আলে ইমরান: ১০২।

১০১১. সুরা আহজাব: ৭০, ৭১।

১০১২. সুনানে আবু দাউদ: ২১১৮, সুনানে তিরমিজি: ১১০৫, সুনানে নাসাঈ ৩/১০৪, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৮৯২, আমাল: ৪৮৮, নাসাঈ, আমাল: ৫৯৯, ই., মু. হাকেম ২/১৮২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আরসালাহু বিলহাক্কি বাশিরান ওয়া নাজিরা, বাইনা ইয়াদায়িস সাআহ। মান য়ুতিয়িল্লাহা ওয়া রাসুলাহু ফাকাদ রাশাদা, ওয়া মান ইয়াসিহিমা ফা ইন্নাহু লা ইয়াদুররু নাফসাহ। ওয়ালা ইয়াদুররুল্লাহা শাইআ।

অর্থ: আল্লাহ যাকে কেয়ামতপূর্বে সত্য ধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করল, নিশ্চয় সে সুপথপ্রাপ্ত হল। আর যে তাদের অবাধ্য হল, সে নিজেরই ক্ষতিসাধন করল; আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।[১০১৩]

আমাদের উলামায়ে কেরাম বলেন, সাথে সাথে এও বলা মুস্তাহাব–

أُزَوِّجُكَ عَلٰى مَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ، مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٍ بِإِحْسَانٍ.

অর্থ: আমি আল্লাহর নির্দেশ মাফিক তোমাকে বিয়ে দিচ্ছি; হয়ত সদ্ববহারের সাথে রাখবে অথবা উত্তমরূপে মুক্তি দিবে।

খুতবার সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَاةُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُوْصِيْ بِتَقْوَى اللهِ.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াস সালালাতু আলা রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা, উসি বি-তাকওয়াল্লাহ।

অর্থ: সমস্ত আল্লাহর জন্য এবং দরুদ বর্ষিত হোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। আমি আল্লাহকে ভয় করার ওসিয়ত করছি।

জেনে রাখুন, এই খুতবা প্রদান করা সুন্নাত। এর কোনোটিই না পড়লে উলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে বিয়ে সহিহ হয়ে যাবে। তবে দাউদ জাহেরি থেকে সহিহ না হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামরা তার মতানৈক্যকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন না এবং তার বিরোধিতায় ঐক্যমতও বিচ্ছিন্ন হয় না। আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।

বিশুদ্ধ মত অনুসারে স্বামী খুতবা প্রদান করবে না, বরং যখন অভিভাবক তাকে বলবে, আমি তোমাকে অমুক মেয়ের সাথে বিবাহ দিচ্ছি, তখন ত্বরিত

১০১৩. সুনানে তিরমিজি: ২১১৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সে বলবে- قَبِلْتُ تَزْوِيْجَهَا (কাবিলতু তাজবিযাহা: আমি তাকে বিয়ে করা কবুল করলাম)। চাইলে এও বলতে পারবে- قَبِلْتُ نِكَاحَهَا (কাবিলতু নিকাহাহা: আমি তার নিকাহ গ্রহণ করলাম)। যদি বলে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াস সালালাতু আলা রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ বর্ষিত হোক তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে ওপর) তবুও বিয়ে সহিহ হয়ে যাবে। এটি প্রস্তাব-গ্রহণের মাঝখানে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না। কেননা, এটি ক্ষুদ্র বিচ্ছদ। আকদের সাথে এর সম্পর্কও রয়েছে। আমাদের কেউ কেউ বিয়ে ফাসেদ হওয়ার কথা বলেছেন। আবার কেউ বলেন, ফাসেদ হবে না, তবে নবায়ন করা মুস্তাহাব। ইমাম নববি বলেন, পূর্বোল্লিখিত কথাই বিশুদ্ধ যে, নবায়ন করবে না। আর যদি নবায়ন করে ফেলে তাহলে বিয়ে ফাসেদ হবে না। আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।

আকদ সম্পন্নের পরে বিবাহিতকে কী বলা উচিত

তাকে এই দুআ করা সুন্নাহ-

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ.

উচ্চারণ: বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকা আলাইকা ওয়া যামাআ বাইনাকুমা ফি খাইর।

অর্থ: আল্লাহ পাক তোমাকে বরকত সমৃদ্ধ করুক, তোমার মাঝে বরকত দান করুক এবং তোমাদেরকে সুখময় জীবন-যাপনের তাওফিক দান করুক।
-দম্পতিকে একত্রে এভাবে বলা মুস্তাহাব-

بَارَكَ اللّٰهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا فِيْ صَاحِبِهِ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ.

উচ্চারণ: বারাকাল্লাহু লিকুল্লি ওয়াহিদিন মিনকুমা ফি সাহিবিহি, ওয়া যামাআ বাইনাকুমা ফি খাইর।

অর্থ: আল্লাহ তোমাদের পরস্পর চলার পথে বরকত দান করুক এবং তোমাদেরকে সুখময় জীবন যাপনের তাওফিক দান করুক।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৭০৫) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, যখন তিনি তাকে বিয়ের সংবাদ দিয়েছিলেন–

بَارَكَ اللهُ لَكَ.

উচ্চারণ: বারাকাল্লাহু লাক।

অর্থ: আল্লাহ পাক তোমাকে বরকত সমৃদ্ধ করুক।[১০১৪]

(৭০৬) সহিহ হাদিসে রয়েছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, যখন তিনি তাকে বিয়ের সংবাদ দিয়েছিলেন–

بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ.

উচ্চারণ: বারাকাল্লাহু আলাইক।

অর্থ: আল্লাহ পাক তোমাকে বরকত সমৃদ্ধ করুক।[১০১৫]

(৭০৭) সহিহ সনদে হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবদম্পতিকে উদ্দেশ্য করে এই দুআ করতেন–

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ.

উচ্চারণ: বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকা আলাইকা ওয়া যামাআ বাইনাকুমা ফি খাইর।

অর্থ: আল্লাহ পাক তোমাকে বরকত সমৃদ্ধ করুক, তোমার মাঝে বরকত দান করুক এবং তোমাদেরকে সুখময় জীবন-যাপনের তাওফিক দান করুক।[১০১৬]

যা বলা মাকরুহ

১০১৪. সহিহ বুখারি: ৫১৫৫, সহিহ মুসলিম: ১৪২৭, মুয়াত্তা মালেক ২/৫৪৫, সুনানে আবু দাউদ: ২১০৯, সুনানে তিরমিজি: ১০৯৪, সুনানে নাসাঈ ৬/১৩৭, আমাল: ২৬০, নাসাঈ, আমাল: ৬০১, ই.।

১০১৫. সহিহ বুখারি: ৫৩৬৭, সহিহ মুসলিম: ৭১৫।

১০১৬. সুনানে আবু দাউদ: ২১৩০, সুনানে তিরমিজি: ১০৯১, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৯০৫, মু. আহমাদ ২/৩৮১, আমাল: ২৫৯, না., আমাল: ৬০৪, ই., সহিহ ইবনে হিব্বান: ১২৮৪, মু. হাকেম ২/১৮৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তাকে بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِيْنَ (বিররিফা ওয়াল বানিন: মিল-মহব্বত ও সন্তানাদি হোক) বলা মাকরুহ। এটি মাকরুহ হওয়ার কারণ কিতাবের শেষদিকে 'যবানের হেফাজত' অধ্যায়ে আসছে, ইনশাআল্লাহ।

বাসর রাতে স্ত্রীকে ভিতরে দেয়ার পরে স্বামী কী বলবে

মুস্তাহাব হল, বিসমিল্লাহ বলে স্ত্রীর ললাটে ধরে বলবে–

بَارَكَ اللهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا فِيْ صَاحِبِهِ.

উচ্চারণ: বারাকাল্লাহু লিকুল্লি ওয়াহিদিন মিন্না ফি সাহিবিহি।

অর্থ: আল্লাহ পাক আমাদের উভয়ের পরস্পর বরকত দান করুক। –পাশাপাশি এও বলবে–

(৭০৮) আমর বিন শুআইব, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদার সূত্রে সহিহ সনদে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন– যখন তোমাদের কেউ কোনো নারীকে বিয়ে করে অথবা কোনো গোলাম ক্রয় করে, তখন যেন এই দুআ পাঠ করে–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা যাবালতাহা আলাইহ। ওয়া আউজবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা যাবালতাহা আলাইহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তার মঙ্গল ও যে মঙ্গলের ওপর তাকে সৃষ্টি করেছেন তা কামনা করি। তার অমঙ্গল থেকে এবং যে অমঙ্গলের ওপর তাকে সৃষ্টি করেছেন তা থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করি।– যদি উট ক্রয় করে তাহলে যেন কুঁজের উপরিভাগে ধরে এরকম বলে।[১০১৭]

বাসরের পরে স্বামীকে যা বলতে হয়

(৭০৯) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

১০১৭. সুনানে আবু দাউদ: ২১৬০, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৯১৮, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৬০০, ই., আমাল: ২৪০, না., মু. হাকেম ২/১৮৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

بَنٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَأَوْلَمَ بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ.. وَذُكِرَ الْحَدِيْثُ فِيْ صِفَةِ الْوَلِيْمَةِ وَكَثْرَةِ مَنْ دُعِيَ إِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ، . فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ بَارَكَ اللهُ لَكَ؟ فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ يَقُوْلُ لَهُنَّ كَمَا يَقُوْلُ لِعَائِشَةَ، وَيَقُلْنَ لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত যয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে বাসর যাপন করেন এবং রুটি-বুটি দিয়ে ভোজের (ওলিমা) আয়োজন করেন। অতঃপর ওলিমার বৈশিষ্টাবলী ও নিমন্ত্রিতদের আধিক্যতার বিবরণ দেন। অতঃপর বলেন, তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে হজরত আয়েশার কামরায় প্রবেশ করলেন এবং বললেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

উচ্চারণ: আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন। আসসালামু আলাইকুম আহলাল বাইতি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

অর্থ: শান্তি বর্ষিত হোক ঘরবাসীর প্রতি এবং নাজিল হোক আল্লাহর রহমত ও বরকত। –জবাবে আয়েশা রাদি. বললেন–

وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ.

উচ্চারণ: ওয়া আলাইকাস সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

অর্থ: আপনার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক এবং নাজিল হোক আল্লাহর রহমত। –নববধূকে কেমন পেয়েছেন? আল্লাহ পাক আপনার জন্য বরকত দান করুক। অতঃপর তিনি একে একে সমস্ত স্ত্রীদের কামরায় গমণ করলেন। তাদের সবাইকেও সালাম দিয়েছেন, যেমনটা হজরত আয়েশাকে দিয়েছেন। তারাও তাকে আয়েশার মতো জবাব দিয়েছেন।[১০১৮]

১০১৮. সহিহ বুখারি: ৪৭৯১, সহিহ মুসলিম: ১৪২৮, আমাল: ২৭১, না., আমাল: ৬১৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সহবাসের দুআ

(৭১০) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যদি তোমাদের কেউ স্ত্রী সঙ্গমের সময় এই দুআ পড়ে, অতঃপর তাদের জন্য কোনো সন্তানের ফয়সালা হয়, তাহলে শয়তান কখনো তার কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। দুআটি হল–

بِاسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা যান্নিবনাশ শাইতানা, ওয়া যান্নিবিশ শাইতানা মা রাজাকতানা।

অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করলাম। হে আল্লাহ, শয়তানকে আমাদের থেকে সরিয়ে রাখুন এবং শয়তানকে আমাদের ভাগ্য থেকেও দূরে রাখুন।[১০১৯]

স্ত্রীর সাথে কৌতুক করা, রসিকতা করা এবং স্নেহপরায়ণ আচরণ করা উচিত

(৭১১) হজরত জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত, আমাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেছেন–

تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ؟ قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا. قَالَ: هَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ ؟

অর্থ: তুমি কুমারী বিয়ে করেছ না অকুমারী? অকুমারী বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, কুমারী বিয়ে করলে তো তুমি তার সাথে রসিকতা করতে এবং সেও তোমাদের সাথে করত।[১০২০]

(৭১২) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَأَلْطَفُهُمْ لأَهْلِهِ.

অর্থ: পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার সে ব্যক্তি, যে তার পরিবারের সাথে উত্তম চরিত্রবান এবং সদয় ব্যবহারকারী।[১০২১]

১০১৯. সহিহ বুখারি: ১৪১, সহিহ মুসলিম: ৫১৬৫, সুনানে আবু দাউদ: ২১৬১, সুনানে তিরমিজি: ১৬৯২, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৯১৯, মুসনাদে আহমাদ ১/২১৭, আমাল: ২৬৬, না., আমাল: ৬০৮।
১০২০. সহিহ বুখারি: ২০৯৭, সহিহ মুসলিম: ৭১৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বৈবাহিকসূত্রে আত্মীয়দের সাথে স্বামীর আদব

স্বামীর জন্য মুস্তহাব এই যে, স্ত্রীর আত্মীয়ের কারো সাথে কথাবার্তায় এমন শব্দ ব্যবহার করবে না, যাতে থাকবে নারী-সহবাস, চুমো, আলিঙ্গন অথবা নারী-সম্ভোগ জাতীয় কোনো শব্দ অথবা এগুলো বুঝায় এমন পরোক্ষ কোনো শব্দ, কিংবা এগুলোর ওপর নির্দেশ করে এমন কোনো শব্দ অথবা বোধগম্য শব্দ।

(৭১৩) হজরত আলি রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ.

অর্থ: আমি অধিক মজির অধিকারী ছিলাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করতাম। কারণ, তার মেয়ে আমার বিবাহে আবদ্ধ। অতঃপর আমি হজরত মিকদাদকে জিজ্ঞাসা করতে বলি, তিনিই তাকে জিজ্ঞাসা করেন।[১০২২]

প্রসববেদনায় করণীয়

এমতবস্থায় বিপদাপদের দুআসমূহ বেশি বেশি পাঠ করা উচিত, যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

(৭১৪) হজরত ফাতেমা রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَنَا وِلَادَهَا أَمَرَ أُمَّ سَلْمَةَ وَزَيْنَبَ بِنْتَ جَحَشٍ أَنْ يَأْتِيَا فَيَقْرَآ عِنْدَهَا آيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَ (إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ..) إِلٰى آخر الآية [الاعراف: ٥٤] وَيَعُوْذَاهَا بِالْمُعَوَّذَتَيْنِ.

অর্থ: তার বাচ্চা প্রসবের সময় নিকটবর্তী হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালামা ও যয়নাব বিনতে জাহাশকে নির্দেশ দেন, যেন তারা আমার কাছে এসে আয়াতুল কুরসি ও إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ (সুরা আরাফ:

১০২১. সুনানে তিরমিজি: ২৬১৫, সুনানে নাসাঈ: ৯১০৯, মুসনাদে আহমাদ ৬/৪৭, মু. হাকেম ১/৫৩।
১০২২. সহিহ বুখারি: ১৩২, সহিহ মুসলিম: ৩০৩, মুয়াত্তা ১/৪০, সুনানে আবু দাউদ: ২০৬, সুনানে তিরমিজি: ১১৪, সুনানে নাসাঈ ১/৯৬-৯৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

৫৪) শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন এবং সুরা নাস ও ফালাক দ্বারা আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করেন।[১০২৩]

নবজাতকের কানে আজান দেয়া মুস্তাহাব

(৭১৫) নবিজির মুক্ত দাস হজরত আবু রাফে রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِيْ أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ.

অর্থ: আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসান বিন আলির কানে নামাজের আজান দিতে দেখেছি, যখন হজরত ফাতেমা তাকে জন্মদান করেন। –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।[১০২৪] আমাদের একদল উলামায়ে কেরাম বলেন, ডান কানে আজান দেয়া এবং বা কানে ইকামত দেয়া মুস্তাহাব।

(৭১৬) হজরত হুসাইন বিন আলি রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُوْدٌ فَأَذَّنَ فِيْ أُذُنِهِ الْيُمْنٰى، وَأَقَامَ فِيْ أُذُنِهِ الْيُسْرٰى لَمْ تَضُرُّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ.

অর্থ: যার কোনো শিশু জন্ম নিল এবং সে তার ডান কানে আজান দিল এবং বাম কানে ইকামত দিল, উম্মে সিবয়ান (নারী শয়তান) তার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না।[১০২৫]

তাহনিকের সময়ের দুআ

(৭১৮) সহিহ সনদে হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتٰى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُوْ لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ.

১০২৩. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৬২০।

১০২৪. সুনানে আবু দাউদ: ৫১০৫, সুনানে তিরমিজি: ১৫১৪, মু. আহমাদ ৬/৯, মু. হাকেম ৩/১৭৯।

১০২৫. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৬২৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শিশুদের নিয়ে আসা হত। তিনি তাদের জন্য দুআ করতেন এবং তাদেরকে তাহনিক[১০২৬] করে দিতেন। অন্য বর্ণনায় আছে– তাদের জন্য বরকতের দুআ করতেন।[১০২৭]

(৭১৮) হজরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، فَأَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ، فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ، فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فِيْ فِيْهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيْقُ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، ثُمَّ دَعَا لَهُ، وَبَرَّكَ عَلَيْهِ.

অর্থঃ মক্কায় থাকাবস্থায় আবদুল্লাহ বিন যুবায়েরের গর্ভধারণ হয়। অতঃপর মদিনায় হিজরতকালে কুবায় অবতরণ করি। সেখানে তার জন্ম হয়। আমি তাকে নিয়ে নবিজির খেদমতে উপস্থিত হই, তিনি তাকে কোলে নিলেন। তারপর খেজুর তলব করে চর্বণ করলেন, অতঃপর তার মুখে থুথু দিলেন। ফলে তার পেটে প্রথম যে বস্তু প্রবেশ করে, তা হল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থুথু। তারপর তাকে খেজুর দ্বারা তাহনিক করেন এবং তার জন্য বরকতের দুআ করেন।[১০২৮]

(৭১৯) হজরত আবু মুসা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

وُلِدَ لِيْ غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيْمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ.

অর্থঃ আমার এক পুত্র সন্তানের জন্ম হলে তাকে নিয়ে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হই। তিনি তার নাম রাখেন ইবরাহিম। তাকে খজুর দ্বারা তাহনিক করেন এবং তার জন্য বরকতের দুআও করেন।[১০২৯]

১০২৬. জন্মের পরে দুধপান করানোর আগে কোনো নেককার বুজুর্গ দ্বারা খেজুর ইত্যাদি ভালো করে চিবিয়ে শিশুর টাকরায় ঘষানো।

১০২৭. সুনানে আবু দাউদঃ ৫১০৬।

১০২৮. সহিহ বুখারিঃ ৩৯০৯, সহিহ মুসলিম ২১৪৬/২৫।

১০২৯. সহিহ বুখারিঃ ৫৪৬৭, সহিহ মুসলিমঃ ২১৪৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com



অধ্যায়- ১৭

নবজাতকের নামকরণ

জন্মের সপ্তম দিনে অথবা জন্মের দিনেই নবজাতকের নাম রাখা সুন্নাহ। তবে সপ্তম দিনে নামকরণ করা মুস্তাহাব।

(৭২০) হজরত আমর বিন শুআইব, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَوَضْعِ الْأَذَى عَنْهُ، وَالْعَقِّ.

অর্থ: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তম দিনে নবজাতকের নামকরণ করতে, মাথা মুণ্ডন করতে এবং আকিকা প্রদান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।[১০৩০]

১০৩০. সুনানে তিরমিজি: ২৮৩২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

(৭২১) হজরত সামুরা বিন জুনদুব রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنٍ بِعَقِيْقَتِهِ: يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّى.

অর্থ: প্রত্যেক নবজাতক আকিকার সাথে গচ্ছিত। সপ্তম দিনে তার তরফে আকিদা দেয়া হবে, মাথা মুণ্ডানো হবে এবং নাম রাখা হবে। –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।[১০৩১] –জন্মদিনে নাম রাখার বিষয়টি পূর্বের পরিচ্ছেদে হজরত আবু মুসার হাদিসে অতীত হয়েছে।

(৭২২) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ.

অর্থ: গতরাতে আমার এক সন্তান জন্মলাভ করেছে, তাকে আমার পিতা ইবরাহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে নামকরণ করেছি।[১০৩২]

(৭২৩) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

وُلِدَ لِأَبِيْ طَلْحَةَ غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَنَّكَهُ، وَسَمَّاهُ عَبْدُ اللهِ.

অর্থ: আবু তালহার এক শিশু জন্ম নিলে আমি তাকে নিয়ে নবিজির দরবারে উপস্থিত হই। নবিজি তার তাহনিক করলেন এবং নাম রাখলেন আবদুল্লাহ।[১০৩৩]

(৭২৪) হজরত সাহল বিন সাদ সাঈদি রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِيْ أُسَيْدٍ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ وُلِدَ، فَوَضَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ فَخِذِهِ وَأَبُوْ أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمَرَ أَبُوْ أُسَيْدٍ بِابْنِهِ، فَاحْتُمِلَ مِنْ عَلَىٰ

১০৩১. সুনানে আবু দাউদ: ২৮৩৭, সুনানে তিরমিজি: ১৫২২, সুনানে নাসাঈ ৭/১৬৬, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩১৬৫।

১০৩২. সহিহ মুসলিম: ২৩১৫, সুনানে আবু দাউদ: ৩১২৬।

১০৩৩. সহিহ বুখারি: ৫৪৭০, সহিহ মুসলিম ২১৪৪, সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৫১। ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

فَخِذِ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْلَبُوْهُ ، فَاسْتَفَاقَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ؟ فَقَالَ أَبُوْ أُسَيْدٍ: أَقْلَبْنَاهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، . فَقَالَ: مَا اسْمُهُ ؟ قَالَ: فُلَانٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ، . قَالَ: لَا، وَلَكِنِ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ. فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ.

অর্থ: মুনজির বিন আবু উসাইদের জন্ম হলে তাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিয়ে আসা হল। নবিজি তাকে রানে রাখলেন, আবু উসাইদ তখন বসা ছিলেন। অতঃপর নবিজি তার সামনে অন্য কাজে লিপ্ত হয়ে যান। আবু উসাইদ তার ছেলের কথা বললে উপস্থিত লোকেরা তাকে নবিজির রান থেকে উঠিয়ে আনেন। অতঃপর নবিজি তাকে স্মরণ করে জিজ্ঞাসা করলেন, বাচ্চাটি কোথায়? আবু উসাইদ বললেন, আমরা তাকে সরিয়ে এনেছি হে আল্লাহর রাসুল! জিজ্ঞাসা করলেন, তার নাম কী? বললেন, অমুক। নবিজি বললেন, না, তার নাম হবে মুনজির। নবিজি সেদিন তার নাম রাখেন মুনজির।[১০৩৪]

অকালপ্রসূত ভ্রূণেরও নামকরণ মুস্তাহাব

অকালপ্রসূত ভ্রূণেরও নামকরণ করা মুস্তাহাব। তবে লিঙ্গ পরিচয় না হলে এমন নাম রাখবে, যা উভয় লিঙ্গের উপযুক্ত। যেমন, আসমা, হিন্দ, হুনায়দা, খারিজা, তালহা, উমায়রা, জুরআ ইত্যাদি।

ইমাম বাগাবি রহ. বলেন, অকালপ্রসূত ভ্রূণেরও নামকরণ মুস্তাহাব। কারণ, এ বিষয়ে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আমাদের অন্যান্য আলেমরাও এরকম বলেছেন। আমাদের আলেমরা আরো বলেন, নামকরণের আগে যদি নবজাতক মারা যায়, তবুও তার নাম রাখা মুস্তাহাব।

সুন্দর নাম রাখা মুস্তাহাব

(৭২৫) হজরত আবু দারদা রাদি. থেকে উত্তম সনদে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

১০৩৪. সহিহ বুখারি: ৬১৯১, সহিহ মুসলিম: ২১৪৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوْا أَسْمَاءَكُمْ.

অর্থঃ নিশ্চয় কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের ও পিতাদের নামে অভিহিত করা হবে। সুতরাং নিজেদের সুন্দর নাম রেখ।[১০৩৫]

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নামসমূহ

(৭২৬) হজরত ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ، عَبْدُ اللهِ، ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ.

অর্থঃ আল্লাহর কাছে তোমাদের নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় নাম হচ্ছে, আবদুল্লাহ এবং আবদুর রহমান।[১০৩৬]

(৭২৭) হজরত জাবির থেকে বর্ণিত–

وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقُلْنَا: لَا نَكْنِيْكَ أَبَا الْقَاسِمِ، وَلَا كَرَامَةَ. فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ.

অর্থঃ আমাদের একজনের একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সে তার নাম রাখে কাসেম। আমরা তাকে বললাম, তোমাকে আমরা আবুল কাসেম উপনামে ডাকব না; এতে তোমার কোনো মর্যাদা থাকবে না। অতঃপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে অবহিত হলে তাকে বললেন, ছেলের নাম রেখ আবদুর রহমান।[১০৩৭]

(৭২৮) হজরত আবু ওয়াহব জুমাশি রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

১০৩৫. সুনানে আবু দাউদঃ ৪৯৪৮, সুনানে দারিমিঃ ২৬৯৭, মুসনাদে আহমাদ ৫/১৯৪, ইবনে হিব্বানঃ ১৯৪৪।

১০৩৬. সহিহ মসুলিমঃ ২১৩২।

১০৩৭. সহিহ বুখারিঃ ৬১৮৬, সহিহ মুসলিমঃ ২১৩২, সুনানে আবু দাউদঃ ৪৯৪৯, সুনানে তিরমিজিঃ ২৮৩৫, সুনানে দারিমিঃ ২৬৯৮, মুসনাদে আহমাদ ২/২৪, সুনানে ইবনে মাজাহঃ ৩৮২৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ، عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ.

অর্থ: তোমরা নবিদের নামে নামকরণ কর। আর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হচ্ছে, আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান। অধিক সত্য নাম হচ্ছে, হারেস ও হাম্মাম। সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম হচ্ছে, হারব ও মুররা।[১০৩৮]

অভিনন্দন জানানো ও অভিনন্দন জ্ঞাপনকারীর জবাব

জন্মদাতাকে অভিনন্দন জানানো মুস্তাহাব। আমাদের আলেমরা বলেন, হজরত হুসাইন রাদি. থেকে বর্ণিত শব্দে অভিনন্দন জানানো মুস্তাহাব। তিনি এক ব্যক্তিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন শিখাতে গিয়ে বলেন, তুমি এভাবে বলবে–

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي الْمَوْهُوْبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَرُزِقْتَ بِرَّهُ.

উচ্চারণ: বারাকাল্লাহু লাকা ফিল মাউহুবি লাকা, ওয়া শাকারতাল ওয়াহিবা, ওয়া বালাগা আশুদ্দাহু, ওয়া রুজিকতা বিররাহ।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা তোমার নবজাতকে বরকত দান করুন, তুমি দানকারীর কৃতজ্ঞতা আদায় করবে, সে সাবালকত্বে পদার্পণ করুক এবং তুমি তার দ্বারা সদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হও।

بَارَكَঅভিনন্দন জ্ঞাপনকারীর জবাব দেয়াও মুস্তাহাব। তাকে এভাবে বলবে–

اَللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ.

উচ্চারণ: বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকা আলাইক।

অর্থ: আল্লাহ পাক তোমার মাঝে বরকত দান করুন এবং তোমাকে বরকত সমৃদ্ধ করুক। –অথবা বলবে–

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا.

উচ্চারণ: জাযাকাল্লাহু খাইর।

অর্থ: আল্লাহ পাক আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। –অথবা বলবে–

১০৩৮. সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৫০, সুনানে নাসাঈ ৬/২১৮, মুসনাদে আহমাদ ৪/৩৪৫, আলআদাব: ৮১৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

رَزَقَكَ اللهُ مِثْلَهُ.

উচ্চারণ: রাজাকাকাল্লাহু মিসলাহ।

অর্থ: আল্লাহ পাক আপনাকেও এমনি দান করেন। অথবা বলবে–

أَجْزَلَ اللهُ ثَوَابَكَ.

উচ্চারণ: আযজালাল্লাহু সাওয়াবাক।

অর্থ: আল্লাহ পাক আপনাকে মহা পুরস্কার দান করুক। –অথবা এরকম অন্য কিছু বলবে।

অপছন্দনীয় নাম রাখা নিষেধ

(৭২৯) হজরত সামুরা বিন জুনদুব রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيْحًا وَلَا أَفْلَحَ ؛ فَإِنَّكَ تَقُوْلُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَيَقُوْلُ: لَا. إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ، فَلَا تَزِيْدُنَّ عَلَيَّ.

অর্থ: তুমি তোমার সন্তানের নাম রেখ না ইয়াসার, রাবাহ, নাজাহ অথবা আফলাহ। কেননা তুমি বলবে, সে কি এখানে আছে? সে সেখানে থাকবে না তো বলা হবে, না। (এভাবে এই প্রশংসিত বস্তুগুলোর প্রত্যাখ্যান হয়ে যাবে) সামুরা বিন জুনদুব রাদি. বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই চার নামের কথাই বলেছেন, এর বেশি বলেননি।[১০৩৯] –সুনানে আবু দাউদ ইত্যাদিতে হজরত জাবির রাদি. এর বর্ণনায় বারাকাহ নামকরণের নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে।[১০৪০]

(৭৩১) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. এর সূত্রে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ، رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ.

১০৩৯. সহিহ মুসলিম: ২১৩৭, সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৫৮, সুনানে তিরমিজি: ২৮৩৮।

১০৪০. সহিহ মুসলিম: ২১৩৮, সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৬০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি নিজের নাম রাখল মালিকুল আমলাক (সকল অধিপতিদের অধিপতি)।[১০৪১] –অন্য এক বর্ণনায় আছে–

أَغْيَظُ رَجُلٍ عِنْدَ اللهِ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَخْبَثُهُ رَجُلٍ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ؛ لَا مَلِكَ إِلَّا اللهُ.

অর্থ: কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট হবে ঐ ব্যক্তি, যাকে মালিকুল আমলাক নামে অভিহিত করা হয়। অথচ আল্লাহ ছাড়া কোনো মালিক-অধিপতি নেই।[১০৪২] –হজরত সুফিয়ান বিন উওয়াইনা রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, মালিকুল আমলাক নামকরণ শাহানশাহ নামকরণের মতো।[১০৪৩]

সন্তান, গোলাম, ছাত্র কিংবা অধিনস্থ কাউকে শিষ্টাচার শেখানো, খারাপ কাজ থেকে বারণ করা এবং আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে কুৎসিত নামে ডাকা

(৭৩২) হজরত আবদুল্লাহ বিন বুসর মাজিনি রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

بَعَثَتْنِيْ أُمِّيْ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِطْفٍ مِنْ عِنَبٍ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ أُبَلِّغَهُ إِيَّاهُ، فَلَمَّا جِئْتُ بِهِ أَخَذَ بِأُذُنِيْ وَقَالَ: يَا غُدَرُ.

অর্থ: আমার মা আমাকে আঙ্গুরের এক কাঁদি দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে প্রেরণ করেন। আমি নবিজির কাছে নিয়ে যাওয়ার আগে এ থেকে কিছু খেয়ে নেই। অতঃপর তা নিয়ে তার খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি কানে ধরে বললেন, হে গুদার (প্রতারক)।[১০৪৪]

(৭৩৩) হজরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাদি. থেকে হজরত আবু বকর রাদি. এর কারামত সম্পর্কিত দীর্ঘ হাদিসে বর্ণিত আছে, যার সারমর্ম

১০৪১. সহিহ বুখারি: ৬২০৬, সহিহ মুসলিম: ২১৪৩, সুনানে তিরমিজি: ২৮৩৯, সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৬১, মু. আহমাদ ২/২৪৪।

১০৪২. সহিহ মুসলিম: ২১৪৩।

১০৪৩. সহিহ বুখারি: ৬২০৬।

১০৪৪. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৪০১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এরকম যে– হজরত আবু বকর রাদি. একদল লোককে অতিথি করলেন এবং তাদেরকে ঘরে বসিয়ে নবিজির দরবারে চলে যান। প্রত্যাবর্তনে দেরী হয়ে যায়। অতঃপর প্রত্যাবর্তন করে জিজ্ঞাসা করলেন, তাদের মেহমানদারি করেছ? তারা বলল, না। তিনি ছেলে আবদুর রহমানের দিকে ত্যাড়ে গিয়ে বললেন, হে গুনসার (ইতর)। অতঃপর তাকে নাক-কাটার বদদুআ দেন এবং ভালোমন্দ বলেন।[১০৪৫]

নাম অজানা ব্যক্তিকে সম্বোধন করার নিয়ম

এমন বাক্যে তাকে ডাকা উচিত, যাতে সে কষ্ট না পায়। এতে থাকবে না কোনো মিথ্যা ও চাটূক্তি। যেমন বলবে, হে ভাই, হে ফকিহ, হে ফকির, ইয়া সাইয়েদি, হে অমুক, হে অমুক রঙের পোশাকী, হে অমুক রঙের জুতোওয়ালা, হে ঘোড়াওয়ালা, হে উটওয়ালা, হে তরবারিওয়ালা, হে তীরওয়ালা। অথবা এমন কিছু বলবে, যা আহবানকারী ও আহবানকৃত ব্যক্তির মাফিক হয়।

(৭৩৪) হজরত বশির বিন মাবাদ (ইবনে খাসাসিয়া নামে খ্যাত) রাদি. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত, তিনি বলেন–

بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِيْ فِي الْقُبُوْرِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ، فَقَالَ: يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ ، وَيْحَكَ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ.

অর্থ: আমি নবিজির সাথে হাঁটছিলাম, আচমকা তিনি কবরস্থান দিয়ে এক ব্যক্তিকে চলতে দেখলেন, যার পায়ে জুতো ছিল। তিনি বললেন, হে পশমহীন জুতোওয়ালা, তোমার ধ্বংস হোক! জুতোদ্বয় খুলে ফেল। পরে সম্পূর্ণ হাদিস বর্ণনা করেন।[১০৪৬]

(৭৩৫) হজরত জারিয়া আনসারি রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ إِذَا لَمْ يَحْفَظِ اسْمَ الرَّجُلِ قَالَ: يَا بْنَ عَبْدِ اللهِ.

১০৪৫. সহিহ বুখারি: ৬০২, সহিহ মুসলিম: ২০৫৭, মু. আহমাদ ১/১৯৮।

১০৪৬. হাদিসটি (৪৩৬) নম্বরে অতীত হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আমি নবিজির কাছে বসা ছিলাম। কোনো ব্যক্তির নাম মুখস্থ না হলে তিনি বলতেন, হে আবদুল্লাহর ছেলে।[১০৪৭]

সন্তান পিতাকে এবং ছাত্র শিক্ষক কিংবা শায়খকে নাম ধরে ডাকা নিষেধ

(৭৩৬) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَىٰ رَجُلاً مَعَهُ غُلَامٌ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَبِيْ، قَالَ: فَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ، وَلَا تَسْتَسِبَّ لَهُ، وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، وَلَا تَدْعُهُ بِاسْمِهِ.

অর্থ: নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তির সাথে একটি শিশু দেখলেন। শিশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, সাথে কে? বলল, পিতা। নবিজি বললেন, তার আগে আগে চলবে না, এমন কাজ করবে না, যার ফলে তিনি তোমাকে গালি দিবেন। তার আগে বসবে না এবং তাকে নাম ধরেও ডাকবে না।[১০৪৮]

(৭৩৭) বুজুর্গ হজরত উবায়দুল্লাহ বিন যাহর থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

يُقَالُ مِنَ الْعُقُوْقِ أَنْ تُسَمِّيَ أَبَاكَ بِاسْمِهِ، وَأَنْ تَمْشِيَ أَمَامَهُ فِيْ طَرِيْقٍ.

অর্থ: বলা হয়ে থাকে যে, পিতাকে নাম ধরে ডাকা এবং রাস্তায় তার আগে আগে চলা অবাধ্যতার অন্তর্ভুক্ত।[১০৪৯]

উত্তম নামে নাম পরিবর্তন করা মুস্তাহাব

এ বিষয়ে 'নবজাতকের নামকরণ' পরিচ্ছেদে মুনজির বিন আবু উসাইদের ব্যাপারে হজরত সাহল রাদি. এর হাদিস উল্লেখ হয়েছে।

(৭৩৮) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

১০৪৭. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৩৯৯।
১০৪৮. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৩৯৫।
১০৪৯. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৩৯৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيْلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا .فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ.

অর্থ: হজরত যয়নাবের নাম ছিল বাররা। তাকে বলা হল, তুমি নিজেকে পবিত্র বলছ? অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রাখেন যয়নাব।[১০৫০]

(৭৩৯) হজরত যয়নাব বিন আবু সালামা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

سُمِّيْتُ بَرَّةَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَمُّوْهَا زَيْنَبَ. قَالَتْ: وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَاسْمُهَا: بَرَّةُ، فَسَمَّاهَا: زَيْنَبَ.

অর্থ: আমার নাম রাখা হয় বাররা। নবিজি বললেন, তার নাম রেখ যয়নাব। তিনি আরো বলেন, তাঁর সাথে যয়নাব বিনতে জাহাশের বিয়ে হয়, তারও নাম ছিল বাররা। তিনি তারও নাম রাখেন যয়নাব।[১০৫১]

(৭৪০) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اسْمُهَا: بَرَّةُ، فَحَوَّلَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَهَا جُوَيْرِيَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ.

অর্থ: হজরত যুওয়াইরিয়ার নাম ছিল বাররা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম পরিবর্তন করে রাখেন যুওয়াইরিয়া। নবিজি এ কথা অপছন্দ করতেন যে, কেউ বলুক– তিনি বাররার কাছ থেকে বেরিয়ে এসেছেন।[১০৫২]

(৭৪১) হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়াব বিন হাজন থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন–

أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ :مَا اسْمُكَ؟. قَالَ: حَزْنٌ. قَالَ: أَنْتَ سَهْلٌ. قَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيْهِ أَبِيْ. قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا زَالَتِ الْحُزُوْنَةُ فِيْنَا بَعْدُ.

১০৫০. সহিহ বুখারি: ৬১৯২, সহিহ মুসলিম: ২১৪১।

১০৫১. সহিহ মুসলিম: ২১৪২।

১০৫২. সহিহ মুসলিম: ২১৪০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: তার পিতা হাজন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলে জিজ্ঞাসা করলেন, নাম কী? বললেন, হাজন। নবিজি বললেন, আজ থেকে তোমার নাম সাহল। তিনি বললেন, পিতার রাখা নাম আমি পরিবর্তন করতে পারি না। হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়াব বলেন, এজন্যে সর্বদা আমাদের বংশে কাঠিন্যতা বিদ্যমান ছিল।[১০৫৩]

(৭৪২) হজরত ডবন উমর রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ، وَقَالَ: أَنْتِ جَمِيلَةُ.

অর্থ: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়ার নাম পরিবর্তন করে জামিলা রাখেন।[১০৫৪] –সহিহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় রয়েছে–

أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا: عَاصِيَةُ، فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيلَةَ.

অর্থ: হজরত উমরের এক মেয়ের নাম ছিল আসিয়া। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রাখেন জামিলা।[১০৫৫]

(৭৪৩) হজরত উসামা বিন আখদারি রাদি. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে–

أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: أَصْرَمُ كَانَ فِي النَّفَرِ الَّذِينَ أَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ: أَنَا أَصْرَمُ. قَالَ: بَلْ أَنْتَ زُرْعَةُ.

অর্থ: জনৈক ব্যক্তিকে আসরাম ডাকা হত, সে নবিজির কাছে আগত প্রতিনিধি দলের মাঝে ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কী? বললেন, আসরাম। নবিজি বললেন, বরং তোমার নাম হবে জুরআ।[১০৫৬]

(৭৪৪) হজরত আবু শুরায়েহ হানি রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

১০৫৩. সহিহ বুখারি: ৬১৯০, সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৫৬।

১০৫৪. সহিহ মুসলিম: ২১৩৯, সুনানে তিরমিজি: ২৮৪০, সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৫২, আদাব: ৮২০।

১০৫৫. সহিহ মুসলিম: ২১৩৯।

১০৫৬. সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৫৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يُكَنُّوْنَهُ بِأَبِي الْحَكَمِ، فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكَنَّىٰ أَبَا الْحَكَمِ ؟ فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِيْ إِذَا اخْتَلَفُوْا فِيْ شَيْءٍ أَتَوْنِيْ فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيْقَيْنِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ ؟ قَالَ: لِيْ شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللهِ، .قَالَ: فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ قُلْتُ: شُرَيْحٌ. قَالَ: فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ.

অর্থ: তিনি যখন নিজ গোত্রের সাথে নবিজির দরবারে প্রতিনিধি হয়ে আসেন। নবিজি তাদেরকে তাকে আবুল হাকাম উপনামে ডাকতে শুনলেন। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে বললেন, আল্লাহ তাআলাই হলেন বিচারক, তারই দিকে সকল বিচার প্রত্যাবর্তিত। অতএব, তোমার উপনাম আবুল হাকাম কেন?! তিনি জানান, আমার গোত্র কোনো বিষয়ে ঝগড়া করলে আমার শরণাপন্ন হয়। আমি তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেই, ফলে উভয় দল সন্তুষ্ট হয়ে যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা কতই না উত্তম। তোমার কি কোনো সন্তান আছে? তিনি বললেন, আমার তিনজন ছেলে আছে: শুরায়েহ, মুসলিম এবং আবদুল্লাহ। তাদের বড় কে? বললাম, শুরায়েহ। নবিজি বললেন, তাহলে তুমি আবু শুরায়েহ।[১০৫৭]

ইমাম আবু দাউদ বলেন– নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসি, আজিজ, আতলা, শয়তান, হাকাম, গুরাব, হুবাব এবং শিহাব নামগুলো হাশিম নামে পরিবর্তন করেছেন। হারবকে সালাম নামে এবং মুজতাজিকে মুনবায়িস নামে নামকরণ করেছেন। আকিরা নামক এক জমির নাম রেখেছেন খাজিরা। শি'বুদ দালালাকে (বিভ্রান্তির গিরিপথ) শি'বুল হুদা (পথ-প্রদর্শনের গিরিপথ) নামে অভিহিত করেছেন। বনু জিনয়াকে বনু রিশদা এবং বনু মুগবিয়াকে বনু রিশদাহ নামকরণ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন, সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যে এগুলোর সনদ ছেড়ে দিয়েছি।[১০৫৮]

১০৫৭. সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৫৫, সুনানে নাসাঈ ৮/২২৬, আদাব: ৮১১, মু. হাকেম ৪/২৭৯।
১০৫৮. সুনানে আবু দাউদ ৫/২৪১-২৪২, আলফুতুহাত ৬/১২৯-১৩১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নামের সংক্ষেপণ জায়েজ, যদি ব্যক্তি কষ্টবোধ না করে

(৭৪৫) সহিহ হাদিসে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সাহাবায়ে কেরামের নাম সংক্ষিপ্ত করেছেন। তন্মধ্যে: হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে নবিজির বাণী: হে আবু হির।[১০৫৯] হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে উদ্দেশ্য করে নবিজির বাণী: হে আয়েশ।[১০৬০] হজরত আনজাশা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে: হে আনজাশ।[১০৬১] হজরত উসামাকে বলেছিলেন: হে উসাইম।[১০৬২] হজরত মিকদামকে বলেছিলেন: হে কুদাইম।[১০৬৩]

কারো অপছন্দনীয় ডাকনামে ডাকা নিষেধ

আল্লাহ পাক বলেন–

وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ.

অর্থ: তোমরা একে অপরকে খারাপ উপাধিতে ডাক না।[১০৬৪]

মানুষকে তার অপছন্দনীয় ডাকনামে ডাকা হারাম হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম সহমত পোষণ করেছেন। এই ডাকনাম তার বৈশিষ্ট্য হোক অথবা পিতা-মাতার। যেমন– আমাশ (দুর্বল দৃষ্টিসম্পন্ন), আজলাহ (টেকো), আমা (অন্ধ), আরাজ (লেংড়া), আহওয়াল (টেরা), আবরাস (কুটে), আসবাজ (মাথা ফাটা), আসফার (হলদে), আহদাব (কুঁজো), আসাম্ম (বধির), আজরাক (নীল), আফতাস (চেপটা নাকবিশিষ্ট), আশতার (ঠোঁট বিদীর্ণ), আসরাম (ফোকলা), আকতা (হাত কাটা), জামিন (পক্ষাঘাতগ্রস্ত), মুকআদ (বিকলাঙ্গ), আশাল্ল (অবশ) অথবা তার অপছন্দনীয় কোনো উপাধি। তারা এ বিষয়েও একমত হয়েছেন যে, পরিচয়দানের লক্ষ্যে এ ধরনের উপাধিও উল্লেখ করা বৈধ আছে, যা ছাড়া ঐ ব্যক্তি পরিচিত না। উল্লিখিত আলোচনার দলিলাদি অনেক, যা প্রসিদ্ধ। সংক্ষিপ্তকরণের লক্ষ্যে এবং প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে আমি এগুলো বিলুপ্ত করে দিয়েছি।

১০৫৯. সহিহ বুখারি: ২৮৫।
১০৬০. সহিহ বুখারি: ৩৭৬৮, সহিহ মুসলিম ২৪৪৭।
১০৬১. সহিহ বুখারি: ৬২০২।
১০৬২. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৪১১।
১০৬৩. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৩৯৩।
১০৬৪. সুরা হুজুরাত: ১১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ব্যক্তির পছন্দনীয় ডাকনামে ডাকা বৈধ, বরং মুস্তাহাব

তন্মধ্য থেকে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু: তার নাম, আবদুল্লাহ বিন উসমান। উপাধি, আতিক। এটাই বিশুদ্ধ, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিসিন, সিরাতবিদ ও ইতিহাসবিদগণ এটাই বলেছেন। কেউ বলেন, তার নাম আতিক। এ কথা হাফেজ আবুল কাসেম বিন আসাকির তার কিতাব 'আতরাফে' নকল করেছেন। তবে প্রথম মতই বিশুদ্ধ। এটা ভালো উপাধি হওয়ার বিষয়ে উলামায়ে কেরাম একমত, তবে আতিক নামকরণের ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন।

হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

أَبُوْبَكْرٍ عَتِيْقُ اللهِ، مِنِ النَّارِ.

অর্থ: আবু বকর জাহান্নাম থেকে আল্লাহর মুক্তকৃত। সেদিন থেকে তার নাম হয়ে যায় আতিক।[১০৬৫] হজরত মুসআব বিন যুবায়ের প্রমুখ নসববিদগণ বলেন, আতিক নামকরণ এজন্য যে, তার বংশে এমন কোনো বস্তু ছিল না, যা দ্বারা তাকে ত্রুটিযুক্ত করা যায়। কেউ কেউ অন্য কিছু বলেছেন। আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।

(৭৪৬) তন্মধ্য থেকে আবু তুরাব: হজরত আলি রাদি. এর উপাধি। তার উপনাম, আবুল হাসান। সহিহ হাদিসে আছে–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَهُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ التُّرَابُ، فَقَالَ: قُمْ أَبَا التُّرَابِ، قُمْ أَبَا التُّرَابِ. فَلَزِمَهُ هَذَا اللَّقَبَ الْحَسَنَ الْجَمِيْلَ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মসজিদে ধুলোময় হালতে ঘুমাতে দেখে বললেন, দাঁড়াও হে আবু তুরাব, দাঁড়াও হে আবু তুরাব। অতঃপর তিনি এই সুন্দর ও উৎকৃষ্ট ডাকনাম আপন করে নেন।[১০৬৬]

(৭৪৭) হজরত সাহল বিন সাদ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

وَكَانَتْ أَحَبُّ أَسْمَاءِ عَلِيٍّ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَىٰ بِهَا.

১০৬৫. সুনানে তিরমিজি: ৩৬৭৯।

১০৬৬. সহিহ বুখারি: ৬২০৪ সহিহ মুসলিম: ২৪০৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: হজরত আলি রাদি. এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিল আবু তুরাব ডাকনাম। এ নামেই ডাকলে তিনি খুশি হতেন।[১০৬৭]

(৭৪৮) তন্মধ্য থেকে জুল ইয়াদাঈন: নাম ছিল খিরবাক। তার হাত তুলনামূলক লম্বা ছিল। সহিহ হাদিসে রয়েছে–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْهُ ذَا الْيَدَيْنِ، وَاسْمُهُ الْخِرْبَاقُ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জুল ইয়াদাঈন নামে ডাকতেন। নাম ছিল খিরবাক।[১০৬৮]

উপনামে ডাকা বৈধ; বড়দেরকে উপনামে ডাকা মুস্তাহাব

এ অধ্যায়ে কোনো কিছু নকল করার প্রয়োজনবোধ করি না, কেননা এর দলিলাদি বিশিষ্ট ও সর্বসাধারণের জন্য প্রযোজ্য। মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব ও তাদের সমতুল্যদেরকে উপনামে ডাকাই আদাব। তাদের প্রতি চিঠি লিখলে কিংবা তাদের থেকে হাদিস বর্ণনা করতে বলবে, শায়খ হাদিস বর্ণনা করেছেন অথবা ইমাম, অমুকের পিতা অথবা অমুক বিন অমুক। অথবা এরকম কিছু। আদব হল, কিতাব বা অন্য কোথাও তার কুনিয়াত উল্লেখ করবে না। তবে যদি কুনিয়াত ছাড়া পরিচয় করা না যায় অথবা নামের চেয়ে কুনিয়াত প্রসিদ্ধ হয়। ইমাম নাহহাস বলেন, কুনিয়াত অধিক প্রসিদ্ধ হলে সমার্থক শব্দে কুনিয়াত ধারণ করবে এবং তার উপরের নাম নিবে, পরে যুক্ত করবে যে, অমুকের পিতা নামে খ্যাত।

বড় ছেলের নামে উপনাম

এ অধ্যায় এতটা প্রশস্ত যে, এভাবে বিশেষিত হওয়াদের সংখ্যা অগণিত। এতে কোনো অসুবিধাও নাই।

সন্তানহীন ব্যক্তি ও শিশুর উপনাম

(৭৪৯) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

১০৬৭. সহিহ বুখারি: ৩৭০৩, সহিহ মুসলিম: ২৪০৯।

১০৬৮. সহিহ বুখারি: ৪৮২, সহিহ মুসলিম: ৫৭৩, সুনানে তিরমিজি: ৩৯৪, সুনানে নাসাঈ ৩/৩০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِيْ أَخٌ، يُقَالُ لَهُ: أَبُوْ عُمَيْرٍ - قَالَ الرَّاوِيْ :أَحْسِبُهُ فَطِيْمًا - وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ.

অর্থ: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আমার এক ছোট ভাই ছিল, যাকে আবু উমায়ের বলা হত। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, মায়ের দুধ ছাড়ানো হয়েছে এমন শিশু। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে তাশরিফ আনলে বলতেন– (يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ): হে আবু উমায়ের, নুগাইরের কী অবস্থা? তার একটা বুলবুল পখির বাচ্চা ছিল, যা দিয়ে সে খেলাধোলা করত।[১০৬৯]

(৭৫০) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত, তিনি বলেছিলেন–

يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، كُلُّ صَوَاحِبِيْ لَهُنَّ كُنًى. قَالَ: فَاكْتَنِيْ بِابْنِكِ عَبْدِ اللهِ، . يَعْنِيْ ابْنَ أُخْتِهَا. وَكَانَتْ تُكَنَّى بِأُمِّ عَبْدِ اللهِ، .

অর্থ: হে আল্লাহর রাসুল! আমার সকল সতীনদের কোনো-না কোনো উপনাম আছে (অথচ আমার নেই?) নবিজি বললেন, তুমি তোমার ভাগিনা আবদুল্লাহর নামে উপনাম ধারণ কর।[১০৭০] বর্ণনাকারী বলেন, অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের। তিনি ছিলেন হজরত আয়েশার বোন হজরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদি. এর ছেলে। এরপর থেকে হজরত আয়েশার উপনাম ছিল উম্মে আবদুল্লাহ। –ইমাম নববি বলেন, এটাই বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ।

(৭৫১) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَسْقَطْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقْطاً فَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ، وَكَنَّانِيْ بِأُمِّ عَبْدِ اللهِ.

১০৬৯. সহিহ বুখারি: ৬২০৩, সহিহ মুসলিম: ২১৫০।

১০৭০. সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৭০, আমাল: ৪১৮, মু. আহমাদ ৬/১০৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমার একটি ভ্রূণ অকালপ্রসূত হয়, নবিজি এর নাম রাখেন আবদুল্লাহ এবং আমার উপনাম রাখেন উম্মে আবদুল্লাহ। –এই হাদিস নিতান্ত দুর্বল।[১০৭১]

সাহাবায়ে কেরামের একদল ছিলেন, সন্তানাদি জন্মের আগ থেকেই যাদের উপনাম ছিল। যেমন– আবু হুরায়রা, আবু আনাস, আবু হামজা। এছাড়াও সাহাবা, তাবেয়িন ও পরবর্তীদের মধ্য থেকে অগণিত ব্যক্তির এমন উপনাম ছিল। এতে অপছন্দনীয়তার কিছু নেই, বরং এটা পূর্বোল্লিখিত শর্তসাপেক্ষ পছন্দনীয় জিনিস।

আবুল কাসেম উপনাম রাখা নিষিদ্ধ

(৭৫২) হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ এক জামাত সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

سَمُّوْا بِاسْمِيْ وَلَا تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ.

অর্থ: তোমরা আমার নামে নাম রেখ, তবে আমার উপনামে অভিহিত হয়ো না।[১০৭২]

ইমাম নববি রহ. বলেন, আবুল কাসেম উপনামে অভিহিত হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের তিনটি মতামত রয়েছে, যথা–

প্রথম মাজহাব:

ইমাম শাফেয়ি রহ. এবং তার সমমনাদের মতে আবুল কাসেম উপনামে অভিহিত হওয়া বৈধ নয়। চাই তার মূল নাম মুহাম্মাদ হোক অথবা না হোক। ইমাম, হাফেজ, ফকিহ, মুহাদ্দিস ব্যক্তিবর্গ এই বিষয়টি ইমাম শাফেয়ি রহ. থেকে নকল করেছেন। যেমন, আবু বকর বাইহাকি তার কিতাবে (সুনানে কুবরা ৯/৩১০), আবু মুহাম্মাদ বাগাবি তাহজিব কিতাবের বিবাহ অধ্যায়ের শুরুতে এবং আবুল কাসেম বিন আসাকির তার তারিখে দিমাশকে (৩/৪৩)।

১০৭১. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৪১৭।

১০৭২. সহিহ বুখারি: ২১২, ৩১১৪, সহিহ মুসলিম: ২১৩৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দ্বিতীয় মাজহাব:

ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহুর মতে আবুল কাসেম নামে উপনামে অভিহিত হওয়া বৈধ, মূল নাম মুহাম্মাদ হোক বা না হোক। আর নিষেধাজ্ঞা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশার সাথে নির্দিষ্ট ছিল।

তৃতীয় মাজহাব:

যে ব্যক্তির নাম মুহাম্মাদ হবে তার জন্য আবুল কাসেম উপনামে অভিহিত হওয়া বৈধ নয়, অন্যদের জন্য বৈধ। –আমাদের মাজহাবের ইমাম আবুল কাসেম রাফেয়ি বলেন, সম্ভবত এই তৃতীয় মতটি অধিকতর বিশুদ্ধ। কেননা সর্বযুগেই মানুষ আবুল কাসেম উপনামে অভিহিত হয়ে আসছে, অথচ কেউ এ ব্যাপারে কোনো আপত্তি করেনি। কিন্তু এই মাজহাবের প্রবক্তা যা বলেছেন তা স্পষ্টত হাদিসবিরোধী। মানুষকর্তৃক এই মাজহাব ভাঁজকরণে ইমাম মালেকের মাজহাবে বৈধতার দৃঢ়ীকরণ রয়েছে। কেননা, এই উপনামে অভিহিত হওয়া/অভিহিত কারীদের মধ্যে রয়েছেন বড় বড় ইমাম, সমাজের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি ও ধর্মীয় বিষয়ে অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ। তারা এ কথা অনুধাবন করেছিলেন যে, এই নিষেধাজ্ঞা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশার সাথে নির্দিষ্ট ছিল। কেননা, নিষিদ্ধের কারণ তো প্রসিদ্ধ যে, ইহুদিরা তাকে কষ্টপ্রদানের উদ্দেশ্যেই কাউকে আবুল কাসেম উপনামে অভিহিত করত। এটা এখন আর থাকেনি।[১০৭৩]

কাফের, বিদআতি এবং ফাসেককে উপনামে অভিহিত করা বৈধ, যদি উপনাম ছাড়া তাকে চেনা না যায় অথবা তার নাম উল্লেখে ফিতনার আশঙ্কা থাকে

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ.

১০৭৩. হানাফি এবং মালেকি ফুকাহাসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুকাহাদের মতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এই উপনামে অভিহিত হওয়া বৈধ নয়। কিন্তু তার ওফাতের পরে বৈধ; অভিহিত ব্যক্তির নাম মুহাম্মাদ হোক অথবা না হোক। এটা হাম্বলি ও শাফেয়ি মাজহাবেরও একটি মত। ইমাম নববি একেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (আলমাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ৩৫/১৬৮)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থঃ আবু লাহাবের হাতদ্বয় ধ্বংস হোক এবং সে নিজে ধ্বংস হোক।[১০৭৪] –এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাকে আবু লাহাব নামে সম্বোধন করেছেন, অথচ তার মূল নাম ছিল আবদুল উজ্জা। বলা হয়, তাকে উপনামে অভিহিত করার কারণ এই যে, সে এই নামেই পরিচিত ছিল। অনেকে বলেন, না; বরং তার মূল নামের অর্থ যেহেতু মূর্তিদাস, তাই নাম অপছন্দ করতঃ এই উপনামে অভিহিত করা হয়েছে।

(৭৫৩) হজরত উসামা বিন জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلٰى حِمَارٍ لِيَعُوْدَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ..... فَذُكِرَ الْحَدِيْثُ وَمُرُوْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ سَلُوْلٍ الْمُنَافِقِ، ثُمَّ قَالَ :فَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْ سَعْدُ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُوْ حُبَابٍ - يُرِيْدُ عَبْدَ اللهِ، بْنَ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُوْلٍ - قَالَ: كَذَا وَكَذَا؟

অর্থঃ একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ বিন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর শুশ্রুষার উদ্দেশ্যে গাধার উপর আরোহন করলেন। এরপর তিনি বিস্তারিত হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, নবিজির অতিক্রম হয় বিশিষ্ট মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাই ইবনে সালুলের পাশ দিয়ে। তারপর বলেন, অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলতে চলতে সাদ বিন উবাদার ঘরে গমন করেন। নবিজি তাকে বললেন, হে সাদ! আবু হুবাব কী বলেছে তুমি কি শুননি? তারপর তিনি পূর্ণ হাদিস বর্ণনা করেন। –এখানে আবু হুবাব দ্বারা আবদুল্লাহ বিন উবাইকে বুঝিয়েছেন।[১০৭৫]

১০৭৪. সুরা লাহাবঃ ১। তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআন।

১০৭৫. সহিহ বুখারিঃ ৪৫৬৬, সহিহ মুসলিমঃ ১৭৯৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইমাম নববি বলেন, হাদিসে আবু তালেব উপনাম বারবার এসেছে, অথচ তার মূল নাম ছিল আবদে মানাফ। সহিহ হাদিসে এসেছে– এটি আবু রুগালের কবর।[১০৭৬] এছাড়াও এর অহরহ দৃষ্টান্ত হাদিসে বিদ্যমান।

এই বৈধতা তখনই, যখন উপরের শিরোনামে উল্লিখিত শর্ত পাওয়া যাবে। অন্যথায় শুধুমাত্র নাম উল্লেখ করে ডাকবে। সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে– রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখেছিলেন: আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসুল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে হিরাক্লিয়াসের প্রতি।[১০৭৭] –এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিরাক্লিয়াসের স্রেফ নাম উল্লেখ করেছেন, তার উপনাম উল্লেখ করেননি কিংবা তাকে রোমান শাসকদের উপাধি কায়সারও উল্লেখ করেননি। এ ধরনের দৃষ্টান্ত অনেক। আমাদেরকে কাফেরদের ব্যাপারে কঠোরতা প্রকাশ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই তাদেরকে উপনামে ডাকা, তাদের জন্য কোমল ভাষা ব্যবহার করা, তাদের সাথে নরম সুরে কথা বলা এবং তাদের প্রতি ভালোবাসা ও ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করা আমাদের জন্য উচিত নয়।

নারী-পুরুষ: অমুকের পিতা বা অমুকের মাতা উপনামে অভিহিত হতে পারবে

জেনে রাখুন: পুরুষ কিংবা নারী কারো জন্যই এ ধরনের উপনাম রাখতে কোনো সমস্যা নেই। এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন এবং পরবর্তীরা "অমুকের পিতা" উপনামে নামে অভিহিত হয়েছেন। তন্মধ্যে–

১. হজরত উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর তিনটি উপনাম ছিল; আবু আমর, আবু আবদুল্লাহ এবং আবু লাইলা।

২. আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার স্ত্রী উম্মে দারদা কুবরা, তিনি সাহাবিয়া ছিলেন। তার নাম খায়রা। উম্মে দারদা সুগরা হলের আরেক স্ত্রী, নাম হুজাইমা। তিনিও সম্ভ্রান্ত, ফকিহা, সম্মানিত এবং অগাধ বুদ্ধি ও উজ্জ্বল কৃতিত্বের অধিকারিণী ছিলেন। তিনি তাবেয়ি ছিলেন।

১০৭৬. সহিহ ইবনে হিব্বান: ৬১৯৮, সুনানে আবু দাউদ: ৩০৮৮।

১০৭৭. সহিহ বুখারি: ৭, সহিহ মুসলিম: ১৭৭৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

৩. আবু লায়লা: তিনি আবদুল্লাহ বিন আবু লায়লার পিতা ছিলেন। তার স্ত্রীর ডাকনাম ছিল উম্মে লায়লা। তারা উভয়ই সাহাবি।

৪. আবু উমামা: একদল সাহাবার উপনাম ছিল।

৫. আবু রাইহানা, আবু রিমসা, আবু রিমা, আবু আমরা বশির বিন আমর, আবু ফাতেমা লাইসি (কেউ বলেন, তার নাম ছিল আবদুল্লাহ বিন উনাইস), আবু মরিয়ম আজদি, আবু রুকাইয়্যা তামিম দারি, আবু কারিমা মিকদাদ বিন মাদি কারিবা। তারা সবাই সাহাবি।

৬. তাবেয়িনের মধ্য থেকে আবু আয়েশা মাসরুক বিন আজদাসহ অগণিত লোক বিভিন্ন উপনামে ভূষিত ছিলেন।

ইমাম সমআনি তার "আনসাব" কিতাবে (৫/৬৫০) বলেন– মাসরুক নামকরণ এজন্য হয়েছে যে, বাল্যকালে তাকে এক ব্যক্তি অপহরণ করে নেয়, পরে তাকে পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কর্তৃক হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে "আবু হুরায়রা" উপনামে অভিহিত করার বিষয়টি সহিহ হাদিসে প্রমাণিত।[১০৭৮] আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।

১০৭৮. দেখুন: সহিহ বুখারি: ৫৩৭৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com



অধ্যায়- ১৮

বিভিন্ন জিকির সংক্রান্ত আলোচনা

ইনশাআল্লাহ আমি এই গ্রন্থে জিকির ও দুআ সংক্রান্ত বিবিধ অধ্যায় উল্লেখ করব, যা দ্বারা অধিক উপকার হবে ইনশাআল্লাহ। এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো বিন্যাস বাধ্যতামূলক করব না। আল্লাহ তাআলাই একমাত্র তাওফিকদাতা।

সুসংবাদের সময় যথাসাধ্য আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করা মুস্তাহাব

জেনে রাখুন, কারো বাহ্যিক কোনো নেয়ামত অর্জন হলে অথবা বাহ্যিক কোনো বিপদাপদ দূর হলে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আল্লাহ তাআলাকে সাজদা করা এবং আল্লাহ তাআলার যথাযথ প্রশংসা করা ও গুণগান করা মুস্তাহাব। এ বিষয়ক হাদিস অগণিত ও সুপ্রসিদ্ধ।

(৭৫৪) হজরত উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদত বিষয়ে আমর বিন মায়মুন থেকে শুরা সংক্রান্ত দীর্ঘ হাদিসে আছে–

أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرْسَلَ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ إِلَىٰ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَسْتَأْذِنُهَا أَنْ يُدْفِنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَبْدُ اللهِ قَالَ عُمَرَ: مَا لَدَيْكَ ؟

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

قَالَ: الَّذِيْ تُحِبُّ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؛ أَذِنَتْ، قَالَ :اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ.

অর্থ: উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ ছেলে আবদুল্লাহকে হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে প্রেরণ করলেন, যেন তিনি বন্ধুদ্বয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সমাধিত হওয়ার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর আবদুল্লাহ ফিরে এলে উমর রাদি. জিজ্ঞাসা করলেন, কী সংবাদ? তিনি বললেন, আপনি যা কামনা করেছেন হে আমিরুল মুমিনিন। তিনি অনুমতি দিয়েছেন। উমর রাদি. বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, এরচে বড় কোনো প্রাপ্তি ছিল না আমার।[১০৭৯]

মোরগ, গাধা ও কুকুরের ডাক শুনলে যা বলবে

(৭৫৫) হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا سَمِعْتُمْ نَهَاقَ الْحَمِيْرِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ، مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا. وَإِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيْكَةِ فَاسْأَلُوْا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا.

অর্থ: যখন তোমরা গাধার ডাক শুনবে, আল্লাহ তাআলার কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কেননা সে শয়তান দেখছে। যখন মোরগের ডাক শুনবে তখন আল্লাহ তাআলার কাছে অনুগ্রহ কামনা করবে। কেননা সে ফেরেশতা দেখছে।[১০৮০]

(৭৫৬) হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ وَنَهِيْقَ الْحُمُرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ، ؛ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ.

১০৭৯. সহিহ বুখারি: ১৩৯২।

১০৮০. সহিহ বুখারি: ৩৩০৩, সহিহ মুসলিম: ২৭২৯, সুনানে আবু দাউদ: ৫১০২, সুনানে তিরমিজি: ৩৪৫৫, মুসনাদে আহমাদ ২/৩০৬, আমাল: ৯৪৩, আমাল: ৩১১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: তোমরা রাতের বেলা কুকুরের ঘেউ ঘেউ এবং গাধার ডাক শুনলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কারণ, এরা এমন কিছু দেখতে পায়, যা তোমরা দেখ না।[১০৮১]

আগুন দেখলে করণীয়

(৭৫৭) হজরত আমর বিন শুআইবের সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا رأَيْتُمُ الْحَرِيْقَ فَكَبِّرُوْا، فَإِنَّ التَّكْبِيْرَ يُطْفِئُهُ

অর্থ: তোমরা আগুন দেখলে আল্লাহু আকবার বলবে, কেননা তাকবির একে নিভিয়ে দেয় ।[১০৮২] পাশাপাশি বিপদাপদ সংক্রান্ত দুআগুলোও পাঠ করা উচিত, যা আমরা পূর্বে "আপতিত বিষয়াদি, ব্যাধি ও বিপদাপদে পঠিত জিকিরসমূহ" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি।

মজলিস থেকে উঠার সময় পড়ার দুআ

(৭৫৮) হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ جَلَسَ فِيْ مَجْلِسٍ، فَكَثُرَ فِيْهِ لُغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِيْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ.

অর্থ: যে ব্যক্তি কোনো মজলিসে আসন গ্রহণ করল এবং সেখানে তার থেকে অনেক অনর্থক কথাবার্তা সঙ্ঘটিত হয়ে গেল। অতঃপর সে মজলিস থেকে উঠার আগে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করল, সেই মজলিসে তার থেকে প্রকাশিত ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া হবে। দুআটি হল–

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

১০৮১. সুনানে আবু দাউদ: ৫১০৩, আদাব: ১২২৩, মুসনাদে আহমাদ ৩/৩০৬, মাওয়ারিদ: ১৯৯৬, মু. হাকেম ৪/২৮৪।

১০৮২. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২৯৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতার গুণগান করি। আপনি ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই বলে সাক্ষ্য দিচ্ছি। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি। –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।[১০৮৩]

(৭৫৯) হজরত আবু বারজা আসলামি রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُوْمَ مِنَ الْمَجْلِسِ: سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ. فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّكَ لَتَقُوْلُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُوْلُهُ فِيْمَا مَضٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ، . فَقَالَ: كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُوْنُ فِي الْمَجْلِسِ.

অর্থ: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো বৈঠক শেষ করে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন বলতেন–

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ: সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতার গুণগান করি। আপনি ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই বলে সাক্ষ্য দিচ্ছি। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি। –এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল! এখন আপনি যে বাক্য পড়লেন তা তো ইতোপূর্বে পাঠ করেননি! বললেন, এটা মাজলিসের ভুলত্রুটির কাফফারা।[১০৮৪] –হাকেম রহ. তার মুসতাদরাকে হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে রেওয়ায়েত করে বলেন, এর সনদ সহিহ।[১০৮৫]

১০৮৩. সুনানে তিরমিজি: ৩৪৩৩, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫৩৬, সহিহ ইবনে হিব্বান: ২৩৬৬, মুসনাদে আহমাদ ২/৪৯৪, আমাল: ৩৯৭, না., আমাল: ৪৪৭।

১০৮৪. সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৫৯, সুনানে দারিমি: ২৬৬১, আমাল: ৪২৬।

১০৮৫. মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪৯২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৭৬০) হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– যে চায় তার আমলনামা পরিপূর্ণ পাল্লার দ্বারা মাপা হোক, সে যেন মজলিসের শেষে অথবা উঠে যাওয়ার সময় বলে:

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

উচ্চারণ: সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুনা ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিনা ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

অর্থ: পবিত্র আপনার পরওয়াদিগারের সত্তা, তিনি সম্মানিত ও পবিত্র যা তারা বর্ণনা করে তা থেকে। রাসুলগণের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর নিমিত্ত।[১০৮৬]

মজলিসে নিজের জন্য এবং সাথীদের জন্য দুআ করা

(৭৬১) হজরত ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কমই মজলিস থেকে উঠতেন, যতক্ষণ না সাহাবাদের জন্য এই দুআ না করতেন–

اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَهَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাক সিম লানা মিন খাশয়াতিকা মা ইয়াহুলু বাইনানা ওয়া বাইনা মাসিয়াতিক, ওয়া মিন তাআতিকা মা তুবাল্লিগুনা বিহি জান্নাতাক, ওয়া মিনাল ইয়াকিনি মা তুহাওয়িনু বিহি আলাইনা মাসায়িবাদ্দুনয়া। আল্লাহুম্মা মাত্তিনা বি-আসমায়িনা ওয়া আবসারিনা ওয়া কুওয়াতিনা মা আহয়াইতানা, ওয়াজআলহুল ওয়ারিসা মিন্না, ওয়াজআল সা'রানা আলা মান জালামানা, ওয়ান সুরনা আলা মান আদানা, ওয়ালা তাজআল মুসিবাতানা ফি

১০৮৬. হিলয়াতুল আউলিয়া ৭/১২৩। সুরা সাফফাত: ১৮০-১৮৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দীনিনা, ওয়ালা তাজআলিদ্দুনয়া আকবারা হাম্মিনা, ওয়ালা মাবলাগা ইলমিনা, ওয়ালা তুসাল্লিত আলাইনা মান লা ইয়ারহামুনা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার ভয়ের এতটুকু দান করুন, যা আমাদের এবং আপনার অবাধ্যতার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আপনার এতটুকু আনুগত্য যা আমাদেরকে জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং এতটা দৃঢ় বিশ্বাস যার মাধ্যমে দুনিয়ার বিপদাপদ আমাদের জন্য হালকা হয়ে যায়। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমৃত্যু কান, চোখ এবং শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে উপকৃত করুন। একেই আমাদের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিন। আমাদের ওপর জুলুমকারীর প্রতিশোধ সুনির্ধারিত করুন এবং আমাদেরকে শত্রুদের বিপক্ষে বিজয় দান করুন। ধর্মপালনে আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করবেন না, দুনিয়াকে আমাদের মহত্তর অভিপ্রায় ও জ্ঞানের শেষ পরিধি বানাবেন না এবং নির্দয় জালিম শাসককে আমাদের ওপর কর্তৃত্ব দিবেন না। –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।[১০৮৭]

আল্লাহ তাআলার স্মরণ ছাড়া মজলিস ত্যাগ করা অপছন্দনীয়

(৭৬২) হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُوْنَ اللهَ فِيْهِ، إِلَّا قَامُوْا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ، وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً.

অর্থ: যারা আল্লাহ তাআলার স্মরণ ব্যতীত মজলিস ত্যাগ করল, তারা যেন গাধার মতো উদর ভরে উঠল। এই মজলিস তাদের আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।[১০৮৮]

(৭৬৩) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ، تِرَةٌ.

১০৮৭. সুনানে তিরমিজি: ৩৪৯৭, আমাল: ৪০১, না., আমাল: ৪৪৬, ই., মু. হাকেম ১/৫২৮।
১০৮৮. সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৫৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: যে ব্যক্তি মজলিসে উপবিষ্ট হল, অথচ তাতে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করল না; এজন্যে সে আল্লাহর কাছে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যে ব্যক্তি শয়নকক্ষে শয়ন করল, কিন্তু আল্লাহকে স্মরণ করল না, আল্লাহর কাছে এটাও তার লোকসানের কারণ হবে।[১০৮৯]

(৭৬৪) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. হতে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيْهِ، وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلٰى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ.

অর্থ: যারা কোনো মজলিসে উপবিষ্ট হয়ে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করল না এবং তাদের নবির প্রতি দরুদ প্রেরণ করল না; এই মজলিস তাদের লোকসানের কারণ হবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা চাইলে তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন কিংবা মাফও করতে পারেন।[১০৯০]

চলার পথে আল্লাহর স্মরণ

(৭৬৫) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوْا مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ إِلَّا كَانَتْ عَلَيْهِمْ تِرَةً، وَمَا سَلَكَ رَجُلٌ طَرِيْقًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ إِلَّا كَانَتْ عَلَيْهِ تِرَةً.

অর্থ: যারা কোনো মজলিসে উপবিষ্ট হয়ে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করল না; সে মজলিস তাদের লোকসানের কারণ হবে। যারা চলার পথে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করল না, সেই চলা তাদের জন্য লোকসানের কারণ হবে।[১০৯১]

(৭৬৬) হজরত আবু উমামা বাহিলি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

১০৮৯. সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৫৬।
১০৯০. সুনানে তিরমিজি: ৩৩৮০।
১০৯১. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ১৭৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَتَىٰ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِتَبُوْكٍ فَقَالَ :يَا مُحَمَّدُ! اشْهَدْ جَنَازَةَ مُعَاوِيَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِيِّ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ سَبْعِيْنَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَوَضَعَ جَنَاحَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْجِبَالِ فَتَوَاضَعَتْ وَوَضَعَ جَنَاحَهُ الْأَيْسَرِ عَلَى الْأَرْضِيْنَ فَتَوَاضَعَتْ، حَتَّى نَظَرَ إِلَى مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِبْرِيْلُ وَالْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ؛ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ :يَا جِبْرِيْلُ! بِمَ بَلَغَ مُعَاوِيَةُ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ؟ قَالَ :بِقِرَاءَتِهِ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ قَائِمًا وَرَاكِبًا وَمَاشِيًا.

অর্থ: তাবুকে থাকা অবস্থানকালে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগমন হজরত জিবরিল আলাইহিস সালাম এসে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আপনি মুআবিয়া বিন মুআবিয়া মুজানির জানাযায় শরিক হোন। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন এবং জিবরিল আলাইহিস সালাম সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়ে আগমন করলেন। এরপর তিনি নিজের ডান বাহু পাহাড়ের উপর চেপে ধরেন, ফলে তা সমতল হয়ে যায়। বাম বাহু জমিনের উপর রাখেন, তাও সমান হয়ে যায়। এমনকি মক্কা-মদিনা দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জিবরিল আলাইহিস সালাম এবং অন্যান্য ফেরেশতাগণ তার জানাযার নামাজ পড়েন। নামাজান্তে নবিজি বললেন, হে জিবরিল! কোন আমলের মাধ্যমে মুআবিয়া এই মর্যাদায় উপনীত হলেন? উত্তরে বললেন: দণ্ডায়মান, আরোহন এবং চলার পথে তার সুরা ইখলাস পাঠের মাধ্যমে।[১০৯২]

১০৯২. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ১৮০, দালায়িলুন নুবুওয়্যাহ ৫/২৪৫। এই বর্ণনা সহিহ নয়। হজরত নাজাশির গায়েবানা জানাযা ছাড়া অন্য কারো গায়েবানা জানাযা পড়ার কথা সহিহ নয়। (ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম ১/৪১২)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ক্রোধান্বিত হলে পাঠ করার দুআ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

অর্থ: যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন করে। বস্তুতঃ আল্লাহ তাআলা সৎকর্মশীলদিগকেই ভালোবাসেন।[১০৯৩] –অন্য আয়াতে বলেন–

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

অর্থ: যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর শরণাপন্ন হও। তিনিই শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।[১০৯৪]

(৭৬৭) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهٗ عِنْدَ الْغَضَبِ.

অর্থ: সে প্রকৃত বীর নয় যে কুস্তিতে জয়ী হয়; বরং প্রকৃত বীর সে যে ক্রোধের মূহুর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।[১০৯৫]

(৭৬৮) হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَا تَعُدُّوْنَ الصُّرَعَةَ فِيْكُمْ؟ قُلْنَا: الَّذِيْ لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ. قَالَ: لَيْسَ بِذَلِكَ، وَلٰكِنَّهُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهٗ عِنْدَ الْغَضَبِ .

অর্থ: তোমরা তোমাদের মাঝে কাকে বীরকেশরী মনে কর? আমরা বললাম, যাকে মানুষ কুস্তিতে পরাস্ত করতে পারে না। নবিজি বললেন, প্রকৃত

১০৯৩. সুরা আলে ইমরান: ১৩৪।

১০৯৪. সুরা আরাফ: ২০০। অর্থাৎ ক্রুদ্ধ হলে أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পাঠ করবে। –উ.

১০৯৫. সহিহ বুখারি: ৬১১৪, সহিহ মুসলিম: ২৬০৯, মুয়াত্তা ২/৯০২, আমাল: ৩৯৪, মু. আহমাদ ২/২৩৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বীরকেশরী সে নয়; বরং প্রকৃত বীর সে যে রাগের মূহুর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।[১০৯৬]

(৭৬৯) হজরত মুআজ বিন আনাস যুহানি রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلٰى أَنْ يُنْفِذَهُ؛ دَعَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ اللهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ مَا يَشَاءُ.

অর্থ: যে ব্যক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রাগ সংবরণ করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে সৃষ্টিকূলের সম্মুখে ডাকবেন এবং পছন্দমত হুর বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিবেন।[১০৯৭] –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।

(৭৭০) হজরত সুলাইমান বিন সুরাদ রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجُلَانِ يَسْتَبَّانِ، فَأَحَدُهُمَا احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنِّيْ لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ : أَعُوْذُ بِاللهِ، مِنَ الشَّيْطَانِ، ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ ." فَقَالُوْا لَهُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَعَوَّذْ بِاللهِ، مِنَ الشَّيْطَانِ. فَقَالَ : وَهَلْ بِيْ جُنُوْنٌ ؟

অর্থ: আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। এমতাবস্থায় দুজন লোক গালাগালি করছিল। তাদের একজনের চেহারা রক্তিম এবং শাহরগ ফুলে ফুলে ওঠে ছিল। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এমন একটি বাক্য জানি, যদি এ লোকটি তা পড়ে ফেললে, রাগ উধাও হয়ে যাবে। সে যদি পড়ে–

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

উচ্চারণ: আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম।

১০৯৬. সহিহ মুসলিম: ২৬০৮, সুনানে আবু দাউদ: ৪৭৭৯।

১০৯৭. সুনানে আবু দাউদ: ৪৭৭৭, সুনানে তিরমিজি: ২০২১, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪১৮৬, মু. আহমাদ ৩/৪৩৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আমি শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করি। –তাহলে রাগ চলে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম তাকে বললেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে "আউজুবিল্লাহ" পড়তে বলছেন। সে বলল, আমি কি পাগল? [১০৯৮]

(৭৭১) সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে তিরমিজিতে আবদুর রহমান বিন আবু লায়লার সূত্রে হজরত মুআজ রাদি থেকে এমনই বর্ণিত আছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন...। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, এটি মুরসাল। অর্থাৎ আবদুর রহমান হজরত মুআজকে পাননি।

(৭৭২) হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غَضْبِيْ، فَأَخَذَ بِطَرْفِ الْمِفْصَلِ مِنْ أَنْفِيْ فَعَرَكَهُ ثُمَّ قَالَ: "يَا عُوَيْشُ قُوْلِيْ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِيْ، وَأَجِرْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ.

অর্থ: একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আগমন করলেন, এমতাবস্থায় আমি রাগান্বিত ছিলাম। তিনি আমার নাকের জোড়ায় ধরে ঘর্ষণ করলেন। পরে বললেন, হে উওয়াইশ! তুমি বল–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ، وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِيْ، وَأَجِرْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগ ফিরলি জানবি, ওয়া আজহিব গায়জা কালবি, ওয়া আযিরনি মিনাশ শায়তান।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার পাপ ক্ষমা করুন, আমার অন্তরের ক্রোধ অপসারিত করুন এবং শয়তান থেকে আমাকে রক্ষা করুন।[১০৯৯]

(৭৭৩) হজরত আতিয়্যাহ বিন উরওয়াহ সাদি রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ.

১০৯৮. সহিহ বুখারি: ৩২৮২, সহিহ মুসলিম: ২৬১০, সুনানে আবু দাউদ: ৪৭৮১, সুনানে তিরমিজি: ৩৪৪৮।

১০৯৯. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৬২২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: ক্রোধ শয়তানের তরফ থেকে। শয়তান আগুন থেকে সৃজিত। আর পানি দ্বারা আগুন নিভে যায়। অতএব, তোমাদের কেউ রাগান্বিত হলে সে যেন অজু করে নেয়।[১১০০]

কাউকে মুহব্বত করলে তাকে জানিয়ে দেয়া মুস্তাহাব এবং জানানোর পর প্রিয়জনের করণীয়

(৭৭৪) হজরত মিকদাম বিন মাদিকারিবা রাদি. হতে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ.

অর্থ: যখন কোনো ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে ভালোবাসে, সে যেন তাকে অবহিত করে যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি।[১১০১] –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।

(৭৭৫) হজরত আনাস রাদি. হতে বর্ণিত–

أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، إِنِّيْ لَأُحِبُّ هَذَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَعْلَمْتَهُ ؟. قَالَ: لَا. قَالَ: أَعْلِمْهُ. قَالَ: فَلَحِقَهُ فَقَالَ: إِنِّيْ أُحِبُّكَ فِي اللهِ، . فَقَالَ: أَحَبَّكَ الَّذِيْ أَحْبَبْتَنِيْ لَهُ.

অর্থ: জনৈক ব্যক্তি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা অবস্থায় আরেক ব্যক্তি অতিক্রম করছিল। সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমি এ ব্যক্তিকে ভালোবাসি। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তাকে এ কথা জানিয়েছ? বলল, না। নবিজি বললেন, তাকে জানিয়ে এসো। সে ঐ ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়ে বলল, আমি আল্লাহর জন্য

১১০০. সুনানে আবু দাউদ: ৪৭৮৪, মুসনাদে আহমাদ ৪/২২৬।

১১০১. সুনানে আবু দাউদ: ৫১২৪, সুনানে তিরমিজি: ২৫৭০, আমাল: ২০৪, না., মু. আহমাদ ৪/১৩০, সহিহ ইবনে হিব্বান: ২৫১৪, আমাল: ১৯৭, ই., আদাব: ৫৪২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তোমাকে ভালোবাসি। প্রতিত্তোরে সে বলল, যার সন্তুষ্টির জন্য তুমি আমাকে ভালোবেসেছ তিনিও তোমাকে ভালোবেসে নেন।[১১০২]

(৭৭৬) হজরত মুআজ বিন জাবাল রাদি. থেকে বর্ণিত–

يَا مُعَاذُ، وَاللهِ، إِنِّيْ لَأُحِبُّكَ، وَاللهِ، إِنِّيْ لَأُحِبُّكَ. فَقَالَ: أُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ، لَا تَدَعَنَّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

অর্থ: একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত ধরে বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি অবশ্যই তোমাকে ভালোবাসি হে মুআজ! আমি তোমাকে ওসিয়ত করছি, তুমি প্রত্যেক নামাজান্তে এই দুআটি পড়তে ভুলবে না–

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আয়িন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার স্মরণে, আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এবং সুষ্ঠুরূপে আপনার ইবাদত করতে আমাকে সাহায্য করুন।[১১০৩]

(৭৭৭) হজরত ইয়াজিদ বিন নুআমা দাব্বি রাদি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا آخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ، فَلْيَسْأَلْهُ عَنِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيْهِ، وَمِمَّنْ هُوَ، فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ.

অর্থ: কেউ কারো সাথে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হলে তার নাম, পিতার নাম এবং গোত্রের নাম জিজ্ঞাসা করে নিবে। কেননা এটা বন্ধুত্বের জন্য অধিকতর কার্যকরী।[১১০৪] –ইমাম তিরমিজি একে গারিব আখ্যা দিয়েছেন।

ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখলে কি পড়তে হয়

১১০২. সুনানে আবু দাউদ: ৫১২৫, আমাল: ১৮২, না., মুসনাদে আহমাদ ৩/১৫০, সহিহ ইবনে হিব্বান: ২৫১৩, মু. হাকেম ৪/১৭১।

১১০৩. সুনানে আবু দাউদ: ১৫২২, সুনানে নাসাঈ ৩/৫৩।

১১০৪. সুনানে তিরমিজি: ২৩৯২। হজরত ইয়েজিদ বিন নুআমা জাব্বি: সাহাবি হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।– অনুবাদক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৭৭৮) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

رَأَىٰ مُبْتَلًى، فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ، وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا لَمْ يُصِبْهُ ذٰلِكَ الْبَلَاءُ.

অর্থ: যে লোক কোনো রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখে এই দুআ পাঠ করবে, উক্ত ব্যাধি তাকে স্পর্শ করবে না। দুআটি হল–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আফানি মিম্মাব তালাকা বিহি ওয়া ফাজ্জালানি আলা কাসিরিন মিম্মান খালাকা তাফজিলা।

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাকে তোমার ব্যাধি থেকে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং আমাকে তার অসংখ্য সৃষ্টির ওপর সম্মানদান করেছেন।[১১০৫] –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।

(৭৭৯) হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلَاءٍ، فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ، وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا، إِلَّا عُوْفِيَ مِنْ ذٰلِكَ الْبَلَاءِ كَائِنًا مَا كَانَ مَا عَاشَ.

অর্থ: কেউ কাউকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখে এই দুআ পাঠ করবে, সে আমৃত্যু উক্ত ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকবে। দুআটি হল–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আফানি মিম্মাব তালাকা বিহি ওয়া ফাজ্জালানি আলা কাসিরিন মিম্মান খালাকা তাফজিলা।

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাকে তোমার ব্যাধি থেকে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং আমাকে তার অসংখ্য সৃষ্টির ওপর সম্মানদান করেছেন।[১১০৬]

১১০৫. সুনানে তিরমিজি: ৩৪৩২।

১১০৬. সুনানে তিরমিজি: ৩৪৩১, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৯২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইমাম নববি বলেন– আমাদের উলামায়ে কেরামসহ অনেকে বলেছেন, এই দুআটি নিঃশব্দে পড়া উচিত, নিজেকে শুনাবে, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি যেন শুনতে না পায়, যাতে সে ব্যথিগ্রস্ত না হয়। হ্যাঁ, যদি ব্যাধি হয় পাপের দরুন, তাহলে গোলযোগ না হওয়ার শর্তে শুনিয়ে বলাতে কোনো সমস্যা নেই।

নিজের অথবা প্রিয়জনের ব্যাপারে হালপুরসি করা হলে আল্লাহর প্রশংসা করা মুস্তাহাব; অবস্থা ভালো হলে উত্তর দেয়াও মুস্তাহাব

(৭৮০) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ وَجَعِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا حَسَنٍ، كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ، بَارِئًا.

অর্থ: হজরত আলি রাদি. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বেরিয়ে এলেন, যখন তিনি মৃত্যুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, হে আবু হাসান! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ কিভাবে রাত্রিযাপন করেছেন? বললেন, আল্লাহর রহমতে সুস্থতার সাথে।[১১০৭]

বাজারে প্রবেশের দুআ

(৭৮১) হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ دَخَلَ السُّوْقَ فَقَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ.

১১০৭. সহিহ বুখারি: ৪৪৪৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে এই দুআ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক লক্ষ নেকি লিখবেন, এক লক্ষ গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং তার এক লক্ষ দরজা বুলন্দ করে দিবেন। দুআটি হল–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ইয়ুহয়ি ওয়া ইয়ুমিতু, ওয়া হুয়া হাইয়ুন লা ইয়ামুতু, বিয়াদিহিল খাইর, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোনো সত্য মাবুদ নেই, তার কোনো অংশীদার নেই। সকল কর্তৃত্ব তারই, সমস্ত প্রশংসা তার জন্যই। তিনিই জীবন-মৃত্যু দিয়ে থাকেন, তিনি চিরজীবি। সকল মঙ্গল তারই হাতে। সকল বস্তুর ওপর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।[১১০৮] –হাকেম আবু আবদুল্লাহ তার 'মুসতাদরাক আলাস সাহিহাইন' কিতাবে এই হাদিস একাধিক সনদে নকল করেছেন, সেখানে একটি সূত্রে অতিরিক্ত রয়েছে– জান্নাতে তার জন্য একটি ঘরও নির্মাণ করবেন।[১১০৯] –আরেক সনদে হাদিসের বর্ণনাকারী বলেন, আমি খোরাসান গমন করে কুতাইবা বিন মুসলিমের কাছে গিয়ে বললাম, আমি তোমার কাছে একটি হাদিয়া নিয়ে এসেছি। তারপর এই হাদিসটি বর্ণনা করলাম। এরপর থেকে কুতাইবা বিন মুসলিম নিজ বাহনে করে বাজারে যেতেন এবং এই দুআ পাঠ করে প্রত্যাগমন করতেন।[১১১০]

ইমাম হাকেম রহ. হজরত বুরাইদা থেকে ভিন্ন সনদে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে গেলে এই দুআ পড়তেন–

بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُصِيْبَ فِيْهَا يَمِيْنًا فَاجِرَةً، أَوْصَفْقَةً خَاسِرَةً.

১১০৮. সুনানে তিরমিজি: ৩৪২৮।

১১০৯. মুসতাদরাক আলাস সাহিহাইন ১/৫৩৮।

১১১০. তালখিস ১/৫৩৮, জাহাবি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহ, আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা খাইরা হাজিহিস্‌সুকি ওয়া খাইরা মা ফিহা, ওয়া আউজুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা ফিহা। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা আন উসিবা ফিহা ইয়ামিনান ফাজিরাতান, আও সাফাকাতান খাসিরাহ।

অর্থ: আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এই বাজারের এবং এতে থাকা সবকিছুর মঙ্গল কামনা করি এবং এই বাজারের অমঙ্গল এবং এতে বিদ্যমান সকল বস্তুর অমঙ্গল থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমি এই বাজারে পাপের কসম ও লোকসানের সওদা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।[১১১১]

কেউ শরিয়ত-সম্মত কোনো কাজ করলে তাকে সমর্থন করা মুস্তাহাব

বিবাহিত ব্যক্তিকে অথবা যে শরিয়ত সমর্থিত কোনো ভালো কাজ করেছে অথবা ক্রয় করেছে তাকে সঠিক করেছ অথবা ভালো করেছ বা এ জাতীয় অন্য কোনো শব্দ বলা মুস্তাহাব

(৭৮২) হজরত জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত, আমাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ؟ قُلْتُ :ثَيِّبًا يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ أَوْ قَالَ: تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ؟ قُلْتُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ، يَعْنِيْ أَبَاهُ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، أَوْ سَبْعًا، وَإِنِّيْ كَرِهْتُ أَنْ أَجِيْئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيْءَ بِامْرَأَةٍ تَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ، وَتُصْلِحُهُنَّ، قَالَ: أَصَبْتَ.

অর্থ: হে জাবের, বিয়ে করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। রাসুল বললেন, কুমারি না বিধবা? আমি বললাম, বরং বিধবা হে আল্লাহর রাসুল। বললেন, কুমারি কেনো বিয়ে করলেন না? তাহলে তুমি তার সাথে আমোদ-ফূর্তি করতে আর সেও তোমার সাথে হাসি-মজাক করত। (বর্ণনাকারী বলেন, অথবা রাসুল

১১১১. মুসতাদরাক আলাস সাহিহাইন ১/৫৩৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বলেছেন:) তুমি তার সাথে হাস্য-রস করতে, সেও তোমার সাথে হাস্য-রস করত। জাবের রাদি. বলেন, আমি বললাম, আমার পিতা আবদুল্লাহ নয় অথবা সাতজন মেয়ে রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি তাদের কাছে তাদের মতো একজনকে নিয়ে আসাকে অপছন্দ করি। তাই আমি এমন একজন মহিলাকে নিয়ে আসতে পছন্দ করলাম, যিনি তাদের দেখাশুনা করবেন এবং তাদের শুধরে দিবেন ও গড়ে তুলবেন। রাসুল বললেন, ভালো করেছ।[১১১২]

আয়নার দিকে তাকিয়ে যা বলবে

(৭৮৩) হজরত আলি রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়নার দিকে তাকিয়ে বলতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহুম্মা কামা হাস্‌সানতা খালকি ফা হাসসিন খুলুকি।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। হে আল্লাহ, যেমনিভাবে আপনি আমাকে সুন্দর আকৃতি দান করেছেন তেমনিভাবে আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দিন।[১১১৩]

(৭৮৪) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়নায় নিজের চেহারা দেখলে পড়তেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ سَوّٰى خَلْقِيْ فَعَدَلَهُ، وَكَرَّمَ صُوْرَةَ وَجْهِيْ فَحَسَّنَهَا، وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি সাওয়া খালকি ফা আদালাহু, ওয়া কাররামা সুরাতা ওয়াজহি ফা হাস্‌সানাহা, ওয়া জাআলানি মিনাল মুসলিমিন।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা ঐ সত্তার, যিনি আমার আকৃতিকে সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তাকে পরিমিতো রূপ দিয়েছেন। যিনি আমার চেহারাকে সম্মানিত

১১১২. সহিহ মুসলিম: ৭১৫, বুখারি শরিফ: ৫৩৬৭।

১১১৩. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ১৬৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

করেছেন। অতঃপর একে করেছেন সুন্দর। আমাকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১১১৪]

হিজামার সময় পড়ার দুআ

(৭৮৫) হজরত আলি রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ عِنْدَ الْحِجَامَةِ كَانَتْ لَهُ مَنْفَعَةً حِجَامَتِهِ

অর্থ: যে ব্যক্তি হিজামার সময় আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে তা তার হিজামার ক্ষেত্রে উপকারে আসবে।[১১১৫]

কান বেজে ওঠলে যা বলবে

(৭৮৬) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম হজরত আবু রাফে রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا طَنَّتْ أُذُنُ أَحَدِكُمْ فَلْيَذْكُرْنِي وَلْيُصَلِّ عَلَيَّ، فَلْيَقُلْ: ذَكَرَ اللهُ بِخَيْرٍ مَنْ ذَكَرَنِي.

অর্থ: যখন তোমাদের কারো কান বেজে ওঠে, সে যেন আমাকে স্মরণ করে এবং আমার ওপর দরুদ পাঠ করে। অতঃপর বলে, যে আমাকে স্মরণ করেছে আল্লাহ তাআলাও তাকে উত্তমরূপে স্মরণ করুন।[১১১৬]

পা অবশ হয়ে গেলে যা বলবে

(৭৮৭) হজরত হাইসাম বিন হানাশ রহ. থেকে বর্ণিত, আমরা হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি. এর নিকট ছিলাম, এমন সময় তার পা অবশ হয়ে যায়। এক ব্যক্তি তাকে বলল, আপনার সবচেয়ে প্রিয় মানুষকে স্মরণ করুন। তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করলেন।[১১১৭]

১১১৪. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ১৬৫। হাদিসটি খুবই দুর্বল। তবে আলবানি রহ. বলেছেন, দুআটি সহিহ।

১১১৫. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ১৬৭।

১১১৬. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ১৬৬।

১১১৭. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ১৭০। এই হাদিসের সনদে আবু ইসহাক সাবিয়ি হচ্ছেন মুদাল্লিস।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৭৮৮) হজরত মুজাহিদ রহ. বলেন, হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. এর নিকট এক ব্যক্তির পা অবশ হয়ে যায়। ইবনে আব্বাস রাদি. বললেন, তোমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষকে স্মরণ কর। অতঃপর সে বলল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ফলে তার অবশতা চলে যায়।[১১১৮]

(৭৮৯) হজরত ইবরাহিম বিন মুনজির রহ. থেকে বর্ণিত [যিনি ইমাম বুখারির উসতাদ] তিনি বলেন– মদিনাবাসী আবুল আতাহিয়ার কবিতার সৌন্দর্যতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বলেছে–

وَتَخْدُرُ فِيْ بَعْضِ الْأَحَايِيْنَ رِجْلُهُ ... فَإِنْ لَمْ يَقُلْ يَا عُتْبُ لَمْ يَذْهَبِ الْخَدَرُ.

অর্থঃ কখনো কারো পা অবশ হয়ে যায়। সে যদি "হে উতবু" না বলে, তাহলে অবশতা দূর হয়ই না।[১১১৯]

যে ব্যক্তি মুসলমানদের ওপর জুলুম করে অথবা ব্যক্তিগত জুলুম করে তার বিপক্ষে বদদুআ করা বৈধ

এ অধ্যায়টি খুবই ব্যাপক। এর বৈধতার ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসে বহু দলিল বিদ্যমান। পূর্ববর্তী-পরবর্তী উলামায়ে কেরামের বহু কাজেও এর প্রমাণ মিলে। আল্লাহ তাআলা বহু জায়গায় এ সংবাদ দিয়েছে যে, নবিগণ কাফিরদের বিরুদ্ধে বদদুআ করেছেন।

(৭৮৯) হজরত আলি রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দক যুদ্ধের দিন বলেছিলেন–

مَلَأَ اللهُ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُوْنَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى.

অর্থঃ হে আল্লাহ, তাদের ঘর ও কবরকে আগুন দিয়ে ভর্তি করে দিন। কারণ, তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী (আসর) নামাজ থেকে বিরত রেখেছে।[১১২০]

(৭৯০) যারা কারি সাহাবিদেরকে হত্যা করেছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ একমাস বদদুআ করেছেন। তিনি বলেছেন–

১১১৮. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ১৬৯। এটি বানোয়াট।

১১১৯. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ১৭১। খুবই দুর্বল। ইবনুস সুন্নি সনদ ছাড়া নকল করেছেন।

১১২০. সহিহ বুখারি: ২৯৩১, সহিহ মুসলিম: ৬২৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَللّٰهُمَّ الْعَنْ رِعْلًا، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ.

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি রিল, জাকওয়াতন ও উসাইয়্যাকে অভিশম্পাত করুন।[১১২১]

(৭৯১) হজরত ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে একটি দীর্ঘ হাদিসে আছে, যখন আবু জাহেল ও তার কুরাইশ সাথীরা উটের ভ্রূণ-আবরক ঝিল্লি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠের উপর রেখেছিল, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে বদদুআ করেছিলেন। তিনি বদদুআ করলে তিনবার করতেন। অতঃপর তিনবার বললেন–

اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ.

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি কুরাইশকে ধ্বংশ করুন। –অতঃপর বলেন–

اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِيْ جَهْلٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ.

অর্থ: হে আল্লাহ আপনি আবু জাহেল ও উতবা বিন রাবিআকে ধ্বংশ করুন। এভাবে পূর্ণ সাতজনের নাম উল্লেখ করেন।[১১২২]

(৭৯২) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদদুআয় বলতেন–

اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ.

অর্থ: হে আল্লাহ, মুদার গোত্রের ওপর তোমার শাস্তি কঠোর করে দাও। হে আল্লাহ, ইউসুফ আলাইহিস সালামের সময়ের দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর মতো তাদের ওপরও কয়েক বছরের দুর্ভিক্ষ দাও।[১১২৩]

(৭৯৩) হজরত সালামাহ বিন আকওয়া রাদি. থেকে বর্ণিত–

১১২১. সহিহ বুখারি: ১০০১, সহিহ মুসলিম: ৬৭৭, মু. আহমাদ ৩/১৩৭।

১১২২. সহিহ বুখারি: ২৪০, সহিহ মুসলিম: ১৭৯৪, সুনানে নাসাঈ ১/১৬১।

১১২৩. সহিহ বুখারি: ২৯৩২, সহিহ মুসলিম: ৬৭৫, সুনানে আবু দাউদ: ১০০৭, সুনানে নাসাঈ ২/২০১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: كُلْ بِيَمِيْنِكَ. قَالَ: لَا أَسْتَطِيْعُ. قَالَ :لَا اسْتَطَعْتَ، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ. قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلٰى فِيْهِ.

অর্থ: এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাম হাতে খাবার খাচ্ছিল। রাসুল তাকে বললেন, তুমি ডান হাতে খাও। সে বলল, আমি পারি না। রাসুল বললেন, তুমি যেন আর না পার। শুধুমাত্র অহমিকাই তাকে বারণ করছে। সালামা রাদি. বলেন, সে আর কখনো ডান হাত মুখের দিকে নিতে পারেনি।[১১২৪]

ইমাম নববি রহ. বলেন, এই লোকটির নাম ছিল বুসর। এতে শরিয়তের হুকুমের বিরোধিতাকারীর বিরুদ্ধে দুআ করার বৈধতা পাওয়া যায়।

(৭৯৪) হজরত জাবের বিন সামুরা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

شَكَا أَهْلُ الْكُوْفَةِ سَعْدًا إِلٰى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا....فَأَرْسَلَ مَعَهُ عُمَرَ رَجُلًا - أَوْ رِجَالًا - إِلَى الْكُوْفَةِ فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوْفَةِ، وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثْنُوْنَ مَعْرُوْفًا حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ، قَالَ: أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا، فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيْرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ، قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللهِ، لَأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ: اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُوْلُ: شَيْخٌ مَفْتُوْنٌ أَصَابَتْنِيْ دَعْوَةُ سَعْدٍ.

অর্থ: কুফাবাসী হজরত উমর বিন খাত্তাব রাদি. এর কাছে (কুফার গভর্ণর) হজরত সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদি. এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন এবং আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।.....(হাদিসের অবশিষ্টাংশে বলেন:) হজরত উমর রাদি. এ সম্পর্কে কুফাবাসীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এক বা

১১২৪. মুসলিম শরিফ: ২০২১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

একাধিক ব্যক্তিকে সাদ রাদি. এর সঙ্গে প্রেরণ করেন। তারা প্রতিটি মসজিদে গিয়ে সাদ রাদি. সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। সবাই তার ভূয়সী প্রশংসা করল। অবশেষে তিনি বনু আবস গোত্রের মসজিদে উপস্থিত হন। সেখানে উসামা বিন কাতাদা নামে এক ব্যক্তি (যাকে আবুস সাদাহ ডাকা হত) দাঁড়িয়ে বলল, যেহেতু আপনি আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, তাহলে শুনুন– সাদ কখনো সঙ্গে যুদ্ধে শরিক হতেন না, গনীমতের মাল সমভাবে বণ্টন করতেন না এবং বিচারে ইনসাফ করতেন না। সাদ রাদি. বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তিনটি বদদুআ করছি– হে আল্লাহ, যদি তোমার এ বান্দা মিথ্যাবাদি হয়, লোক দেখানো ও অপপ্রচারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে তুমি তার হায়াত বাড়িয়ে দাও। তার অভাব বাড়িয়ে দাও এবং তাকে ফিতনার সম্মুখীন কর। পরবর্তীতে তাকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলত, আমি বয়সে বৃদ্ধ ও ফিতনায় লিপ্ত। আমার ওপর সাদ রাদি. এর দুআ লেগে গেছে। বর্ণনাকারী আবদুল মালিক রহ. হজরত জাবির বিন সামুরাহ রাদি. থেকে বলেন, পরে আমি লোকটিকে দেখেছি, অতি বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তার ভ্রু চোখের উপর ঝুলে গেছে এমতাবস্থায়ও সে পথের মেয়েদের বিরক্ত করত এবং তাদের চিমটি মারত।[১১২৫]

(৭৯৫) হজরত উরওয়াহ বিন যুবায়ের রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ سَعِيْدَ بْنِ زَيْدٍرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا خَاصَمَتْهُ أَرْوَى بِنْتُ أَوْسٍ ـ وَقِيْلَ: أُوَيْسٍ ـ إِلَىٰ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَادَّعَتْ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا، فَقَالَ سَعِيْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا كُنْتُ آخَذَ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِيْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ. قَالَ مَرْوَانُ: لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا، فَقَالَ سَعِيْدٌ: اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمَ بَصَرُهَا وَاقْتُلْهَا فِيْ

১১২৫. বুখারি শরিফ: ৭৫৫, মুসলিম শরিফ: ৪৫৩, সুনানে নাসাঈ ২/১৭৪, মু. আহমাদ ১/১৭৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَرْضِهَا، قَالَ: فَمَا مَاتَتْ حَتَّىٰ ذَهَبَ بَصَرُهَا، وَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِيْ فِيْ أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِيْ حَفْرَةٍ فَمَاتَتْ.

অর্থ: সাঈদ বিন যায়দ রাদি. এর বিরুদ্ধে আরওয়া বিনতে আওস অথবা উওয়াইস নামক এক মহিলা মারওয়ান বিন হাকামের দরবারে মকাদ্দমা দায়ের করল। সে দাবি জানাল যে, সাঈদ তার কিছু জমি আত্মসাৎ করেছেন। সাঈদ রাদি. বললেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ বিষয়ে ধমকি শোনার পরও কিভাবে তার জমি দখল করতে পারি? মারওয়ান বললেন, আপনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ বিষয়ে কী শুনেছেন? তিনি বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো এক বিঘত জমি দখল করবে কেয়ামতের দিন তা সাত তবক পর্যন্ত তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। এ কথা শুনে মারওয়ান বলল, এরপর আমি আপনার কাছে আর কোনো প্রমাণ তলব করব না। অতঃপর সাঈদ রাদি. বললেন, হে আল্লাহ, এ মহিলা যদি মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তার চক্ষু অন্ধ করে দাও এবং তাকে তার জমিতেই মৃত্যু দাও। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে অন্ধ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেনি। পরে সে তার জমি দিয়ে চলার সময় হঠাৎ এক গর্তে পড়ে মারা যায়।[১১২৬]

বিদআতি ও পাপিষ্ঠ লোকদের থেকে দায়মুক্তি

(৭৯৬) হজরত আবু বুরদা বিন আবু মুসা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

وَجِعَ أَبُوْ مُوْسَىٰ وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ ، وَالْحَالِقَةِ ، وَالشَّاقَّةِ.

অর্থ: হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। এমনকি তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তখন তার মাথা ছিল পরিবারভুক্ত কোনো এক মহিলার কোলে। তার পরিবারের এক মহিলা চিল্লাফাল্লা করছিল, কিন্তু তিনি

১১২৬. বুখারি শরিফ: ৩১৯৮, মুসলিম শরিফ: ১৬১০, সুনানে দারিমি: ২৬০৯, মু. আহমাদ ১/১৮৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তাকে কোনো জবাব দিতে পারছিলেন না। অতঃপর জ্ঞান ফিরে এলে বললেন, সে সব লোকের থেকে আমি দায়মুক্ত যাদের থেকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দায়মুক্তির ঘোষণা দিয়ে বলেছেন– যারা চিৎকার করে ক্রন্দন করে, মস্তক মুণ্ডন করে এবং জামা-কাপড় ছিন্ন করে, আমি তাদের থেকে মুক্ত।[১১২৭]

(৭৯৭) হজরত ইয়াহিয়া বিন ইয়ামুর রহ. থেকে বর্ণিত–

قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَيَزْعُمُونَ أَنه لَا قَدَرَ، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ. فقَالَ: إِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ، وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي.

অর্থ: আমি ইবনে উমরকে বললাম, হে আবু আবদুর রহমান, আমাদের সন্নিকটে কিছু সংখ্যক লোক কুরআন তিলাওয়াত করে; কিন্তু তাদের ধারণায় তাকদির বলতে কিছু নেই। যা কিছু হয় তা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে। ইবনে উমর রাদি. বললেন, তাদের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হলে জানিয়ে দিবে যে, তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই এবং তারাও আমার থেকে সম্পর্ক মুক্ত।[১১২৮]

ঘৃণ্যকাজ দূরীকরণের সময় যা বলবে

(৭৯৮) হজরত ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত–

دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْبَيْتِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبا، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ كان فِي يَدِهِ، وَيَقُولُ: { جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا }، { جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ}.

অর্থ: মক্কা বিজয়ের দিন যখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন বাইতুল্লার চারপাশ ঘিরে তিনশ ষাটটি প্রতিমা স্থাপিত ছিল। তিনি হাতে একটি লাঠি নিয়ে প্রতিমাগুলোকে আঘাত করতে লাগলেন,

---

১১২৭. সহিহ বুখারি: ১২৯৬, মুসলিম শরিফ: ১০৪।

১১২৮. মুসলিম শরিফ: ৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আর বলতে থাকলেন– হক এসেছে, বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে। বাতিল বিলুপ্তই হয়ে থাকে। হক এসেছে, বাতিলের উদ্ভব বা পুনরুত্থান আর ঘটবে না।[১১২৯]

যবানে অশ্লীলতা থাকা ব্যক্তি যা বলবে

(৭৯৯) হজরত হুজায়ফা রাদি. থেকে বর্ণিত, আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার যবান অসংযত হয়ে যায়। রাসুল বললেন–

أَيْنَ أَنْتَ مِنْ الِاسْتِغْفَارِ ؟ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ.

অর্থ: তুমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা থেকে কোথায় আছ? অথচ আমি দৈনিক একশত বার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকি।[১১৩০]

সওয়ারি হোচট খেলে যা বলবে

(৮০০) প্রসিদ্ধ তাবেঈ হজরত আবুল মালিহ রহ. এক সাহাবি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন–

كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَثَرَتْ دَابَّةٌ، فَقُلْتُ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ. فَقَالَ: لَا تَقُلْ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ؛ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ، وَيَقُولُ: بِقُوَّتِي. وَلَكِنْ قُلْ: بِاسْمِ اللهِ، ؛ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ.

অর্থ: আমি একটি বাহনে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে বসা ছিলাম। হঠাৎ তার সওয়ারিটি হোচট খেল। সঙ্গে সঙ্গে আমি বলে উঠলাম, শয়তানের ধ্বংস হোক। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শয়তানের ধ্বংস হোক এ কথা বলবেন না। কেননা, এ কথা বললে সে অহঙ্কারে ঘরের মতো বড় হয়ে যায় এবং বলে, আমার ক্ষমতায় হয়েছে।

১১২৯. সহিহ বুখারি: ৪৭২০, মুসলিম শরিফ: ১৭৮১, সুনানে তিরমিজি: ৩১৩৭, আদাব: ১৩১৯, আমাল: ৩৯২, নাসাঈ।

১১৩০. সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮১৭, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৩৭৩, নাসাঈ, আমাল: ৩৬২, মু. হাকেম ১/৫১০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বরং তুমি বলবে, বিসমিল্লাহ (আল্লাহর নামে)। বিসমিল্লাহ বললে শয়তান হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে মাছির মতো হয়ে যায়।[১১৩১]

(৮০১) ইবনুস সুন্নির কিতাবে আবুল মালিহ থেকে, তিনি তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন। তার বাবা ছিলেন সাহাবি। বিশুদ্ধ মত অনুসারে তার নাম উসামা। এতে আরো মত রয়েছে। উভয় বর্ণনাই বিশুদ্ধ ও মুত্তসিল। কেননা, সুনানে আবু দাউদের অপরিচিত ব্যক্তি সাহাবি। আর সকল সাহাবা নির্ভরযোগ্য। সুতরাং তাদের অজ্ঞতা ক্ষতিকর নয়।[১১৩২]

শাসনকর্তা মারা গেলে করণীয়

শাসনকর্তা মারা গেলে স্থানীয় নেতা লোকদেরকে নসিহত করবে, সান্ত্বনা দিবে, উপদেশ দিবে এবং ধৈর্য-অবিচলতার উপদেশ প্রদান করবে।

(৮০২) প্রসিদ্ধ হাদিসে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের দিন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি. উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে বলেছিলেন–

مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ.

অর্থ: যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত করত, তাদের শুনে রাখা উচিত যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যিই মারা গেছেন। আর যারা মহান আল্লাহ তাআলার ইবাদত করত, নিশ্চয়ই তিনি চিরঞ্জীব অমর।[১১৩৩]

(৮০৩) হজরত জারির বিন আবদুল্লাহ রাদি. এর সূত্রে বর্ণিত–

أَنَّهُ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - وَكَانَ أَمِيْرًا عَلَى الْبَصَرَةِ وَالْكُوْفَةِ - قَامَ جَرِيْرٌ فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَىٰ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللهِ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَالْوَقَارِ، وَالسَّكِيْنَةِ، حَتَّىٰ يَأْتِيَكُمْ أَمِيْرٌ، فَإِنَّمَا يَأْتِيْكُمُ الْآنَ.

১১৩১. সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৮২, মু. আহমাদ ৫/৫৯, মু. হাকেম ৪/২২৯, আমাল: ৫৫৪-৫৫৬, নাসাঈ।

১১৩২. আমাল: ৫০৯।

১১৩৩. বুখারি শরিফ: ১২৪২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থঃ হজরত মুগিরা বিন শুবা রাদি. (তিনি বসরা ও কুফার গভর্ণর ছিলেন) যেদিন ইন্তিকাল করেন সেদিন হজরত জারির বিন আবদুল্লাহ রাদি. মিম্বরে আরোহন করে প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করেন। অতঃপর বলেন, তোমরা এক আল্লাহকে ভয় কর, যার কোনো শরিক নেই। নতুন কোনো আমির আগমন না হওয়া পর্যন্ত শৃঙ্খলা বজায় রাখ। অতিসম্প্রতি তোমাদের আমির আগমন করবেন।[১১৩৪]

কেউ ভালো কাজ করলে দুআ করা, প্রশংসা করা এবং উদ্বুদ্ধ করা উচিত

(৮০৪) হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلَاءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: مَنْ وَضَعَ هَذَا ؟ فأخبر قال: اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

অর্থঃ একদিন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শৌচাগারে গেলেন, আমি তার অজুর পানি এনে রাখলাম। তিনি বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কে রেখেছে? তাকে জানানো হল। তিনি দুআ করলেন–

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ফাক্কিহহু ফিদ্দিন।

অর্থঃ হে আল্লাহ, আপনি তাকে দীনের জ্ঞান দান করুন।[১১৩৫]

(৮০৫) হজরত আবু কাতাদা রাদি. থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক মুজেজা সম্বলিত একটি দীর্ঘ হাদিসে আছে, আবু কাতাদা বলেন–

فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ. قَالَ: فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ

১১৩৪. বুখারি শরিফ: ৫৮।
১১৩৫. বুখারি শরিফ: ১৩৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ. قَالَ: فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ مَالَ مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ ، فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ: أَبُو قَتَادَةَ. قَالَ :مَتَى كَانَ هَذَا مَسِيرَكَ مِنِّي ؟ قُلْتُ: مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ. قَالَ: حَفِظَكَ اللهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা পথ চলছিলেন। এক সময় রাত দ্বিপহর হয়ে গেল। আমি তার পাশে পাশেই ছিলাম। এ সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তন্দ্রায় ঝিমুচ্ছিলেন। ঘুমের প্রভাবে এক সময় তিনি সওয়ারির উপর একদিকে ঝুকে পড়লেন। ঠিক সে সময় আমি তার পাশে গিয়ে ঠেলে ধরলাম; কিন্তু তাকে জাগালাম না। তিনি সওয়ারির উপর সোজা হয়ে বসলেন। এরপর তিনি চলতে থাকলেন এবং এ অবস্থায় রাতের অধিকাংশ সময় অতিক্রান্ত হয়। তিনি আবার সওয়ারির উপর একদিকে ঝুকে পড়লেন। আমি তাকে না জাগিয়ে সওয়ারির উপর ঠেলে ধরলাম। এভাবে তিনি সওয়ারির উপর সোজা হয়ে বসলেন। আবু কাতাদা বলেন, এরপর তিনি চলতে থাকলেন। এ অবস্থায় শেষ রাতে উপনীত হলেন। এবার পূর্বের তুলানায় বেশি ঝুকে পড়লেন, মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম ছিল। আমি এসে তাকে সওয়ারির উপর ঠেলে ধরলাম। এবার তিনি মাথা উঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি? বললাম, আবু কাতাদা। বললেন, এভাবে আমার পাশে কতক্ষণ থেকে চলছ? আমি বললাম, শুরু রাত থেকেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করুন, যেভাবে তুমি তার নবিকে হেফাজত করেছ।[১১৩৬]

(৮০৬) হজরত উসামা বিন জায়েদ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ.

১১৩৬. মুসলিম শরিফ: ৬৮১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: কারো প্রতি অনুগ্রহ করা হলে সে যদি অনুগ্রহকারীকে এই দুআ করে, তবে সে তার উপযুক্ত ও পরিপূর্ণ প্রশংসা করল। দুআটি হল–

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا.

উচ্চারণ: জাযাকাল্লাহু খাইর।

অর্থ: তোমাকে আল্লাহ তাআলা কল্যাণকর প্রতিদান দান করুক।[১১৩৭]

(৮০৭) হজরত আবদুল্লাহ বিন আবু রাবিআ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থেকে চল্লিশ হাজার দিরহাম কর্জ নিয়েছিলেন। এরপর তার কাছে সম্পদ আসলে আদায় করে দিয়ে এই দুআ করেন এবং বলেন, কর্জের বিনিময় তো এই যে, লোক কর্জদাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং তা আদায় করবে। দুআটি হল–

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ.

উচ্চারণ: বারাকাল্লাহু লাকা ফি আহলিকা ওয়া মালিক।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা তোমার ঘরে এবং মালে বরকত দান করুক।[১১৩৮]

(৮০৮) হজরত জারির বিন আবদুল্লাহ বাযালি রাদি. থেকে বর্ণিত, জাহেলি যুগে খাসআম গোত্রের একটি ঘর ছিল, যাকে কাবায়ে ইয়ামানিয়া কিংবা জুল খালাসাহ বলা হত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন–

هَلْ أَنْتَ مُرِيْحِيْ مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ قَالَ: فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِيْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ، قَالَ: فَكَسَرْنَا، وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ، فَأَتَيْنَاهُ فَأَخْبَرْنَاهُ، فَدَعَا لَنَا وَلِأَحْمَسَ.

অর্থ: তুমি কি জুল খুলাসার ব্যাপারে আমাকে শান্তি দিতে পারবে? জারির রাদি. বলেন, আমি আহমাস গোত্রের একশত পঞ্চাশ জন ঘোড় সওয়ার সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলাম এবং তা বিধ্বস্ত করে দিলাম। সেখানে যাদেরকে পেলাম হত্যা করলাম। ফিরে এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুসংবাদ জানালাম। তিনি আমাদের জন্য এবং আহমাস গোত্রের জন্য দুআ

১১৩৭. তিরমিজি শরিফ: ২০৩৬, আমাল: ১৮০, নাসাঈ।

১১৩৮. সুনানে নাসায়ি শরিফ: ৪৬৮৩, ইবনে মাজাহ: ২৪২৪, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২৭৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

করলেন।[১১৩৯] –অন্য বর্ণনায় আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহমাসের ঘোড়া ও অশ্বারোহিদের জন্য পাঁচবার বরকতের দুআ করলেন।[১১৪০]

(৮০৯) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَىٰ زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُوْنَ وَيَعْمَلُوْنَ فِيْهَا، فَقَالَ: اِعْمَلُوْا، فَإِنَّكُمْ عَلَىٰ عَمَلٍ صَالِحٍ.

অর্থ: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমযম কূপের নিকট এসে দেখলেন লোকের পানি তুলে হাজিদের পান করাচ্ছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কাজ চালিয়ে যাও। কেননা তোমরা নেক কাজে রত আছ।[১১৪১]

হাদিয়াদানকারী হাদিয়া গ্রহণকারীর জন্য উত্তম প্রতিদানের দুআ করবে

(৮১০) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَهْدَيْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً قَالَ: اقْسِمِيْهَا، فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا رَجَعَتِ الْخَادِمُ تَقُوْلُ: مَا قَالُوْا؟ تَقُوْلُ الْخَادِمُ: قَالُوْا: بَارَكَ اللهُ فِيْكُمْ، فَتَقُوْلُ عَائِشَةُ: وَفِيْهِمْ بَارَكَ اللهُ، نَرُدُّ عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا قَالُوْا، وَيَبْقَىٰ أَجْرُنَا لَنَا.

অর্থ: আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি বকরি হাদিয়া দিলাম। তিনি বললেন, এটা বণ্টন করে দাও। খাদেম ফিরে এলে আয়েশা রাদি. জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কি বলেছে? বলল, তারা বলেছে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের মাঝে বরকত দান করুক। অতঃপর আয়েশা রাদি. বললেন, তাদের মাঝেও আল্লাহ বরকত দান করুক। তারা যেমন বলেছে আমরা তাদেরও তেমন জবাব দেব। আমাদের প্রতিদান আমাদেরই থাকবে।[১১৪২]

১১৩৯. বুখারি শরিফ: ৩৮২৩, মুসলিম শরিফ: ২৪৭৬।

১১৪০. বুখারি শরিফ: ৩০২০।

১১৪১. বুখারি শরিফ: ১৬৩৬।

১১৪২. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২৭৮। আলবানি রহ. এর সনদকে উত্তম বলেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হাদিয়া গ্রহণে ওজর পেশ করা যাবে

বিচারক কিংবা গভর্নর হলে অথবা হাদিয়া সন্দেহযুক্ত হলে অথবা অন্য কোনো শরয়ি ওজর থাকলে হাদিয়া গ্রহণে ওজর পেশ করা যাবে।

(৮১১) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ - وَهُوَ مُحْرِمٌ - فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُوْنَ؛ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য হজরত সাআব বিন জাসসামা রাদি. বন্য গাধার গোশত হাদিয়া পাঠান। নবিজি তখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাই তিনি হাদিয়া ফেরত দিয়ে বলেন, ইহরামে হলে তোমার এই হাদিয়া অবশ্যই গ্রহণ করতাম।[১১৪৩]

কষ্টদায়ক বস্তু দূরকারী ব্যক্তিকে যা বলবে

(৮১২) হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়িব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রাদি. থেকে বর্ণনা করেন–

أَنَّهُ تَنَاوَلَ مِنْ لِحْيَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذىً، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَسَحَ اللهُ عَنْكَ يَا أَبَا أَيُّوْبَ! مَا تَكْرَهُ.

অর্থ: একবার তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে আবু আইয়ুব, তুমি যা অপছন্দ কর আল্লাহ তাআলা তা তোমার থেকে দূর করে দিন।[১১৪৪] –অন্য বর্ণনায় হজরত সাদ থেকে বর্ণিত–

أَنَّ أَبَا أَيُّوْبَ أَخَذَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَكُنْ بِكَ السُّوْءُ يَا أَبَا أَيُّوْبَ، لَا يَكُنْ بِكَ السُّوْءُ.

১১৪৩. সহিহ মুসলিম: ১১৯৩, বুখারি শরিফ: ১৮২৫, সুনানে তিরমিজি: ৮৪৯, আমাল: ১৮৩, নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩০৯০।

১১৪৪. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২৮১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: হজরত আবু আইয়ুব রাদি. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি থেকে কিছু একটা নেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু আইয়ুব, তোমার কোনো অমঙ্গল হবে না। তোমার কোনো অমঙ্গল হবে না।[১১৪৫]

(৮১৩) হজরত উবায়দুল্লাহ বিন বকর বাহিলি থেকে আরো বর্ণিত–

أَخَذَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ لِحْيَةِ رَجُلٍ أَوْ رَأْسِهِ شَيْئًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: صَرَفَ اللهُ عَنْكَ السُّوْءَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: صُرِفَ عَنَّا السُّوْءُ مُنْذُ أَسْلَمْنَا، وَلَكِنْ إِذَا أُخِذَ عَنْكَ شَيْءٍ فَقُلْ: أَخَذَتْ يَدَاكَ خَيْرًا.

অর্থ: হজরত উমর রাদি. এক ব্যক্তির দাড়ি অথবা মাথা থেকে কিছু একটা তুলে ফেলেন। অতঃপর লোকটি বলল, আল্লাহ তাআলা তোমার থেকে কষ্ট দূর করে দিন। হজরত উমর রাদি. বললেন, যখন থেকে আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন থেকে আমাদের কষ্ট দূর করে দেয়া হয়েছে। তবে তোমার থেকে যদি কেউ কোনো কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয় তাহলে তুমি বলবে, আল্লাহ তাআলা তোমার কল্যাণ করুক।[১১৪৬]

প্রথম ফল দেখলে যা বলবে

(৮১৪) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত– লোকেরা প্রথম ফল দেখলে তা নিয়ে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসত। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করে নিম্নোক্ত দুআ পড়তেন। অতঃপর ছোট কোনো শিশুকে ডেকে এ ফল দিয়ে দিতেন। দুআটি হল–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি সামারিনা, ওয়া বারিক লানা ফি মাদিনাতিনা, ওয়া বারিক লানা ফি সায়িনা, ওয়া বারিক লানা ফি মুদ্দিনা।

১১৪৫. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২৮২।

১১৪৬. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২৮৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি আমাদের ফলে বরকত দান করুন, আমাদের শহরে বরকত দান করুন, আমাদের সায়ে (মাপবিশেষ) বরকত দান করুন এবং আমাদের মুদ্দে (মাপবিশেষ) বরকত দান করুন।[১১৪৭] –মুসলিম শরিফের অন্য বর্ণনায় আছে– বরকতের ওপর বরকত দান করুন। অতঃপর তিনি তার নিকটস্থ সবচেয়ে ছোট শিশুকে ফলটি দিয়ে দিতেন।[১১৪৮] –তিরমিজি শরিফের বর্ণনায় এসেছে– সবচেয়ে ছোট যাকে দেখতেন তাকে দিয়ে দিতেন।[১১৪৯] –ইবনুস সুন্নির কিতাবে হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত– আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, যখন তার কাছে গাছের প্রথম ফল নিয়ে আসা হত, তিনি প্রথমে উভয় চোখের উপর রাখতেন পরে উভয় ঠোটের উপর এবং বলতেন–

اَللّٰهُمَّ كَمَا أَرَيْتَنَا أَوَّلَهُ فَأَرِنَا آخِرَهُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা কামা আরাইতানা আউয়ালাহু ফা আরিনা আখিরাহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদেরকে যেভাবে এর প্রথম ফল দেখিয়েছেন, শেষ ফলটিও দেখিয়েন। অতঃপর তার নিকটে থাকা শিশুকে দিয়ে দিতেন।[১১৫০]

ওয়াজ ও পাঠদানে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা মুস্তাহাব

যে ব্যক্তি এক জামাতকে ওয়াজ করেন অথবা তাদেরকে পাঠদান করেন, তাকে মধ্যপন্থা গ্রহণ করা উচিত। দীর্ঘায়িত করা থেকে বিরত থাকবেন, যাতে শ্রোতারা বিরক্তবোধ না করেন। তাদের অন্তর থেকে তার সম্মান-মাধুর্যতা চলে না যায়। তারা যেন ইলম ও উপদেশ শুনতে অপছন্দ না করে বসেন। অন্যথায় তারা অনৈতিকতায় জড়িয়ে যাবেন।

(৮১৫) হজরত শাকিক বিন সালামা থেকে বর্ণিত–

كَانَ عَبْدُ اللهِ، يُذَكِّرُ النَّاسَ فِيْ كُلِّ خَمِيْسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِيْ مِنْ ذَلِكَ أَنِّيْ أَكْرَهُ

১১৪৭. মুসলিম শরিফ: ১৩৭৩/৪৭৩।
১১৪৮. মুসলিম শরিফ: ১৩৭৩/৪৭৪।
১১৪৯. তিরমিজি শরিফ: ৩৪৫৪।
১১৫০. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২৮১। উকাইলি রহ. বলেন, এর বর্ণনাকারী মাজহুল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَنْ أُمِلَّكُمْ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا؛ مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا.

অর্থ: হজরত ইবনে মাসউদ রাদি. প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদের নসিহত করতেন। তাকে একজন বলল, হে আবু আবদুর রহমান, আমার ইচ্ছা জাগে যেন আপনি প্রতিদিন আমাদেরকে নসিহত করেন। তিনি বললেন, এ কাজ থেকে আমাকে যা বাধা দেয় তা হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে ক্লান্ত করতে অপছন্দ করি। আমি নসিহত করার ক্ষেত্রে তোমাদের প্রতি খেয়াল রাখি, যেমনটা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি ক্লান্তির খেয়াল রাখতেন।[১১৫১]

(৮১৬) হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদি. থেকে বর্ণিত, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

إِنَّ طُوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيْلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ.

অর্থ: কোনো ব্যক্তির দীর্ঘ নামাজ ও সংক্ষিপ্ত খুতবাপ্রদান; তার প্রজ্ঞার পরিচায়ক। অতএব, তোমরা নামাজকে দীর্ঘ ও খুতবাকে সংক্ষিপ্ত কর।[১১৫২]

কল্যাণকর কাজে পথপ্রদর্শন ও উৎসাহপ্রদানের ফজিলত

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى.

অর্থ: তোমরা পরস্পর কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর।[১১৫৩]

(৮১৭) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

১১৫১. বুখারি শরিফ: ৭০, মুসলিম শরিফ: ২৮২১, মু. আহমাদ ১/৩৭৭।
১১৫২. সহিহ মুসলিম শরিফ: ৮৬৯, সুনানে আবু দাউদ: ১১০৬।
১১৫৩. সুরা মায়িদা: ২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

অর্থ: যে ব্যক্তি অন্যকে সঠিক পথের দিকে পথপ্রদর্শন করে, তার জন্য সে পথের অনুসারীদের প্রতিদানের সমান প্রতিদান রয়েছে। এতে তাদের প্রতিদান হতে সামান্য ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে যে লোক বিভ্রান্তির দিকে ডাকে, সে রাস্তার অনুসারীদের পাপের অনুরূপ পাপ তার ওপরও বর্তাবে। এতে তাদের পাপরাশি সামান্যও হালকা হবে না।[১১৫৪]

(৮১৮) হজরত আবু মাসউদ আনসারি বদরি রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি কোনো ভালো আমলের দিকে পথপ্রদর্শন করে, তার জন্য আলমকারীর সমান সওয়াব থাকবে।[১১৫৫]

(৮১৯) হজরত সাহল বিন সাদ রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সম্বোধন করে বলেছেন–

فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.

অর্থ: আল্লাহর শপথ, যদি আল্লাহ তাআলা তোমার দ্বারা একজন মানুষকেও সৎপথ দেখান, তবে সেটা আরবের লাল উষ্ট্রী অপেক্ষা উত্তম।[১১৫৬]– রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন–

وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

অর্থ: বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সহযোগিতায় আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহ তাআলাও ততক্ষণ তার সহযোগিতা করতে থাকেন।[১১৫৭] –এগুলো ছাড়াও এ অধ্যায়ে বহু হাদিস আছে, যা সহিহ হাদিসের কিতাবাদিতে প্রসিদ্ধ।

১১৫৪. মুসলিম শরিফ: ২৬৭৪।

১১৫৫. মুসলিম শরিফ: ১৮৯৩, সুনানে আবু দাউদ: ৫১২৯, সুনানে তিরমিজি: ২৬৭৩, মু. আহমাদ ৪/১২০।

১১৫৬. বুখারি শরিফ: ৩০০৯, মুসলিম শরিফ: ২৪০৬, মু. আহমাদ ৫/৩৩৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জিজ্ঞাসিত বিষয়ে অনবগত হলে প্রশ্নকারীকে জানাশোনা ব্যক্তির কাছে যেতে উদ্বুদ্ধ করা

এতে পূর্বের অধ্যায়ের হাদিসগুলোও প্রযোজ্য। এছাড়াও রয়েছে–

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ.

অর্থ: উপদেশপ্রদানও দীনের অংশ।[১১৫৮]

(৮২০) হজরত শুরাইহ বিন হানি থেকে বর্ণিত–

أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ :عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَاهُ .

অর্থ: মোজার উপর মাসাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য আমি হজরত আয়েশা রাদি. এর নিকট গমন করি। তিনি বললেন, তুমি আলি বিন আবু তালিবের নিকট গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা কর, কেননা তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফর করেছেন। অতঃপর আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করি।[১১৫৯]

(৮২১) হজরত সাদ বিন হিশাম বিন আমেরের ব্যাপারে বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসে আছে– যখন তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিতর নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন, হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. এর নিকট এসে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। ইবনে আব্বাস বললেন–

أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: مَنْ ؟ قَالَ: عَائِشَةُ، فَأْتِهَا فَاسْأَلْهَا.

অর্থ: আমি কি তোমাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিতর নামাজ সম্পর্কে ভূপৃষ্ঠের অধিকতর জ্ঞানী ব্যক্তির সন্ধান দেব? বললেন, তিনি কে? বললেন, হজরত আয়েশা রাদি.। তুমি গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা কর।[১১৬০]

১১৫৭. মুসলিম শরিফ: ২৬৯৯।

১১৫৮. মুসলিম শরিফ: ৫৫, সহিহ ইবনে হিব্বান: ৪৫৭৪, সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৪৪, মু. আহমাদ ৪/১০২, সুনানে নাসাঈ ৭/১৫২।

১১৫৯. মুসলিম শরিফ: ২৭৬।

১১৬০. মুসলিম শরিফ: ৭৪৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৮২২) হজরত ইমরান বিন হিত্তান রহ. থেকে বর্ণিত–

سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ الْحَرِيْرِ فَقَالَتِ: ائْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ. قَالَ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَلِ ابْنَ عُمَرَ. قَالَ :فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ حَفْصٍ - يَعْنِيْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ.

অর্থ: আমি আম্মাজান হজরত আয়েশা রাদি. এর নিকট রেশম সম্পর্কে জিজ্ঞসা করলাম। তিনি বললেন, ইবনে আব্বাসের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ইবনে উমরের নিকট জিজ্ঞাসা কর। ইবনে উমরকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আবু হাফস অর্থাৎ উমর বিন খাত্তাব রাদি. আমাকে বলেছেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুনিয়ায় যে ব্যক্তিই রেশমি কাপড় পরবে পরকালে তার জন্য এর কোনো অংশ থাকবে না।[১১৬১]

কাউকে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি আহ্বান করা হলে করণীয়

পরস্পর দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য যদি একজন আরেকজনকে বলে– আমার এবং তোমার মাঝে আল্লাহর কিতাব অথবা রাসুলের সুন্নাত অথবা মুসলিম উলামায়ে কেরামের মতামত ইত্যাদি ফয়সালা করবে। অথবা বলল, আমার সাথে মুসলিম শাসক অথবা মুফতির নিকট চল। এমতাবস্থায় তাকে বলা উচিত– আমি শুনলাম ও মানলাম, আপনি যা বলবেন তাই করব! হ্যাঁ, সাদরে গ্রহণ করলাম ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْٓا إِلَى اللهِ وَ رَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অর্থ: যখন মুমিনদেরকে আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রাসুল তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেন, তখন তাদের কথা কেবল এটাই হয় যে, আমরা (হুকুম) শুনলাম ও মেনে নিলাম। তারাই সফলকাম।[১১৬২]

১১৬১. বুখারি শরিফ: ৫৮৩৫, মুসলিম শরিফ: ২০২৬, সুনানে নাসাঈ ৮/২০১, মু. আহমাদ ১/৪৬।
১১৬২. সুরা নুর: ৫১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ঝগড়ার আদব এবং কুৎসিত বাক্য থেকে দূরে থাকা

যদি কেউ কারো সাথে ঝগড়া কিংবা বিতর্ক করতে বলে, "তুমি আল্লাহকে ভয় কর", "তুমি আল্লাহকে ভয় পাও", "আল্লাহর কথা স্মরণ কর", "জেনে রেখ, আল্লাহ তাআলা তোমার সম্পর্কে অবহিত", "জেনে রেখ, তোমার কথাবার্তা লিপিবদ্ধ হচ্ছে এবং এর হিসাব-নিকাশ হবে।" অথবা বলল, "আল্লাহ পাক বলেছেন–

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا.

অর্থ: যেদিন প্রত্যেকেই নিজের কৃত সৎ আমল চোখের সামনে দেখতে পাবে।"[১১৬৩] অথবা "আল্লাহ পাক বলেছেন–

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللهِ.

অর্থ: সেদিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।"[১১৬৪] অথবা এরকম কোনো আয়াত কিংবা বাক্য বলল। এমতাবস্থায় আদবের সহিত জবাবে তাকে বলা উচিত যে, আপনি যা বলেন তাই করব! অথবা আল্লাহ তাআলার কাছে তাওফিক কামনা করি, কিংবা তার দয়া প্রার্থনা করি। তার সাথে সম্বোধনে নম্র আচরণ করবে। অপর পক্ষের কঠোরতার সময় যথাসম্ভব কুৎসিত শব্দাবলী থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, অধিকাংশ মানুষ তখন জঘন্য আচরণ করে বসে। কখনো-বা কেউ কুফরি বাক্য বলে ফেলে।

এমনিভাবে যখন সাথি বলবে, "আপনার এই কাজ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের খেলাফ" অথবা এ জাতীয় কোনো বাক্য, তখন তাকে এমনটা বলা উচিত নয় যে, "আমি হাদিস মেনে চলি না", "আমি হাদিসের ওপর আমল করি না" অথবা কদর্যমূলক কোনো বাক্য। যদিও বিশিষ্টকরণ অথবা ব্যাখ্যার দরুন হাদিসের বাহিক্য অর্থ বর্জিত হয়। বরং তাকে এই বলা উচিত যে, এই হাদিস বিশিষ্ট, ব্যাখ্যাসাপেক্ষ, ঐক্যমতে বাহিক্য অর্থ বর্জিত অথবা এরকম অন্য কিছু।

১১৬৩. সুরা আলে ইমরান: ৩০।

১১৬৪. তরজমা: তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআন থেকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মূর্খদের এড়িয়ে চলা উচিত

আল্লাহ তাআলা বলেন–

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ.

অর্থ: তুমি বিনয় ও ক্ষমা পরায়ণতার নীতি গ্রহণ কর এবং লোকদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও। মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল।[১১৬৫] আরো বলেন–

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِيْنَ.

অর্থ: তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলে, আমাদের কাজে ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না।[১১৬৬] অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.

অর্থ: অতএব, যে আমার স্মরণে বিমুখ তাকে উপেক্ষা করে চল; সে তো শুধু পার্থিব জীবন কামনা করে।[১১৬৭] –অন্যত্র আরো ইরশাদ করেন–

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ.

অর্থ: সুতরাং তুমি পরম সৌজন্যের সাথে তাদেরকে ক্ষমা কর।[১১৬৮]

(৮২৩) হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত–

لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ، آثَرَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فِي الْقِسْمَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ، ، إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيْهَا، وَمَا أُرِيْدَ فِيْهَا وَجْهُ اللهِ تَعَالٰى، فَقُلْتُ: وَاللهِ، لَأُخْبِرَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ كَالصِّرْفِ، ثُمَّ قَالَ: فَمَنْ

১১৬৫. সুরা আরাফ: ১৯৯।
১১৬৬. সুরা কাসাস: ৫৫।
১১৬৭. সুরা নাজম: ২৯।
১১৬৮. সুরা হিজর: ৮৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

يَعْدِلُ، إِنْ لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُوْلُهُ ؟! ثُمَّ قَالَ :يَرْحَمُ اللهُ مُوسىٰ قَدْ أُوْذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا؛ فَصَبَرَ .

অর্থ: হুনাইনের দিনে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বণ্টনে অনেক লোককে অন্যদের ওপর অগ্রাধিকার দেন। একব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম, এতে সুবিচার করা হয়নি। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা জানিয়ে দেব। অতঃপর আমি তার নিকট গিয়ে তার অভিযোগ জানিয়ে দিলাম। শুনে নবিজির চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। অতঃপর বললেন– আল্লাহ এবং তার রাসুলই যদি ইনসাফ না করেন তাহলে কে আর করবে ইনসাফ? অতঃপর বললেন, আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি রহম করুন, তাকে এরচেয়েও বেশি কষ্ট দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন।[১১৬৯]

(৮২৪) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ، فَنَزَلَ عَلىٰ ابْنِ أَخِيْهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيْهِمْ عُمَرُ، وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوْا، أَوْ شُبَّانًا. فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيْهِ :يَا ابْنَ أَخِي، لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ. قَالَ: سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَاسْتَأْذَنَ الْحُرُّ لِعُيَيْنَةَ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: هِيَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَوَاللهِ، مَا تُعْطِيْنَا الْجَزْلَ، وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بِهِ، فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ }، وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ. وَاللهِ، مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلَاهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ .

অর্থ: উয়াইনা বিন হিসন বিন হুজাইফা এসে তার ভাতিজা হুর বিন কাইসের কাছে অবস্থান করেন। উমর রাদি. যাদেরকে পাশে রাখতেন, হুর ছিলেন তাদের একজন। কারি, যুবক-বৃদ্ধ সবাই উমর ফারুক রাদি. এর মজলিসের

১১৬৯. সহিহ বুখারি শরিফ: ৩১৫০, মুসলিম শরিফ: ১০৬২, মু. আহমাদ ১/৩৮০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সদস্য ও উপদেষ্টা ছিলেন। উয়াইনাহ তার ভাতিজাকে ডেকে বললেন, এই আমিরের কাছে তো তোমার একটা মর্যাদা আছে, সুতরাং তুমি আমার জন্য তার কাছে প্রবেশের অনুমতি নিয়ে দাও। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তার কাছে আপনার প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করব। তিনি অনুমতি চাইলে উমর রাদি. অনুমতি দিলেন। উয়াইনা প্রবেশ করে বললেন, হে উমর বিন খাত্তাব, আপনি তো আমাদেরকে তেমন একটা দানও করেন না এবং আমাদের মাঝে সুবিচারও করেন না। উমর রাদি. রাগান্বিত হয়ে তাকে কিছু একটা করতে উদ্যত হলেন। হুর বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহ তাআলা তো তার নবিকে বলেছেন–

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ.

অর্থ: তুমি বিনয় ও ক্ষমা পরায়ণতার নীতি গ্রহণ কর এবং লোকদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও। মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল।[১১৭০] এই ব্যক্তি তো অবশ্যই মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর কসম! উমর রাদি. আয়াতের নির্দেশ অমান্য করেননি। উমর আল্লাহর কিতাবের বিধানের সামনে নত হয়ে যেতেন।[১১৭১]

নিজের চেয়েও মর্যাদাবান ব্যক্তিকে নসিহত করা যাবে

উপরিউক্ত হাদিস এর সুস্পষ্ট দলিল।

এই অধ্যায় অতি তাৎপর্যপূর্ণ। সুতরাং প্রত্যেকের জন্য ছোট-বড় সবাইকে নসিহত করা, উপদেশ দেয়া, সৎ কাজের আদেশপ্রদান এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করা ওয়াজিব, যখন তাকে উপদেশপ্রদানে কোনো গোলযোগ সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকবে। আল্লাহ পাক বলেন–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ.

অর্থ: তুমি নিজ প্রতিপালকের পথে মানুষকে ডাকবে হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে। (যদি কখনো বিতর্কের দরকার পড়ে, তবে) তাদের সাথে বিতর্ক করবে উৎকৃষ্ট পন্থায়।[১১৭২] এ অধ্যায়ে অসংখ্য হাদিস বিদ্যমান।

১১৭০. সুরা আরাফ: ১৯৯।

১১৭১. বুখারি শরিফ: ৪৬৪২।

১১৭২. সুরা নাহল: ১২৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অধিকাংশ মানুষ বড়দের ক্ষেত্রে নসিহত করাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে। তারা এতে লজ্জাবোধ করে। এটা সুস্পষ্ট গলদ ও নিকৃষ্ট মূর্খতা। এটা লজ্জা নয়, বরং এটা দুর্বলতা, নীচতা, অক্ষমতা ও অপদস্থতা। কেননা, লজ্জা আপাদমস্তকই উৎকৃষ্ট। লজ্জা কল্যাণই বয়ে আনে। অথচ এটা অমঙ্গল ডেকে আনে, এটা প্রকৃত লজ্জা নয়। উলামায়ে রাব্বানি ও অনুসন্ধানী ইমামদের দৃষ্টিতে হায়া বা লজ্জা বলা হয়; এমন চরিত্র, যা নিকৃষ্ট কর্ম ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে এবং অধিকারীর অধিকার আদায়ে শিথিলতা করা থেকে বারণ করে। এই অর্থেই এসেছে– ইমাম কুশাইরির রিসালায় (পৃ. ১৭০) হজরত জুনায়েদ রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, হায়া (লজ্জা): রবের নেয়ামতরাজি অবলোকন করা এবং নিজের অকৃতকার্যতা স্বীকার করা। অতঃপর এ দুইয়ের মাঝখান থেকে এক কৈফিয়ত তৈরি হওয়া, যাকে বলে লজ্জা। আমি এ বিষয়ে শরহে মুসলিমের (২/৫) শুরুতে বিশদ আলোচনা করেছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তিনিই সর্বজ্ঞ।

অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার নির্দেশ

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَأَوْفُوْا بِعَهْدِ اللهِ، إِذَا عَاهَدْتُمْ.

অর্থ: তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর।[১১৭৩] আরো বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

অর্থ: হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর।[১১৭৪] অন্যত্র ইরশাদ করেন-

وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا.

অর্থ: নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।[১১৭৫] এ ব্যাপারে আরো অনেক আয়াত আছে। সবচেয়ে ধমকিমূলক আয়াত হল–

১১৭৩. সুরা নাহল : ৯১।
১১৭৪. সুরা মায়িদা : ০১।
১১৭৫. সুরা ইসরা : ৩৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ، أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ.

অর্থ: হে মুমিনগণ, তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।[১১৭৬]

(৮২৫) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

অর্থ: মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি: **এক.** কথা বললে মিথ্যা বলে। **দুই.** প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে। **তিন.** আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে।[১১৭৭] অন্য বর্ণনায় আছে– যদিও সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং নিজেকে মুসলিম দাবি করে।[১১৭৮] এ অর্থে আরো বহু হাদিস বিদ্যমান, যা উল্লেখ করেছি তাই যথেষ্ট।

সকল উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কেউ অন্যকে এমন কোনো বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয় যার ব্যাপারে শরিয়তের নিষেধাজ্ঞা নেই, তার জন্য সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা আবশ্যক। এই ওয়াদা পূর্ণ করা ওয়াজিব না মুসতাহাব? এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে বহু মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ি ও জমহুরের নিকট বিষয়টি মুসতাহাব। যদি তা পূর্ণ না করে তাহলে সে ফজিলত লাভ করবে না। সে একটি মাকরুহে তানজিহির কাজ করল মাত্র, তবে গুনাহগার হবে না। ফুকাহায়ে কেরামের অন্য এক দলের নিকট বিষয়টি ওয়াজিব। ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবি মালেকি রহ. বলেন, এ মতের প্রবক্তাদের মাঝে অন্যতম হলেন, হজরত উমর বিন আবদুল আজিজ রহ.। তিনি আরো বলেন, ইমাম মালেক রহ. এর অনুসারিরা তৃতীয় একটি মত পেশ করেন। তারা বলেন, যদি প্রতিশ্রুতি কোনো কারণের সাথে সম্পৃক্ত হয়, যেমন– তুমি বিবাহ কর, তোমার জন্য এমন রয়েছে, অথবা তুমি শপথ কর যে, আমাকে কখনো গালি দিবে না; তোমার জন্য এই এই রয়েছে।

১১৭৬. সুরা সাফ : ২ ও ৩।

১১৭৭. বুখারি শরিফ: ৩৩, মুসলিম শরিফ ৫৯, সুনানে তিরমিজি: ২৬৩৩, সুনানে নাসাঈ ৮/১১৭।

১১৭৮. মুসলিম শরিফ ৫৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এমন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা আবশ্যক। যদি সাধারণ প্রতিশ্রুতি হয় তাহলে পূর্ণ করা আবশ্যক নয়।

যারা আবশ্যক মনে করেন না তারা বলেন, এটা হিবা অর্থাৎ দানের অর্থে। অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের নিকট হিবা কবজ করা ছাড়া আবশ্যক হয় না। তবে ইমাম মালেক রহ. এর নিকট কবজ করার পূর্বেও আবশ্যক হয়।

সম্পদ অথবা অন্য কিছু পেশ করলে তার জন্য দুআ করা মুসতাহাব

(৮২৬) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ، نَزَلَ الْمُهَاجِرُوْنَ عَلَى الْأَنْصَارِ، فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ، فَقَالَ: أُقَاسِمُكَ مَالِيْ وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتَيَّ .قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ .

অর্থ: সাহাবিগণ যখন মদিনায় আসলেন তখন হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাদি. হজরত সাদ বিন রাবি রাদি. এর গৃহে অবতরণ করেন। হজরত সাদ বিন রাবি রাদি. বললেন, আমি আমার সম্পত্তির অর্ধেক আপনাকে দিয়ে দিলাম এবং দুই স্ত্রীর একজন আপনার জন্য ছেড়ে দিলাম। হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাদি. বললেন–

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ.

উচ্চারণ: বারাকাল্লাহু লাকা ফি আহলিকা ওয়া মালিক।

অর্থ: আল্লাহ আপনার সম্পত্তি ও পরিবারে বরকত দান করুক।[১১৭৯]

জিম্মি মুসলমানের সাথে ভালো কাজ করলে মুসলমানের করণীয়

জ্ঞাতব্য যে, জিম্মির জন্য ক্ষমা বা এর সদৃশ্য অন্য কোনো বাক্য যা কাফেরের ক্ষেত্রে বলা যায় না এ জাতীয় কোনো দুআ করা বৈধ নয়। তবে তার জন্য হেদায়াত, সুস্থতা ও নিরাপত্তা কিংবা এ জাতীয় দুআ করা বৈধ।

(৮২৭) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

১১৭৯. সহিহ বুখারি: ৩৭৮১, সহিহ মুসলিম: ১৪২৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اِسْتَسْقَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَقَاهُ يَهُوْدِيٌّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "جَمَّلَكَ اللهُ" فَمَا رَأَى الشَّيْبُ حَتّٰى مَاتَ.

অর্থ: একদিন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি পান করতে চাইলেন, এক ইহুদি তাকে পান করাল। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমাকে সৌন্দর্যতা দান করুক। ফলে মৃত্যু পর্যন্ত বৃদ্ধপনার ছাপ তার চেহারায় দেখা যায়নি।[১১৮০]

কুদৃষ্টি ক্ষতির আশঙ্কা হলে করণীয়

নিজের, সন্তানাদি, সম্পদ অথবা অন্য কোথাও আশ্চর্যজনক কিছু দেখলে এবং এতে কুদৃষ্টি অথবা ক্ষতির আশঙ্কা হলে করণীয়।

(৮২৮) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلْعَيْنُ حَقٌّ.

অর্থ: চোখের কুদৃষ্টির প্রভাব সত্য।[১১৮১]

(৮২৯) হজরত উম্মে সালামা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে একটি মেয়েকে মলিন চেহারায় দেখে বললেন–

اِسْتَرْقُوْا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ.

অর্থ: তাকে ঝাড়ফুক করাও, কেননা তার ওপর নজর লেগেছে।[১১৮২]

(৮৩০) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

১১৮০. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২৮৯।

১১৮১. বুখারি শরিফ: ৫৭৪০, মুসলিম শরিফ: ২১৮৭, সুনানে আবু দাউদ: ৩৮৭৯, মুসনাদে আহমাদ ২/২২২।

১১৮২. বুখারি শরিফ: ৫৭৩৯, মুসলিম শরিফ: ২১৯৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَلْعَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوْا.

অর্থঃ কুদৃষ্টির পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া বাস্তব। কোনো বিষয় যদি ভাগ্যলিপিকে অতিক্রম করত, তাহলে কুদৃষ্টিই ভাগ্যলিপিকে অতিক্রম করত। তোমাদেরকে [কুদৃষ্টিকারী] ধৌত করতে বলা হলে ধৌত করে দিবে।[১১৮৩]

ইমাম নববি রহ. বলেন, উলামায়ে কেরাম বলেন, কুদৃষ্টিকারীকে বলা হবে– লুঙ্গির ভিতরাংশ পানি দিয়ে ধুয়ে দাও। অতঃপর তা কৃদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির উপর ছিটিয়ে দিবে। হজরত আয়েশা রাদি. থেকে প্রমাণিত যে, সে যুগে বদনজকারীকে অজু করতে নির্দেশ দেয়া হত, অতঃপর তা দিয়ে নজর লাগা ব্যক্তি গোসল করত। ইমাম আবুদ রহ. একে সহিহ সনদে নকল করেছেন।[১১৮৪]

(৮৩১) হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ، وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا ؛ أَخَذَ بِهِمَا، وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا.

অর্থঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিন ও মানুষের কুদৃষ্টি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। পরে যখন সুরা ফালাক ও নাস নাজিল হয়, তিনি ঐ সুরাদ্বয় পড়া আরম্ভ করলেন এবং বাকিগুলো পরিত্যাগ করলেন।[১১৮৫]

(৮৩৩) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন রাদি. এর জন্য এভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন–

أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ، التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ.

উচ্চারণঃ উয়িজুকুমা বি-কালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন কুল্লি শাইতানিন ওয়া হাম্মাতিন, ওয়া মিন কুল্লি আইনিন লাম্মাহ।

১১৮৩. মুসলিম শরিফঃ ২১৮৮, তিরমিজি শরিফঃ ২০৬২।

১১৮৪. সুনানে আবু দাউদঃ ৩৮৮০।

১১৮৫. সুনানে তিরমিজিঃ ২০৫৮, সুনানে নাসাঈঃ ৫৪৯৪, সুনানে ইবনে মাজাহঃ ৩৫১১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আমি তোমাদের দুজনের জন্য আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালেমাসমূহের মাধ্যমে প্রত্যেক শয়তান ও বিষাক্ত প্রাণী হতে এবং সকল প্রকার বদনজর হতে মুক্তি চাচ্ছি। –অতঃপর বলতেন, তোমাদের পিতা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার পুত্রদ্বয় ইসমাঈল ও ইসহাককে এ বাক্য দ্বারাই আশ্রয় চাইতেন।[১১৮৬]

(৮৩৩) হজরত সাঈদ বিন হাকিম রাদি. থেকে বর্ণিত, কোনো বস্তুতে বদনজরের আশঙ্কা করলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ وَلَا تَضُرَّهُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বারিক ফিহি ওয়া লা তাদুররাহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি এতে বরকত দাও এবং ক্ষতিগ্রস্ত কর না।[১১৮৭]

(৮৩৪) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যদি কোনো বস্তু কাউকে বিমোহিত করে এবং সে এই দুআ পাঠ করে, তাহলে ঐ বস্তুর কোনো ক্ষতি হবে না। দুআটি হল–

مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

উচ্চারণ: মাশা আল্লাহু লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ: আল্লাহ যা চান তাই হয়, আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোনো ক্ষমতো নেই।[১১৮৮]

(৮৩৫) হজরত সাহাল বিন হুনাইফ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُعْجِبُهُ فِي نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ فَلْيُبَرِّكْ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ.

অর্থ: যখন তোমাদের কেউ নিজ সত্তা বা সম্পদে মুগ্ধকর কিছু দেখে, সে যেন তখন বরকতের দুআ পড়ে। কেননা নজর লাগার বিষয়টা সত্য।[১১৮৯]

(৮৩৬) হজরত আমের বিন রবিআ রাদি. থেকে রেওয়ায়েত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

১১৮৬. বুখারি শরিফ: ৩৩৭১।
১১৮৭. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২০৮।
১১৮৮. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২০৭।
১১৮৯. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২০৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَأَعْجَبَهُ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ.

অর্থ: তোমাদের কেউ যখন নিজ সত্তা বা সম্পদের দিকে খেয়াল করে এবং কোনো বিষয় তাকে মুগ্ধ করে, সে যেন বরকতের দুআ পড়ে।[১১৯০]

ইমাম আবু মুহাম্মাদ কাজি হুসাইন শাফেয়ি তার 'তালিক ফিল মাজহাব' নামক কিতাবে উল্লেখ করেন– জনৈক নবি একদিন নিজ সমপ্রদায়ের দিকে খেয়াল করে তাকালেন, তার কাছে তাদের সংখ্যা বেশি মনে হল এবং সেটা তাকে আশ্চর্যান্বিত করল। অতঃপর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের ৭০ হাজার লোক মারা গেল। আল্লাহ তাআলা সেই নবির কাছে ওহি পাঠিয়ে বললেন, আপনি তো তাদের ওপর নজর দিয়ে দিলেন! নজর পড়ার সাথে সাথে যদি তাদের হেফাজতের দুআ করতেন, তাহলে তারা মৃত্যুবরণ করত না। নবি জিজ্ঞাসা করলেন, কী দিয়ে তাদেরকে (নজর থেকে) হেফাজত করব? আল্লাহ পাক ওহি প্রেরণ করলেন যে, আপনি বলবেন–

حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّوْمِ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ أَبَدًا، وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوْءَ بِلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণ: হাস্‌সানতুকুম বিল হাইয়িল কাইয়ুমিল্লাজি লা ইয়ামুতু আবাদা, ওয়া দাফাতু আনকুমুস সুআ বিলা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম।

অর্থ: তোমাদেরকে (নজর থেকে) এমন এক সত্তার হেফাজতে দিলাম যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী, যার কখনো মৃত্যু হবে না। তোমাদের থেকে অকল্যাণ দূর করছি লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম– এর ওসিলায়।[১১৯১]

কাজি হুসাইন থেকে টীকাকারী বলেন, কাজি রহ. এর অভ্যাস ছিল, তিনি কোনো শাগরিদের আখলাক ও সুন্দর অবস্থা দেখে মুগ্ধ হলে উল্লিখিত বাক্য দ্বারা (নজর থেকে) হেফাজতের দুআ করতেন। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞানী।

১১৯০. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২০৬।

১১৯১. মুসনাদে আহমাদ ৪/৩৩২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

পছন্দনীয় বা অপছন্দনীয় জিনিস দেখে যা বলতে হয়

(৮৩৭) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে উত্তম সনদে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দের কিছু দেখলে বলতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহি বিনি'মাতিহি তাতিম্মুস সালিহাত।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যার মাধ্যমে সকল পুণ্যকর্ম পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। পক্ষান্তরে অপছন্দের কিছু দেখলে বলতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ.

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল।

অর্থ: সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।[১১৯২] –হাকেম আবু আবদুল্লাহ বলেন, এটি সহিহ সনদের হাদিস।[১১৯৩]

আকাশের দিকে তাকিয়ে যা বলবে

আকাশের দিকে তাকিয়ে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পড়া মুস্তাহাব–

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ۭ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۠ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰي رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿١٩٤﴾

অর্থ: ১৯১. হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আপনি এই জগৎসমূহ অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আপনার সত্তা পবিত্র! অতএব, আমাদিগকে আপনি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচান (এবং জান্নাতে প্রবেশ করান)।

১১৯২. সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮০৩, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৩৭৮।

১১৯৩. মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪৯৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

১৯২. হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করলেন, নিশ্চয় তাকে অপদস্ত করলেন (এবং যাকে জান্নাতে দাখিল করালেন, নিশ্চয় তাকে সম্মানিত করলেন)। জালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।

১৯৩. হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহবানকারীকে ঈমানের প্রতি আহবান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ইমান আনয়ন কর; তাই আমরা ঈমান এনেছি! হে আমাদের পালনকর্তা! অতএব, আমাদের পাপসমূহ মাফ করুন এবং আমাদের দোষ-ত্রুটি মিটিয়ে দিন। নেক লোকদের সাথে আমাদের মৃত্যু দিন!

১৯৪. হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি যা ওয়াদা করেছেন নিজের রসুলগণের মাধ্যমে; তা আমাদেরকে দিন! কেয়ামতের দিন আমাদিগকে অপমানিত করবেন না! নিশ্চয় আপনি ওয়াদা খেলাপি করেন না![১১৯৪]

সহিহ বুখারি-সহিহ মুসলিমে হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করতে বলেছেন। এই আলোচনা পূর্বে অতীত হয়েছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞাত।

কোনো বস্তুকে শুভ মনে করলে যা বলবে

(৮৩৮) হজরত মুআবিয়া বিন হাকাম সুলামি রাদি. থেকে রেওয়ায়েত, তিনি বলেন–

قُلْتُ :يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُوْنَ. قَالَ: ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُوْنَهُ فِيْ صُدُوْرِهِمْ، فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ.

অর্থ: আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে কিছু লোক শুভ লক্ষণ গ্রহণ করে (সেটার বাস্তবতা কী?) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা মূলত তাদের মনের একটা বিশ্বাস। সুতরাং এ বিশ্বাস তাদের থেকে খারাপ কিছু প্রতিহত করবে না।

(৮৩৯) উরওয়া বিন আমির জুহানি রাদি. থেকে বর্ণিত–

১১৯৪. তরজমা: অধমের অনূদিত *তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআন* ১ম খণ্ড থেকে। তাফসিরটি মাদানি কুতুবখানা থেকে ৯ খণ্ডে প্রকাশিত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطِّيَرَةِ فَقَالَ: أَصْدَقُهَا الْفَأْلُ، وَلَا يَرُدُّ مُسْلِمًا، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنَ الطِّيَرَةِ شَيْئًا تَكْرَهُوْنَهُ فَقُوْلُوْا: اَللَّهُمَّ لَا يَأْتِيْ بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَذْهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

অর্থ: কোনো জিনিস থেকে ভালো-মন্দ লক্ষণ গ্রহণ করা সম্পর্কে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন, সবচেয়ে সত্য ও সঠিক প্রকার হল, এমন কথা বা কাজ যার মাধ্যমে সুসংবাদ নেয়া হয়। এটা কোনো মুসলিমকে কোনো কিছু থেকে ফিরিয়ে রাখে না। যখন তোমরা এমন কোনো লক্ষণ দেখবে যেটা তোমরা অপছন্দ কর, তখন বলবে–

اَللَّهُمَّ لَا يَأْتِيْ بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَذْهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লা ইয়াতি বিল হাসানাতি ইল্লা আনতা, ওয়া ইয়াজহাবু বিস সাইয়েআতি ইল্লা আনতা, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া আর কেউ কল্যাণ দিতে পারে না। আপনি ছাড়া অন্য কেউ অকল্যাণ দূর করতে পারে না। আল্লাহ ছাড়া নেক কাজ করা বা খারাপ কাজ থেকে বাঁচার কোনো শক্তি নেই।[১১৯৫]

গোসলখানায় প্রবেশের দুআ

বর্ণিত আছে, গোসলখানায় প্রবেশের সময় আল্লাহ তাআলার নাম নেয়া, জান্নাত কামনা করা এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চাওয়া মুস্তাহাব।

(৮৪০) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يَدْخُلُهُ الْمُسْلِمُ، إِذَا دَخَلَهُ سَأَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ وَاسْتَعَاذَهُ مِنَ النَّارِ.

অর্থ: গোসলখানা কতই না উত্তম ঘর, যেটাতে মুসলিম প্রবেশ করে। প্রবেশকালে যেন আল্লাহর কাছে জান্নাত চায় এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চায়।[১১৯৬]

১১৯৫. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২৯৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

গোলাম-বাদী অথবা কোনো প্রাণী কিনলে কিংবা ঋণ আদায় করলে যা বলবে

মুস্তাহাব হল, প্রথমে তার মাথার অগ্রভাগের চুল ধরে এই দুআ পড়বে–

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা খাইরাহু ওয়া খাইরা মা জুবিলা আলাইহি, ওয়া আউজুবিকা মিন শাররিহি ওয়া শাররি মা জুবিলা আলাইহি।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এর কল্যাণ ও তার স্বভাবের কল্যাণ চাচ্ছি। তার অকল্যাণ ও স্বভাবের অকল্যাণ থেকে পানাহ চাচ্ছি। –ইতিপূর্বে বিবাহ-সংক্রান্ত হাদিসের অধ্যায়ে সুনানে আবু দাউদ ও অন্যান্য কিতাব থেকে বর্ণিত এ ধরনের হাদিস চলে অতীত হয়েছে।

ঋণ পরিশোধের সময় বলবে–

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا.

উচ্চারণ: বারাকাল্লাহু লাকা ফি আহলিকা ওয়া মালিকা।

অর্থ: আল্লাহ তোমার মধ্যে, তোমার পরিবার ও সম্পদের মধ্যে বরকত দান করুক এবং তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক।[১১৯৭]

ঘোড়ার উপর স্থির না থাকা ব্যক্তির জন্য যে দুআ পড়বে

(৮৪১) হজরত জারির বিন আবদুল্লাহ বাজালি রাদি. থেকে বর্ণিত, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করলাম যে, আমি ঘোড়ার উপর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারি না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকে হাত রেখে নিম্নোক্ত দুআ করে দিলেন–

اَللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাব্বিতহু ওয়াজআলহু হাদিয়ান ওয়া মাহদিয়া।

১১৯৬. আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ৩১৫। এটি বানোয়াট। ইয়াহিয়া বিন উবায়দুল্লাহ নামক বর্ণনাকারীর কারণে।

১১৯৭. সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৪২৪, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ২৭৭, সুনানে তিরমিজি: ২০৩৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি তাকে স্থির করে দিন এবং তাকে পথ-প্রদর্শনকারী ও সুপথ প্রাপ্ত করুন।[১১৯৮]

জনগণের সামনে অবোধগম্য কথা বলা নিষেধ

আলেমরা জনগণের সামনে এমন বিষয়ে কথা বলবে না, যা তারা বুঝতে সক্ষম না অথবা তাদের সম্পর্কে অর্থ বিকৃতি ও বিপরীত অর্থ গ্রহণের আশঙ্কা হলে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ.

অর্থ: আমি প্রত্যেক নবিকে স্বীয় জাতির ভাষায় প্রেরণ করেছি, যেন তিনি তাদের জন্য (বিধানাবলী) স্পষ্টাকারে বর্ণনা করে দিতে পারেন।[১১৯৯]

(৮৪২) হজরত মুআজ রাদি. জামাতে নামাজ দীর্ঘ করায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন–

أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ !

অর্থ: মুআজ! তুমি (সমাজে) ফেতনা সৃষ্টি করতে চাও নাকি?[১২০০]

(৮৪৩) হজরত আলি রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন–

حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُوْنَ أَتُحِبُّوْنَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ.

অর্থ: তোমরা সাধারণ মানুষের সামনে তাদের বোধগম্য বিষয়গুলোই আলোচনা কর। তোমরা কি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়াকে পছন্দ কর? [১২০১]

আলেম-ওয়ায়েজ মনোযোগ দিয়ে শুনার জন্য উপস্থিত লোকদের চুপ থাকতে বলতে পারবে

(৮৪৪) জারির বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত–

১১৯৮. সহিহ বুখারি: ৩০৩৬, সহিহ মুসলিম: ২৪৭৫।

১১৯৯. সুরা ইবরাহিম: ৪।

১২০০. সহিহ বুখারি: ৭০৫, সহিহ মুসলিম: ৪৬৫, সুনানে নাসাঈ ২/৯৭, মু. আহমাদ ৩/১২৪।

১২০১. সহিহ বুখারি: ১২৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: اسْتَنْصِتِ النَّاسَ. ثُمَّ قَالَ: لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিদায় হজের দিন নির্দেশ দিলেন, সবাইকে বল চুপ করতে। এরপর বললেন, তোমরা আমার মৃত্যুর পর কাফেরদের মতো একে অপরকে হত্যা করতে শুরু করবে না।[১২০২]

অনুসরণীয় ব্যক্তি বাহ্যিক ভুল কাজে যদিও বাস্তবে সেটা সঠিক হয় লিপ্ত হলে তাকে যা বলবে

জেনে রেখ! আলেম, শিক্ষক, বিচারক, মুফতি ও মুরব্বি, শায়খ প্রমুখ অনুসরণীয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে, এমন কথাবার্তা কাজকর্ম ও পদক্ষেপ থেকে বেঁচে থাকা, যেটা বাহ্যিকভাবে সঠিক নয়, আভ্যন্তরীণভাবে যদিও তা সঠিক থাকে। কেননা, এমন করলে অনেক ধরনের সমস্যাবলী সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে একটা সমস্যা হল, যারা তার সেই আমলটা জানতে পারবে, তাদের অনেকে ধারণা করে বসবে যে, এ কাজ বা কথা সর্বাবস্থায় বৈধ। সর্বদা আমলের উপযোগী। আরেকটা সমস্যা হচ্ছে, মানুষ সে ব্যাপারে ত্রুটি করা শুরু করবে ও সেটাকে ছোট মনে করবে। আর সে ব্যাপারে যবান দরাজি করবে। আরো একটি বড় অসুবিধা হল, জনগণ সেই অনুসরণীয় ব্যক্তিকে খারাপ মনে করবে এবং তার থেকে নিজেদের সরিয়ে নিবে। অন্যদেরকেও তার থেকে ইলম গ্রহণ করতে নিষেধ করবে। তার হাদিস বর্ণনা করা ও সাক্ষী হওয়ার যোগ্যতাও চলে যাবে। তার ফতোয়া অনুযায়ী আমলও করা হবে না। তার ইলমি ব্যাখ্যার দিকে মানুষ প্রত্যাবর্তন করবে না। এ হল বাহ্যিক কিছু ক্ষতি। যেগুলোর প্রত্যেকটা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি হলে সবগুলো থেকে বিরত থাকাটা কতটা জরুরি? সুতরাং এগুলোর (বাহ্যিক ভুল কোনো কাজ বা কথা) কোনো একটা করার প্রয়োজন পড়লে এবং বাস্তবে সেটা সঠিক হলে করবে, কিন্তু তা প্রকাশ করবে না। যদি সেটা প্রকাশ করতে হয় বা প্রকাশ পেয়ে যায় অথবা প্রকাশে কোনো কল্যাণ থাকে, যাতে এর বৈধতা ও শরয়ি হুকুম জানা হয়ে যায়। তখন এরকম বলে দেয়া উচিত যে, আমি যা করলাম সেটা হারাম নয়।

১২০২. সহিহ বুখারি: ১২১, সহিহ মুসলিম: ৬৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অথবা আমি এমনটা করেছি কেবল আপনাদের এটা জানানোর জন্য যে, এ কাজটা আমি যেভাবে করেছি সেভাবে করলে হারাম হবে না। আর সেই পদ্ধতি হচ্ছে, এরকম এরকম। দলিল হচ্ছে, এই এই।

(৮৪৫) সাহল বিন সাদ সায়িদি রাদি. থেকে বর্ণিত–

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَي الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا؛ لِتَأْتَمُّوْا بِيْ، وَلِتَعَلَّمُوْا صَلَاتِيْ.

অর্থ: আমি দেখেছি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের উপর দাড়িয়ে জমিনে সিজদা করলেন, এরপর আবার মিম্বারে ফিরে আসলেন এক পর্যায়ে নামাজ থেকে ফারেগ হয়ে মানুষের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, হে লোকসকল! আমি এমনটা করেছি যেন তোমরা আমার ইকতিদা কর এবং আমার নামাজ শিখে নাও।[১২০৩] –এ অধ্যায়ে আরো অনেক হাদিস রয়েছে। যেমন– إِنَّهَا صَفِيَّةُ (তিনি হলেন আমার স্ত্রী সাফিয়া)।[১২০৪]

أَنَّ عَلِيًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَرِبَ قَائِمًا، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي فَعَلْتُ.

অর্থ: একবার হজরত আলি রাদি. দাঁড়িয়ে পান করে বললেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনটা করতে দেখেছি, যেমনটা তোমরা আমাকে করতে দেখলে।[১২০৫] এ সংক্রান্ত আরো সহিহ হাদিস ও আসার প্রসিদ্ধ আছে।

১২০৩. সহিহ বুখারি: ৯১৭, মুসলিম: ৫৪৪, সুনানে আবু দাউদ: ১০৮০, মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৩৯।
১২০৪. সহিহ বুখারি: ২০৩৮, সহিহ মুসলিম: ২১৭৫।
১২০৫. সহিহ বুখারি: ৫৬১৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অনুসারী অনুসৃত ব্যক্তিকে বাহ্যিক ভুল করতে দেখলে যা বলবে

জেনে রেখ! যখন কোনো অনুসারী তার শায়খ বা অন্য কোনো অনুসরণীয় ব্যক্তিকে বাহ্যিক ভুল কাজে দেখে, তখন তার জন্য মুস্তাহাব হল, জানার নিয়তে তাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা। যদি তিনি ভুলে সেটা করে থাকেন তো ঠিক করে নিবেন। যদি বাস্তবেই সহিহ হওয়ার কারণে সেটা করে থাকেন তাহলে তাকে বিষয়টা বুঝিয়ে দিবেন।

(৮৪৬) হজরত উসামা বিন জায়েদ থেকে বর্ণিত–

دَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوْءَ، فَقُلْتُ: الصَّلَاةَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، . فَقَالَ : الصَّلَاةُ أَمَامَكَ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফা থেকে ফেরার পথে ঘাঁটিতে পৌছলে সেখানে অবতরণ করেন এবং অজু-ইসতিনজা সারেন। আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! নামাজ? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নামাজ সামনে।

ইমাম নববি বলেন, উসামা এই ধারণায় বলেছেন যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তবা মাগরিবের নামাজ ভুলে গেছেন। আরাফা থেকে বের হওয়ার একটু পরেই মাগরিবের সময় হয়ে গিয়েছিল এবং সময় শেষ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে ছিল।

(৮৪৭) সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদি. এর উক্তি বর্ণিত, তিনি বলেন–

مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللهِ، إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا.

অর্থ: ইয়া রাসুলাল্লাহ! অমুক ব্যক্তির সাথে আপনি এমন করছেন কেন? আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে মুমিন মনে করি।[১২০৬]

(৮৪৮) হজরত বুরায়দা রাদি. থেকে বর্ণিত–

১২০৬. সহিহ বুখারি: ২৭, সহিহ মুসলিম: ১৫০, মু. আহমাদ ১/১৮২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ. قَالَ: عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ.

অর্থ: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন এক অজুতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েছেন। উমর রাদি. বললেন, আজ আপনি এমন কাজ করলেন যা পূর্বে করেননি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এমনটা ইচ্ছা করেই করেছি হে উমর![১২০৭] এ ধরনের আরো অনেক সহিহ হাদিস আছে, যেগুলো প্রসিদ্ধ।

পরামর্শের ওপর উদ্বুদ্ধকরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ.

অর্থ: হে নবি! অতঃপর যখন (পরামর্শের পর) দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলবেন, তখন আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করবেন।[১২০৮] –এ সংক্রান্ত সহিহ হাদিস সংখ্যায় অনেক ও প্রসিদ্ধ। তাছাড়া উপরিউক্ত আয়াতটিই এ বিষয়ের প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। কেননা, যখন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা মাশওয়ারার ব্যাপারে তার কিতাবে স্পষ্টভাবে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সতর্ক করে আদেশ দিচ্ছেন অথচ তিনি সর্বোত্তম সৃষ্টি, তাহলে অন্যান্যদের ব্যাপারে তোমার ধারণা কী?

জেনে রেখ! যে ব্যক্তি কোনো কাজের ইচ্ছা করে তার জন্য মুস্তাহাব হল, এমন কোনো ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করে নেয়া, যার দীন, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, কল্যাণকামিতা, পরহেজগারিতা ও দয়াশীল হওয়ার ব্যাপারে তার আস্থা আছে। আরো মুস্তাহাব হল, উল্লিখিত গুণাবলী সম্পন্ন কোনো জামাতের সাথে পরামর্শ করা এবং তাদের অধিকাংশের মতামত নেয়া। তাদেরকে সেই কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত করা এবং জানা থাকলে তাদের কাছে সেই কাজের ভালো-মন্দ দিকগুলোও তুলে ধরা। সাধারণ দায়িত্বশীল যেমন– কাজি, সুলতান প্রমুখ, এদের জন্য মাশওয়ারার হুকুম গুরুত্বপূর্ণ।

১২০৭. সহিহ মুসলিম: ২৭৭, সুনানে আবু দাউদ: ১৭২, সুনানে তিরমিজি: ৬১, সুনানে নাসাঈ ১/৮৬।
১২০৮. তরজমা: তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআন থেকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উমর রাদি. কর্তৃক নিজ সাথীবর্গের সাথে পরামর্শ করা ও তাদের মতামতের দিকে রুজু করা সংক্রান্ত হাদিসগুলো সংখ্যায় অনেক ও প্রসিদ্ধ।

মাশওয়ারার ফায়েদা হল, পরামর্শদাতা উপরিউক্ত গুণাবলী সম্পন্ন হলে তার থেকে উপকারী সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। তার দেয়া পরামর্শে কোনো অকল্যাণ প্রকাশ পায় না। পরামর্শদাতা ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হল, নসিহতের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চেষ্টা-ফিকির ব্যয় করা।

(৮৪৯) হজরত তামিম দারি রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، قَالُوْا: لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، ؟ قَالَ: لِلّٰهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُوْلِهِ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

অর্থ: কল্যাণকামিতাও দীনের অংশ। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, কার জন্য কল্যাণকামিতা ইয়া রাসুলাল্লাহ! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ, তার কিতাব, রাসুল, মুসলমানদের ইমাম এবং সাধারণ জনগণ সকলের জন্য।[১২০৯]

(৮৫০) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ.

অর্থ: পরামর্শদাতা হলেন আমানতদার। [১২১০]

ভালো কথা বলতে উৎসাহিতকরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ: হে নবি! আপনি মুমিনদের জন্য দয়ালু ও সহনশীল হন।[১২১১]

১২০৯. মুসলিম: ৫৫, সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৪৪, সুনানে নাসাঈ ৭/১৫২, মু. আহমাদ ৪/১০২।

১২১০. সুনানে আবু দাউদ: ৫১২৮, সুনানে তিরমিজি: ২৮২২, সুনানে নাসাঈ: ২৮২২, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৭৪৫।

১২১১. সুরা হিজর: ৮৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৮৫১) হজরত আদি বিন হাতিম রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.

অর্থ: তোমরা জাহান্নামকে ভয় কর খেজুরের একটি টুকরো দান করেও হলে। যে সেটাও পারে না সে যেন ভালো কথা বলে (তাহলে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচবে)।[১২১২]

(৮৫২) আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ، تَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِيْنُ الرَّجُلَ فِيْ دَابَّتِهِ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ. وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيْطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ.

অর্থ: প্রতিদিন মানুষের প্রত্যেক অঙ্গের ওপর সাদকা আছে। দুজন মানুষের মধ্যে তুমি ফয়সালা করে দিলে সেটা হবে সাদকা। কোনো ব্যক্তিকে তার বাহনে আরোহন করতে সাহায্য করলে অথবা সামানা তাতে তুলে দিলে তাও সাদকা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, ভালো কথা বলাও সাদকা। নামাজে যাওয়ার জন্য ফেলা কদমও সাদকা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোও সাদকা।[১২১৩]

(৮৫৩) হজরত আবু জর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন–

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ.

অর্থ: কোনো ভালো কাজকে তুচ্ছ মনে কর না, যদিও সেটা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলা হয়।[১২১৪]

১২১২. সহিহ বুখারি: ৬৫৬৩, সহিহ মুসলিম ১০১৬, সুনানে তিরমিজি: ২৪২৯, মু. আহমাদ ৪/২৫৬, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৮৫।

১২১৩. সহিহ বুখারি: ২৯৮৯৩, সহিহ মুসলিম: ১০০৯, মু. আহমাদ ২/৩১৬।

১২১৪. সহিহ মুসলিম: ২৬২৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

শ্রোতাদের জন্য কথা সুস্পষ্ট করা ও ব্যাখ্যা করা মুস্তাহাব

(৮৫৪) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كَانَ كَلَامُ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامًا فَصْلًا، يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ছিল সুস্পষ্ট, যা প্রত্যেক শ্রবণকারীই বুঝতে পারত।[১২১৫]

(৮৫৫) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا، حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো (গুরুত্বপূর্ণ) কথা বলতেন, সেটাকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যাতে সবাই বুঝতে পারে। যখন কোনো সমপ্রদায়ের কাছে আসতেন, তাদেরকে তিনবার সালাম দিতেন।[১২১৬]

শর্তসাপেক্ষ বিনোদন করা যাবে

(৮৫৬) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ছোট ভাইকে বলতেন–

يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟

অর্থ: হে আবু উমাইর! তোমার বুলবুলির কী হল?[১২১৭]

(৮৫৭) হজরত আনাস রাদি. থেকে আরো বর্ণিত, নবি আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলতেন–

يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ.

অর্থ: ওহে দুই কানওয়ালা! –তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি সহিহ।[১২১৮]

১২১৫. সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৩৯, মু. আহমাদ ৬/১৩৮।
১২১৬. সহিহ বুখারি: ৯৫।
১২১৭. সহিহ বুখারি: ৬২০৩, সহিহ মুসলিম: ২১৫০।
১২১৮. সুনানে আবু দাউদ: ৫০০২, সুনানে তিরমিজি: ১৯৯৩, আমাল: ৪২০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৮৫৮) বর্ণিত আছে–

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ :يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، اِحْمِلْنِيْ. فَقَالَ: إِنِّيْ حَامِلُكَ عَلىٰ وَلَدِ النَّاقَةِ، فقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ: وَمَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوْقُ؟

অর্থ: এক ব্যক্তি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে একটা বাহন দিন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে (বাহন হিসাবে) উষ্ট্রীর বাচ্চা দেব। লোকটি বলল, উষ্ট্রীর বাচ্চা দিয়ে আমি কী করব? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, কোনো উট কি উষ্ট্রী ছাড়া জন্ম নেয়?[১২১৯] –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।

(৮৫৯) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত–

قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا، قَالَ: إِنِّي لَا أَقُوْلُ إِلَّا حَقًّا.

অর্থ: সাহাবায়ে কেরাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি তো আমাদের সাথে ঠাট্টা করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি (ঠাট্টা করলেও) সত্য ছাড়া কিছু বলি না।[১২২০] –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।

(৮৬০) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَا تُمَارِ أَخَاكَ، وَلَا تُمَازِحْهُ، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ.

অর্থ: তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে ঝগড়া কর না, তার সাথে ঠাট্টা কর না এবং তার সাথে ওয়াদা করে খেলাফ কর না।[১২২১]

উলামায়ে কেরাম বলেন, নিষিদ্ধ মজাক বা বিনোদন: যাতে অতিরঞ্জন ও স্থায়ীত্ব থাকে। কেননা, এটা উপহাস সৃষ্টি করে এবং অন্তরকে শক্ত করে ফেলে। আল্লাহর স্মরণ ও দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফিকির থেকে বিমুখ

১২১৯. সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৯৮, সুনানে তিরমিজি: ১৯৯২।
১২২০. সুনানে তিরমিজি: ১৯৯১, মু. আহমাদ ২/৩৬০।
১২২১. তিরমিজি শরিফ: ১৯৯৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

রাখে। অনেক সময় এটা অন্যের মনকষ্টের কারণ হয়। হিংসার জন্ম দেয়। ব্যক্তির প্রভাব-গাম্ভীর্য দূর করে দেয়। সুতরাং যে ঠাট্টা-মজাক এসব থেকে মুক্ত হবে সেটা বৈধ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটাই করতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝেমধ্যে এমনটা করতেন। কোনো প্রয়োজনে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন ও তাদেরকে আপন করার জন্য। এটা কোনোক্রমেই নিষিদ্ধ নয়, বরং উপরিউক্ত শর্তানুযায়ী হলে হাসি-মজাক করা পছন্দনীয় সুন্নাত।

আমরা উলামায়ে কেরাম থেকে যা বর্ণনা করলাম এবং উপরিউক্ত হাদিস থেকে যে তাহকিক ও হুকুম বয়ান করলাম, তার ওপর তুমি আস্থা রাখতে পার। কেননা, এটা অনেক প্রয়োজনীয় একটা বিষয়। তাওফিক আল্লাহর হাতেই।

সুপারিশ করা মুসতাহাব

জ্ঞাতব্য যে, শাসকবর্গ ও দায়িত্বশীলদের কাছে বিভিন্ন হকদার ও প্রাপকদের পক্ষে সুপারিশ করা মুস্তাহাব। কোনো দণ্ড বা বর্জন করা জায়েজ নেই এমন বিষয়ে না হওয়ার শর্তে। যেমন– কোনো শিশু, পাগল, ওয়াকফ অথবা এজাতীয় অন্য কিছুর তত্ত্বাবধায়কের কাছে তার দায়িত্বে থাকা কোনো হক ছেড়ে দিতে সুপারিশ করা। এসবই হচ্ছে অবৈধ সুপারিশ, যা সুপারিশকারীর জন্য যেমন হারাম, সুপারিশ গ্রহীতার জন্য গ্রহণ করাও হারাম। তৃতীয় পক্ষের জন্যও জেনে-শুনে এ ব্যাপারে কোনো চেষ্টা-ফিকির করা সম্পূর্ণ অবৈধ।

আমি যা কিছু বললাম তার প্রমাণ কুরআন, সুন্নাহ এবং উলামায়ে উম্মতের বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। আল্লাহ তাআলা বলেন–

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيْتًا.

অর্থ: যে ব্যক্তি কোনো ভালো সুপারিশ করবে, তার জন্য সুপারিশ কৃত বিষয়ের সওয়াবের একটা অংশ থাকবে। এমনিভাবে যে খারাপ কোনো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সুপারিশ করবে, তার জন্য সেই সুপারিশকৃত বিষয়ে গুনাহের একটা অংশ থাকবে। আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।[১২২২]

ভাষাবিদদের মতে مُقِيْتٌ অর্থ: ক্ষমতাবান। এই অর্থই ইবনে আব্বাসসহ কয়েকজন মুফাসসিরিন থেকে বর্ণিত। কতক মুফাসসির বলেন الْمُقِيْتُ অর্থ তত্ত্বাবধায়ক। কেউ বলেন, এমন সত্তা যার ওপর সকল প্রাণীর খাবার ও রিজিকের দায়িত্ব। কালবি রহ. বলেন, ভালো-মন্দের প্রতিদানদাতা। কেউ বলেন, الْمُقِيْتُ অর্থ: উপস্থিত। এটা তত্ত্বাবধায়কের অর্থ ধারণ করে। অর্থ অংশ ও ভাগ। অধিকাংশদের মতে আয়াতে বর্ণিত শাফাআত হচ্ছে, প্রসিদ্ধ এই শাফাআত, যা অপরের অধিকার আদায়ে করা হয়। কেউ বলেন, উত্তম সুপারিশ হল, কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়তে সুপারিশ করা। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

(৮৬১) হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ، فَقَالَ :اشْفَعُوا، فَلْتُؤْجَرُوا، وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ.

অর্থ: যখন কোনো মুখাপেক্ষী নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসত, তিনি সাহাবিদের দিকে ফিরে বলতেন, তোমরা সুপারিশ কর; প্রতিদান পাবে। আল্লাহ তাআলা তার নবির যবান থেকে তাই বের করেন, যা তিনি পছন্দ করেন। অন্য রেওয়ায়েতে 'ইচ্ছা করেন' শব্দ এসেছে।[১২২৩]
সুনানে আবু দাউদের রেওয়ায়েতে আছে–

اِشْفَعُوْا إِلَيَّ لِتُؤْجَرُوْا، وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ.

অর্থ: তোমরা আমার কাছে সুপারিশ কর, যেন তোমরা প্রতিদানপ্রাপ্ত হও। আল্লাহ তাআলা যা চান তাই যেন তার নবির যবান থেকে বের করেন।[১২২৪]
–এই রেওয়ায়েত বুখারি-মুসলিমের রেওয়ায়েতের অর্থ স্পষ্ট করে দিচ্ছে।

১২২২. সুরা নিসা: ৮৫।

১২২৩. সহিহ বুখারি: ১৪৩২, সহিহ মুসলিম: ২৬২৭, সুনানে তিরমিজি: ২৬৭৪, সুনানে নাসাঈ ৫/৭৮, মু. আহমাদ ৪/৪০০।

১২২৪. সুনানে আবু দাউদ: ৫১৩১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৮৬২) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বারিরা ও তার স্বামীর ঘটনায় বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারিরাকে বললেন–

لَوْ رَاجَعْتِيْهِ؟ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، تَأْمُرُنِيْ؟ قَالَ: إِنَّمَا أَشْفَعُ! قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِيْ فِيْهِ.

অর্থ: যদি তুমি তার কাছে ফিরে যেতে (ভালো হতো)। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আমাকে আদেশ করছেন? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কেবল সুপারিশ করছি। বললেন, তার প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই।[১২২৫]

(৮৬৩) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

لَمَّا قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ نَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ، وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ، كُهُوْلًا كَانُوْا أَوْ شُبَّانًا، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيْهِ: يَا ابْنَ أَخِيْ، هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيْرِ، فَتَسْتَأْذِنَ لِيْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاسْتَأْذَنَ لِعُيَيْنَةَ، فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَاللهِ، مَا تُعْطِيْنَا الْجَزْلَ وَمَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بِأَنْ يَقَعَ بِهِ، فَقَالَ الْحُرُّ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ }. وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ. فَوَ اللهِ ، مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلَاهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ، .

অর্থ: উয়াইনা বিন হিসন বিন হুজায়ফা বিন বদর মদিনায় এসে ভাতিজা হুর বিন কায়েসের মেহমান হলেন। হুর বিন কায়েস ছিলেন উমর রাদি. এর নিকটবর্তী লোকদের অন্তর্ভুক্ত। তাই উয়াইনা বললেন, ভাতিজা! তোমার তো এই নেতার কাছে একটা মর্যাদা আছে, তুমি আমার জন্য তার কাছে প্রবেশের অনুমতি নিয়ে দাও। অতঃপর উমর রাদি. তাকে অনুমতি দিলেন।

১২২৫. সহিহ বুখারি: ৫২৮০, সুনানে আবু দাউদ: ২২৩১, সুনানে তিরমিজি: ১১৫৬, সুনানে নাসাঈ ৮/২৪৫, সুনানে দারিমি: ২২৯৭, সুনানে ইবনে মাজাহ: ২০৭৫, মু. আহমাদ ১/২১৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

প্রবেশ করে বললেন, হে খাত্তাবের ছেলে! আল্লাহর কসম! আপনি আমাদেরকে বেশি দেন না এবং আমাদের মাঝে ইনসাফের সাথে ফায়সালাও করেন না। এটা শুনে উমর রাদি. রেগে গিয়ে তাকে আঘাত করতে ইচ্ছা করলেন। হুর বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন! আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবিকে বলেছেন, হে নবি! আপনি ক্ষমাকে আবশ্যক করে নিন, সৎ কাজের আদেশ দিন এবং জাহেলদের এড়িয়ে চলুন।[১২২৬] আর এই ব্যক্তি তো জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর শপথ, যখন হুর বিন কায়েস এই আয়াত উমর রাদি. এর সামনে তিলাওয়াত করলেন, তিনি আয়াতের নির্দেশ অমান্য করেননি। সত্যি উমর রাদি. ছিলেন কিতাবুল্লাহর সামনে নতি স্বীকারকারী।[১২২৭]

সুসংবাদ দেয়া ও অভিবাদন জানানো মুস্তাহাব

আল্লাহ তাআলা বলেন–

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ.

অর্থ: যখন জাকারিয়া মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন, ফেরেশতারা তাকে ডাক দিয়ে বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে ইয়াহিয়ার জন্মের সুসংবাদ দিচ্ছেন।[১২২৮] আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى.

অর্থ: যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা ইবরাহিমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে গেলেন।[১২২৯] অন্যত্র বলেন–

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى.

অর্থ: অবশ্যই আমার প্রেরিত ফেরেশতারা ইবরাহিমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে গেলেন।[১২৩০] আরো বলেন–

১২২৬. সুরা আরাফ: ১৯৯।
১২২৭. সহিহ বুখারি: ৪৬৪২।
১২২৮. সুরা আলে ইমরান: ৩৯
১২২৯. সুরা আনকাবুত: ৩।
১২৩০. সুরা হুদ: ৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ.

অর্থ: আমরা তাকে ধৈর্যশীল ছেলের সুসংবাদ দিয়েছি।[১২৩১] তিনি বলেন–

قَالُوْا لَا تَخَفْ ؕ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ.

অর্থ: ফেরেশতারা বললেন, আপনি ভয় পাবেন না। তারা তাকে ধৈর্যশীল একজন ছেলের সুসংবাদ দিলেন।[১২৩২] আরো বলেন–

قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ.

অর্থ: ফেরেশতারা বললেন, আপনি ভয় পাবেন না। আমরা আপনাকে ধৈর্যশীল ছেলের সুসংবাদ দিচ্ছি।[১২৩৩] আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন–

وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ.

অর্থ: ইবরাহিমের স্ত্রী (দরজার পিছনে) দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি হেসে দিলেন। আমি তাকে ইসহাক ও তার পশ্চাদে ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম।[১২৩৪] আল্লাহ তাআলা বলেন–

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ.

অর্থ: যখন ফেরেশতারা বললেন, হে মরিয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আপনাকে নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ এক সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছেন।[১২৩৫] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন–

ذٰلِكَ الَّذِىْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ.

অর্থ: এটাই সেই জিনিস যার সুসংবাদ আল্লাহ তাআলা তার সেসব বান্দাদের দিয়েছেন, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে।[১২৩৬] আরো বলেন–

فَبَشِّرْ عِبَادِ ۙ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ.

১২৩১. সুরা সাফফাত: ১০১।
১২৩২. সুরা জারিয়াত: ২৮।
১২৩৩. সুরা হিজর: ৫৩।
১২৩৪. সুরা হুদ : ৭১
১২৩৫. সুরা আলে ইমরান: ৪৫।
১২৩৬. সুরা শুরা: ২৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: হে নবি! আপনি আমার ঐসব বান্দাদের সুসংবাদ দিন, যারা কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে এবং ভালোটার অনুসরণ করে।[১২৩৭] আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন–

وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ.

অর্থ: তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর ঐ জান্নাতের, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছিল।[১২৩৮] আল্লাহ পাক আরো বলেন–

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ.

অর্থ: সেদিন আপনি মুমিন নারী-পুরুষের সামনে এবং ডানে-বামে নুরের ছোটাছুটি দেখতে পাবেন। আজ তোমাদের জন্য এমন জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে, যাতে তটিনীসমূহ প্রবাহিত হয়।[১২৩৯] আল্লাহ সুবহানাহু আরো বলেন–

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ رِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ.

অর্থ: তাদের রব তাদেরকে স্বীয় বিশেষ রহমত, সন্তুষ্টি এবং এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যাতে চিরস্থায়ী নেয়ামতরাজি রয়েছে।[১২৪০]

সুসংবাদ প্রদানের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ বহু সহিহ হাদিস বিদ্যমান। তন্মধ্যে–

১. হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, জান্নাতে তার জন্য রয়েছে বাঁশের একটি ঘর, যেখানে নেই কোনো ক্লান্তি বা হৈ চৈ।[১২৪১]

২. হজরত কাব বিন মালিকের তাওবার ঘটনা-সংশ্লিষ্ট হাদিসে তিনি বলেন–

سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ يَقُوْلُ بِأَعْلٰى صَوْتِهِ: يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُوْنَنَا، وَانْطَلَقْتُ أَتَأَمَّمُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَلَقَّانِيْ

১২৩৭. সুরা জুমার: ১৭-১৮।
১২৩৮. সুরা ফুসসিলাত: ৩০।
১২৩৯. সুরা হাদিদ: ১২।
১২৪০. সুরা তাওবা: ২১।
১২৪১. সহিহ বুখারি: ৩৮১৬, সহিহ মুসলিম: ৩৪৩৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنِّئُوْنِيْ بِالتَّوْبَةِ، وَيَقُوْلُوْنَ: لِيَهْنِئْكَ تَوْبَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْكَ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَهُ النَّاسَ، فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرْوِلُ حَتَّىٰ صَافَحَنِيْ وهَنَّأَنِيْ، وَكَانَ كَعْبٌ لَّا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةِ؛ قَالَ كَعْبُ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ يُبْرَقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُوْرِ: أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ.

অর্থ: আমি একজনকে উচ্চস্বরে বলতে শুনলাম– হে কাব বিন মালিক! সুসংবাদ গ্রহণ কর। মানুষ একে একে সুসংবাদ দিচ্ছিল আমাদের। আমি রাসুলের কাছে যাওয়ার ইচ্ছায় বের হলাম, পথিমধ্যে দলে দলে লোকেরা আমাকে তাওবা কবুলের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলছিল, আল্লাহ-কর্তৃক তোমার তাওবা কবুল হওয়া শুভ হোক। এভাবে মসজিদে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, লোকজন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তালহা বিন উবায়দুল্লাহ দৌড়ে এসে মুসাফাহা করে অভিবাদন জানালেন। কাব রাদি. তালহার এই ব্যবহারের কথা কখনো ভুলেননি। অতঃপর কাব রাদি. বলেন, যখন আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলাম, তিনি খুশিতে চেহারা ঝলকানো অবস্থায় বললেন, তোমার জন্মের পর থেকে সবচেয়ে উত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর।[১২৪২]

তাসবিহ-তাহলিল কিংবা এ জাতীয় শব্দে আশ্চর্যভাব প্রকাশ করা বৈধ

(৮৬৪) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْسَلَّ، فَذَهَبَ، فَاغْتَسَلَ، فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَاءَهُ. قَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ، لَقِيتَنِي، وَأَنَا جُنُبٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللهِ، ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ.

১২৪২. সহিহ বুখারি: ৪৪১৮, সহিহ মুসলিম: ২৭৬৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: একবার তার সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ হয়। তখন তার ওপর গোসল ফরজ ছিল। তিনি সেখান থেকে গোপনে কেটে পড়লেন এবং ঘরে ফিরে গোসল করলেন। এদিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার খোঁজ নিলেন। অতঃপর তিনি ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় ছিলেন হে আবু হুরায়রা? উত্তরে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! গোসল ফরজ অবস্থায় আপনার সাথে আমার দেখা হয়েছিল; তাই গোসল না করা পর্যন্ত আপনার সাথে বসাটা অপছন্দনীয় মনে করলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ! মুমিন (প্রকৃত) অপবিত্র হয় না।[১২৪৩]

(৮৬৫) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: خُذِيْ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِيْ بِهَا. قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ ؟ قَالَ: تَطَهَّرِيْ بِهَا. قَالَتْ: كَيْفَ ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، ، تَطَهَّرِيْ. فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِيْ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ.

অর্থ: এক মহিলা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রজঃস্রাবের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গোসলের পদ্ধতি বলে দিলেন। বললেন, তুমি সুগন্ধি মিশ্রিত কাপড়ের টুকরো দ্বারা পবিত্রতা অর্জন কর। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ টুকরো দিয়ে। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্চর্য হয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ! পবিত্রতা অর্জন কর। হজরত আয়েশা রাদি. বলেন, আমি তাকে আমার দিকে টেনে এনে বললাম, রক্তের চিহ্নের অনুসরণ করবে (অর্থাৎ রক্তের চিহ্ন দেখলে ঐ টুকরো লজ্জাস্থানে রাখবে)।[১২৪৪]

(৮৬৬) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

১২৪৩. সহিহ বুখারি: ২৮৩, সহিহ মুসলিম: ৩৭১, সুনানে আবু দাউদ: ২৩১, সুনানে তিরমিজি: ১২১, সুনানে নাসাঈ ১/১৪৫।

১২৪৪. সহিহ বুখারি: ৩১৪, সহিহ মুসলিম: ৩৩২, সুনানে আবু দাউদ: ৩১৪, সুনানে নাসাঈ ১/১৩৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوْا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقِصَاصَ، الْقِصَاصَ. فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيْعِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ ؟ وَاللهِ، لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللهِ، يَا أُمَّ الرَّبِيْعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ،

অর্থ: রুবাইয়ির বোন উম্মে হারেসা এক ব্যক্তিকে আহত করলেন। আহত ব্যক্তির স্বজনেরা নবিজির কাছে বিচার নিয়ে এলেন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রতিশোধ নিতে পার তোমরা। রুবাইয়ির মা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি অমুক থেকে প্রতিশোধ নিবেন অথচ আল্লাহর কসম তার থেকে কেসাস নেয়া যেতে পারে না?! আশ্চর্য হয়ে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুবহানাল্লাহ হে উম্মে রুবাইয়ি! প্রতিশোধ (কেসাস) তো কুরআনের বিধান (এটা কারো জন্য শিথিলযোগ্য নয়)।

(৮৬৭) হজরত ইমরান বিন হুসাইন থেকে আটককৃত মহিলার ঘটনা-সংক্রান্ত লম্বা হাদিসে বর্ণিত আছে–

فَانْفَلَتَتْ وَرَكِبَتْ نَاقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَذَرَتْ لِلّٰهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَجَاءَتْ فَذَكَرُوْا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، ! بِئْسَمَا جَزَتْهَا.

অর্থ: সে পালিয়ে এসে নবিজির উষ্ট্রীতে আরোহন করল এবং মানত করল, যদি আল্লাহ তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দেন তাহলে ঐ উষ্ট্রী জবাই করবে। অতঃপর সে দরবারে এলে সাহাবায়ে কেরাম বিষয়টা নবিজিকে জানালেন। নবিজি শুনে আশ্চর্য হয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ! সে উষ্ট্রীকে কতইনা নিকৃষ্ট প্রতিদান দিল।[১২৪৫]

(৮৬৮) হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. থেকে অনুমতিগ্রহণ বিষয়ক হাদিসে বর্ণিত আছে, তিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন–

১২৪৫. সহিহ মুসলিম: ১৬৭৫, সহিহ বুখারি: ২৭০৩, সুনানে আবু দাউদ: ৪৬৯৫, সুনানে নাসাঈ ৮/২৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَلَا تَكُونَنَّ عَذَابًا عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، ، إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ.

অর্থ: হে খাত্তাবের ছেলে! আপনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামের জন্য আজাবের কারণ হবেন না। উমর রাদি. এটা শুনে বললেন, সুবহানাল্লাহ! আমি তো কেবল একটা শোনা কথা যাচাই-বাছাই করতে চাচ্ছিলাম।[১২৪৬]

(৮৬৯) হজরত আবদুল্লাহ বিন সালাম রাদি. এর দীর্ঘ একটি হাদিসে আছে, যখন তাকে বলা হল–

إِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، ، مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُوْلَ مَا لَا يَعْلَمُ.

অর্থ: আপনি তো জান্নাতি। তিনি অবাক হয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ! কারো জন্য এমন কথা বলা উচিত নয় যা সে জানে না।[১২৪৭]

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ

অধ্যায়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অথবা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলোর একটি। এ ব্যাপারে বর্ণিত অধ্যাদেশের আধিক্যতার কারণে। এর অবস্থান সুমহান ও গুরুত্বের অতি প্রয়োজনীয় এবং এতে মানুষের অধিক শিথিলতার কারণে। এখানে সবকিছুর আলোচনা করা সম্ভব না, কিন্তু এ সংক্রান্ত মৌলিক কোনো কথা ছাড়ব না। উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে অনেক কিতাবাদী লিখেছেন। আমি শরহে সহিহ মুসলিমের শুরুর দিকে এ সংক্রান্ত কিছু আলোচনা সঙ্কলন করেছি। সেখানে এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করেছি, যা জানা থাকা আবশ্যক।

আল্লাহ পাক বলেন–

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অর্থ: তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা আহবান জানাবে সৎকাজের দিকে, নির্দেশ দেবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। তারাই হল সফলকাম![১২৪৮] আল্লাহ তাআলা বলেন–

১২৪৬. সহিহ মুসলিম: ১৬৪১।

১২৪৭. সহিহ বুখারি: ৩৮১৩, সহিহ মুসলিম: ২৪৮৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ.

অর্থ: হে নবি! আপনি ক্ষমা করাকে আবশ্যক করে নিন এবং সৎ কাজের আদেশ দিন।[১২৪৯] আরো বলেন–

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

অর্থ: মুমিন নর-নারী একে অপরের বন্ধু। তারা পরস্পর সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করে।[১২৫০] আরো বলেন–

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ.

অর্থ: তারা নিজেরা যে খারাপ কাজ করে তা থেকে একে অপরকে নিষেধ করে না।[১২৫১] এ ধরনের আরো অনেক প্রসিদ্ধ আয়াত রয়েছে।

(৮৭০) হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

অর্থ: তোমাদের কেউ কোনো অসৎ কাজ দেখলে যেন হাত দিয়ে তা বারণ করে। এটা না পারলে মুখ দিয়ে। তাও না পারলে মনে মনে যেন সেটাকে ঘৃণা করে। এটা ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল স্তর।[১২৫২]

(৮৭১) হজরত হুজায়ফা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

১২৪৮. সুরা আলে ইমরান: ১০৪। তরজমা: তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআন থেকে। –উ.

১২৪৯. সুরা আরাফ: ১৯৯।

১২৫০. সুরা তাওবা: ৭১।

১২৫১. সুরা মায়েদা: ৭৯।

১২৫২. সহিহ মুসলিম: ৪৯, মু. আহমাদ ৩/১০, সুনানে আবু দাউদ: ১১৪০, সুনানে তিরমিজি: ১৭৩, সুনানে নাসাঈ ৮/১১১, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪০১৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

অর্থ: ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে, অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর আজাব পাঠানোর আশঙ্কা রয়েছে। অতঃপর তোমরা তার কাছে দুআ করবে, কিন্তু তা কবুল হবে না। ইমাম তিরমিজ বলেন, হাদিসটি হাসান।[১২৫৩]

(৮৭২) হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هَذِهِ الْآيَةَ: { يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ }. وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوْا عَلَى يَدَيْهِ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ.

অর্থ: হে লোকসকল! তোমরা এই আয়াত পাঠ করে থাক–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ.

[**অর্থ:** হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা সঠিক পথে থাকলে যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তারা তোমাদের কোনোও ক্ষতি করতে পারবে না।] অথচ আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন মানুষ কোনো জালিমকে (জুলুম করতে) দেখেও তার হাত চেপে না ধরে, আল্লাহ তাদেরকে ব্যাপক আজাবে গ্রেফতার করতে পারেন।[১২৫৪]

(৮৭৩) হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

১২৫৩. সুনানে তিরমিজি: ২১৭০, মু. আহমাদ ৫/৩৮৮।

১২৫৪. সুনানে আবু দাউদ: ৪৩৩৮, সুনানে তিরমিজি: ৩০৫৭, সুনানে নাসাঈ: ১১০৯৭, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪০০৫, মু. আহমাদ ১/২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

অর্থ: সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে, অত্যাচারী বাদশার সামনে সত্যকথন। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[১২৫৫]

ইমাম নববি বলেন, এই অধ্যায়-সংশ্লিষ্ট হাদিসসমূহ বর্ণনাতীত প্রসিদ্ধ। উপরিউক্ত আয়াতটি সেসব আয়াতের একটি, যেগুলোতে মূর্খরা ধোঁকাগ্রস্ত হয়ে উল্টো ব্যাখ্যা করে। এই আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা হল, যখন তোমরা আদিষ্ট বিষয়গুলো পালন করবে, তখন গোমরাহ ব্যক্তিদের গোমরাহি তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করাও আদিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। উপরোল্লিখিত আয়াতের মর্ম এই আয়াতের মর্মের নিকটতম– وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلٰغُ (রাসুলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া)।

জ্ঞাতব্য, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের কিছু শর্ত ও নির্দিষ্ট পন্থা রয়েছে, সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটি নয়। এর সবচেয়ে উত্তম উৎস হচ্ছে, "ইহয়াউ উলুমিদ্দিন" কিতাব। শরহে সহিহ মুসলিমেও আমি এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনা করেছি। আল্লাহ তাআলাই তাওফিকদাতা।

১২৫৫. সুনানে আবু দাউদ: ৪৩৪৪, সুনানে তিরমিজি: ২১৭৪, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪০১১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অধ্যায়- ১৯

যবানের হেফাজত

আল্লাহ তাআলা বলেন–

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ.

অর্থঃ বান্দা যাই বলে তা গ্রহণের জন্য সদা প্রস্তুত একজন প্রহরী নিয়োজিত।[১২৫৬] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন–

اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ.

অর্থঃ নিশ্চয় আপনার রব সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।[১২৫৭]

ইতিপূর্বে আমি যেসব জিকিরে আল্লাহ খুশি হন, সেগুলো উল্লেখ করেছি। এখন ঐ সব কথার আলোচনা করতে চাচ্ছি, যা অপছন্দনীয় বা হারাম। যেন এই কিতাবটিতে কথাবার্তার সকল বিধান থাকে এবং কথাবার্তার সকল প্রকারের আলোচনা হয়ে যায়। সুতরাং এখন আমি এর এমন কিছু উদ্দেশ্য

১২৫৬. সুরা কাফঃ ১৮।

১২৫৭. সুরা ফজরঃ ১৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উল্লেখ করব যেগুলো জানা প্রত্যেক দীনদারের জন্য প্রয়োজন। আমি যা উল্লেখ করব, তার অধিকাংশ সবার জানা কথা, তাই বেশিরভাগের সাথে দলিল উল্লেখ করব না। সবকিছুর তাওফিক আল্লাহর হাতেই।

প্রয়োজনে কথা বলা

জ্ঞাতব্য, সবধরনের অনর্থক কথাবার্তা থেকে যবানকে হেফাজতে রাখা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য উচিত। শুধু এমন কথা বলবে, যাতে কল্যাণ নিহিত। যখন কথা বলা বা ছেড়ে দেয়া কল্যাণের ক্ষেত্রে বরাবর হয়, তখন বিরত থাকাই সুন্নাহ। কেননা, কখনো নির্দোষ কথাবার্তাও হারাম বা মাকরুহ পর্যন্ত নিয়ে যায়। বরং সাধারণত এটা আরো বেশি হয়ে থাকে। চুপ থাকার বিকল্প কিছু নেই।

(৮৭৪) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে (কথা বললে) যেন উত্তম কথা বলে। অন্যথায় যেন চুপ থাকে।[১২৫৮]

ব্যাখ্যা: এটি সর্বসম্মতিক্রমে সহিহ হাদিস। এটি দ্বারা সুস্পষ্টত বুঝা যায় যে, যখন কথা বলাটা উত্তম হবে, তখনই কথা বলা উচিত। উত্তম তখনই হবে, যখন কথায় থাকবে কল্যাণ। আর যখন কথা দ্বারা কল্যাণ হওয়া/না হওয়া নিয়ে সন্দেহ থাকবে, তখন কথা বলবে না। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, কথা বলার আগে চিন্তা করা জরুরি। কথায় কল্যাণ থাকলে বলবে। সন্দেহ হলে কল্যাণ প্রকাশের আগে বলবে না।

(৮৭৫) হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. থেকে বর্ণিত–

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

১২৫৮. সহিহ বুখারি: ৬০১৮, সহিহ মুসলিম: ৪৭, সুনানে আবু দাউদ: ৫১৪৫, সুনানে তিরমিজি: ২৫০২, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৯৭১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন মুসলিম সর্বশ্রেষ্ঠ হে আল্লাহর রাসুল? বললেন, যার হাত ও যবান থেকে অন্য সব মুসলমান নিরাপদ থাকে।[১২৫৯]

(৮৭৬) হজরত সাহল বিন সাদ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

অর্থ: যে ব্যক্তি আমাকে তার যবান ও লজ্জাস্থান হেফাজতের গ্যারান্টি দিতে পারবে, আমি তার জান্নাতের জিম্মাদারি নেব।[১২৬০]

(৮৭৭) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন–

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيْهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ.

অর্থ: নিশ্চয় অনেক সময় বান্দা এমন কথা বলে, যার পরিণামের কথা চিন্তা করলে জাহান্নামের এমন গভীরে যেতে হবে, যার দূরত্ব পশ্চিম-পূর্বের দূরত্ব থেকেও বেশি।

(৮৭৮) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. এর সূত্রে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত–

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ، لَا يُلْقِيْ لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، لَا يُلْقِيْ لَهَا بَالًا يَهْوِيْ بِهَا فِيْ جَهَنَّمَ.

অর্থ: নিশ্চয় বান্দা কখনো নিজের অজান্তেই আল্লাহর সন্তুষ্টির কোনো কথা বলে ফেলে, যদ্দারা আল্লাহ তার মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দেন। আবার কখনো অবচেতন মনে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কোনো কথা বলে ফেলে, যার কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।[১২৬১]

১২৫৯. সহিহ বুখারি: ১১, সহিহ মুসলিম: ৪২, সুনানে তিরমিজি: ২৫০৬, সুনানে নাসাঈ ৮/১০৬।
১২৬০. সহিহ বুখারি: ৬৪৭৪, সুনানে তিরমিজি: ২৪১০, মু. আহমাদ ৫/৩৩৩।
১২৬১. সহিহ বুখারি: ৬৪৭৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৮৭৯) হজরত বিলাল বিন হারিস মুজানি রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ، ، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَاهُ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ.

অর্থ: নিশ্চয় মানুষ পরিণাম না ভেবে আল্লাহর সন্তুষ্টির এমন কথা বলে ফেলে, যদ্দারা আল্লাহ তাআলা তার জন্য কেয়ামত পর্যন্ত স্বীয় সন্তুষ্টি লিখে দেন। আবার কেউ কখনো অবচেতন মনে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কথা বলে ফেলে, যার কারণে আল্লাহ পাক কেয়ামত পর্যন্ত তার জন্য স্বীয় অসন্তুষ্টি লিখে দেন। –তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।[১২৬২]

(৮৮০) হজরত সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত–

قُلْتُ :يَا رَسُوْلَ اللهِ، حَدِّثْنِيْ بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ. قَالَ: قُلْ رَبِّيَ اللهُ، ثُمَّ اسْتَقِمْ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ :هَذَا.

অর্থ: আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাকে এমন কথা বলে দিন, যা আমি আকড়ে ধরে থাকব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বল, আমার প্রভু আল্লাহ। এরপর এই কথার ওপর অটল থাক। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমার জন্য সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় কী? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জিহবা ধরে বললেন, এটা (সবচেয়ে আশঙ্কার)। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।[১২৬৩]

(৮৮১) হজরত ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ، قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ، الْقَلْبُ الْقَاسِيْ.

১২৬২. মুয়াত্তা মালিক ২/৯৮৫, সুনানে তিরমিজি: ২৩২০, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৯৬৯।

১২৬৩. সুনানে তিরমিজি: ২৪১২, সুনানে নাসাঈ: ১১৪২৬, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৯৭২, ইবনে হিব্বান: ২৫৪৩, সহিহ মুসলিম: ৩৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আল্লাহর স্মরণ ছাড়া বেশি কথা বল না। কেননা আল্লাহর স্মরণ ছাড়া অতি কথন অন্তরকে শক্ত করে দেয়। আল্লাহ থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী ব্যক্তি হচ্ছে, কঠিন হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি।[১২৬৪]

(৮৮২) আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থ: আল্লাহ তাআলা যাকে মুখ ও লজ্জাস্থানের অকল্যাণ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, সে জান্নাতে যাবে। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[১২৬৫]

(৮৮৩) উকবা বিন আমের রাদি. থেকে বর্ণিত, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! নাজাত কীসে? উত্তরে বললেন–

أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ.

অর্থ: তুমি তোমার যবান সংযমে রাখ। নিজের ঘরকেই নিজের জন্য যথেষ্ট মনে কর। (অর্থাৎ একান্ত জরুরত ছাড়া ঘর থেকে বের হয়ো না) নিজের গুনাহের জন্য (আল্লাহর কাছে) কাঁদতে থাক। ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[১২৬৬]

(৮৮৪) হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন–

إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، فَتَقُوْلُ: اتَّقِ اللهَ فِيْنَا، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا.

অর্থ: প্রতিদিন আদম সন্তানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বিনিতভাবে যবানকে বলে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা, আমরা তো কেবল

১২৬৪. সুনানে তিরমিজি: ২৪১৩।
১২৬৫. সুনানে তিরমিজি: ২৪০৯, সহিহ ইবনে হিব্বান: ২৫৪৬, মু. হাকেম ৪/৩৫৭।
১২৬৬. সুনানে তিরমিজি: ২৪০৮, মু. আহমাদ ৪/১৪৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তোমার অনুগত। তুমি ঠিক থাকলে আমরাও ঠিক থাকব, তুমি বেঁকে গেলে আমরাও বেঁকে যাব।[১২৬৭]

(৮৮৫) উম্মে হাবিবা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ، لَا لَهُ، إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوْفٍ، أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ، أَوْ ذِكْرُ اللهِ، .

অর্থ: আদম সন্তানের প্রতিটি কথা তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। শুধু সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজ থেকে বারণ এবং আল্লাহর জিকির তার পক্ষে দাঁড়াবে।[১২৬৮]

(৮৮৬) হজরত মুআজ রাদি. থেকে বর্ণিত–

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيْبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيْرُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِيْ عَنِ النَّارِ. قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلٰى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ ؛ تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى أَبْوَابِ الْخَيْرِ ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ. قَالَ: ثُمَّ تَلَا { تَتَجَافٰى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ } حَتّٰى بَلَغَ { يَعْمَلُوْنَ }، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُوْدِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، . قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُوْدُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ. ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذٰلِكَ كُلِّهِ ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللهِ، . فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا. فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوهِهِمْ - أَوْ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ - إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.

১২৬৭. সুনানে তিরমিজি: ২৪০৯, মু. আহমাদ ৩/৯৬

১২৬৮. সুনানে তিরমিজি: ২৪১৪, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৯৭৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাকে এমন আমল বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি অনেক বড় একটি বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। এটা এমন ব্যক্তির জন্য সহজ, যাকে আল্লাহ সহজ করে দেন। (কিছু আমলের বর্ণনা:) তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে। তার সাথে কাউকে শরিক করবে না। নামাজ কায়েম করবে। জাকাত আদায় করবে। রমজানে রোজা রাখবে। হজ পালন করবে। এরপর বললেন, আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজার কথা জানাব না? (সাহাবি বললেন, অবশ্যই) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রোজা হল ঢাল। সাদকা গুনাহকে মিটিয়ে দেয়, যেমনিভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। রাতের শেষাংশে তাহাজ্জুদ পড়া (ও কল্যাণের একটি দরজা) এরপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করলেন–

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۖ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ
فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থ: তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং তারা নিজ প্রতিপালককে ভয় ও আশার (মিশ্রিত অনুভূতির) সাথে ডাকে। আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে (সৎকজে) ব্যয় করে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি জানে না এরূপ লোকদের জন্য তাদের কর্মফল স্বরূপ চোখ জুড়ানোর কত কি উপকরণ লুকিয়ে রাখা হয়েছে।[১২৬৯] এরপর বললেন, আমি কি তোমাকে দীনের মৌলিক ভিত্তি, খুঁটি ও তার চূড়া সম্পর্কে জানাব না? অবশ্যই ইয়া রাসুলুল্লাহ আমি বললাম। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দীনের মৌলিক ভিত্তি হল আত্মসমর্পণ করা। খুঁটি হল, নামাজ। সর্বোচ্চ চূড়া হল, জিহাদ। এরপর বললেন, আমি এ সব কিছুর সারসংক্ষেপ সম্পর্কে বলব না? আমি বললাম, অবশ্যই। তিনি নিজের জিহবা ধরে বললেন, এই অঙ্গকে তুমি সংযত করবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা কি আমাদের কথাবার্তার কারণে পাকড়াও হব? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, হে মুআজ! তোমাকে তোমার

১২৬৯. সাজদাহ: ১৬-১৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মা হারিয়ে ফেলুক! মানুষকে তো শুধু তার জিহবার উপার্জনের কারণেই অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।[১২৭০]

(৮৮৭) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ.

অর্থ: মানুষের উৎকৃষ্টতা হল, অনর্থক বিষয় বর্জন করা। –হাদিসটি হাসান।[১২৭১]

(৮৮৮) আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ صَمَتَ نَجَا.

অর্থ: যে চুপ থাকে সে নাজাত পায়। –হাদিসটি দুর্বল। আমি এটা উল্লেখ করেছি কেবল মাশহুর হওয়ার কারণে।

উপরোল্লিখিত হাদিসগুলোর মতো আরো বহু সহিহ হাদিস আছে। যতটুকু ইঙ্গিত করেছি, তা তাওফিক প্রাপ্তদের জন্য যথেষ্ট। গীবতের অধ্যায়ে আরো কিছু হাদিস আলোচনা করব। আল্লাহই তাওফিকদাতা। এ ব্যাপারে পূর্বসূরীদের আসার বা বাণীও রয়েছে অসংখ্য। এগুলোর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। তারপরও তাদের থেকে বর্ণিত প্রধান প্রধান কিছু বাণীর উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

বর্ণিত আছে যে, একবার কুস বিন সায়িদা এবং আকসাম বিন সাইফি পরস্পর মিলিত হন। একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আদম সন্তানের মধ্যে কী কী দোষ পেয়েছেন? অপরজন বললেন, অগণিত। আমার গণনায় যা এসেছে তার সংখ্যা আট হাজার। তবে আমি এমন একটি গুণও পেয়েছি, যা তুমি আমলে নিলে সব দোষ ঢেকে রাখতে পারবে। সেটা কি? উত্তরে বললেন, যবানের হেফাজত।

১২৭০. সুনানে তিরমিজি: ২৬১৯, মু. আহমাদ ৫/২৩১, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৯৭৩।

১২৭১. সুনানে তিরমিজি: ২৩১৭, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৯৭৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আবু আলি ফুজাইল বিন ইয়াজ রহ. বলেন, যে তার কথাবার্তাকে আমলের অংশ মনে করবে, তার অনর্থক কথাবার্তা কমে যাবে। ইমাম শাফেয়ি রহ. তার ছাত্র রবি বিন সুলায়মানকে বলেছিলেন, হে রবি! তুমি অনর্থক কোনো কথা বলবে না। কেননা, কথা বললে কথাই তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করবে; তুমি কথাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না।

ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আটকে রাখার জন্য জিহবা থেকে উপযোগী আর কিছু হতে পারে না। কেউ বলেন, জিহবার উদাহরণ হিংস্র পশুর মতো। তাকে শৃঙ্খলিত না করলে তোমার উপর আক্রমণ করে বসবে।

উসতাজ আবুল কাশেম কুশাইরি রহ. তার প্রসিদ্ধ রিসালায় (পৃ. ৯৭) বলেন, চুপ থাকাই নিরাপদ। এটাই মূল। সময়মতো চুপ থাকা ব্যক্তির গুণ, যেমনিভাবে জায়গামতো কথা বলা সর্বোত্তম অভ্যাস। আবুল কাশেম কুশাইরি আরো বলেন, আমি আবু আলি দাক্কাককে বলতে শুনেছি, যে সত্য বলা থেকে চুপ থাকে সে বোবা শয়তান। আরো বলেন, বুজুর্গানে দীন চুপ থাকাকে এজন্য প্রাধান্য দিয়েছেন যে, তারা বুঝতে পেরেছেন, কথা বললে অনেক ধরনের বিপদ আসে। যেমন– কথা বললে নিজেকে বড় করা, নিজের প্রশংসনীয় গুণাবলী প্রকাশ করা, সুন্দর কথাবার্তার কারণে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার দিকে ঝুঁকে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। এটাই আত্মশুদ্ধির লোকদের বিশেষ গুণ। এটা নিজেকে নীচুজ্ঞান ও মানুষকে সংশেধোনের মূলনীতি।

এ ব্যাপারে কবিরা বলেন–

اِحْفَظْ لِسَانَكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ ... لَا يَلْدِغَنَّكَ إِنَّهُ ثُعْبَانُ

كَمْ فِيْ الْمَقَابِرِ مِنْ قَتِيْلِ لِسَانِهِ ... قَدْ كَانَ هَابَ لِقَاءَهُ الشُّجْعَانُ.

অর্থ: হে মানুষ! তোমরা জিহবাকে সংযত রাখ। কেননা, এটা অজগর; তোমাকে দংশন করে ছাড়বে।

স্বীয় জিহ্বা দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত কত লোক কবরে শুয়ে আছে; বাহাদুররাও তাদের সাক্ষাতে ভয় পেত। –রিয়াশি রহ. বলেন–

لَعُمْرُكَ إِنَّ فِيْ ذَنْبِيْ لَشُغْلًا .... لِنَفْسِي عَنْ ذُنُوْبِ بَنِيْ أُمَيَّةَ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

عَلَيَّ رَبِّيْ حِسَابُهُم إِلَيْهِ ... تَنَاهىٰ عِلْمُ ذَلِكَ لَا إِلَيَّهْ

وَلَيْسَ بِضَائِرِيَ مَا قَدْ أَتَوْهُ ... إِذَا مَا اللهُ أَصْلَحَ مَا لَدَيَّهْ.

অর্থ: তোমার জীবনের কসম! আমার নিজের গুনাহ নিয়েই আমার অনেক ব্যস্ততা আছে।

বনু উমাইয়ার দোষ নিয়ে কথা বলার সময় আমার নেই।

তাদের হিসাবের দায়িত্ব আমার রবের।

সে ব্যাপারে তিনিই চূড়ান্ত জানেন, আমি নই।

তাদের কর্ম আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

যখন স্বয়ং আল্লাহ আমার সবকিছু ঠিকঠাক রাখবেন।

পরনিন্দা ও চুগলি করা হারাম

এ দুটি দোষ সবচেয়ে খারাপ এবং মানুষের মাঝে ছড়ায় সবচেয়ে বেশি। কমই মানুষ দোষ দুটো থেকে মুক্ত। এগুলো থেকে সতর্ককরণে খুব প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করতঃ এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করছি।

গীবত বা পরনিন্দা: মানুষের এমন কোনো দোষচর্চা করা, যা সে পছন্দ করে না। হোক না তা তার শরীরে, ধর্ম পালনে, জাগতিক বিষয়ে, সত্তায়, সৃষ্টিতে, চরিত্রে, সম্পদে, কিংবা সন্তানাদি, পিতা-মাতা, স্বামী বা স্ত্রী, খাদেম, অধীনস্থ কারো মাঝে। অথবা তার পাগড়িতে, কাপড়ে, চলাফেরায় বা তার প্রফুল্লতায়, অনৈতিকতায়, কঠোরতায়, সাবলীলতায় কিংবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। সে আলোচনা হোক না যবানে-কলমে। অথবা চোখ, হাত, মাথা কিংবা অন্য কিছু দিয়ে ইশারা-ইঙ্গিতে।

শারীরিক বিষয়ে দোষচর্চার কিছু উদাহরণ: যেমন বলা– অমুক অন্ধ। লেংড়া। কানা। কুষ্ঠরোগী। খাটো। লম্বা। কালো। কিংবা সাদা।

দীনি বিষয়ে: অমুক ফাসেক। চোর। খেয়ানতকারী। অত্যাচারী। নামাজে শিথিলতা প্রদর্শনকারী। নাপাকের ব্যাপারে অসতর্ক। মা-বাবার সাথে অসদাচরণকারী। নির্দিষ্ট স্থানে জাকাত অনাদায়ী। গীবত পরিহার করে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জাগতিক বিষয়ে: অমুক বেয়াদব। মানুষকে তুচ্ছজ্ঞানী। অন্যের হক অস্বীকারকারী। বাচাল। পেটুক। বেশি ঘুমায়। অসময়ে ঘুমায়। অস্থানে বসে পড়ে।

পিতা সংক্রান্ত: তার পিতা ফাসেক। হিন্দি। নাবতি। নিগ্রো। মুচি। কাপড় ব্যবসায়ী। পশু ব্যবসায়ী। কাঠমিস্ত্রি। কামার। তাঁতী। অথবা এ ধরনের কিছু বলা।

চরিত্র বিষয়ে: চরিত্র খারাপ। অহঙ্কারী। ঝগড়াটে। হঠকারী। স্বেচ্ছাচারী। অক্ষম। দুর্বল অন্তরের অধিকারী। চেহারায় সবসময় বিরক্তিভাব প্রকাশকারী অথবা নির্লজ্জ; এ জাতীয় কিছু বলা।

পোশাক বিষয়ে: তার পোশাকের হাতা প্রশস্ত। আচল লম্বা। তার কাপড় নোংরা। ইত্যাদি। অন্যান্য বিষয়গুলোকে এর ওপর অনুমান করে নিবেন।
মূলনীতি: অপরের অপছন্দনীয় জিনিস আলোচনা করা।

ইমাম আবু হামেদ গাজালি রহ. এ ব্যাপারে উম্মাহর ঐক্য নকল করেছেন যে, গীবত বলা হয়– অন্যের এমন বিষয় আলোচনা করা, যা সে পছন্দ করে না। একটু পরেই এ সম্পর্কে হাদিস আসছে।

চোগলখোরি: বিশৃংখলার উদ্দেশ্যে একজনের কথা আরেকজনের কাছে পৌছানো। এ হল গীবত ও চোগলখোরির সংজ্ঞা।

উভয়ের হুকুম: উম্মাহর ঐক্যমতে এই অভ্যাস দুটো হারাম। কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমায়ে উম্মতে এর বহু দ্ব্যর্থহীন দলিল বিদ্যমান। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا.

অর্থ: তোমরা একে অপরের দোষচর্চা কর না।[১২৭২] আরো বলেন–

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ.

অর্থ: প্রত্যেক পরনিন্দাকারী ও দোষচর্চাকারীর জন্য বড়ই দুর্ভোগ![১২৭৩] আরো বলেন–

১২৭২. সুরা হুজুরাত: ১২।

১২৭৩. সুরা হুমাজাহ: ১। তরজমা: অধমের অনূদিত *তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআন* ৯ম খণ্ড থেকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيمٍ.

অর্থ: সে নিন্দা করতে অভ্যস্ত, চুগলি করে বেড়ায়।[১২৭৪]

(৮৮৯) হজরত হুজায়ফা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ.

অর্থ: চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[১২৭৫]

(৮৯০) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ. وَفِيْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيْ: بَلٰى إِنَّهُ كَبِيْرٌ، أَمَّا أَحَدُهُمَا، فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ، فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বললেন, এদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, কিন্তু বড় কোনো কারণে নয়। বর্ণনাকারী বলেন, বুখারির রেওয়ায়াতে আছে: হ্যাঁ, অবশ্যই আজাবের কারণটা বড় বিষয় ছিল। তাদের একজন চোগলখুরী করত আর অপরজন প্রস্রাবের ছিঁটা থেকে বেঁচে থাকত না।[১২৭৬]

উলামায়ে কেরাম বলেন, "বড় কোনো কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না" এর ব্যাখ্যা হল– তাদের ধারণায় সেটা বড় কোনো বিষয় ছিল না অথবা যেটা ছেড়ে দেয়া তাদের পক্ষে কঠিন কিছু ছিল না।

(৮৯১) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

১২৭৪. সুরা কালাম: ১১।

১২৭৫. সহিহ বুখারি: ৬০৫৬, সহিহ মুসলিম: ১০৫, সু. আবু দাউদ: ৪৭৭১, সুনানে তিরমিজি: ২০৩৭, মু. আহমাদ ৫/৩৮৯।

১২৭৬. সহিহ বুখারি: ৬০৫৫, সহিহ মুসলিম: ২৯২, সু. আবু দাউদ: ২০, সুনানে তিরমিজি: ৭০, সুনানে নাসাঈ ১/২৮, মু. আহমাদ ১/২২৫, সুনানে দারিমি: ৭৪৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ ؟ قَالُوْا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِيْ مَا أَقُوْلُ ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

অর্থ: তোমরা জান কি গীবত কাকে বলে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহ এবং তার রাসুল ভালো জানেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার ভাইয়ের এমন বিষয় আলোচনা করা, যা সে পছন্দ করে না। বলা হল, যদি ভাইয়ের মাঝে আলোচিত দোষটা থাকে (তবুও কি গীবত হবে?) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি বলা দোষটা থাকে তাহলে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি সেটা না থাকে তাহলে তাকে অপবাদ দিলে। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।[১২৭৭]

(৮৯২) হজরত আবু বাকরা রাদি. থেকে বর্ণিত, বিদায় হজে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানির দিনে মিনার খুতবায় বলেন–

إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِيْ شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟

অর্থ: তোমাদের প্রত্যেকের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু অপর জনের জন্য হারাম। যেমন হারাম এই মাস, এই শহর, এই দিন। আমি কি তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছি?[১২৭৮]

(৮৯৩) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত–

قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ : تَعْنِيْ قَصِيْرَةً. فَقَالَ :لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ . قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا.

১২৭৭. সহিহ মুসলিম: ২৫৮৯, সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৭৪, সুনানে তিরমিজি: ১৯৩৪, সুনানে নাসাঈ: ১১৪৫৪, সুনানে দারিমি: ২৭১৭, মু. আহমাদ ২/২৩০।

১২৭৮. সহিহ বুখারি: ৬৭, সহিহ মুসলিম: ১৬৭৯, সুনানে আবু দাউদ: ১৯৪৭, মু. আহমাদ ৫/৩৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, সাফিয়া থেকে আপনার দূরে থাকার জন্য তার এই এই দোষ যথেষ্ট। বর্ণনাকারী বলেন, এ দ্বারা তিনি তাকে খাটো উদ্দেশ্য নিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তো এমন এক দুর্গন্ধময় কথা বলে ফেলেছ, তা যদি সমুদ্রের পানির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়, তাহলে সব পানি দুর্গন্ধ হয়ে যাবে। আয়েশা রাদি. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তির সমালোচনা করলাম। তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তির সমালোচনা করতে আমি পছন্দ করি না, অথচ আমার মধ্যেও সমালোচনার বিষয় আছে। –ইমাম তিরমিজি রহ. একে হাসান সহিহ বলেছেন।[১২৭৯]

ফায়দা: مَزَجَتْهُ **অর্থ:** সমুদ্রের সাথে এমনভাবে মিশ্রিত হবে যে, দুর্গন্ধ ও কদর্যতার কারণে সমুদ্রের পানির স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তন হয়ে যাবে। হাদিসটি গীবতের ব্যাপারে বড় ধমকিগুলোর একটি, অথবা এটিই সবচেয়ে বড় ধমকি। গীবতের নিন্দার ক্ষেত্রে এর মত কোনো হাদিস আছে বলে আমার জানা নেই। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না, যাই বলেন তা কেবল তার প্রতি প্রেরিত ওহি।[১২৮০] আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে তার দয়া ও সমস্ত অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকার তাওফিক প্রার্থনা করি।

(৮৯৪) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَمَّا عُرِجَ بِيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ، يَخْمِشُوْنَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ، وَيَقَعُوْنَ فِي أَعْرَاضِهِمْ.

অর্থ: আমি মেরাজের রাতে এক সমপ্রদায়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করি। তাদের রয়েছে তামার নখ, যা দিয়ে তারা নিজেদের চেহারা ও বুক আচড়াচ্ছিল। জিবরিল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা?

১২৭৯. সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৭৫, সুনানে তিরমিজি: ২৫০৩, মু. আহমাদ ৬/১৮৯।

১২৮০. সুরা নাজম: ৩-৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বললেন, ঐ সমস্ত লোক যারা মানুষের গোশত ভক্ষণ করত এবং তাদের ইজ্জত নষ্ট করার পিছনে পড়ত।

(৮৯৫) হজরত সাঈদ বিন জায়েদ রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الِاسْتِطَالَةَ فِيْ عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ.

অর্থ: নিশ্চয়ই সবচেয়ে নিকৃষ্ট সুদ (অপরাধ) হচ্ছে, অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানের সম্মান বিনষ্টের চেষ্টা করা।

(৮৯৬) আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَخُوْنُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ؛ عِرْضُهُ، وَمَالُهُ، وَدَمُهُ، التَّقْوٰى هَاهُنَا، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ.

অর্থ: মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ভাইয়ের সাথে খেয়ানত করতে পারে না, মিথ্যা বলতে পারে না এবং তাকে অপমান করতে পারে না। প্রত্যেক মুসলমানের জান-মাল ইজ্জত-আবরু অপর মুসলমানের জন্য হারাম। এক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করতে হবে। কোনো ব্যক্তি নিকৃষ্ট হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ করে দেখে। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[১২৮১] নববি রহ. বলেন, এই হাদিসের ফায়দা অনেক ব্যাপক ও বৃহৎ।

গীবতের সংজ্ঞা-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনা

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে, গীবত বলা হয়– অপরের এমন বিষয় আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। হোক সেটা মৌখিক বা লিখিত কিংবা চোখ, হাত বা মাথা দিয়ে ইঙ্গিতের মাধ্যমে। মূলনীতি হল, প্রত্যেক এমন পদক্ষেপ, যা দ্বারা তুমি কারো কাছে অপর মুসলমানের ত্রুটি বুঝাতে চাইবে। সেটাও হারাম গীবতের মধ্যে পড়বে। এ কারণেই যার ত্রুটি বর্ণনা

১২৮১. সুনানে তিরমিজি: ১৯২৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

করা উদ্দেশ্য হয়, তার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লেংড়িয়ে বা কেঁপে কেঁপে অথবা অন্য কোনো ঢংয়ে হাঁটা– সবই ঐক্যমতে হারাম।

যদি কোনো লেখক তার কিতাবে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির কথা এভাবে উল্লেখ করেন যে, অমুক এরকম বলেন। আর উদ্দেশ্য হয় তার ত্রুটি ও নিন্দা বয়ান করা, তাহলে সেটাও হারাম। তবে যদি তার ভুল বাতলে দেয়া উদ্দেশ্য হয়, যাতে মানুষ তার অনুসরণ না করে। অথবা ইলমের ক্ষেত্রে তার দুর্বলতা বয়ান করা অভীষ্ট হয়, যেন তার কথা গ্রহণ করে কেউ ধোঁকাগ্রস্ত না হয়, তবে সেটা গীবত হবে না। বরং সেটা ওয়াজিব নসিহা হবে। নিয়ত করলে নসিহার সওয়াবও পাবে। এমনিভাবে যদি কোনো লেখক বা অন্য কেউ এরকম বলেন, কওম বা দল এরকম বলেছে, এটা ভুল, অজ্ঞতা ও উদাসীনতা ইত্যাদি; তবে গীবত হবে না। নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা দলের আলোচনা করাকেই গীবত বলা হয়।

এরকম বলা– কোনো এক ব্যক্তি, কোনো এক ফকিহ, ইলমের দাবিকারী কোনো এক লোক, কোনো এক মুফতি, কথিত সৎ ব্যক্তি বা দুনিয়াত্যাগী, আজ আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রমকারী এক ব্যক্তি অথবা আমাদের দেখা এক ব্যক্তি এরকম করেছে, অথবা এ জাতীয় কোনো কথা বলা– হারাম গীবতের মধ্যে তখনই পড়বে, যখন শ্রোতা উদ্দীষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে বুঝতে পারে। কারণ, এখানে শ্রোতাকে নির্দিষ্ট কারো দোষ বুঝানো হয়েই যায় (এটাই গীবত)

দীনি জ্ঞান অর্জনকারী এবং আবেদদের করা গীবতও হারাম। কেননা তারা এমনভাবে গীবত পেশ করেন যে, স্পষ্ট শব্দে যা বুঝে আসে, তাদের কথা দ্বারাও তা বুঝে আসে। যেমন, কাউকে জিজ্ঞাসা করা হল, অমুকের অবস্থা কেমন? উত্তরে বলল– আল্লাহ আমাদের সংশোধন করে দিন, আল্লাহ আমাদের মাফ করে দিন, আল্লাহ তাকে ঠিক করে দিন, আল্লাহর কাছে আমরা মুক্তি চাই, আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করি, যিনি আমাদেরকে জালেমদের কাছে উপস্থিত হওয়ার পরীক্ষায় ফেলেননি, আমরা আল্লাহর কাছে অকল্যাণ থেকে পানাহ চাই, লজ্জার কমতি থেকে আল্লাহ আমাদের বাঁচান, আল্লাহ আমাদের তাওবা কবুল করুক। অথবা এ ধরনের কিছু বলল, যা দ্বারা জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির ত্রুটি বুঝে আসে। সবই হবে হারাম গীবত। যদি এরকম বলে– আমরা যেটিতে লিপ্ত, সেটিতে অমুকেও লিপ্ত, এ থেকে বাঁচতে তার কোনো চেষ্টা ছিল না, আমরা সবাই এটা করেছি। এগুলোও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

গীবত। গীবতের মূলনীতি হল, মানুষের কোনো ত্রুটি শ্রোতাকে বুঝিয়ে দেয়া। এ সবকিছুই পূর্বের অধ্যায়ে গীবতের সংজ্ঞায় উল্লিখিত হাদিসের মর্ম থেকেই বোধগম্য। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

গীবত শোনা হারাম; কাউকে গীবত করতে দেখলে করণীয়

চর্চাকারীর জন্য গীবত যেমন হারাম, তেমনি শ্রোতার জন্যও শোনা ও স্বীকৃতি দেয়া হারাম। সুতরাং কেউ যখন কোনো ব্যক্তিকে হারাম গীবত করতে শুনবে, বাহ্যিক কোনো ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে তাকে এ থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব। যদি নিষেধ করলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করা এবং সম্ভব হলে সেই মজলিস ত্যাগ করা ওয়াজিব। যদি মুখে প্রতিবাদ করতে পারে বা অন্য কথা বলে গীবত বন্ধ করতে সক্ষম হয়, তবে সেটা তার জন্য আবশ্যক। এমনটা না করলে সে গুনাহগার হবে। যদি কেউ মুখে বলে, চুপ কর; আর মনে মনে বলে, গীবতটা চলতে থাকুক, তাহলে এটাও মুনাফেকি। আবু হামেদ গাজালি রহ. বলেন, এরকম 'চুপ করো' বলার দ্বারা সে গুনাহ মুক্ত হবে না। অন্তর দিয়ে অপছন্দ করা আবশ্যক।[১২৮২] যখন সে গীবতের মজলিসে থাকতে বাধ্য হয় এবং বিরোধিতা করতে অক্ষম হয় বা তার বিরোধিতা আমলে না নেয়া হয় এবং কোনোভাবেই সেই মজলিস থেকে উঠে যাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে মনোযোগ দিয়ে গীবত শোনা হারাম। তার করণীয় হল, মুখে ও অন্তরে অথবা শুধু অন্তরে জিকির করবে অথবা অন্য কোনো বিষয়ে চিন্তা করতে থাকবে, যেন গীবত শোনা থেকে বিরত থাকতে পারে। এরপরও অমনোযোগিতার সাথে কিছু কানে চলে আসলে কোনো গুনাহ হবে না। যদি সেই মজলিস থেকে উঠে যেতে সক্ষম হয়, আর গীবত ইত্যাদি বিষয় চলমান থাকে, তাহলে মজলিস ত্যাগ করা তার জন্য আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ اِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ؕ وَ اِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থ: যখন আপনি এমন ব্যক্তিদের দেখবেন, যারা আমার আয়াত নিয়ে সমালোচনা করে, তখন তাদেরকে এড়িয়ে যান যতক্ষণ না তারা অন্য কথায়

১২৮২. ইহয়াউ উলুমিদ্দিন ৩/১৪৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

লিপ্ত হয়। যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তাহলে স্মরণ হওয়ার পর আর জালিমদের সাথে বসে থাকবেন না।[১২৮৩]

কথিত আছে– ইবরাহিম বিন আদহামকে একবার ওলিমার দাওয়াত দেয়া হয়। তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন। লোকেরা অনুপস্থিত এক ব্যক্তির আলোচনা করতে লাগল। অনেকে বলল, সে তো ঢিলে লোক। এ কথা শুনে ইবরাহিম বললেন, আমি নিজে নিজেই এই কাজটা করলাম যে, গীবতের এক মজলিসে উপস্থিত হয়ে গেলাম। এ কথা বলে সেখান থেকে প্রস্থান করেন। এরপর তিন দিন পর্যন্ত খানা খাননি। এ ব্যাপারে কবির ভাষ্য এরকম–

وَسَمْعَكَ صُنْ عَنْ سِمَاعِ الْقَبِيْحِ * كَصَوْنِ اللِّسَانِ عَنِ النُّطْقِ بِهِ فَإِنَّكَ عِنْدَ سَمَاعِ الْقَبِيْحِ * شَرِيْكٌ لِقَائِلِهِ فَانْتَبِهِ.

অর্থ: তোমার যবানকে যেভাবে খারাপ কথা থেকে রক্ষা কর, তেমনি তোমার কানকেও খারাপ শোনা থেকে বাঁচিয়ে রাখ। কেননা, খারাপ কথা শুনলে তুমিও তার মতোই হলে। সুতরাং সতর্ক থাক।

নিজেকে গীবত থেকে বাঁচানোর উপায়

এ বিষয়ে কুরআন-হাদিসে অনেক দলিল রয়েছে। এখানে আমি কেবল অল্প কিছু দলিলের দিকে ইশারা করব। যার শিক্ষা নেয়ার তাওফিক হবে, সে এ দ্বারাই সতর্ক হয়ে যাবে। যার তাওফিক হবে না সে অনেক খণ্ড কিতাব দ্বারাও সতর্ক হবে না।

অধ্যায়ের সারকথা: গীবত হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইতিপূর্বে যা উল্লেখ করেছি তা নিজের সামনে পেশ করবে, অতঃপর চিন্তা করবে আল্লাহ তাআলার এই বাণীসমূহে–

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ.

অর্থ: মানুষ যাই বলে তা সংরক্ষণ করে রাখেন সদাপ্রস্তুত একজন প্রহরী।[১২৮৪] আরো বলেন–

১২৮৩. আনআম: ৬৮।

১২৮৪. কাফ: ১৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

وَتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ.

অর্থ: অথচ তোমরা একে মামুলী মনে করেছিলে অথচ এটা ছিল আল্লাহ পাকের কাছে অনেক বড় বিষয়।[১২৮৫] সহিহ হাদিসে আছে– রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অনেক সময় মানুষ অবচেতন মনে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কিছু বলে ফেলে, যার কারণে সে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

এ ধরনের আরো আয়াত ও হাদিস আমরা ইতিপূর্বে জিহ্বা সংযত রাখা ও গীবতের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি, সেগুলো নিয়েও ফিকির করবে। পাশাপাশি বুজুর্গদের এই উক্তিও মনে রাখবে– আল্লাহ আমার সাথে আছেন, আমাকে দেখছেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। হজরত হাসান বসরি রহ. থেকে বর্ণিত– এক ব্যক্তি তাকে বলল, আপনি আমার গীবত করেন। তিনি বললেন, আমার কাছে তোমার মর্যাদা এই পর্যায়ের না যে, তোমাকে আমার নেকির ব্যাপারে বিচারক বানাব।[১২৮৬] হজরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহ. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন– আমি যদি কারো গীবত করতাম, তবে পিতা-মাতার গীবত করতাম। কেননা, তারাই আমার নেকির অধিকতর হকদার।[১২৮৭]

যেসব ক্ষেত্রে গীবত বৈধ

গীবত হারাম হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনে সেটা বৈধ হয়ে যায়। গীবতের বৈধতা দানকারী হল, এমন কোনো শরয়ি উদ্দেশ্য, যেটা দোষের আলোচনা ছাড়া হাসিল হয় না। আর তা ছয় কারণের যে কোনো একটি কারণে–

১. জুলুমের অভিযোগ করা: মাজলুমের জন্য বাদশাহ, কাজি প্রমুখের কাছে জুলুমের অভিযোগ করা বৈধ আছে, যাদের প্রশাসনিক ক্ষমতা রয়েছে অথবা যাদের জালেম থেকে অত্যাচারের সঠিক বিচার করার সক্ষমতা আছে। সে গিয়ে বলবে, অমুকে আমার ওপর জুলুম করেছে,

---

১২৮৫. নুর: ১৫।

১২৮৬. আলফুতুহাত ৬/৫০১।

১২৮৭. রিসালায়ে কুশাইরিয়া পৃ. ১২৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমার সাথে এমন আচরণ করেছে, আমার অমুক জিনিস আত্মসাৎ করেছে ইত্যাদি।

২. খারাপ কাজের পরিবর্তন ও গুনাগারকে সঠিক পথে ফেরানোর জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা। যার ব্যাপারে আশা হয় যে, সে অশ্লীল কাজ পরিবর্তনের সামর্থ্য রাখে তার কাছে গিয়ে বলবে, অমুকে এমন কাজ করে আপনি তাকে সেটা থেকে নিষেধ করেন অথবা এ ধরনের অন্য কিছু বলা। তবে উদ্দেশ্য হতে হবে, খারাপ কাজ দূর করার উসিলা গ্রহণ করা। অন্যথায় সেটা হারাম।

৩. ফতোয়া চাওয়াঃ যেমন, মুফতিকে এভাবে বলা যে, আমার পিতা বা ভাই অথবা অমুক আমার ওপর এই এই জুলুম করেছেন। সেটা তার জন্য বৈধ হয়েছে কিনা? এ থেকে আমার মুক্তি পাওয়ার, আমার হক আদায় করে নেয়ার এবং আমার থেকে জুলুম দূর করার পদ্ধতি কী? অথবা এ ধরনের অন্য কিছু বলা। এমনিভাবে এরকম বলা যে, আমার স্ত্রী/স্বামী এমন এমন করেন, অথবা এধরনের কিছু; সবই প্রয়োজনের কারণে জায়েজ। তবে এরকম বলা সর্তকতা– আপনি এমন ব্যক্তির ব্যাপারে কী বলেন, যার কাজ এরকম বা এমন স্বামী বা স্ত্রীর ক্ষেত্রে কি বলেন, যে এই এই আচরণ করে। অথবা এ ধরনের কিছু বলা। কেননা, এখানে নির্দিষ্ট করা ছাড়াই উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। এরপরও নির্দিষ্ট করে বলাও জায়েজ আছে হিন্দার হাদিসের কারণে, যেটা আমরা সামনে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ। হজরত হিন্দা বলেছেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! নিশ্চয় আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি...। তবুও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিষেধ করেননি। (এ দ্বারা নির্দিষ্ট করে বলা জায়েজ প্রমাণিত হয়)

৪. মুসলমানদেরকে অকল্যাণ থেকে সতর্ক করা ও তাদেরকে উপদেশ দেয়া। এটা অনেক ধরনে হতে পারেঃ

ক. হাদিসের বর্ণনাকারীদের জারাহ (সমালোচনা) করা, সাক্ষীদের কোনো দোষ বর্ণনা করা। এগুলো মুসলমানদের ঐক্যমতে বৈধ, বরং প্রয়োজনে ওয়াজিব।

খ. যখন কেউ বিয়ে, অংশীদারিত্ব, আমানত রাখা বা কারো আমানত নিজের কাছে রাখা অথবা অন্যান্য লেনদেনের বিষয়ে তোমার কাছে পরামর্শ চায়, তখন তোমার জন্য ওয়াজিব হল,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কল্যাণকামিতা হিসাবে সে সম্বন্ধে জ্ঞানানুসারে বর্ণনা করে দেয়া। যদি এটুকু বলা দ্বারাই তোমার উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায় যে, তার সাথে লেনদেন করা বা তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা শুভ হবে না, অথবা তুমি এমনটি কর না। অথবা এই ধরনের কিছু বললেই উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়, তবে নির্দিষ্ট দোষ বলা বৈধ হবে না। যদি স্পষ্ট করে বলা ছাড়া উদ্দেশ্য হাসিল না হয় তবেই স্পষ্ট বলবে।

গ. যখন এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখবে যে, এমন এক গোলাম কিনছে যে চুরি, যিনা বা মদ পানে অভ্যস্ত অথবা এ ধরনের অন্য কোনো খারাপ গুণে প্রসিদ্ধ, তখন তোমার জন্য আবশ্যক হল, এই দোষগুলো (আগে থেকে তার জানা না থাকলে) তার কাছে বলে দেয়া। এটা শুধু গোলামের সাথেই নির্দিষ্ট না, বরং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে বিক্রিত পণ্যের এমন কোনো দোষ জানে যেটা ক্রেতা জানে না, তার জন্য ক্রেতাকে অবহিত করা আবশ্যক।

ঘ. যখন তুমি কোনো ফিকহ অর্জনকারীকে দেখবে যে, সে কোনো বিদআতি বা ফাসেকের কাছে যাতায়াত করতঃ তার কাছ থেকে ইলম শিখে। আর এতে সেই ফিকহ অর্জনকারীর ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা কর, তাহলে তোমার জন্য আবশ্যক হল, তার অবস্থা বর্ণনা করে তাকে সেই ফাসেক বা বিদআতির কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেয়া। এ ক্ষেত্রে কল্যাণকামিতার নিয়ত থাকা শর্ত। এখানেই বেশি ভুল হয়ে থাকে। অনেক সময় বক্তা এ ক্ষেত্রে হিংসার শিকার হয় অথবা শয়তান তার সামনে বিষয়টা ঘোলাটে করে তুলে। তার কাছে মনে হয় যে, সেটা কল্যাণকামিতা ও দয়া। সুতরাং এ সব ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা কাম্য।

ঙ. যদি দায়িত্ববান ব্যক্তি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করে। হয়ত সে তার যোগ্য না বা সে ফাসেক অথবা উদাসীন অথবা অন্য কোনো কারণে। তখন ওয়াজিব হল, সেটা এমন ব্যক্তির কাছে বলা, যে সেই অযোগ্য দায়িত্বশীলের ওপর কর্তৃত্ববান। যেন তিনি তাকে বরখাস্ত করে তদস্থলে যোগ্য কাউকে নিয়োগ দেন। অথবা তার ব্যাপারে উনার জানা থাকে, যেন তার সাথে সে অনুযায়ী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আচরণ করেন। ধোঁকাগ্রস্ত না হন। যেন তিনি তাকে ঠিক হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন, অন্যথায় তাকে বদলি করে দেয়ার ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে পারেন।

৫. যদি কোনো ব্যক্তি খোলাখুলিভাবে পাপ বা বিদআতে লিপ্ত হয় যেমন– প্রকাশ্যে মদ পানকারী, জবরদখলকারী, চাঁদাবাজ, অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ আত্মসাৎকারী, প্রকাশ্যে খারাপ কাজে নেতৃত্বদানকারী ইত্যাদি। এদের প্রকাশ্য দোষগুলোর আলোচনা করা বৈধ। এছাড়া অন্যান্য দোষচর্চা বৈধ নয়। তবে যদি অন্য কোনো (শরয়ি) কারণ থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

৬. পরিচয়প্রদান: যখন কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোনো নিন্দনীয় উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়, তখন এর মাধ্যমে পরিচয়প্রদান করা বৈধ। যেমন– দুর্বল দৃষ্টিসম্পন্ন, লেংড়া, বধির, অন্ধ, ট্যারা, বোবা ইত্যাদি। পরিচয়প্রদানের শর্তে। তবে নিন্দা করার লক্ষ্যে এগুলো বলা হারাম। সর্বোপরি এগুলো ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে পরিচয়প্রদান করা সম্ভব হলে সেটা করা অধিকতর উত্তম।

এই ছয় কারণে গীবত হালাল হওয়ার কথা উলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন। এসব কারণ বয়ান করেছেন ইমাম আবু হামেদ গাজালি তার প্রসিদ্ধ কিতাব "ইহয়াউ উলুমিদ্দিন" কিতাবে (৩/১৫২) এবং অন্যান্য উলামায়ে কেরাম তাদের রচনাবলিতে। কারণগুলোর প্রামাণিকতা সহিহ প্রসিদ্ধ একাধিক হাদিস দ্বারাও রয়েছে। অধিকাংশ কারণগুলোর ব্যাপারে ঐক্যমত যে, সেগুলো থাকলে গীবত করা বৈধ।

(৮৯৭) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ائْذَنُوا لَهُ، بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ.

অর্থ: এক ব্যক্তি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, তাকে অনুমতি দাও। সে হচ্ছে কওমের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি।[১২৮৮] ইমাম বুখারি রহ. এই হাদিস দিয়ে

১২৮৮. সহিহ বুখারি: ৬০৫৪, সহিহ মুসলিম: ২৫৯১, মুয়াত্তা মালেক ২/৯০৩, সুনানে আবু দাউদ: ৪৭৯১, সুনানে তিরমিজি: ১৯৯৭, মু. আহমাদ ৬/৩৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বিশৃঙ্খলাকারী ও সংশয়বাদীদের গীবত জায়েজ হওয়ার ওপর দলিল পেশ করেছেন।

(৮৯৮) হজরত ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত–

قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَاللهِ، مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِهَذَا وَجْهَ اللهِ، . فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ؛ فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ، وَقَالَ: رَحِمَ اللهُ مُوْسىٰ، لَقَدْ أُوْذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কোনো কিছু বণ্টন করলেন, তখন এক আনসারি বললেন, আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেননি। আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে সেটা জানালাম। এটা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার বীভৎস হয়ে গেল এবং (রেগে গিয়ে) বললেন, আল্লাহ তাআলা হজরত মুসা আলাইহিস সালামের ওপর রহম করুক, তাকে এর থেকেও বেশি কষ্ট দেয়া হয়েছে। তবে তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। কোনো বর্ণনায় আছে: হজরত ইবনে মাসউদ বলেন, আমি মনস্থ করলাম, আর কোনো বিষয়ে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কখনো অভিযোগ করব না।[১২৮৯] –ইমাম নববি বলেন, ইমাম বুখারি এই হাদিস দিয়ে ব্যক্তির গীবত সম্পর্কে তাকে অবহিতকরণের ওপর দলিল পেশ করেছেন।

(৮৯৯) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَا أَظُنُّ فُلَانًا .وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِيْنِنَا شَيْئًا. قَالَ اللَّيْثُ: كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ.

১২৮৯. সহিহ বুখারি: ৬০৫৯, সহিহ মুসলিম: ১০৬২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আমি অমুক অমুকের ব্যাপারে মনে করি না যে, তারা আমাদের দীন সম্পর্কে কিছু জানেন। হাদিসের একজন বর্ণনাকারী হজরত লাইস বিন সাদ বিলেন, এই দুইজন ব্যক্তি মুনাফিক ছিল।[১২৯০]

(৯০০) হজরত জায়েদ বিন আরকাম রাদি. থেকে বর্ণিত–

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيْهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ، بْنُ أُبَيٍّ لِأَصْحَابِهِ : لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ، حَتَّى يَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِهِ. وَقَالَ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ بذلك، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ، بْنِ أُبَيٍّ....وأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيْقِهِ: إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ.

অর্থ: আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একবার এক সফরে বের হলাম। সফরে এক কঠিন অবস্থা লোকদের গ্রাস করে নিল। তখন আবদুল্লাহ বিন উবাই বলল, আল্লাহর রাসুলের সহচরদের ওপর তোমরা ব্যয় কর না যতক্ষণ না তারা তার সঙ্গ ত্যাগ করে। সে আরো বলল, যদি আমরা মদিনায় প্রত্যাগমন করি তাহলে ক্ষমতাধর লোকেরা দুর্বল লোকদের মদিনা থেকে বহিষ্কার করবেই। এ কথা শুনে আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বিষয়টি অবিহিত করলাম। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ বিন উবাইকে ডেকে পাঠালেন। আল্লাহ তাআলা হজরত জায়েদের সত্যায়নে সুরা মুনাফিকুন নাজিল করেন।[১২৯১]

হজরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হজরত হিন্দার হাদিসে নবিজির উদ্দেশ্যে তার এই বক্তব্য এসেছে যে, আবু সুফিয়ান একজন ব্যয়কুণ্ঠ ব্যক্তি.....।[১২৯২]
হজরত ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদিসে নবিজি বলেছেন, মুআবিয়া হলেন একদম রিক্তহস্ত। আর আবু জাহম: স্ত্রীদের বেধড়ক প্রহারকারী।[১২৯৩]

১২৯০. সহিহ বুখারি: ৬০৬৭।
১২৯১. সহিহ বুখারি: ৪৯০৩, সহিহ মুসলিম: ২৭৭২।
১২৯২. সহিহ বুখারি: ২২১১, সহিহ মুসলিম: ১৭১৪।
১২৯৩. সহিহ মুসলিম: ১৪৮০, সহিহ ইবনে হিব্বান: ৪০৪৯, মুয়াত্তা মালেক ২/৫৮০, সুনানে আবু দাউদ: ২২৮৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

শায়খ-ছাত্র কিংবা অন্য কারো গীবত শুনলে করণীয়

যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের গীবত শুনতে পায়, তাকে প্রত্যাখ্যান করা এবং সতর্ক করা তার জন্য জরুরি। যদি সে কথা দ্বারা সতর্ক না হয়, তাহলে হাত দিয়ে ঠেকাবে। হাত ও মুখ দিয়ে সতর্ক করতে না পারলে মজলিস থেকে উঠে দাঁড়াবে। যদি নিজ শায়খ বা এমন কোনো ব্যক্তি অথবা কোনো সম্মানিত ও নেককার ব্যক্তির গীবত শুনতে পায়, তাহলে উপরিউক্ত কাজটি অধিক গুরুত্বের সাথে করা উচিত।

(৯০১) হজরত আবু দারদা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন–

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ؛ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের মান-সম্মানের আঘাত প্রতিরোধ করে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তার থেকে জাহান্নামের আগুন প্রতিরোধ করবেন। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[১২৯৪]

(৯০২) হজরত ইতবান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সুদীর্ঘ প্রসিদ্ধ হাদিসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ، فَقَالُوْا: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَقُلْ ذَلِكَ، أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، يُرِيْدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ، ؟

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার নামাজে দাঁড়াতে লাগলেন। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, মালিক বিন দুখশুম কোথায়? এক ব্যক্তি বলল, সে তো মুনাফিক। আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসে না। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ কথা শুনে) বললেন, তুমি এরকম বল না। তুমি কি দেখনি যে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় কালিমা পড়েছে?![১২৯৫]

(৯০৩) হজরত হাসান বাসরি রহ. থেকে বর্ণিত–

১২৯৪. সুনানে তিরমিজি: ১৯৩২, মু. আহমাদ ৬/৪৪৯।

১২৯৫. সহিহ বুখারি: ৪২৫, সহিহ মুসলিম: ৩৩, মু. আহমাদ ৪/৪৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَىٰ عُبَيْدِ اللهِ، بْنِ زِيَادٍ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ. فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ ؟ إِنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ، وَفِي غَيْرِهِمْ.

অর্থ: রাসুলের সাহাবি হজরত আয়েজ বিন আমর রাদি. উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে বৎস! আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিকৃষ্টতম রাখাল হল অত্যাচারী শাসক। তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে সাবধান থাক। সে বলল, তুমি বসে পড়; তুমি তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের উচ্ছিষ্টভোজী। জবাবে তিনি বললেন, তাদের মধ্যেও কি উচ্ছিষ্ট আছেন? উচ্ছিষ্ট তো পরবর্তীদের ও অন্যান্যদের মাঝে।[১২৯৬]

(৯০৪) হজরত কাব বিন মালিক রাদি. থেকে তার তাওবার ঘটনার সুদীর্ঘ হাদিসে আছে–

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ: مَا فَعَلَ كَعْبٌ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ، وَنَظَرُهُ فِي عِطْفِهِ. فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بِئْسَ مَا قُلْتَ، وَاللهِ، يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا. فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে লোকদের মাঝখানে বসা অবস্থায় বললেন, কাব বিন মালিক একি করলেন? (যুদ্ধে আসেননি যে?!) বনু সালিমা গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, ধন-সম্পদ ও অহঙ্কার তাকে আসতে দেয়নি। মুআজ বিন জাবাল রাদি. বললেন, তুমি এটা খারাপ বললে। আল্লাহর কসম ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমরা তার ব্যাপারে ভালোই জানি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব রইলেন।[১২৯৭]

১২৯৬. সহিহ মুসলিম: ১৮৩০, মু. আহমাদ ৪/৬৪।

১২৯৭. সহিহ বুখারি: ৪৪১৭, সহিহ মুসলিম: ২৭৬৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৯০৫) হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ এবং হজরত আবু তালহা রাদি. থেকে বর্ণিত–

مَا مِنِ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيْهِ حُرْمَتُهُ، وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ؛ إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ. وَمَا مِنِ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ؛ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের মান-ইজ্জত বিনষ্ট হওয়ার স্থানে তাকে পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাআলাও তাকে এমন স্থানে একা ছেড়ে দিবেন, যেখানে সে তার সাহায্য কামনা করবে। আর যে ব্যক্তি অপর মুসলমানের মান-সম্মান নষ্ট হওয়ার স্থানে তাকে সাহায্য করে, আল্লাহ তাআলা তাকে এমন জায়গায় সাহায্য করবেন, যেখানে সে তার সাহায্যের প্রত্যাশা করবে।[১২৯৮]

(৯০৬) হজরত মুআজ বিন আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন–

مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ - أُرَاهُ قَالَ - بَعَثَ اللهُ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.

অর্থ: যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে মুনাফিক (গীবতকারী) থেকে রক্ষা করবে, (বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:) আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তার শরীরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে একজন ফেরেশতা পাঠাবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে দোষারোপ করতে গিয়ে কোনো অপবাদ দিবে, আল্লাহ তাকে পুলসিরাতে প্রতিরোধ করবেন যতক্ষণ তার সেই অপবাদের ক্ষতিপূরণ আদায় না হবে।[১২৯৯]

১২৯৮. সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৮৪, মু. আহমাদ ৪/৩০।

১২৯৯. সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৮৩, মু. আহমাদ ৩/৪১১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অন্তরে গীবত করা

খারাপ কথার মতো খারাপ ধারণা পোষণও হারাম। সুতরাং যেমনিভাবে অন্য কারো কাছে মানুষের দোষচর্চা করা হারাম, তেমনিভাবে অন্যের ব্যাপারে মনে মনে খারাপ ধারণা করাও হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন–

اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ.

অর্থ: তোমরা অতিরিক্ত ধারণা করা থেকে বিরত থাক।[১৩০০]

(৯০৭) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ.

অর্থ: তোমরা অন্যের প্রতি ধারণা করা থেকে বিরত থাক। কেননা, ধারণা জিনিসটাই বড় মিথ্যা।[১৩০১]

এ সংক্রান্ত অনেক হাদিস রয়েছে। ধারণা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মনে মনে অন্যের প্রতি কুধারণা পোষণ করা। অনিচ্ছাকৃত অস্থায়ী হালকা ধারণা উলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে ক্ষমাযোগ্য। কেননা, এ ক্ষেত্রে তার কোনো এখতিয়ার নেই। এ থেকে বেঁচে থাকার কোনো সুযোগও নেই। নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারা এটাই অভীষ্ট। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের মনের অনিচ্ছাকৃত ধারণার গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। যতক্ষণ না ধারণানুযায়ী কথা বলবে অথবা কাজ করবে।[১৩০২]

উলামায়ে কেরাম বলেন, এখানে স্থিতিশীল নয় এমন খেয়ালই অভীষ্ট। হোক না সে অস্থায়ী খেয়ালটা গীবত বা কুফর কিংবা অন্য কিছু। সুতরাং যার অন্তরে নিছক কুফরের হালকা খেয়াল আসে, এরপর সাথে সাথে মন ঘুরিয়ে ফেলে; সে কাফের নয়। তার কোনো গুনাহও হবে না।

আমরা ইতিপূর্বে কুমন্ত্রণা অধ্যায়ে সহিহ হাদিস বর্ণনা করেছি যে, সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাদের কারো কারো অন্তরে এমন কথাও আসে, যা মুখে আনা মারাত্মক। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

১৩০০. হুজুরাত: ১২।

১৩০১. সহিহ বুখারি: ৫১৪৩, সহিহ মুসলিম: ২৫৬৩।

১৩০২. সহিহ বুখারি: ৫২৬৯, সহিহ মুসলিম ১২৭/২০২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বললেন, এটাই তো সুস্পষ্ট ঈমান। এ ধরনের অর্থবোধক আরো হাদিস অতীত হয়েছে। এটা মাফ হওয়ার কারণ হচ্ছে, এমন অনিচ্ছাকৃত খেয়াল থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব, যা আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি। হ্যাঁ, সে খেয়ালের ওপর অবিচলতা থেকে বিরত থাকা সম্ভব। এ কারণেই অবিচল থাকা ও অন্তরে বদ্ধমূল রাখা হারাম।

অনেক সময় তোমার অন্তরে অনিচ্ছাকৃত গীবত বা অন্য গুনাহের নিছক ধারণা আসে, সেটা দূর করা তোমার জন্য আবশ্যক। এড়িয়ে গিয়ে অথবা এমন ব্যাখ্যা করে যা সে ধারণার বাহ্যিক অর্থ থেকে ফিরিয়ে রাখে।

ইমাম আবু হামেদ গাজালি রহ. ইহয়াউ উলুমিদ্দিনে (৩/১৫০) বলেন– তোমার অন্তরে কোনো খারাপ খেয়াল আসলে সেটা শয়তান থেকে আগত কোনো কুমন্ত্রণা। তাই একে প্রত্যাখ্যান করা উচিত। কেননা, সে সবচেয়ে বড় ফাসেক। আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَنْ تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ.

অর্থ: যদি তোমাদের কাছে কোনো ফাসেক সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা আগে সংবাদটা যাচাই কর, যেন না জেনে কোনো সমপ্রদায়ের উপর আক্রমন করে পরে কৃত কর্মের ওপর লজ্জিত হতে না হয়।[১৩০৩]

অতএব, ইবলিসকে সত্যায়ন করা বৈধ নয়। যদি ওয়াসওয়াসার মধ্যে এমন কোনো আলামত থাকে যা কোনো ফাসাদের দিকে ইঙ্গিত দেয়, আবার তার বিপরীত হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে, তাহলে খারাপ ধারণা করা ঠিক নয়। ধারণা খারাপ হওয়ার একটা আলামত এই যে, ধারণার শিকার ব্যক্তির বাস্তবিক অবস্থা থেকে তোমার অন্তর পরিবর্তন হয়ে যাওয়া (অর্থাৎ বাস্তবতার বিপরীত তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করা)। ফলে তুমি তাকে ঘৃণা করতে লাগলে। তাকে বোঝা মনে করবে। তার মান-সম্মানের খেয়াল রাখবে না, তার খারাপ কাজে আনন্দিত হবে। কেননা, শয়তান অনেক সময় সামান্য ধারণাতেই মানুষের খারাবিটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলে। তাকে বুঝায় যে, তার দোষটা তাড়াতাড়ি বুঝতে পারাই তোমার প্রখর মেধা, সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও দ্রুত সতর্ক হওয়ার আলামত! মুমিন তো আল্লাহ-প্রদত্ত

১৩০৩. হুজুরাত: ৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নুর দিয়ে দেখে! তখন সে শয়তানের ধোঁকায় অনুসন্ধানের সাথে দোষগুলো বলতে থাকে।

যদি তোমার কাছে কোনো সৎ ব্যক্তি সংবাদ নিয়ে আসে, তো সেটাকে সত্য বা মিথ্যা কোনোটাই মনে করবে না। যেন কোনো একটা মনে করে তোমার খারাপ ধারণা না হয়। যখন কোনো মুসলমানের ব্যাপারে তোমার খারাপ কোনো খেয়াল আসে, তখন তার প্রতি বেশি বেশি লক্ষ্য রাখবে এবং তার প্রতি সম্মানপ্রর্দশন বাড়িয়ে দিবে। কেননা, এতে শয়তান রাগান্বিত ও বিতাড়িত হয়। ঐ ব্যক্তির জন্য তোমার দুআয় লিপ্ত হয়ে যাওয়ার ভয়ে আর তার ব্যাপারে তোমাকে ওয়াসওয়াসা দিবে না। অনেক সময় তুমি সন্দেহাতীতভাবে কোনো মুসলমানের পদস্খলন সম্পর্কে জানতে পারবে, তখন তুমি তাকে গোপনে নসিহত করবে। তবে তোমাকে শয়তান যেন তার গীবতের দিকে উদ্বুদ্ধ না করে। যখন তুমি তাকে উপদেশ দিবে, তখন তুমি তার দোষ সম্পর্কে জানার কারণে খুশি থাকবে না। এমনটা করলে সে তোমাকে সম্মানের চোখে দেখলেও তুমি তাকে ছোট করে দেখবে। বরং তুমি তাকে কেবল গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্যই উপদেশ দিবে; নিজের মধ্যে কোনো ত্রুটি প্রকাশ হলে যেমন দুঃখিত হতে, তার ত্রুটিতেও মনে মনে তেমনি দুঃখিত হবে। ঐ ব্যক্তিকে তার দোষের জন্য উপদেশ না দিয়ে ছেড়ে দেয়া উপদেশ দেয়ার চেয়ে অধিক পছন্দনীয় হওয়া উচিত। এ পর্যন্ত ইমাম গাজালি রহ. এর বক্তব্য।

ইমাম নববি রহ. বলেন, আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, যখন কারো অন্তরে অন্যের ব্যাপারে খারাপ খেয়াল আসে, তার জন্য আবশ্যক হল সেটা দূর করে ফেলা। এটা তখনই যখন সে খেয়াল নিয়ে চিন্তা করলে শরয়ি কোনো উপকার হয় না। যদি হয়, তাহলে তার ত্রুটির অনুসন্ধান করা জায়েজ আছে। যেমনটা হয়ে থাকে সাক্ষী, রাবি ও প্রমুখদের ব্যাপারে। যাদের কথা ইতিপূর্বে জায়েজ গীবতের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি।

গীবতের কাফফারা ও তাওবা

কেউ কোনো গুনাহ করে ফেললে তার জন্য আবশ্যক হল তাওবা করা। আল্লাহর হক থেকে তাওবার জন্য তিনটি শর্ত: **এক.** বর্তমান অবস্থায় গুনাহ থেকে বিরত থাকা। **দুই.** পূর্বে কৃত গুনাহের জন্য লজ্জিত হওয়া। **তিন.** ভবিষ্যতে গুনাহের পুনরাবৃত্তি না করার দৃঢ় সঙ্কল্প করা। আর মানুষের হক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

থেকে তাওবার জন্য পূর্বোক্ত তিন শর্তের সাথে আরো একটি শর্ত আছে। সেটা হল, অন্যায়ভাবে ভোগকৃত হক হকদারের কাছে পৌছে দেয়া অথবা তার কাছে মাফ চেয়ে দায় মুক্ত হওয়া। অতএব, গীবতকারীর জন্য উপরিউক্ত চার শর্তসহ তাওবা করা ওয়াজিব। কেননা, গীবত দ্বারা মানুষের হক নষ্ট হয়। যার গীবত করেছে, তার কাছে গীবতের কথা বলে ক্ষমা চাওয়া জরুরি।

এক্ষেত্রে শুধু এটুকু বলাই কি যথেষ্ট হবে যে, 'আমি তোমার গীবত করেছি, আমার দায়মুক্তির ব্যবস্থা বলে দেন' নাকি যে বিষয়ে গীবত করেছে তাও স্পষ্ট করতে হবে? এ ক্ষেত্রে শাফেয়িদের দুটি মত পাওয়া যায়:

এক. স্পষ্টভাবে গীবতের বিবরণ দেয়া আবশ্যক। যদি বর্ণনা করা ছাড়াই তাকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে সহিহ হবে না। যেমনটা হয় না, অজ্ঞাত কিছু সম্পদের দায় থেকে মুক্ত করে দিলে।

দুই. বর্ণনা করা শর্ত নয়। কেননা, এ বিষয়টি সাধারণত ক্ষমাযোগ্য। সুতরাং সেটা জানা শর্ত না। কিন্তু সম্পদের বিষয়টা ভিন্ন। প্রথম মতই অধিক স্পষ্ট। কেননা, মানুষ কোনো গীবত মাফ করে দেয় আবার কোনোটা করে না।

যদি গীবতের শিকার ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে যায় অথবা অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তার থেকে দায়মুক্তি গ্রহণ করা অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে কিছু উলামায়ে কেরাম বলেন, তার জন্য বেশি বেশি দুআ ও ইস্তিগফার করতে থাকবে। তার ভালো গুণাবলী বেশি বেশি আলোচনা করবে।

গীবতের শিকার ব্যক্তির জন্য গীবতকারীকে দায়মুক্ত করে দেয়া মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। কেননা, এটা এক ধরনের অনুগ্রহ ও হক ছেড়ে দেয়া, তাই সেটা তার ইচ্ছাধীন ব্যাপার। কিন্তু দায়মুক্ত করে দেয়া তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা মুস্তাহাব, যেন তার মুসলিম ভাই গীবতের গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং নিজেও বিরাট সওয়াব ও আল্লাহর মুহাব্বতের অধিকারী হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

অর্থ: (মুত্তাকি তারা) যারা রাগ দমনকারী এবং মানুষকে ক্ষমাকারী। আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহকারীদের ভালোবাসেন।[১৩০৪]

১৩০৪. আলে ইমরান: ১৩৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মাফ করার জন্য মন পরিস্কারের পদ্ধতি: মনে মনে ভাববে যে, বিষয়টা তো ঘটেই গেছে, সেটা তো আর দূর করার কোনো পদ্ধতি নেই। তাই মাফ করে দেয়ার সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং মুসলিম ভাইয়ের মুক্তির সুযোগ নষ্ট করা আমার জন্য উচিত হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ.

অর্থ: অবশ্য যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমাপ্রদর্শন করে; নিশ্চয় এটা দৃঢ় সঙ্কল্পেরই কাজ।[১৩০৫] আরো বলেন–

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ.

অর্থ: হে নবি! আপনি ক্ষমাকে আবশ্যক করে নিন।[১৩০৬] এ ধরনের আরো বহু আয়াত আছে।

সহিহ হাদিসে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

وَاللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أخيه.

অর্থ: বান্দা যতক্ষণ তার অপর ভাইয়ের সাহায্য করবে আল্লাহ ততক্ষণ তার সাহায্যে থাকবেন।[১৩০৭] –ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, যাকে খুশি করতে চাওয়া হলেও খুশি হয় না সে তো শয়তান।[১৩০৮] সালাফরা বলেন–

قِيْلَ لِيْ قَدْ أَسَاءَ إِلَيْكَ فُلَانٌ * وَمَقَامُ الْفَتٰى عَلَى الذُّلِّ عَارُ

قُلْتُ: قَدْ جَاءَنَا وَأَحْدَثَ عُذْراً * دِيَةُ الذَّنْبِ عِنْدَنَا الْاِعْتِذَارُ.

অর্থ: আমাকে বলা হল, অমুক তোমার বদনাম করেছে। অপমান-অপদস্থতার সাথে যুবকের বেঁচে থাকা লজ্জার।

আমি বললাম, অমুক আমার কাছে এসে ওজর পেশ করেছিল; আমাদের কাছে ওজর পেশ করাই অপরাধের ক্ষতিপূরণ।

১৩০৫. শুরা: ৪৩।

১৩০৬. আরাফ: ১৯৯।

১৩০৭. সহিহ মুসলিম: ২৬৯৯।

১৩০৮. শুআবুল ঈমান: ৯১৬৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমরা গীবতের গুনাহ থেকে দায়মুক্তির ব্যাপারে যতটুকু উল্লেখ করেছি তাই সঠিক। সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব রহ. থেকে যা বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন– যে আমার ওপর জুলুম করে আমি তাকে ক্ষমা করব না। হজরত ইবনে সিরিন রহ. থেকে বর্ণিত– আমি তো তার ওপর গীবত হারাম করিনি যে, এখন তাকে ক্ষমা করে দেব। আল্লাহ পাকই তার ওপর গীবত হারাম করেছেন। আল্লাহ যা হারাম করেছেন, আমি তা কখনো হালাল (ক্ষমা) করতে পারি না। উপরিউক্ত দুটি বর্ণনাই দুর্বল অথবা ভুল। কেননা, দায়মুক্তি দানকারী হারামকে হালাল করে না। সে তো কেবল তার জন্য প্রমাণিত হকটা ছেড়ে দেয়। ক্ষমা করা ও ব্যক্তির সাথে বিশিষ্ট হকগুলো ছেড়ে দেয়া মুস্তাহাব হওয়ার ওপর কুরআন ও হাদিসে অনেক দলিল বিদ্যমান। অথবা ইবনে সিরিনের কথার ব্যাখ্যা এটা করব যে, তিনি বলতে চেয়েছেন– আমি কখনো আমার গীবত করাকে বৈধ বলব না। এটা তো সহিহ কথা। কেননা কেউ যদি বলে, আমি আমার গীবত করা বৈধ করে দিলাম, তাতে সেটা বৈধ হয়ে যাবে না। বরং সকলের ওপর তার গীবত করা তেমনি অবৈধ যেমনি অন্যের গীবত করা অবৈধ।

"তোমরা কি আবু দামদামের মতো হতে অক্ষম? সে ঘর থেকে বের হতে বলত, আমি আমার ইজ্জত মানুষের জন্য সাদকা করে দিলাম"– এই হাদিসের ব্যাখ্যা হল, যে আমার ওপর জুলুম করেছে; দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও তার কাছে ক্ষতিপূরণ চাইব না। এ কথা দ্বারা দায়মুক্তির পূর্বে যেসব জুলুম ছিল, সেগুলো মাফ হয়ে যাওয়া বুঝায়। যে জুলুম দায়মুক্তির পরে হয় তার জন্য নতুনভাবে দায়মুক্ত করা আবশ্যক। আল্লাহই মূল তাওফিকদাতা।

চুগলি করা হারাম

এটা হারাম হওয়ার কথা, দলিল এবং সংশ্লিষ্ট ধমকিগুলো আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এর বাস্তবতাও ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, তবে সেটা ছিল সংক্ষিপ্তাকারে। এখানে বিশদ ব্যাখ্যা বর্ণনা করব।

ইমাম আবু হামেদ গাজালি রহ. বলেন, চুগলি সাধারণত বলা হয় ঐ ক্ষেত্রে, যেখানে কারো কথা অন্যের কাছে পৌছানো হয়। যেমন, কেউ বলল, অমুক তোমার ব্যাপারে এই এই বলেছে। তবে চুগলি শব্দটি শুধু এই অবস্থার সাথেই ব্যবহার হয় না। বরং এর সংজ্ঞা হচ্ছে, যে কোনো অপছন্দনীয় জিনিস প্রকাশ করা। চাই যার ব্যাপারে চুগলি করা হচ্ছে সে অপছন্দ করুক কিংবা যার কাছে চুগলি করা হচ্ছে সে করুক অথবা তৃতীয়জন করুক।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হোক সেই চুগলি মুখে বলে কিংবা লিখে অথবা কোনো ইশারা-ইঙ্গিতে অথবা অন্য কোনোভাবে। হোক সেই চুগলির বিষয় কোনো কথা বা কাজ। কিংবা কোনো দোষ বা অন্যকিছু। অতএব, চুগলির মর্মকথা দাঁড়াল– অপছন্দনীয় কোনো গোপন বিষয় প্রকাশ করা এবং কারো সম্মান নষ্ট করা।

মানুষের জন্য উচিত হল, অন্যের বিভিন্ন অবস্থা দেখে চুপ থাকা। তবে যেটা বলাতে মুসলমানের উপকার আছে কিংবা কোনো গুনাহের প্রতিরোধ আছে, সেখানে চুপ থাকবে না। কেউ নিজের সম্পদ নিজেই গোপন করছে দেখে সেটাও উল্লেখ করা চুগলি।

ইমাম গাজালি রহ. বলেন, যখন কারো কাছে চুগলি করা হয় এবং বলা হয় যে, অমুক তোমার ব্যাপারে এই এই বলেছে, তখন তার জন্য ছয়টি করণীয়:

১. চোগলখোরকে সত্যায়ন করবে না। কেননা, চোগলখোর ফাসিক। তার সংবাদ প্রত্যাখ্যাত।
২. তাকে এ থেকে নিষেধ করবে। তাকে উপদেশ দিবে এবং তার এ কাজকে ঘৃণা করবে।
৩. আল্লাহর জন্য তাকে ঘৃণা করবে। কেননা, সে আল্লাহর দরবারে ঘৃণ্য। আল্লাহর জন্য ঘৃণা করাও ওয়াজিব।
৪. যার ব্যাপারে চুগলি করা হয়েছে, তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা না করা। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন– তোমরা অতিরিক্ত ধারণা করা থেকে বিরত থাক।[১৩০৯]
৫. বর্ণিত চুগলি আপনাকে যেন গুপ্তরচরবৃত্তি ও অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ না করে। আল্লাহ তাআলা বলেন– তোমরা গুপ্তরচরবৃত্তি কর না।[১৩১০]
৬. চোগলখোরকে যে চোগলখোরি থেকে নিষেধ করেছেন, সেটা যেন নিজে করতে শুরু না করেন।

কথিত আছে, এক ব্যক্তি হজরত উমর বিন আবদুল আজিজের কাছে অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু একটা বলল। তিনি বললেন, তুমি চাইলে তোমার বলা কথা আমরা যাচাই করে দেখব। অতঃপর যদি তুমি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হও, তাহলে তুমি এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত–

إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟.

১৩০৯. হুজুরাত: ১২।
১৩১০ হুজুরাত: ১২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: যদি তোমাদের কাছে কোনো পাপাচারী সংবাদ নিয়ে আসে, তোমরা আগে যাচাই করে নিবে।[১৩১১] আর যদি তুমি সত্যবাদী প্রমাণিত হও, তবে তুমি এই আয়াতের উদ্দীষ্ট–

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيمٍ.

অর্থ: সে পশ্চাতে নিন্দাকারী, একের কথা অপরের কাছে বলে বেড়ায়।[১৩১২] তবে তুমি চাইলে আমরা তোমাকে মাফ করে দেব। সে বলল, আমিরুল মুমিনিন! আমি ক্ষমা চাই। কখনো আর চুগলি করব না।

সাহিব বিন আব্বাদের কাছে জনৈক ব্যক্তি একটি কাগজের চিরকুট দিল, তাতে তাকে এতিমের সম্পদ নিয়ে নিতে উদ্বুদ্ধ করল। ঐ সম্পদ ছিল অনেক। তিনি অপর পৃষ্ঠায় লিখলেন, চোগলখুরী খারাপ জিনিস যদিও তা সহিহ হয়। আর মৃত ব্যক্তির ওপর আল্লাহর রহম করুক। এতিমকে আল্লাহ সাহায্য করুক। তার সম্পদ আরো বাড়িয়ে দিক। তার সম্পদ আত্মসাতের চেষ্টাকারী ব্যক্তিকে বিতাড়িত করুক।[১৩১৩]

প্রশাসনের কাছে প্রয়োজন ছাড়া কোনো বিষয় তুলে ধরা নিষেধ। কারণ এতে বিভিন্ন সমস্যার সম্ভাবনা আছে

(৯০৮) হজরত ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا يُبَلِّغْنِيْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِيْ عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا؛ فَإِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ.

অর্থ: আমার কোনো সাহাবি যেন কারো বিষয়ে আমার কাছে কিছু না পৌছায়। কারণ, আমি তোমাদের কাছে মুক্ত অন্তরে উপস্থিত হতে চাই।[১৩১৪]

১৩১১. হুজুরাত: ৬।

১৩১২. কলম: ১১।

১৩১৩. ইহয়াউ উলুমিদ্দিন ৩/১৫৬।

১৩১৪. সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৬০, সুনানে তিরমিজি: ৩৮৯৬, মু আহমাদ ১/৩৯৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কারো প্রমাণিত বংশ নিয়ে কটাক্ষ করা নিষেধ

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۚ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا.

অর্থ: যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড় না। নিশ্চয়ই কান, চোখ এবং অন্তর সবগুলো (নিজ কৃতকর্ম সম্পর্কে) জিজ্ঞাসিত হবে।[১৩১৫]

(৯০৯) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.

অর্থ: মানুষের মাঝে দুটি অসৎ গুণ রয়েছে, যা কুফর বলে গণ্য। এক. বংশ নিয়ে কটাক্ষ করা। দুই. মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চস্বরে বিলাপ করা।[১৩১৬]

অহঙ্কার করা নিষেধ

আল্লাহ পাক বলেন–

فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۚ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى.

অর্থ: তোমরা আত্মপ্রশংসা কর না। পরহেজগার কে তিনিই ভালো জানেন।[১৩১৭]

(৯১০) হজরত ইয়াজ বিন হিমার রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ اللهَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا، حَتَّىٰ لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ.

১৩১৫. ইসরা: ৩৬

১৩১৬. সহিহ মুসলিম: ৬৭, সুনানে তিরমিজি: ১০০১, মু. আহমাদ ২/৩৭৭।

১৩১৭. নাজম: ৩২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমার নিকট এ মর্মে ওহি পাঠিয়েছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও। একজন অপরজনের উপর চড়াও হয়ো না। একজন আরেকজনের ওপর গর্ব কর না।[১৩১৮]

কোনো মুসলিমের কষ্টে আনন্দিত হওয়া নিষেধ

(৯১১) হজরত ওয়াসিলা বিন আসকা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيْكَ، فَيَرْحَمَهُ اللهُ وَيَبْتَلِيَكَ.

অর্থ: তুমি তোমার ভাইয়ের কষ্টে খুশি হয়ো না। হতে পারে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহম করবেন এবং তোমাকে ঐ কষ্টে নিপতিত করবেন। –তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[১৩১৯]

মুসলমানদের তুচ্ছ করা ও তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হারাম

আল্লাহ তাআলা বলেন–

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

অর্থ: মুমিনদের মধ্য থেকে যারা স্বতস্ফূর্ত সদকা করে এবং যারা নিজেদের শ্রম ছাড়া কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রুপ করে; আল্লাহ তাদের নিয়ে পরিহাস করেন। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।[১৩২০] আরো বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ.

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! কোনো পুরুষ যেন অন্য কোনো পুরুষকে নিয়ে উপহাস না করে। হতে পারে যার উপহাস করা হচ্ছে, সে উপহাসকারী হতে

১৩১৮. সহিহ মুসলিম: ২৮৬৫, সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৯৫, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪১৭৯।
১৩১৯. সুনানে তিরমিজি: ২৫০৮।
১৩২০. তাওবা: ৭৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উত্তম। কোনো মহিলা যেন অন্য মহিলাকে নিয়ে উপহাস না করে, হতে পারে যে মহিলার উপহাস করা হচ্ছে, সে উপহাসকারীণীর চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অপরকে দোষারোপ কর না, পরস্পরের নাম বিকৃতি কর না।[১৩২১] আরো বলেন–

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ.

অর্থ: প্রত্যেক পরনিন্দাকারী ও দোষচর্চাকারীর জন্য বড়ই দুর্ভোগ![১৩২২] এ অধ্যায়ে বর্ণিত সহিহ হাদিসের সংখ্যা অগণিত। এটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে উম্মাহর ঐক্যমতও রয়েছে। আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞাত।

(৯৭২) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا تَحَاسَدُوْا، وَلَا تَنَاجَشُوْا، وَلَا تَبَاغَضُوْا، وَلَا تَدَابَرُوْا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ؛ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ ، وَلَا يَحْقِرُهُ، اَلتَّقْوٰى هَاهُنَا - وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ ؛ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ.

অর্থ: তোমরা পরস্পরে হিংসা কর না। পরস্পর ধোঁকাবাজি কর না। পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ কর না। একে অপরের পিছনে (ক্ষতি করার জন্য) লেগে থাক না। তোমরা একে অপরের উপর চড়াও হয়ো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসাবে একে অপরের ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ থাক। মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে তার ওপর অত্যাচার করতে পারে না, তাকে তুচ্ছ করতে পারে না। তাকওয়া তথা খোদাভীতির স্থান এখানে, এই বলে তিনবার বুকের দিকে ইশারা করলেন। কোনো ব্যক্তি খারাপ হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ করল। প্রত্যেক মুসলমানের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু অপর মুসলমানের জন্য হারাম।[১৩২৩]

১৩২১. হুজুরাত: ১১।
১৩২২.হুমাজাহ: ১।
১৩২৩. সহিহ মুসলিম: ২৫৬৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইমাম নববি রহ. বলেন, চিন্তাশীলদের জন্য এই হাদিস অনেক উপকারী।

(৯১৩) ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهٗ حَسَنًا وَنَعْلُهٗ حَسَنَةً. قَالَ: إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ.

অর্থ: যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি বলল, মানুষ তো চায় তার কাপড়টা, তার জুতাটা সুন্দর হোক (এটাও কি অহঙ্কার হবে?) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (এটা অহঙ্কার না। কারণ) আল্লাহ পাক নিজেই সুন্দর, সুন্দরকে ভালোবাসেন। প্রকৃতপক্ষে অহঙ্কার হচ্ছে, দম্ভভরে হক অস্বীকার করা এবং মানুষকে হেয়জ্ঞান করা।[১৩২৪]

মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান অত্যন্ত হারাম কাজ

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ.

অর্থ: তোমরা মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান থেকে বিরত থাক।[১৩২৫] আরো বলেন–

وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا.

অর্থ: যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার পিছনে তুমি পড় না। নিশ্চয় কান, চোখ এবং অন্তর সবগুলো (নিজ কৃতকর্ম সম্পর্কে) জিজ্ঞাসিত হবে।[১৩২৬]

(৯১৪) হজরত আবু বাকরা নুফাই বিন হারিস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার এ কথাটি বলেছেন–

১৩২৪. সহিহ মুসলিম: ৯১।
১৩২৫. হজ্জ : ৩০।
১৩২৬. ইসরা: ৩৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، قَالُوْا: بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ، . قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ .وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ. قَالَ :فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.

অর্থ: আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্বন্ধে অবহিত করব না? আমরা বললাম, অবশ্যই ইয়া রাসুলুল্লাহ! বললেন, আল্লাহর সাথে শরিক করা এবং মা-বাবার অবাধ্যতা করা। তিনি হেলান দিয়ে বসে ছিলেন, উঠে বললেন, সাবধান! মিথ্যা কথা ও মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান থেকে বেঁচে থাকবে। এ কথা এতবার বলছিলেন যে, এক পর্যায়ে আমরা মনে মনে বলেছিলাম, তিনি চুপ করেন না কেন?[১৩২৭]

ইমাম নববি রহ. বলেন, এ অধ্যায়ে অনেক হাদিস আছে, যা উল্লেখ করেছি তাই যথেষ্ট। এ ব্যাপারে উম্মাহর ঐক্য সংঘটিত হয়েছে।

দান বা অনুগ্রহ করে খোটা দেয়া নিষেধ

আল্লাহ তাআলা বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ.

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাতকে বরবাদ কর না।[১৩২৮] –মুফাসসিরিনে কেরাম বলেন, অর্থাৎ এর সওয়াব বিনষ্ট কর না।

(৯১৫) হজরত আবু জর রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ :فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارًا. قَالَ أَبُو ذَرٍّ:

১৩২৭. সহিহ বুখারি: ২৬৫৪, সহিহ মুসলিম: ৮৭।
১৩২৮. বাকারা: ২৬৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

خَابُوْا وَخَسِرُوْا، مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، ؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

অর্থ: আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাকে পবিত্রও করবেন না। বরং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা তিনবার বলেছেন। আবু জর রাদি. বললেন, তাহলে তো তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ; কিন্তু তারা কারা ইয়া রাসুলুল্লাহ! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে লোক পায়ের গোছার নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরিধান করে। যে ব্যক্তি দান করে খোটা দেয়। যে মিথ্যা শপথ দ্বারা পণ্য বিক্রয় করে।[১৩২৯]

অভিসম্পাত করা নিষেধ

(৯১৬) হজরত সাবেত বিন দাহহাক রাদি. (তিনি বায়আতে রিদওয়ানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ.

অর্থ: মুমিনকে অভিসম্পাত করা তাকে হত্যার সমতুল্য।[১৩৩০]

(৯১৭) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا يَنْبَغِيْ لِصِدِّيْقٍ أَنْ يَكُوْنَ لَعَّانًا.

অর্থ: সিদ্দিকের পক্ষে কাউকে লানত করা উচিত না।[১৩৩১]

(৯১৮) হজরত আবু দারদা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا يَكُوْنُ اللَّعَّانُوْنَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১৩২৯. সহিহ মুসলিম: ১০৬, সুনানে নাসাঈ ৫/৮৬, মু. আহমাদ ২/৪৮০।

১৩৩০. সহিহ বুখারি: ৬১০৫, সহিহ মুসলিম: ১১০, সুনানে আবু দাউদ: ৩২৫৭, সুনানে তিরমিজি: ২৬৩৮, সুনানে নাসাঈ ৭/৫।

১৩৩১. সহিহ মুসলিম: ২৫৯৭, সুনানে আবু দাউদ: ৪৯০৭, মু. আহমাদ ৬/৪৪৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: অভিসম্পাতকারীরা কেয়ামতের দিন কোনো সুপারিশকারী বা সাক্ষী হবে না।[১৩৩২]

(৯১৯) হজরত সামুরা বিন জুনদুব রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا تَلَاعَنُوْا بِلَعْنَةِ اللهِ، ، وَلَا بِغَضَبِهِ، وَلَا بِالنَّارِ.

অর্থ: তোমরা একে অপরের জন্য আল্লাহর লানত, ক্রোধ এবং জাহান্নামের বদদুআ কর না। –তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।[১৩৩৩]

(৯২০) হজরত ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيْءِ.

অর্থ: মুমিন কখনো দোষারোপকারী ও নিন্দাকারী হতে পারে না। অভিসম্পাতকারী হতে পারে না। অশ্লীল কাজ করতে পারে না। কটুভাষীও হতে পারে না। –তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[১৩৩৪]

(৯২১) হজরত আবু দারদা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُوْنَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِيْ لُعِنَ، فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا.

অর্থ: বান্দা যখন কোনো বস্তুকে অভিশাপ দেয়, তখন ঐ অভিশাপ আকাশের দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর সেই অভিশাপের আকাশে ওঠার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়। এরপর ঐ অভিশাপ দুনিয়ার দিকে অগ্রসর হয়, তখন ঐ অভিশাপের দুনিয়াতে ফেরার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়। এরপর সেটা ডানে-

---

১৩৩২. সহিহ মুসলিম: ২৫৯৮, সুনানে আবু দাউদ: ৪৯০৭, মু. আহমাদ ৬/৪৪৮।

১৩৩৩. সুনানে আবু দাউদ: ৪৯০৬, সুনানে তিরমিজি: ১৯৭৭, মু. আহমাদ ৫/১৫।

১৩৩৪. সুনানে তিরমিজি: ১৯৭৮, মু. আহমাদ ১/৪০৫, ইবনে হিব্বান: ৪৮, আদাব: ৩১২, মু. হাকেম ১/১২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বামে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। অবশেষে অন্য কোনো পথ না পেয়ে যাকে অভিশাপ দেয়া হয়েছে তার দিকেই ফিরে আসে। যদি সে তার যোগ্য হয় তো তার উপর পতিত হয়, অন্যথায় অভিশাপকারীর দিকেই ফিরে আসে।[১৩৩৫]

(৯২২) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি এমন কোনো বস্তুকে অভিসম্পাত করল যা এর যোগ্য নয়, ঐ অভিশাপ তার দিকেই ফিরে আসে।[১৩৩৬]

(৯২৩) হজরত ইমরান বিন হুসাইন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَىٰ نَاقَةٍ، فَضَجِرَتْ، فَلَعَنَتْهَا، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ. قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَرَاهَا الْآنَ تَمْشِيْ فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ.

অর্থ: একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন, সে সময় এক আনসারি মহিলা উষ্ট্রীর পিঠে আরোহী ছিলেন। তিনি তার আচরণে বিরক্ত হয়ে তাকে অভিসম্পাত করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা শুনে বললেন, এর উপর যা আছে তা নিয়ে নাও এবং একে ছেড়ে দাও। কারণ, এটা তো অভিশপ্ত হয়ে গেছে। ইমরান বলেন, আমি যেন সেই উষ্ট্রীকে এখনো দেখতে পাচ্ছি যে, মানুষের মাঝে ঘুরছে, কিন্তু কেউ তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করছে না।[১৩৩৭]

ফায়দা: হজরত ইমরানের বাবা হুসাইনের ইসলাম গ্রহণ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। সহিহ মত হল, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু

১৩৩৫. সুনানে আবু দাউদ: ৪৯০৫, মু. আহমাদ ১/৪৪৮।

১৩৩৬. সুনানে আবু দাউদ: ৪৯০৮, সুনানে তিরমিজি: ১৯৭৯, ইবনে হিব্বান: ১৯৮৮।

১৩৩৭. সহিহ মুসলিম: ২৫৯৫, আবু দাউদ: ২৫৬১, মু. আহমাদ ৪/৪২৯, সুনানে দারিমি: ২৬৮০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যও পেয়েছেন। তাই আমি রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছি।

(৯২৪) হজরত আবু বারজা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

بَيْنَمَا جَارِيَةٌ عَلَىٰ نَاقَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ إِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَضَايَقَ بِهِمُ الْجَبَلُ، فَقَالَتْ: حَلِ ، اَللّٰهُمَّ الْعَنْهَا. قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: لَا تُصَاحِبْنَا رَاحِلَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ مِنَ اللهِ، .

অর্থ: একবার এক মেয়ে উষ্ট্রীর উপর আরোহী ছিল। উষ্ট্রীর উপর তার সমপ্রদায়ের কিছু মাল-সামানাও ছিল। হঠাৎ সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেল, আর পাহাড়ের কারণে রাস্তা সঙ্কীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তখন সে আরবিতে উট তাড়ানোর একটা শব্দ উচ্চারণ করল, পরে বলল, হে আল্লাহ! আপনি এর উপর লানত করুন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা শুনে বললেন, আমাদের সাথে এমন উষ্ট্রী যেন না থাকে, যার উপর অভিশাপ রয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমাদের সাথে এমন বাহন থাকবে না যার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিশাপ রয়েছে।

অনির্দিষ্ট ও অপ্রসিদ্ধ পাপীষ্ঠকে লানত করা বৈধ

একাধিক সহিহ প্রসিদ্ধ হাদিসে প্রমাণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

অর্থ: আল্লাহ ঐ সব নারীদের উপর লানত করুক, যারা নিজেরা পরচুলা লাগায় এবং অন্যকে লাগিয়ে দেয়...।[১৩৩৮] আরো বলেছেন–

لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا.

অর্থ: আল্লাহ পাক সুদখোরের ওপর লানত করুক...।[১৩৩৯] আরো বলেছেন–

لَعَنَ اللهُ الْمُصَوِّرِيْنَ.

১৩৩৮. সহিহ বুখারি: ৫৯৩৭, সহিহ মুসলিম: ২১২৪।

১৩৩৯. সহিহ মুসলিম: ১৫৯৭, সুনানে আবু দাউদ: ৩৩৩৩, সুনানে ইবনে মাজাহ: ২২৭৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আল্লাহ চিত্রাঙ্কনকারীদের (রহমত থেকে) বিতাড়িত করুক।[১৩৪০] আরো বলেন–

لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنارَ الْأَرْضِ.

অর্থ: আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিক, যে অন্যায়ভাবে জমির (সীমানার) চিহ্ন পরিবর্তন করে।[১৩৪১] আরো বলেছেন–

لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ.

অর্থ: আল্লাহ এমন চোরের উপর লানত করুক, যে ডিম চুরি করে।[১৩৪২] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি নিজের মা-বাবার ওপর অভিসম্পাত করে, আল্লাহ তার প্রতি অভিসম্পাত করুক। যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ করে, তার ওপর আল্লাহ লানত করুক।[১৩৪৩] আরো বলেছেন–

مَنْ أَحْدَثَ فِينا حَدَثاً، أَوْ آوَى مُحْدِثاً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

অর্থ: যে ব্যক্তি মদিনায় কোনো বিদআত সৃষ্টি করবে অথবা কোনো বিদআতিকে আশ্রয় দিবে, তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সমগ্র মানবজাতির অভিশাপ।[১৩৪৪] তিনি আরো বলেন–

اَللّٰهُمَّ الْعَنْ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি রিয়িল, জাকওয়ান ও উসাইয়াহ গোত্রগুলোর ওপর লানত করুন। তারা আল্লাহ ও রাসুলের অবাধ্যতা করেছে।[১৩৪৫] এরা হল আরবের তিনটি গোত্র। আরো বলেন–

১৩৪০. সহিহ বুখারি: ৫৩৪৭।
১৩৪১. সহিহ মুসলিম: ১৭৭৮।
১৩৪২. সহিহ বুখারি: ৬৬৮৩, সহিহ মুসলিম: ১৬৮৭।
১৩৪৩. সহিহ মুসলিম: ১৯৭৮, সহিহ ইবনে হিব্বান: ৬৬০৪।
১৩৪৪. সহিহ বুখারি: ১৭৮০, সহিহ মুসলিম: ১৩৬৬।
১৩৪৫. সহিহ মুসলিম: ৬৭৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا.

অর্থ: আল্লাহ তাআলা ইহুদিদের ওপর লানত করুক: তাদের ওপর চর্বি হারাম করা হয়েছিল, কিন্তু তারা সেটা বিক্রি করা শুরু করেছিল।[১৩৪৬] তিনি আরো বলেছেন–

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

অর্থ: আল্লাহ পাক ইহুদি-খ্রীস্টানের ওপর অভিসম্পাত করুক। কারণ, তারা নিজেদের নবিদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।[১৩৪৭] তিনি আরো বলেছেন–

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

অর্থ: পুরুষদের মধ্য থেকে মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণকারী ও মহিলাদের মধ্য থেকে পুরুষদের সাদৃশ্য গ্রহণকারিণীদের ওপর লানত। এ সমস্ত হাদিসের কিছু তো সহিহ বুখারি ও মুসলিমের উভয়টাতে আছে, কিছু যে কোনো একটিতে। সংক্ষিপ্ততার স্বার্থে সবগুলো সনদসহ উল্লেখ না করে শুধু ইঙ্গিত দিলাম।

(৯২৫) হজরত জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ الَّذِيْ وَسَمَهُ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন এক গাধাকে তার চেহারায় দাগ দেয়া হয়েছে। বললেন, আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির ওপর লানত করুক যে এর চেহারায় দাগ দিয়েছে।[১৩৪৮]

(৯২৬) সহিহ বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত আছে–

১৩৪৬. সহিহ বুখারি: ৩৪৬০, সহিহ মুসলিম: ১৫৮২।

১৩৪৭. সহিহ বুখারি: ১৩৩০, সহিহ মুসলিম: ৫২৯।

১৩৪৮. সহিহ মুসলিম: ২১১৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرَّ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوْا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُوْنَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا؛ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا.

অর্থ: হজরত ইবনে উমর রাদি. কিছু কুরাইশি যুবকদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যারা একটি পাখিকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তীরন্দাজি করছিল। তিনি বললেন, যে এ কাজ করে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঐ ব্যক্তির ওপর আল্লাহ তাআলার অভিশাপ, যে কোনো প্রাণীকে তীরন্দাজির লক্ষ্যবস্তু বানায়।[১৩৪৯]

বৈধ-অবৈধ অভিশাপ

গুনাহ থেকে পবিত্র মুসলিমকে অভিশাপ দেয়া মুসলিমদের ঐক্যমতে হারাম। খারাপ গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিদের লানত করা বৈধ আছে। যেমন এভাবে বলা– আল্লাহ পাক অত্যাচারীদের ওপর লানত বর্ষণ করুক, কাফেরদের ওপর আল্লাহর লানত বর্ষণ হোক, ইহুদি-খ্রীস্টানের ওপর আল্লাহর লানত, ফাসেকদের ওপর আল্লাহ লানত বর্ষণ করুক। ছবি অঙ্কনকারীদের ওপর আল্লাহর লানত বর্ষণ হোক। এ ধরনের অন্যান্য শব্দ বলা, যা পূর্বের পরিচ্ছেদে অতীত হয়েছে।

কোনো গুনাহে লিপ্ত নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে লানত করাও হাদিসের বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী হারাম নয়। যেমন এভাবে বলা– ইহুদি, খ্রীস্টান অথবা ঐ অত্যাচারী, ব্যভিচারী, ছবি অঙ্কনকারী, চোর কিংবা সুদখোরের ওপর আল্লাহ লানত বর্ষণ করুক। কিন্তু ইমাম গাজালি রহ. এও হারাম হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তবে যাদের ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত জানি যে, তারা কুফরের ওপর মারা গেছে। যেমন– আবু লাহাব, আবু জাহেল, ফেরাউন, হামান। এ জাতীয় লোকদের ওপর অভিশাপ দেয়া যাবে। ইমাম গাজালি নির্দিষ্ট গুনাহগারকে লানত করাকে বৈধ বলেন না এ জন্য যে, লানত হল আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়ন করা।[১৩৫০] অথচ এই কাফের বা ফাসেকের শেষ পরিণতি কী হবে তা আমরা জানি না। আরো বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু

১৩৪৯. সহিহ বুখারি: ৫৫১৫, সহিহ মুসলিম: ১৯৫৮, মুসনাদে আহমাদ ২/৮২।

১৩৫০. অভিসম্পাতের সম্বন্ধ মানুষের দিকে হলে বদদুআ অভিষ্ট। আল্লাহর দিকে হলে রহমত (জান্নাত) থেকে বিতাড়ন করা অভিষ্ট। –উ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের নির্দিষ্ট নাম নিয়ে লানত করেছেন, সেটা জায়েজ ছিল। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মৃত্যু কুফরের ওপর হবে বলে জানতেন। তিনি আরো বলেন, মানুষের প্রতি বদদুআ করা এমনকি জালেমের জন্যও বদদুআ করা লানতের কাছাকাছি। যেমন– কোনো ব্যক্তি দুআ করল, আল্লাহ তার শরীর সুস্থ না করুক, তাকে নিরাপত্তা না দিক। অথবা এ জাতীয় কিছু। এ সবই নিন্দনীয়। এমনিভাবে সকল প্রাণী ও জড় পদার্থকে লানত করাও নিন্দনীয়।[১৩৫১]

অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করলে প্রতিকার কীভাবে

জনৈক আলেম থেকে আবু জাফর বর্ণনা করেন– যখন কেউ এমন কোনো বস্তুকে লানত করে ফেলে যে এর উপযুক্ত নয়, সে যেন তাড়াতাড়ি এ কথা বলে, তবে সে যদি উপযুক্ত না হয় (তাহলে তার ওপর লানত নয়)

সৎকাজের আদেশ প্রদান ও অসৎকাজে নিষেধ করার সময় যা বলা যাবে

সৎকাজের আদেশকারী ও অসৎকাজ থেকে নিষেধকারী এবং প্রত্যেক শিষ্টাচার শিক্ষাদানকারীর জন্য জায়েজ আছে যে, সে আদেশ-নিষেধ করতে গিয়ে তার সম্বোধিত ব্যক্তিকে বলতে পারবে– তোমার ধ্বংস হোক বা হে দুর্বল অবস্থার অধিকারী অথবা হে বেপরোয়া! কিংবা হে নিজের ওপর জুলুমকারী ইত্যাদি। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তার কথাটা মিথ্যা না হয় এবং তাতে স্পষ্ট বা ইশারা ইঙ্গিতে কোনো অপবাদের শব্দ না থাকে, যদিও সেক্ষেত্রে সত্যবাদীই হয়। পূর্বোক্ত বিষয়গুলো জায়েজ হয়েছে কেবল আদব শিক্ষাদান বা ধমকিপ্রদানের উদ্দেশ্যে, যাতে কথাটা অন্তরে বদ্ধমূল হয়।

(৯২৭) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوْقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ: ارْكَبْهَا. فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ :ارْكَبْهَا. قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ.

অর্থ: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক ব্যক্তিকে দেখলেন সে কুরবানির উট হাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

১৩৫১. ইহয়াউ উলুমিদ্দিন ৩/১২৩-১২৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বললেন, এতে আরোহন কর। সে বলল, এটা তো কুরবানির উট। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, তুমি আরোহন কর। সে আবারো বলল, এটা তো কুরবানির উট। তৃতীয়বার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধমকি দিয়ে বললেন, তোমার ধ্বংস হোক, তুমি এতে আরোহন কর।[১৩৫২]

(৯২৮) হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত–

بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا، أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ - وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ - فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، اعْدِلْ. فَقَالَ: وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟

অর্থ: আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। তিনি কিছু গনীমতের মাল বণ্টন করছিলেন। বনি তামিমের জুল খুওয়াইসিরা নামক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি ইনসাফ করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বললেন, তোমার জন্য দুর্ভোগ! আমি যদি ইনসাফ না করি তো করবে কে?[১৩৫৩]

(৯২৯) হজরত আদি বিন হাতিম রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِئْسَ الْخَطِيْبُ أَنْتَ، قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ

অর্থ: এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে খুতবা দিতে গিয়ে বলল–

مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى.

১৩৫২. সহিহ বুখারি: ৬১৫৯, সহিহ মুসলিম: ১৩২৩, সুনানে তিরমিজি: ৯১১, সুনানে নাসাঈ ৫/১৭৬, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩১০৪।

১৩৫৩. সহিহ বুখারি: ৩৬১০, সহিহ মুসলিম: ১০৬৪/১৪৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: যে আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করল সে হেদায়াত লাভ করল। আর যে তাদের অবাধ্যতা করল সে পথভ্রষ্ট হল। –রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কত খারাপ বক্তা! তুমি বল–

وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

অর্থ: যে আল্লাহ ও তার রাসুলের অবাধ্যতা করল.... ।[১৩৫৪]

(৯৩০) হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبٍ جَاءَ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُوْ حَاطِبًا، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَبْتَ لَا يَدْخُلُهَا ؛ فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا، وَالْحُدَيْبِيَةَ.

অর্থ: হজরত হাতিব রাদি. এর একটি গোলাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে হাতিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! নিশ্চয়ই হাতিব জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এ কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, কেননা সে বদর ও হুদায়বিয়ায় শরিক ছিল।[১৩৫৫]

(৯৩১) হজরত আবু বকর রাদি. নিজ ছেলে আবদুর রহমানকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন– يَا غُنْثَرُ (আরে বোকা!) যখন দেখলেন ছেলে মেহমানদের রাতের খাবার খাওয়ায়নি। ইতিপূর্বে কিতাবুল আসমাতে হাদিসটি গত হয়েছে।[১৩৫৬]

(৯৩২) হজরত জাবের রাদি. একবার এক কাপড়ে নামাজ পড়লেন, অথচ তার কাছে আরো কাপড় ছিল। কেউ বলল, আপনি এমন করলেন কেন? উত্তরে বললেন–

فَعَلْتُهُ لِيَرَانِي الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: لِيَرَانِيْ أَحْمَقُ مِثْلَكَ.

অর্থ: যেন তোমাদের মতো জাহেলরা আমাকে দেখতে পায়। অন্য বর্ণনায় আছে, যেন তোমার মতো বোকা আমাকে দেখে।[১৩৫৭]

১৩৫৪. সহিহ মুসলিম: ৮৭০।
১৩৫৫. সহিহ মুসলিম: ২১৯৫, সুনানে তিরমিজি: ৩৮৬৩।
১৩৫৬. সহিহ বুখারি: ৬০২, সহিহ মুসলিম: ২০৫৭।
১৩৫৭. সহিহ বুখারি: ৩৭০, সহিহ মুসলিম: ৭৬৬, মু. আহমাদ ৩/৩২৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দরিদ্র, দুর্বল, এতিম, ভিক্ষুক প্রমুখ অসহায়দের তিরস্কার করা নিষেধ; বরং তাদের সাথে নরম কথা বলা এবং নম্র আচরণ করা আবশ্যক

আল্লাহ তাআলা বলেন–

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۟ وَ اَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ.

অর্থ: সুতরাং আপনি এতিমকে তিরষ্কার করবেন না এবং ভিক্ষুককে তাড়িয়ে দিবেন না।[১৩৫৮] আরো বলেন–

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ؕ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থ: যারা স্বীয় রবের সন্তুষ্টি কামনায় তাকে সকাল-সন্ধ্যা ডাকে, তাদেরকে বিতাড়িত করে দিও না। তাদের কোনো কর্মের হিসাব আপনার দিতে হবে না। আপনার কোনো কর্মের হিসাব তাদের দিতে হবে না, যার কারণে আপনি তাদের বিতাড়িত করবেন। যদি করেন তো আপনি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।[১৩৫৯] আরো বলেন–

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَ لَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ.

অর্থ: আপনি নিজেকে ঐ সব লোকদের সাথে আটকে রাখবেন, যারা সকাল-বিকাল নিজ রবের সন্তুষ্টির জন্য তাকে ডাকতে থাকে। আপনি তাদের থেকে দৃষ্টি সরাবেন না।[৩] আরো বলেন–

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ: আপনি মুমিনদের জন্য নিজেকে নিবেদিত রাখুন।[১৩৬০]

১৩৫৮. সুরা দোহা: ৯-১০।
১৩৫৯. সুরা আনআম: ৫২।
১৩৬০. সুরা হিজর: ৮৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৯৩৩) হজরত আয়েজ বিন আমর রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى عَلَىٰ سَلْمَانَ، وَصُهَيْبٍ، وَبِلَالٍ فِيْ نَفَرٍ، فَقَالُوْا: وَاللهِ، مَا أَخَذَتْ سُيُوْفُ اللهِ، مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللهِ، مَأْخَذَهَا. قَالَ: فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: أَتَقُوْلُوْنَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ ؟ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ. فَأَتَاهُمْ أَبُوْ بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهْ، أَغْضَبْتُكُمْ ؟ قَالُوْا: لَا، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَخِيْ.

অর্থ: আবু সুফিয়ান একবার কিছু লোকদের সাথে সালমান ফারসি, সুহাইব ও বিলাল রাদি. এর কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বললেন, আল্লাহর তরবারিসমূহ তার শত্রুদের ঘাড়ে ঠিক সময়ে লক্ষ্যস্থানে পৌছায়নি। আবু বকর রাদি. বললেন, তোমরা কি কুরাইশের একজন বয়োবৃদ্ধ নেতাকে এমন কথা বলছ? এরপর তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে সেটা জানালেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু বকর! হয়ত তুমি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছ। যদি তুমি সত্যিই তাদের অসন্তুষ্ট করে থাক, তাহলে তুমি তোমার রবকে অসন্তুষ্ট করলে। এ কথা শুনে তিনি তাদের কাছে এসে বললেন, হে আমার ভাইয়েরা! আমি কি তোমাদের অসন্তুষ্ট করেছি? তারা বললেন, না।[১৩৬১]

অপছন্দনীয় শব্দাবলীর ব্যবহার

(৯৩৪) হজরত সাহল বিন হুনাইফ ও আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِيْ. وَلَكِنْ لِيَقُلْ : لَقِسَتْ نَفْسِيْ.

অর্থ: তোমাদের কেউ যেন না বলে আমার আত্মা খবিস হয়ে গেছে। তবে এভাবে বলতে পারবে– আমার অন্তর কলুষিত হয়ে গেছে।[১৩৬২]

১৩৬১ . সহিহ মুসলিম: ২৫০৪।

১৩৬২. সহিহ বুখারি: ৬১৭৯-৬১৮০, সহিহ মুসলিম: ২২৫০-২২৫১, সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৭৮, মু. আহমাদ ৬/৬৬, আমাল: ১০৪৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৯৩৫) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত, তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন–

لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ: جَاشَتْ نَفْسِيْ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : لَقِسَتْ نَفْسِيْ.

অর্থ: তোমাদের কেউ যেন না বলে, আমার অন্তর বিনষ্ট হয়ে গেছে। তবে এভাবে বলতে পারবে যে, আমার অন্তর কলুষিত হয়ে গেছে।[১৩৬৩]

(৯৩৬) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

يَقُوْلُوْنَ :اَلْكَرْمُ. إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ. وَفِيْ رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ: لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ ؛ فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ .وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَإِنَّ الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ.

অর্থ: লোকেরা (আঙ্গুরকে) কারম (كَرْمٌ) বলে, অথচ প্রকৃতপক্ষে কারম হল, মুমিনের অন্তর। সহিহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে– তোমরা আঙ্গুরকে কারম নামে অভিহিত কর না। কেননা, কারম মূলত মুসলিমের (অন্তর) অপর বর্ণনায় আছে– কারম কেবল মুমিনের অন্তর।[১৩৬৪]

(৯৩৭) হজরত ওয়ায়েল বিন হুজর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন–

لَا تَقُوْلُوْا: اَلْكَرْمُ ، وَلَكِنْ قُوْلُوْا: اَلْحَبْلَةُ يَعْنِي الْعِنَبَ.

অর্থ: তোমরা (আঙ্গুরকে) কারম বল না, বরং হাবালা অর্থাৎ ইনাব বল।[১৩৬৫]

ফায়দা: এই হাদিসে আঙ্গুরকে কারম নামে অভিহিত করা থেকে নিষেধ করা উদ্দেশ্য। মূর্খতার যুগে লোকেরা আঙ্গুরকে কারম নাম দিত। আজও কিছু লোক সেটাকে কারম নাম দেয়। অথচ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামে অভিহিত করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম খাত্তাবিসহ প্রমুখ উলামায়ে কেরাম বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশঙ্কা

১৩৬৩. সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৭৯।

১৩৬৪. সহিহ বুখারি: ৬১৮৩, সহিহ মুসলিম ২২৪৬-২২৪৭, সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৭৪, মু. আহমাদ ২/২৩৯।

১৩৬৫. সহিহ মুসলিম ২২৪৭, সুনানে দারিমি: ২১২০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

করেছিলেন, আঙ্গুরকে কারম নামে ডাকলে হয়ত সেই সুন্দর নামই তাদেরকে আঙ্গুর থেকে বানানো মদ পানে উদ্বুদ্ধ করবে। তাই সে নামটিই দূর করে দিতে চেয়েছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।[১৩৬৬]

মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে বলা নিষেধ

(৯৩৮) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ. فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ

অর্থ: যখন কোনো ব্যক্তি বলে যে, সব মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে, মূলত সে নিজেই বড় ধ্বংসের শিকার।[১৩৬৭]

ইমাম খাত্তাবি বলেন, সে সবসময় মানুষের দোষ ধরতে এবং তাদের খারাপ অভ্যাসগুলোর আলোচনা করতে থাকে। বলে, মানুষ সবাই নষ্ট হয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে। এমনটা করলে প্রকৃতপক্ষে সে সবচেয়ে বেশি ধ্বংসের শিকার। অর্থাৎ তাদের দোষ ধরে যে গুনাহ কামাই করেছে, তাতেই তার অবস্থাই সবার চেয়ে খারাপ হয়ে গেছে। আবার অনেক সময় এটা আত্মম্ভরিতা ও এই ধারণার জন্ম দেয় যে, সে নিজে সবার চেয়ে মর্যাদাবান ও উত্তম। ফলে সে ধ্বংস হয়।[১৩৬৮]

(৯৩৯) ইমাম মালেক বলেন–

إِذَا قَالَ ذَلِكَ تَحَزُّنًا لِمَا يَرَى فِي النَّاسِ - يَعْنِيْ فِيْ أَمْرِ دِيْنِهِمْ - فَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا، وَإِذَا قَالَ ذَلِكَ عُجْبًا بِنَفْسِهِ وَتَصَاغُرًا لِلنَّاسِ، فَهُوَ الْمَكْرُوْهُ الَّذِيْ نُهِيَ عَنْهُ.

অর্থ: মানুষের ধর্মীয় অবস্থা দেখে দুঃখে এমনটা বললে কোনো সমস্যা নেই। আর নিজেকে বড় এবং অন্যদের তুচ্ছজ্ঞান করে বললে এটা অপছন্দনীয়, যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।[১৩৬৯] সনদসহ এই ব্যাখ্যাটাই সর্বাধিক সহিহ। এটাই এই হাদিসের ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত। বিশেষ করে যখন এটা হবে ইমাম মালেক রহ. থেকে বর্ণিত।

১৩৬৬. মাআলিমুস সুনান ৫/২৫৬।
১৩৬৭. সহিহ মুসলিম: ২৬২৩।
১৩৬৮. মাআলিমুস সুনান ৫/২৬০।
১৩৬৯. সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৮৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহর অভিপ্রায়ের সাথে অন্যের অভিপ্রায় সংযুক্ত করতে ثُمَّ (সুম্মা) অব্যয় ব্যবহার হবে, وَاوْ (ওয়াও) অব্যয় নয়

(৯৪০) হজরত হুজায়ফা রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَا تَقُوْلُوْا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُوْلُوْا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ.

অর্থ: তোমরা এভাবে বলবে না যে, আল্লাহ তাআলা এবং অমুক যা ইচ্ছা করেন; বরং এভাবে বলবে– আল্লাহ পাক যা অভিপ্রায় করেন, এরপর অমুক যা অভিপ্রায় করেন।[১৩৭০]

ইমাম খাত্তাবিসহ অন্যরা বলেন, এটা হচ্ছে শিষ্টাচার শিক্ষাদান। সেটা এভাবে যে, ওয়াও (واو) অব্যয় একত্রিকরণ ও অংশীদারিত্বের জন্য ব্যবহার হয়। আর সুম্মা (ثُمَّ) ধারাবাহিকতা ও বিলম্বের সাথে পূর্বাপর মিলানোর জন্য। তাই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের ইচ্ছার কথাটা অন্যের ইচ্ছার আগে আনয়নের পরামর্শ দিয়েছেন। ইবরাহিম নাখায়ি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি কাউকে এভাবে বলতে পছন্দ করতেন না যে, আমি আল্লাহ এবং তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। তবে এভাবে বলা বৈধ– আমি আগে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করি পরে আপনার কাছে।[১৩৭১] উলামায়ে কেরাম বলেন, এভাবে বলা যায় যে, যদি আল্লাহ তাআলা এরপর অমুক না থাকতেন, তাহলে আমি এমনটা করে ফেলতাম। তবে এভাবে বলা যাবে না– যদি আল্লাহ এবং অমুক না থাকতেন।

অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে বলা মাকরুহ

অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি লাভ করেছি– বলা মাকরুহ। যদি এই বিশ্বাসে বলে যে, ঐ তারকাই এখানে মূলকর্তা, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি এই বিশ্বাসে বলে যে, আল্লাহ পাকই মূল কর্তা, তবে তারকা বৃষ্টি বর্ষণের আলামত মাত্র, তাহলে সে কাফের হবে না। কিন্তু সে মাকরুহ কাজ করল এমন এক শব্দ উচ্চারণের কারণে, যেটা জাহেলি যুগের লোকেরা

১৩৭০. সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৮০, মু. আহমাদ ৫/৩৮৪।

১৩৭১. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক ১১/২৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ব্যবহার করত। তাছাড়া শব্দটি কুফর ও ঈমানের মাঝে যৌথ। আমি ইতিপূর্বে এই পরিচ্ছেদের সাথে সম্পৃক্ত সহিহ হাদিস "বৃষ্টি বর্ষণের সময় যা বলবে" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি।

"এমনটা করলে আমি ইহুদি, খ্রীস্টান বা ইসলাম থেকে মুক্ত" বলা হারাম

যদি আমি এমনটা করি তাহলে আমি ইহুদি, খ্রীস্টান বা ইসলাম থেকে মুক্ত হয়ে যাব; এমনটা বলা হারাম। যদি বাস্তবেই সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়াকে ঐ কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে থাকে তাহলে সাথে সাথে কাফের হয়ে যাবে। তার ওপর মুরতাদের হুকুম জারী হবে। যদি এমন উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে কাফের হবে না। কিন্তু সে হারাম কাজে লিপ্ত হল। সুতরাং তার ওপর তাওবা করা ওয়াজিব। আর তাওবা বলা হয় তৎক্ষণাৎ গুনাহ থেকে বিরত থাকা, কৃতকর্মের ওপর লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে কখনো না করার দৃঢ় ইচ্ছা করা। আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করবে এবং বলবে– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

কোনো মুসলিমকে 'হে কাফের' বলে সম্বোধন করা হারাম

অপর মুসলমান ভাইকে "হে কাফের" বলে খেতাব করা মারাত্মক হারাম।

(৯৪১) হজরত ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيْهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ.

অর্থ: যখন কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে হে কাফের বলে, বস্তুতঃ কথাটি তাদের দুজনের যে কোনো একজনের উপর পতিত হবে। যাকে বলা হয়েছে সে যদি এর উপযুক্ত হয় তাহলে তার ওপর, অন্যথায় বক্তার দিকে ফিরে আসবে।[১৩৭২]

(৯৪২) হজরত আবু জর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন–

১৩৭২. সহিহ বুখারি: ৬১০৪, সহিহ মুসলিম: ৬০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللهِ، ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি অপর কাউকে কুফরি কোনো সম্বোধনে ডাকে অথবা আল্লাহর শত্রু বলে। কিন্তু বাস্তবে সে এরকম নয়, তবে সে কথা বক্তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে।[১৩৭৩]

অপর মুসলমানের বিরুদ্ধে ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার বদদুআ করা গুনাহ

যদি এক মুসলমান অপর মুসলমানের বিরুদ্ধে বদদুআ করে বলে– হে আল্লাহ! আপনি তার ঈমান ছিনিয়ে নিন। এর দ্বারা সে গুনাহগার হবে। এটুকু বদদুআর দ্বারাই সে কি কাফের হয়ে যাবে? এ ক্ষেত্রে আমাদের ইমামদের দুটি মতো পাওয়া যায়, যা আমাদের ইমাম কাজি হুসাইন তার 'ফাতাওয়া' কিতাবে নকল করেছেন। তবে দুই মতের মাঝে কাফের হবে না মতটি বিশুদ্ধ। এর স্বপক্ষে দলিল হিসাবে হজরত মুসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আল্লাহর এই বাণী পেশ করা হয়–

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.

অর্থ: হে আমাদের রব! তাদের মাল ধ্বংস করে দাও, তাদের অন্তর কঠিন করে দাও, যাতে তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনতে না পারে।[১৩৭৪] তবে এই যুক্তিপ্রদর্শনে আপত্তি আছে। যদিও আমরা বলে থাকি– পূর্ববর্তীদের শরিয়ত (বিধান) আমাদেরও শরিয়ত।

কাফের-কর্তৃক কুফরি বাক্য বলতে বাধ্য করলে করণীয়

যদি কাফেররা কোনো মুসলমানকে কুফরি বাক্য বলতে বাধ্য করে এবং সে তা মুখে বলে ফেলে, কিন্তু অন্তর ঈমানের ব্যাপারে আশ্বস্ত থাকে, তাহলে কুরআনের আয়াত ও উম্মাহর ঐক্যমতে সে কাফের হবে না। নিজেকে বাঁচাতে কুফরি শব্দ উচ্চারণ করা নিহত হওয়া থেকে উত্তম কিনা? এ ব্যাপারে আমাদের ইমামদের পাঁচটি মতামত রয়েছে:

১৩৭৩. সহিহ বুখারি: ৬০৪৫, সহিহ মুসলিম: ৬১।

১৩৭৪. ইউনুস: ৮৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এক. সহিহ মত হচ্ছে, কুফরি শব্দ উচ্চারণ না করে হত্যার ওপর ধৈর্যধারণ করা অধিক উত্তম। এর পক্ষে একাধিক সহিহ হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামের আমল প্রসিদ্ধ।

দুই. সবচেয়ে উত্তম হল, নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য কুফরি শব্দ উচ্চারণ করা।

তিন. যদি তার বেঁচে থাকাতে মুসলমানদের কল্যাণ হয় এভাবে যে, হয়ত সে শত্রুদের ওপর জয়ী হবে বা শরিয়তের হুকুম-আহকাম বর্ণনার কাজ আঞ্জাম দিবে, তাহলে কুফরি বাক্য উচ্চারণ করা উত্তম। অন্যথায় হত্যার ওপর ধৈর্যধারণ করা উত্তম।

চার. যদি সে আলেম বা অনুসরণীয় কেউ হয়, তাহলে ধৈর্য ধরা উত্তম, যাতে সাধারণ মানুষ তার কুফরি শব্দ শুনে বিভ্রান্ত না হয়।

পাঁচ. তার জন্য কুফরি শব্দ উচ্চারণ করা ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন– তোমরা নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঢেলে দিয়ো না।– এটি অত্যন্ত দুর্বল একটি মত।[১৩৭৫]

মুসলমান-কর্তৃক কাফেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা

যদি মুসলমান কোনো কাফেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে এবং সেও মুখে শাহাদাতাইন পড়ে নেয়। আর সে হারবি হয় তাহলে তার ইসলাম গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, এটা হচ্ছে সত্য গ্রহণে বাধ্যকরণ। যদি জিম্মি হয় তাহলে সে মুসলমান হবে না। কেননা, আমরা তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছি, সুতরাং তাদেরকে বাধ্য করা হবে অন্যায়। এ ব্যাপারে দুর্বল একটি মত আছে যে, সে মুসলমান হয়ে যাবে। কেননা, সে তাকে সত্য গ্রহণে আদেশ দিয়েছে।

যদি কাফের বাধ্যকরণ ছাড়াই শাহাদাতাইন পাঠ করে

যখন কোনো কাফের বাধ্যকরণ ছাড়াই শাহাদাতাইন পাঠ করে, যদি সেটা কোনো কিছু বর্ণনা করতে গিয়ে হয়, যেমন বলল– আমি জায়েদকে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ) বলতে শুনেছি, তাহলে তাকে মুসলমান বলা হবে না। যদি সে কোনো মুসলমানের

১৩৭৫. বাকারা: ১৯৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে বলে অর্থাৎ কোনো মুসলমান তাকে বলল, তুমি বল– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। এরই প্রেক্ষিতে সে বলল, তাহলে মুসলমান হয়ে যাবে। যদি সে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে বলে, কারো দাবী পূরণে বা কোনো কিছু বর্ণনা করতে গিয়ে নয়; তাহলে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায় কেরামের বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ মত অনুসারে সে মুসলমান হয়ে যাবে। কেউ বলেন, হবে না। কারণ সম্ভাবনা আছে যে, কিছু বর্ণনা করতে গিয়ে সে কালিমা পড়েছে।

মুসলমানদের দায়িত্বশীলকে যে উপাধী দেয়া হবে

মুসলমানদের দায়িত্বশীলকে আল্লাহর খলিফা না বলা উচিত, বরং তাকে খলিফা বা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলিফা অথবা আমিরুল মুমিনিন বলা যেতে পারে। আবু মুহাম্মদ বাগাবির কিতাব "শরহুস সুন্নাহ"তে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন– মুসলমানদের দায়িত্বশীলকে আমিরুল মুমিনিন বা খলিফা বলা যেতে পারে। যদিও তার জীবনাদর্শ ন্যায়বিচারক ইমামদের বিপরীত হয়। কেননা, সে মুসলমানদের বিভিন্ন দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছে এবং মুসলমানরাও তার আনুগত্য করছে। বাগাবি আরো বলেন, খলিফা নামকরণ এজন্য যে সে তার পূর্ববর্তীদের প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত। আরো বলেন, হজরত আদম এবং হজরত দাউদ আলাইহিমাস সালামদ্বয়ের পরে অন্য কাউকে আল্লাহর খলিফা বলা যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন–

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً.

অর্থ: নিশ্চয় আমি দুনিয়াতে আমার প্রতিনিধি বানাব।[১৩৭৬] আরো বলেন–

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ.

অর্থ: হে দাউদ! আমি তোমাকে দুনিয়াতে আমার খলিফা বানিয়েছি।[১৩৭৭]

হজরত আবু মুলাইকা থেকে বর্ণিত– এক ব্যক্তি হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহুকে সম্বোধন করে বলল, হে খলিফাতুল্লাহ! জবাবে তিনি বললেন, আমি তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলিফা। আমি এতেই সন্তুষ্ট। এক লোক হজরত উমর বিন আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাকে সম্বোধন

১৩৭৬. বাকারা: ৩০।

১৩৭৭. সোয়াদ: ২৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

করে বলল, হে খলিফাতুল্লাহ! তিনি বললেন, তোমার জন্য দুর্ভোগ! তুমি অনেক দূরবর্তী একটি সম্বোধন করেছ। নিশ্চয় আমার মা আমার নাম রেখেছেন উমর। যদি এই নামে ডাকলে মেনে নেব। এরপর বড় হলে ডাকনাম রাখা হল আবু হাফস। এই নামেও ডাকলে মেনে নেব। অতঃপর তোমরা নিজেদের নেতৃত্ব আমার কাছে দিয়ে নাম দিয়েছ আমিরুল মুমিনিন। এই নামে ডাকলেও চলবে।

শাফেয়ি ফকিহ কাজি ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদি বাসরি রহ. তার 'আহকামুস সুলতানিয়াহ' নামক কিতাবে (পৃ. ৫০) উল্লেখ করেছেন– ইমামকে খলিফা নামকরণের কারণ হচ্ছে, তিনি উম্মতের মাঝে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি বলেন, সরাসরি খলিফাও বলা যায়, আবার খলিফাতুর রাসুলও বলা যায়। তিনি আরো বলেন, খলিফাতুল্লাহ বলা বৈধ হওয়া নিয়ে উলামায়ে কেরাম মতানৈক্য করেছেন। কেউ একে বৈধ বলেছেন এই যুক্তিতে যে, তিনি আল্লাহর হকগুলো বান্দার ওপর বাস্তবায়ন করেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ পাকের বাণীও আছে–

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ.

অর্থ: তিনিই ঐ সত্তা যিনি দুনিয়ায় তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন।[১৩৭৮] অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম একে অবৈধ বলেছেন এবং বক্তাকে গুনাহগার সাব্যস্ত করেছেন। মাওয়ারদির বক্তব্য শেষ হল।

ইমাম নববি রহ. বলেন, সর্বপ্রথম হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আমিরুল মুমিনিন নামে নামকরণ করা হয়। এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের কোনো মতানৈক্য নেই। মুসায়লামার ব্যাপারে কিছু মূর্খদের বক্তব্য স্পষ্ট ভুল ও নিকৃষ্ট মূর্খতা, যা উলমায়ে কেরামের ঐক্যমতের বিপরীত। কিতাবাদিতে খুব গুরুত্বের সাথে এই বিষয়ের ওপর ঐক্যমত বর্ণনা করা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম যাকে আমিরুল মুমিনিন নামে নামকরণ করা হয়েছে, তিনি হলেন উমর বিন খাত্তাব রাদি.।

হাফেজ ইমাম আবু আমর বিন আবদুল বার রহ. তার "ইসতিআব" কিতাবে (২/৪৫৭) উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সর্বপ্রথম আমিরুল মুমিনিন বলার

১৩৭৮. ফাতির: ৩৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি কারণও উল্লেখ করেছেন। আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আল্লাহর রাসুলের খলিফা বলা হত।

বাদশা বা অন্য কাউকে শাহানশাহ বলা হারাম

বাদশা বা অন্য কাউকে শাহানশাহ বলে ডাকা মারাত্মক পর্যায়ের হারাম। কেননা এর অর্থ দাঁড়ায়: সকল বাদশাদের বাদশা, অথচ একমাত্র আল্লাহ পাকই হলেন এই গুণে গুণান্বিত।

(৯৪৩) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ، رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ.

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম হল, কাউকে শাহানশাহ নামে অভিহিত করা।[১৩৭৯] হজরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা বলেন, মালিকুল আমলাক (বাদশাদের বাদশা) শাহানশার মতই।[১৩৮০]

সাইয়েদ শব্দের প্রয়োগ

সাইয়েদ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যার অবস্থান তার সমপ্রদায়ের সবার উপরে, যার মর্যাদা সবচেয়ে উঁচু। দায়িত্বশীল ও জ্ঞানী ব্যক্তিকেও বলা যায়। এমন সহনশীল যাকে তার ক্রোধ কাবু করতে পারে না, তাকেও সাইয়েদ বলা যায়। এছাড়া সাইয়েদ শব্দ সম্মানিত, মালিক এবং স্বামীর জন্য ব্যবহার হয়। বহু হাদিসে মর্যাদাবান ব্যক্তির জন্য ব্যবহার হয়েছে।

(৯৪৪) হজরত আবু বাকরা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হাসান বিন আলিকে নিয়ে মিম্বরে উঠে বললেন–

إِنَّ ابْنِيْ هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

অর্থ: আমার এই ছেলে সাইয়েদ। অচিরেই আল্লাহ পাক তার মাধ্যমে মুসলমানদের দুই বিবদমান মুসলিম দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাবেন।[১৩৮১]

১৩৭৯. সহিহ বুখারি: ৬২০৬, সহিহ মুসলিম: ২১৪৩।

১৩৮০. সহিহ বুখারি: ৬২০৬।

১৩৮১. সহিহ বুখারি: ৩৬২৯, সুনানে আবু দাউদ: ৪৬৬২, সুনানে নাসাঈ: ২৫১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৯৪৫) হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদি. থেকে বর্ণিত, হজরত সাদ বিন মুআজের আগমনকালে (বনু কুরায়দার ব্যাপারে ফয়সালার জন্য) আনসারিদের উদ্দেশ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন–

قُومُوا إِلَى خَيْرِكُمْ أَوْ سَيِّدِكُمْ.

অর্থ: তোমরা তোমাদের সাইয়েদকে অথবা তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিকে এগিয়ে নিয়ে এসো।[১৩৮২]

(৯৪৬) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا. قَالَ سَعْدٌ: بَلَى وَالَّذِيْ أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْمَعُوْا إِلَىٰ مَا يَقُوْلُ سَيِّدُكُمْ.

অর্থ: সাদ বিন উবাদা রাদি. বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! যদি কেউ স্বীয় স্ত্রীর সাথে অন্য কাউকে (আপত্তিকর অবস্থায়) দেখে তাহলে তাকে কি হত্যা করে ফেলবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেখ, তোমাদের সাইয়েদ কী বলে।[১৩৮৩] নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসসমূহ:

(৯৪৭) হজরত বুরায়দা রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا تَقُوْلُوْا لِلْمُنَافِقِ: سَيِّدٌ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থ: কোনো মুনাফিককে সাইয়েদ বল না। কেননা, সে যদ্যি সত্যিই সাইয়েদ হয়, তো তোমরা স্বীয় রবকে অসন্তুষ্ট করলে![১৩৮৪]

ফায়দা: এই হাদিসগুলোর মাঝে সমন্বয় এভাবে হবে যে, যদি সাইয়েদ উপাধীর ব্যক্তি ইলম অথবা অন্য কোনো দিক থেকে মর্যাদাবান ও উত্তম হয়, তাহলে তাকে সাইয়েদ ও ইয়া সাইয়েদি বা এ জাতীয় কিছু বলে সম্বোধনে কোনো সমস্যা নেই। যদি ফাসেক বা দীনের ব্যাপারে অভিযুক্ত হয় বা এ ধরনের কোনো দোষে দোষী হয়, তাহলে তাকে সাইয়েদ বলা মাকরুহ।

১৩৮২. সহিহ বুখারি: ৪১২১, সহিহ মুসলিম: ১৭৬৮।

১৩৮৩. সহিহ মুসলিম: ১৪৯৮।

১৩৮৪. সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৭৭, আদাব: ৭৬০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইমাম আবু সুলাইমান খাত্তাবি রহ. মাআলিমুস সুনানে (৫/৩৯০) এমনই বলেছেন।

গোলাম মালিককে এবং মালিক গোলামকে যেভাবে সম্বোধন করবে

অধীনস্থ ব্যক্তির জন্য তার মালিককে রাব্বি (আমার পালনকর্তা) বলে সম্বোধন করা মাকরুহ। বরং সে বলবে, সাইয়েদি অথবা চাইলে সে আমার মনিবও বলতে পারে। মালিকের জন্যও অধীনস্থদেরকে আমার গোলাম/বাঁদী বলে সম্বোধন করা মাকরুহ। তবে এ ক্ষেত্রে আমার বালক/বালিকা অথবা আমার গোলাম শব্দ ব্যবহার করতে পারবে।

(৯৪৮) হজরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ، اسْقِ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِيْ، مَوْلَايَ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِيْ، أَمَتِيْ، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِيَ وَغُلَامِيْ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ :وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: رَبِّيْ. وَلْيَقُلْ: سَيِّدِيْ، مَوْلَايَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ : عَبْدِيْ وَأَمَتِيْ فَكُلُّكُمْ عَبِيْدٌ، وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ: رَبِّيْ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: سَيِّدِيْ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِيْ وَأَمَتِيْ، كُلُّكُمْ عَبِيْدُ اللهِ ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ، ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ :غُلَامِيْ وَجَارِيَتِيْ، وَفَتَايَ وَفَتَاتِيَ.

অর্থ: তোমাদের কেউ যেন না বলে (মালিককে বুঝাতে গিয়ে) তোমার রবকে খাওয়াও, অজু করাও, পান করাও। বরং যেন বলে, আমার সাইয়েদ, আমার মনিব। তোমাদের কেউ যেন নিজের দাস বুঝাতে গিয়ে না বলে, আমার বান্দা/বান্দী। তবে আমার বালক/বালিকা বা আমার গোলাম বলতে পারবে।[১৩৮৫] সহিহ মুসলিমের অপর রেওয়ায়েতে আছে– তোমাদের কোনো গোলাম যেন (মনিবকে) আমার রাব না বলে। বরং যেন আমার সাইয়েদ বা মনিব বলে। সহিহ মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে– কোনো মনিব যেন

১৩৮৫. সহিহ বুখারি: ২৫৫২, সহিহ মুসলিম ২২৪৯, সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৭৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(গোলামকে) আমার বান্দা/বান্দী না বলে। কেননা, তোমরা সকলেই আল্লাহর বান্দা। গোলামও যেন মনিবকে রব না বলে। বরং তাকে সাইয়েদ বলা উচিত।[১৩৮৬] সহিহ মুসলিমের আরেক বর্ণনায় আছে– কোনো মনিব যেন (নিজ গোলামকে) আমার বান্দা/বান্দী বলে সম্বোধন না করে। তোমরা সকল পুরুষই আল্লাহর বান্দা, তোমাদের সকল মহিলাই আল্লাহর বান্দী। তবে (গোলাম/বাদীর ক্ষেত্রে) আমার দাস/আমার দাসী অথবা আমার চাকর/আমার চাকরণী ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফায়দা: الرَّبُّ। শব্দে আলিফ লাম থাকলে তা কেবল আল্লাহর জন্যই ব্যবহৃত হয়। অন্য কিছুর দিকে সম্পৃক্ত করলে অন্যদের ক্ষেত্রেও বলা যায়। যেমন বলা হয়– রাব্বুল মাল, রাব্বুদ দার ইত্যাদি। সহিহ হাদিসে হারানো উটের ব্যাপারে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি আছে–

دَعْهَا حَتَّىٰ يَلْقَاهَا رَبُّهَا.

অর্থ: তাকে ছেড়ে দাও, যেন তার রব (মালিক) তাকে পেয়ে যায়।[১৩৮৭] সহিহ হাদিসে আছে–

حَتَّىٰ يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ.

অর্থ: এমনকি রাব্বুল মালকে (সম্পদের মালিক) উদ্বিগ্ন করে দিবে যে, কে গ্রহণ করবে তার সাদকা।[১৩৮৮] সহিহ বর্ণনায় হজরত উমর রাদি. এর বক্তব্য আছে–

رَبِّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ.

অর্থ: মুষ্টিমেয় উট ও মুষ্টিমেয় মেষের রব (মালিক)।[১৩৮৯] হাদিসে এ ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেগুলো প্রসিদ্ধ।

শরিয়তের ধারক-বাহকদের ক্ষেত্রে رَبٌّ (রব) শব্দের এরকম ব্যবহার অনেক প্রসিদ্ধ। উলামায়ে কেরাম বলেন, গোলামের জন্য নিজের মনিবকে আমার

১৩৮৬. সহিহ মুসলিম ২২৪৯/১৪।
১৩৮৭. সহিহ বুখারি: ৯১, সহিহ মুসলিম ১৭২২/৫।
১৩৮৮. সহিহ বুখারি: ১৪১২, সহিহ মুসলিম ১৫৭/৬১।
১৩৮৯. সহিহ বুখারি: ৩৫৫৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

রব বলা এজন্য মাকরুহ যে, তার এই শব্দে প্রভুত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের অংশীদারিত্ব হয়ে যায়। আর

دَعْهَا حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهٗ

অর্থ: ছেড়ে দাও, যেন তার রব (মালিক) তাকে পেয়ে যায়।

رَبُّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ

অর্থ: মুষ্টিমেয় উট ও মুষ্টিমেয় মেষের রব। এগুলোসহ সমার্থক হাদিসসমূহে রব শব্দ ভারার্পিতদের জন্য ব্যবহার হয়েছে। এগুলো ঘর ও সম্পদের মতই। রাব্বুল মাল (সম্পদের মালিক) বা রাব্বুদ দার (ঘরে মালিক) বলা নিঃসন্দেহে জায়েজ। নবি ইউসুফ আলাইহিস সালামের উক্তির–

اُذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ.

অর্থ: তোমার রবের কাছে আমার কথা আলোচনা করবে।[১৩৯০] দুটি উত্তর: এক. তিনি তাকে তার পরিচিত শব্দে সম্বোধন করেছেন। প্রয়োজনে এমন ব্যবহার জায়েজ আছে। যেমনটা মুসা আলাইহিস সালাম সামেরিকে বলেছিলেন–

وَانْظُرْ اِلٰى اِلٰهِكَ.

অর্থ: তুমি তোমার উপাস্যের দিকে তাকাও।[১৩৯১] অর্থাৎ তুমি যে গোবৎসকে উপাস্য বানিয়েছিলে। দুই. এটা আমাদের পূর্ববর্তীদের শরিয়ত। আর যখন পূর্ববর্তীদের শরিয়তের বিপরীত আমাদের শারয়ত অবতীর্ণ হয়, তখন সেটা আর আমাদের শরিয়ত থাকে না। এ ব্যাপারে কোনো ভিন্নমত নেই। উসুলবিদদের মতানৈক্য তো তখন, যখন পূর্ববর্তীদের শরিয়তের পক্ষে-বিপক্ষে আমাদের কোনো শরিয়ত অবতীর্ণ না হয়, এমতাবস্থায় সেটা আমাদের শরিয়ত বলে গণ্য হবে কিনা?

১৩৯০. ইউসুফ: ৪২।

১৩৯১. তাহা: ৯৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অপরকে "আমার গোলাম" বলে সম্বোধন করা

আবু জাফর নাহহাস তার "সানাতুল কিতাব" (পৃ. ১৬৯) এ বলেন– কোনো মাখলুককে আমার মাওলা (গোলাম) বলে ডাকা উচিত নয় এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতানৈক্য আছে বলে জানা নেই।

ইমাম নববি রহ. বলেন, পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমার মাওলা শব্দ ব্যবহারের বৈধতা বর্ণনা করেছি। উভয় কথায় কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা, তিনি মাওলা শব্দে আলিফ লাম থাকা অবস্থার কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, ফাসেক ছাড়া অন্যদেরকে সাইয়েদ বলা যাবে। কিন্তু আলিফ লামসহ সাইয়েদ শব্দ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা যাবে না। তবে অধিকতর স্পষ্ট মত হচ্ছে, পূর্বের শর্তসাপেক্ষ সাইয়েদ ও মাওলা শব্দদ্বয় আলিফ লামসহ আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই।

বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ

ইতিপূর্বে বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ সংক্রান্ত দুটি হাদিস অতীত হয়েছে। সেগুলো "বাতাস প্রবাহিত হলে যা বলবে" অধ্যায়ে বর্ণনা করে এসেছি।[১৩৯২]

জ্বরকে গালি দেয়া মাকরুহ

(৯৪৯) হজরত জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلٰى أُمِّ السَّائِبِ - أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ - فَقَالَ: مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ - أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ - تُزَفْزِفِيْنَ ؟ قَالَتِ :الْحُمَّى، لَا بَارَكَ اللهُ فِيْهَا. فَقَالَ: لَا تَسُبِّي الْحُمَّى؛ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ.

অর্থ: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উম্মে সায়িব বা উম্মে মুসাইয়েবের ঘরে প্রবেশ করেন। বললেন, হে উম্মে সায়িব অথবা (বলেছেন) হে উম্মে মুসাইয়েব, তোমার কি হয়েছে? কাঁপছ কেন? বললেন, জ্বর হয়েছে। আল্লাহ তাতে বরকত না দিক। এ কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

১৩৯২. হাদিস নম্বর: ৫২০, ৫২২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ওয়াসাল্লাম বললেন, জ্বরকে গালি দিও না। কেননা, জ্বর মানুষের গুনাহকে এমনভাবে দূর করে যেমন দূর করে হাপর লোহার মরীচিকা।[১৩৯৩]

মোরগকে গালি দেয়া নিষেধ

(৯৫০) হজরত জায়েদ বিন খালেদ জুহানি রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا تَسُبُّوا الدِّيْكَ ؛ فَإِنَّهُ يُوْقِظُ لِلصَّلَاةِ.

অর্থ: তোমরা মোরগকে গালি দিও না। কেননা, মোরগ নামাজের জন্য জাগ্রত করে।[১৩৯৪]

মূর্খযুগের আর্তনাদ ও তাদের শব্দাবলী ব্যবহার করা নিষেধ

(৯৫১) হজরত ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ، وَشَقَّ الْجُيُوْبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

অর্থ: যারা শোকে চেহারায় আঘাত করে, জামার বক্ষ ছিন্ন করে এবং জাহিলি সম্বোধনে ডাকে তারা আমার দলভুক্ত নয়।[১৩৯৫]

মুহাররমকে সফর নামকরণ মাকরুহ

মুহাররম মাসকে সফর নামকরণ মাকরুহ, কেননা এটা জাহেলি যুগের অভ্যাস।

কাফের অবস্থায় মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দুআ করা হারাম

যে ব্যক্তি কাফের অবস্থায় মারা যাবে তার জন্য মাগফিরাতের দুআ করা হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন–

১৩৯৩. সহিহ মুসলিম: ২৫৭৫।

১৩৯৪. সুনানে আবু দাউদ: ৫১০১।

১৩৯৫. সহিহ বুখারি: ১২৯৪, সহিহ মুসলিম ১০৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ.

অর্থ: কাফের-মুশরিকদের জাহান্নামি হওয়াটা স্পষ্ট হওয়ার পরও নবি এবং মুমিনদের পক্ষে বৈধ নয় যে, তারা তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করবেন।[১৩৯৬] এই অর্থে হাদিসও আছে। এ ব্যাপারে মুসলমানদের ঐক্য রয়েছে।

মুসলমানকে শরয়ি কারণ ছাড়া গালি দেয়া হারাম

অপর মুসলমানকে শরয়ি কোনো কারণ ছাড়া গালি দেয়া হারাম।

(৯৫২) হজরত ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন–

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ.

অর্থ: মুসলমানকে গালি দেয়া গুনাহ।[১৩৯৭] হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُوْمُ.

অর্থ: পরস্পর গালিগালাজকারীদের গুনাহ প্রথম ব্যক্তির ওপরই বর্তাবে যতক্ষণ মাজলুম সীমালঙ্ঘন করবে না। –তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।[১৩৯৮]

ঝগড়া-বিবাদে ব্যবহৃত নিন্দিত শব্দাবলী

হে গাধা, হে ছাগ, হে কুকুর ইত্যাদি এগুলো ঝগড়া-বিবাদে সাধারণত ব্যবহৃত নিন্দিত শব্দগুলোর মধ্য থেকে। এগুলো দুই কারণে খারাপ: এক. এগুলো মিথ্যা। দুই. অপরকে কষ্ট দেয়া। তবে হে জালেম ইত্যাদি বলা যাবে। কারণ, ঝগড়ার প্রয়োজনে এটুকু ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা হবে। এছাড়া অধিকন্তু এটা সত্য হয়। অধিকাংশ মানুষ নিজের ওপর বা অন্যের ওপর অত্যাচারী।

১৩৯৬. তাওবা: ১১৭।

১৩৯৭. সহিহ বুখারি: ৪৮, সহিহ মুসলিম: ৬৪।

১৩৯৮. সহিহ মুসলিম: ২৫৮৭, সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৯৪, সুনানে তিরমিজি: ১৯৮১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমার সাথে আল্লাহ ছাড়া কোনো সৃষ্টি নেই বলা মাকরুহ

আবু জাফর নাহহাস বলেন, আমার সাথে আল্লাহ ছাড়া কোনো সৃষ্টি নেই এমনটি বলা কিছু উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে অপছন্দ।

ইমাম নববি রহ. বলেন, অপছন্দের কারণ এই যে, এদিক বিবেচনায় শব্দের কদর্যতা যে, ইসতিসনার (ব্যতয়) ক্ষেত্রে মূল হল, মুত্তাসিল (পূর্বের সাথে সংযুক্ত) হওয়া। কিন্তু এখানে এটা অসম্ভব। এখানে ইসতিসনা মুনকাতি (পূর্ব থেকে বিচ্ছিন্ন)। উপরিউক্ত পাঠের উহ্য দাঁড়ায় এরকম– (আমার সাথে কোনো মানুষ নেই) কিন্তু আমার সাথে আল্লাহ আছেন। এটা কুরআনের আয়াত থেকে গৃহীত– وَهُوَ مَعَكُمْ - তিনি তোমাদের সাথেই আছেন।[১৩৯৯] উপরিউক্ত কথার পরিবর্তে এরকম বলা উচিত যে, আমার সাথে আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। আবু জাফর আরো বলেন, اِجْلِسْ عَلَى اسْمِ اللهِ (আল্লাহর নামে বস) বলা মাকরুহ, বরং বলতে হবে– اِجْلِسْ بِاسْمِ اللهِ (আল্লাহর নামে বস)

আবু জাফর নাহহাস রহ. জনৈক সালাফ থেকে বর্ণনা করেন– রোজাদারের জন্য এ কথা বলা মাকরুহ যে, আমার মুখে থাকা এই মোহরের কসম। এটা মাকরুহ হওয়ার দলিল হল, মোহর তো কেবল কাফেরদের মুখে মারা হয়। এই যুক্তিপ্রদর্শনে আপত্তি আছে। এর প্রকৃত দলিল হচ্ছে, এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে কসম। আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে কসম করা নিষেধ হওয়ার কথা একটু পরেই আসবে ইনশাআল্লাহ। সুতরাং এই দলিলের ভিত্তিতে উপরিউক্ত কথা বলা মাকরুহ। এছাড়াও সে প্রয়োজন ছাড়া রোজার কথা প্রকাশ করছে। আল্লাহ পাক সর্বাধিক জ্ঞাত।

"আল্লাহ তোমার জন্য তোমার চক্ষু শীতল করুক", "তুমি সকালে আনন্দিত হও" বাক্যদ্বয় পরিহারযোগ্য

(৯৫৩) ইমরান বিন হুসাইন রাদি. থেকে বর্ণিত–

১৩৯৯. হাদিদ: ৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

كُنَّا نَقُوْلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ : أَنْعَمَ اللهُ بِكَ عَيْنًا، وَأَنْعِمْ صَبَاحًا. فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ نُهِيْنَا عَنْ ذَلِكَ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ مَعْمَرٌ : يُكْرَهُ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ : أَنْعَمَ اللهُ بِكَ عَيْنًا. وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُوْلَ : أَنْعَمَ اللهُ عَيْنَكَ.

অর্থ: আমরা জাহিলি যুগে বলতাম, আল্লাহ তোমার চক্ষু শীতল করুক। তুমি সকালে আনন্দিত হও। অতঃপর ইসলাম এসে আমাদের এ থেকে নিষেধ করে। আবদুর রাজ্জাক বলেন, এ কথা বলা মাকরুহ যে, আল্লাহ তোমার জন্য তোমার চক্ষু শীতল করুক। তবে আল্লাহ তোমার চক্ষু শীতল করুক বলাতে কোনো সমস্যা নেই।[১৪০০]

তৃতীয় ব্যক্তির সামনে দুই ব্যক্তির সংগোপনে বলা নিষেধ

(৯৫৪) হজরত ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ؛ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ.

অর্থ: তিনজন একসাথে হলে দুজন তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে কানে কানে কথা বলবে না, যতক্ষণ না তোমরা লোকদের সাথে মিলিত হও। কারণ, এতে তৃতীয় ব্যক্তি কষ্ট পায়।[১৪০১]

(৯৫৫) হজরত ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِذَا كَانُوْا ثَلَاثَةٌ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ.

অর্থ: তিন ব্যক্তির উপস্থিতিতে দুজন কানাঘুষা করবে না।[১৪০২] –সুনানে আবু দাউদের বর্ণনায় অতিরিক্ত এসেছে– বর্ণনাকারী আবু সালেহ ইবনে উমরকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি চারজন থাকে? বললেন, এতে কোনো সমস্যা নেই।[১৪০৩]

১৪০০. সুনানে আবু দাউদ: ৫২২৭।

১৪০১. সহিহ বুখারি: ৬২৯০, সহিহ মুসলিম: ২১৮৪, সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৫১, সুনানে তিরমিজি: ২৮২৭।

১৪০২. সহিহ বুখারি: ৬২৮৮, সহিহ মুসলিম: ২১৮৩।

১৪০৩. সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৫২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মহিলার জন্য স্বামী বা অন্যের কাছে বেগানা মহিলার শারীরিক সৌন্দর্য বর্ণনা করা নিষেধ, তবে তাকে বিয়ে করার প্রতি আগ্রহী করা ইত্যাদি শরয়ি প্রয়োজনে হলে ভিন্ন কথা

(৯৫৬) হজরত ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.

অর্থ: কোনো মহিলা যেন অন্য মহিলার সংস্পর্শে না থাকে। অতঃপর আপন স্বামীর কাছে সেটা এমনভাবে বর্ণনা করবে যেন স্বামী ঐ মহিলাকে সরাসরি দেখছে।[১৪০৪]

বিবাহিতকে দাম্পত্যজীবন সুখময় ও সন্তানময় হোক বলা অপছন্দনীয়

বিবাহিত ব্যক্তিকে দাম্পত্যজীবন সুখময় ও সন্তানময় হোক বলা অপছন্দনীয়, বরং বলতে হবে– আল্লাহ তোমার জন্য বরকত দিক এবং তোমার ওপর বরকত নাজিল করুক। যেমনটা বিবাহ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি।

রাগান্বিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে "আল্লাহকে স্মরণ কর" ইত্যাদি বলা মাকরুহ

বিশিষ্ট ফকিহ আদিব আবু বকর মুহাম্মাদ বিন ইয়াহিয়া থেকে ইমাম নাহহাস রহ. বর্ণনা করেন– রাগান্বিত ব্যক্তিকে এরকম বলা অপছন্দনীয় যে, আল্লাহকে স্মরণ কর। এই আশঙ্কায় যে, হয়ত রাগ তাকে কুফরির দিকে নিয়ে যাবে। তিনি আরো বলেন, এমনিভাবে তাকে এও বলা যাবে না যে, তুমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ শরিফ পাঠ কর। একই আশঙ্কার কারণে।

শপথের পরিবর্তে 'আল্লাহ জানেন যে, বিষয়টা এমন নয়' অথবা 'বিষয়টা এমনই' বাক্য বর্জনীয়

১৪০৪. সহিহ বুখারি: ৫২৪০, সুনানে আবু দাউদ: ২১৫০, সুনানে তিরমিজি: ২৭৯৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহর নামে কসম করাকে অপছন্দ করতঃ বা আল্লাহ পাকের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করতঃ কিংবা কসম থেকে বাঁচতে গিয়ে– "আল্লাহ জানেন যে, বিষয়টা এমন নয়" অথবা "বিষয়টা এমনই" ইত্যাদি বলা নিন্দিত। এ ধরনের বাক্যে আশঙ্কা রয়েছে। যদি বক্তা নিশ্চিত থাকে যে, মূল বিষয়টা সে যেমন বলেছে তেমনই, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। আর যদি সে নিজেই নিজের কথা নিয়ে সন্দিহান হয় তবে এটি অতি নিকৃষ্ট বাক্য। কেননা, সে আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে। কারণ, সে বলছে, আল্লাহ তাআলা এমন এক বিষয় জানেন, যেটার ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত করে জানে না যে, বাস্তব না অবাস্তব। এতে আরো একটি মারাত্মক সূক্ষ্ম দিকও আছে সেটা হল, সে আল্লাহর ইলম নামক গুণে অনৈতিক হস্তক্ষেপ করেছে। আল্লাহ তাআলা বাস্তবতার বিপরীত বিষয় জানেন বলে। এটা বাস্তব হলে সে কাফের হয়ে যাবে। সবার উচিত এ ধরনের কথা থেকে বিরত থাকা।

"চাইলে আমাকে ক্ষমা করে দিন" বলা মাকরুহ

দুআতে এরকম বলা মাকরুহ যে, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে বা ইচ্ছা করলে আমাকে মাফ করে দিন; বরং দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে।

(৯৫৭) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ إِنْ شِئْتَ. لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ ؛ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ. وَفِيْ رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ: وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ.

অর্থ: তোমাদের কেউ যেন এরকম না বলে– হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে মাফ করে দিন। আপনি চাইলে আমার উপর রহম করুন। বরং দৃঢ়তার সাথে প্রার্থনা করা উচিত। কেননা, আল্লাহকে বাধ্যকারী কেউ নেই।[১৪০৫] –সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে– বরং সে যেন দৃঢ়তা ও বড়

১৪০৫. সহিহ বুখারি: ৬৩৩৯, সুনানে তিরমিজি: ৩৪৯২, সুনানে আবু দাউদ: ১৪৮৩, মু. আহমাদ ২/২৪৩, আমাল: ৫৮২, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আগ্রহের সাথে দুআ করে। কেননা, দেয়ার মত কোনো জিনিসই আল্লাহর কাছে বড় নয়।[১৪০৬]

(৯৫৮) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، وَلَا يَقُوْلَنَّ :اَللّٰهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِيْ. فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ.

অর্থ: দুআয় তোমাদেরকে দৃঢ়তার সাথে চাওয়া উচিত। এরকম বলবে না– হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে দান করুন। কেননা, তাকে কোনো বাধ্যকারী নেই।[১৪০৭]

আল্লাহর নাম বা গুণাবলী ছাড়া অন্য নামে শপথ করা মাকরুহ

আল্লাহর নাম বা সিফাত ছাড়া অন্য কিছুর নামে কসম খাওয়া মাকরুহ। এ ক্ষেত্রে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কাবা, ফেরেশতা, আমানত, জীবন, রুহ ইত্যাদি সবই সমান। আমানতের নামে শপথ করা অধিকতর অপছন্দনীয় বিষয়।

(৯৫৯) হজরত ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন–

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ. وَفِيْ رِوَايَةٍ :فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفَ إِلَّا بِاللهِ، أَوْ لِيَسْكُتْ.

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে স্বীয় পিতার নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। কেউ শপথ করতে চাইলে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে, অন্যথায় যেন চুপ করে থাকে।[১৪০৮] অপর এক সহিহ বর্ণনায় আছে– সুতরাং যাকে শপথ করতেই হয় সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে, অন্যথায় যেন

১৪০৬. সহিহ মুসলিম: ২৬৭৯।

১৪০৭. সহিহ বুখারি: ৬৩৩৮, সহিহ মুসলিম: ২৬৭৯, মু. আহমাদ ৩/১০১, আমাল: ৫৮৪, নাসাঈ।

১৪০৮. সহিহ বুখারি: ৬৬৪৬, সহিহ মুসলিম ১৬৪৬, সুনানে তিরমিজি: ১৫৩৪, সুনানে আবু দাউদ: ৩২৪৯, সুনানে নাসাঈ ৭/৪, সুনানে ইবনে মাজাহ: ২০৯৪, মু. আহমাদ ২/১১, সুনানে দারিমি: ২৩৪৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

চুপ থাকে।[১৪০৯] –আমানতের দোহাই দিয়ে কসম খাওয়ার নিষেধাজ্ঞায় অনেক ধমকি বর্ণিত হয়েছে।

(৯৬০) হজরত বুরায়দা রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا.

অর্থ: যে ব্যক্তি আমানতের দোহাই দিয়ে শপথ করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত না।[১৪১০]

ক্রয়-বিক্রয়ে অধিকহারে শপথ করা মাকরুহ যদিও সত্য হয়

(৯৬১) হজরত আবু কাতাদা রাদি. থেকে বর্ণিত, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ؛ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ.

অর্থ: তোমরা ব্যবসায় অধিকহারে শপথ করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা এটা দ্বারা সাময়িক যদিও সম্পদ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পরে নিঃশেষ হয়ে যায়।[১৪১১]

বৃষ্টির সময় আসমানে সৃষ্ট রেখাকে কাওসে কুজাহ বলা মাকরুহ

(৯৬২) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا تَقُوْلُوْا قَوْسَ قُزَحَ، فَإِنَّ قُزَحَ شَيْطَانٌ، وَلَكِنْ قُوْلُوْا قَوْسَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهُوَ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ.

অর্থ: তোমরা কাওসে কুজাহ বল না, কেননা কুজাহ হচ্ছে শয়তান। তবে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লার কাওস বলতে পার। এটা দুনিয়াবাসীর জন্য নিরাপত্তা।[১৪১২]

১৪০৯. সহিহ ইবনে হিব্বান: ৪৩৫৯।

১৪১০. সুনানে আবু দাউদ: ৩২৫৩, মু. আহমাদ ৫/৩৫২, সহিহ ইবনে হিব্বান: ১৩১৮, মু. হাকেম ৪/২৯৮।

১৪১১. সহিহ মুসলিম: ১৬০৭।

১৪১২. হিলয়াতুল আউলিয়া ২/৩০৯। কুজাহ: শয়তানের নাম, অর্থ: সজ্জিতকরণ। শয়তান মানুষের সামনে পাপকাজকে সজ্জিত করে উপস্থাপন করে। এটি বানোয়াট।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নিজের পাপ সম্পর্কে অন্যকে অবিহিত করা মাকরুহ

মানুষ কোনো গুনাহ বা খারাপ কাজে লিপ্ত হলে সেটা অন্যদের জানানো মাকরুহ। বরং চুপিসারে আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করা উচিত। তৎক্ষণাৎ গুনাহ থেকে ফিরে আসা, কৃতকর্মের ওপর লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে এমন কাজের পুনরাবৃত্তি না করার দৃঢ় সঙ্কল্প করা চাই। এই তিন বস্তুই তাওবার রোকন। অতএব, এগুলোর সমষ্টি ছাড়া তাওবা সহিহ হবে না। তবে যদি গুনাহের বিষয়ে নিজের শায়খ বা এজাতীয় কাউকে জানায়, যাকে জানানোর দ্বারা আশা করা যায় যে, তিনি তাকে সে গুনাহ থেকে নিষ্কৃতির উপায় বলে দিবেন বা তাকে কিভাবে এ থেকে নিরাপদ থাকা যায় শিখিয়ে দিবেন। অথবা তাকে সে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার মূল কারণটা বলে দিবেন কিংবা তার জন্য দুআ করবেন; এতে কোনো সমস্যা নেই। বরং এটা উত্তমও বটে। মাকরুহ তখনই হবে, যখন এ সবের কোনো একটা থাকবে না।

(৯৬৩) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

كُلُّ أُمَّتِيْ مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ، وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ، فَيَقُوْلَ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا. وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ، عَنْهُ.

অর্থ: আমার প্রত্যেক উম্মত ক্ষমাপ্রাপ্ত, তবে যে গুনাহকে প্রকাশ করে (তাকে মাফ করা হবে না)। প্রকাশ করার একটা পদ্ধতি হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি রাতে কোনো খারাপ কাজ করল, আল্লাহ তার সেই গুনাহ গোপন রাখলেন। কিন্তু সকাল হলে সে বলল, হে অমুক! গতরাতে আমি এই এই পাপ কাজ করেছি। অথচ রাতে তার রব দোষটি গোপন রেখেছিলেন, আর সে সকালে আল্লাহর গোপনকৃত দোষটি প্রকাশ করে দিল।[১৪১৩]

১৪১৩. সহিহ বুখারি: ৬০৬৯, সহিহ মুসলিম: ২৯৯০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কারো গোলাম, স্ত্রী, ছেলে, দাস কিংবা অধীনস্থ কাউকে তার বিরুদ্ধে ফুঁসলানো হারাম

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য কারো গোলাম বা স্ত্রী বা ছেলে অথবা দাস কিংবা এরকম অধীনস্থ কাউকে এমন কথা বলা হারাম, যা দ্বারা তাকে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফুঁসলানো হয়। তবে সৎকাজের আদেশ বা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

অর্থ: তোমরা পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর, তবে গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে নয়।[১৪১৪] আরো বলেন–

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ.

অর্থ: সে যাই বলে তা সদা প্রস্তুত একজন প্রহরী সংরক্ষণ করে নেন।[১৪১৫]

(৯৬৪) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوْكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا.

অর্থ: যে ব্যক্তি কারো স্ত্রী বা গোলামকে ফুঁসলায়, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত না।[১৪১৬]

আল্লাহর আনুগত্যে বের করা সম্পদের ক্ষেত্রে যা বলবে

আল্লাহর আনুগত্যে বের করা সম্পদের ক্ষেত্রে "ব্যয় করেছি" বা এ জাতীয় শব্দ বলা উচিত। সুতরাং এভাবে বলবে, আমি আমার হজে এক হাজার টাকা খরচ করেছি, যুদ্ধে দুই হাজার টাকা খরচ করেছি। এমনিভাবে মেহমানদারীতে ব্যয় করেছি, ছেলেদের খৎনায় ব্যয় করেছি, আমার বিয়েতে খরচ করেছি বা এ জাতীয় কোনো শব্দ। এমন শব্দ বলবে না, যা অধিকাংশ সাধারণ মানুষ বলে থাকে যে, মেহমানদারীতে আমি লোকসানগ্রস্ত হয়ে গেছি। হজে এত টাকা লোকসান হয়েছে। সফরে এত টাকা নষ্ট হয়েছে। মোটকথা, আনুগত্যে

১৪১৪. মায়িদা: ২।

১৪১৫. কাফ: ১৮।

১৪১৬. সুনানে আবু দাউদ: ৫১৭০, সুনানে নাসাঈ: ৯১৭০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ব্যয়ের ক্ষেত্রে খরচ করেছি এবং এ জাতীয় কিছু বলবে। গুনাহ ও অপছন্দনীয় কাজে ব্যয় করলে লোকসানগ্রস্ত হয়েছি, ঋণ হয়ে গেছি বা বিনষ্ট করেছি ইত্যাদি বলবে। আনুগত্যের ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করা যাবে না।

ইমামের বলার পরে ইয়াকা না'বুদু বলা নিষিদ্ধ

নামাজে ইমামের إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ বলার পরে অধিকাংশ লোক إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ বলে থাকে, যা নিষিদ্ধ। এটা পরিত্যাগ করা এবং এ থেকে বিরত থাকা উচিত। আমাদের উলামায়ে কেরামের মধ্য থেকে "বয়ান" কিতাবের লেখক বলেন, এমনটা করলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে, তবে তিলাওয়াতের নিয়তে পড়লে ভিন্ন কথা। যদিও এই মতে আপত্তি আছে। তে প্রকাশ থাকে যে, এই মতের সাথে কেউ একমত হননি। অতএব, এটা বলা থেকে বিরত থাকা উচিত, কেননা যদিও নামাজ নষ্ট হয় না, তবুও এ স্থানে বলা মাকরুহ। আল্লাহ সর্বজ্ঞাত।

শুল্ককে সরকারের সম্পদ বলা নিষেধ

যেসব বিষয়ে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং বেঁচে থাকতে বলা হয়েছে, তন্মধ্যে এও একটি, যা ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদিতে আরোপিত ট্যাক্সের ব্যাপারে সাধারণ মানুষ বলে থাকে– এটা বাদশার সম্পদ, তোমার ওপর বাদশার হক আছে। অথবা এমন কিছু বলা যাতে ট্যাক্সকে সরকারের হক বা সম্পদ অভিহিত করা হয়। এটা অত্যন্ত খারাপ ও ঘৃণ্য নব আবিষ্কৃত বিষয়। এমনকি কিছু উলামায়ে কেরাম তো বলেই ফেলেছেন, যে ট্যাক্সকে সরকারের সম্পদ নাম দিবে, সে কাফের হয়ে যাবে! ইসলাম ধর্ম থেকে বেরিয়ে যাবে। তবে বিশুদ্ধ মত হল, কাফের হবে না। তবে যদি সে একে জুলুম জানা সত্ত্বেও সরকারের পাওনা মনে করে। অতএব, একে ট্যাক্স বা আয়কর ইত্যাদি বলাটাই সঠিক। আল্লাহ তাআলাই তাওফিকদাতা।

আল্লাহর ওয়াস্তে জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু চাওয়া মাকরুহ

(৯৬৫) হজরত জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ، إِلَّا الْجَنَّةُ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আল্লাহর দোহাই দিয়ে জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু চাওয়া যাবে না।[১৪১৭]

আল্লাহর ওয়াস্তে প্রার্থনাকারী ও সুপারিশকারীকে তাড়িয়ে দেয়া মাকরুহ

(৯৬৬) হজরত ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ، فَأَعِيْذُوْهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ، فَأَعْطُوْهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوْهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَا تُكَافِئُوْنَهُ فَادْعُوْا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ.

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে আশ্রয় চায়, তাকে আশ্রয় দাও। যে আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু চায়, তাকে দান কর। যে তোমাদেরকে দাওয়াত করে, সাড়া দাও। যে তোমার কোনো উপকার করে, তাকে প্রতিদান দাও। যদি তাকে প্রতিদান দেয়ার মত কিছু না পাও, তাহলে তার জন্য এই পরিমাণ দুআ কর, যেন তোমার মনে হয় তার প্রতিদান দেয়া হয়ে গেছে।[১৪১৮]

"আল্লাহ তোমার জীবন দীর্ঘায়িত করুক" বলা মাকরুহ

"আল্লাহ তোমার জীবন দীর্ঘায়িত করুক" বলা প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী মাকরুহ। আবু জাফর নাহহাস 'সানাতুল কিতাব' বইয়ে (পৃ. ১৬৮-১৬৯) বলেন, কিছু উলামায়ে কেরাম একে মাকরুহ বলেছেন। আবার কেউ বৈধ বলেছেন। ইসমাঈল বিন ইসহাক বলেন, সর্বপ্রথম জিন্দিকরাই নামের শুরুতে এ কথা লিখতে শুরু করেছে। হাম্মাদ বিন সালামা রহ. থেকে বর্ণিত– মুসলমানদের চিঠির ভাষা ছিল; অমুক থেকে অমুকের প্রতি। হামদ ও সালাতের পর, তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি ঐ আল্লাহর প্রশংসা করি, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তার কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবারের ওপর রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর জিন্দিকরা এ ধরনের চিঠির প্রচলন শুরু করে, যার শুরুতে– আল্লাহ তোমার জীবন দীর্ঘায়িত করুক।

১৪১৭. সুনানে আবু দাউদ: ১৬৭১।

১৪১৮. সুনানে আবু দাউদ: ১৬৭২, সুনানে নাসাঈ ৫/৮২, মু. আহমাদ ২/৬৮, আদাব: ২১৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

"আমার মা-বাবা তোমার ওপর উৎসর্গিত হোক" বলা যাবে

বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী একজন আরেকজনকে "আমার মা-বাবা তোমার ওপর উৎসর্গিত হোক" বা "আল্লাহ আমাকে আপনার ওপর উৎসর্গ করুক" বলতে পারবে। এটি মাকরুহ নয়। সহিহ বুখারি এবং সহিহ মুসলিমসহ অন্যান্য কিতাবে এর বৈধতার পক্ষে একাধিক প্রসিদ্ধ হাদিস এসেছে। এ ক্ষেত্রে বাবা-মা মুসলমান হওয়া না হওয়া সমান। যদিও কিছু উলামায়ে কেরাম মা-বাবা মুসলমান হলে এমনটা অপছন্দ করেন। নাহহাস বলেন, "আল্লাহ আমাকে আপনার ওপর উৎসর্গ করুক" বলা হজরত মালিক বিন আনাস রহ. অপছন্দ করতেন। তবে মালেকি কিছু আলেম একে বৈধ বলেছেন। কাজি ইয়াজ বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের মতে এমনটা বলা বৈধ, উৎসর্গিত ব্যক্তি মুসলমান হোক বা কাফের।

ফায়দা: এর বৈধতার পক্ষে অগণিত সহিহ হাদিস এসেছে। শরহে সহিহ মুসলিমে এর কিছু বর্ণনা করেছি।[১৪১৯]

خُصُوْمَةٌ ও جِدَالٌ ,مِرَاءٌ শব্দাবলী নিন্দনীয়

নিন্দিত শব্দাবলীর মধ্যে রয়েছে ঝগড়া, বিবাদ ও কলহ। ইমাম আবু হামেদ গাজালি রহ. বলেন, مِرَاءٌ বলা হয়– ত্রুটি প্রকাশ করার লক্ষ্যে অন্য কারো কথায় দোষ ধরা। এখানে তার উদ্দেশ্য থাকে কেবল বক্তাকে তুচ্ছ করা এবং তার ওপর নিজের বিশেষত্ব প্রমাণ করা। جِدَالٌ : মতামত প্রকাশ ও তা প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত। আর خُصُوْمَةٌ: কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হওয়া, যাতে নিজের সম্পদ অর্জন হয় বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য হাসিল হয়। এটা কখনো ব্যক্তি নিজেই শুরু করে, কখনো অন্যের কথার মাঝখানে দখল দেয়। مِرَاءٌ কেবল অন্যের কথায় অনভিপ্রেত অনুপ্রবেশের মাধ্যমেই হয়। গাজালির বক্তব্য সমাপ্ত হল।[১৪২০]

জ্ঞাতব্য, جِدَالٌ কখনো সত্যের জন্য হয়, আবার কখনো বাতিলের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন–

১৪১৯. দেখুন: শরহে সহিহ মুসলিম ১৫/১৮৪।

১৪২০. ইহয়াউ উলুমিদ্দিন ৩/১১৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ.

অর্থ: তোমরা আহলে কিতাবদের সাথে কেবল সুন্দর পদ্ধতিতেই তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হও।[১৪২১] আরো বলেন–

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ.

অর্থ: তুমি তাদের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে তর্ক কর।[১৪২২] অন্যত্র বলেন–

مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا.

অর্থ: আল্লাহর আয়াত নিয়ে কেবল কাফেররাই তর্কে লিপ্ত হয়।[১৪২৩] যদি সত্য জানা ও প্রতিষ্ঠার জন্য তর্ক হয়, সেটা প্রশংসনীয়। যদি হককে দমন করার জন্য বা ইলম ছাড়া তর্ক হয়, তাহলে সেটা নিন্দনীয়। বৈধতা ও অবৈধতার দলিলগুলো এভাবেই ব্যাখ্যা করতে হবে।

জনৈক আলেম বলেন, দীন ধ্বংসকারী, মনুষ্যত্য ক্ষয়কারী, জীবনের স্বাদ বিনষ্টকারী এবং মনোযোগ ব্যস্তকারী হিসাবে ঝগড়ার চেয়ে বড় আর কিছু আমি দেখিনি ন। যদি কেউ আপত্তি করে এটা বলে যে, নিজের অধিকার আদায়ের জন্য তর্ক-বিতর্ক করা জরুরি। এর উত্তর সেটাই, যেটা ইমাম গাজালি রহ. দিয়েছেন। তা হল, যে অন্যায়ভাবে বা না জেনে তর্ক করে তার তর্ক-বিতর্ক নিন্দনীয়। যেমন– কাজির সামনে নির্ধারিত উকিল। কেননা, সে মামলার উকালতি করে সত্য কোন দিকে সেটা না জেনেই। ফলে সে নিন্দনীয় তর্কে জড়ায়। মাত্রারিক্ত অধিকার চাওয়াও নিন্দনীয়। সে অপর পক্ষকে কষ্ট দেয়া ও তার ওপর বিজয়ী হওয়ার জন্য মিথ্যা বলে ও অনর্থক ঝগড়া করে। ঐ ব্যক্তির তর্ক-বিবাদও নিন্দনীয় হবে যে কষ্টদায়ক কথাবার্তাও বলে, অথচ অধিকার আদায়ে এগুলোর কোনো প্রয়োজন ছিল না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কেবল বিদ্বেষবশতঃ অপর পক্ষকে দমন-পীড়নের জন্যই এর প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়, এটাও নিন্দনীয়। পক্ষান্তরে যদি মাজলুম শরিয়তের বাতলানো পন্থায় বিতর্ক, সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি ব্যতিরেকে এবং জেদপ্রকাশ ও কষ্টপ্রদানের নিয়ত ছাড়া নিজের যুক্তি শক্তিশালী করে, তাহলে এটি হারাম নয়। কিন্তু অন্য পন্থায় কাজ হয়ে গেলে এটা না করাই উত্তম।

১৪২১. আনকাবুত: ৪৬।

১৪২২. নাহল: ১২৫।

১৪২৩. গাফির: ৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কেননা, তর্ক-বিতর্কে যবানকে মধ্যপন্থায় রাখা মুশকিল। বিতর্ক মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে এবং প্ররোচিত করে। আর মানুষ ক্রুদ্ধ হলে পরস্পর বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। এমনকি তারা একে অপরের দোষ বলে আনন্দ লাভ করে। অপরের সুখে ব্যথিত হয়। অপরের সম্মানহানি করে। যারাই বিতর্ক করে তারা এ সকল আপদের মুখামুখী হয়। সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম ক্ষতি হচ্ছে, অন্তরকে এর সাথে নিয়োজিত রাখা। এমনকি নামাজে হলেও অন্তর কিন্তু তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে থাকে। অতএব, তার অবস্থা স্থিতিশীল থাকে না। খারাবির মূলেই খুসুমাহ, এমনিভাবে জিদাল ও মিরা। অতএব, অতি প্রয়োজন ছাড়া বিতর্কের সূচনা করা উচিত না। এমনটা করলে যবান ও অন্তর বিতর্কের আপদ থেকে মুক্ত থাকবে।

(৯৬৭) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

كَفٰى بِكَ إِثْمًا أَنْ لَا تَزَالَ مُخَاصِمًا.

অর্থ: সর্বদা তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত থাকাটাই তুমি গুনাহগার হওয়ার জন্য যথেষ্ট।[১৪২৪] হজরত আলি রাদি. থেকে বর্ণিত–

إِنَّ لِلْخُصُوْمَاتِ قُحَمًا.

অর্থ: নিশ্চয় তর্ক-বিবাদে ধ্বংস রয়েছে।[১৪২৫]

অযাচিত ভঙ্গি মাকরুহ

অযাচিত ভঙ্গি, কৃত্রিম ছন্দ ও বাগ্মিতা, বাগ্মিতার ভানকারীদের ন্যায় অপ্রয়োজনীয় ভূমিকা এবং কথায় চাকচিক্য সৃষ্টি করা; সবই অপছন্দনীয়। এমনি সাধারণ লোকদের সম্বোধন করতে গিয়ে কৃত্রিম ছন্দ মিলানো, সূক্ষ্ম ইরাব এবং চিন্তা করে অপরিচিত শব্দ ব্যবহার করা নিন্দনীয়। সম্বোধনে এমন শব্দ নিয়ে আসা উচিত, যা শ্রোতা সহজেই স্পষ্ট বুঝতে পারে; তার জন্য কঠিন না হয়।

(৯৬৮) হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

১৪২৪. সুনানে তিরমিজি: ১৯৯৪।

১৪২৫. সুনানে বাইহাকি ৬/৮১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْبَلِيْغَ مِنَ الرِّجَالِ، الَّذِيْ يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ.

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ঐ বাগ্মী সাহিত্যিককে অপছন্দ করেন, যে গরুর মতো চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[১৪২৬]

(৯৬৯) হজরত ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন –

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ. قَالَهَا ثَلَاثًا.

অর্থ: বাড়াবাড়িকারীরা ধ্বংস হোক। তিনি কথাটি তিনবার বলেছেন।[১৪২৭]

(৯৭০) হজরত জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ، وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الثَّرْثَارُونَ، وَالْمُتَشَدِّقُونَ، وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ. قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُوْنَ، وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ، فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ ؟ قَالَ: الْمُتَكَبِّرُوْنَ.

অর্থ: কেয়ামতের দিন আমার নিকট তোমাদের ঐ ব্যক্তিই সবচেয়ে প্রিয় ও সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে, যার চরিত্র সবার থেকে সুন্দর হবে। আর আমার কাছে সর্বাধিক ঘৃণিত ও সবচেয়ে দূরবর্তী থাকবে বাচাল, বাকপটু এবং অহঙ্কারী ব্যক্তি। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, সারসারুন ও মুতাশাদ্দিকুনের অর্থ তো আমরা জানি। কিন্তু মুতাফাইহিকুন কী জিনিস? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অহঙ্কারী। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[১৪২৮]

তবে বয়ান ও ওয়াজের সময় বাড়াবাড়ি ছাড়া এমন সুন্দর শব্দাবলীর ব্যবহার নিন্দনীয় নয়। কেননা এ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর ইবাদতের দিকে

১৪২৬. সুনানে আবু দাউদ: ৫০০৫, সুনানে তিরমিজি: ২৮৫৩।

১৪২৭. সহিহ মুসলিম: ২৬৭০, মু. আহমাদ ১/৩৮৬, সুনানে আবু দাউদ: ৪৬০৮।

১৪২৮. সুনানে তিরমিজি: ২০১৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মানুষের অন্তর আকৃষ্ট করা। আর এ ক্ষেত্রে সুন্দর ভাষার ভালো প্রভাব আছে।

ইশার নামাজের পর বৈধ কথাবার্তাও মাকরুহ

ইশার নামাজ আদায়ের পর অন্য সময়ে মুবাহ এমন কথাবার্তাও মাকরুহ। আমি মুবাহ দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছি– যেটি করা এবং না করা বরাবর। অন্য সময়ে হারাম বা মাকরুহ কথাবার্তা তো আরো কঠিন হারাম ও মাকরুহ। তবে ভালো বিষয়ে আলোচনা করা যেমন– ইলমি আলোচনা, নেককারদের ঘটনা ও উত্তম চরিত্রের ঘটনাবলী এবং মেহমানদের সাথে গল্প করা মাকরুহ নয়। বরং সেটা মুস্তাহাব। এ সংক্রান্ত অনেক সহিহ হাদিস বর্ণিত আছে। এমনিভাবে ওজর বা সাময়িক বিষয়ে কথাবার্তা বলাতে সমস্যা নেই। যা উল্লেখ করলাম, সে সম্পর্কে বহু প্রসিদ্ধ হাদিস বিদ্যমান। সংক্ষেপে কিছু এখানে উল্লেখ করছি। তাছাড়া আরো অনেকগুলোর দিকে আমি ইঙ্গিত করছি।

(৯৭১) হজরত আবু বারজা রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার পূর্বে ঘুমাতে এবং পরে কথাবার্তা বলতে অপছন্দ করতেন।[১৪২৯] পূর্বে যেসব কারণে ইশার পরে কথাবার্তা বলা বৈধ বলেছি, এর স্বপক্ষে অনেক হাদিস রয়েছে। কিছু নিম্নরূপ:

(৯৭২) হজরত ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِشَاءِ فِيْ آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ ؟ فَإِنَّ عَلَىٰ رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ.

১৪২৯. সহিহ বুখারি: ৫৪৭, সহিহ মুসলিম ৬৪৭, সুনানে আবু দাউদ: ৩৯৮, সুনানে তিরমিজি: ২৬৮, মুসনাদে আহমাদ ৪/২৪০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ জীবনে একদিন ইশার নামাজ পড়লেন। সালাম ফিরিয়ে বললেন, তোমরা কি এই রাত সম্পর্কে জান? নিশ্চয় বর্তমানে যারা দুনিয়াতে আছেন একশ বছরের মাথায় তাদের কেউ আর অবশিষ্ট থাকবেন না।[১৪৩০]

(৯৭৩) হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: عَلَى رِسْلِكُمْ، أُعْلِمُكُمْ وَأَبْشِرُوا أَنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ، عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ يُصَلِّيْ هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ. أَوْ قَالَ: مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ইশার নামাজ পড়াতে দেরী করলেন, এমনকি রাত গভীর হয়ে গেল। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে নামাজ পড়ালেন। নামাজ শেষ করে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা সবাই বসে থাক। আমি কিছু কথা বলব। তোমরা আল্লাহ পাকের এই নেয়ামতের সুসংবাদ গ্রহণ কর যে, তোমরা ছাড়া এই মুহূর্তে আর কেউ নামাজ পড়েনি।[১৪৩১]

(৯৭৪) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّهُمُ انْتَظِرُوْا النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَجَاءَهُمْ قَرِيْباً مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، فَصَلّٰى بِهِمْ: يَعْنِيْ الْعِشَاءَ، قَالَ: ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ: أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا ثُمَّ رَقَدُوْا، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِيْ صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ.

অর্থ: লোকেরা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপেক্ষা করছিল। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় অর্ধরাতে আসলেন। এসে তাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়ালেন। এরপর খুতবা দিতে গিয়ে বললেন,

---

১৪৩০. সহিহ বুখারি: ১১৬, সহিহ মুসলিম: ২৫৩৭, সুনানে আবু দাউদ: ৪৩৪৮, সুনানে তিরমিজি: ২২৫২, মুসনাদে আহমাদ ২/৮৮।

১৪৩১. সহিহ বুখারি: ৫৬৭, সহিহ মুসলিম: ৬৪১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

শোনো! অন্যান্য লোকেরা তো নামাজ পড়ে শুয়ে পড়েছে। (আর তোমরা অপেক্ষা করছিলে) যতক্ষণ তোমরা অপেক্ষা করছিলে, ততক্ষণ যেন নামাজেই ছিলে।[১৪৩২] হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. কর্তৃক আপন খালা মাইমুনার ঘরে রাত্রিযাপন সম্পর্কিত হাদিস আছে–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ دَخَلَ فَحَدَّثَ أَهْلَهُ، وَقَوْلُهُ: نَامَ الْغُلَيِّمُ؟

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামাজ পড়ে এসে নিজ স্ত্রীর সাথে কথাবার্তা বলেছেন। কথাবার্তার এক পর্যায়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বালকটি ঘুমিয়ে পড়েছে?[১৪৩৩]

এ ব্যাপারে হজরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাদি. এর মেহমান ও তাঁর থেকে এ সংক্রান্ত হাদিস রয়েছে। এমনকি তিনি ইশার নামাজ পড়ে এসে তাদের সাথে, নিজ-সন্তানের সাথে বিভিন্ন কথাবার্তা বললেন।[১৪৩৪] এ ধরনের ঘটনা অসংখ্য-অগণিত। যতটুকু উল্লেখ করেছি ততটুকুই যথেষ্ট। সব প্রশংসা আল্লাহ পাকের।

ইশাকে আতামা, মাগরিবকে ইশা এবং ফজরকে গাদাত বলা মাকরুহ

ইশাকে আতামা নাম দেয়া মাকরুহ। এ সংক্রান্ত অনেক সহিহ হাদিসের বিদ্যমান। মাগরিবকে ইশা নামকরণও মাকরুহ।

(৯৭৫) হজরত আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল মুজানি রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَىٰ اِسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبِ قَالَ: وَتَقُوْلُ الْأَعْرَابُ: هِيَ الْعِشَاءُ.

১৪৩২. সহিহ বুখারি: ৬০০।

১৪৩৩. সহিহ বুখারি: ১১৭।

১৪৩৪. প্রথম হাদিস: সহিহ বুখারি: ১১৭, মুসলিম ৭৬৩। দ্বিতীয় হাদিস: সহিহ বুখারি: ৬০২, সহিহ মুসলিম: ২০৫৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: মাগরিবের নামকরণে যেন গ্রাম্য লোকেরা তোমাদের ওপর জয়ী না হয়। বর্ণনাকারী বলেন, তৎকালীন আরব বেদুঈনরা মাগরিবকে ইশা বলত।[১৪৩৫] –ইশাকে আতামা নামকরণে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যেমন– এক হাদিসে আছে:

لَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

অর্থ: যদি লোকেরা জানত, আতামা ও ফজরের নামাজে কি পরিমাণ সওয়াব ও কল্যাণ নিহিত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এই দুই নামাজে আসত।[১৪৩৬] এসব হাদিসের উত্তর দুইভাবে দেয়া যায়– এক. এই হাদিসগুলোতে আতামা বলা হয়েছে এটা বুঝানোর জন্য যে, আতামা নামকরণের নিষেধাজ্ঞা হারাম হওয়ার কারণে নয়, বরং মাকরুহে তানজিহি হওয়ার কারণে। দুই. এই হাদিসগুলোর সম্বোধিত ব্যক্তি এমন ছিল, যাদের সামনে ইশা বললে ভুল বুঝার আশঙ্কা ছিল। বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী ফজরের নামাজকে গাদাত নামকরণে কোনো অপছন্দনীয়তা নেই। ফজরকে গাদাত (غَدَاةٌ) নামকরণে অনেক সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আমাদের একদল উলামা একে মাকরুহ বলেছেন; তাদের কথা ধর্তব্য নয়। মাগরিব ও ইশাকে একসাথে 'ইশাআইন' বলাতে কোনো সমস্যা নেই। ইশাকে "ইশায়ে আখিরা" বললেও কোনো সমস্যা হবে না। আসমায়ি রহ. এর বক্তব্য– ইশাকে ইশায়ে আখিরা বলা যাবে না: স্পষ্ট ভুল।

সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.

অর্থ: যে মহিলা সুগন্ধি লাগাবে সে যেন ইশায়ে আখিরা তথা ইশার নামাজের জামাতে হাজির না হয়।[১৪৩৭] বিষয়টি অগণিত সাহাবায়ে কেরাম থেকেও সহিহ বুখারি ও মুসলিম ইত্যাদিতে বর্ণিত হয়েছে। আমি প্রমাণ সহকারে এসব 'তাহজিবুল আসমায়ি ওয়াল্লুগাত' বইয়ে উল্লেখ করেছি।

১৪৩৫. সহিহ বুখারি: ৫৬৩।

১৪৩৬. সহিহ বুখারি: ৬৫৩, সহিহ মুসলিম: ৪৩৭।

১৪৩৭. সহিহ মুসলিম: ৪৪৪, সুনানে আবু দাউদ: ৪১৭৫, সুনানে নাসাঈ ৮/১৫৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ক্ষতি ও কষ্টের আশঙ্কা হলে কারো গোপন বিষয় প্রকাশ করা হারাম

নিষেধকৃত বস্তুগুলোর একটি হল, ক্ষতি ও কষ্টের কারণ হলে অন্যের গোপন কথা প্রকাশ করা। এ ব্যাপারে অনেক হাদিস রয়েছে।

(৯৭৬) হজরত জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيْثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ.

অর্থ: কেউ (কারো কাছে) কিছু বলে তার দিকে তাকালে কথাগুলো আমানত হয়ে যায়। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[১৪৩৮]

বিনা প্রয়োজনে স্ত্রীকে মারার কারণ জিজ্ঞাসা করা যাবে না

বিনা প্রয়োজনে কোনো পুরুষকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা যাবে না যে, স্ত্রীকে মারলেন কেন? কিতাবের শুরুতে যবান সংযত রাখার আলোচনায় অযৌক্তিক কথা থেকে বেঁচে থাকা-সংক্রান্ত অনেক সহিহ হাদিস বর্ণনা করেছি। এই সহিহ হাদিসও বর্ণনা করেছি–

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ.

অর্থ: মুসলমানের উৎকৃষ্টতা হল, অনর্থক বিষয় পরিত্যাগ করা।[১৪৩৯]

(৯৭৭) হজরত উমর বিন খাত্তাব রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন–

لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيْمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ.

অর্থ: কোনো ব্যক্তিকে এটা জিজ্ঞাসা করা যাবে না যে, কেন সে স্ত্রীকে মারল![১৪৪০]

১৪৩৮. সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৬৮, সুনানে তিরমিজি: ১৯৬০, মু. আহমাদ ৩/৩২৪।

১৪৩৯. সুনানে তিরমিজি: ২৩১৭, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৯৭২।

১৪৪০. সুনানে আবু দাউদ: ২১৪৭, সুনানে নাসাঈ: ৯১২৩, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৯৮৬, মুসনাদে আহমাদ ১/২০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কবিতা ও কবিতার দর্শনের বিবরণ

কবিতার ব্যাপারে এসেছে:

হজরত আয়েশা রাদি. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবিতার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন– কবিতার ভালো দিক ভালো এবং খারাপ দিক খারাপ।[১৪৪১] উলামায়ে কেরাম বলেন, এর অর্থ: পদ্যের হুকুম গদ্যের মতই, তবে শুধু কবিতা নিয়ে পড়ে থাকা ও তাতেই সীমাবদ্ধ থাকা নিন্দনীয়। অনেক সহিহ হাদিস থেকে প্রমাণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ভালো) কবিতা শুনেছেন এবং কাফেরদের নিয়ে ব্যাঙ্গ-কবিতা গাইতে হাসসান বিন সাবেতকে আদেশ দিয়েছেন।[১৪৪২]

এটাও প্রমাণিত যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً.

অর্থ: নিশ্চয় কিছু কবিতায় দর্শন নিহিত।[১৪৪৩] আরো প্রমাণিত আছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا.

অর্থ: কবিতা দিয়ে পেট ভরা থাকার চেয়ে বমি দিয়ে পেট ভর্তি থাকা উত্তম।[১৪৪৪] এ সব হাদিসের মর্মার্থ পূর্ববর্তী ব্যাখ্যানুযায়ী।

যেসব শব্দ উল্লেখে লজ্জাবোধ হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা

নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর একটি হল, অশ্লীল কথা ও বকবক করা। এ বিষয়ে সহিহ হাদিস অসংখ্য ও প্রসিদ্ধ। অশ্লীল কথার ব্যাখ্যা হল, খারাপ বিষয় স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত করা যদিও বিষয়টা সঠিক হয় এবং বক্তা সত্যবাদী হয়। এটা বেশিরভাগ হয়ে থাকে সহবাস বা এ জাতীয় শব্দের ক্ষেত্রে। এসব ক্ষেত্রে ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা এবং এমন সুন্দর বাক্যে সেটা ব্যক্ত করা

১৪৪১. মুসনাদে আবু ইয়ালা: ৪৭৬০।
১৪৪২. সহিহ বুখারি: ৩২১৩, সহিহ মুসলিম: ২৪৮৬।
১৪৪৩. সহিহ বুখারি: ৬১৪৫, সুনানে আবু দাউদ: ৫০১০।
১৪৪৪. সহিহ বুখারি: ৬১৫৫, সহিহ মুসলিম: ২২৫৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দরকার, যা দ্বারা উদ্দেশ্যটা বুঝে আসে। কুরআন ও হাদিসে বিভিন্ন জায়গায় খারাপ বিষয়কে এরকম সুন্দর শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। (কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ:)

আল্লাহ তাআলা বলেন–

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلٰى نِسَآئِكُمْ.

অর্থ: তোমাদের কল্যাণার্থে রোজার রাতে স্ত্রীদের সাথে কামের আচরণ হালাল করা হয়েছে।[১৪৪৫] আরো বলেন–

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ إِلٰى بَعْضٍ.

অর্থ: তোমরা একে গ্রহণ করবে কীভাবে অথচ তোমরা একে অপরের সাথে মিলিত হয়েছ (সহবাস অথবা নিভৃত স্থানে একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে)[১৪৪৬] অন্যত্র ইরশাদ করেন–

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ.

অর্থ: যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও।[১৪৪৭] এ সম্পর্কে আয়াত ও হাদিসের অভাব নেই।

উলামায়ে কেরাম বলেন, সহবাস বা এ জাতীয় অন্যান্য লজ্জাস্কর বিষয়ের ক্ষেত্রে ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা উচিত, যা দ্বারা বিষয়টা বুঝে আসে। সুতরাং নারী সহবাসকে ইফজা, দুখুল, মুআশারা, বিকা বা এ জাতীয় ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দে ব্যক্ত করবে। সরাসরি সহবাসের শব্দ ব্যবহার করতে যাবে না। এমনিভাবে পায়খানা-প্রস্রাবের ক্ষেত্রে প্রয়োজন পূরণে যাচ্ছি, বাথরুমে যাচ্ছি বা এ জাতীয় ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করবে। স্পষ্টাকারে প্রস্রাব-পায়খানার শব্দ বলবে না। এমনিভাবে বিভিন্ন দোষের কথা এমন সুন্দর বাক্যে প্রকাশ করবে, যা দ্বারা উদ্দেশ্য ঠিকই বুঝে আসে।

জ্ঞাতব্য, এ সবই হচ্ছে তখন, যখন স্পষ্টাকারে খারাপ বিষয়টা বলার প্রয়োজন নেই। তবে কাউকে বুঝানো বা শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজন হলে এবং

১৪৪৫. বাকারা: ১৮৭।

১৪৪৬. নিসা: ২১।

১৪৪৭. বাকারা: ২৩৭। আয়াতগুলোর তরজমা অধমের অনূদিত তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআন থেকে নেওয়া।– অনুবাদক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সম্বোধিত ব্যক্তি রূপক অর্থকেই মূল মনে করার আশঙ্কা থাকলে বা স্পষ্ট শব্দ বললে উল্টো বুঝার সম্ভাবনা থাকলে স্পষ্ট শব্দেই ব্যক্ত করা যাবে। যাতে প্রকৃত বিষয়টা বুঝানো যায়। বিভিন্ন হাদিসে এসব বিষয় স্পষ্টাকারে বলার ব্যাখ্যা এটাই। কারণ, কেবল আদব রক্ষার তুলনায় শ্রোতাদের মূল বিষয়টা বুঝিয়ে দেয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

(৯৭৮) হজরত ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ.

অর্থ: মুমিন কখনো কটাক্ষকারী ও দোষারোপকারী হতে পারে না। লানতকারী হতে পারে না। অশ্লীল বাক্য ব্যবহারকারী হতে পারে না। বাচাল হতে পারে না। –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।[১৪৪৮]

(৯৭৯) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَا كَانَ الْفُحْشُ فِيْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِيْ شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ.

অর্থ: নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা কোনো জিনিসের কেবল কদর্যতাই বৃদ্ধি করে। আর লজ্জাশীলতা কোনো জিনিসের সৌন্দর্যতাই বৃদ্ধি করে। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[১৪৪৯]

মা-বাবা ও সম্মানী লোকদের ধমক দেয়া হারাম

মা-বাবা এবং তাদের মত সম্মানীদেরকে ধমক দেয়া মারাত্মক পর্যায়ের হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا.

১৪৪৮. সুনানে তিরমিজি: ১৯৭৭।

১৪৪৯. সুনানে তিরমিজি: ১৯৭৫, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪১৮৫, মুসনাদে আহমাদ ৩/১৬৫, ইবনে হিব্বান: ১৯১৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আপনার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা তাকে ছাড়া আর কারো উপাসনা করবে না এবং মা-বাবার সাথে সদাচারণ করবে। যদি তোমার জীবদ্দশায় তাদের কোনো একজন বা উভয়জন বৃদ্ধ হয়ে যান, তখন তাদেরকে উফ বলবে না এবং তাদেরকে ধমক দিবে না। তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল, তাদের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়াবত হবে। (তাদের জন্য দুআ করতে গিয়ে এভাবে) বলবে– হে প্রভু! আপনি তাদের ওপর দয়া করুন যেমনিভাবে তারা বাল্যকালে আমাকে (দয়া করে) লালন-পালন করেছেন।[১৪৫০]

(৯৮০) হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ. قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ. وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ.

অর্থ: মা-বাবাকে গালি দেয়া কাবিরা গুনাহ। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! মানুষ কি নিজের মা-বাবাকে গালি দিতে পারে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, (সেটা এভাবে যে,) কোনো ব্যক্তি কারো বাবাকে গালি দিল, গালি খাওয়া ব্যক্তিও গালিদাতার বাবাকে গালি দিল। এমনিভাবে কেউ আরেকজনের মাকে গালি দিল, গালি খাওয়া ব্যক্তিও তার মাকে গালি দিল।[১৪৫১]

(৯৮১) হজরত ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত–

كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِيْ : طَلِّقْهَا. فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلِّقْهَا.

অর্থ: আমার অধীনে একজন স্ত্রী ছিল, আমি তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতাম। কিন্তু উমর রাদি. একে অপছন্দ করতেন। তিনি আমাকে বললেন, তাকে তালাক দিয়ে দাও, আমি সেটা মানলাম না। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

১৪৫০. ইসরা: ২৩-২৪।

১৪৫১. সহিহ বুখারি: ৫৯৭৩, সহিহ মুসলিম: ৯০, সুনানে তিরমিজি: ১৯০৩, সুনানে আবু দাউদ: ৪১৫১, মু. আহমাদ ২/১৬৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে নালিশ করলেন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তাকে তালাক দিয়ে দাও। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।[১৪৫২]

মিথ্যার নিষিদ্ধতা ও মিথ্যার ধরন

সামগ্রিকভাবে মিথ্যা হারাম হওয়ার ওপর কুরআন-হাদিসে একাধিক দলিল বিদ্যমান। এটা সবচেয়ে নিকৃষ্ট গুনাহ ও সর্বাধিক খারাপ দোষ। কুরআন-সুন্নাহর দলিলের সাথে সাথে মিথ্যা হারাম হওয়ার ওপর উম্মতের ইজমাও সংঘটিত হয়েছে। সেগুলো আলাদা আলাদা বয়ান করার জরুরত নেই। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হল, হারামের হুকুম থেকে যে মিথ্যাকে বাদ দেয়া হয়েছে সেটা বর্ণনা করা এবং এর সূক্ষ্ম বিষয়গুলো সম্পর্কে অবিহিত করা। মিথ্যার প্রতি ঘৃণার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সহিহ এই হাদিসটাই যথেষ্ট:

(৯৮২) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

অর্থ: মুনাফিকের আলামত তিনটি:

এক. কথা বললে মিথ্যা বলে।

দুই. ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে।

তিন. তার কাছে আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে।[১৪৫৩]

(৯৮৩) হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

১৪৫২. সুনানে আবু দাউদ: ৫১৩৮, সুনানে তিরমিজি: ১১৮৯।

১৪৫৩. সহিহ বুখারি: ৩৩, সহিহ মুসলিম: ৫৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: চারটি অভ্যাস যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মাঝে চারটির যে কোনো একটি অভ্যাস থাকবে, তার মাঝে নিফাকের একটি অভ্যাস থাকবে যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করবে:

এক. যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, সে খেয়ানত করে।

দুই. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে।

তিন. ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে।

চার. ঝগড়ার সময় গালিগালাজ করে।[১৪৫৪]

যেসব মিথ্যা হারাম নয়

(৯৮৪) হজরত উম্মে কুলসুম রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন–

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِيْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِيْ خَيْرًا أَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا. زَادَ مُسْلِمٌ: قَالَتْ أَمْ كُلْثُوْمٍ: وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِيْ شَيْءٍ مِمَّا يَقُوْلُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِيْ ثَلَاثٍ : الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيْثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيْثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.

অর্থ: মানুষের ঝগড়া মিটমাট করতে গিয়ে ভালো কথা পৌঁছানো ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়। সহিহ মুসলিমে অতিরিক্ত আছে– উম্মে কুলসুম বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি স্থান ছাড়া আর কোথাও মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন বলে আমি শুনিনি:

এক. যুদ্ধ কৌশলের ক্ষেত্রে।

দুই. মানুষের মাঝে মীমাংসা করার জন্য।

তিন. স্ত্রীর সাথে স্বামীর এবং স্বামীর সাথে স্ত্রীর কথা বলার ক্ষেত্রে।[১৪৫৫]

এই হাদিসে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, কিছু জায়গায় কোনো কল্যাণে মিথ্যা বলা জায়েজ আছে। কোন কোন জায়গায় মিথ্যা বলা বৈধ উলামায়ে

১৪৫৪. সহিহ বুখারি: ৩৪, সহিহ মুসলিম ৫৮, সুনানে আবু দাউদ: ৪৬৮৮, সুনানে তিরমিজি: ২৬৩৪, সুনানে নাসাঈ ৮/১১৬, মু. আহমাদ ২/১৮৯।

১৪৫৫. সহিহ বুখারি: ২৬৯২, সহিহ মুসলিম: ২৬০৫, সুনানে আবু দাউদ: ৪১২১, সুনানে তিরমিজি: ১৯৩৯, মু. আহমাদ ৬/৪০৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কেরাম সেটার একটা মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। আমার দেখা সবচেয়ে উত্তম নীতি হল, গাজালি রহ. যা বর্ণনা করেছেন। আর তা হল– কথা মূলত বলা হয় উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য। প্রত্যেক এমন প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য যা সত্য ও মিথ্যা উভয় ধরনের কথা বলেই হাসিল করা যায়, সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন না থাকার কারণে মিথ্যা বলা হারাম। যদি কেবল মিথ্যা বলেই উদ্দেশ্য হাসিল করা যায়, সত্য বলে সম্ভব না হয়, তাহলে বৈধ উদ্দেশ্যর জন্য মিথ্যা বলা বৈধ। যদি উদ্দেশ্য হাসিল করা ওয়াজিব হয়, তাহলে সেখানে মিথ্যা বলাও ওয়াজিব। কোনো মুসলিম কোনো অত্যাচারীর ভয়ে আত্মগোপনে থাকলে এবং তার ব্যাপারে কাউকে জিজ্ঞাসা করা হলে তার জন্য মিথ্যা বলা ওয়াজিব।

এ ধরনের আরো বিভিন্ন উদাহরণ কিতাবে আছে। তবে এসব ক্ষেত্রে তাওরিয়া অবলম্বন করাই সর্তকতা। তাওরিয়া বলা হয়– সঠিক কোনো উদ্দেশ্যে এমনভাবে কথা বলা যে, এটার দিকে সম্বন্ধ করাতে সে মিথ্যাবাদী নয়; যদিও বাহ্যিকভাবে মিথ্যাবাদী মনে হয়। তবে এসব জায়গায় তাওরিয়া অবলম্বন না করে সরাসরি মিথ্যা বলাও হারাম নয়। ইমাম গাজালি রহ. বলেন, নিজের বা অন্যের স্বার্থ জড়িত এমন বিষয়ে পূর্ববর্তী হুকুমই হবে। নিজের স্বার্থ জড়িত থাকার উদাহরণ হল, কোনো জালিম কাউকে গ্রেফতার করতঃ দখলের উদ্দেশ্যে তার সম্পদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল। এমতাবস্থায় তার জন্য অস্বীকার করা জায়েজ আছে। অথবা বাদশাহ কাউকে তার এমন কোনো মন্দকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, যার হিসাব তার ও আল্লাহর মাঝেই হবে। এমতাবস্থায় তার জন্য সেটা অস্বীকার করা বৈধ আছে। যেমন বলল– আমি ব্যভিচার করিনি, আমি মদপান করিনি।

অন্যের স্বার্থ জড়িত এমন বিষয়ের উদাহরণ হচ্ছে, কাউকে তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হল। সে তা বলতে অস্বীকার করল। তাকে সত্য-মিথ্যা দুটোর অকল্যাণ নিয়ে ভাবা উচিত। যদি সত্যে বেশি অকল্যাণ হয় তাহলে মিথ্যা বলবে। যদি মিথ্যাতেই বেশি ক্ষতি হয় বা সন্দেহ হয় তাহলে মিথ্যা বলা হারাম। নিজের স্বার্থের কারণে মিথ্যা বৈধ হয়ে থাকলে মিথ্যা না বলা মুস্তাহাব। অন্যের স্বার্থে বৈধ হয়ে থাকলে, অন্যের স্বার্থের ব্যাপারে ছাড় দেয়া বৈধ নয়। ওয়াজিব ছাড়া সাধারণ বৈধতার সব জায়গায়ই মিথ্যা বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জ্ঞাতব্য, আহলে সুন্নাতের মত অনুযায়ী মিথ্যা বলা হয়– বাস্তবতার বিপরীত কোনো বিষয়ে সংবাদ দেয়া; হোক তা জেনে-শুনে ইচ্ছা করে অথবা না জেনে অনিচ্ছায়। তবে না জেনে অনিচ্ছায় হলে গুনাহ হবে না। গুনাহ হবে কেবল ইচ্ছা করে বললে। আমাদের দলিল হচ্ছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে মিথ্যাকে ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করে বলেছেন–

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার নামে কোনো মিথ্যা হাদিস বলবে, সে যেন জাহান্নাম তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।[১৪৫৬]

কিছু বর্ণনার ক্ষেত্রে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক; নিশ্চিত না হয়ে বর্ণনা করা নিষেধ

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا.

অর্থ: যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার পিছনে তুমি পড় না। নিশ্চয় কান, চোখ এবং অন্তর সবগুলো (নিজ কৃতকর্ম সম্পর্কে) জিজ্ঞাসিত হবে।[১৪৫৭] আরো বলেন–

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ.

অর্থ: মানুষ যাই বলে তা সংরক্ষণের জন্য একজন সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছেন।[১৪৫৮] অন্যত্র বলেন–

اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ.

অর্থ: নিশ্চয় আপনার পালকর্তা প্রতীক্ষমান।[১৪৫৯]

১৪৫৬. সহিহ বুখারি: ১২৯১, সহিহ মুসলিম: ৪।
১৪৫৭. ইসরা: ৩৬
১৪৫৮. কাফ: ১৮।
১৪৫৯. সুরা গাশিয়া: ১৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(৯৮৫) আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

كَفَىٰ بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

অর্থ: প্রত্যেক শুনা কথা (যাচাই ছাড়া) বর্ণনা করে দেয়া মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।[১৪৬০]

(৯৮৬) হজরত উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

অর্থ: মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য প্রত্যেক শুনা কথা বর্ণনা করে দেয়াই যথেষ্ট।[১৪৬১] এ অধ্যায়ে সাহাবায়ে কেরামের অনেক বক্তব্য রয়েছে।

(৯৮৭) হজরত ইবনে মাসউদ রাদি. অথবা হজরত হুজায়ফা বিন ইয়ামান রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ : زَعَمُوْا.

অর্থ: ব্যক্তির "তারা ধারণা করে" নামক বাহনটি কতইনা নিকৃষ্ট।[১৪৬২]

ইমাম খাত্তাবি রহ. "মাআলিমুস সুনান" কিতাবে বলেন– রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ কথার শুরুতে যে "তারা মনে করে" বা এ জাতীয় কিছু বলে এবং তা দ্বারা উদ্দেশ্য বুঝাতে চায়, সেটাকে বাহনের সাথে তুলনা করেছেন। "তারা মনে করে" বা এ জাতীয় কথা তো কেবল সূত্রবিহীন ও ভিত্তিহীন কথার ক্ষেত্রেই বলা হয়। সেটা আরেকজনকে শুনানোর জন্যই বর্ণনা করা হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের কথা বর্ণনার নিন্দা করেছেন। বর্ণনাকৃত বিষয়টি আগেই যাচাই করে নিশ্চিত হতে আদেশ দিয়েছেন। যতক্ষণ কোনো প্রমাণ না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ বর্ণনা করবে না।

১৪৬০. সহিহ মুসলিম ১/১০, সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৯২।

১৪৬১. সহিহ মুসলিম ১/১১।

১৪৬২. সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৭২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলা ও তাওরিয়ার পথ অবলম্বন করা

জ্ঞাতব্য, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কারণ, এটি প্রচুর পরিমাণ ব্যবহার হয়। বিষয়টি ব্যাপক আকারও ধারণ করেছে। সুতরাং এর পর্যালোচনায় গুরুত্ব দেয়া উচিত। যে সেটা জানে তাকে সে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা উচিত। মিথ্যার অধ্যায়ে আমরা সেটা মারাত্মক হারাম হওয়ার কথা বলেছি। যবান অনিয়ন্ত্রণের ভয়াবহতার ব্যাপারে বলেছি। এ অধ্যায় হচ্ছে, তা থেকে নিরাপদ থাকার একটা পদ্ধতি।

জ্ঞাতব্য, তারিজ ও তাওরিয়ার ব্যাখ্যা হল, কোনো শব্দ বাহ্যিকভাবে এক অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু আপনি অন্য অর্থ উদ্দেশ্য নিলেন যা ঐ শব্দের মধ্যে আছে। কিন্তু সেটা বাহ্যিক অর্থের বিপরীতে। এটা এক ধরনের ধোঁকা ও প্রতারণা।

উলামায়ে কেরাম বলেন– শ্রোতাকে ধোঁকা দেয়ার তুলানায় অগ্রগণ্য শরয়ি কোনো কল্যাণ অথবা মিথ্যা ছাড়া পূরণ হয় না এমন কোনো প্রয়োজনের জন্য হলে সমস্যা নেই। এমন কোনো কারণ না থাকলে সেটা মাকরুহ হবে; হারাম নয়। তবে যদি এর মাধ্যমে কোনো অন্যায় পথ গ্রহণ করতে চায় বা কোনো সত্য প্রতিহত করতে চায়, তাহলে সেট হারাম হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে, অধ্যায়ের মূলনীতি।

পক্ষ-বিপক্ষের দলিলগুলো উপরিউক্ত মূলনীতি অনুযায়ী গ্রহণ করতে হবে।

নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে এসেছে:

(৯৮৮) সুফিয়ান বিন আসিদ রাদি. থেকে বর্ণিত, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ.

অর্থ: কতইনা বড় খেয়ানত যে, আপন মুসলিম ভাইয়ের কাছে কোনো কথা এমনভাবে উপস্থাপন করলেন। যাতে সে তোমাকে সত্যবাদী মনে করছে, কিন্তু বাস্তবে তুমি মিথ্যাবাদী।[১৪৬৩] হজরত ইবনে সীরিন রহ. থেকে বর্ণিত আছে– কথার ময়দান অনেক প্রশস্ত। চালাক ব্যক্তির জন্য মিথ্যা কথা বলার প্রয়োজনই পড়ে না।

১৪৬৩. সুনানে আবু দাউদ: ৪৯৭১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বৈধ তারিজের একটা উদাহরণ যা ইবরাহিম নাখায়ি বলেছেন– যখন কারো কাছে তোমার ব্যাপারে সংবাদ যাবে যে, তুমি তাকে নিয়ে কিছু বলেছ, তখন বলবে–

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا قُلْتُ مِنْ ذٰلِكَ مِنْ شَيْءٍ.

অর্থ: আমি এ বিষয়ে কিছু বলে থাকলে আল্লাহ পাক অবগত আছেন। এতে শ্রোতা মনে করবে, তুমি তাকে কিছু বলনি। অথচ তুমি এ কথা বলে উদ্দেশ্য নিয়েছ যে, আমি যা বলেছি সেটা আল্লাহ জানেন। (অর্থাৎ শব্দটি আরবিতে "না" বুঝানোর জন্য আসে, আবার অনির্দিষ্টভাবে ব্যাপকতাও বুঝে আসে। তো শ্রোতা নেতিবাচক অর্থ নিবে, আর তুমি অনির্দিষ্ট ব্যাপকতা বুঝাবে)

ইমাম নাখায়ি রহ. আরো বলেন– তুমি নিজ ছেলেকে এভাবে বলবে না যে, আমি তোমার জন্য মিষ্টি ক্রয় করব; বরং বলবে, দেখ! আমি যদি তোমার জন্য মিষ্টি খরিদ করি? ইমাম নাখায়িকে জনৈক ব্যক্তি তলব করলে তিনি দাসীকে বললেন, তুমি তাকে বলে দাও– তাকে মসজিদে গিয়ে তালাশ করুন। আরেকজন বলেন, আমার পিতা একটু আগে বেরিয়ে গেছেন।

ইমাম শাবি রহ. রেখা টেনে দাসীকে বলতেন, তুমি এখানে আঙ্গুল রেখে বলবে, তিনি এখানে নয়। কিছু বুজুর্গ এমন ছিলেন, কেউ তাদেরকে খানার আমন্ত্রণ জানালে বলতেন, আমি এক নিয়তে আছি। নিজে রোজাদার তাকে এ কথা বুঝাতেন, কিন্তু নিয়ত থাকত দাওয়াত ত্যাগের। এমনিভাবে তুমি কি তাকে দেখেছ? এর জবাবে বলবে, আমি তাকে দেখিনি, অর্থাৎ আমি তার শ্বাসযন্ত্র দেখিনি। এছাড়াও অগণিত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

যদি উপরিউক্ত পন্থায় শপথ করে এবং শপথে তাওরিয়া করে, তাহলে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। চাই আল্লাহর নামে শপথ করুক অথবা তালাক ইত্যাদির শপথ করুক। এ ক্ষেত্রে তালাক ইত্যাদি সংঘটিত হবে না। এ হল যদি বিচারক মকদ্দমায় শপথ না করায়। বস্তুতঃ বিচারক আল্লাহর নামে শপথ করালে বিচারকের নিয়ত বিবেচ্য। যদি তালাকের ব্যাপারে শপথ করায় তাহলে শপথকারীর নিয়ত বিবেচ্য। কেননা, বিচারকের জন্য তাকে তালাকের শপথ করানো বৈধ নয়। এ ক্ষেত্রে সে অন্যান্য মানুষের ন্যায়। আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।

ইমাম গাজালি রহ. বলেন, মানুষ সাধারণত আধিক্য বুঝানোর জন্য বলে থাকে:– তোমাকে ১০০ বার বলেছি, তোমাকে ১০০ বার ডেকেছি। এটাও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হারাম মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত। এখানে মূলত সংখ্যা উদ্দেশ্য থাকে না, আধিক্য উদ্দেশ্য থাকে। যদি কেবল একবারই ডেকে থাকে তাহলে এভাবে বলাটা মিথ্যে হবে। যদি এত বেশি ডাকে যে, সাধারণত মানুষ এতবার ডাকে না, তাহলে সে গুনাহগার হবে না। যদিও ১০০ বার পর্যন্ত না পৌছায়। এ দুটোর মাঝে অনেক ধাপ রয়েছে, যা অতিক্রমকারী অতিক্রম করে থাকে।

ইমাম নববি রহ. বলেন, আধিক্য বুঝানোর জন্য এরকম বলার বৈধতা ও সেটা মিথ্যা পরিগণিত না হওয়ার দলিল হল–

(৯৮৯) নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

أَمَّا أَبُوْ جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوْكٌ، لَا مَالَ لَهُ.

অর্থ: আবু জাহম তো ঘাড় থেকে লাঠি নামান না। আর মুআবিয়ার তো কোনো সম্পদ নেই।[১৪৬৪] অথচ সর্বজনবিদিত যে, মুআবিয়ার পরার মত কাপড় ছিল এবং আবু জাহম ঘুম ও অন্যান্য সময় লাঠি নামিয়ে রাখতেন।

কেউ খারাপ কথা বললে করণীয়

আল্লাহ পাক বলেন,–

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

অর্থ: যদি পক্ষ থেকে তোমার কখনো কোনো খোঁচা লাগে, তবে (বিতাড়িত শয়তান থেকে) আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই তিনি সকল কথার শ্রোতা, সকল বিষয়ে জ্ঞাত।[১৪৬৫] আরো বলেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ.

অর্থ: যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদেরকে শয়তানের পক্ষ থেকে কোনোও কুমন্ত্রণা স্পর্শ করলে তারা (আল্লাহকে) স্মরণ করে। ফলে তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।[১৪৬৬] অন্যত্র বলেন–

১৪৬৪. সহিহ মুসলিম: ১৪৮০।
১৪৬৫. সুরা হা মিম সাজদা: ৩৬।
১৪৬৬. সুরা আরাফ: ২০১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۫ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۫ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿﴾ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿﴾ ۭ

অর্থ: যারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা নিজেদের ওপর জুলুম করে ফেললে– আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কে আছে পাপ মোচনকারী? তারা জেনে-বুঝে নিজেদের কৃতকর্মের পুনরাবৃত্তি ঘটায় না। তাদেরই প্রতিদান হল, পালনকর্তার ক্ষমা এবং এমন জান্নাতসমূহ, যাতে প্রস্রবণ প্রবাহিত। তারা তথায় থাকবে অনন্তকাল। কতইনা চমৎকার সৎকর্মশীলদের প্রতিদান![১৪৬৭]

(৯৯০) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِيْ حَلِفِهِ : وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أُقَامِرْكَ .فَلْيَتَصَدَّقْ.

অর্থ: যে ব্যক্তি শপথ করতে গিয়ে বলে, লাত ও উজ্জার শপথ, সে যেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করে নেয়। আর যে ব্যক্তি তার সাথীকে বলে, এসো এদিকে জুয়া খেলি, সে যেন খয়রাত করে।[১৪৬৮]

জেনে রাখুন, কেউ হারাম কথা বললে কিংবা হারাম কর্ম করলে সাথে সাথে তার তাওবা করা ওয়াজিব। আর তাওবার রোকন তিনটি: এক. তাৎক্ষণিকভাবে পাপ থেকে বিরত থাকা। দুই. কৃতকর্মের ওপর অনুতপ্ত হওয়া। তিন. ভবিষ্যতে কখনো এর পুনরাবৃত্তি না করার দৃঢ় সঙ্কল্প করা। পাপের সাথে কোনো মানুষের হক সংশ্লিষ্ট হলে এই তিনের সাথে আরেক জিনিস ওয়াজিব। তা হচ্ছে, এই অপকর্ম (হক) মালিকের কাছে ফিরে দেয়া অথবা তার কাছে চেয়ে নেয়া। এর বিবরণ অতীত হয়েছে। বিশেষ কোনো পাপ থেকে তাওবা করলে সকল পাপ

১৪৬৭. সুরা আলে ইমরান: ১৩৫, ১৩৬। তরজমা: তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআন ১ম খণ্ড থেকে।
১৪৬৮. সহিহ বুখারি: ৪৮৬০, সহিহ মুসলিম: ১৬৬৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

থেকে তাওবা করা উচিত। তবে তাওবা বিশেষ কোনো পাপে সীমাবদ্ধ রাখলেও তাওবা সহিহ হবে। কোনো পাপ থেকে পূর্ববর্ণিত শর্তসাপেক্ষে তাওবার পরও তখনই এর পুনরাবৃত্তি ঘটালে দ্বিতীয়বার পাপীষ্ঠ হবে। এ থেকেও তাওবা করা ওয়াজিব। পূর্বের তাওবা বাতিল হবে না। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাজহাব, তবে উভয় মাসআলায় মুতাজিলাদের দ্বিমত রয়েছে।

যে সব শব্দ একদল আলেমদের দৃষ্টিতে মাকরুহ, অথচ এগুলো মাকরুহ নয়

জেনে রাখুন, এ অধ্যায় এ জন্যে যাতে বাতিল মতবাদে কেউ ধোঁকাগ্রস্ত না হয়। এগুলো বিশ্বাস না করে।

জেনে রাখুন, শরিয়তের বিধান পাঁচটি: ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরুহ এবং মুবাহ। এগুলোর কোনোটাই দলিল ছাড়া প্রমাণিত হয় না। শরিয়তের দলিলাদি প্রসিদ্ধ বিষয়। অতএব, যেটার পক্ষে দলিল থাকবে না সেটার দিকে কর্ণপাত করা হবে না। সেটা খণ্ডনেরও মুখাপেক্ষী নয়। কেননা সেটা যখন দলিল নয়, খণ্ডনেরও প্রয়োজন নেই। এতদসত্ত্বেও উলামায়ে কেরাম এমন বিষয়ের খণ্ডনে দলিল উল্লেখের কসরত করেছেন। আমার এই ভূমিকা উল্লেখের কারণ হল, আমি যা উল্লেখ করব যে, অমুক একে অপছন্দ করেছেন। অতঃপর বলব, অথচ এটা অপছন্দনীয় নয় অথবা এ কথা বাতিল ইত্যাদি। তখন যাতে এটা বাতিলকরণে দলিলের প্রয়োজন না পড়ে। কোথাও দলিল উল্লেখ করলে সেটা হবে অতিরিক্ত। আমার এ অধ্যায় কায়েমের অভীষ্ট লক্ষ্যই হল, শুদ্ধ-অশুদ্ধের পার্থক্য করা। যাতে করে এই বাতিল উক্তির সম্বন্ধিত ব্যক্তির মর্যাদার কারণে কেউ ধোঁকাগ্রস্ত না হয়।

জেনে রাখুন, আমি এ সকল বাক্য অপছন্দনীয় বলা ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করব না, যাতে তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন না হয়। তাদের প্রতি মানুষের খারাপ ধারণা সৃষ্টি না হয়। তাদের দুর্নাম করা উদ্দেশ্য নয়। তাদের থেকে বর্ণিত বাতিল উক্তি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করাই লক্ষ্য। চাই এগুলো তাদের থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হোক অথবা না হোক। বিশুদ্ধ হলেও তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে না, যেমনটা অতীত হয়েছে। তবে কখনো আমি ভালো নিয়তে কিছু সংযোজনও করেছি...।

ইমাম আবু জাফর নাহহাস তার কিতাব 'শরহু আসমায়িল্লাহি সুবহানাহু ওয়া তাআলা'য় কিছু আলেম থেকে নকল করেছেন– তিনি এ কথা বলতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অপছন্দ করতেন যে, "আল্লাহ পাক তোমাকে দান করেছেন"। তিনি বলতেন, কেননা দানকারী প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা রাখে।

ইমাম নববি বলেন, এই হুকুম সুস্পষ্ট ভুল ও নিকৃষ্ট মূর্খতা। এই যুক্তিপ্রদান অত্যন্ত নিন্দনীয়। অথচ সহিহ মুসলিমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ভ্রমণে নামাজ সংক্ষিপ্তকরণের ব্যাপারে বর্ণিত আছে–

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ.

অর্থ: এটা আল্লাহ পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য দানস্বরূপ। সুতরাং তার দান গ্রহণ কর।[১৪৬৯]

"হে আল্লাহ আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও" বলা মাকরুহ নয়

ইমাম নাহহাস পূর্বের বক্তা থেকে নকল করেন যে, তিনি : اَللّٰهُمَّ أَعْتِقْنِيْ مِنَ النَّارِ হে আল্লাহ আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও– বলতে অপছন্দ করতেন। কেননা, তিনি সওয়াবের প্রত্যাশী ছাড়া অন্য কাউকে মুক্তি দেন না।

ইমাম নববি বলেন, এই দাবী ও যুক্তি অত্যন্ত মারাত্মক ভুল ও শরিয়তের বিধান সম্পর্কে হীনতর মূর্খতা। যদি আল্লাহ তাআলা-কর্তৃক তার ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টিকে ক্ষমা বিষয়ক সহিহ হাদিসগুলো অনুসন্ধান করি, তাহলে কিতাবের কলেবর অনেক বড় হয়ে যাবে। যেমন–

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি কোনো দাস মুক্ত করবে, আল্লাহ পাক তার প্রত্যেক অঙ্গের বদলে তার একটি অঙ্গ থেকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন।[১৪৭০]

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ.

অর্থ: আল্লাহ পাক আরাফার দিনে যত মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন, অন্য কোনো দিন তত মানুষকে মুক্তি দেন না।[১৪৭১]

১৪৬৯. সহিহ মুসলিম: ৬৮৬, সুনানে আবু দাউদ: ১১৯৯, সুনানে তিরমিজি: ৩০৩৭, সুনানে নাসাঈ ৩/১১৬।

১৪৭০. সহিহ বুখারি: ৬৭১৫, সহিহ মুসলিম ১৫০৯/২২।

১৪৭১. সহিহ মুসলিম: ১৩৪৮, সুনানে নাসাঈ ৫/২৫১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহর নামে এরকম কর বলা মাকরুহ নয়

কারো কারো উক্তি– "আল্লাহর নামের ওপর (নামে) এরকম কর" বলা মাকরুহ। কেননা, আল্লাহর নাম সবকিছুর উপরে। কাজি ইয়াজসহ অনেকে বলেছেন, এই বক্তব্য গলদ। সহিহ সনদে বর্ণিত আছে যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানির ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামকে বলেছেন–

اِذْبَحُوْا عَلٰى اسْمِ اللّٰهِ .

অর্থ: তোমরা আল্লাহর নামের ওপর জবাই কর। অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বল।

"আল্লাহ পাক আমাদেরকে তার রহমতের নিবাসে একত্রিত করুন" বলা মাকরুহ নয়

ইমাম নাহহাস আবু বকর মুহাম্মাদ বিন ইয়াহিয়া থেকে নকল করেছেন। তিনি একজন ফকিহ ও আদিব ছিলেন। তিনি বলতেন, এরকম বলবে না যে, আল্লাহ পাক আমাদেরকে তার রহমতের নিবাসে একত্রিত করেছেন। কেননা আল্লাহর রহমত নিবাসের ঊর্ধ্বে। তিনি আরো বলেন, এও বলবে না যে, হে আল্লাহ, আপনার রহমতে আমাদের ওপর রহমত করুন।

ইমাম নববি বলেন, তার দাবীকৃত বাক্যদ্বয়ের কোনো দলিল আমাদের জানা নেই এবং এর কোনো দলিলও নেই। কেননা, রহমতের নিবাস দ্বারা বক্তার অভীষ্ট: জান্নাত। পুরো বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়: আল্লাহ পাক আমাদেরকে জান্নাতে একত্রিত করুক, যা প্রশান্তি, অবস্থান ও নিবাসের ঘর। সেখানে প্রবেশকারীরা আল্লাহর রহমতেই প্রবেশ করবে, যেই প্রবেশ করবে চিরদিন বসবাস করবে। সে বিপদাপদ ও পঙ্কিলতামুক্ত থাকবে। এটা স্রেফ আল্লাহর রহমতে অর্জন হবে। অতএব, সে যেন বলছে– আমাদেরকে এমন অবস্থানস্থলে একত্রিত করুন, যাতে আমরা আপনার রহমত আহরণ করতে পারি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

"হে আল্লাহ, আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন" এবং "হে আল্লাহ, আমাদের জন্য নবিজির সুপারিশ কবুল করুন" বলা মাকরুহ নয়

ইমাম নাহহাস ঐ আবু বকর থেকে নকল করেন। তিনি বলতেন, এভাবে বলবে না– اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ : হে আল্লাহ, আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন এবং এও বলবে না– اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : হে আল্লাহ, আমাদের জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ কবুল করুন। কেননা, সুপারিশ তো তার জন্যই করা হয়, যার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়।

ইমাম নববি বলেন, এটা গুরুতর ভ্রান্তি ও সুস্পষ্ট মূর্খতা। যদি এই ভুলে মানুষ ধোঁকাগ্রস্ত হওয়ার শঙ্কা না থাকত এবং তা লিখিত কিতাবাদিতে না হত তাহলে আমি এটা নকল করার দুঃসাহস দেখাতাম না। অথচ বহু সহিহ হাদিসে পরিপূর্ণ ঈমানদারকে উৎসাহ প্রদানে তাদের সাথে কৃত নবিজির সুপারিশের কথা এসেছে। যেমন:

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী–

مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ.

অর্থ: যে মুয়াজ্জিনের উক্তির ন্যায় আজানের জবাব দিবে, তার জন্য আমার সুপারিশ অবধারিত হয়ে যাবে।[১৪৭২]

ইমাম হাফেজ ফকিহ আবুল ফজল ইয়াজ রহ. কতইনা সুন্দর বলেছেন– সালাফে সালেহ রাদিয়াল্লাহু আনহুম-কর্তৃক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ কামনা করা এবং এর প্রতি তাদের আগ্রহের বিষয়টি সুপ্রসিদ্ধ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। তিনি আরো বলেন, যারা একে অপছন্দ করেন এবং একে পাপীষ্ঠদের সাথে বিশিষ্ট করেন, তাদের কথায় কর্ণপাত করা যাবে না। কেননা, সুপারিশের মাধ্যমে কিছু লোকের বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়ার এবং কিছু লোকের জান্নাতে স্তর বৃদ্ধির কথা সহিহ মুসলিম ইত্যাদির হাদিসে প্রমাণিত আছে। তিনি আরো বলেন, প্রত্যেক সমঝদার

১৪৭২. সহিহ মুসলিম: ৩৮৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

লোকই নিজের শিথিলতার স্বীকারকারী, ক্ষমার মুখাপেক্ষী এবং ধ্বংসের আশঙ্কাকারী। অতএব, এমন কথার বক্তাকে মাগফিরাত ও রহমতের প্রত্যাশা করাও অনুচিত। কারণ, এগুলো পাপীষ্ঠদের জন্য। এগুলো সালাফ-খালাফের প্রসিদ্ধ দুআর খেলাপ।

"আমি আমার রব রাব্বে কারিমের ওপর ভরসা করলাম" বলা মাকরুহ নয়

ইমাম নাহহাস ঐ আবু বকর থেকে নকল করেছেন যে, তুমি এরকম বলবে না– تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ رَبِّيْ الرَّبِّ الْكَرِيْمِ : আমি আমার রব রাব্বে কারিমের ওপর ভরসা করলাম; বরং বলবে– تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ رَبِّيْ الْكَرِيْمِ : আমি আমার রাব্বে কারিমের ওপর ভরসা করলাম। ইমাম নববি বলেন, তার কথার কোনো ভিত্তি নেই।

বায়তুল্লাহর তাওয়াফকে শাওত ও দাওর বলা মাকরুহ নয়

একদল আলেমদের থেকে কথিত আছে যে, তারা বায়তুল্লাহর তাওয়াফকে শাওত (রাউন্ড) ও দাওর (চক্র) বলতে অপছন্দ করতেন। তারা বলতেন, বরং প্রথমবারকে বলবে তাওফা, দ্বিতয়বারকে তাওফাতাইন, তৃতীয়বারকে তাওফাত এবং সপ্তমবারকে তাওয়াফ।

ইমাম নববি বলেন, আমার জানা মতে তাদের এ কথার কোনো ভিত্তি নেই। এগুলো জাহিলি যুগের শব্দ হওয়ার দরুন হয়তবা তারা অপছন্দ করেছেন, তবে এতে কোনো অপছন্দনীয়তা নেই। এটাই বিশুদ্ধ মত।

(৯৯১) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত আছে–

أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তিন শাওতে (চক্রে) দুলে দুলে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন। স্রেফ তাদের প্রতি করুণা স্বরূপ সকল চক্রে দুলে দুলে চলতে নির্দেশ দেননি।[১৪৭৩]

১৪৭৩. সহিহ বুখারি: ১৬০২, সহিহ মুসলিম: ১২৬৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

"আমরা রমজানের রোজা রেখেছি" এবং "রমজান এসেছে" বলার হুকুম

আমরা রমজানের রোজা রেখেছি এবং রমজান এসেছে ইত্যাদি দ্বারা রমজান মাস উদ্দেশ্য নিলে এটা মাকরুহ হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। একদল পূর্বসূরীদের মতে মাসের বৃদ্ধি ছাড়া স্রেফ রমজান বলা মাকরুহ। এ কথা হাসান বাসরি ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। ইমাম বাইহাকি রহ. বলেন, তাদের উভয় পর্যন্ত সনদ দুর্বল। আর আমাদের উলামাদের মাজহাব হল, এরকম বলা মাকরুহ– রমজান এসেছে, রমজান প্রবেশ করেছে, রমজান উপস্থিত হয়েছে অথবা এ জাতীয় কিছু। যাতে এগুলো দ্বারা মাস অভীষ্ট হওয়ার কোনো আলামত থাকে না। তবে সাথে মাস বুঝায় এমন কোনো আলামত থাকলে মাকরুহ নয়। যেমন– আমি রমজানের রোজা রেখেছি, আমি রমজানের রাতে কিয়াম করেছি, রমজানের রোজা ফরজ, বরকতময় মাস রমজান হাজির হয়েছে। অথবা এ জাতীয় কিছু। আমাদের উলামায়ে কেরামগণ এমনই বলেছেন। ইমাম কাজি আবুল হাসান মাওয়ারদি তার কিতাব "আলহাভি" (৩/২৪১) এ এবং আবু নাসর বিন সাব্বাগ তার "আশশামিল" কিতাবে আমাদের আলেমদের থেকে এমনই নকল করেছেন। তাদের ছাড়া অন্যান্য আলেমগণও মুক্তভাবে নকল করেছেন। তারা নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারা যুক্তিপ্রদান করেন।

(৯৯২) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا تَقُوْلُوْا رَمَضَانَ، فإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْماءِ اللهِ تَعَالىٰ، وَلَكِنْ قُوْلُوْا: شَهْرُ رَمَضَانَ.

অর্থ: তোমরা রমজান বলবে না। কেননা, রমজান আল্লাহর নামসমূহের এক নাম। তবে তোমরা বলবে, রমজান মাস।[১৪৭৪] এই হাদিস দুর্বল। স্বয়ং ইমাম বাইহাকি একে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। এর দুর্বলতা সুস্পষ্ট, কারণ আল্লাহর নামসমূহের ওপর অনেকেই কিতাবাদি লিখেছেন, কিন্তু কেউই রমজান কোনো নাম উল্লেখ করেননি।

১৪৭৪. সুনানে বাইহাকি ৪/২০১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইমাম নববি বলেন, বিশুদ্ধ মত মনে হচ্ছে তাই (আল্লাহই ভালো জানেন) যা ইমাম আবু আবদুল্লাহ বুখারি রহ. তার সহিহে (৩/২৫) এবং অন্যান্য মুহাক্কিক আলেমরা বলেছেন। এতে মুক্তভাবে কোনো অপছন্দনীয়তা নেই, যেভাবেই বলে বলুক। কেননা, দলিল ছাড়া মাকরুহ সাব্যস্ত হয় না, আর এটা মাকরুহ হওয়ার বিষয়ে কোনো দলিল নেই। বরং হাদিসে বিপরীতে বৈধতা প্রমাণিত। এ ব্যাপারে সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম ইত্যাদিতে অগণিত হাদিস বিদ্যমান। আমি সেগুলো একত্রিত করতে গেলে শতাধিক হয়ে যাবে। তবে মাত্র একটি হাদিস দ্বারা লক্ষ্যার্জন হয়ে যায়, সেটা হল–

(৯৯৩) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ ؛ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ. وَفِيْ بَعْضِ رِوَايَاتِ الصَّحِيْحَيْنِ فِيْ هَذَا الْحَدِيْثِ: إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: إِذَا كَانَ رَمَضَانَ. وَفِيْ الصَّحِيْحِ: لَا تَقَدَّمُوْا رَمَضَانَ.

অর্থ: রমজান আসলে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করা হয়।[১৪৭৫] অন্য বর্ণনায় এই হাদিসে আছে– যখন রমজান প্রবেশ করে।[১৪৭৬] সহিহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে– যখন রমজান হয়...।[১৪৭৭] সহিহ হাদিসে আছে– তোমরা রমজানের অগ্রবর্তী হয়ো না।[১৪৭৮] সহিহ হাদিসে আছে– ইসলামের মৌলিক ভিত্তি পাঁচ বস্তুর ওপর... তন্মধ্যে রয়েছে: রমজানের রোজা।[১৪৭৯] এরকম আরো বহু প্রসিদ্ধ হাদিস বিদ্যমান।

"সুরা বাকারা" ইত্যাদি বলা মাকরুহ নয়

কিছু পূর্ববর্তী থেকে কথিত আছে যে, তারা সুরা বাকারা, সুরা নিসা, সুরা দুখান, সুরা আনকাবুত, সুরা রোম, সুরা আহজাব ইত্যাদি বলাকে অপছন্দ

১৪৭৫. সহিহ বুখারি: ১৮৯৮, সহিহ মুসলিম: ১০৭৯।
১৪৭৬. সহিহ বুখারি: ৩২৭৭, সহিহ মুসলিম: ১০৭৯।
১৪৭৭. সহিহ মুসলিম: ১০৭৯।
১৪৭৮. সহিহ বুখারি: ১৯১৪, সহিহ মুসলিম ১০৮২।
১৪৭৯. সহিহ বুখারি: ৮, সহিহ মুসলিম: ১৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

করতেন। তারা বলতেন, বরং এভাবে বলবে– ঐ সুরা যাতে বাকারার কথা আলোচিত হয়েছে, ঐ সুরা যাতে নিসা আলোচিত হয়েছে ইত্যাদি।

ইমাম নববি বলেন, এ কথা ভ্রান্ত ও সুন্নাহর বিপরীত। হাদিসে অসংখ্য জায়গায় এরকম ব্যবহার বিদ্যমান। যেমন: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী–

اَلْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

অর্থ: যে ব্যক্তি রাতে সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে, তা তার নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।[১৪৮০] এরকম আরো অগণিত হাদিস রয়েছে।

"আল্লাহ তাআলা তার কিতাবে বলেন" বলা মাকরুহ নয়

হজরত মুতাররিফ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি এরকম বলতে অপছন্দ করতেন– আল্লাহ তাআলা তার কিতাবে বলেন, বরং এভাবে বলবে যে, আল্লাহ তাআলা বলেন। এটা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালবাচক ক্রিয়া হওয়ার কারণে হয়তবা তিনি অপছন্দ করতেন। অথচ আল্লাহর বাণী হচ্ছে তার কালাম, যা কাদিম (অবিনশ্বর)।

ইমাম নববি বলেন, এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়,। কারণ, বহু সহিহ হাদিসে বিভিন্নভাবে এর ব্যবহার এসেছে। আমি শরহে সহিহ মুসলিম (৭/৮৪) এ এবং আদাবুল কুররা (পৃ. ১৫৩) এ এ বিষয়ে সতর্ক করেছি। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَاللهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ .

অর্থ: আল্লাহ পাক সত্য বলছেন।[১৪৮১] সহিহ মুসলিমে হজরত আবু জর রাদি. থেকে বর্ণিত–

يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا.

অর্থ: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা বলছেন, যে ব্যক্তি একটি পুণ্য সম্পাদন করবে তার জন্য এর সমপরিমাণ

১৪৮০. সহিহ বুখারি: ৪০০৮, সহিহ মুসলিম: ৮০৭।

১৪৮১. সুরা আহজাব: ৪।

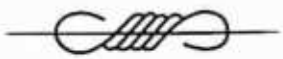
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দশটি পুণ্য থাকবে।[১৪৮২] সহিহ বুখারিতে (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا) আয়াতের ব্যাখ্যায় আছে–

অর্থ: হজরত আবু তালহা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বলছেন–

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا.

অর্থ: তোমরা পরিপূর্ণ কল্যাণ ততক্ষণ অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ নিজের প্রিয় বস্তু থেকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে না।[১৪৮৩]



১৪৮২. সহিহ মুসলিম: ২৬৮৭।
১৪৮৩. সহিহ বুখারি: ৪৫৫৪।



আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com



অধ্যায়- ২০

জামিউদ দাআওয়াত বা সমন্বয়কারী দুআসমূহ

সর্বাবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব দুআসমূহ

জেনে রাখুন, এই অধ্যায় দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সর্বাবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব দুআসমূহের আলোচনা করা, বিশেষ কোনো অবস্থা বা সময়ের সাথে বিশিষ্টকরণ ব্যতিরেকে।

জেনে রাখুন, এই অধ্যায় অনেক প্রশস্ত। দশমাংশও আয়ত্তে আনয়ন ও খতিয়ে দেখা অসম্ভব। তবুও আমি গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর দিকে ইঙ্গিত করব।

প্রথমতঃ কুরআনে বর্ণিত দুআসমূহ, যা আল্লাহ পাক আমবিয়া ও সালেহিনদের আলোচনায় উল্লেখ করেছেন। এগুলো অনেক ও প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত যে, তিনি এটা করেছেন অথবা অন্যকে শিখিয়েছেন। এই প্রকারও অগণিত। এর কিয়দংশ পূর্বের অধ্যায়সমূহে অতীত হয়েছে। আমি এখানে বিশুদ্ধ দুআর একাংশ নকল করছি, যা কুরআনে বর্ণিত দুআ ও পূর্বেকার দুআসমূহের সাথে সংযুক্ত করা হবে।

(৯৯৪) হজরত নুমান বিন বশির রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–



আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ.

অর্থ: দুআও একটি ইবাদত।[১৪৮৪] –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।

(৯৯৫) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমন্বয়কারী দুআসমূহ পড়তে পছন্দ করতেন এবং বাকিগুলো ত্যাগ করতেন।[১৪৮৫]

(৯৯৬) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ، تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ.

অর্থ: আল্লাহর কাছে দুআর চেয়ে অধিক সম্মানিত অন্য কোনো বস্তু নেই।[১৪৮৬]

(৯৯৭) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيْبَ اللهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি বিপদাপদে আল্লাহ-কর্তৃক দুআ কবুল করাকে পছন্দ করে, সে যেন সুখে বেশি বেশি দুআ করে।[১৪৮৭]

(৯৯৮) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

১৪৮৪. সুনানে আবু দাউদ: ১৪৭৯, সুনানে তিরমিজি: ৩২৪৭, সুনানে নাসাঈ: ১১৪০০, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮২৮।

১৪৮৫. সুনানে আবু দাউদ: ১৪৮২, মু. আহমাদ ৬/১৪৭।

১৪৮৬. সুনানে তিরমিজি: ৩৩৭০, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮২৯।

১৪৮৭. সুনানে তিরমিজি: ৩৩৮২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيْهِ.

অর্থ: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ দুআ ছিল–

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

উচ্চারণ: রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনয়া হাসানাতান, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতান, ওয়া কিনা আজাবান্নার।

অর্থ: হে পরওয়ারদিগার, আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। –ইমাম মুসলিম তার বর্ণনায় অতিরিক্ত এও নকল করেছেন যে, বর্ণনাকারী বলেন– হজরত আনাস রাদি. কোনো দাওয়াতে দুআ করলে এই দুআ করতেন। কোনো দুআ করতে চাইলেও এই দুআ করতেন।[১৪৮৮]

(৯৯৯) হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআ করতেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলুকাল হুদা ওয়াত্তুকা ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা ও প্রাচুর্য কামনা করি।[১৪৮৯]

(১০০০) হজরত তারেক বিন আশয়াম আশজাঈ রাদি. থেকে বর্ণিত–

كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي. وفي رواية لمسلم عن طارق: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ،

১৪৮৮. সহিহ বুখারি: ৪৫২২, সহিহ মুসলিম: ২৬৯০।

১৪৮৯. সহিহ মুসলিম: ২৭২১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي ؟ قَالَ : قُلِ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَعَافِنِيْ، وَارْزُقْنِي -وَيَجْمَعُ أَصَابِعَهُ إِلَّا الْإِبْهَامَ - فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ.

অর্থ: কোনো ব্যক্তি মুসলমান হলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আগে নামাজ শিক্ষা দিতেন, অতঃপর এই দুআ পাঠ করতে নির্দেশ দিতেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ، وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগ ফিরলি ওয়ার হামনি ওয়াহ দিনি ওয়া আফিনি ওয়ারযুকনি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার প্রতি দয়া করুন। আমাকে পথপ্রদর্শন করুন। আমাকে আরোগ্য দান করুন। আমাকে রিজিক দান করুন।[১৪৯০] –সহিহ মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় হজরত তারেক থেকে বর্ণিত আছে– নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি আল্লাহর কাছে চাইলে কিভাবে চাইব? নবিজি বললেন, তুমি বলবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ، وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ .

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগ ফিরলি ওয়ার হামনি ওয়াহ দিনি ওয়া আফিনি ওয়ারযুকনি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার প্রতি দয়া করুন। আমাকে পথপ্রদর্শন করুন। আমাকে আরোগ্য দান করুন। আমাকে রিজিক দান করুন। –কেননা এই বাক্যগুলো তোমার জন্য ইহকাল-পরকাল একত্রিত করে দিবে।[১৪৯১]

(১০০১) হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআ করতেন–

اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ.

১৪৯০. সহিহ মুসলিম: ২৬৯৭, মুসনাদে আহমাদ ৩/৪৭২।

১৪৯১. সহিহ মুসলিম: ২৬৫৪, মুসনাদে আহমাদ ২/১৬৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা মুসাররিফাল কুলুবি সাররিফ কুলুবানা আলা তাআতিক।

অর্থ: হে অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ, আমাদের অন্তরসমূহ আপনার আনুগত্যে নিয়োজিত করুন।

(১০০২) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. এর সূত্রে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত–

تَعَوَّذُوْا بِاللهِ، مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.

অর্থ: তোমরা আল্লাহর কাছে বালা-মুসিবতের কঠোরতা, দুর্ভাগ্যে নিঃপতিত হওয়া, নিয়তির অশুভ পরিণাম এবং দুশমনের খুশি হওয়া থেকে পানাহ চাও। [১৪৯২]

(১০০৩) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فَتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল আজজি ওয়াল কাসাল, ওয়াল জুবনি ওয়াল হারামি ওয়াল বুখল, ওয়া আউজুবিকা মিন আজাবিল কাবরি, ওয়া আউজুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহয়া ওয়াল মামাত।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি অক্ষমতা ও অলসতা থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করি, কাপুরুষতা, বার্ধক্য ও কৃপণতা থেকে। কবররের আজাব থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করি এবং আশ্রয় কামনা করি জীবন-মরণের ফিতনা থেকে।[১৪৯৩] অন্য বর্ণনায় আছে–

وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

১৪৯২.দুআটি এভাবে করবে–

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوْءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.

উচ্চারণ: আউজুবিল্লাহি মিন জাহদিল বালা, ওয়া দারকিশ শাকা ওয়া সুয়িল কাজা ওয়া শামাতাতিল আদা।

অর্থ: বালা-মুসিবতের কঠোরতা, দুর্ভাগ্যে নিঃপতিত হওয়া, নিয়তির অশুভ পরিণাম এবং দুশমনের খুশি হওয়া থেকে পানাহ চাই।

১৪৯৩. সহিহ বুখারি: ২৮২৩, সহিহ মুসলিম: ২৭০৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: ঋণের বোঝা থেকে এবং মানুষের কঠোরতা থেকে।[১৪৯৪]

(১০০৪) হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর আস রাদি. হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন–

أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِّمْنِيْ دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِيْ صَلَاتِيْ قَالَ : " قُلِ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

অর্থ: আমাকে একটি দুআ শিক্ষা দিন যা নামাজে পাঠ করব। নবিজি বললেন, বলুন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি জালামতু নাফসি জুলমান কাসিরা, ওয়ালা ইয়াগফিরুজ্জুনুবা ইল্লা আনতা, ফাগফিরলি মাগফিরাতান মিন ইনদিকা ওয়ার হামনি, ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহিম।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আমার নিজের ওপর অনেক বেশি জুলুম করে ফেলেছি, আর আপনি ছাড়া অন্য কেউ পাপ ক্ষমা করবে না। অতএব, আপনার পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার ওপর করুণা করুন। নিশ্চয়ই আপনিই বড় ক্ষমাশীল ও পরম দয়াপরবশ।[১৪৯৫]

ইমাম নববি বলেন, কোনো বর্ণনায় (كَبِيْرًا) শব্দ এসেছে। নামাজের আজকার অধ্যায়ে আমরা এর কথা উল্লেখ করেছি। অতএব, দুআপ্রার্থীকে উভয়টি একত্র করে বলা উচিত– كَثِيْرًا كَبِيْرًا (কাসিরান কাবিরা: অনেক বড় ও বেশি জুলুম...) এই দুআ যদিও নামাজে পড়ার বিষয়ে নির্দেশ হয়েছে,

১৪৯৪. সহিহ বুখারি: ২৮৯৩।

১৪৯৫. সহিহ বুখারি: ৮৩৪, সহিহ মুসলিম: ২৭০৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এটা অত্যন্ত সুন্দর দামী ও বিশুদ্ধ একটি দুআ। সর্বত্র পাঠ করা মুস্তাহাব। অন্য বর্ণনায় আছে– আমি এই দুআ ঘরেও পাঠ করি।[১৪৯৬]

(১০০৫) হজরত আবু মুসা আশআরি রাদি. এর সূত্রে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি এই দুআ পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ، وَإِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطَئِيْ وَعَمَدِيْ، وهَزْلِيْ وَجِدِّيْ، وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগ ফিরলি খাতিআতি ওয়া জাহলি ওয়া ইসরাফি ফি আমরি, ওয়ামা আনতা আলামু বিহি মিন্নি। আল্লাহুম্মাগ ফিরলি জিদ্দি ওয়া হাজলি, ওয়া খাতায়ি ওয়া আমদি ওয়া কুল্লু জালিকা ইনদি। আল্লাহুম্মাগ ফিরলি মা কাদ্দামতু ওয়ামা আখখারতু, ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আলানতু, ওয়ামা আনতা আলামু বিহি মিন্নি। আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুওয়াখখিরু, ওয়া আনতা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার ভ্রান্তি, মূর্খতা, কর্মে বাড়াবাড়ি এবং সেসব বিষয় ক্ষমা করুন যা সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে অধিকতর জ্ঞাত। হে আল্লাহ, আমার ঠাট্টা-তামাশা, ভুল-ইচ্ছা ক্ষমা করুন। এসব কিছু আমার মাঝে বিদ্যমান। হে আল্লাহ, আমার পূর্বের-পরের, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য এবং আপনার জ্ঞাত পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন। আপনিই শুরু আপনিই শেষ এবং আপনিই সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।[১৪৯৭]

(১০০৬) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআয় বলতেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَشَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন শাররি মা আলিমতু ওয়া শাররি মা লাম আ'মাল।

১৪৯৬. সহিহ মুসলিম: ২৭০৫, মুসনাদে আবু ইয়ালা: ৩২, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল্লাইলাহ: ১৫৯।
১৪৯৭. সহিহ বুখারি: ৬৩৯৮, সহিহ মুসলিম: ২৭১৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করি এবং যা এখনো করিনি তারও অনিষ্ট থেকে।[১৪৯৮]

(১০০৭) হজরত ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এও একটি দুআ ছিল–

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন যাওয়ালি নি'মাতিকা, ওয়া তাহাওয়ুলি আফিয়াতিকা, ওয়া ফাজআতি নিকমাতিকা, ওয়া জামিয়ি সাখাতিক।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় কামনা করি আপনার নেয়ামতের অবসান থেকে, আপনার দেয়া সুস্থতার পরিবর্তন থেকে, আকস্মিক আপনার শাস্তি থেকে এবং আপনার সবধরনের ক্রোধ থেকে।[১৪৯৯]

(১০০৮) হজরত জায়েদ বিন আরকাম রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

অর্থ: নবিজি যেমনটা বলতেন আমিও তোমাদেরকে তেমনটা বলব। তিনি বলেতেন:–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِن عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল আজজি ওয়াল কাসালি, ওয়াল জুবনি ওয়াল বুখলি ওয়াল হারামি ওয়া আজাবিল কাবর। আল্লাহুম্মা আতি নাফসি তাকওয়াহা ওয়া জাক্কিহা আনতা খাইরু মান জাক্কাহা, আনতা ওয়ালিয়্যুহা ওয়া মাওলাহা। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন ইলমিন লা ইয়ানফা' ওয়া মিন কালবিন লা ইয়াখশা', ওয়া মিন নাফসিন লা তাশবা' ওয়া মিন দাওয়াতিন লা য়ুসতাজাবু লাহা।

১৪৯৮. সহিহ মুসলিম: ২৭১৬।

১৪৯৯. সহিহ মুসলিম: ২৭৩৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কাপুরুষতা, কৃপণতা ও বার্ধক্য থেকে। কবররের আজাব থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করি। হে আল্লাহ, আমার আত্মায় তাকওয়া দান করুন। একে শুদ্ধ করুন, আপনিই পারেন ভালো করে শুদ্ধ করতে। আপনিই এর অভিভাবক ও প্রভু। হে আল্লাহ, আপনার আশ্রয় কামনা করি উপকারহীন ইলম থেকে, কঠোর অন্তর থেকে, অতৃপ্ত আত্মা থেকে এবং অগ্রহণীয় দুআ থেকে।[১৫০০]

(১০০৯) হজরত আলি রাদি. থেকে বর্ণিত, আমাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি বল–

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ وَسَدِّدْنِيْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাহ দিনি ওয়া সাদ্দিদনি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে পথপ্রদর্শন কর এবং সোজা পথে পরিচালনা কর। অন্য বর্ণনায় এসেছে:–

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ وَسَدِّدْنِيْ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল হুদা ওয়াস সাদাদ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে পথপ্রদর্শন ও যথার্থতা কামনা করি।[১৫০১]

(১০১০) হজরত সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : عَلِّمْنِيْ كَلَامًا أَقُوْلُهُ. قَالَ : قُلْ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللهِ، رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ. قَالَ : فَهٰؤُلَاءِ لِرَبِّيْ، فَمَا لِيْ ؟ قَالَ : قُلِ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَاهْدِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ وعَافِنِيْ.

১৫০০. সহিহ মুসলিম: ২৭২২, সুনানে তিরমিজি: ৩৫৬৭, সুনানে নাসাঈ ৮/২৬০, মুসনাদে আহমাদ ৪/৩৭১।

১৫০১. সহিহ মুসলিম: ২৭২৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: জনৈক বেদুঈন ব্যক্তি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে কোনো বাক্য শিক্ষা দিন যা আমি পাঠ করতে পারি? নবিজি বললেন, বল–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ.

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহ, আল্লাহু আকবার কাবিরা, ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাসিরা, সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আলামিন, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আজিজিল হাকিম।

অর্থ: একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কোনো সত্য মাবুদ নেই, তার কোনো অংশীদার নেই। আল্লাহ তাআলা মহান। সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্যই। বিশ্বজগতের পালকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করি। পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোনো ক্ষমতা ও শক্তি নেই। বেদুঈন বললেন, এই বাক্যগুলো তো রবের জন্য; আমার জন্য কী? নবিজি বললেন, বল–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ، وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগ ফিরলি ওয়ার হামনি ওয়াহ দিনি ওয়ার জুকনি ওয়া আফিনি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার প্রতি দয়া করুন। আমাকে পথপ্রদর্শন করুন। আমাকে রিজিক দান করুন এবং আমাকে সুস্থতা দান করুন।

(১০১১) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন–

اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِي الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ، وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ، وَأَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِي الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাস লিহলি দীনিয়াল্লাজি হুয়া ইসমাতু আমরি, ওয়াআসলিহলি দুনয়ায়াল্লাতি ফিহা মাআশি, ওয়াআসলিহলি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আখিরাতিয়াল্লাতি ফিহা মাআদি, ওয়াজ আলিল হায়াতা জিয়াদাতাল্লি ফি কুল্লি খাইর, ওয়াজ আলিল মাওতা রাহাতাল্লি মিন কুল্লি শার।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার জন্য আমার দীনকে উন্নতি সাধন করুন, যা আমার রক্ষাকবচ, আমার জন্য আমার ইহকাল সংশোধন করুন, যাতে আছে আমার জীবিকা এবং আমার জন্য আমার পরকাল শ্রেয়তর করুন, যা আমার প্রত্যাবর্তনস্থল। প্রত্যেক ভালো কাজকে হায়াত বৃদ্ধির মাধ্যম করুন এবং প্রত্যেক মন্দ কাজ থেকে মৃত্যুকে সঙ্কোচিত করুন।[১৫০২]

(১০১২) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন–

أَنَّ اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِيْ، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু ওয়াবিকা আমানতু, ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু, ওয়া ইলাইকা খাসামতো। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিনজ্জাতিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আন তুজিল্লানি, আনতাল হাইয়ুল্লাজি লা ইয়ামুতু, ওয়াল জিন্নু ওয়াল ইনসু ইয়ামুতুন।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার সমীপে আত্মসমর্পণ করলাম। আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করলাম। আপনার ওপরই ভরসা করলাম। আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করলাম। আপনাকেই বিচারক সাব্যস্ত করলাম। হে আল্লাহ, আমি আপনার ইজ্জতের আশ্রয় কামনা করি, আপনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। এ থেকে যে, আপনি আমাকে ভ্রষ্ট করবেন। আপনি চিরন্তন, আর মানব-দানব মরণশীল।[১৫০৩]

(১০১৩) হজরত বুরাইদা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন সে বলছে–

১৫০২. সহিহ মুসলিম: ২৭২০।

১৫০৩. সহিহ বুখারি: ৭৩৮৩, সহিহ মুসলিম: ২৭১৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ أَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ ، الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ .

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা বিআন্নি আশহাদু আন্নাকা আনতাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আনতাল আহাদুস সামাদ। আল্লাজি লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম য়ুলাদ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কামনা করি, এ হিসাবে যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া আর কোনো সত্য মাবুদ নেই, আপনি একক ও অমুখাপেক্ষী। যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং না তাকে কেউ জন্ম দিয়েছে। আর তার সমকক্ষ কেউ নেই। –অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আল্লাহ পাককে এমন নামে ডেকেছ, যা দ্বারা তাকে ডাকলেই দান করেন এবং দুআ করলেই কবুল করেন।[১৫০৪] অন্য এক বর্ণনায় আছে– নিশ্চয় সে ইসমে আজম দ্বারা আল্লাহর কাছে চেয়েছে। –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।[১৫০৫]

(১০১৪) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَرَجُلٌ يُصَلِّيْ، ثُمَّ دَعَا : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى.

অর্থ: তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসা ছিলেন এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি নামাজ পড়ে দুআ করছিল–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

১৫০৪. সুনানে আবু দাউদ: ১৪৯৩, সুনানে তিরমিজি: ৩৪৭৫, সুনানে নাসাঈ: ৭৬১৯, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৭৫৭।

১৫০৫. সুনানে আবু দাউদ: ১৪৯৪, সুনানে তিরমিজি: ৩৪৭৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা বিআন্না লাকাল হামদা, লা ইলাহা ইল্লা আনতাল মান্নান। বাদিউস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, ইয়া জালজালালি ওয়াল ইকরাম, ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কামনা করি। এ হিসাবে যে, সমস্ত প্রশংসা আপনারই। আপনার মত অনুগ্রহশীল ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। আপনি আসমান-জমিনের সৃষ্টিকারী হে সম্মানিত ও মহামহিম সত্তা। হে শাশ্বত ও চিরন্তন।– নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয় সে ইসমে আজম দ্বারা আল্লাহর কাছে চেয়েছে, যা দ্বারা তাকে ডাকলেই দান করেন এবং দুআ করলেই কবুল করেন।[১৫০৬]

(১০১৫) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাক্যসমূহ দ্বারা দুআ করতেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ الْغِنَى وَالْفَقْرِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন ফিতনাতিন্নারি ওয়া আজাবিন্নারি, ওয়া মিন শাররিল গিনা ওয়াল ফাকর।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করি জাহান্নামের ফিতনা থেকে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে এবং সুখ-দুঃখের ফিতনা থেকে। –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।[১৫০৭]

(১০১৬) হজরত কুতবা বিন মালেক রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন মুনকারাতিল আখলাকি ওয়াল আমালি ওয়াল আহওয়া।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করি অসচ্চরিত্র থেকে, অসৎ আমল থেকে এবং প্রবৃত্তি থেকে। –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।[১৫০৮]

১৫০৬. সুনানে আবু দাউদ: ১৪৯৫, সুনানে নাসাঈ ৩/৫২।

১৫০৭. সুনানে আবু দাউদ: ১৫৪৩, সুনানে তিরমিজি: ৩৪৯৫, সুনানে নাসাঈ ৮/২৬২, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৩৮।

১৫০৮. সুনানে তিরমিজি: ৩৫৯১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(১০১৭) হজরত শাকাল বিন হুমায়েদ রাদি. থেকে বর্ণিত–

قُلْتُ :يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، عَلِّمْنِي دُعَاءً. قَالَ : قُلِ : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِيْ، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيْ، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّيْ.

অর্থ: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে একটি দুআ শিক্ষা দিন। নবিজি বললেন, বল–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِيْ، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيْ، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّيْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন শাররি সাময়ি, ওয়া মিন শাররি বাসারি, ওয়া মিন শাররি লিসানি, ওয়া মিন শাররি কালবি, ওয়া মিন শাররি মানিয়্যি।[১৫০৯]

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করি কানের অনিষ্ট থেকে, চোখের খারাবি থেকে, যবানের অনিষ্ট থেকে, অন্তরের অনিষ্ট থেকে এবং লজ্জাস্থানের অনিষ্ট থেকে। –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।

(১০১৮) হজরত আনাস রাদি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল বারাসি ওয়াল জুনুনি ওয়াল জুজামি ওয়া মিন সাইয়িয়িল আসকাম।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করি শ্বেতরোগ থেকে, উন্মাদনা থেকে, কুষ্ঠরোগ থেকে এবং নিকৃষ্ট প্রভাব বিস্তারকারী রোগ থেকে।[১৫১০]

(১০১৯) হজরত আবু ইয়াসার রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআ করতেন–

১৫০৯. সুনানে আবু দাউদ: ১৫৫১, সুনানে তিরমিজি: ৩৪৯২, সুনানে নাসাঈ ৮/২৫৯।

১৫১০. সুনানে আবু দাউদ: ১৫৫৪, সুনানে নাসাঈ ৮/২৭০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّيْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল হাদামি, ওয়া আউজুবিকা মিনাত্তারাদ্দি, ওয়া আউজুবিকা মিনাল গারাকি ওয়াল হারাকি ওয়াল হারাম। ওয়া আউজুবিকা আন ইয়াতাখাব্বাতাহুশ শাইতানু ইনদাল মাওতি, ওয়া আউজুবিকা আন আমুতা ফি সাবিলিকা মুদবিরা, ওয়া আউজুবিকা আন আমুতা লাদিগা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করি বিধ্বস্ত হওয়া থেকে, গর্তে পড়া থেকে, নিমজ্জিত হওয়া থেকে, অগ্নিকাণ্ড থেকে এবং বার্ধক্য থেকে। মৃত্যুর সময় শয়তানের বিপথগামিতা থেকে, জিহাদ থেকে পলায়নরত ওফাত থেকে এবং সাপের দংশনাহত হয়ে মৃত্যু থেকে আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করি।[১৫১১] অন্য বর্ণনায় 'দুশ্চিন্তা থেকে' শব্দও এসেছে।[১৫১২]

(১০২০) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ ؛ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ ؛ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল জুয়ি, ফা ইন্নাহু বি'সাদ্বাজিউ, ওয়া আউজুবিকা মিনাল খিয়ানাতি, ফা ইন্নাহা বি'সাতিল বিতানাহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করি ক্ষুধা থেকে, কেননা এটা কতইনা মন্দ শয্যাসঙ্গী। আর খেয়ানত থেকেও আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করি। কেননা এটা কতইনা মন্দ চরিত্র।[১৫১৩]

(১০২১) হজরত আলি রাদি. থেকে বর্ণিত–

১৫১১. সুনানে আবু দাউদ: ১৫৫২, সুনানে নাসাঈ ৮/২৮২, মু. হাকেম ১/৫৩১।

১৫১২. সুনানে আবু দাউদ: ১৫৫৩।

১৫১৩. সুনানে আবু দাউদ: ১৫৪৭, সুনানে নাসাঈ ৮/২৬৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ : إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ مُكَاتَبَتِي، فَأَعِنِّيْ. قَالَ : أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ ؟ قَالَ : قُلِ : اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

অর্থ: জনৈক চুক্তিবদ্ধ দাস তার কাছে এসে বলল, আমি নির্দিষ্ট অঙ্ক পরিশোধ করতে অপারগ হয়ে গেছি, আপনি আমার সাহায্য করেন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন বাক্যসমূহ শিক্ষা দেব না, যা আমাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন? যদি তোমার ঘাড়ে পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকে তবুও আল্লাহ পাক আদায়ের ব্যববস্থা করে দিবেন? তুমি পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাক ফিনি বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়া আগনিনি বিফাদলিকা আম-মান সিওয়াক।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার দেয়া হালালের মাধ্যেমে আমাকে হারাম থেকে রক্ষা করুন এবং আপনার নিজ দয়াগুণে আমাকে আপনি ব্যতীত অন্যদের থেকে অমুখাপেক্ষী করে রাখুন। –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।[১৫১৪]

(১০২২) হজরত ইমরান বিন হুসাইন রাদি. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিতা হুসাইনকে দুটি বাক্য শিখিয়েছেন, যা দ্বারা তিনি দুআ করতেন–

اَللّٰهُمَّ أَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ، وَأَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আলহিমনি রুশদি ওয়া আয়িজনি মিন শাররি নাফসি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে সৎপথে চলার অনুপ্রেরণা দিন এবং আমাকে আমার অন্তরের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করুন। ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।[১৫১৫]

১৫১৪. সুনানে তিরমিজি: ৩৫৬৩।

১৫১৫. সুনানে তিরমিজি: ৩৪৭৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(১০২৩) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْأَخْلَاقِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাশ শিকাকি ওয়ান্নিফাকি ওয়া সুয়িল আখলাক।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করি অনৈক্য থেকে, মুনাফেকি থেকে এবং অসচ্চরিত্র থেকে।[১৫১৬]

(১০২৪) শহর বিন হাওশাব থেকে বর্ণিত–

قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ، مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ ؟ قَالَتْ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ، ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ. قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، مَا لِأَكْثَرِ دُعَاءَكَ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ، ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ ؟

অর্থ: আমি হজরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার কাছে থাকাকালে কোন দুআটি সবচে বেশি পড়তেন? তিনি বলেন, তার অধিকতর দুআ ছিল এই–

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ، ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ.

উচ্চারণ: ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুবি সাব্বিত কালবি আলা দীনিক।

অর্থ: হে অন্তর পরিবর্তনকারী সত্তা, আমার অন্তরকে আপনার দীনের ওপর অবিচল রাখুন। –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।[১৫১৭]

(১০২৫) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন–

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ جَسَدِيْ، وَعَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، واجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّيْ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللهِ، رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

১৫১৬. সুনানে আবু দাউদ: ১৫৪৬, সুনানে নাসাঈ ৮/২৬৪।

১৫১৭. সুনানে তিরমিজি: ৩৫২২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আফিনি ফি জাসাদি, ওয়া আফিনি ফি বাসারি, ওয়াজ আলহুল ওয়ারিসা মিন্নি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালিমুল কারিম, সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আরশিল আজিম, ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার শরীর ও চোখ বিপদ থেকে রক্ষা করুন। একে আমার উত্তরাধিকারী করুন। ধৈর্যশীল মহানুভব আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। আরশের ক্ষমতাবান অধিপতির পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আর সমুদয় প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তার।[১৫১৮]

(১০২৬) হজরত আবু দারদা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের একটি দুআ ছিল–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِيْ يُبَلِّغُنِيْ حُبَّكَ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ وَأَهْلِيْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা হুব্বাকা ওয়া হুব্বা মান যুহিব্বুক, ওয়াল আমালাল্লাজি য়ুবাল্লিগুনি হুব্বাক। আল্লাহুম্মায আল হুব্বাকা আহাব্বা ইলাইয়া মিন নাফসি ওয়া আহলি ওয়া মিনাল মায়িল বারিদ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার প্রেম কামনা করি এবং যে আপনাকে ভালোবাসে তারও প্রেম এবং ঐ আমল কামনা করি যা আমাকে আপনার প্রেম পর্যন্ত নিয়ে যায়। হে আল্লাহ, আপনার মহব্বত আমার কাছে আমার আত্মা, পরিবার এবং ঠাণ্ডা পানির চেয়ে প্রিয় করে দিন। –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।[১৫১৯]

(১০২৭) হজরত সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

دَعْوَةُ ذِي النُّوْنِ - إِذْ دَعَا، وَهُوَ فِيْ بَطْنِ الْحُوْتِ - : لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُ.

১৫১৮. সুনানে তিরমিজি: ৩৪৮০।

১৫১৯. সুনানে তিরমিজি: ৩৪৯০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: হজরত ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেটে থাকাবস্থায় এই দুআ করেছিলেন–

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ.

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাযযলিমিন।

অর্থ: আপনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি। নিশ্চয় আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি। –কোনো মুসলমান কোনো বিপদে এই দুআ করলে আল্লাহ পাক সাড়া না দিয়ে পারেন না।[১৫২০] –ইমাম হাকেম বলেন, এর সনদ সহিহ।

(১০২৮) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : سَلْ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ : فَإِذَا أُعْطِيْتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا، وَأُعْطِيْتَهَا فِي الْآخِرَةِ ؛ فَقَدْ أَفْلَحْتَ.

অর্থ: এক ব্যক্তি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! কোনো দুআটি শ্রেষ্ঠতম? নবিজি বললেন, তুমি তোমার রবের কাছে ইহকাল-পরকালের সুস্থতা ও আরোগ্য কামনা করবে। পরের দিনও সে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! কোনো দুআটি শ্রেষ্ঠতম? নবিজি একই উত্তর দিলেন। অতঃপর তৃতীয় দিনও এলে একই উত্তর দেন। তারপর বলেন, তুমি যখন ইহকাল-পরকালের সুস্থতা অর্জন করবে তো সফলকাম হয়ে গেলে। –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।[১৫২১] –দুআটি এরকম পড়বে –

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফিয়াতা ফিদ্দুনয়া ওয়াল আখিরাহ।

১৫২০. সুনানে তিরমিজি: ৩৫০৫।

১৫২১. সুনানে তিরমিজি: ৩৫১২, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৪৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আপনার কাছে ইহকাল-পরকালের সুস্থতা ও আরোগ্য কামনা করি।

(১০২৯) হজরত আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، عَلِّمْنِيْ شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ : سَلِ اللهَ الْعَافِيَةَ، فَمَكَثْتُ أَيَّامًا، ثُمَّ جِئْتُ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، عَلِّمْنِيْ شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللهَ، فَقَالَ لِيْ : يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُوْلِ اللهِ، ، سَلِ اللهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

অর্থ: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে কোনো দুআ শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করতে পারি। নবিজি বললেন, আল্লাহর কাছে সুস্থতা কামনা করুন। অতঃপর কিছুদিন পর পুনরায় গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে কোনো দুআ শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করতে পারি। তিনি আমাকে বললেন, হে আব্বাস–রাসুলের চাচা! আপনি রবের কাছে ইহকাল-পরকালের সুস্থতা কামনা করুন। –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি সহিহ।[১৫২২]

(১০৩০) হজরত আবু উমামা রাদি. থেকে বর্ণিত–

دَعَا رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا، قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ، دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ : أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ ؟ تَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، .

অর্থ: একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক দুআ করলেন, কিন্তু আমরা এর কিছুই মুখস্থ রাখতে পারিনি। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি তো অনেক দুআ করলেন, আমরা কিছুই মুখস্থ রাখতে পারিনি। নবিজি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এগুলোর সমন্বয়কারী দুআর কথা বলব না? তোমরা বলবে–

১৫২২. সুনানে তিরমিজি: ৩৫১৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা মিন খাইরি মা সাআলাকা মিনহু নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা, ওয়া নাউজুবিকা মিন শাররি মাসতাআজা মিনহু নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওয়া আনতাল মুসতাআন, ওয়া আলাইকাল বালাগ, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার কাছে যতসব কল্যাণ চেয়েছেন, আমরাও তা চাচ্ছি এবং আপনার নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার কাছে যতসব অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চেয়েছেন, আমরাও চাচ্ছি। আর আপনার কাছেই সাহায্য কামনা করা হয় এবং আপনার কাছেই ফরিয়াদ করা হয়। আর আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোনো ক্ষমতা ও শক্তি নেই। –ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।[১৫২৩]

(১০৩১) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা এই দুআকে আকড়ে ধরবে–

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

উচ্চারণ: ইয়া জালজালালি ওয়াল ইকরাম।

অর্থ: হে সম্মানিত ও মহামহিম সত্তা।[১৫২৪]

(১০৩২) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআয় বলতেন–

رَبِّ أَعِنِّيْ وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِيْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِيْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ هُدَايَ إِلَيَّ، وَانْصُرْنِيْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَيَّ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شَاكِرًا،

১৫২৩. সুনানে তিরমিজি: ৩৫২১।
১৫২৪. সুনানে তিরমিজি: ৩৫২৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

لَكَ ذَاكِرًا، لَكَ رَاهِبًا، لَكَ مِطْوَاعًا، إِلَيْكَ مُخْبِتًا - أَوْ مُنِيْبًا - رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ، وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ ، وَأَجِبْ دَعْوَتِيْ، وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ، وَاهْدِ قَلْبِيْ، وَسَدِّدْ لِسَانِيْ، وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِيْ.

উচ্চারণ: রাব্বি আয়িন্নি ওয়ালা তুয়িন আলাইয়া, ওয়ানসুরনি ওয়ালা তানসুর আলাইয়া, ওয়ামকুরলি ওয়ালা তামকুর আলাইয়া। ওয়াহদিনি ওয়া ইয়াসসির হুদায়া ইলাইয়া, ওয়ানসুরনি আলা মান বাগা আলাইয়া। আল্লাহুম্মাজ আলনি লাকা শাকিরা, লাকা জাকিরান, লাকা রাহিবান, লাকা মিতোওয়াআন, ইলাইকা মুখবিতান আও মুনিবান। রাব্বি তাকাব্বাল তাওবাতি, ওয়াগসিল হাওবাতি, ওয়া আজিব দা'ওয়াতি, ওয়া সাব্বিত হুজ্জাতি, ওয়াহদি কালবি, ওয়া সাদ্দিদ লিসানি, ওয়াসলুল সাখিমাতা কালবি।

অর্থ: হে আমার রব, আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে সাহয্যহীন ছেড়ে দিয়েন না। আমাকে মদদ করুন, মদদহীন ছেড়ে দিয়েন না। আমাকে কৌশল শিখিয়ে দিন, আমার বিরুদ্ধে কাউকে প্রতারণা করতে দিয়েন না। আমাকে পথপ্রদর্শন করুন এবং আমার পথপ্রদর্শনকে আমার কাছে সহজ করে দিন। আমাকে আমার বিরুদ্ধে জুলুমকারীদের ওপর সাহায্য করুন। হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আপনার কৃতজ্ঞ, আপনাকে স্মরণকারী, আপনার জন্য সৃষ্টিবিমুখ, আপনার অনুগত এবং আপনার জন্য বিনয়ী করুন। হে আল্লাহ, আমার তাওবা কবুল করুন, আমার পাপ মার্জন করুন, আমার দুআ কবুল করুন, আমার যুক্তি প্রমাণিত করুন, অন্তরকে পথপ্রদর্শন করুন, যবানকে সোজা করুন এবং অন্তরের বিদ্বেষ বের করে দিন।[১৫২৫] –অন্য হাদিসে আছে–

مَنْ سَلَّ سَخِيمَتَهُ فِيْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি মুসলমানের রাস্তায় তার অন্তরের বিদ্বেষ প্রকাশ করে, তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ।[১৫২৬]

(১০৩৩) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন, তুমি বল–

১৫২৫. সুনানে আবু দাউদ: ১৫১০, সুনানে তিরমিজি: ৩৫৫১, সুনানে ইবন মাজাহ: ৩৮৩০।
১৫২৬. মুসতাদরাকে হাকেম ১/১৮৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَللّٰهُمَّ ، إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَسْتَعِيْذُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِيْ مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিনাল খাইরি কুল্লিহি আজিলিহি ওয়া আজিলিহ মা আলিমতো মিনহু ওয়ামা লাম আ'লাম, ওয়া আউজুবিকা মিনাশ শাররি কুল্লিহি আজিলিহ মা আলিমতো মিনহু ওয়ামা লাম আ'লাম। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন খাইরি মা সাআলাকা বিহি আবদুকা ওয়া নাবিয়্যুক, ওয়া আউজুবিকা মিন শাররি মা আজা বিহি আবদুকা ওয়া নাবিয়্যুক। ওয়া আসআলুকাল জান্নাতা ওয়ামা কাররাবা ইলাইহা মিন কাওলিন আও আমালিন, ওয়া আউজুবিকা মিনান্নারি ওয়ামা কাররাবা ইলাইহা মিন কাওলিন আও আমালিন। ওয়া আসআলুকা খাইরা মা সাআলাকা আবদুকা ওয়া রাসুলুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওয়া আউজুবিকা মিন শাররি মাসতাআজাকা মিনহু আবদুকা ওয়া রাসুলুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওয়া আসআলুকা মা কাজাইতা লী মিন আমরিন আন তাজআলা আকিবাতাহু রাশাদা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে ত্বরিত-বিলম্বিত সকল মঙ্গল কামনা করি, যা আমি জানি অথবা জানি না। সকল ত্বরিত-বিলম্বিত এবং জানা-অজানা অনিষ্ট থেকে আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করি। আপনার কাছে জান্নাত কামনা করি এবং যেসব কথা-কর্ম জান্নাতের নিকটবর্তী করে তাও। আর জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করি এবং যেসব কথা-আমল জাহান্নামের নিকটবর্তী করে তা থেকেও। আপনার বিশেষ বান্দা ও রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার কাছে যেসব কল্যাণ কামনা করেছেন, আমরাও তা করছি। আর সেসব অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছি, যা থেকে আপনার বিশেষ বান্দা ও রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্রয় কামনা করেছেন। আর আমার জন্য

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ফয়সালাকৃত কল্যাণের পরিণাম উজ্জ্বল করে দিন এ কামনা করি।[১৫২৭] –ইমাম হাকেম বলেন, হাদিসটির সনদ সহিহ।[১৫২৮]

(১০৩৪) হজরত ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এও একটি দুআ ছিল–

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা মুযিবাতি রাহমাতিক, ওয়া আজায়িমি মাগফিরাতিক, ওয়াস সালামাতা মিন কুল্লি ইসমিন, ওয়াল গানিমাতা মিন কুল্লি বিররিন, ওয়াল ফাউজা বিলজান্নাতি, ওয়ান্নাজাতা মিনান্নার।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমরা আপনার রহমতের হেতুসমূহ, আপনার ক্ষমার সঙ্কল্প, সবধরনের পাপ থেকে মুক্তি, সকল পুণ্যের সুযোগ, জান্নাতের সাফল্য এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করি। –ইমাম হাকেম বলেন, হাদিসটি সহিহ মুসলিমের শর্তমাফিক সহিহ।[১৫২৯]

(১০৩৫) হজরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদি. থেকে বর্ণিত–

جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَاذُنُوْبَاهُ وَاذُنُوْبَاهُ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُلِ :اللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ، فَقَالَهَا، ثُمَّ قَالَ: عُدْ، فَعَادَ، ثُمَّ قَالَ: عُدْ، فَعَادَ، فَقَالَ: قُمْ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ.

অর্থ: জনৈক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হায় কি পাপ করলাম! হায় কি পাপ করলাম!! দুইবার অথবা তিনবার বলেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি বল:–

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَرَحْمَتُكَ أَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ.

১৫২৭. মুসনাদে আহমাম ৬/১৪৬, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৪৬।

১৫২৮. মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫২১।

১৫২৯. মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫২৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা মাগফিরাতুকা আউসাউ মিন জুনুবি ওয়া রাহমাতুকা আরজা ইনদি মিন আমালি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার ক্ষমা আমার পাপের চেয়ে প্রশস্ত এবং আপনার দয়া আমার কাছে আমার আমলের চেয়ে অধিক প্রত্যাশিত।– সে বাক্যদ্বয় পড়ল, নবিজি বললেন, পুনরায় পড়। পড়ল। আবারো বললেন, পুনরায় পড়। পড়ল। অতঃপর নবিজি বললেন, দাঁড়াও, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।[১৫৩০]

(১০৩৬) হজরত আবু উমামা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى مَلَكاً مُوَكَّلاً بِمَنْ يَقُوْلُ: يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، فَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثاً قَالَ لَهُ الْمَلَكُ: إِنَّ أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكَ فَسَلْ.

অর্থ: يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ (ইয়া আরহামার রাহিমিন: হে সর্বোচ্চ দয়ালু) পাঠকারীর জন্য আল্লাহর একজন নির্ধারিত ফেরেশতা আছেন। যে এই বাক্য তিনবার পাঠ করে, ফেরেশতা তাকে বলেন, নিশ্চয় সর্বাধিক দয়াময় আল্লাহ তোমার অভিমুখী হয়েছেন। সুতরাং তার কাছে কামনা কর।[১৫৩১]

দুআর আদব

জ্ঞাতব্য, ফুকাহায়ে কেরাম, মুহাদ্দিসে কেরাম এবং পূর্বাপর সকল ঘরানার সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের পছন্দনীয় দুআর মাজহাব হল, দুআ করা মুস্তাহাব। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ.

অর্থ: তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক; আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।[১৫৩২] অপর আয়াতে বলেন–

اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً.

১৫৩০. মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫৪৩।

১৫৩১. মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫৪৪।

১৫৩২. সুরা গাফির: ৬০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থঃ তোমরা বিনিতভাবে ও চুপিসারে নিজেদের প্রতিপালককে ডাক।[১৫৩৩] এ ব্যাপারে আরো অনেক প্রসিদ্ধ আয়াত রয়েছে। হাদিসের কথা যদি বলি, তবে এ ব্যাপারে অনেক প্রসিদ্ধ ও স্পষ্ট ভাষ্যের হাদিস রয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে দুআ সংক্রান্ত অধ্যায়ে যা বর্ণনা করেছি তা আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা তাওফিক দান করুন!

আমরা ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরির রিসালা থেকে নকল করেছি, তিনি বলেন– লোকেরা এই বিষয়টি নিয়ে মতোবিরোধ করে যে, দুআ করা উত্তম নাকি চুপ থেকে সন্তুষ্ট থাকা উত্তম। কেউ বলেন, দুআ করা উত্তম। তারা পূর্বে বর্ণিত হাদিস (الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ): দুআও একটি ইবাদত– এর আলোকে এমনটি বলেছেন। তাছাড়া দুআ করার অর্থ হল, আল্লাহ তাআলার প্রতি মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা। অনেকেই আবার বলেছেন, চুপ থাকা, আল্লাহর হুকুম পালনে জমে থাকা, পূর্ব নির্ধারিত তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থাকা হল সর্বোত্তম। অনেকেই বলেছেন, মুখে দুআ করবে ঠিক; তবে অন্তরে তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থাকবে। যাতে করে উভয় বিষয়ের ওপর আমল করা হয়।

কুশাইরি আরো বলেন, সর্বোত্তম হল এমনটি বলা যে, সময় ও অবস্থা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কখনও চুপ থাকার চেয়ে দুআ করা উত্তম এবং সেটাই আদব। কখনও দুআ করার চেয়ে চুপ থাকা উত্তম এবং তখন সেটাই আদব। এটা মূলত সময়ের ভিন্নতার প্রেক্ষিতে জানা যায়। যদি কেউ অন্তরে দুআর প্রতি ইঙ্গিত ও টান অনুভব করে, তবে তার জন্য তখন দুআ করাই শ্রেয়। আর যদি দুআর পরিবর্তে চুপ থাকার সায় পায়, তবে চুপ থাকাটাই উত্তম।

তিনি আরো বলেন, তবে শুদ্ধ হল এভাবে বলা যে, যেক্ষেত্রে মুসলমানদের কোনোও অংশবিশেষ থাকে কিংবা আল্লাহ তাআলার কোনোও হকের ব্যাপার থাকে, সেসব ক্ষেত্রে দুআ করা উত্তম। কেননা তখন সেটা ইবাদত হবে। আর যদি তাতে নিজের কোনোও অংশ তথা অন্যকে দেখানো বা এমন কিছু থাকে, তবে তখন চুপ থাকা উত্তম।

তিনি বলেন, দুআ কবুলের একটি শর্ত হল, দুআপ্রার্থীর পানাহার হালাল হওয়া। হজরত ইয়াহিয়া বিন মুআজ রাজি রাদি. বলতেন, আমি গুনাহগার

১৫৩৩. সুরা আরাফঃ ৫৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হয়ে কোন মুখে দুআ করব? অন্যদিকে আপনি মহান দাতা হিসাবে দুআ না করে থাকব কিভাবে?

দুআর আরেকটি আদব হল, অন্তরের উপস্থিতি ও একাগ্রতা। অনেকে বলেছেন, দুআর অর্থ হল অসহায়ত্ব প্রকাশ করা। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা যা চান তাই করেন।

ইমাম আবু হামেদ গাজালি রহ. তার 'ইহয়াউ উলুমিদ্দিন' গ্রন্থে (১/৩০৪) বলেন, দুআর দশটি আদব রয়েছে:

১. ফজিলতপূর্ণ সময়সমূহের অপেক্ষা করা। যেমন, আরাফার দিন, রমজান মাস, জুমুআর দিন, রাতের শেষ তৃতীয়াংশ, সেহরির সময় ইত্যাদি।

২. ফজিলতপূর্ণ অবস্থাসমূহকে মূল্যবান মনে করা। যেমন, সেজদার অবস্থা, শত্রুবাহিনীর মুখোমুখী হওয়া, বৃষ্টি অবতরণের অবস্থা, নামাজরত ও পরের অবস্থা। আমি যুক্ত করি: দয়াপরবশতার অবস্থাও একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা।

৩. কিবলামুখী হয়ে দুই হাত তুলে দুআ করা। দুআ শেষে দুই হাত চেহারায় মোছা।

৪. দুআর সময় আওয়াজ উচ্চস্বর ও নিচুস্বরের মাঝামাঝি অবস্থায় রাখা।

৫. দুআয় অন্ত্যমিল রক্ষার খুব চেষ্টা করা। এটাকে দুআয় সীমালঙ্ঘন হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। উত্তম হল, হাদিসে বর্ণিত দুআসমূহে সীমাবদ্ধ থাকা। কেউ যতই সুন্দর দুআই করুক, তাতে সীমালঙ্ঘনের শঙ্কা থাকেই। অনেকে বলেছেন, দীনতা ও অসহায়ত্বের যবান দিয়ে দুআ কর। খুব শুদ্ধ ও দ্রুততার সঙ্গে দুআ করার প্রয়োজন নেই। বলা হয়, উলামায়ে কেরাম ও আবদালগণ দুআয় সাতটি কথার চেয়ে বেশি কথা বলতেন না। আর এর স্বপক্ষে রয়েছে কুরআনের আয়াত, যা আল্লাহ তাআলা সুরা বাকারার শেষে উল্লেখ করেছেন–

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: (১) হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমাদের থেকে ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায়, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও কর না। (২) হে আমাদের পালনকর্তা! আর আমাদের ওপর (বিধি-বিধানের) ভারী দায়িত্ব অর্পণ কর না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর করেছিলেন। (৩) হে আমাদের প্রভু! আর আমাদের ওপর এমন বোঝা আরোপ কর না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। (৪) আমাদের পাপ মোচন কর। (৫) আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। (৬) আর আমাদের প্রতি দয়া কর।(৭) আপনিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফের সমপ্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। (আমিন)[১৫৩৪]

কুরআনের অন্য কোথাও বান্দার দুআর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা এর চেয়ে বেশি বর্ণনা করেননি।

আমি বলি– ঠিক এমন ধরনের আয়াত সুরা ইবরাহিমে রয়েছে–

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا.

অর্থ: স্মরণ কর ঐ সময়কে যখন ইবরাহিম বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এই শহরটিকে আপনি নিরাপদ বানিয়ে দিন।

আমি বলি, জমহুর উলামায়ে কেরাম এ ক্ষেত্রে যা বলেছেন সেটাই সর্বোত্তম। তারা বলেছেন, দুআ কেবল এই সাতটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখার কোনো বিষয় নয়। এর চেয়ে বেশি বিষয়ে দুআ করতে সমস্যা নেই। বরং নিঃশর্তভাবে বেশি বেশি দুআ করাই উত্তম।

৬. দুআয় বিনয়, একাগ্রতা ও খোদাভীরুতার উপস্থিত থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ.

অর্থ: নিশ্চই তারা সৎকাজে গতিশীলতা প্রদর্শন করত এবং আশা ও ভীতির সঙ্গে আমাকে ডাকত। তাদের অন্তর ছিল আমার সামনে বিনিত। অন্য আয়াতে বলেন–

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً.

১৫৩৪১৫৩৪. সুরা বাকারা: ২৮৬। তরজমা: হেদায়াতুল কুরআন ১ম খণ্ড থেকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: তোমরা বিনয়তা ও চুপিসারে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক।

৭. খুব দৃঢ়তার সঙ্গে আবেদন করা, আল্লাহ তাআলা দুআ কবুল করবেন বলে পূর্ণ বিশ্বাস রাখা এবং সে ব্যাপারে দৃঢ় আশা রাখা। এ ব্যাপারে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। হজরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা রহ. বলেন, তোমাদের কাউকে যেন তার নিজ পাপ দুআ করা থেকে বাধা না দেয়। কেননা আল্লাহ তাআলা তার সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি ইবলিসের দুআও কবুল করেছিলেন। সে যখন বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে কেয়ামতো পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ তাআলা তার দুআ কবুল করে বলেছিলেন–

إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ.

অর্থ: নিশ্চই তুমি অবকাশ লাভকারীদের একজন।

৮. দুআয় খুব কাকুতি-মিনতি করা। কমপক্ষে তিনবার বলা। দুআ কবুল হওয়াকে মন্থর মনে না করা।

৯. আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে দুআ শুরু করা। নববি বলেন, এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণগান পাঠ করে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠের মাধ্যমেও দুআ শুরু করা এবং এ দিয়েই দুআ শেষ করা।

১০. দুআ কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি সবচেয়ে জরুরি ও আসল বিষয়। সেটা হল তাওবা করা, জুলুম করে কারও কিছু আত্মসাৎ করে থাকলে তা ফিরিয়ে দেয়া এবং আল্লাহ তাআলার দিকে ধাবিত হওয়া।

তাকদির অবশ্যম্ভাবী হওয়া সত্ত্বেও দুআর ফায়দা

ইমাম গাজালি রহ. বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করে, আল্লাহ প্রদত্ত তাকদির যেহেতু অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং দুআ করে কীইবা লাভ হবে? এর উত্তর হল, দুআর মাধ্যমে বালা-মুসিবত দূর হওয়াটাও তাকদিরের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং দুআ হল মুসিবত দূর করা ও আল্লাহর রহমতো লাভের মাধ্যম। ঢাল যেমন তরবারি প্রতিহত করার মাধ্যম। পানি যেমন মাটি থেকে শস্য উদ্গাত হওয়ার কারণ। ঢাল যেমন তীর প্রতিহত করে; ফলে উভয়টি একে অপরের মাধ্যমে প্রতিহত হয়। দুআ ও বালা-মুসিবতের ব্যাপারটিও ঠিক এমন। তাকদিরের ওপর বিশ্বাস করার নাম এ নয় যে, তরবারি ধারণ না করা। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন–

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ.

অর্থ: তারা যেন (নামাজে) আত্মরক্ষার উপকরণ ও অস্ত্র গ্রহণ করে।[১৫৩৫] সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাকদিরে যেমন অনেক বিষয় রেখে দিয়েছেন, তেমনি সেগুলোর কারণও নির্ধারণ করেছেন।

এতে আমাদের পূর্বোল্লিখিত বিষয়ও থাকতে হবে। অর্থাৎ অন্তরের উপস্থিতি ও অসহায়ত্ব প্রকাশ। এ দুটো বিষয় আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও তার মারেফাত লাভের চূড়ান্ত পর্যায়। আল্লাহ তাআলাই সম্মক অবগত।

নিজের সৎকর্মের ওসিলায় আল্লাহর কাছে দুআ করা

(১০৩৭) হজরত ইবনে উমর রাদি. থেকে গুহাবাসীর হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

اِنْطَلَقَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتّٰى آوَاهُمُ الْمَبِيْتُ إِلٰى غَارٍ فَدَخَلُوْهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ النَّارُ، فَقَالُوْا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيْكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ تَعَالٰى بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ.

قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اَللّٰهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِيْ أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَكُنْتُ لَا أُغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلَا مَالاً وَذُكِرَ تَمَامُ الْحَدِيْثِ الطَّوِيْلِ فِيْهِمْ، وَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ قَالَ فِيْ صَالِحِ عَمَلِهِ: اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتُ قَدْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرِجَ فِيْ دَعْوَةِ كُلِّ وَاحِدٍ شَيْءٍ مِّنْهَا، وَانْفَرَجَتْ كُلُّهَا عَقْبَ دَعْوَةِ الثَّالِثِ، فَخَرَجُوْا يَمْشُوْنَ.

অর্থ: তোমাদের পূর্বে (বনি ইসরাঈলের যুগে) তিন ব্যক্তি সফরে বের হল। একপর্যায়ে তারা রাত কাটাতে একটি গুহার আশ্রয় নিয়ে তাতে প্রবেশ করল। হঠাৎ করে একটি বড় পাথরখণ্ড পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। তারা তখন বলল, এমন বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হচ্ছে, তোমরা তোমাদের নেক আমলসমূহকে ওসিলা বানিয়ে আল্লাহর কাছে

১৫৩৫. নিসা: ১০২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দুআ কর। এক ব্যক্তি দুআ করে বলল, হেআল্লাহ! আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিল। আমি তাদের পূর্বে আমার পরিবার ও অধিনস্তদের কাউকে দুধ পান করাতাম না। তারপর তিনি দীর্ঘ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। তিন ব্যক্তির প্রত্যেকেই তাদের নেক আমলকে ওসিলা বানিয়ে আল্লাহর দরবারে এই বলে দুআ করেছেঃ হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজ কেবল আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে থাকি, তবে আপনি আমাদের থেকে পাথরটি সরিয়ে দিন। তাদের প্রত্যেকের দুআর বদৌলতে পাথরটি একটু একটু করে সরে গেল। তৃতীয়জনের দুআ শেষে পুরো পাথরটি সরে গেল। তখন তারা গুহা থেকে বের হয়ে চলতে লাগল।[১৫৩৬]

আমাদের কাজি হুসাইনসহ আরো অনেকেই সালাতুল ইসতিসকার আলোচনায় একটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনার সারকথা হল, যে ব্যক্তিই কোনোও বিপদ অথবা সঙ্কটে পতিত হবে, সে তার নেক আমলের ওসিলায় আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করবে। তারা দলিল হিসাবে উপরে বর্ণিত হাদিসটিই উপস্থাপন করেন। তবে এ ব্যাপারে একটি আপত্তি করে বলা হয়েছে, এই বিষয়ে কিছু অসঙ্গতি রয়েছে। কেননা এখানে সামান্য হলেও আল্লাহ তাআলার প্রতি নিঃশর্ত মুখাপেক্ষিতা প্রদর্শন তরক করা হচ্ছে। অথচ দুআর মূল কাঙ্ক্ষিত বিষয়ই হল মুখাপেক্ষিতা প্রদর্শন। এই প্রশ্নের তেমন কোনোও গুরুত্ব নেই। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিস উক্ত তিন ব্যক্তির প্রশংসাকল্পে বর্ণনা করেছেন। আর এই বিষয়টিই রাসুল-কর্তৃক তাদের কাজকে সমর্থন ও সঠিক হিসাবে আখ্যায়িত করার প্রমাণ বহন করে।

দুআর ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের অসাধারণ কিছু কাহিনী

দুআ নিয়ে পূর্ববর্তী বুজুর্গদের অনেক কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে অসাধারণ একটি কাহিনী হল, যা ইমাম আওজায়ি রহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, লোকেরা ইসতিসকার নামাজের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হল। তাদের মাঝে বিলাল বিন সাদ দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণগান জ্ঞাপন করলেন। এরপর বললেন, হে উপস্থিতবৃন্দ! তোমরা কি তোমাদের গুনাহকে স্বীকার করছ না? তারা বলল, অবশ্যই স্বীকার করছি।

১৫৩৬. সহিহ বুখারিঃ ২২৭২, সহিহ মুসলিমঃ ২৭৪৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি আপনাকে বলতে শুনেছি, আপনি বলেছেন–

مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ.

অর্থ: সৎকর্মশীলদের ওপর শাস্তির কোনোও বিষয় নেই। –হে আল্লাহ! আমরা আমাদের গুনাহ ও অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছি। সুতরাং আমরা ছাড়া আপনার মাগফেরাত আর কার জন্য হবে? হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আমাদের ওপর রহম করুন। আমাদেরকে পানি দান করুন। এই বলে তিনি হাত উঠালেন। লোকেরাও তার সঙ্গে হাত উঠাল। একটু পরই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই কবি বলেন: (আংশিক)

أَنَا الْمُذْنِبُ الْخَطَّاءُ وَالْعَفْوُ وَاسِعٌ * وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَنْبٌ لَمَا وَقَعَ الْعَفْوُ.

অর্থ: আমি পাপী, আমি গুনাহগার। তবে আপনার ক্ষমা তো ব্যাপক। যদি কোনোও গুনাহই না থাকত, তবে তো ক্ষমার কোনোও বিষয়ই থাকত না।

দুআর সময় দুই হাত উঠানো অতঃপর চেহারায় মোছা

(১০৩৮) হজরত উমর বিন খাত্তাব রাদি. থেকে বর্ণিত–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ .

অর্থ: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআয় যখন হাত উঠাতেন, তখন হাত দ্বারা চেহারা মাসেহ না করে হাত নামাতেন না।[১৫৩৭]

(১০৩৯) সুনানে আবু দাউদে হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি. এর সূত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[১৫৩৮] তবে উভয় হাদিসের সনদই দুর্বল।

১৫৩৭. জামে তিরমিজি: ৩৩৮৬।

১৫৩৮. আবু দাউদ: ১৪৮৫, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৬৬, সুনানে বাইহাকি ২/২১২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দুআর পুনরাবৃত্তি মুস্তাহাব হওয়া

(১০৪০) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ ثَلَاثًا وَيَسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا.

অর্থঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার করে দুআ ও ইস্তিগফার করা পছন্দ করতেন।[১৫৩৯]

দুআয় অন্তরের উপস্থিত রাখার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণ

দুআর মূল উদ্দেশ্য হল, অন্তরের উপস্থিতি যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে অসংখ্য-অগণিত প্রমাণ রয়েছে এবং এ ব্যাপারে জ্ঞান উল্লেখের চেয়েও স্পষ্ট। তবে আমরা বরকতস্বরূপ কেবল একটি হাদিস উল্লেখ করছি।

(১০৪১) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اُدْعُوْا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ.

অর্থঃ তোমরা দুআ কবুলের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আল্লাহর কাছে দুআ কর। জেনে রাখ, আল্লাহ তাআলা কোনোও উদাসীন ও অমনোযোগী অন্তরের দুআ কবুল করেন না। –হাদিসের সনদ দুর্বল।[১৫৪০]

অনুপস্থিতদের জন্য দুআ করার মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ.

১৫৩৯. আবু দাউদ: ১৫২৪, আমাল: ৪৫৭, নাসাঈ, মু. আহমাদ ১/৩৯৪।

১৫৪০. জামে তিরমিজি: ৩৪৭৪, মু. ঘাকেম ১/৪৯৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: তাদের পরবর্তী যারা এসেছে তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে এবং আমাদের ঐ সকল ভাইদেরকে ক্ষমা করুন, যারা ঈমান আনয়নে আমাদের অগ্রবর্তী হয়েছে।[১৫৪১] অপর আয়াতে বলেন–

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ .

অর্থ: আপনি আপনার জন্য ও মুমিন নর-নারীর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন।[১৫৪২] আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম আ. সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে বলেন–

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনদেরকে হিসাব কায়েম হওয়ার দিন ক্ষমা করুন।[১৫৪৩] হজরত নূহ আ. সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে বলেন–

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ .

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, মুমিন হয়ে যে আমার ঘরে প্রবেশ করেছে তাকে এবং সকল মুমিন নর-নারীকে ক্ষমা করুন।[১৫৪৪]

(১০৪২) হজরত আবু দারদা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন–

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ : وَلَكَ بِمِثْلٍ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ : آمِيْنَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ.

অর্থ: যে ব্যক্তি অপর মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতে তার জন্য দুআ করে, তখন ফেরেশতা তার সঙ্গে বলেন, তোমার জন্যও অনুরূপ বিষয় হোক।[১৫৪৫] মুসলিম শরিফেই আবু দারদা রাদি. থেকে আরেকটি বর্ণনায় এসেছে– রাসুল

১৫৪১. সুরা হাশর: ১০।
১৫৪২. সুরা মুহাম্মাদ: ১৯।
১৫৪৩. সুরা ইবরাহিম: ৪১।
১৫৪৪. সুরা নুহ: ২৮।
১৫৪৫. সহিহ মুসলিম: ২৭৩২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এক মুসলমান-কর্তৃক অপর অনুপস্থিত মুসলমান ভাইয়ের জন্য করা দুআ কবুল করা হয়। তার ওপর অর্পিত একজন ফেরেশতা রয়েছেন, যখনই সে তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দুআ করে, তার ওপর অর্পিত ফেরেশতা বলেন, আমিন। তোমার জন্যও অনুরূপ বিষয় হোক।[১৫৪৬]

(১০৪৩) হজরত ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنَّ أَسْرَعَ الدُّعَاءِ إِجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ.

অর্থ: এক অপরিচিত ব্যক্তির জন্য অন্য অপরিচিত ব্যক্তির দুআ সবচেয়ে দ্রুত কবুল হয়। –ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন।[১৫৪৭]

অনুগ্রহকারীর জন্য দুআ এবং দুআর ধরন

এই অধ্যায়ে অনেক বিষয়ই রয়েছে, ইতিপূর্বে যথাস্থানে যার আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম বিষয় এটি:

(১০৪৪) হজরত উসামা বিন জায়েদ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ : جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا ؛ فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ.

অর্থ: কারো জন্য কোনো উপকার করা হল এবং সে উপকারকারীকে "জাজাকাল্লাহু খায়রান" (আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন) বলে দুআ দিল, সে যেন (উপকারকারীর) পূর্ণাঙ্গরূপে প্রশংসা করল। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।[১৫৪৮]

সামান্য পূর্বেই (অর্থাৎ জিহ্বা সংবরণ অধ্যায়ে) সহিহ হাদিসে আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন–

১৫৪৬. সহিহ মুসলিম: ২৭৩৩, সুনানে আবু দাউদ: ১৫৩৪।
১৫৪৭. সুনানে আবু দাউদ: ১৫৩৫, সুনানে তিরমিজি: ১৯৮০।
১৫৪৮. সুনানে তিরমিজি: ২০৩৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَا تُكَافِئُوْنَهُ فَادْعُوْا لَهُ حَتّٰى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ.

অর্থ: কেউ যদি তোমাদের কোনোও উপকার করে, তবে তোমরাও তার অনুরূপ উপকার কর। যদি তোমরা অনুরূপ উপকার করার সামর্থ্য না রাখ, তবে তোমরা তার জন্য দুআ করে দাও, যাতে করে তোমাদের মনে হয় যে, তোমরাও তার সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করেছ।[১৫৪৯]

বড়দের থেকে দুআ নেয়া, যদিও দুআপ্রার্থী প্রার্থিত ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হয়। ফজিলতপূর্ণ স্থানসমূহে দুআ করা

এ বিষয়েও অগণিত হাদিস রয়েছে। এটি একটি সর্বসম্মত বিষয়। তবে এ বিষয়ে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য দলিল এটি–

(১০৪৫) হজরত উমর বিন খাত্তাব রাদি. থেকে বর্ণিত–

اِسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لِيْ وَقَالَ : لَا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ. فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِيْ أَنَّ لِيْ بِهَا الدُّنْيَا. وَفِيْ رِوَايَةٍ : أَشْرِكْنَا يَا أُخَيَّ فِيْ دُعَائِكَ.

অর্থ: আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উমরার অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিয়ে বললেন, ভাই আমার! আমাদের জন্য দুআ করতে ভুলবেন না। পরবর্তীতে হজরত উমর রাদি. বলেন, রাসূলের এই একটি শব্দ আমাকে এতেঠটা আনন্দ দিয়েছে যে, এর বিনিময়ে সমগ্র দুনিয়ার সম্পদও আমাকে এতটা আনন্দিত করতে পারত না। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে– রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওহে ভাই আমার! তোমার দুআয় আমাদেরকেও শরিক রাখবেন। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, এই হাদিসটি হাসান সহিহ। হাদিসটি আমরা 'আজকারুল মুসাফির' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি।[১৫৫০]

১৫৪৯. সুনানে আবু দাউদ: ১৬৭২।

১৫৫০. সুনানে আবু দাউদ: ১৪৯৮, সুনানে তিরমিজি: ৩৫৬২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নিজের জন্য কিংবা নিজের সন্তান, সেবক, সম্পদ ইত্যাদির জন্য বদদুআ করা নিষেধ

(১০৪৬) হজরত জাবের রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَا تَدْعُوْا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوْا عَلٰى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوْا عَلٰى خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوْا عَلٰى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُوَافِقُوْا مِنَ اللهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالٰى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيْهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيْبَ لَكُمْ .

অর্থ: তোমরা নিজেদেরকে বদদুআ করবে না। সন্তানদেরকে বদদুআ করবে না। খাদেমদের বদদুআ করবে না। সম্পদের ওপরও বদদুআ করবে না। কেননা, হতে পারে সেটা এমন এক সময় যখন (আল্লাহর পক্ষ থেকে) দান করা হয়; ফলে তোমাদের সেই বদদুআ কবুল হয়ে যাবে।[১৫৫১] ইমাম মুসলিম রহ. এই হাদিসটি তার 'সহিহ'-এর শেষের দিকে বর্ণনা করেছেন। হাদিসের ভাষ্য হল–

لَا تَدْعُوْا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوْا عَلٰى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوْا عَلٰى أَمْوَالِكُمْ ؛ لَا تُوَافِقُوْا مِنَ اللهِ، سَاعَةً يُسْأَلُ فِيْهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيْبُ لَكُمْ.

অর্থ: তোমরা নিজেদেরকে বদদুআ করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে বদদুআ করবে না, খাদেমদের বদদুআ করবে না এবং সম্পদের ওপরও বদদুআ করবে না। কেননা, হতে পারে সেটা এমন এক সময় যখন কিছু প্রার্থনা করলে কবুল হয়ে যায়। ফলে তোমাদের এই বদদুআও কবুল হয়ে যাবে।[১৫৫২]

১৫৫১. সুনানে আবু দাউদ: ১৫৩২।

১৫৫২. সহিহ মুসলিম: ৩০০৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মুসলমানের দুআ হয়ত তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদানের মাধ্যমে কবুল হয় কিংবা ভিন্ন কিছুর মাধ্যমে সুতরাং দুআ কবুলের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো না করা উচিত

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.

অর্থ: হে নবি, আমার বান্দাগণ যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন (আপনি তাদেরকে বলুন:) আমি এতটা নিকটবর্তী যে, কেউ যখন আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দেই।[১৫৫৩] অন্য আয়াতে বলেন–

اُدْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ .

অর্থ: তোমরা আমাকে ডাক; আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।[১৫৫৪]

(১০৪৭) হজরত উবাদা বিন সামিত রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهَ بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إِذَنْ نُكْثِرَ، قَالَ : اللهُ أَكْثَرُ.

অর্থ: যদি জমিনের বুকে কোনো মুসলমান আল্লাহ তাআলার কাছে কিছু প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ তাআলা হয়ত তার কাঙ্ক্ষিত বিষয় দান করেন। অথবা এর বিনিময়ে কোনো মন্দ পরিণাম থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। যদি সে কোনো গুনাহ অথবা আত্মীয়তা ছিন্নের দুআ না করে থাকে। এক ব্যক্তি বলে ওঠল, তবে তো আমরা বেশি বেশি দুআ করব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলাও বেশি বেশি দান করবেন। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।[১৫৫৫] ইমাম হাকেম আবু আবদুল্লাহ রহ. তার 'আলমুসতাদরাক আলাস সহিহাইন' কিতাবে

১৫৫৩. সুরা বাকারা: ১৮৬।

১৫৫৪. সুরা গাফির: ৬০।

১৫৫৫. সুনানে তিরমিজি: ৩৫৮৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদি. থেকে একই হাদিস বর্ণনা করেছেন। সেই হাদিসে অতিরিক্ত এও আছে– অথবা এই দুআর সওয়াব আল্লাহ তাআলা তার জন্য আখেরাতের জন্য জমিয়ে রাখবেন।[১৫৫৬]

(১০৪৮) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ ما لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُوْلَ: قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِيْ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

অর্থ: তোমাদের প্রত্যেকের দুআ কবুল করা হয় যতক্ষণ সে তাড়াহুড়ো না করে এবং না বলে, আমি তো দুআ করেছি; অথচ এখনও কবুল হল না। –ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটিকে হাসান সহিহ বলেছেন।[১৫৫৭]



১৫৫৬. মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪৯৩।

১৫৫৭. সহিহ বুখারি: ৬৩৪০, সহিহ মুসলিম: ২৭৩৫, সুনানে তিরমিজি ৫/৪৬৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অধ্যায়- ২১

ইস্তিগফার

এই অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া এবং আমল করার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা জরুরি। এই অধ্যায়টি আমি শেষের দিকে এই শুভকামনায় এনেছি, যেন আল্লাহ তাআলা এই ইস্তিগফারের মাধ্যমে দুনিয়া থেকে আমাদের সমাপ্তি দান করেন। আমি আমার জন্য, আমার প্রিয়জন ও সকল মুসলমানদের জন্য ইস্তিগফার ও যাবতীয় কল্যাণ কামনা করছি। আমিন॥

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.

অর্থ: নিজ ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সকাল ও সন্ধ্যায় নিজ প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তাসবিহ পাঠ করতে থাকুন।[১৫৫৮] অপর আয়াতে বলেন–

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ .

অর্থ: আপনি আপনার জন্য এবং মুমিন নর-নারীর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন।[১৫৫৯] অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন–

১৫৫৮. গাফির: ৫৫।

১৫৫৯. সুরা মুহাম্মাদ: ১৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا.

অর্থ: আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল দয়াময়।[১৫৬০] অপর এক আয়াতে বলেন–

لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ، وَاللهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ، الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِيْنَ وَالصَّادِقِيْنَ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ

অর্থ: যারা তাকওয়া অবলম্বনকারী তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে এমন বাগ-বাগিচা, যাতে নহর প্রবাহিত, যেখানে তারা সর্বদা থাকবে এবং তাদের জন্য আছে পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি। আল্লাহ সকল বান্দাকে ভালোভাবে দেখছেন। তারা সেই সব লোক যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার প্রতি ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদের পাপরাশি ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। তারা অত্যন্ত ধৈর্যশীল, সত্য বলতে অভ্যস্ত, ইবাদতগুযজার, (আল্লাহ সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে) অর্থ ব্যয়কারী এবং সাহরির সময় ক্ষমা প্রার্থনাকারী।[১৫৬১] অন্য আয়াতে বলেন–

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ.

অর্থ: আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করাকালে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তি দিবেন না; আবার তারা ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তি দিবেন না।[১৫৬২] এক আয়াতে আরো ইরশাদ হচ্ছে–

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

১৫৬০. সূরা নিসা: ১০৬।

১৫৬১. সূরা আলে ইমরান: ১৫-১৭।

১৫৬২. সূরা আনফাল: ৩৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: তারা সেই সকল লোক, যারা কখনও কোনোও অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা (অন্য কোনোভাবে) নিজেদের প্রতি জুলুম করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার ফলশ্রুতিতে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া কেই-বা আছে, যে গুনাহ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা জেনে-শুনে তাদের কৃতকর্মে অবিচল থাকে না।[১৫৬৩] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন–

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا.

অর্থ: যে ব্যক্তি কোনো খারাপ কাজ করে অথবা নিজের প্রতি কোনো জুলুম করে ফেলে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তাআলাকে সে ক্ষমাশীল ও দয়াবানরূপে পায়।[১৫৬৪] তিনি আরো বলেন–

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ.

অর্থ: তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তার কাছে তাওবা কর।[১৫৬৫] আল্লাহ তাআলা হজরত হুদ আ. এর ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন–

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ.

অর্থ: হে আমার কওম! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তার কাছে তাওবা কর।[১৫৬৬] হজরত নুহ আ. এর ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন–

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ؕ إِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا.

অর্থ: আমি বললাম, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি বড় ক্ষমাশীল।[১৫৬৭]

ইস্তিগফারের ব্যাপারে আরো অনেক প্রসিদ্ধ আয়াত আছে। সতর্কীকরণের জন্য উল্লিখিত আয়াতগুলোই যথেষ্ট। অন্যদিকে ইস্তিগফার সম্পর্কে হাদিসের

১৫৬৩. সুরা আলে ইমরান: ১৩৫।
১৫৬৪. সুরা নিসা: ১১০।
১৫৬৫. সুরা হুদ: ৩।
১৫৬৬. সুরা হুদ: ৫২।
১৫৬৭. সুরা নুহ: ১০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সংখ্যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। তবে আমি গুটিকয়েক হাদিসের অংশবিশেষের দিকে ইঙ্গিত করব।

(১০৪৯) হজরত আগার মুজানি রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِيْ، وَإِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

অর্থ: কখনো কখনো আমার অন্তরে অলসতা দেখা দেয়। তাই আমি দৈনিক একশবার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।[১৫৬৮]

(১০৫০) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

وَاللهِ، إِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

অর্থ: আল্লাহর কসম! আমি দৈনিক সত্তরবারের অধিক আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করি।[১৫৬৯]

(১০৫১) হজরত শাদ্দাদ বিন আউস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُوْلَ : اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ. قَالَ : وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

অর্থ: এটি সায়্যিদুল ইস্তিগফার তথা শ্রেষ্টতম ক্ষমা প্রার্থনার দুআ–

১৫৬৮. সহিহ মুসলিম: ২৭০২, আবু দাউদ: ১৫১৫, মু. আহমাদ ৪/২১১।

১৫৬৯. সহিহ বুখারি: ৬৩০৭, তিরমিজি: ৩২৫৫, মু. আহমাদ ২/২৮২, আমাল: ৪৩৫, নাসাঈ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ؛ فَاغْفِرْ لِيْ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা খালাকতানি ওয়া আনা আবদুকা, ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া'দিকা মাসতাতা'তু, আউজুবিকা মিন শাররি মা সানা'তু, আবুউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা, ওয়া আবুউ বিজাম্বি, ফাগফিরলি ফা ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ্জুনুবা ইল্লা আনতা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনিই আমার প্রতিপালক। আপনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনার দাস। আমি আপনার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর যথাসাধ্য অটল আছি। আমি যা করেছি তার অনিষ্টতা থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি। আমার উপর আপনার যে নেয়ামতো আছে আমি তা স্বীকার করছি। আমার গুনাহও আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। কেননা আপনি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না। –যে ব্যক্তি দিনের বেলা দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এই দুআ পড়বে, অতঃপর সে সেই দিন সন্ধ্যা হওয়ার আগেই মারা যাবে, সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে এই দুআটি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে পড়বে, অতঃপর সে ঐ রাতে ভোর হওয়ার আগেই মারা যাবে, সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১৫৭০]

(১০৫২) হজরত উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كُنَّا نَعُدُّ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

অর্থ: আমরা গণনা করতাম যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই মজলিসে বসে এই ইস্তিগফারটি ১০০ বার পাঠ করতেন–

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

১৫৭০. সহিহ বুখারি: ৬৩০৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উচ্চারণ: রাব্বিগ ফিরলি ওয়া তুব আলাইয়্যা ইন্নাকা আনতাত্তাওয়াবুর রাহিম।

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনিই অতিশয় তাওবা কবুলকারী দয়াবান। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি সহিহ।[১৫৭১]

(১০৫৩) ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

অর্থ: যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তিগফার পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার প্রত্যেক বিপদ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করেন। সকল দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করেন। এমন উৎস থেকে তাকে রিজিক দেন যা সে কল্পনাও করেনি।[১৫৭২]

(১০৫৪) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ، فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللهَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ.

অর্থ: ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! যদি তোমরা গুনাহ না করতে, তবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে এমন সমপ্রদায়কে বানাতেন, যারা গুনাহ করে ক্ষমা চাইত। ফলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।[১৫৭৩]

(১০৫৫) হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত–

১৫৭১. সুনানে আবু দাউদ: ১৫১৬, সুনানে তিরমিজি: ৩৪৩৪, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮১৪, আমাল: ৪৫৮, নাসাঈ, মু. আহমাদ ২/৮৪।

১৫৭২. সুনানে আবু দাউদ: ১৫১৮, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮১৯, আমাল: ৪৫৬, নাসাঈ, মু. আহমাদ ১.২৪৮।

১৫৭৩. মুসলিম: ২৭৪৯, সুনানে তিরমিজি: ৩৫৩৩, মু. আহমাদ ৫/৪১৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ ثَلَاثًا وَيَسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا.

অর্থ: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোনো দুআ তিনবার পাঠ করতে এবং তিনবার ইস্তিগফার করতে পছন্দ করতেন।[১৫৭৪]

(১০৫৬) হজরত আবু বকর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً.

অর্থ: যে ব্যক্তি গুনাহ করার সাথে সাথে ক্ষমা চায়, সে বারবার গুনাহকারী হিসাবে গণ্য হয় না। যদিও সে দৈনিক সত্তরবার ঐ পাপে লিপ্ত হয়।[১৫৭৫]

(১০৫৭) হজরত আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَىٰ مَا كَانَ فِيْكَ، وَلَا أُبَالِيْ. يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِيْ. يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً.

অর্থ: আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকবে এবং ক্ষমার আশা রাখবে, ততক্ষণ আমি তোমাকে ক্ষমা করব। তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন, আমি কোনো পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! যদি তোমার গুনাহ আকাশ পর্যন্ত পৌছে যায়, অতঃপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। হে আদম সন্তান! যদি তুমি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও এবং আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করে না থাক, তবে আমি পৃথিবী পরিমাণ

১৫৭৪. সুনানে আবু দাউদ: ১৫২৪।

১৫৭৫. সুনানে আবু দাউদ: ১৫১৪, সুনানে তিরমিজি: ৩৫৫৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ক্ষমা নিয়েই তোমার কাছে উপস্থিত হব। –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান।[১৫৭৬]

(১০৫৮) আবদুল্লাহ বিন বুসর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

طُوْبٰى لِمَنْ وَجَدَ فِيْ صَحِيْفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا.

অর্থ: ঐ ব্যক্তির জন্য মোবারকবাদ, যে তার আমলনামায় বেশি বেশি ইস্তিগফার দেখতে পাবে।[১৫৭৭]

(১০৫৯) হজরত ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَنْ قَالَ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি বলে–

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

উচ্চারণ: আসতাগফিরুল্লাহাল্লাযি লা-ইলাহা ইল্লাহুওয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম ওয়া আতুবু ইলাইহ।

অর্থ: আমি ওই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, যিনি চিরঞ্জীব, শাশ্বত। আমি তার কাছে তাওবা করছি। তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে; যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করে থাকে।[১৫৭৮] –ইমাম হাকেম রহ. বলেন, বুখারি ও মুসলিমের শর্তসাপেক্ষে হাদিসটি সহিহ।[১৫৭৯]

আমি বলি, এই অধ্যায়টি অত্যন্ত ব্যাপক। তবে সংক্ষেপে বর্ণনা করলে তা আয়ত্ত করতে সহজ। এ কারণে আমরা এখানেই এই অধ্যায় সমাপ্ত করছি।

১৫৭৬. সুনানে তিরমিজি: ৩৫৪০।
১৫৭৭. সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮১৮।
১৫৭৮. সুনানে আবু দাউদ: ১৫১৭, সুনানে তিরমিজি: ৩৫৭৭।
১৫৭৯. মুসতাদরাকে হাকেম ১/ ৫১১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অনুতপ্ত হওয়া ছাড়া বলা যে, 'আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তাওবা করছি'

ইস্তিগফারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি বিষয় হল, যা হজরত রবি বিন খুসাইম রাদি. থেকে যা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যেন এভাবে না বলে: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ: আসতাগফিরুল্লাহা ওয়া আতুবু ইলাইহ: আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাওবা করছি। –কেননা, এমনটি না করলে সে গুনাগার হবে এবং মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে। বরং সে বলবে:– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وتُبْ عَلَيَّ (আল্লাহুম্মাগফিরলি ওয়াতুব আলাইয়্যা: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। –তিনি যে বললেন এভাবে বলা উচিত– হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন: ঠিক আছে। তবে 'আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি' কথাটাকে অপছন্দনীয় বলা ও একে মিথ্যা সাব্যস্ত করা: সঙ্গত মনে হচ্ছে না। কেননা, 'আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি' অর্থ: আমি আল্লাহর মাগফেরাত কামনা করছি। এতে মিথ্যার কিছু নেই। তাছাড়া তার এই কথার উত্তর ইতিপূর্বে বর্ণিত হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদি. এর হাদিসেও পাওয়া যায়।

হজরত ফুজাইল রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– গুনাহ পরিত্যাগ করা ছাড়া শুধু ক্ষমা প্রার্থনা করা মিথ্যাবাদীদের তাওবা। ঠিক অনুরূপ বক্তব্য হজরত রাবিআ আদাবিয়্যাহ রাদি. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমাদের ইস্তিগফারের জন্যও আরো ইস্তিগফারের প্রয়োজন। এক আরব বেদুঈন সম্পর্কে কথিত আছে, সে কাবার গিলাফ ধরে বলছিল–

اَللّٰهُمَّ إِنَّ اسْتِغْفَارِيْ مَعَ إِصْرَارِيْ لَؤْمٌ، وَإِنَّ تَرْكِيْ الاِسْتِغْفَارَ مَعَ عِلْمِيْ بِسَعَةِ عَفْوِكَ لَعَجْزٌ، فَكَمْ تَتَحَبَّبُ إِلَيَّ بِالنِّعَمِ مَعَ غِنَاكَ عَنِّيْ، وَأَتَبَغَّضُ إِلَيْكَ بِالْمَعَاصِيْ مَعَ فَقْرِيْ إِلَيْكَ، يَا مَنْ إِذَا وَعَدَ وَفَّى، وإِذَا تَوَعَّدَ تَجَاوَزَ وَعَفَا، أَدْخِلْ عَظِيْمَ جُرْمِيْ فِيْ عَظِيْمِ عَفْوِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

অর্থ: হে আল্লাহ! বারবার আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ছোটলোকি। তবে আপনার ক্ষমার বিস্তৃতি দেখে ক্ষমা প্রার্থনা ছেড়ে দেয়া অক্ষমতা। আমার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

প্রতি আপনার অমুখাপেক্ষীতা থাকা সত্ত্বেও কতকাল আপনি ভালোবেসে নেয়ামত দিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে আপনার প্রতি আমি পূর্ণ মুখাপেক্ষী থাকা সত্ত্বেও কতকাল ধরে আপনার নাফরমানি করে যাচ্ছি। হে ঐ সত্তা, যিনি ওয়াদা করলে পূরণ করেন! হে সকল দয়াবানদের দয়াবান! আপনি আমার মহা অপরাধগুলিকে আপনার মহা ক্ষমার মধ্যে শামিল করে নিন।

পূর্ণ একদিন চুপ থাকা নিষিদ্ধ

(১০৬০) হজরত আলি রাদি. থেকে বর্ণিত, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ কথাগুলো মুখস্থ রেখেছি–

لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ.

অর্থ: সাবালক হওয়ার পর আর এতিম থাকে না। পূর্ণ একদিন চুপ থাকতেও নেই।[১৫৮০] –ইমাম আবু সুলাইমান খাত্তাবি মাআলিমুস সুনানে এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন– জাহেলি যুগে মানুষে চুপ থাকা ইবাদতের অংশ ছিল। তারা দিবারাত্রের ইতিকাফ করত এবং চুপ থাকত; কারো সাথে কথাবার্তা বলত না। অতঃপর ইসলামে এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং তাদেরকে জিকির ও উত্তম কথা বলতে আদেশ দেয়া হয়েছে।[১৫৮১]

(১০৬১) হজরত কায়েস বিন আবু হাজিম রহ. থেকে বর্ণিত–

دَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا : زَيْنَبُ، فَرَآهَا لَا تَكَلَّمُ، فَقَالَ : مَا لَهَا لَا تَكَلَّمُ ؟ قَالُوْا : حَجَّتْ مُصْمِتَةً . قَالَ لَهَا : تَكَلَّمِيْ ؛ فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ. فَتَكَلَّمَتْ.

অর্থ: একবার হজরত আবু বকর রাদি. আহমাস গোত্রের যয়নব নামক মহিলার কাছে গমন করলেন। গিয়ে দেখেন, সে কথাবার্তা বলছে না। লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, সে কথা বলছে না কেন? তারা বলল, সে চুপ থাকার নিয়ত করেছে। তিনি তাকে বললেন, তুমি কথা বল। কেননা, এ ধরনের চুপ থাকা জায়েজ নয়। এটি জাহেলি যুগের প্রথা। অতঃপর সে কথা বলল।[১৫৮২]

১৫৮০. সুনানে আবু দাউদ: ২৮৭৩।
১৫৮১. মাআলিমুস সুনান ৩/২৯৪।
১৫৮২. সহিহ বুখারি: ৩৮৩৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অধ্যায়- ২২

যেসব হাদিসের ওপর ইসলামের ভিত্তি

(১০৬২) হজরত উমর রাদি. এর হাদিস, যা অতীত হয়েছে–

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

অর্থ: প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের অথবা নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে- সেই উদ্দেশ্যেই হবে তার হিজরতের প্রাপ্য।[১৫৮৩]

(১০৬৩) হজরত আয়েশা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدٌّ.

অর্থ: যে ব্যক্তি আমার এ দীনের মধ্যে নতুন কোনো জিনিস সৃষ্টি করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত হবে।[১৫৮৪]

(১০৬৪) হজরত নুমান বিন বাশির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম কে বলতে শুনেছি–

১৫৮৩. সহিহ বুখারি: ১, সহিহ মুসলিম: ১৯০৭।

১৫৮৪. সহিহ বুখারি: ২৬৯৭, সহিহ মুসলিম: ১৮১৭, মু. আহমাদ ৬/২৭০, সুনানে আবু দাউদ: ৪৬০৬, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ، مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ.

অর্থ: নিশ্চয়ই হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর এ উভয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়, অনেক লোকই সেগুলো জানে না। যে ব্যক্তি এ সব সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকে সে তার দীন ও মর্যাদাকে নিরাপদে রাখে। আর যে লোক সন্দেহজনক বিষয়ে পতিত হবে সে হারামের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়বে। যেমন কোনো রাখাল সংরক্ষিত (সরকারী) চারণভূমির আশ-পাশে পশু চরায়, আশঙ্কা রয়েছে সে পশু তার অভ্যন্তরে গিয়ে ঘাস খাবে। সাবধান! প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত এলাকা থাকে, সাবধান! আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হল তার হারামকৃত বিষয়সমূহ। জেনে রেখ, দেহের মধ্যে এক টুকরা গোশত আছে। যখন তা সুস্থ থাকে তখন সমস্ত শরীরই সুস্থ থাকে। যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন সমস্ত শরীরই নষ্ট হয়ে যায়। স্মরণ রেখ, তা হল কালব তথা হৃদয়[১৫৮৫]।

(১০৬৫) হজরত ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত–

حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ. ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوحُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ،

১৫৮৫. সহিহ বুখারি: ৫২, সহিহ মুসলিম: ১৫৯৯, মু. আহমাদ ৪/২৬৭, সুনানে আবু দাউদ: ৩৩২৯, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৯৮৪, সুনানে তিরমিজি: ১২০৫, সুনানে নাসাঈ ৭/২৪১, সুনানে দারিমি: ২৫২৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

অর্থ: সত্যবাদীরূপে স্বীকৃত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপকরণ নিজ নিজ মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যরূপে অবস্থান করে, এরপর তা জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে চল্লিশ দিন অবস্থান করে। এরপর তা গোশতপিণ্ডে পরিণত হয়ে (আগের ন্যায় চল্লিশ দিন) থাকে। এরপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তাকে চারটি বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়। তাকে (ফেরেশতাকে) লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়, তার আমল, তার রিজিক, তার জীবনকাল এবং সে কি পাপী হবে না পূণ্যবান হবে। এরপর তার মধ্যে আত্মা ফুকে দেয়া হয়। কাজেই তোমাদের কোনো ব্যক্তি আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌছে যে, তার এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে, এমন সময় তার আমলনামা তার ওপর অগ্রগামী হয়। ফলে সে জান্নাতবাসীর মত আমল করে।[১৫৮৬]

(১০৬৬) হজরত হাসান বিন আলি রাদি. থেকে বর্ণিত–

حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ.

অর্থ: আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই শব্দগুলি স্মরণ রেখেছি যে, তুমি ঐ জিনিস পরিত্যাগ কর, যে জিনিস তোমাকে সন্দেহে ফেলে এবং তা গ্রহণ কর যাতে তোমার সন্দেহ নেই। কেননা, সত্য প্রশান্তির কারণ এবং মিথ্যা সন্দেহের কারণ।[১৫৮৭]

(১০৬৭) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ.

১৫৮৬. সহিহ বুখারি: ৩২০৮, সহিহ মুসলিম: ৩৬৪৩, মু. আহমাদ ১/৩৮২, সুনানে আবু দাউদ: ৪৭০৮, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৭৬, সুনানে তিরমিজি: ২১৩৮।

১৫৮৭. সুনানে তিরমিজি: ২৫২০, মু. আহমাদ ১/২০০, সুনানে নাসাঈ ৮/৩২৭, সুনানে দারিমি: ২৫৩৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: অপ্রয়োজনীয় বিষয় ত্যাগ করাই একজন ব্যক্তির উত্তম ইসলাম।[১৫৮৮]

(১০৬৮) হজরত আনাস রাদি থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبُّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

অর্থ: তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।[১৫৮৯]

(১০৬৯) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا"، وَقَالَ تَعَالَى: "يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ؟

অর্থ: আল্লাহ্ তাআলা পাক-পবিত্র, তাই তিনি কেবল পবিত্র জিনিসই কবুল করে থাকেন। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ঐ কাজই করার হুকুম দিয়েছেন যা করতে রাসুলদেরকে হুকুম দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন– হে রাসুলগণ! পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং নেক আমল করুন। আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেছেন– হে মুমিনগণ! আমরা তোমাদের যে পবিত্র জীবিকা দান করেছি তা থেকে আহার কর।– তারপর তিনি (নবিজি) এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে ব্যক্তি দীর্ঘ সফরে বের হয় এবং তার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে ও কাপড় ধুলোবালিতে ময়লা হয়ে আছে। অতঃপর সে নিজের দুই হাত আকাশের দিকে তুলে ধরে ও বলে– হে রব! হে রব! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম,

---

[১৫৮৮]. ৮৮৮ নম্বর হাদিসের তাখরিজ দেখুন।

[১৫৮৯]. সহিহ বুখারি: ১৩, সহিহ মুসলিম: ৪৫, সুনানে নাসাঈ ৮/১১৫, মু. আহমাদ ১/১৭৬, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৬৬, সুনানে তিরমিজি: ২৫১৭, সুনানে দারিমি: ২৭৪৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সে হারামভাবে লালিত-পালিত হয়েছে; এ অবস্থায় কেমন করে তার দুআ কবুল হতে পারে?[১৫৯০]

(১০৭০) মুয়াত্তা মালেকে আছে–

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

অর্থ: ক্ষতি করা উচিত নয়। ক্ষতির সম্মুখীন হওয়াও উচিত নয়।[১৫৯১]

(১০৭১) হজরত তামিম দারি রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ: لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهٖ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

অর্থ: সদুপদেশ দেয়াও দীন। আমরা আরজ করলাম, কার জন্য উপদেশ? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তার কিতাবের, তার রাসুলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের।[১৫৯২]

(১০৭২) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন–

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهٖ فَافْعَلُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلٰى أَنْبِيَائِهِمْ.

অর্থ: আমি তোমাদের যা নিষেধ করেছি, তা থেকে বিরত থাক এবং যা আদেশ করেছি, তা থেকে যা সম্ভব তা পালন কর। কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে তাদের প্রশ্নের আধিক্য এবং নিজ নবিদের সাথে বিরোধ।[১৫৯৩]

(১০৭৩) হজরত সাহাল বিন সাদ সায়িদি রাদি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল–

১৫৯০. সহিহ মুসলিম: ১০১৫।

১৫৯১. মুয়াত্তা মালেক ২/৭৪৫, সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৩৪০।

১৫৯২. ৮৪৯ নং হাদিস দেখুন।

১৫৯৩. সহিহ বুখারি: ৭২৮৮, সহিহ মুসলিম: ১৩৩৭, সুনানে নাসাঈ ৫/১১০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

يَا رَسُوْلَ اللهِ، دُلَّنِيْ عَلٰى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِيَ اللهُ وَأَحَبَّنِيَ النَّاسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ وَازْهَدْ فِيْمَا فِيْ أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوْكَ.

অর্থ: হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা আমি করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালোবাসবে। নবিজি বললেন, তুমি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি অবলম্বন কর। তবেই আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। মানুষের নিকট যা আছে, তুমি তার প্রতি অনাসক্ত হয়ে যাও, তাহলে তারাও তোমাকে ভালোবাসবে।[১৫৯৪]

(১০৭৪) হজরত ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ بِإِحْدٰى ثَلاَثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِيْ وَالْفَارِقُ مِنْ الدِّيْنِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ.

অর্থ: কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল, তাহলে তিন-তিনটি কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। (যথা:) জানের বদলে জান, বিবাহিত ব্যভিচারী, আর নিজের দীন ত্যাগকারী মুসলিম জামাআত থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া ব্যক্তি।[১৫৯৫]

(১০৭৫) হজরত ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الْإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

১৫৯৪. সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪১০২।

১৫৯৫. সহিহ বুখারি: ৬৮৭৮, সহিহ মুসলিম: ১৬৭৬, সুনানে আবু দাউদ: ৪৩৫২, সুনানে তিরমিজি: ১৪০২, সুনানে নাসাঈ ৭/৯০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ: আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষন না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রাসুল। আর নামাজ কায়েম করে ও জাকাত প্রদান করে। তারা যদি এ কাজগুলো করে, তবে আমার পক্ষ থেকে তারা জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করবে। অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোনো কারণ থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর ওপর ন্যাস্ত।[১৫৯৬]

(১০৭৬) হজরত ইবনে উমর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَىٰ خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

অর্থ: ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি: **এক.** আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল- এ কথার সাক্ষ্যদান। **দুই.** নামাজ কায়েম করা। **তিন.** জাকাত দেয়া। **চার.** হজ করা। **পাঁচ.** রমজানের সিয়াম পালন করা।[১৫৯৭]

(১০৭৭) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি.থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيْ، وَالْيَمِيْنَ عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ.

অর্থ: যদি মানুষকে কেবল তাদের দাবী অনুযায়ী দিয়ে দেয়া হয় তাহলে তারা অন্যের সম্পদ ও জীবন দাবী করে বসবে। তবে নিয়ম হচ্ছে, দাবীদারকে প্রমাণ পেশ করতে হবে, আর যে অস্বীকার করবে তাকে শপথ করতে হবে।[১৫৯৮]

(১০৭৮) হজরত ওয়াবিসা বিন মাবাদ রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন। নবিজি বললেন–

১৫৯৬. সহিহ বুখারি: ২৫, সহিহ মুসলিম: ২২।

১৫৯৭. ৯৯৩ নং হাদিসের টীকা দেখুন।

১৫৯৮. সুনানে বাইহাকি ১০/২৫২, সহিহ বুখারি: ৪৫৫২, সহিহ মুসলিম: ১৭১১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

جِئْتَ تَسْأَلُ عَنْ الْبِرِّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ، اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.

অর্থ: তুমি কি নেকি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। বললেন, নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর; যা সম্পর্কে তোমার আত্মা ও মন আশ্বস্ত থাকে তা হল নেকি। আর গুনাহ হচ্ছে, যা তোমার আত্মাকে অশ্বস্তিতে রাখে ও মনে সংশয় সৃষ্টি করে। যদিও লোক (এর স্বপক্ষে) ফাতাওয়া দিয়ে দেয় তবুও।[১৫৯৯] –হজরত নাওয়াস বিন সামআন রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.

অর্থ: পূণ্য হচ্ছে সচ্চরিত্র। আর পাপ হচ্ছে যা তোমার (অন্তরে) খটকা সৃষ্টি করে এবং লোকে তা জানুক তা তুমি অপছন্দ কর।[১৬০০]

(১০৭৯) হজরত শাদ্দাদ বিন আউস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ.

অর্থ: নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত জিনিস উত্তম পদ্ধতিতে করার বিধান করে দিয়েছেন। সুতরাং যখন তুমি (কেসাস হিসাবে) হত্যা করবে, তখন উত্তম পদ্ধতিতে হত্যা করবে। যখন তুমি জবেহ করবে উত্তম পদ্ধতিতে জবে করবে। তোমাদের প্রত্যেকের আপন ছুরি ধারালো করে নেয়া উচিত এবং জবেহকৃত জন্তুর কষ্ট লাঘব করা উচিত।[১৬০১]

(১০৮০) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

[১৫৯৯]. মু. আহমাদ ৪/২২৮, সুনানে দারিমি: ২৫৩৬।

[১৬০০]. সহিহ মুসলিম: ২৫৫৩।

[১৬০১]. সহিহ মুসলিম: ১৯৫৫, সুনানে আবু দাউদ: ১৯৫৫, সুনানে তিরমিজি: ১৪০৯, সুনানে নাসাঈ ৭/২২৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

অর্থ: যে ব্যাক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে নয়তো নীরব থাকে। যে ব্যাক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যাক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে।[১৬০২]

(১০৮১) হজরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত–

أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِيْ. قَالَ لاَ تَغْضَبْ. فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ لاَ تَغْضَبْ.

অর্থ: এক ব্যক্তি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বলল, আপনি আমাকে ওসিয়ত করুন। তিনি বললেন, তুমি রাগ কর না। লোকটা কয়েকবার তা বললেন নবিজি প্রত্যেক বারই বললেন, রাগ কর না।[১৬০৩]

(১০৮২) হজরত আবু সালাবা খুশানি রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا.

অর্থ: নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা ফরজসমূহকে অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছেন, সুতরাং এতে অবহেলা কর না। তিনি সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সুতরাং এতে লঙ্ঘন কর না। কিছু জিনিস হারাম করেছেন, সুতরাং তা অমান্য কর না। কিছু জিনিসের ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করেছেন,

---

১৬০২. ৮৭৪ নং হাদিসের টীকা দেখুন।

১৬০৩. সহিহ বুখারিঃ ৬১১৬, সুনানে তিরমিজিঃ ২০২১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তোমাদের জন্য রহমত হিসাবে; ভুলে গিয়ে নয়। সুতরাং সেসব বিষয়ে অতিরিক্ত অনুসন্ধান কর না।[১৬০৪]

(১০৮৩) হজরত মুআজ রাদি. থেকে বর্ণিত–

قُلْت يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِيْ مِنْ النَّارِ، قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيْمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلٰى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ تَلَا: "تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ" حَتّٰى بَلَغَ "يَعْمَلُوْنَ" ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُوْدِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُوْدُهُ الصَّلَاةُ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ فَقُلْتُ: بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ ! فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا. قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ -أَوْ قَالَ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ- إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟!

অর্থ: আমি নিবেদন করি: হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে এমন আমল বলুন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দিবে|

তিনি বললেন, তুমি এক বৃহৎ বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। এটা তার জন্য খুবই সহজ আল্লাহ যার জন্য সহজ করে দেন। তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক কর না, নামাজ প্রতিষ্ঠা কর, জাকাত দাও, রমজানে রোজা রাখ এবং (কাবা) ঘরের হজ কর তারপর বলেন, আমি কি তোমাদের কল্যাণের দরজা দেখাব না? রোজা হচ্ছে ঢাল। সাদকা গুনাহকে নিঃশেষ করে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়; আর কোনো ব্যক্তির গভীর রাতের নামাজ|

১৬০৪. সুনানে দারাকুতনি ৪/১৮৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তারপর তিনি পড়েন–

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۖ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থ: তারা শয্যা পরিত্যাগ করে তাদের রবকে ভয়ে ও আশায় ডাকে এবং আমরা তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তাদের কর্মের জন্য যে চক্ষু শীতলকারী প্রতিফল রক্ষিত আছে তা তাদের কেউই জানে না।[১৬০৫]

তিনি আবার বলেন, আমি তোমাদের কর্মের মূল এবং তার স্তম্ভ ও সর্বোচ্চ চূড়া বলব কি? আমি নিবেদন করি: হে আল্লাহর রাসুল! অবশ্যই বলুন|

তিনি বললেন, কর্মের মূল হচ্ছে ইসলাম, তার স্তম্ভ হচ্ছে নামাযজ এবং সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে জিহাদ। তারপর তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে এসব কিছু আয়ত্তে রাখার জিনিস বলব না? আমি নিবেদন করি: হে আল্লাহর রাসুল! অবশ্যই বলুন| তিনি নিজের জিভ ধরে বললেন, এটাকে সংযত কর| আমি জিজ্ঞেস করি: হে আল্লাহর নবি! আমরা যা বলি তার হিসাব হবে কি? বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, হে মুআজ! জিভের কর্ম ছাড়া আর কিছু এমন আছে কি যা মানুষকে মুখ থুবড়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে?[১৬০৬]

(১০৮৪) হজরত আবু জর এবং মুআজ রাদি. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اِتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

অর্থ: তুমি যেখানে যে অবস্থায় থাক না কেন আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক মন্দ কাজের পর ভাল কাজ কর, যা একে মুছে দিবে। আর মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার কর।[১৬০৭]

(১০৮৫) হজরত ইরবাদ বিন সারিয়া রাদি. হতে বর্ণিত–

১৬০৫. সুরা আসসাজদাহ: ১৬-১৭।

১৬০৬. ৮৮৬ নং হাদিসের টীকা দেখুন।

১৬০৭. সুনানে তিরমিজি: ১৯৮৮, মু. আহমাদ ৫/২২৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا، قَالَ: أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বক্তৃতায় আমাদের উপদেশ দান করেন যাতে আমাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে এবং চোখে পানি এসে যায়| আমরা নিবেদন করি: হে আল্লাহর রাসুল! মনে হচ্ছে বিদায়কালীন উপদেশ; আপনি আমাদেরকে ওসিয়ত করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের মহান আল্লাহকে ভয় করতে ওসিয়াত করছি। আনুগত্য করতে ওসিয়ত করছি; যদি কোনো গোলামও তোমাদের শাসক হয় তবুও। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখবে; সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদিনের পদ্ধতি মেনে চলবে। একে দাঁত দিয়ে (অর্থাৎ খুব শক্তভাবে) ধরে রাখবে। অভিনব বিষয় সম্পর্কে সাবধান থাক, কারণ প্রত্যেক অভিনব বিষয় হচ্ছে বিদআত, প্রত্যেক বিদআত হচ্ছে গোমরাহি। আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম হচ্ছে, জাহান্নামের আগুন।[১৬০৮] –ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।

(১০৮৬) হজরত আবু মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُوْلَىٰ إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ.

অর্থ: পূর্ববর্তী নবিদের যে কথা লোকদের স্মরণ আছে, তা হল– যখন তোমার শরম না থাকবে, তখন তুমি যা ইচ্ছা করতে পারবে।[১৬০৯]

১৬০৮. সুনানে আবু দাউদ: ৪৬০৭, সুনানে তিরমিজি: ২৬৭১, মু. আহমাদ ২/১২৬, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪২।

১৬০৯. সহিহ বুখারি: ৩৪৮৩, সুনানে আবু দাউদ: ৪৭৯৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(১০৮৭) হজরত জাবের রাদি. হতে বর্ণিত–

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوْبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلٰى ذَلِكَ شَيْئًا؛ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

অর্থ: এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি মনে করেন যদি আমি ফরজ নামাজ আদায় করি, রমজানে রোজা রাখি, হালালকে হালাল বলে ও হারামকে হারাম বলে ঘোষণা করি, আর এর বেশি কিছু না করি, তাহলে কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব? নবিজি বললেন, হ্যাঁ।[১৬১০]

(১০৮৮) হজরত সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ রাদি. হতে বর্ণিত–

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! قُلْ لِيْ فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ؛ قَالَ: قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ.

অর্থ: আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন কিছু বলে দিন যেন আপনাকে ব্যতীত আর কারো কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না হয়। তিনি বললেন, বল- আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি; তারপর এর ওপর অবিচল থাক।[১৬১১]

উলামায়ে কেরাম বলেন, এই হাদিস নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাওয়ামিউল কালিম এর অন্তর্ভুক্ত। এটি আল্লাহর বাণীর মোতাবেক–

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا.

অর্থ: যারা বলে আমাদের রব আল্লাহ, তারপর অবিচলিত থাকে।[১৬১২] সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামাদের মতে আয়াত ও হাদিসের অর্থ হল– যারা ঈমান আনয়ন করে এবং আল্লাহর আনুগত্যকে আবশ্যক করে।

(১০৮৯) হজরত উমর রাদি. থেকে বর্ণিত–

১৬১০. সহিহ মুসলিম: ১৫।
১৬১১. সহিহ মুসলিম: ৩৮।
১৬১২. সুরা আহকাফ: ১৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا الْإِيْمَانُ قَالَ "أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ". قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الإِسْلاَمُ قَالَ "الْإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ" . قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا الْإِحْسَانُ قَالَ "أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ". قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَتَى السَّاعَةُ قَالَ "مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُءُوْسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللهُ". ثُمَّ تَلاَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ)". قَالَ ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "رُدُّوْا عَلَيَّ الرَّجُلَ". فَأَخَذُوْا لِيَرُدُّوْهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا . فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هَذَا جِبْرِيْلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِيْنَهُمْ".

অর্থ: একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকেদের নিয়ে দবসেছিলেন। এমন সময় একজন লোক এসে তাকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল! ঈমান কি? তিনি বললেন, ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ, তার ফেরেশতাকুল, তার (নাজিলকৃত) কিতাব, (আখেরাত) তার সাথে সাক্ষাৎ ও তার রাসুলগণের প্রতি ঈমান রাখবে এবং পুনরুত্থান দিবসের ওপরও ঈমান আনবে। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল! ইসলাম কি? তিনি বললেন, ইসলাম এই যে, তুমি আল্লাহর ইবাদত করতে থাকবে, কিন্তু তার সাথে কাউকে শরিক করবে না, ফরজকৃত নামাজ কায়েম করবে, নির্ধারিত ফরজ জাকাত আদায় করবে এবং রমজানের রোজা পালন করবে। সে আবার জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল! ইহসান কি? তিনি বললেন,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তাকে দেখছ; যদি তাকে না দেখ তা হলে তিনি তোমাকে দেখছেন (বলে অনুভব করবে।

সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল! কেয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশি কিছু জানেন না। তবে আমি তোমাকে কেয়ামতের কিছু নিদর্শন বলে দিচ্ছি– যখন দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে এটা নিদর্শনসমূহের একটি। যখন বস্ত্রহীন, জুতাহীন ব্যক্তি জনগণের নেতা হবে, এটাও একটি নিদর্শন। আর মেষ শাবক ও ছাগলের রাখালরা যখন সুউচ্চ দালানকোঠা নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে, এটাও তার একটি নিদর্শন। প্রকৃতপক্ষে যে পাঁচটি জিনিসের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ রাখেন, কেয়ামতের জ্ঞান তারই অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নবর্ণিত আয়াত তিলাওয়াত করেন– আল্লাহর নিকটই কেয়ামতের জ্ঞান রয়েছে, আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং মাতৃগর্ভে কি আছে তা তিনিই জানেন। কোনো প্রাণীই আগামীকাল কী উপার্জন করবে তা জানে না এবং কোন জমিনে সে মৃত্যুবরণ করবে তাও জানে না। বস্তুতঃ আল্লাহই সব জানেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে অবগত।[১৬১৩] –বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকটি চলে গেল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটিকে আমার নিকট ফিরিয়ে আন। তারা তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য গেলেন। কিন্তু কাউকে পেলেন না। তারপর নবিজি বললেন, ইনি ছিলেন জিবরিল আলাইহিস সালাম। লোকেদের দীন (দীনের সারর্মম) শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছিলেন।[১৬১৪]

(১০৯০) হজরত ইবনে আব্বাস রাদি. বর্ণিত–

كُنْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامُ! إِنِّيْ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: اِحْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، اِحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَعُوْا عَلَىٰ أَنْ

১৬১৩. সুরা লুকমান: ৩৪।

১৬১৪. সহিহ মুসলিম: ৮। হাদিসটি আবু হুরায়রা রাদি. থেকেও বর্ণিত। কিতাবে হাদিসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে মাত্র। পাঠকের সুবিধার্থে পুরো হাদিস অর্থসহ সংযোজন করা হল।– উবায়দুল্লাহ আসআদ কাসেমি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

يَضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْك؛ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.

وَفِيْ رِوَايَةِ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ: احْفَظْ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفُك فِي الشِّدَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَك، وَمَا أَصَابَك لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَك، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.

অর্থ: একদিন আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে ছিলাম, তিনি আমাকে বললেন: হে যুবক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শেখাব। আল্লাহকে স্বরণ করবে তো তিনি তোমাকে সংরক্ষণ করবেন, আল্লাহকে স্মরণ করলে তাঁকে তোমার সামনেই পাবে। যখন কিছু চাইবে তো আল্লাহর কাছেই চাইবে; যখন সাহায্য চাইবে তো আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রেখ, সমস্ত মানুষ যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা ব্যতীত আর কোনো উপকার করতে পারবে না। আর যদি সমস্ত মানুষ তোমার কোনো অনিষ্ট করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা ব্যতীত আর কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে।[১৬১৫] সুনানে তিরমিজি ছাড়া অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে– আল্লাহকে স্মরণ করবে তো তাঁকে সম্মুখে পাবে, তুমি স্বচ্ছল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করবে তো তিনি তোমাকে কঠিন অবস্থায় স্মরণ করবেন। মনে রেখ, যা তুমি পেলে না, তা তোমার পাবার ছিল না, আর যা তুমি পেলে তা তুমি না পেয়ে থাকতে না। আরো জেনে রেখ, ধৈর্য্যধারণের ফলে (আল্লাহর) সাহায্য লাভ করা যায়। কষ্টের পর স্বাচ্ছন্দ আসে। কঠিন অবস্থার পর স্বচ্ছলতা আসে।[১৬১৬]

(১০৯১) আবু জর গিফারি রাদি. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বরকতময় ও সুমহান রবের নিকট হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন–

১৬১৫. সুনানে তিরমিজি: ২৫১৮, হাদিসটি হাসান সহিহ।

১৬১৬. মু. আহমাদ ১/৩০৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

يَا عِبَادِيْ: إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِيْ، وَجَعَلْتُهٗ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا؛ فَلَا تَظَالَمُوْا. يَا عِبَادِيْ! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهٗ، فَاسْتَهْدُوْنِيْ أَهْدِكُمْ. يَا عِبَادِيْ! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهٗ، فَاسْتَطْعِمُوْنِيْ أُطْعِمْكُمْ. يَا عِبَادِيْ! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهٗ، فَاسْتَكْسُوْنِيْ أَكْسُكُمْ. يَا عِبَادِيْ! إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا؛ فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ أَغْفِرْ لَكُمْ. يَا عِبَادِيْ! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوْا ضُرِّيْ فَتَضُرُّوْنِيْ، وَلَنْ تَبْلُغُوْا نَفْعِيْ فَتَنْفَعُوْنِيْ. يَا عِبَادِيْ! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى أَتْقٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذٰلِكَ فِيْ مُلْكِيْ شَيْئًا. يَا عِبَادِيْ! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْئًا. يَا عِبَادِيْ! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوْا فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُوْنِيْ، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهٗ، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِيْ إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ. يَا عِبَادِيْ! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيْهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيْكُمْ إِيَّاهَا؛ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهٗ.

অর্থ: হে আমার বান্দাগণ! আমি জুলুমকে আমার জন্য হারাম করে দিয়েছি, আর তা তোমাদের মধ্যেও হারাম করে দিয়েছি। অতএব, তোমরা একে অপরের উপর জুলুম কর না। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে হেদায়াত দিয়েছি সে ছাড়া তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। সুতরাং আমার কাছে হেদায়াত চাও, আমি তোমাদের হেদায়াত দান কর। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে অন্ন দান করেছি, সে ছাড়া তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত। সুতরাং তোমরা আমার নিকট খাদ্য চাও, আমি তোমাদের খাদ্য দান করব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সবাই বিবস্ত্র, সে ব্যতীত যাকে আমি কাপড় পরিয়েছি। সুতরাং আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্রদান করব।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাতদিন গুনাহ করছ, আর আমি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেই। সুতরাং আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা কখনোই আমার ক্ষতি করার সামর্থ রাখ না যে আমার ক্ষতি করবে। আর তোমরা কখনোই আমার ভালো করার ক্ষমতা রাখ না যে আমার ভালো করবে| হে আমার বান্দাগণ! তোমরা পূর্বাপর সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুত্তাকি ও পরহেজগার ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই বৃদ্ধি করবে না।

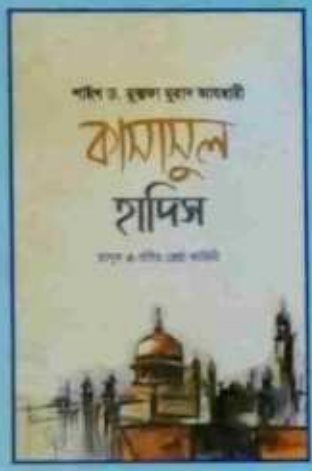
আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বাপর সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পাপী ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই কমাতে পারবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বের ও তোমাদের পরের সকলে, তোমাদের সকল মানব-দানব একই ময়দানে দাঁড়িয়ে আমার কাছে চায় এবং আমি সকলের চাওয়া পূরণ করে দেই, তবে আমার নিকট যা আছে তাতে সমুদ্রে এক সুঁই রাখলে যতটা কম হয় তা ব্যতীত আর কিছু কম হতে পারে না।

আমার বান্দাগণ! আমি তোমাদের আমলকে তোমাদের জন্য গণনা করে রাখি, আমি এর পূর্ণ প্রতিফল দেব। সুতরাং যে ব্যক্তি উত্তম প্রতিফল পাবে তাকে আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত, আর যে বিপরীত পাবে তার শুধু নিজেকেই ধিক্কার দেয়া উচিত।[১৬১৭]

সমাপ্ত

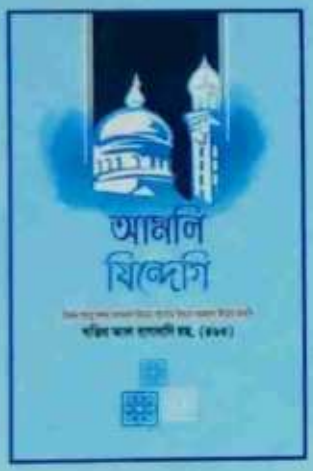
[১৬১৭]. সহিহ মুসলিমঃ ২৫৭৭, সুনানে তিরমিজিঃ ২৪৯৭। এই শিরোনামের ৩০ হাদিসের তরজমায় ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে প্রকাশিত হাদিসের বিভিন্ন বই থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com













মাকতাবাতুস সুন্নাহ N مكتبة السنة

বিশুদ্ধ ইসলামি বইয়ের আপ্তার ঠিকানা

১১/১ ইসলামি টাওয়ার, ১ম তলা, দোকান নং-১১, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ ফোন: ০১৭৭৪-৯২৬ ২৬০, ০১৯১১-৫০২ ৯০৭।

ইমেইল: maktabatussunnah.bd@gmail.com facebook.com/maktabatussunnahbd

Scanned by

T.me/[illegible]_2325

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com